শব্দে শব্দে
আল কুরআন
দ্বাদশ খণ্ড
মাওলানা মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান

শব্দে শব্দে আল কুরআন

দ্বাদশ খণ্ড

সূরা আল আহ্‌ক্বাফ থেকে সূরা আল মুজাদালা

মাওলানা মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান

আধুনিক প্রকাশনী

ঢাকা

প্রকাশনায়
বাংলাদেশ ইসলামিক ইনস্টিটিউট পরিচালিত
আধুনিক প্রকাশনী
২৫ শিরিশদাস লেন
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন ঃ ৭১১৫১৯১, ৯৩৩৯৪৪২
ফ্যাক্স ঃ ৮৮-০২-৭১৭৫১৮৪

আঃ প্রঃ ৪২১

১ম প্রকাশ

শাওয়াল	১৪৩৪
ভাদ্র	১৪২০
সেপ্টেম্বর	২০১৩

বিনিময় ঃ ৩৩০.০০ টাকা

মুদ্রণে
বাংলাদেশ ইসলামিক ইনস্টিটিউট পরিচালিত
আধুনিক প্রেস
২৫ শিরিশদাস লেন
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

SHABDE SHABDE AL QURAN 12th Volume by Moulana Mohammad Habibur Rahman. Published by Adhunik Prokashani, 25 Shirishdas Lane, Banglabazar, Dhaka-1100

Sponsored by Bangladesh Islamic Institute.
25 Shirishdas Lane, Banglabazar, Dhaka-1100.

Price : Taka 330.00 Only

কিছু কথা

কুরআন মাজীদ সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ আসমানী কিতাব। কিয়ামত পর্যন্ত যতো মানুষের আগমন পৃথিবীতে ঘটবে সকলের জন্য এ কিতাবের বিধানই অনুসরণীয়। তাই সকল মানুষ যাতে এ কুরআনকে বুঝতে পারে সেজন্য যেসব ভাষার প্রচলন পৃথিবীতে রয়েছে সেসব ভাষায় এ কিতাবের অনুবাদ হওয়া প্রয়োজন।

মহান আল্লাহ কুরআন মাজীদকে মানুষের জন্য সহজবোধ্য করে নাযিল করেছেন। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন—

وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْاٰنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُّدَّكِرٍ

"আর আমি নিশ্চয় কুরআন মাজীদকে সহজ করে দিয়েছি উপদেশ গ্রহণের জন্য, আছে কি কোনো উপদেশ গ্রহণকারী ?"–সূরা আল ক্বামার ঃ ১৭

সুতরাং কুরআন মাজীদকে গিলাফে বন্দী করে সম্মানের সাথে তাকের উপর না রেখে বরং তাকে গণমানুষের সামনে সম্ভাব্য সকল উপায়ে তুলে ধরে তদনুযায়ী ব্যক্তি, সমাজ ও জাতি গঠন করার মধ্যেই নিহিত রয়েছে মানব জাতির সার্বিক কল্যাণ।

এ পর্যন্ত অনেক ভাষায় এর অনুবাদ হয়েছে। বাংলা ভাষায়ও এর বেশ কিছু অনুবাদ রয়েছে। তারপরও আধুনিক শিক্ষিতজনদের চাহিদা ও দাবির প্রতি লক্ষ্য রেখে আধুনিক প্রকাশনী এ মহান উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এক্ষেত্রে গ্রন্থের কলেবর বৃদ্ধির প্রতি লক্ষ্য না করে পাঠকদের জন্য যাতে সহজবোধ্য হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখা হয়েছে। অনুবাদের ক্ষেত্রে পারিভাষিক পদ্ধতিকে অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে। প্রতিটি লাইনের অনুবাদ সে লাইনেই সীমিত রাখার যথাসাধ্য চেষ্টা করা হয়েছে। তাতে পারিভাষিক অনুবাদের বিশেষত্ব কোথাও কোথাও ক্ষুণ্ন হয়েছে। অতপর অনূদিত অংশের শব্দে শব্দে অর্থ প্রদান করা হয়েছে। এরপরেই সংক্ষিপ্ত কিছু টীকা সংযোজিত হয়েছে। প্রতিটি রুকূ'র শেষে সংশ্লিষ্ট রুকূ'র শিক্ষণীয় বিষয়গুলো উল্লেখ করা হয়েছে।

পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায় কুরআন মাজীদের অনেক ব্যাপক বিস্তৃত তাফসীর রয়েছে। এসব তাফসীর গ্রন্থের কিছু কিছু বাংলা ভাষায়ও অনূদিত হয়েছে। তবে আমাদের এ সংকলনের পদ্ধতি অনুযায়ী ইতিপূর্বে কেউ উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন বলে আমাদের জানা নেই। ওলামায়ে কেরামের জন্য সহায়ক অনেক তাফসীর গ্রন্থ রয়েছে। আমরা আধুনিক শিক্ষিত ও সাধারণ পাঠকদেরকে সামনে রেখেই এ ধরনের অনুবাদ-সংকলন প্রকাশের উদ্যোগ নিয়েছি। এ ধরনের অনুবাদের মাধ্যমেই তাঁরা বেশী উপকৃত হবেন বলে আমাদের বিশ্বাস। কুরআন মাজীদকে গণমানুষের জন্য অবাধ-উন্মুক্ত করে দেয়াই আমাদের লক্ষ্য। কুরআন মাজীদের এ অনুবাদ-সংকলনে নিম্নে উল্লেখিত তাফসীর ও অনুবাদ গ্রন্থসমূহের সাহায্য নেয়া হয়েছে ঃ (১) আল কুরআনুল কারীম—ইসলামিক ফাউণ্ডেশন ; (২) মাআরেফুল কুরআন ; (৩) তালখীস তাফহীমুল কুরআন ; (৪) তাদাব্বুরে কুরআন ; (৫) লুগাতুল কুরআন ; (৬) মিসবাহুল লুগাত।

কুরআন মাজীদের এ অনন্য অনুবাদ-সংকলনটির পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করেছেন জনাব মাওলানা মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান।

এ সংকলনের দ্বাদশ খণ্ডের প্রকাশ লগ্নে এর সংকলক, সহায়ক গ্রন্থসমূহের প্রণেতা ও প্রকাশক এবং অত্র সংকলনের প্রকাশনার কাজে নিয়োজিত সর্বস্তরের সহযোগীদের জন্য আল্লাহ্‌র দরবারে উত্তম প্রতিদানের প্রার্থনা জানাচ্ছি।

পরিশেষে যে কথাটি না বললেই নয় তা হলো, মানুষ ভুল-ক্রটির উর্ধে নয়। আমাদের এ অনন্য দুরূহ কর্মে কোথাও যদি কোনো ভুল-ক্রটি সম্মানিত পাঠকবৃন্দের দৃষ্টিগোচর হয়, তাহলে তা অনুগ্রহ করে আমাদেরকে অবহিত করার জন্য বিনীত অনুরোধ রইলো।

আল্লাহ তা'আলা আমাদের এ দীনী খিদমতকে কবুল করুন এবং মানবজাতিকে আল কুরআনের আলোয় আলোকিত করুন। আমীন।

বিনীত

—প্রকাশক

গ্রন্থকারের কথা

সর্ব শক্তিমান রাব্বুল আলামীনের লাখো কোটি শোকর, যিনি আমার মতো তাঁর এক নগণ্য বান্দাহর হাতে তাঁর চিরন্তন হিদায়াতের একমাত্র মহাগ্রন্থ আল কুরআনের এ বিশাল খিদমত নিয়ে তাঁর এ বান্দার জীবনকে মহিমান্বিত করেছেন। দরূদ ও সালাম সকল নবী-রাসূল ও মুসলিম উম্মাহর চিরন্তন নেতা, খাতামুন নাবিয়্যিন, শাফিউল মুযনাবীন ও আফদালুল বাশার হযরত মুহাম্মদ সা.-এর উপর। আল্লাহ অশেষ রহমত বর্ষণ করুন তাঁর পরিবার-পরিজন ও সাহাবায়ে কিরামের উপর। মহান আল্লাহর দরবারে এ বান্দাহর আকুল আবেদন এই যে, তিনি যেন তাঁর এ নগণ্য বান্দার খিদমতটুকু-কে আখিরাতে তার নাজাতের উসীলা হিসেবে গ্রহণ করেন।

আধুনিক প্রকাশনী বাংলাদেশের সম্ভ্রান্ত প্রকাশনা সংস্থাগুলোর অন্যতম। মূলত এ ধরনের তাফসীর সংকলনের উদ্যোক্তা এ প্রতিষ্ঠান। আমি শুধু তাদের উদ্যোগকে কাজে পরিণত করেছি। প্রতিষ্ঠানের প্রকাশনা ম্যানেজার জনাব আনোয়ার হুসাইন সাহেবের পরিকল্পনা অনুযায়ী এবং তাঁর অক্লান্ত পরিশ্রম ও প্রকাশনা বিভাগের সাথে সংশ্লিষ্ট দীনী ভাইদের নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার ফলে এ অনন্য তাফসীর সংকলনটি আলোর মুখ দেখেছে। আল্লাহ তাঁদের সকলের খিদমতের উত্তম বিনিময় দান করুন। কাজ শুরু করার পর থেকে সুদীর্ঘ দশটি বছর ইতোমধ্যে অতিক্রান্ত হয়ে গেছে। অতপর মহান আল্লাহর খাস মেহেরবানীতে কাজটি সমাপ্ত হয়েছে। সমাপ্তি লগ্নে সেই মহান আল্লাহর শোকর পুনরায় আদায় করছি।

মু: হাবিবুর রহমান

তারিখ : ০৯.০৫.২০১১

বিষয় পৃষ্ঠা

নামকরণ

সূরার ২১ আয়াতে উল্লেখিত 'বিল আহ্‌ক্বাফ' শব্দ থেকে এ সূরার নাম গৃহীত হয়েছে। 'আহ্‌ক্বাফ' শব্দটি 'হাক্বফুন' শব্দের বহুবচন। এর শাব্দিক অর্থ অনুচ্চ বালির স্তুপ। আরব মরুভূমির দক্ষিণ-পশ্চিম অংশের নাম 'আহ্‌ক্বাফ'।

নাযিলের সময়কাল

হাদীস ও সীরাতের গ্রন্থসমূহ থেকে, ঐতিহাসিকদের বর্ণনা অনুসারে এবং সূরার ২৯ থেকে ৩২ আয়াতে বর্ণিত 'নাখলা' নামক স্থানে জ্বিনদের ইসলাম গ্রহণ সংক্রান্ত ঘটনার সংঘটনকাল অনুসারে এ সূরা হিজরতের তিন বছর আগে নবুওয়াতের দশম বছরের শেষদিকে অথবা একাদশ বছরের শুরুতে নাযিল হয়েছে।

আলোচ্য বিষয়

নবুওয়াতের দশম বছর ছিলো রাসূলুল্লাহ সা.-এর জন্য 'আমুল হুযন' তথা দুঃখ-বেদনার বছর। এর আগে থেকেই মুসলমানরা এবং বনু হাসেমের লোকেরা শে'বে আবু তালিব মহল্লায় অবরুদ্ধ অবস্থায় কালযাপন করছিলো। এতে রাসূলুল্লাহ সা. মানসিক দিক থেকে কিছুটা অশান্তিতে ছিলেন। এ বছরই তাঁর চাচা আবু তালিব ইন্তেকাল করেন। এর অল্প কিছু কাল পরেই রাসূলুল্লাহ সা.-এর প্রিয়তম স্ত্রী খাদীজা রা. ইন্তেকাল করেন।

উপরোক্ত ঘটনাবলীর পর কাফির-মুশরিকরাও রাসূলুল্লাহ সা. ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে আগের চেয়েও বেশী নিন্দাবাদ ও যুলুম-অত্যাচারমূলক আচরণ করতে লাগলো। রাসূলুল্লাহ সা. অতপর তায়েফ গিয়ে দীনের দাওয়াত দিতে মনস্থ করেন এবং নিজ গোলাম ও পালিত পুত্র যায়েদ ইবনে হারেসাকে নিয়ে তায়েফ গমন করলেন। কিন্তু তিনি সেখান থেকেও নির্যাতিত ও প্রত্যাখ্যাত . হয়ে ফিরে আসলেন।

উপরোক্ত পরিস্থিতিতে সূরা আল আহ্‌ক্বাফ নাযিল হয়েছে। সূরায় কাফির-মুশরিকদের রাসূল সা.-কে অমান্য করা এবং তাদের যিদ ও হঠকারিতা সম্পর্কে আলোচনা করে তাদেরকে সতর্ক করা হয়েছে। আলোচনা প্রসঙ্গে তায়েফ থেকে ফেরার পথে 'নাখলা' উপত্যকায় জ্বিনদের ইসলাম গ্রহণের ঘটনা উল্লেখ করা হয়েছে।

এ সূরায় কাফির-মুশরিকদের গুমরাহীর ফলাফল সম্পর্কে তাদেরকে সতর্ক করে দেয়া হয়েছে। এসব গুমরাহীর প্রত্যেকটি বিবেক ও যুক্তির নিরিখে বিশ্লেষণ করে প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে। বলা হয়েছে যে, এসব যুক্তি-প্রমাণ পেশ করার পরও তারা যদি রাসূলুল্লাহ্ সা.-এর আল কুরআনের দাওয়াতকে অস্বীকার করে এবং নিজেদের গুমরাহীর ওপর অটল থাকে তাহলে তারা নিজেরাই নিজেদের ধ্বংস ডেকে আনবে।

১. হা-মীম। ২. এ কিতাব পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময় আল্লাহর পক্ষ থেকে নাযিলকৃত[১]। ৩. আমি সৃষ্টি করিনি আসমান

وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَآ اِلَّا بِالْحَقِّ وَاَجَلٍ مُّسَمًّى ۭ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا

ও যমীন এবং যা কিছু আছে এতদুভয়ের মধ্যে, যথার্থ সত্যের ভিত্তি ও সুনির্দিষ্ট মেয়াদকাল ছাড়া[২]; তবে যারা কুফরী করেছে—

عَمَّآ اُنْذِرُوْا مُعْرِضُوْنَ ۝ قُلْ اَرَءَيْتُمْ مَّا تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اَرُوْنِيْ

যে বিষয়ে তাদেরকে সতর্ক করা হয়েছে, তারা তা থেকে মুখ ফিরিয়ে আছে[৩]। ৪. (হে নবী!) আপনি বলুন, তোমরা তাদের সম্পর্কে ভেবে দেখেছো কি আল্লাহকে ছেড়ে যাদেরকে তোমরা ডেকে থাক? আমাকে দেখাও

①حٰمٓ-হা-মীম (এর অর্থ একমাত্র আল্লাহই জানেন)। ②تَنْزِيْلُ-নাযিলকৃত ; الْكِتٰبِ-এ কিতাব ; مِنَ-পক্ষ থেকে ; اللّٰهِ-আল্লাহর ; الْعَزِيْزِ-পরাক্রমশালী ; الْحَكِيْمِ-প্রজ্ঞাময়। ③مَا خَلَقْنَا-আমি সৃষ্টি করিনি ; السَّمٰوٰتِ-আসমান ; وَ-ও ; الْاَرْضَ-যমীন; وَ-এবং ; مَا-যা কিছু আছে ; بَيْنَهُمَا-(بين+هما)-এতদুভয়ের মধ্যে ; اِلَّا-ছাড়া ; بِالْحَقِّ-(ب+ال+حق)-যথার্থ সত্যের ভিত্তি ; وَ-ও ; اَجَلٍ-মেয়াদকাল ; مُسَمًّى-সুনির্দিষ্ট ; وَ-তবে ; الَّذِيْنَ-যারা ; كَفَرُوْا-কুফরী করেছে ; عَمَّا-যে বিষয়ে, তা থেকে; اُنْذِرُوْا-তাদেরকে সতর্ক করা হয়েছে ; مُعْرِضُوْنَ-তারা মুখ ফিরিয়ে আছে। ④قُلْ-(হে নবী !) আপনি বলুন ; اَرَءَيْتُمْ-(ا+رءيتم)-তোমরা ভেবে দেখেছো কি ; مَا-যাদেরকে, তাদের সম্পর্কে ; تَدْعُوْنَ-তোমরা ডেকে থাক ; مِنْ دُوْنِ-ছেড়ে ; اللّٰهِ-আল্লাহকে ; اَرُوْنِيْ-(اروا+ن+ى)-আমাকে দেখাও ;

১. সূরা আল জাসিয়ার মতো এ সূরার শুরুতেও কাফির মুশরিকদের আকীদা-বিশ্বাসের প্রতিবাদ করা হয়েছে এবং তাদেরকে সতর্ক করে বলা হয়েছে যে, এ কিতাব মুহাম্মদ সা.-এর নিজের রচিত কোনো কিতাব নয়। এটা মহাপরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময় সত্তা আল্লাহর পক্ষ থেকে নাযিলকৃত। সুতরাং এটাকে অবিশ্বাস ও প্রত্যাখ্যান করার অপরাধে তিনি তোমাদেরকে পাকড়াও করে শাস্তি দিতে সক্ষম। আর এ কিতাব

مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمٰوٰتِ ۖ اِيْتُوْنِيْ بِكِتٰبٍ

তারা যমীনের কি সৃষ্টি করেছে, অথবা আছে কি তাদের কোনো অংশ আসমানে ? আমার কাছে এমন কোনো কিতাব এনে হাজির করো—

مِنْ قَبْلِ هٰذَا أَوْ أَثٰرَةٍ مِنْ عِلْمٍ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ۞ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ

এর আগেকার কিংবা পরম্পরা আগত কোনো জ্ঞান ; যদি তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাক[৪]। ৫. আর তার চেয়ে অধিক পথভ্রষ্ট কে হতে পারে, যে

مَاذَا-কি ; خَلَقُوا-তারা সৃষ্টি করেছে ; مِنَ الْأَرْضِ-যমীনের ; أَمْ-অথবা আছে কি ; لَهُمْ-তাদের ; شِرْكٌ-কোনো অংশ ; فِي السَّمٰوٰتِ-আসমানে ; اِيْتُوْنِيْ-(ايتوا+نى)-আমার কাছে হাজির করো ; بِكِتٰبٍ-এমন কোনো কিতাব এনে ; مِنْ قَبْلِ-আগেকার; هٰذَا-এর ; أَوْ-কিংবা ; أَثٰرَةٍ-পরম্পরা আগত ; مِنْ-কোনো ; عِلْمٍ-জ্ঞান ; اِنْ-যদি ; كُنْتُمْ-তোমরা হয়ে থাক ; صٰدِقِيْنَ-সত্যবাদী।৫ وَ-আর ; مَنْ-কে হতে পারে ; أَضَلُّ-অধিক পথভ্রষ্ট ; مِمَّنْ-(من+من)-তার চেয়ে, যে ;

যেহেতু প্রজ্ঞাময় সত্তার নিকট থেকে নাযিলকৃত সুতরাং এতে কোনো প্রকার ভুল-ভ্রান্তিও নেই।

২. অর্থাৎ আসমান-যমীন ও এ দুয়ের মধ্যকার যাবতীয় কিছু সৃষ্টি করার পেছনে আমার মহৎ উদ্দেশ্য আছে। খেয়ালী মনের খেলার উপকরণ হিসেবে এগুলো আমি সৃষ্টি করিনি। আর সে উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে এসব কিছুর সৃষ্টি যথার্থ ও সংগত ছিলো। তবে এটা তোমরা তখনই বুঝতে সক্ষম হবে যখন এর মেয়াদকাল শেষ হবে।

৩. অর্থাৎ এ কাফির-মুশরিকদেরকে দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ীত্ব, নির্দিষ্ট মেয়াদ অন্তে এর ধ্বংস হয়ে যাওয়া এবং সব মানুষের আল্লাহর সামনে একত্র হয়ে দুনিয়ার কাজ-কর্মের জবাবদিহি করা সম্পর্কে সতর্ক করা সত্ত্বেও তারা তা থেকে উদাসীন হয়ে আছে। তারা জবাবদিহির জন্য কোনো প্রস্তুতি গ্রহণ করছে না।

এখানে জেনে রাখা প্রয়োজন যে, মানুষের জীবনে যত প্রকার ভুল তারা করে বা হতে পারে, তার সবচেয়ে বড় ও মৌলিক ভুল হলো আল্লাহ সম্পর্কে তাদের আকীদা-বিশ্বাস নির্ধারণের ভুল। আল্লাহ সম্পর্কে ভাসা ভাসা জ্ঞান, অস্পষ্ট ধারণা ও ভ্রান্ত আকীদা-বিশ্বাস মানুষের এক চরম বোকামী। কারণ এর ফলেই মানুষের এ জীবনের কাজ-কর্ম, চাল-চলন ও আচার-আচরণ তাকে এমন ভ্রান্ত পথে পরিচালিত করে, যা তাকে ধ্বংসের অতলতলে নিয়ে পৌঁছায়। আল্লাহ সম্পর্কে অজ্ঞতা বা ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করার ফলে তার মধ্যে যে মনোভাব সৃষ্টি হয়, তাহলো—আল্লাহ সম্পর্কে আমার ধারণা যা-ই হোক না কেনো, তাতে কিছু যায় আসে না, এতে কাজ-কর্মের মধ্যে কোনো পার্থক্যও সূচিত হয় না, এমন কোনো সময় আসবে না যখন এ দুনিয়ার কাজ-কর্মের জন্য জবাবদিহি করতে হবে।

يَدْعُوْا مِنْ دُوْنِ اللهِ مَنْ لَّا يَسْتَجِيْبُ لَهٗٓ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ وَهُمْ

আল্লাহকে ছেড়ে এমন কিছুকে ডাকে, যা কিয়ামতের দিন পর্যন্তও তার ডাকে সাড়া দেবে না[৫] ; এবং তারা

عَنْ دُعَآئِهِمْ غٰفِلُوْنَ ۝ وَاِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوْا لَهُمْ اَعْدَآءً وَّكَانُوْا

তাদের ডাক সম্পর্কে বেখবর[৬]। ৬. আর যখন সব মানুষকে (কিয়ামতের দিন) একত্র করা হবে, তখন তারা (উপাস্যরা) তাদের (উপাসকদের) শত্রু হয়ে দাঁড়াবে এবং তারা হবে

يَدْعُوْا-ডাকে ; مِنْ دُوْنِ-ছেড়ে ; اللهِ-আল্লাহকে ; مَنْ-এমন কিছুকে যা ; لَا يَسْتَجِيْبُ-ডাকে সাড়া দেবে না ; لَهٗٓ-তার ; اِلٰى-পর্যন্ত ; يَوْمِ-দিন ; الْقِيٰمَةِ-কিয়ামতের ; وَ-এবং ; هُمْ-তারা ; عَنْ-সম্পর্কে ; دُعَآئِهِمْ-(دعاء+هم)-তাদের ডাক ; غٰفِلُوْنَ-বেখবর ⑥ ; وَ-আর ; اِذَا-যখন ; حُشِرَ-(কিয়ামতের দিন) একত্র করা হবে ; النَّاسُ-সব মানুষকে ; كَانُوْا-তখন তারা (উপাস্যরা) হয়ে দাঁড়াবে ; لَهُمْ-তাদের (উপাসকদের) ; اَعْدَآءً-শত্রু ; وَّ-এবং ; كَانُوْا-তারা হবে ;

আর যদি জবাবদিহির মুখোমুখী হতেও হয় তখন তারাই আমাকে সেখানে উদ্ধার করবে, এখানে আমি যেসব সত্তার আশ্রয় নিয়ে আছি, তারাই আমাকে মন্দ পরিণতি থেকে রক্ষা করবে।

আকীদা-বিশ্বাসের ক্ষেত্রে এ জাতীয় ভুল মানুষকে নাস্তিক, মুশরিক ও জঘন্য অপরাধী রূপে জীবন যাপনে উদ্বুদ্ধ করে।

৪. অর্থাৎ কুরআন নাযিলের আগে যেসব আসমানী কিতাব নাযিল করা হয়েছে, তার মধ্যে কোনো কিতাব এবং পরম্পরা আগত কোনো জ্ঞান অর্থাৎ আগেকার নবী-রাসূল ও নেক লোকদের রেখে যাওয়া কোনো জ্ঞান যা লোক পরম্পরা নির্ভরযোগ্য সূত্রে পাওয়া গেছে। এ দু'টো সূত্রের কোনোটাতেই মুশরিকদের দেব-দেবী বা উপাস্য মানুষের আল্লাহর শরীক সাব্যস্ত করার পক্ষে কোনো বর্ণনা নেই।

৫. অর্থাৎ মুশরিকরা যাদেরকে বিপদ-আপদে ডাকে এবং যাদের কাছে সাহায্য চায় তারা যেহেতু নিষ্প্রাণ পদার্থ এবং মৃত মানুষ, তাই তাদের আহ্বানকারীদের ডাকে সাড়া দিতে সক্ষম নয়। তারা তাদের উপাসকদের কোনো প্রকার সাহায্য করতে বা তাদের আবেদন নাকচ করে দিতে—কোনোটাই করতে সক্ষম নয়। এভাবে কিয়ামত পর্যন্ত ডাকলেও কোনো সুফল পাওয়া যাবে না। তবে কিয়ামত সংঘটিত হওয়ার পর যখন সব মানুষ একত্র হবে, তখন সেসব উপাস্যরা তাদের উপাসকদের দুশমন হয়ে যাবে।

৬. অর্থাৎ সমগ্র দুনিয়ার মুশরিকরা আল্লাহ ছাড়া অন্য যাদের আনুগত্য করে বা যাদের

بِعِبَادَتِهِمْ كٰفِرِيْنَ ۝٦ وَإِذَا تُتْلٰى عَلَيْهِمْ اٰيٰتُنَا بَيِّنٰتٍ قَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا

তাদের উপাসনা সম্পর্কে অস্বীকারকারী[৭]। ৭. আর যখন তাদের সামনে আমার সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ পাঠ করে শোনানো হয়, (তখন) তারা বলে যারা অস্বীকার করেছে

بِعِبَادَتِهِمْ-(ب+عبادة+هم)-তাদের উপাসনা সম্পর্কে ; كٰفِرِيْنَ-অস্বীকারকারী। ⑦ وَ-আর ; إِذَا-যখন ; تُتْلٰى-পাঠ করে শোনানো হয় ; عَلَيْهِمْ-তাদের সামনে ; اٰيٰتُنَا-আমার আয়াতসমূহ ; بَيِّنٰتٍ-সুস্পষ্ট ; قَالَ-(তখন) বলে ; الَّذِيْنَ-তারা, যারা ; كَفَرُوْا-অস্বীকার করেছে ;

কাছে সাহায্য চায়, তাদের কেউ মুশরিকদের উপাসনা বা সাহায্য প্রার্থনার কথা জানতেই পারে না।

মুশরিকদের উপাস্যগুলোকে তিন শ্রেণীতে ভাগ করা যায়—১. জ্ঞান-বুদ্ধিহীন অজৈব সৃষ্টি, ২. অতীতের সৎলোক হিসেবে খ্যাত ব্যক্তিবর্গ, ৩. অতীতের যালিম, পথভ্রষ্ট মানুষ যারা নিজেরা ভ্রান্ত ছিলো, অন্য মানুষদেরকেও ভ্রান্ত পথে পরিচালিত করেছে। প্রথম শ্রেণী তো অজৈব পদার্থ, মানুষের প্রার্থনা শোনার প্রশ্নই উঠে না। দ্বিতীয় শ্রেণী তথা অতীতের আল্লাহর নৈকট্য লাভকারী ব্যক্তি, যারা অন্যদেরকে সারা জীবন আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করার শিক্ষা দিয়েছেন। দু'টো কারণে তাঁদের কাছে মুশরিকদের প্রার্থনা পৌঁছে না। প্রথমত, তাঁরা এমন জগতে আছেন, যেখানে মানুষের আওয়াজ সরাসরি পৌঁছে না। দ্বিতীয়ত, তাঁরাই মানুষকে আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করার কথা বলেছেন, এখন তাদের মৃত্যুর পর মানুষ তাদের কাছেই প্রার্থনা করছে—এ খবর তাঁদের কাছে পৌঁছলে তাঁরা অত্যন্ত কষ্ট পাবেন বিধায় আল্লাহ ও তাঁর ফেরেশতারা এ খবর তাঁদের কাছে পৌঁছান না। কারণ আল্লাহ চান না যে, তাঁর নেক বান্দাহরা আখেরাতে কষ্ট ভোগ করুক। তৃতীয় শ্রেণীর উপাস্যরাও তাদের উপাসকদের প্রার্থনা সম্পর্ক জানতে পারে না। কারণ, এসব উপাস্যরা নিজেরাই অপরাধী হিসেবে আলমে বরযখ-এ বন্দী হয়ে আছে। তাই তাদের কাছে দুনিয়ার কোনো আবেদন-নিবেদন তথা সাহায্য প্রার্থনা পৌঁছে না। তাছাড়া আল্লাহ এবং তাঁর ফেরেশতারাও এসব প্রার্থনা তাদের কাছে পৌঁছান না ; কারণ দুনিয়াতে তারা নিজেরাই শির্কের প্রচলন করে গেছে। এসব তারা যদি জানতে পারে যে, তাদের প্রবর্তিত শির্কী ব্যবস্থা ভালোভাবেই প্রসার লাভ করেছে, তাহলে তাদের মনে আনন্দ লাভ হতে পারে। আর আল্লাহ সেসব যালিমদেরকে খুশী করতে কখনো চান না।

তবে জেনে রাখা প্রয়োজন যে, আল্লাহ তা'আলা সৎলোকদের নিকট দুনিয়ার মানুষের সালাম ও তাঁদের জন্য রহমত কামনার দোয়া পৌঁছে দেন। কারণ এতে তাঁরা খুশী হন। অনুরূপভাবে যালিম অপরাধীদেরকেও তাদের প্রতি দুনিয়ার মানুষের বদদোয়া, ক্ষোভ ও তিরস্কার পৌঁছে দেন, এতে করে তাদের কষ্ট আরও বেড়ে যায়।

৭. অর্থাৎ তারা মুশরিকদের শির্কের জন্য তাদেরকেই দায়ী করবে। তারা বলবে যে, আমরা তো এদেরকে আমাদের উপাসনা করার কথা বলিনি ; আর না আমরা এদেরকে আমাদের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করতে বলেছি। আমরা তো জানিই না যে, এরা

لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ ۙ هٰذَا سِحْرٌ مُّبِيْنٌ ۝ أَمْ يَقُوْلُوْنَ افْتَرٰىهُ ۖ قُلْ

সত্যকে যখন তা তাদের নিকট এসেছে—'এতো প্রকাশ্য যাদু'[৮] ৮. তবে কি তারা বলতে চায় যে, তিনি (রাসূল) নিজেই তা রচনা করে নিয়েছে?[৯] আপনি বলে দিন

إِنِ افْتَرَيْتُهٗ فَلَا تَمْلِكُوْنَ لِيْ مِنَ اللّٰهِ شَيْئًا ۖ هُوَ أَعْلَمُ بِمَا تُفِيْضُوْنَ فِيْهِ ۖ

'যদি আমি নিজেই এটা রচনা করে নিয়ে থাকি, তবে তোমরা তো একটুও ক্ষমতা রাখো না আমাকে আল্লাহ (তাঁর পাকড়াও) থেকে রক্ষা করার ; তিনি (আল্লাহ তা'আলা) সে বিষয়ে বিশেষভাবে অবহিত, যে বিষয়ে তোমরা আলোচনায় মশগুল আছ ;

لِلْحَقِّ-সত্যকে ; لَمَّا-যখন ; جَآءَهُمْ-(جاء+هم)-তা তাদের নিকট এসেছে ; هٰذَا-এতো ; سِحْرٌ-যাদু ; مُّبِيْنٌ-প্রকাশ্য।(৮) أَمْ-তবে কি ; يَقُوْلُوْنَ-তারা বলতে চায় যে ; افْتَرٰىهُ-(افترى+ه)-তিনি (রাসূল) নিজেই তা রচনা করে নিয়েছে ? قُلْ-আপনি বলে দিন ; اِنْ-যদি ; افْتَرَيْتُهٗ-(افتريت+ه)-আমি নিজেই এটা রচনা করে নিয়ে থাকি ; فَلَا تَمْلِكُوْنَ-(ف+لاتملكون)-তবে তোমরা তো ক্ষমতা রাখো না ; لِيْ-আমাকে ; مِنَ-থেকে রক্ষা করার ; اللّٰهِ-আল্লাহ (তাঁর পাকড়াও) ; شَيْئًا-একটুও ; هُوَ-তিনি (আল্লাহ তাআলা) ; أَعْلَمُ-বিশেষভাবে অবহিত ; بِمَا-সে বিষয়ে ; تُفِيْضُوْنَ-তোমরা আলোচনায় মশগুল আছ ; فِيْهِ-যে বিষয়ে ;

আমাদের উপাসনা করছে। সুতরাং তাদের অপকর্মের জন্য তারা নিজেরাই শাস্তি লাভের যোগ্য। এতে আমাদের কোনো অংশ নেই।

৮. অর্থাৎ কাফির-মুশরিকরা কুরআনকে যে 'যাদু' বলে আখ্যায়িত করতো, এটা কুরআন মাজীদে একাধিক স্থানে উল্লিখিত হয়েছে। তারা কুরআনের বিষয়বস্তু, ভাষার মাধুর্য, ভাষার অলংকার সমৃদ্ধতা, উন্নত বর্ণনাভঙ্গি ইত্যাদি বিষয় বিবেচনা করে বুঝতে পারতো যে, এটা মুহাম্মদ স.-এর রচিত হতে পারে না। কারণ মুহাম্মদ স. চল্লিশটি বছর পর্যন্ত তাদের মধ্যে বসবাস করে আসছেন ; তাঁর নিজের ভাষার সাথে কুরআনের ভাষার কোনো মিল নেই। তাদের কোনো কবি-সাহিত্যিকও এ রকম একটি বাক্য রচনা করতেও সক্ষম নয়। তাই তারা বুঝতে সক্ষম ছিলো যে, এটা ওহীর মাধ্যমে আগত বাণী। কিন্তু তারা যেহেতু কুফরীতে ও শির্কে আসক্ত ছিলো, তাই তারা এটাকে এড়িয়ে যাওয়ার জন্যই 'যাদু' বলে আখ্যায়িত করে যাচ্ছে, যাতে কেউ এ বাণী না শুনে।

বর্তমান কালেও এমন কাফির-মুশরিকের অভাব নেই, যারা কুরআনের শিক্ষা থেকে আল্লাহর বান্দাহদেরকে বঞ্চিত করার জন্য বিভিন্ন প্রকার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত রয়েছে। তাদের ধারণা কুরআনের শিক্ষা থেকে মানুষকে বঞ্চিত করতে পারলেই তাদেরকে পথভ্রষ্ট করা সহজ হবে।

৯. এ বাক্যে প্রশ্নের আকারে আল্লাহ তা'আলার বিস্ময়-প্রকাশ পেয়েছে। কাফির-

كَفٰى بِهٖ شَهِيْدًاۢ بَيْنِىْ وَبَيْنَكُمْ ؕ وَهُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ ⑧ قُلْ مَا كُنْتُ

আমার মধ্যে ও তোমাদের মধ্যে সে বিষয়ে সাক্ষী হিসেবে তিনিই যথেষ্ট[১০] ; আর তিনি অত্যন্ত ক্ষমাশীল পরম দয়ালু[১১]। ৯. আপনি বলুন, "আমি তো নই

بِدْعًا مِّنَ الرُّسُلِ وَمَآ اَدْرِىْ مَا يُفْعَلُ بِىْ وَلَا بِكُمْ ؕ اِنْ اَتَّبِعُ

রাসূলদের মধ্যে অভিনব এবং আমি জানি না, আমার সাথে আর না তোমাদের সাথে কি (আচরণ) করা হবে, আমি অনুসরণ করি না

اِلَّا مَا يُوْحٰٓى اِلَىَّ وَمَآ اَنَا اِلَّا نَذِيْرٌ مُّبِيْنٌ ⑨ قُلْ اَرَءَيْتُمْ اِنْ كَانَ

তাছাড়া, যা আমার প্রতি ওহী করা হয়, আর আমি একজন সুস্পষ্ট সতর্ককারী ছাড়াও কিছুই নই[১২]"। ১০. আপনি বলুন, "তোমরা ভেবে দেখেছো কি যদি তা হয়ে থাকে

كَفٰى-তিনিই যথেষ্ট ; بِهٖ-সে বিষয়ে ; شَهِيْدًا-সাক্ষী হিসেবে ; بَيْنِىْ-(بين+ى)-আমার মধ্যে ; وَ-ও ; بَيْنَكُمْ-(بين+كم)-তোমাদের মধ্যে ; وَ-আর ; هُوَ-তিনি ; الْغَفُوْرُ-অত্যন্ত ক্ষমাশীল ; الرَّحِيْمُ-পরম দয়ালু।⑨ قُلْ-আপনি বলুন ; مَا كُنْتُ-আমি তো নই ; بِدْعًا-অভিনব ; مِّنَ-মধ্যে ; الرُّسُلِ-রাসূলদের ; وَ-এবং ; مَا اَدْرِىْ-আমি জানি না ; مَا-কি ; يُفْعَلُ-(আচরণ) করা হবে ; بِىْ-আমার সাথে ; وَ-আর ; لَا-না; بِكُمْ-তোমাদের সাথে ; اِنْ-না ; اَتَّبِعُ-আমি অনুসরণ করি ; اِلَّا-তা ছাড়া ; مَا-যা ; يُوْحٰٓى-ওহী করা হয় ; اِلَىَّ-আমার প্রতি ; وَ-আর ; مَآ-নই ; اَنَا-আমি ; اِلَّا-ছাড়াও; نَذِيْرٌ-একজন সতর্ককারী ; مُّبِيْنٌ-সুস্পষ্ট। ⑩ قُلْ-আপনি বলুন ; اَرَءَيْتُمْ-(ا+رءيتم)-তোমরা ভেবে দেখেছো কি ; اِنْ-যদি ; كَانَ-তা হয়ে থাকে ;

মুশরিকরা ভালো করেই জানে যে, আল কুরআন কোনো মানুষের রচিত হতে পারে না। আর তাই তারা এটাকে 'যাদু' বলে আখ্যায়িত করে উপরোক্ত কথাই প্রমাণ করেছে। কিন্তু তারপরও আল কুরআনকে মুহাম্মদ সা.-এর স্বরচিত বলে নিজেদের মনের বিপরীত কথাই বলেছে। যার ফলে আল্লাহ তা'আলার বিস্ময় প্রকাশ পেয়েছে।

১০. অর্থাৎ তোমরা যে আমার প্রতি মিথ্যারোপ করছো যে, কুরআন আমিই রচনা করে আল্লাহর বাণী বলে প্রচার করছি, এটা সত্যি হলে আমি অবশ্যই আল্লাহর পাকড়াও থেকে বাঁচতে পারবো না। আর তখন তোমরা বা অন্য কেউ আমাকে আল্লাহর শাস্তি থেকে রক্ষা করতে পারবে না। আর যদি এটা আল্লাহর বাণী হয়ে থাকে, তাহলে তিনিই তোমাদের মিথ্যারোপের শাস্তি দেয়ার জন্য যথেষ্ট। সুতরাং একজন সত্যবাদীকে সমগ্র পৃথিবীর মানুষ মিথ্যাবাদী বললেও তিনি আল্লাহর কাছে সত্যবাদী হিসেবেই পরিগণিত হবেন। আর একজন মিথ্যাবাদীকে দুনিয়ার সব মানুষ চেষ্টা করলেও আল্লাহর কাছে সত্যবাদী সাব্যস্ত করতে পারবে না।

مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ وَكَفَرْتُمْ بِهٖ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ عَلٰى مِثْلِهٖ

আল্লাহর পক্ষ থেকে, আর তোমরা তাকে অস্বীকার কর (তখন তোমাদের পরিণাম কি হবে ?)[১৩] অথচ বনী ইসরাঈলের থেকে একজন সাক্ষী তার অনুরূপ সাক্ষ্যও দান করেছে

مِنْ-থেকে ; عِنْدِ-পক্ষ ; اللّٰهِ-আল্লাহর ; وَ-আর ; كَفَرْتُمْ-অস্বীকার কর ; بِهٖ-তাকে (তখন তোমাদের পরিণাম কি হবে ?) وَ-অথচ ; شَهِدَ-সাক্ষ্যও দান করেছে ; شَاهِدٌ-একজন সাক্ষী ; مِنْ-থেকে ; بَنِيْ-বনী ; اِسْرَآءِيْلَ-ইসরাঈলের ; عَلٰى مِثْلِهٖ-তার অনুরূপ ;

১১. অর্থাৎ অত্যন্ত ক্ষমাশীল ও পরম দয়াময় বিধায় তাঁর বাণীকে মিথ্যা সাব্যস্ত করে প্রত্যাখ্যান করার জন্য তাৎক্ষণিক পাকড়াও না করে তোমাদেরকে অবকাশ দিয়ে যাচ্ছেন। এখন আল্লাহর দেয়া এ অবকাশকে গনীমত মনে করে কাজে লাগানোর মধ্যেই তোমাদের বুদ্ধির পরিচয় পাওয়া যাবে।

১২. রাসূল সম্পর্কে কাফির-মুশরিকদের যে ভ্রান্ত ধারণা ছিলো এবং মুহাম্মদ স.-এর রিসালাত সম্পর্কে তারা যেসব আপত্তি উত্থাপন করতো এখানে সেসব আপত্তির জবাব দেয়া হয়েছে। তাদের আপত্তি ছিলো যে, রাসূল কখনো মানুষ হতে পারেন না, আর মানুষ হলেও সাধারণ মানুষের মতো একজন মানুষ হতে পারে না ; বরং তিনি হবেন অনেক অলৌকিক বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন মানুষ। এর জবাবে বলা হয়েছে আপনি বলুন যে, আমি অভিনব কোনো রাসূল নই ; বরং অতীতের রাসূলদের মতোই একজন রাসূল। তারাও মানুষ এবং রাসূল ছিলেন, আমিও তাদের মতোই একজন মানুষ ও রাসূল।

এরপর বলা হয়েছে যে, কোনো রাসূলই আল্লাহ-প্রদত্ত ওহীর বাইরে দুনিয়া ও আখেরাত সম্পর্কে অদৃশ্য কোনো সংবাদ বলতে সক্ষম ছিলেন না। আমিও ওহীর মাধ্যম ছাড়া দুনিয়া ও আখেরাত সম্পর্কে কোনো অদৃশ্য সংবাদ বলতে সক্ষম নই। আমি তো এটাও জানি না কাল আমার ও তোমাদের সাথে কি আচরণ করা হবে ? ওহীর মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা যতটুকু আমাকে জানিয়েছেন, আমি ততটুকুই তোমাদের সামনে পেশ করি।

শেষে বলা হয়েছে আপনি এটাও বলে দিন যে, আমি তোমাদের সামনে সেই সরল পথটি দেখিয়ে দেয়ার জন্য ওহীর মাধ্যমে আদিষ্ট হয়েছি, যে পথে চললে তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের সন্তুষ্টি অর্জন করে চিরসুখের স্থান জান্নাত লাভ করতে সক্ষম হবে। আর সে পথে না চললে তোমরা পথ হারাবে, যার ফলে তোমরা তাঁর অসন্তুষ্টির ফল ভোগ করবে। অতএব এ বিষয়ে আমি তোমাদেরকে সতর্ক করে দিচ্ছি।

১৩. অর্থাৎ তোমরা কুরআন সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা না করেই এটাকে অমান্য করছো। এটা তো তোমাদের বুদ্ধিহীনতার পরিচয়। কোনো বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয়ার আগে তার ইতিবাচক ও নেতিবাচক উভয় দিক সম্পর্কে ভালোভাবে চিন্তা করে দেখা প্রয়োজন। তোমাদের ধারণা মতো কুরআন মাজীদ আল্লাহর বাণী না হলে তার জন্য আমিই

فَاٰمَنَ وَاسْتَكْبَرْتُمْ ۖ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ ○

এবং সে ঈমানও এনেছে আর তোমরা গর্ব-অহংকারে ডুবে আছো[১৪] ; নিশ্চয়ই আল্লাহ (তোমাদের মতো) যালিম সম্প্রদায়কে হিদায়াত দান করেন না।

فَاٰمَنَ-(ف+امن)-এবং সে ঈমানও এনেছে ; وَ-আর ; اسْتَكْبَرْتُمْ-তোমরা গর্ব-অহংকারে ডুবে আছো ; اِنَّ-নিশ্চয়ই ; اللّٰهَ-আল্লাহ ; لَا يَهْدِى-হিদায়াত দান করেন না ; الْقَوْمَ-(তোমাদের মতো) সম্প্রদায়কে ; الظّٰلِمِيْنَ-যালিম।

আল্লাহর পাকড়াও থেকে বাঁচতে পারবো না। কিন্তু এটা তো তোমাদের নিশ্চিত জ্ঞানের ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত ধারণা নয়—বরং অনুমান-নির্ভর কথা। অতএব তোমাদের ধারণার বিপরীত কুরআন আল্লাহর বাণী হলে তখন তোমাদের আস্থা এবং তোমাদের এ প্রত্যাখ্যানের ফলশ্রুতি কি হবে। তা-কি তোমরা ভেবে দেখেছো ?

১৪. অর্থাৎ কুরআন মাজীদ এবং এর বিষয়বস্তু কোনো অভিনব বিষয় নয় ; বরং এর আগেও অনেক নবী-রাসূল একই বিষয়বস্তু নিয়ে দুনিয়াতে প্রেরিত হয়েছেন। ইতিপূর্বে বনী ইসরাঈলের মধ্যে মূসা আ. ও তাঁর ওপর নাযিলকৃত আল্লাহর বাণী 'তাওরাত' নিয়ে এসেছিলেন তাঁর আনীত এবং তাঁর পূর্বের নবীদের আনীত শিক্ষাকে বনী ইসরাঈলের একজন সাধারণ মানুষও ওহীর সূত্রে আগত বাণী বলে মেনে নিয়েছিলো। অতএব তোমরা এ কুরআনকে আল্লাহর বাণী হিসেবে মানতে অস্বীকার করছো কোন্ যুক্তিতে ? আসলে তোমরা হঠকারি, অহংকারী—নিজেদের অহংকারে তোমরা ডুবে আছো।

১ম রুকূ' (১-১০ আয়াত)-এর শিক্ষা

১. আল কুরআন পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময় আল্লাহর পক্ষ থেকে নাযিলকৃত মানব জাতির জন্য এক পূর্ণাংগ জীবনব্যবস্থার বিধিবিধান সম্বলিত কিতাব।

২. এ কিতাবের আলোকে জীবনব্যবস্থা গড়ে তোলার মধ্যেই রয়েছে মানব জাতির দুনিয়া ও আখেরাতের সার্বিক কল্যাণ।

৩. এ কিতাব অমান্যকারীদের জন্য রয়েছে মৃত্যু-পরবর্তী জীবনে জাহান্নামের চিরস্থায়ী শাস্তি। পরাক্রমশালী আল্লাহর শাস্তি থেকে তাদেরকে কেউ বাঁচাতে পারবে না।

৪. প্রজ্ঞাময় আল্লাহ তা'আলার প্রদত্ত এ জীবনব্যবস্থায় কোনো প্রকার অসংগতি বা ভুল-ভ্রান্তি নেই ; সুতরাং দুনিয়ার শান্তি ও আখেরাতের স্থায়ী কল্যাণ লাভ করতে হলে এ জীবনব্যবস্থা অনুসারে জীবন গড়া মানব জাতির জন্য অপরিহার্য।

৫. আসমান-যমীন ও এতদুভয়ের মধ্যকার সবকিছু আল্লাহ তা'আলা এক মহান ও কল্যাণকর উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করেছেন। এ বিশ্ব-জগত কোনো খেয়ালী খেলোয়াড়ের লীলাখেলা নয়—এমন কিছু মনে করা চরম অপরাধ।

৬. বিশ্ব-জগতে বিরাজমান জৈব বা অজৈব কোনো ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র বস্তু সৃষ্টিতে ও প্রতিপালনে কোনো সত্তার আদৌ কোনো অবদান নেই। এমন মনে করা সরাসরি শির্ক।

৭. মানুষ স্রষ্টা নয় প্রতিপালনকারীও নয় রূপান্তরকারী মাত্র। সুতরাং মানুষ বা অন্য কোনো শরীরি বা অশরীরি সত্তাকে স্রষ্টা ও প্রতিপালক মনে করা মূর্খতা ছাড়া অন্য কিছু নয়।

৮. আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কোনো সত্তাকে সৃষ্টি বা প্রতিপালনের কাজে আল্লাহর সাথে শরীক আছে বলে অতীতের কোনো কিতাবে উল্লেখিত হয়নি।

৯. অতীতের নবী-রাসূলদের রেখে যাওয়া নির্ভরযোগ্য সূত্রে লোক পরম্পরা আগত কোনো শিক্ষাতেও শির্কের পক্ষে কোনো প্রমাণ নেই।

১০. কোনো জ্ঞান-বুদ্ধিহীন প্রাণী, সুদূর অতীতের মৃত কোনো সৎলোক বা বুযুর্গ ব্যক্তি অথবা মৃত কোনো প্রভাব-প্রতিপত্তি ও ক্ষমতাশালী মানুষের নিকট কিয়ামত পর্যন্ত প্রার্থনা করলেও কোনো জবাব পাওয়া যাবে না। তারা প্রার্থনাকারীদের কোনো কল্যাণ করতে পারবে না।

১১. কিয়ামতের দিন যখন দুনিয়ার আগে-পরের সকল মানুষকে একত্র করা হবে, তখন উপাস্যরা উপাসকদের সকল উপাসনা ও প্রার্থনাকে অস্বীকার করবে এবং সকল দোষ উপাসকদের ওপর চাপিয়ে দেবে।

১২. আল কুরআন যে, কোনো মানুষের রচিত নয় তা কাফির-মুশরিকরা ভালো করেই বুঝতে সক্ষম ছিলো কিন্তু তাদের নিজেদের গর্ব-অহংকার ও হঠকারী মনোভাবই একে গ্রহণ করে নিতে বিরত রেখেছিলো।

১৩. আজকের যুগেও কুরআন অমান্যকারীরা একই অবস্থার শিকার। একই মানসিকতা এসব মূর্খদেরকে কুরআনের বিপক্ষে দাঁড় করিয়ে রেখেছে।

১৪. আল কুরআন সম্পর্কে নিরেট মূর্খ লোকেরাই কুরআনকে এড়িয়ে চলার জন্য এবং আল্লাহর বান্দাহদেরকে কুরআন থেকে ফিরিয়ে রাখার জন্য বিভিন্ন খোড়া আপত্তি তোলে।

১৫. রাসূলের যুগ থেকে নিয়ে বর্তমান পর্যন্ত কুরআন বিরোধীদের মূল চরিত্র এবং কুরআন বিরোধিতার কৌশল অভিন্ন। আর অনাগত ভবিষ্যতেও এতে কোনো পার্থক্য সূচীত হবে না।

১৬.বিরোধীদের মুকাবিলায় নবী-রাসূলদের অবলম্বিত কৌশলের আলোকেই ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

১৭. আল্লাহ তা'আলাই কিয়ামতে তাদের সকল মিথ্যা ওযর-আপত্তি ও ষড়যন্ত্রের মুখোশ উন্মোচন করে দেবেন এবং তাদেরকে কঠোর শাস্তি দেবেন, এতে কোনোই সন্দেহের অবকাশ নেই।

১৮. কাফির-মুশরিক এবং জঘন্য পাপাচারে লিপ্ত মানুষও যদি বিশুদ্ধভাবে অনুশোচনা সহকারে আল্লাহর দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা করে, তবে আল্লাহ ক্ষমা করে দেবেন। কিন্তু এ অবকাশ মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত নির্ধারিত।

১৯. দুনিয়াতে আল্লাহর রহমত মু'মিন-কাফির সবার জন্য পরিব্যাপ্ত। কিন্তু আখেরাতে কাফির বা বিদ্রোহীরা আল্লাহর রহমতের কোনো ভাগী হবে না।

২০. অদৃশ্য জগত এবং অতীত ভবিষ্যতের জ্ঞান ততটুকুই রাসূল জানতেন, যতটুকু ওহীর মাধ্যমে তাঁকে জানানো হয়েছিলো—এর বাইরে কিছু জানার কোনো সুযোগ তাঁর ছিলো না।

২১. অতীতের নবী-রাসূলদের দাওয়াত থেকে শেষ নবী স.-এর দাওয়াত ভিন্ন কিছু ছিলো না। তাঁদের জীবনেতিহাস এবং তাঁদের অনুসারীদের ইতিহাসে এর সাক্ষ্য-প্রমাণ বিদ্যমান আছে।

২২. গর্বিত ও অহংকারে নিমজ্জিত যালিমদেরকে আল্লাহ তা'আলা সঠিক পথে চলে আল্লাহর সন্তোষ অর্জনের সৌভাগ্য দান করেন না।

২৩. বিনয়ী ও সৎপথের অনুসন্ধানী মানুষ-ই আল্লাহর হিদায়াত লাভ করে দুনিয়া ও আখেরাতে সৌভাগ্যশালী হতে পারে।

❐

সূরা হিসেবে রুকূ'-২
পারা হিসেবে রুকূ'-২
আয়াত সংখ্যা-১০

⑪ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا لَوْ كَانَ خَيْرًا مَّا سَبَقُونَا إِلَيْهِ ۚ

১১. আর তারা বলে—যারা কুফরী করেছে—তাদের সম্পর্কে যারা ঈমান এনেছে—"যদি তা (কুরআন মেনে চলা) উত্তম কিছু হতো, তাহলে তারা তার (তা মেনে চলার) প্রতি আমাদের আগে যেতে পারতো না[১৫] ;

وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ فَسَيَقُولُونَ هَٰذَا إِفْكٌ قَدِيمٌ ⑫ وَمِن قَبْلِهِ

আর যখন তারা তার (কুরআনের) দ্বারা হিদায়াত লাভ করতে পারেনি, তখন তারা তো বলবেই এটাতো পুরনো এক মিথ্যা[১৬]।' ১২. আর এর আগে ছিলো

⑪ وَ-আর ; قَالَ-বলে ; الَّذِيْنَ-তারা যারা ; كَفَرُوْا-কুফরী করেছে ; لِلَّذِيْنَ -তাদের সম্পর্কে যারা ; اٰمَنُوْا-ঈমান এনেছে ; لَوْ-যদি ; كَانَ-তা (কুরআন মেনে চলা) হতো ; خَيْرًا-উত্তম ; مَّا سَبَقُوْنَا-তারা আমাদের আগে যেতে পারতো না ; اِلَيْهِ-তার (তা মেনে চলার) প্রতি ; وَ-আর ; اِذْ-যখন ; لَمْ يَهْتَدُوْا-তারা হিদায়াত লাভ করতে পারেনি ; بِهٖ-তার (কুরআনের) দ্বারা ; فَسَيَقُوْلُوْنَ-(ف+سيقولون)-তখন তারা তো বলবেই ; هٰذَآ-এটা তো ; اِفْكٌ-এক মিথ্যা ; قَدِيْمٌ-পুরনো। ⑫ وَ-আর ; مِنْ قَبْلِهٖ-(من+قبل+ه)-এর আগে ছিলো ;

১৫. এটা হলো ইসলামের এবং তার নবীর বিরুদ্ধে উত্থাপিত খোঁড়া যুক্তিসমূহের একটি। এ যুক্তির সারকথা হলো—মুহাম্মদ সা.-এর প্রচারিত এ কুরআনী জীবনব্যবস্থা যদি ভালো কিছু হতো, তাহলে আমরা সবার আগে এটা গ্রহণ করে নিতাম ; আমাদের সমাজের ধনীক ও প্রতিপত্তিশালী জ্ঞানী লোকেরা এটাকে গ্রহণ করে নিতো, কিন্তু যারা এখন এটাকে মেনে নিয়েছে, তারা তো ক্রীতদাস, দরিদ্র এবং কতিপয় অনভিজ্ঞ অর্বাচীন যুবক। এতেই বুঝা যায় এটা গ্রহণ করা কোনো ভালো কাজ নয়—এর মধ্যে কল্যাণকর কোনো জিনিস নেই। অতএব যারা এটাকে মেনে নিয়েছে, তাদের উচিত এটাকে প্রত্যাখ্যান করা, এ যুক্তি ছিলো কুরাইশ কাফিরদের অহংকারী মনের বহিপ্রকাশ। এ যুক্তি দিয়েই তারা নওমুসলিমদের শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন চালাতো।

১৬. অর্থাৎ এটা একটা মিথ্যা, তবে তা নতুন নয়, এর আগেও কিছু লোক নিজেদেরকে নবী-রাসূল বলে দাবী করে এ রকম মিথ্যা দাওয়াত দিয়ে মানুষকে পথভ্রষ্ট করেছিলো। কাফিরদের মতে অতীতের যেসব নবী-রাসূল দীনে হকের দিকে মানুষকে পথ দেখিয়েছিলেন, তা-ও মিথ্যা ছিলো। দীনে হকের দাওয়াতকে পুরনো মিথ্যা বলার

كِتٰبُ مُوْسٰٓى اِمَامًا وَّرَحْمَةً ؕ وَهٰذَا كِتٰبٌ مُّصَدِّقٌ لِّسَانًا عَرَبِيًّا

মূসার কিতাব পথ প্রদর্শক ও রহমতস্বরূপ ; আর এ কিতাব আরবী ভাষায় (তার) সত্যায়নকারী

لِّيُنْذِرَ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا ۖ وَبُشْرٰى لِلْمُحْسِنِيْنَ ﴿١٢﴾ اِنَّ الَّذِيْنَ قَالُوْا رَبُّنَا اللّٰهُ

যাতে তা তাদেরকে সতর্ক করে দেয়, যারা যুলুম করেছে ;[১৭] এবং এটা সৎকর্মশীলদের জন্য সুসংবাদও বটে। ১৩. নিশ্চয়ই যারা বলে, আমাদের প্রতিপালকতো আল্লাহ'

ثُمَّ اسْتَقَامُوْا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ﴿١٣﴾ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ

এবং (তাতে) অটল থাকে, তবে তাদের কোনো ভয় নেই এবং তারা দুঃখিতও হবে না[১৮]। ১৪. তারাই মালিক

-وَ ; ও-وَّ ; কিতাব-كِتٰبُ ; মূসার-مُوْسٰى ; পথ প্রদর্শক-اِمَامًا ; রহমত স্বরূপ-رَحْمَةً ; আর ; এ-هٰذَا ; কিতাব-كِتٰبٌ ; (তার) সত্যায়নকারী-مُصَدِّقٌ ; ভাষায়-لِسَانًا ; আরবী ভাষায়-عَرَبِيًّا ; যাতে তা সতর্ক করে দেয়-لِيُنْذِرَ ; তাদেরকে যারা-الَّذِيْنَ ; যুলুম করেছে-ظَلَمُوْا ; এবং-وَ ; সুসংবাদও বটে-بُشْرٰى ; সৎকর্মশীলদের জন্য-لِلْمُحْسِنِيْنَ। ⑬ নিশ্চয়ই-اِنَّ ; যারা-الَّذِيْنَ ; বলে-قَالُوْا ; (رب+نا)-رَبُّنَا-আমাদের প্রতিপালক তো ; আল্লাহ-اللّٰهُ ; এবং-ثُمَّ ; (তাতে) অটল থাকে-اسْتَقَامُوْا ; فَلَا (ف+لا خوف)-خَوْفٌ-তবে কোনো ভয় নেই ; তাদের-عَلَيْهِمْ ; এবং-وَ ; না-لَا ; هُمْ-তারা ; দুঃখিত হবে-يَحْزَنُوْنَ। ⑭ তারাই-اُولٰٓئِكَ ; মালিক-اَصْحٰبُ ;

কারণ হলো—আহলে কিতাবদের নিকট যেসব আসমানী কিতাব রয়েছে সেসব কিতাবে তাওহীদী আকীদা-বিশ্বাসের কথাই উল্লেখিত আছে। সুতরাং এ দাওয়াতও পুরনো—নতুন কোনো দাওয়াত নয়। কাফিররা এ দাওয়াতকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করছে। তাদের মতে, হাজার হাজার বছর ধরে যারা এসব সত্য মানুষের সামনে পেশ করে আসছে এবং যারা এসব কথা মেনে আসছে, তারা সবাই নির্বোধ—জ্ঞানহীন লোক। আর তারা নিজেরাই শুধু বুদ্ধিমান ও জ্ঞানবান।

১৭. অর্থাৎ এ কিতাব ইতিপূর্বে আগত কিতাবসমূহকে সত্যায়ন করে এবং সেসব মানুষকে পরিণামের ভয়াবহতা সম্পর্কে সতর্ক করে দেয়, যারা আল্লাহর বিধানকে অস্বীকার-অমান্য করে অথবা আল্লাহর সাথে গায়রুল্লাহকে অংশীদার সাব্যস্ত করে নিয়ে তাদের দাসত্বে নিজেদেরকে নিয়োজিত করেছে। যার ফলে তারা নিজেরা বিশ্বাস ও কাজের বিভ্রান্তিতে নিজেরা নিমজ্জিত হয়েছে এবং সমাজ ও রাষ্ট্রের মধ্যে যুলুম-অত্যাচার ও বে-ইনসাফীর মূল কারণে পরিণত হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে এরাই যালিম।

الْجَنَّةِ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ۚ جَزَآءً بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ○

জান্নাতের, সেখানে তারা চিরস্থায়ী বাসিন্দা—তারা যা (দুনিয়াতে) করতো তার প্রতিদান স্বরূপ।

⑮ وَوَصَّيْنَا الْاِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ اِحْسٰنًا ؕ حَمَلَتْهُ اُمُّهٗ كُرْهًا وَّوَضَعَتْهُ كُرْهًا ؕ

১৫. আর আমি মানুষকে নির্দেশ দিয়েছি তার মাতা-পিতার সাথে ভালো ব্যবহার করতে ; তার মা তাকে গর্ভে ধারণ করেছে বড় কষ্ট করে এবং তাকে প্রসব করেছে অতি কষ্ট করে ;

وَحَمْلُهٗ وَفِصٰلُهٗ ثَلٰثُوْنَ شَهْرًا ؕ حَتّٰىٓ اِذَا بَلَغَ اَشُدَّهٗ وَبَلَغَ اَرْبَعِيْنَ سَنَةً ۙ

আর তার গর্ভে ধারণ ও দুধ ছাড়ানোর মেয়াদ ত্রিশ মাস[১৯], এমন কি সে যখন তার পূর্ণ যৌবনে পৌঁছে এবং চল্লিশ বছর বয়সে পৌঁছে

الْجَنَّةِ-জান্নাতের ; خٰلِدِيْنَ-তারা চিরস্থায়ী বাসিন্দা ; فِيْهَا-সেখানে ; جَزَآءً-প্রতিদান স্বরূপ ; بِمَا-যা, তার ; كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ-তারা (দুনিয়াতে) করতো। ⑮ وَ-আর ; وَصَّيْنَا-আমি নির্দেশ দিয়েছি ; الْاِنْسَانَ-মানুষকে ; بِوَالِدَيْهِ-(ب+والدى+ه)-তার মাতা-পিতার সাথে ; اِحْسٰنًا-ভালো ব্যবহার করতে ; حَمَلَتْهُ-(حملت+ه)-তাকে গর্ভধারণ করেছে ; اُمُّهٗ-(ام+ه)-তার মা ; كُرْهًا-বড় কষ্ট করে ; وَّ-এবং ; وَضَعَتْهُ-(وضعت+ه)-তাকে প্রসব করেছে ; كُرْهًا-অতি কষ্ট করে ; وَ-আর ; حَمْلُهٗ-(حمل+ه)-তার গর্ভেধারণ ; وَ-ও ; فِصٰلُهٗ-(فصل+ه)-তার দুধ ছাড়ানোর মেয়াদ ; ثَلٰثُوْنَ-ত্রিশ ; شَهْرًا-মাস ; حَتّٰى-এমনকি ; اِذَا-যখন ; بَلَغَ-সে পৌঁছে ; اَشُدَّهٗ-(اشد+ه)-তার যৌবন বয়সে ; وَ-এবং ; بَلَغَ-পৌঁছে ; اَرْبَعِيْنَ-চল্লিশ ; سَنَةً-বছর বয়সে ;

১৮. অর্থাৎ যারা আল্লাহকেই তাদের একমাত্র প্রতিপালক হিসেবে মেনে নেয় এবং এ বিশ্বাসের ওপর মৃত্যু পর্যন্ত দৃঢ়ভাবে দাঁড়িয়ে থাকে তাদের দুনিয়া ও আখেরাতে ভয় করার ও দুঃখিত হওয়ার কোনো কারণ নেই। কেননা দুনিয়াতে তাদের অভিভাবক আল্লাহ ; আর আখেরাতে তাদের জন্য আল্লাহ এমন প্রতিদান রেখেছেন, যার তুলনায় দুনিয়ার সব সুখ-সম্পদ নিতান্ত তুচ্ছ ও নগণ্য। দুনিয়াতে তারা আল্লাহর দীনকে সমুন্নত করার জন্য দুঃখ-দৈন্যতার মধ্যে কালাতিপাত করেছে, এর প্রতিদান আল্লাহ তা'আলা অবশ্যই তাদেরকে দেবেন—এতে কোনোই সন্দেহ-সংশয় নেই।

১৯. এ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা সন্তানকে মাতা-পিতা উভয়ের সাথে সদাচার তথা সেবাযত্ন, আনুগত্য, সম্মান ও সম্ভ্রম দেখানোর নির্দেশ দিয়েছেন। তবে গুরুত্বের দিক থেকে সদাচার পাওয়ার অধিকার পিতার চেয়ে মাতার তিন গুণ বেশী। সহীহ হাদীসে উল্লেখিত আছে যে, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ স.-কে জিজ্ঞেস করলো, আমার ওপর সদাচার

পাওয়ার কার অধিকার সবচেয়ে বেশী ? তিনি জবাব দিলেন, 'তোমার মায়ের'। সে জিজ্ঞেস করলো, তারপর কার ? তিনি জবাব দিলেন, 'তোমার মায়ের'। লোকটি আবার জিজ্ঞেস করলো, তারপর কার ? তিনি বললেন, 'তোমার মায়ের'। সে আবারও জিজ্ঞেস করলো, তারপর কার ? তিনি এবার বললেন, 'তোমার পিতার'। এ থেকে জানা যায় যে, সন্তানের সদাচার পাওয়ার অধিকার পিতার চেয়ে মাতার তিনগুণ বেশী। আয়াতেও মাতার তিনগুণ বেশী অধিকারের প্রতি ইংগীত রয়েছে—১. মাতার গর্ভধারণের কষ্ট, ২. সন্তান প্রসবের কষ্ট ও ৩. গর্ভধারণ ও দুধপান করানোর মেয়াদ ৩০ মাস পর্যন্ত কষ্ট। অর্থাৎ গর্ভধারণ ও প্রসব করার পরও মা কষ্ট থেকে রেহাই পান না। দুধ পান করানোর জন্য তাঁকে দুই বছর তথা আরো ২৪ মাস কষ্ট করেই যেতে হয়।

এ আয়াত থেকে এটাও প্রমাণিত হয় যে, গর্ভধারণের সর্বনিম্ন সময়কাল ছয় মাস। কেননা অন্য আয়াতে বলা হয়েছে যে, সন্তানের দুধ পান করানোর সর্বচ্চো মেয়াদ দু'বছর তথা ২৪ মাস। সুতরাং গর্ভধারণ ও দুধ পান করানোর মোট সময়কাল ৩০ মাস থেকে দুধপানের ২৪ মাস বাদ দিলে ৬ মাস বাকী থাকে। অতএব গর্ভধারণের সর্বনিম্ন সময়কাল ৬ মাসই নির্ধারিত হয়।

হযরত উসমান রা.-এর খিলাফতকালে একটি মামলায় এ আয়াতের প্রয়োগে তিনি তাঁর প্রদত্ত রায় পরিবর্তন করেছিলেন। মামলাটি হলো—জুহায়না গোত্রের জনৈক মহিলার গর্ভ থেকে ছয় মাসে সুস্থ ও ত্রুটিমুক্ত সন্তান ভূমিষ্ট হলে খলীফা উসমান রা. একে অবৈধ গর্ভ সাব্যস্ত করে মহিলার ওপর শাস্তির আদেশ জারী করেন। কেননা গর্ভের মেয়াদ সাধারণভাবে ছিল নয় মাস এবং সর্বনিম্ন সাত মাস। হযরত আলী রা. এ সংবাদ জানতে পেরে খলীফাকে শাস্তি কার্যকর করা থেকে বিরত রাখেন এবং কুরআন মাজীদের সূরা বাকারার ২৩৩ আয়াতের অংশ "মায়েরা তাদের সন্তানকে পূর্ণ দুবছর দুধ পান করাবে......।" সূরা লোকমানের ১৪ আয়াতের অংশ ".........তার দুধ ছাড়াতে দু'বছর সময় লেগেছে......।" এবং অত্র সূরার আলোচ্য আয়াত ধারাবাহিকভাবে খলীফার সামনে তুলে ধরেন। এতে প্রমাণিত হয় যে, গর্ভধারণের সর্বনিম্ন মেয়াদ ছয় মাস। খলীফা তাঁর যুক্তি গ্রহণ করে তাঁর পূর্বোক্ত রায় পরিবর্তন করেন এবং শাস্তির আদেশ প্রত্যাখ্যান করে নেন। (কুরতুবী)

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা.-ও হযরত আলী রা.-এর এ যুক্তি সমর্থন করেন। উল্লেখিত তিন আয়াত থেকে নিম্নোক্ত তিনটি আইনগত বিধান পাওয়া যায়—

এক ঃ বিয়ের পর ছয় মাসের কম সময়ের মধ্যে কোনো মহিলার যদি পূর্ণাংগ সুস্থ সন্তান স্বাভাবিক প্রসব করে এবং তা গর্ভপাত না হয় তবে মহিলা দ্বিচারিণী বলে সাব্যস্ত হবে এবং এ সন্তানের বংশ মহিলার স্বামীর সাথে সম্পর্কিত হবে না।

দুই ঃ কোনো মহিলা বিয়ের ছয় মাস পর বা তার চেয়ে বেশী সময় পর জীবিত ও সুস্থ সন্তান প্রসব করে, তবে শুধু এ কারণে তার ওপর ব্যভিচারের অভিযোগ আরোপ করার অধিকার স্বামীকে দেয়া যাবে না। আর মহিলার স্বামীও এ সন্তানের পিতৃত্ব অস্বীকার করতে পারবে না এবং মহিলাকে এজন্য কোনো প্রকার শাস্তি দেয়া যাবে না।

قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِيٓ أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِيٓ أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ

(তখন) সে বলে— "হে আমার প্রতিপালক ! আপনি আমাকে আপনার সেই নিয়ামতের শোকর আদায় করার তাওফিক দিন, যা আপনি দান করেছেন আমাকে এবং আমার পিতা-মাতাকে।

وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِيٓ ۚ إِنِّي تُبْتُ

আর আমি যেনো এমন ভালো কাজ করতে পারি, যা আপনি পছন্দ করেন[২০], আর আমার জন্য আমার সন্তান-সন্ততিদের মধ্যে যোগ্যতা সৃষ্টি করে দিন, আমি অবশ্যই তওবা করছি

قَالَ-(তখন) সে বলে- رَبِّ-হে আমার প্রতিপালক ; اَوْزِعْنِىْ-আপনি আমাকে তাওফীক দিন ; اَنْ اَشْكُرَ-শোকর আদায় করার ; نِعْمَتَكَ-(نعمت+ك)-আপনার নিয়ামতের ; اَلَّتِىْٓ-সেই, যা ; اَنْعَمْتَ-আপনি দান করেছেন ; عَلَىَّ-আমাকে ; وَ-এবং ; عَلٰى وَالِدَىَّ-আমার পিতা-মাতাকে ; وَ-আর ; اَنْ اَعْمَلَ-আমি যেনো করতে পারি ; صَالِحًا-এমন ভালো কাজ ; تَرْضٰهُ-(ترضى+ه)-যা আপনি পছন্দ করেন ; وَ-আর ; اَصْلِحْ-যোগ্যতা সৃষ্টি করে দিন ; لِىْ-আমার জন্য ; فِىْ-মধ্যে ; ذُرِّيَّتِىْ-(ذرية+ى)-আমার সন্তান-সন্ততিদের ; اِنِّىْ-আমি অবশ্যই ; تُبْتُ-তাওবা করছি ;

তিন ঃ দুধপান করানোর সর্বোচ্চ মেয়াদ দু'বছর। এ মেয়াদকালের পর তথা শিশুর বয়স দু'বছর পূর্ণ হয়ে গেলে তারপর যদি সে শিশু কোনো মহিলার দুধপান করে, তবে সে মহিলা দুধ পানকারী শিশুর দুধমা বলে বিবেচিত হবে না এবং দুধপানের সাথে শরীয়তের যেসব বিধি-বিধান জড়িত তা এ ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না। অধিক সতর্কতার জন্য ইমাম আবু হানীফা রা. এ মেয়াদ দু'বছরের স্থলে আড়াই বছর নির্ধারণ করেছেন, যাতে দুধপান জনিত কারণে হারাম হওয়ার বিধানসমূহ অনুসরণে ভুলের সম্ভাবনা না থাকে।

চিকিৎসা বিজ্ঞানের আধুনিক গবেষণার ফলে জানা যায় যে, একটি সুস্থ ও জীবন্ত শিশু প্রসব করার জন্য গর্ভকাল কমপক্ষে ২৮ সপ্তাহ হওয়ার প্রয়োজন, যা সাড়ে ছয়মাস থেকে সামান্য বেশী। ইসলামী শরীয়ত এটাকে অর্ধমাস কমিয়ে ছয়মাস নির্ধারণ করে দিয়েছে। কারণ, একজন মহিলার দ্বিচারিণী বলে প্রমাণিত হওয়া এবং একটি শিশু বংশ পরিচয় থেকে বঞ্চিত হওয়া একটি গুরুতর ব্যাপার। মা ও শিশুটিকে এমন একটা কঠিন পরিণাম থেকে রক্ষা করার জন্য আইনের মধ্যে যথেষ্ট প্রশস্ততা থাকা প্রয়োজন। আর শিশুর গর্ভে স্থিতি লাভ করার সঠিক মুহূর্তটি ডাক্তার, বিচারক, গর্ভধারিণী মা অথবা গর্ভদানকারী পুরুষ আমরা কেউ বলতে পারি না, সুতরাং আইনগতভাবে গর্ভধারণের স্বল্পতম মেয়াদ নির্ধারণ থাকাই বাঞ্ছনীয়।

২০. অর্থাৎ "হে আমার প্রতিপালক ! আমাকে এমন শক্তি সামর্থ দিন, যাতে আমি আপনার নিয়ামতের শোকর আদায় করতে পারি, যা আপনি আমাকে ও আমার পিতা-

إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴿١٥﴾ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ نَتَقَبَّلُ عَنْهُمْ أَحْسَنَ مَا

আপনার নিকট, আর আমি নিঃসন্দেহে (আপনার) অনুগত বান্দাহদের শামিল। ১৬. তারা এমন যাদের সেসব ভালো কাজ তাদের থেকে আমি গ্রহণ করে নিয়ে থাকি, যা

عَمِلُوا وَنَتَجَاوَزُ عَنْ سَيِّئَاتِهِمْ فِي أَصْحَابِ الْجَنَّةِ ۖ وَعْدَ الصِّدْقِ الَّذِي

তারা করতো এবং তাদের অপরাধসমূহ আমি মাফ করে দেই[২১]–(তারা) জান্নাতের বাসিন্দাদের শামিল—সেই ওয়াদা সত্য ছিলো যা

كَانُوا يُوعَدُونَ ﴿١٦﴾ وَالَّذِي قَالَ لِوَالِدَيْهِ أُفٍّ لَكُمَا أَتَعِدَانِنِي أَنْ

তাদেরকে দিয়ে আসা হয়েছিলো। ১৭. আর যে ব্যক্তি তার মাতা-পিতাকে বলে, "ধিক তোমাদেরকে, তোমরা কি আমাকে ভয় দেখাচ্ছো যে,

اِلَيْكَ-আপনার নিকট ; وَ-আর ; اِنِّىْ-আমি নিঃসন্দেহে ; مِنَ-শামিল ; الْمُسْلِمِيْنَ-(আপনার) অনুগত বান্দাহদের। ⑯اُولٰئِكَ-তারা এমন ; الَّذِيْنَ-যাদের ; نَتَقَبَّلُ-আমি গ্রহণ করে নিয়ে থাকি ; عَنْهُمْ-তাদের থেকে ; اَحْسَنَ-ভালো কাজ ; مَا-সেসব যা ; عَمِلُوْا-তারা করতো ; وَ-এবং ; نَتَجَاوَزُ-আমি মাফ করে দেই ; عَنْ سَيِّاٰتِهِمْ(عن+)-(سيات+هم)-তাদের অপরাধসমূহ ; فِىْ-(তারা) শামিল ; اَصْحٰبِ-বাসিন্দাদের ; الْجَنَّةِ-জান্নাতের ; وَعْدَ-ওয়াদা ; الصِّدْقِ-সত্য ; الَّذِىْ-সেই, যা ; كَانُوْا يُوْعَدُوْنَ-তাদেরকে দিয়ে আসা হয়েছিলো। ⑰وَ-আর ; الَّذِىْ-যে ব্যক্তি ; قَالَ-বলে ; لِوَالِدَيْهِ-(ل+والدى+ه)-তার মাতা-পিতাকে ; اُفٍّ-ধিক ; لَكُمَا-তোমাদেরকে ; اَتَعِدٰنِنِىْ-(ا+تعدان+نى)-তোমরা কি আমাকে ভয় দেখাচ্ছো ; اَنْ-যে ;

মাতাকে দান করেছেন এবং যাতে আমি আপনার পছন্দনীয় সৎকর্ম করতে পারি ; আর আমার সন্তানদেরকেও সৎকর্মশীল করুন, আমি তাওবা করছি এবং আমি আপনার নির্দেশের অনুগত বান্দহদের শামিল।"

উল্লেখিত দোয়ায় বর্ণিত অবস্থা ছিলো হযরত আবু বকর রা.-এর। এর মাধ্যমে মুসলিম উম্মাহকে এরূপ দোয়া করার জন্য উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে যাতে তারাও এরূপ দোয়া করে। (মাযহারী)

এখানে পছন্দনীয় সৎকর্ম বলে এমন কাজ বুঝানো হয়েছে, যা অবিকল আল্লাহর বিধানের অনুরূপ হয় এবং বাস্তবেও তা আল্লাহর কাছে গৃহীত হওয়ার উপযুক্ত হয়। কোনো সৎকাজ দুনিয়ার মানুষের কাছে পছন্দনীয় হলেও এবং বাহ্যত আল্লাহর বিধানের অনুরূপ হলেও অন্তরে অসৎ নিয়ত, লোক দেখানো মনোভাব, আত্মতুষ্টি ও অহংকারের মনোভাব এবং স্বার্থচিন্তা থাকলে তা আল্লাহর দরবারে গৃহীত হবে না।

أُخْرَجَ وَقَدْ خَلَتِ الْقُرُونُ مِنْ قَبْلِيْ ۚ وَهُمَا يَسْتَغِيثْنِ اللّٰهَ وَيْلَكَ اٰمِنْ ۖ

আমাকে বের করে আনা হবে (কবর থেকে), অথচ আমার আগে বহু জনগোষ্ঠী অতীত হয়ে গেছে।" আর (তখন) তারা (তার মাতা-পিতা) আল্লাহর নিকট ফরিয়াদ করে (তাকে) বলে — তোর সর্বনাশ হোক। তুই বিশ্বাস কর —

إِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ ۚ فَيَقُولُ مَا هٰذَآ إِلَّآ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ⑰ أُولٰٓئِكَ

অবশ্যই আল্লাহর ওয়াদা সত্য ; কিন্তু সে বলে—'এসবতো আগেকার লোকদের কল্পকাহিনী ছাড়া কিছু নয়। ১৮. এরা এমন লোক

الَّذِيْنَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِيْٓ أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِّنَ الْجِنِّ

যাদের ওপর (আল্লাহর আযাবের) বাণী সাব্যস্ত হয়ে আছে সেসব উম্মতের সাথে যারা তাদের আগে অতীত হয়ে গেছে জ্বিন জাতি থেকে

وَالْإِنْسِ ۚ إِنَّهُمْ كَانُوْا خٰسِرِيْنَ ⑱ وَلِكُلٍّ دَرَجٰتٌ مِّمَّا عَمِلُوْا ۚ وَلِيُوَفِّيَهُمْ

ও মানব জাতি থেকে ;' নিশ্চয়ই তারা ছিলো সবাই ক্ষতিগ্রস্ত[২২]। ১৯. আর প্রত্যেকের জন্য তারা যা করেছে সে অনুসারে মর্যাদা রয়েছে ; যেনো তিনি তাদেরকে পূর্ণ বিনিময় দান করতে পারেন

أُخْرَجَ-আমাকে বের করে আনা হবে ; وَ-অথচ ; قَدْ خَلَتْ-অতীত হয়ে গেছে ; الْقُرُوْنُ-বহু জনগোষ্ঠী ; مِنْ قَبْلِيْ-(من+قبل+ى)-আমার আগে ; وَ-আর ; هُمَا-তারা (তার মাতা-পিতা) ; يَسْتَغِيْثٰنِ-ফরিয়াদ করে (তাকে) বলে ; اللّٰهَ-আল্লাহর নিকট ; وَيْلَكَ-তোর সর্বনাশ হোক ; اٰمِنْ-তুই বিশ্বাস কর ; اِنَّ-অবশ্যই ; وَعْدَ-ওয়াদা ; اللّٰهِ-আল্লাহর ; حَقٌّ-সত্য ; فَيَقُوْلُ-(ف+يقول)-কিন্তু সে বলে ; مَا-কিছু নয় ; هٰذَآ-এসব তো ; اِلَّآ-ছাড়া ; اَسَاطِيْرُ-কল্পকাহিনী ; الْاَوَّلِيْنَ-আগেকার লোকদের। ⑰ اُولٰٓئِكَ-এরা এমন লোক ; الَّذِيْنَ-যাদের ; حَقَّ-সাব্যস্ত হয়ে আছে ; عَلَيْهِمُ-তাদের ওপর ; الْقَوْلُ-(আল্লাহর আযাবের) বাণী ; فِيْ-সাথে ; اُمَمٍ-সেসব উম্মতের ; قَدْ خَلَتْ-যারা অতীত হয়ে গেছে ; مِنْ قَبْلِهِمْ-তাদের আগে ; مِنَ-থেকে ; الْجِنِّ-জ্বিন জাতি ; وَ-ও ; الْاِنْسِ-মানব জাতি থেকে ; اِنَّهُمْ-নিশ্চয়ই তারা ; كَانُوْا-সবাই ছিলো ; خٰسِرِيْنَ-ক্ষতিগ্রস্ত। ⑱ وَ-আর ; لِكُلٍّ-(ل+كل)-প্রত্যেকের জন্য রয়েছে ; دَرَجٰتٌ-মর্যাদা ; مِمَّا-যা, সে অনুসারে ; عَمِلُوْا-তারা করেছে ; لِيُوَفِّيَهُمْ-(ليوفى+هم)-যেন তিনি তাদেরকে পূর্ণ বিনিময় দান করতে পারেন ;

২১. কোনো মহৎ হৃদয়, উদার ও মর্যাদাসম্পন্ন মনিব যেমন তার অনুগত ও বিশ্বস্ত চাকরের বড় বড় অবদানের ভিত্তিতে ছোটখাট দোষ-ত্রুটি ও দুর্বলতাসমূহ ক্ষমা করে

أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ۝ وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ

তাদের কর্মসমূহের এবং তাদের প্রতি কোনো অবিচার করা হবে না[২৩]। ২০. আর যারা কুফরী করেছে তাদেরকে যেদিন জাহান্নামের নিকট হাজির করা হবে

أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا ۚ فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ

(তখন বলা হবে) 'তোমরা তো তোমাদের নিয়ামতসমূহ তোমাদের দুনিয়ার জীবনেই নিঃশেষ করে ফেলেছো এবং তার দ্বারা খুব মজা উপভোগ করেছো, অতএব আজ তোমাদেরকে বিনিময় দেয়া হবে

أَعْمَالَهُمْ-(اعمال+هم)-তাদের কর্মসমূহের ; وَ-এবং ; هُمْ-তাদের প্রতি ; لَا يُظْلَمُونَ-কোনো অবিচার করা হবে না। ⑳ وَ-আর ; يَوْمَ-যেদিন ; يُعْرَضُ-হাজির করা হবে ; الَّذِينَ-তাদেরকে যারা ; كَفَرُوا-কুফরী করেছে ; عَلَى-নিকট ; النَّارِ-জাহান্নামের ; أَذْهَبْتُمْ-(তখন বলা হবে) তোমরা তো নিঃশেষ করে ফেলেছো ; طَيِّبَاتِكُمْ-(طيبت+كم)-তোমাদের নিয়ামতসমূহ ; فِي حَيَاتِكُمْ-(فى+حيات+كم)-তোমাদের জীবনে ; الدُّنْيَا-দুনিয়ার ; وَ-এবং ; اسْتَمْتَعْتُمْ-খুব মজা উপভোগ করেছো ; بِهَا-তার দ্বারা ; فَالْيَوْمَ-(ف+ال+يوم)-অতএব আজ ; تُجْزَوْنَ-তোমাদেরকে বিনিময় দেয়া হবে ;

দেন, তেমনি মহান আল্লাহ তা'আলাও বান্দার ভালো কাজগুলোর নিরিখে তার ছোট-খাটো পদস্খলন, দুর্বলতা ও ত্রুটি-বিচ্যুতি উপেক্ষা করেন এবং আখেরাতে এসবের জন্য তাকে পাকড়াও করবেন না।

২২. এর আগের ১৬ আয়াতে সমাজের এক ধরনের চরিত্রের লোকের বৈশিষ্ট্য ও আখেরাতে তাদের পরিণাম উল্লেখিত হয়েছে এবং ১৭ ও ১৮ আয়াতে এক ধরনের লোকের চরিত্র-বৈশিষ্ট্য ও তাদের পরিণাম সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। এতে কাফির নেতৃবৃন্দের একথার জবাব দেয়া হয়েছে যে, কুরআন মেনে চলা যদি কোনো ভালো কাজ হতো, তাহলে কতিপয় অর্বাচিন যুবক ও ক্রীতদাস শ্রেণীর এ লোকেরা আমাদেরকে পেছনে ফেলে এগিয়ে যেতে পারতো না। তাদের একথার জবাবে আল্লাহ তা'আলা সমাজে বিদ্যমান কিতাব মান্যকারী ও অমান্যকারী উভয় শ্রেণীর লোকের চরিত্র-বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করে দিয়েছেন, যাতে করে মানুষ উপলব্ধি করতে পারে যে, কারা ভালো লোক—কুরআন মান্যকারীরা, না-কি কুরআন অমান্যকারীরা। সাথে সাথে উভয় চরিত্রের লোকদের আখেরাতে কি পরিণাম হবে তা-ও উল্লেখিত হয়েছে।

২৩. অর্থাৎ যারা সৎকর্ম করেছে—কুরআন মেনে চলতে গিয়ে দুঃখ-কষ্টের শিকার হয়েছে, আল্লাহর দীনকে উর্ধ্বে তুলে ধরার সংগ্রামে ত্যাগ ও কুরবানী দিয়েছে, তাদের কর্মের যথাযথ প্রতিদান দেয়া হবে। কারণ, তাদের প্রতিদান কম দেয়া হলে তা হবে অবিচার। আবার মন্দ লোক—যারা কুরআন মেনে নিতে অস্বীকার করেছে, আল্লাহর

عَذَابَ الْهُوْنِ بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُوْنَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَ

অপমানকর শাস্তি ; কারণ তোমরা কোনো অধিকার ছাড়াই পৃথিবীতে বড়াই করতে এবং

بِمَا كُنْتُمْ تَفْسُقُوْنَ ○

তোমরা যেহেতু (পৃথিবীতে) পাপাচার করতে[২৪]।

عَذَابَ-শাস্তি ; الْهُوْنِ-অপমানকর ; بِمَا-কারণ ; كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُوْنَ-তোমরা বড়াই করতে ; فِي الْأَرْضِ-পৃথিবীতে ; بِغَيْرِ-(ب+غير)-ছাড়াই ; الْحَقِّ-কোনো অধিকার ; وَ-এবং ; بِمَا-যেহেতু ; كُنْتُمْ تَفْسُقُوْنَ-(পৃথিবীতে) পাপাচার করতে।

দীন প্রতিষ্ঠার বিরোধিতা করেছে, তাদের শাস্তিও যথাযথ দেয়া হবে। কারণ তাদের প্রাপ্য শাস্তি থেকে বেশী দেয়াও অবিচার হবে। আল্লাহ তা'আলা এ ধরনের অবিচার থেকে মুক্ত।

২৪. অর্থাৎ কাফিরদেরকে বলা হবে—তোমরা কিছু ভালো কাজ দুনিয়াতে করে থাকলে তার প্রতিদানও তোমাদেরকে পার্থিব আরাম-আয়েশ ও ভোগ-বিলাসের আকারে দিয়ে দেয়া হয়েছে। এখানে তোমাদের প্রাপ্য কিছু নেই। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, ঈমান ছাড়া কাফিরদের কোনো সৎকাজ আল্লাহর কাছে গ্রহণীয় নয় ; আখেরাতে সেগুলো মূল্যহীন। কাফিরদের দানশীলতা, সহানুভূতি, সততা ইত্যাদি সৎকর্মের প্রতিদান দুনিয়াতে দিয়ে দেয়া হয়। কিন্তু মু'মিনদের ব্যাপারে এমন নয়, তারা দুনিয়াতে ধন-দৌলত, প্রভাব-প্রতিপত্তি ও মান-সম্ভ্রম লাভ করলেও আখেরাতের প্রাপ্য থেকে তারা বঞ্চিত হবে না।

কাফিররা দুনিয়াতে গর্ব-অহংকার করে ঈমান ও সৎকর্ম থেকে যেমন বিরত থেকেছে তেমনি তাদের জন্য নির্ধারিত আছে লাঞ্ছনাকর আযাব। দুনিয়ার ভোগ-বিলাসে মত্ত থাকার কারণে এটা হলো তাদের প্রতি কঠোর সতর্কবাণী।

রাসূলুল্লাহ সা., সাহাবায়ে কিরাম ও তাবেয়ীগণ দুনিয়ার ভোগ-বিলাস বর্জন করার অভ্যাস গড়ে তুলেছিলেন। তাঁদের জীবনেতিহাস এ সাক্ষ্যই দেয়। রাসূলুল্লাহ সা. মুয়ায রা.-কে ইয়ামন পাঠানোর সময় উপদেশ দিয়েছিলেন—'দুনিয়ার ভোগ-বিলাস থেকে বেঁচে থাকো'। হযরত আলী রা. বলেন যে, রাসূলুল্লাহ সা. ইরশাদ করেছেন যে, যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার নিকট থেকে স্বল্প রিযিক নিয়ে সন্তুষ্ট থাকে, আল্লাহ তা'আলা তার স্বল্প আমলেই সন্তুষ্ট হয়ে যান। (মাযহারী)

২য় রুকূ' (১১-২০ আয়াত)-এর শিক্ষা

১. কুরআন মেনে চলা-ই মু'মিনের পরিচয়। আর কুরআন মেনে চলতে অস্বীকার করাই কুফরী।

২. আল কুরআনকে পুরনো মিথ্যা কাহিনী বলে উপেক্ষা করা নিঃসন্দেহে কুফরী কাজ। এমন কাজ যারা করে তারা অবশ্যই কাফির।

৩. কুরআন মাজীদের সত্যতার এটা একটা প্রমাণ যে, কুরআন অতীতের আসমানী কিতাবসমূহের সত্যায়ন করে। যারা এ কিতাবকে প্রত্যাখান করে তারা নিজেরা নিজেদের ওপর যুলুম করে। তাদের জন্য কুরআন সতর্ককারী।

৪. যারা কুরাআন অনুযায়ী জীবন গড়ে, তারাই সৎকর্মশীল ; আর তাদের জন্য কুরআন সুসংবাদ প্রদানকারী।

৫. আল্লাহর ওপর অটল ঈমান এবং তদনুযায়ী কাজ করলেই মৃত্যুপরবর্তী জীবনের জন্য কোনো ভয় বা দুঃশ্চিন্তা নেই। এমন লোক অবশ্যই জান্নাতের বাসিন্দা হবে।

৬. জান্নাত হবে মু'মিনদের দুনিয়াতে সৎকর্মের প্রতিদান। জান্নাতের সুখ হবে নির্ভেজাল, যার সাথে দুঃখের কণামাত্র মিশ্রণও থাকবে না।

৭. মাতা-পিতার সাথে সদ্ব্যবহার করা সন্তানের প্রতি আল্লাহর আদেশ। এ আদেশ অমান্য করার কোনো সুযোগ নেই।

৮. সন্তানের সদ্ব্যবহার করার অধিকার পিতার চেয়ে মাতার তিনগুণ বেশী। এর কারণ মাতার গর্ভধারণের কষ্ট, প্রসবের কষ্ট এবং দুধ ছাড়ানো পর্যন্ত লালন-পালনের কষ্ট—এসব কষ্ট পিতাকে ভোগ করতে হয় না।

৯. ছয় মাসে কোনো নারী পূর্ণাংগ ও সুস্থ সন্তান প্রসব করলে তা তার স্বামীর ঔরসজাত সন্তান বলে গৃহীত হবে।

১০. মানুষ যখন চল্লিশ বছর বয়স পর্যন্ত পৌছে, তখন তার জ্ঞান-বুদ্ধির পরিপক্কতা আসে এবং সে প্রাপ্তবয়স্ক হয় এবং তার মধ্যে আল্লাহ-অভিমুখী হওয়ার প্রবণতা আসে।

১১. মানুষ আল্লাহর অগণিত নিয়ামতের মধ্যে ডুবে আছে যার হিসেব করা মানুষের পক্ষে সম্ভবপর নয়। একমাত্র মু'মিন বান্দাহগণই আল্লাহর নিয়ামতের শোকর আদায়ে সচেষ্ট থাকে।

১২. যারা আল্লাহর নিয়ামতের শোকর আদায় করে না তারাই কাফির ; আর কাফিরদের ঠিকানা জাহান্নাম।

১৩. আল্লাহর নিয়ামতের শোকর আদায় করার একমাত্র উপায় হলো আল্লাহর দেয়া জীবনব্যবস্থাকে ব্যক্তিজীবন থেকে নিয়ে রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার সংগ্রামে নিজেকে সার্বিক প্রচেষ্টায় নিয়োজিত করা।

১৪. আল্লাহ তা'আলা উপরোক্ত সংগ্রামী বান্দাহর সকল সৎকর্ম গ্রহণ করে নেন এবং তার সকল সগীরা বা ছোট গুনাহ-খাতা এমনিতেই ক্ষমা করে দেন এবং বড় গুনাহের জন্য কৃত তাওবাও গ্রহণ করে নেন।

১৫. উপরোক্ত বান্দাহদের জন্যই আল্লাহ তা'আলা জান্নাত দানের ওয়াদা করেছেন। আর আল্লাহর ওয়াদার কখনো ব্যতিক্রম হয় না।

১৬. মাতা-পিতার প্রতি বিরক্তি প্রকাশ ও তাদের সাথে অসাদাচরণ কোনো মু'মিন বান্দাহর কাজ

হতে পারে না। এমন কাজ যারা করে তারা আখিরাতে অবিশ্বাসী। আর আখিরাত অবিশ্বাসীদের প্রকৃত অর্থে দুনিয়া ও আখিরাত উভয়ই বরবাদ।

১৭. মাতা-পিতার সাথে অসদাচরণকারী দুনিয়াতেও শাস্তি পেতে পারে না, আর আখিরাতে তো তার জন্য কঠিন শাস্তি নির্ধারিত, কেননা সে আখেরাতে বিশ্বাসী নয়।

১৮. যার আখিরাত বিশ্বাস দৃঢ় ও মজবুত, তার জীবন ও কর্মে তার প্রতিফলন অবশ্যই ফুটে উঠবে।

১৯. সুদূর অতীত থেকেই জ্বিন ও মানব জাতির মধ্যে দু'টো ধারা চলে আসছে—একদল আল্লাহর কিতাবের অনুগত। অপর দল বিদ্রোহী। কিয়ামত পর্যন্ত এ দু'টো ধারা জারী থাকবে।

২০. আল্লাহর অনুগতদের স্থান হলো চিরস্থায়ী সুখের আবাস জান্নাত। আর বিদ্রোহীদের স্থান হলো চিরস্থায়ী দুঃখের আবাস জাহান্নাম।

২১. দুনিয়ার প্রত্যেকটি মানুষ তাদের বিশ্বাস ও কর্ম অনুসারে আখিরাতে যথাযথ প্রতিদান পাবে। কারো প্রতি অণুমাত্র অবিচারও করা হবে না।

২২. কোনো সৎকর্মশীল বান্দাহকে তার প্রাপ্য প্রতিদান থেকে অণু পরিমাণ কম দেয়া হবে না। আর কোনো অপরাধীকে তার প্রাপ্য শাস্তির অণুমাত্র বেশী দেয়া হবে না।

২৩. কাফিরদের সৎকর্মের পুরস্কার দুনিয়ার বিত্ত-বৈভব ও ক্ষমতা-প্রতিপত্তির আকারে দুনিয়াতেই দিয়ে দেয়া হয়। ফলে তাদের সৎকর্মের আখিরাতে কোনো পুরস্কার তারা পাবে না।

২৪. আখিরাতে তাদেরকে জানিয়ে দেয়া হবে যে, তারা তাদের সৎকর্মের প্রতিদান কোথায় কিভাবে ভোগ করেছে এবং তাদের সাজা ভোগের কারণও তাদেরকে জানিয়ে দেয়া হবে।

❒

সূরা হিসেবে রুকূ'-৩
পারা হিসেবে রুকূ'-৩
আয়াত সংখ্যা-৬

㉑ وَاذْكُرْ أَخَا عَادٍ ۚ إِذْ أَنذَرَ قَوْمَهُ بِالْأَحْقَافِ وَقَدْ خَلَتِ النُّذُرُ

২১. আর আপনি 'আদ' সম্প্রদায়ের ভাই (হূদ)-এর কথা উল্লেখ করুন, যখন তিনি আহ্‌ক্বাফে তার সম্প্রদায়কে সতর্ক করে দিয়েছিলেন[২৫] আর নিঃসন্দেহে অনেক সতর্ককারী গত হয়ে গেছে।

مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي أَخَافُ

তাঁর নিকট অতীতেও এবং তাঁর পরেও (তিনি সতর্ক করেছিলেন এ মর্মে) যে, তোমরা ইবাদত করো না আল্লাহ ছাড়া (অন্য কারো) ; আমি নিশ্চিত আশংকা করছি

㉑ وَ-আর ; اذْكُرْ-আপনি উল্লেখ করুন ; أَخَا-ভাই (হূদ)-এর কথা ; عَادٍ-'আদ সম্প্রদায়ের ; إِذْ-যখন ; أَنذَرَ-তিনি সতর্ক করে দিয়েছিলেন ; قَوْمَهُ-(قوم+ه)-তাঁর সম্প্রদায়কে ; بِالْأَحْقَافِ-আহ্‌ক্বাফে ; وَ-আর ; قَدْ خَلَتِ-নিঃসন্দেহে গত হয়ে গেছে ; النُّذُرُ-অনেক সতর্ককারী ; مِن بَيْنِ يَدَيْهِ-(من+بين+يدى+ه)-তাঁর নিকট-অতীতেও ; وَ-এবং ; مِنْ خَلْفِهِ-(من+خلف+ه)-তাঁর পরেও ; أَلَّا تَعْبُدُوا-(তিনি সতর্ক করেছিলেন এ মর্মে) যে, তোমরা ইবাদত করো না ; إِلَّا-ছাড়া (অন্য কারো) ; اللَّهَ-আল্লাহ ; إِنِّي-আমি নিশ্চিত ; أَخَافُ-আশংকা করছি ;

২৫. আদ জাতির শক্তি-ক্ষমতা ও প্রভাব-প্রতিপত্তি আরবদের মুখে মুখে প্রচারিত বিষয় ছিলো এবং পরিণতি সম্পর্কেও তারা ওয়াকেফহাল ছিলো, তাই আয়াতে তাদের করুণ পরিণতির কথা উল্লেখ করে কাফিরদেরকে সতর্ক করে দেয়া হয়েছে। 'আদ জাতি তাদের প্রতি প্রেরিত নবী হূদ আ.-এর দাওয়াতকে প্রত্যাখ্যান করার কারণে যে করুণ পরিণতির সম্মুখীন হয়েছিলো, তেমনি মুহাম্মদ সা.-এর দাওয়াতকে প্রত্যাখ্যান করলে মক্কার কাফিরদের পরিণতিও তার চেয়ে ভিন্নতর হবে না বলে আয়াতে সতর্ক করা হয়েছে।

'কাওমে 'আদ'-এর আবাসভূমি বর্তমান ওমান থেকে পশ্চিম ও পশ্চিম-দক্ষিণে ইয়ামন পর্যন্ত-বিস্তৃত ছিলো। কুরআন মাজীদের বর্ণনা অনুসারে তাদের আদি বাসস্থান 'আল আহ্‌ক্বাফ' ছিলো। এখান থেকে বের হয়ে তারা আশেপাশের দেশসমূহে ছড়িয়ে পড়েছিলো। বর্তমানে এ অঞ্চলটি জন-মানব ও গাছ-পালা হীন ধুধু বালুকাময় মরুভূমি। বর্তমানে সেখানে কোনো মানুষের যাতায়াতও নেই। হাদ্রামাউতের উত্তর প্রান্তে কোনো উচ্চভূমিতে দাঁড়িয়ে উত্তর-পশ্চিম দিকে তাকালে শুধু ধুধু বালুকাময় মরুপ্রান্তর-ই দৃষ্টিগোচর হয়। এখানকার বালু অত্যন্ত মিহি ও সাদা সেখানে এমন ভূমিখণ্ডও আছে,

عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيْمٍ ﴿٢١﴾ قَالُوْٓا اَجِئْتَنَا لِتَاْفِكَنَا عَنْ اٰلِهَتِنَا ۚ فَاْتِنَا

তোমাদের ওপর এক ভীষণ দিনের আযাবের। ২২. (তখন) তারা বলেছিলো—"তুমি কি আমাদের কাছে এজন্য এসেছো যে, আমাদের উপাস্যদের (উপাসনা) থেকে আমাদেরকে ফিরিয়ে রাখবে, তাহলে এসো না আমাদের ওপর

بِمَا تَعِدُنَآ اِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ ﴿٢٢﴾ قَالَ اِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللّٰهِ ۖ

তা নিয়ে যার (যে আযাবের) ভয় তুমি আমাদেরকে দেখাচ্ছো, যদি তুমি হয়ে থাকো সত্যবাদীদের শামিল। ২৩. তিনি বললেন, "সেই জ্ঞান তো শুধুমাত্র আল্লাহর কাছেই আছে[২৬];"

وَاُبَلِّغُكُمْ مَّآ اُرْسِلْتُ بِهٖ وَلٰكِنِّيْٓ اَرٰىكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُوْنَ ﴿٢٣﴾ فَلَمَّا رَاَوْهُ

"আর আমি তো তোমাদেরকে তা-ই পৌঁছে দিচ্ছি যা নিয়ে আমি প্রেরিত হয়েছি; কিন্তু আমি তোমাদেরকে দেখছি মূর্খ লোকদের মতো কথা বলছো[২৭]। ২৪. অতপর যখন তারা তাকে (আযাবকে) দেখলো

عَلَيْكُمْ-তোমাদের ওপর ; عَذَابَ-আযাবের ; يَوْمٍ-এক দিনের ; عَظِيْمٍ-ভীষণ। ﴿٢٢﴾ قَالُوْٓا-(তখন) তারা বলেছিলো– اَجِئْتَنَا-(ا+جئت+نا)-তুমি কি আমাদের কাছে এসেছো; لِتَاْفِكَنَا-(ل+تافكنا+نا)-এজন্য যে, আমাদেরকে ফিরিয়ে রাখবে ; عَنْ-(উপাসনা) থেকে ; اٰلِهَتِنَا-(الهة+نا)-আমাদের উপাস্যদের ; فَاْتِنَا-(ف+ات+نا)-তাহলে এসো না আমাদের ওপর ; بِمَا-তা দিয়ে যার (যে আযাবের) ; تَعِدُنَآ-ভয় তুমি আমাদেরকে দেখাচ্ছো ; اِنْ-যদি ; كُنْتَ-তুমি হয়ে থাকো ; مِنَ-শামিল ; الصّٰدِقِيْنَ-সত্যবাদীদের। ﴿٢٣﴾ قَالَ-তিনি বললেন ; اِنَّمَا-শুধুমাত্র ; الْعِلْمُ-সেই জ্ঞান তো ; عِنْدَ-কাছেই আছে ; اللّٰهِ-আল্লাহর ; وَ-আর ; اُبَلِّغُكُمْ-(ابلغ+كم)-আমি তো তোমাদেরকে পৌঁছে দিচ্ছি ; مَّآ-তা-ই ; اُرْسِلْتُ-আমি প্রেরিত হয়েছি ; بِهٖ-যা নিয়ে ; وَلٰكِنِّيْٓ-কিন্তু ; اَرٰىكُمْ-(ارى+كم)-আমি তোমাদেরকে দেখছি ; قَوْمًا تَجْهَلُوْنَ-মূর্খ লোকদের মতো কথা বলছো। ﴿٢٤﴾ فَلَمَّا-অতপর যখন ; رَاَوْهُ-(راو+ه)-তাকে (আযাবকে) তারা দেখলো ;

যেখানে কোনো বস্তু পতিত হলে তা অল্প কিছুক্ষণের মধ্যে বালুকারাশির মধ্যে তলিয়ে যেতে থাকে। আরব বেদুইনরাও সেদিকে যেতে ভয় পায়। দূর থেকে যদি সেসব ভূখণ্ডে কোনো বস্তু নিক্ষেপ করা হয়, তা পাঁচ মিনিটের মধ্যে বালুকারাশির মধ্যে ডুবে যায়। এমনকি বস্তুটি যদি কোনো রশির সাথে বাঁধা থাকে রশির যে প্রান্ত বস্তুটির সাথে বাঁধা থাকে তা-ও গলে যায়। অথচ এক সময় এ এলাকাটি ছিলো তৎকালীন সময়ের অত্যন্ত প্রতাপশালী জাতি 'কাওমে 'আদের' জমকালো আবাস ভূমি। আল্লাহর নবীর কথা অমান্য করার ফলে তাদের এমন পরিণতি হয়েছিলো যে, বর্তমানে তারা ইতিহাসের পাতায় স্থান পেয়েছে।

২৬. অর্থাৎ হঠকারিতা করে আল্লাহর আয়াতকে প্রত্যাখ্যান করার সুযোগ আল্লাহ

عَارِضًا مُّسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ قَالُوا هَٰذَا عَارِضٌ مُّمْطِرُنَا ۚ بَلْ هُوَ مَا

তাদের উপত্যকার অভিমুখী অগ্রসরমান, তারা বলে উঠলো, "এটা তো আমাদের ওপর বৃষ্টি বর্ষণকারী হিসেবে অগ্রসরমান ; না[২৮], বরং ওটা তা-ই

اسْتَعْجَلْتُم بِهِ ۖ رِيحٌ فِيهَا عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٢٥﴾ تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا

যা তোমরা তাড়াতাড়ি চেয়েছিলে ; (এটা ছিলো) — প্রচণ্ড ঝড়ো বাতাস, তাতে ছিলো যন্ত্রণাদায়ক আযাব। ২৫. তা ধ্বংস করে দেবে প্রত্যেকটি বস্তুকে তার প্রতিপালকের নির্দেশে,

فَأَصْبَحُوا لَا يُرَىٰ إِلَّا مَسَاكِنُهُمْ ۚ كَذَٰلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ ○

অতঃপর তাদের ভোর হলো (এমনভাবে) যে, তাদের বাসস্থানগুলো ছাড়া আর কিছুই দেখা যাচ্ছিলো না ; আমি এমনই প্রতিফল দিয়ে থাকি পাপাচারী সম্প্রদায়কে।[২৯]

عَارِضًا-অগ্রসরমান; مُسْتَقْبِلَ-অভিমুখী ; أَوْدِيَتِهِمْ-(او دية+هم)-তাদের উপত্যকার ; قَالُوا-তারা বলে উঠলো ; هَٰذَا-এটা তো ; عَارِضٌ-অগ্রসরমান ; مُمْطِرُنَا- আমাদের ওপর বৃষ্টি বর্ষণকারী হিসেবে ; بَلْ-না, বরং ; هُوَ-ওটা ; مَا-তা-ই ; اسْتَعْجَلْتُمْ- তোমরা তাড়াতাড়ি চেয়েছিলে ; بِهِ-যা ; رِيحٌ-(এটা ছিলো) প্রচণ্ড ঝড়ো বাতাস; فِيهَا -তাতে ছিলো ; عَذَابٌ-আযাব ; أَلِيمٌ-যন্ত্রণাদায়ক। ﴿٢٥﴾ تُدَمِّرُ-তা ধ্বংস করে দেবে ; كُلَّ-প্রত্যেকটি ; شَيْءٍ-বস্তুকে ; بِأَمْرِ-(ب+امر)-নির্দেশে ; رَبِّهَا-(رب+ها)-তার প্রতিপালকের ; فَأَصْبَحُوا-(ف+اصبحوا)-অতপর তাদের ভোর হলো (এমনভাবে) যে, لَا يُرَىٰ-দেখা যাচ্ছিলো না ; إِلَّا-ছাড়া আর কিছুই ; مَسَاكِنُهُمْ-(مساكن+هم)-তাদের বাসস্থানগুলো ; كَذَٰلِكَ-এমনই ; نَجْزِي-আমি প্রতিফল দিয়ে থাকি ; الْقَوْمَ- সম্প্রদায়কে ; الْمُجْرِمِينَ-পাপাচারী।

তা'আলা কত দিন তোমাদেরকে দেবেন, তা একমাত্র তিনিই জানেন। আমার কাজ হলো তোমাদেরকে সতর্ক করে দেয়া।

২৭. অর্থাৎ আল্লাহর আযাব সম্পর্কে তোমাদের অজ্ঞতার কারণেই তোমরা অজ্ঞ-মূর্খদের মতো তা নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করছো। তোমাদের আচার-আচরণের ফলে তোমরা আযাবের যোগ্য হয়েছো, সে সম্পর্কেও তোমরা অজ্ঞতার মধ্যে ডুবে আছো।

২৮. আকাশে মেঘ দেখে 'আদ জাতি মনে করেছিলো যে, এটা বুঝি বৃষ্টি বর্ষণকারী মেঘ। কিন্তু তাদের এ ধারণা সঠিক ছিলো না, এটা ছিলো প্রচণ্ড ঝড়-তুফান যা তাদেরকে ধ্বংস করার জন্য এগিয়ে আসছিলো। তাদের ধারণার জবাবে তখনকার পারিপার্শ্বিক অবস্থা-ই এর সাক্ষ্য দিচ্ছিলো।

㉖ وَلَقَدْ مَكَّنّٰهُمْ فِيْمَآ اِنْ مَّكَّنّٰكُمْ فِيْهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَّاَبْصَارًا وَّاَفْـِٕدَةً ۖ

২৬. আর নিঃসন্দেহে আমি তাদেরকে এমন কিছুতে ক্ষমতা দিয়েছিলাম যে বিষয়ে তোমাদেরকে ক্ষমতা দেইনি[৩০] এবং আমি তাদেরকে দিয়েছিলাম কান ও চোখ এবং অন্তর ;

فَمَآ اَغْنٰى عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَآ اَبْصَارُهُمْ وَلَآ اَفْـِٕدَتُهُمْ مِّنْ شَيْءٍ اِذْ

কিন্তু তাদের কাজে আসলো না তাদের কান, আর না তাদের চোখ এবং না তাদের অন্তর কিছুমাত্র, কেননা

كَانُوْا يَجْحَدُوْنَ ۙ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ وَحَاقَ بِهِمْ مَّا كَانُوْا بِهٖ يَسْتَهْزِءُوْنَ ۝

তারা অস্বীকার করতো আল্লাহর আয়াতসমূহকে[৩১], আর তারা যা নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করতো তা তাদেরকে গ্রাস করে নিলো।

㉖ وَ-আর ; لَقَدْ مَكَّنّٰهُمْ-(لقد مكنا+هم)-নিঃসন্দেহে আমি তাদেরকে ক্ষমতা দিয়েছিলাম ; فِيْمَا-এমন কিছু ; اِنْ مَّكَّنّٰكُمْ-(ان مكنا+كم)-তোমাদেরকে ক্ষমতা দেইনি ; فِيْهِ-যে বিষয়ে ; وَ-এবং ; جَعَلْنَا-আমি দিয়েছিলাম ; لَهُمْ-তাদেরকে ; سَمْعًا-কান ; وَّ-ও ; اَبْصَارًا-চোখ ; وَّ-এবং ; اَفْـِٕدَةً-অন্তর ; فَمَآ اَغْنٰى-(ف+ما اغنى)-কিন্তু কাজে আসলো না ; عَنْهُمْ-তাদের ; سَمْعُهُمْ-(سمع+هم)-তাদের কান ; وَلَآ-আর না ; اَبْصَارُهُمْ-(ابصار+هم)-তাদের চোখ ; وَلَآ-এবং না ; اَفْـِٕدَتُهُمْ-(افئدة+هم)-তাদের অন্তর ; مِّنْ شَيْءٍ-কিছুমাত্র ; اِذْ-কেননা ; كَانُوْا يَجْحَدُوْنَ-তারা অস্বীকার করতো ; بِاٰيٰتِ-আয়াতসমূহকে ; اللّٰهِ-আল্লাহর ; وَ-আর ; حَاقَ-গ্রাস করে নিলো ; بِهِمْ-তাদেরকে ; مَّا-তা ; كَانُوْا بِهٖ يَسْتَهْزِءُوْنَ-যা নিয়ে তারা ঠাট্টা-বিদ্রূপ করতো।

২৯. 'কাওমে 'আদ' সম্পর্কে কুরআন মাজীদের অনেক সূরাতে আলোচনা করা হয়েছে। বিস্তারিত জানার জন্য অত্র তাফসীর গ্রন্থের সূরা আ'রাফ-এর ৬৫ আয়াত থেকে ৭২ আয়াত, সূরা হূদ-এর ৫০ আয়াত থেকে ৬০ আয়াত, সূরা আশ শূয়ারা ১২৩ আয়াত থেকে ১৪০ আয়াত এবং সূরা হ-মীম আস সাজদা ১৫ আয়াত থেকে ১৬ আয়াতসমূহ এবং তৎসংশ্লিষ্ট টীকাসমূহ দ্রষ্টব্য।

৩০. অর্থাৎ 'কাওমে 'আদ'-কে যে পরিমাণ অর্থ-সম্পদ ও শক্তি-ক্ষমতা দেয়া হয়েছিলো তেমন কিছু তোমাদেরকে দেয়া হয়নি। তারা তৎকালীন দুনিয়ার এক বিরাট অংশের ওপর প্রভাব বিস্তার করেছিলো, অথচ তোমাদেরকে তাদের মতো অর্থ-সম্পদ দেয়া হয়নি এবং মক্কার বাইরে তোমাদের কোনো ক্ষমতাও নেই। একথাগুলো মক্কার কাফিরদেরকে লক্ষ্য করে বলা হয়েছিলো।

৩১. অর্থাৎ আল্লাহর আয়াতসমূহের মাধ্যমেই মানুষ সত্যকে সঠিকভাবে দেখতে, শুনতে এবং উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়। কিন্তু যারা আল্লাহর আয়াতকে অস্বীকার করে, তারা চোখ থাকা সত্ত্বেও সত্যকে দেখতে সমর্থ হয় না, তাদের কান থাকা সত্ত্বেও সত্যের বাণী শুনতে তারা সক্ষম হয় না এবং তাদের অন্তর থাকা সত্ত্বেও দুনিয়ার সর্বত্র ছড়িয়ে থাকা সত্যের নিদর্শন বাণী উপলব্ধি করে সত্যের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করতে ব্যর্থ হয়ে থাকে।

৩য় রুকূ' (২১-২৬ আয়াত)-এর শিক্ষা

১. হযরত হূদ আ. ছিলেন তৎকালীন বিশ্বের এক শক্তিমান জাতি 'আদ'-এর নিকট প্রেরিত আল্লাহর নবী। 'আদ'জাতির শৌর্য-বীর্য ও প্রভাব-প্রতিপত্তি সম্পর্কে মক্কার কুরাইশ কাফিররা অবগত ছিলো, তাই তাদের নিকট 'আদ' জাতির পরিণতির কথা উল্লেখ করে তাদেরকে সতর্ক করা হয়েছে।

২.আল্লাহর দেয়া বিধি-বিধান অমান্য করা এবং তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার পরিণতি অত্যন্ত ভয়াবহ। 'আদ' জাতির পরিণতি থেকে এ শিক্ষা আমরা গ্রহণ করতে পারি।

৩. সত্যের পতাকাবাহী একদল মানুষ চিরদিন দুনিয়াতে থাকবে। অতীতে যেমন ছিলো, বর্তমান কালেও আছে। আর অনাগত ভবিষ্যতেও থাকবে।

৪. কুরআন মাজীদের এ সতর্কবাণী রাসূলুল্লাহ সা.-এর যুগে প্রযোজ্য ছিলো, বর্তমানকালেও প্রযোজ্য এবং কিয়ামত পর্যন্ত এ সতর্কবাণী প্রযোজ্য থাকবে।

৫. কাফির ও মুশরিকদের পক্ষ থেকে নবী-রাসূলদের ওপর যেসব অভিযোগ-আপত্তি উত্থাপিত হয়েছে, নবী-রাসূলদের মিশন নিয়ে যারা এগিয়ে যাবে, তাদের ওপরও একই অভিযোগ-আপত্তি সর্বকালেই উত্থাপিত হবে।

৬. আল্লাহ তা'আলা বাতিলের অপতৎপরতা চালানোর সুযোগ কতদিন পর্যন্ত দেবেন, তা একমাত্র আল্লাহ তা'আলা-ই জানেন। সত্যের পতাকাবাহীদের কাজ হলো সত্যের দাওয়াত মানুষের কাছে পৌঁছে দেয়া এবং সত্য প্রত্যাখ্যানের করুণ পরিণতি সম্পর্কে মানুষকে সতর্ক করে দেয়া।

৭. 'আদা' জাতি যেমন সত্য প্রত্যাখ্যানের ফলে সমূলে ধ্বংস হয়ে গেছে, বর্তমানেও সত্য প্রত্যাখ্যান করে এবং সত্যপন্থীদের ওপর যুলুম-নির্যাতন চালিয়ে বেঁচে যেতে পারবে না।

৮. 'আদ' জাতিকে প্রচণ্ড ঝড়ো বাতাস দিয়ে ধ্বংস করে দেয়া হয়েছিলো। তাদের নাম-নিশানা মুছে দেয়া হয়েছিলো। বর্তমানে তারা শুধুমাত্র ইতিহাস হয়ে আছে। দুনিয়াতে যে কোনো জাতি-গোষ্ঠী যুলুম-অত্যাচার ও পাপাচারে সীমালংঘন করবে, আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে দুনিয়াতেও তাদের ওপর নেমে আসবে আল্লাহর গযব। তবে তার সময়টা একমাত্র আল্লাহ-ই জানেন।

৯. আল্লাহর গযব যখন নেমে আসবে, তখন দুনিয়ার কোনো প্রযুক্তি দ্বারা তার প্রতিরোধের চেষ্টা চালানো বৃথা প্রচেষ্টা ছাড়া কিছু নয়। আল্লাহর গযব থেকে বাঁচার জন্য আল্লাহর বিধি-বিধান মেনে চলা এবং তাঁর দরবারে নিজ অপরাধের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করার বিকল্প কোনো পথ নেই।

১০. মানুষকে আল্লাহ চোখ দিয়েছেন আল্লাহর নিদর্শনাবলী দেখে সঠিক পথে চলার জন্য ; কান দিয়েছেন আল্লাহর বাণী শুনে সঠিক পথের নির্দেশনা পাওয়ার জন্য ; আর অন্তর দিয়েছেন আল্লাহর নিদর্শনাবলী ও বাণীর মর্ম দেখে-শুনে উপলব্ধি করার জন্য।

১১. আল্লাহর নিদর্শনাবলী ও বাণীর মর্ম উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হলেই মানুষের ব্যর্থতা চূড়ান্ত রূপ লাভ করে এবং দুনিয়া ও আখেরাতে তাদেরকে করুণ পরিণতির সম্মুখীন হতে হয়।

সূরা হিসেবে রুকূ'-৪
পারা হিসেবে রুকূ'-৪
আয়াত সংখ্যা-৯

﴿٢٧﴾ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُم مِّنَ الْقُرَىٰ وَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

২৭. আর নিঃসন্দেহে আমি ধ্বংস করে দিয়েছিলাম তোমাদের আশেপাশের অনেক জনপদ এবং আয়াতসমূহ বারবার নানাভাবে বুঝিয়ে দিয়েছিলাম, সম্ভবত তারা ফিরে আসবে।

﴿٢٨﴾ فَلَوْلَا نَصَرَهُمُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ قُرْبَانًا آلِهَةً ۖ بَلْ

২৮. তবে কেনো তাদেরকে ওরা সাহায্য করলো না যাদেরকে তারা আল্লাহর পরিবর্তে (আল্লাহর) নৈকট্য লাভের জন্য উপাস্য রূপে গ্রহণ করেছে[৩২] ; বরং

(২৭) وَ-আর ; لَقَدْ أَهْلَكْنَا-নিঃসন্দেহে আমি ধ্বংস করে দিয়েছিলাম ; مَا حَوْلَكُمْ-তোমাদের আশেপাশের ; مِنَ الْقُرَىٰ-অনেক জনপদ ; وَ-এবং ; صَرَّفْنَا-বারবার নানাভাবে বুঝিয়ে দিয়েছিলাম ; الْآيَاتِ-আয়াতসমসূহ ; لَعَلَّهُمْ-সম্ভবত তারা ; يَرْجِعُونَ-ফিরে আসবে। (২৮) فَلَوْلَا نَصَرَهُمْ-(ف+لو+لانصر+هم)-তবে কেনো তাদেরকে সাহায্য করলো না ; الَّذِينَ-ওরা, যাদেরকে ; اتَّخَذُوا-তারা গ্রহণ করে নিয়েছে ; مِنْ دُونِ-পরিবর্তে ; اللَّهِ-আল্লাহর ; قُرْبَانًا-(আল্লাহর) নৈকট্য লাভের জন্য ; آلِهَةً-উপাস্যরূপে ; بَلْ-বরং ;

৩২. অর্থাৎ কুফর ও শির্‌কের কারণে আমি তোমাদের আশেপাশের অনেক জনপদকে ধ্বংস করে দিয়েছি। এখানে আশেপাশের জনপদ বলে সামূদ ও লূত সম্প্রদায়ের এলাকা বুঝানো হয়েছে। মক্কাবাসীরা ব্যবসায়ীক সফরে এসব এলাকা অতিক্রম করতো, মক্কার একদিকে ইয়ামন ও অপরদিকে সিরিয়া অবস্থিত। তাই 'মা হাওলাকুম' বলা হয়েছে।

মক্কার কাফির-মুশরিকরা কুফর ও শির্‌কে লিপ্ত হয় এভাবে—প্রথমে তারা আল্লাহর কিছু প্রিয় বান্দাহকে আল্লাহর নৈকট্য লাভের মাধ্যম হিসেবে তাদের প্রতি ভক্তি-শ্রদ্ধা দেখানো শুরু করে। এদের ধারণা ছিলো যে, তাঁদের অসীলায় এরা আল্লাহর কাছে পৌঁছতে পারবে। ক্রমান্বয়ে তারা আল্লাহকে বাদ দিয়ে তাদেরকেই উপাস্য হিসেবে গ্রহণ করে নেয়। তাদেরকেই সাহায্যের জন্য ডাকতে থাকে। তাঁদের কাছেই প্রার্থনা জানাতে শুরু করে। তাঁদের প্রতি এ বিশ্বাস পোষণ করতে শুরু করে যে, তাঁরাই ক্ষমতা-কর্তৃত্বের মালিক। বিপদে তাঁরা এদেরকে সাহায্য করতে এগিয়ে আসবে কিন্তু তাদের একগুঁয়েমি ও হঠকারিতার দরুন যখন আল্লাহর গযব নেমে আসলো, তখন এদের এ উপাস্যগণ

ضَلُّوْا عَنْهُمْ ۚ وَذٰلِكَ اِفْكُهُمْ وَمَا كَانُوْا يَفْتَرُوْنَ ﴿٢٨﴾ وَاِذْ صَرَفْنَا اِلَيْكَ

ওরা তাদের কাছে থেকে উধাও হয়ে গেছে ; আর এটা ছিলো তাদের বানোয়াট কথা এবং তা, যা তারা নিজেরা রচনা করে নিয়েছিলো। ২৯. আর (স্মরণ করুন) যখন আমি আপনার প্রতি আকৃষ্ট করে দিয়েছিলাম

نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُوْنَ الْقُرْاٰنَ ۚ فَلَمَّا حَضَرُوْهُ قَالُوْٓا اَنْصِتُوْا ۚ فَلَمَّا

জ্বিনদের একটি দলকে, তারা কুরআন পাঠ শুনছিলো;[৩৩] তারপর যখন তারা সেখানে (কুরআন পাঠের স্থানে) উপস্থিত হলো, তখন তারা পরস্পর বলাবলি করলো—চুপ করে শোন, অতপর যখন

ضَلُّوْا-ওরা উধাও হয়ে গেছে; عَنْهُمْ-তাদের কাছ থেকে ; وَ-আর ; ذٰلِكَ-এটা ছিলো ; اِفْكُهُمْ-(افك+هم)-তাদের বানোয়াট কথা ; وَ-এবং ; مَا-তা, যা ; كَانُوْا يَفْتَرُوْنَ-তারা নিজেরা রচনা করে নিয়েছিলো।(২৯) وَ-আর ; اِذْ-(স্মরণ করুন) যখন ; صَرَفْنَا-আমি আকৃষ্ট করে দিয়েছিলাম ; اِلَيْكَ-আপনার প্রতি ; نَفَرًا-একটি দলকে ; مِنَ الْجِنِّ-জ্বিনদের ; يَسْتَمِعُوْنَ-তারা শুনছিলো ; الْقُرْاٰنَ-কুরআন পাঠ ; فَلَمَّا-তারপর যখন ; حَضَرُوْهُ-তারা সেখানে (কুরআন পাঠের স্থানে) উপস্থিত হলো ; قَالُوْا-তারা পরস্পরে বলাবলি করলো ; اَنْصِتُوْا-চুপ করে শোনো ; فَلَمَّا-অতপর যখন ;

এদের সাহায্য করতে এগিয়ে আসলো না ; বরং উপাস্যরা নিজেরাই কোথায় উধাও হয়ে গেলো। আসলে তাদেরকে উপাস্য রূপে গ্রহণ করার বিষয় ছিলো কাফির-মুশরিকদের মনগড়া ও মিথ্যা।

৩৩. অত্র আয়াতে জ্বিনদের প্রথম উপস্থিতির ঘটনা উল্লেখিত হয়েছে ; যা 'নাখলা' উপত্যকায় সংঘটিত হয়েছিলো। বিভিন্ন বর্ণনায় জ্বিনদের একাধিক উপস্থিতির কথা জানা যায়। নির্ভরযোগ্য বর্ণনা মতে রাসূলুল্লাহ সা. তায়েফ থেকে নিরাশ হয়ে মক্কা ফেরার পথে নাখলা প্রান্তরে অবস্থান করেছিলেন। সেখানে ইশা, ফজর বা তাহাজ্জুদ নামাযে কুরআন তিলাওয়াত করেছিলেন। সে সময় জ্বিনদের একটি দল সে স্থান অতিক্রম করছিলো। তারা রাসূলুল্লাহ সা.-এর কুরআন তিলাওয়াত শোনার জন্য যাত্রা বিরতি করে। তবে তারা রাসূলুল্লাহ সা.-এর সাথে তখন সাক্ষাত করেনি। এমনকি তিনি জ্বিনদের আগমন অনুভবও করেননি। পরে আল্লাহ তাঁকে এ সম্পর্কে অবহিত করেন।

'নাখলা' প্রান্তরে 'আয যায়মা' ও 'আস সায়লুল কাবীর' নামক দু'টো স্থানে তায়েফ থেকে আগমনকারীরা অবস্থান করতো। কারণ এ দু'টো স্থানে পানি ও উর্বরতা বিদ্যমান ছিলো। এ দু'টো স্থানের যে কোনো এক স্থানেই রাসূলুল্লাহ স. অবস্থান করেছিলেন। জ্বিনদের দলটি নামাযে রাসূলুল্লাহ স.-এর কুরাআন পাঠ শুনে ইসলামের সত্যতায় বিশ্বাস স্থাপন করে নিজেদের সম্প্রদায়ের কাছে ফিরে যায়।

قُضِىَ وَلَّوْا اِلٰى قَوْمِهِمْ مُّنْذِرِيْنَ ﴿٢٩﴾ قَالُوْا يٰقَوْمَنَآ اِنَّا سَمِعْنَا كِتٰبًا اُنْزِلَ

(কুরআন পাঠ) শেষ হলো, তারা ফিরে গেলো তাদের সম্প্রদায়ের কাছে সতর্ককারী হিসেবে। ৩০. তারা বললো—"হে আমাদের কাওম! আমরা অবশ্যই এমন একটি কিতাব (পাঠ) শুনেছি, (যা) নাযিল করা হয়েছে

مِنْ بَعْدِ مُوْسٰى مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِىْٓ اِلَى الْحَقِّ وَاِلٰى طَرِيْقٍ مُّسْتَقِيْمٍ ﴿٣٠﴾

মূসার পরে। (এটা) সত্যায়নকারী ইতোপূর্বেকার কিতাবসমূহের, এটা পরিচালিত করে সত্যের দিকে এবং সরল-সঠিক-মজবুত পথের দিকে[৩৪]।

﴿٣١﴾ يٰقَوْمَنَآ اَجِيْبُوْا دَاعِىَ اللّٰهِ وَاٰمِنُوْا بِهٖ يَغْفِرْ لَكُمْ مِّنْ ذُنُوْبِكُمْ وَيُجِرْكُمْ

৩১. হে আমাদের কাওম! তোমরা আল্লাহর দিকে আহ্বানকারীর ডাকে সাড়া দাও এবং তোমরা তার প্রতি ঈমান আনো, তিনি (আল্লাহ), তোমাদেরকে—তোমাদের গুনাহ্গুলো ক্ষমা করে দেবেন এবং তোমাদেরকে রক্ষা করবেন

قُضِىَ-(কুরআন পাঠ) শেষ হলো ; وَلَّوْا-তারা ফিরে গেলো ; اِلٰى-কাছে ; قَوْمِهِمْ-(قوم+هم)-তাদের সম্প্রদায়ের ; مُّنْذِرِيْنَ-সতর্ককারী হিসেবে। ﴿٣٠﴾ قَالُوْا-তারা বললো; يٰقَوْمَنَآ-(يا+قوم+نا)-হে আমাদের কাওম ; اِنَّا-আমরা অবশ্যই ; سَمِعْنَا-শুনেছি ; كِتٰبًا-এমন একটি কিতাব (পাঠ) ; اُنْزِلَ-(যা) নাযিল করা হয়েছে ; مِنْ بَعْدِ-পরে ; مُوْسٰى-মূসার ; مُصَدِّقًا-(এটা) সত্যায়নকারী ; لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ-ইতোপূর্বেকার কিতাবসমূহের ; يَهْدِىْٓ-এটা পরিচালিত করে ; اِلَى-দিকে ; الْحَقِّ-সত্যের ; وَ-এবং; اِلٰى-দিকে ; طَرِيْقٍ-পথের ; مُّسْتَقِيْمٍ-সরল-সঠিক-মজবুত। ﴿٣١﴾ يٰقَوْمَنَآ-(يا+قوم+نا)-হে আমাদের কাওম ; اَجِيْبُوْا-তোমরা ডাকে সাড়া দাও ; دَاعِىَ-আহ্বানকারীর ; اللّٰهِ-আল্লাহর দিকে ; وَ-এবং ; اٰمِنُوْا-তোমরা ঈমান আনো ; بِهٖ-তার প্রতি ; يَغْفِرْ-তিনি (আল্লাহ) ক্ষমা করে দেবেন ; لَكُمْ-তোমাদেরকে ; مِّنْ ذُنُوْبِكُمْ-(من+ذنوب+كم)-তোমাদের গুনাহ্গুলোকে ; وَ-এবং ; يُجِرْكُمْ-(يجر+كم)-তোমাদেরকে রক্ষা করবেন;

অতপর তাদের সম্প্রদায়ের মধ্যে ইসলাম প্রচার করতে থাকে। তাদের প্রচারের ফলে আরো তিনশত জ্বিন ইসলাম গ্রহণের জন্য রাসূলুল্লাহ সা.-এর খেদমতে উপস্থিত হয়। (রুহুল মায়ানী)

৩৪. এখানে 'মূসার পরে' কথা দ্বারা বুঝা যায় যে, এ জ্বিনেরা হযরত মূসা আ. এবং অন্যান্য নবী-রাসূল ও আসমানী কিতাবের প্রতি ঈমান রাখতো। তারা কুরআন পাঠ শুনে বুঝতে সক্ষম হয়েছিলো যে, হযরত মূসা আ. ও নবী-রাসূলগণ যে শিক্ষা দিয়ে এসেছেন, এটাও একই দাওয়াত ও শিক্ষা দিচ্ছে। অতএব তারা এ কিতাবের বাহকের প্রতি ঈমান আনলো।

مِّنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٣١﴾ وَمَن لَّا يُجِبْ دَاعِيَ اللَّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ

যন্ত্রণাদায়ক আযাব থেকে[৩৫]। ৩২. আর[৩৬] যে ব্যক্তি আল্লাহর দিকে আহ্বানকারীর ডাকে সাড়া দেবে না, তবে সে পৃথিবীতে (আল্লাহকে) ব্যর্থ করে দিতে সক্ষম নয়

وَلَيْسَ لَهُ مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءُ ۚ أُولَٰئِكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿٣٢﴾ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ

এবং তিনি (আল্লাহ) ছাড়া কেউ তার সাহায্যকারীও থাকবে না। ওরা সুস্পষ্ট গুমরাহীতে পড়ে আছে। ৩৩. তবে কি তারা বুঝতে পারে না যে, আল্লাহ-ই সেই সত্তা

الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يُحْيِيَ

যিনি সৃষ্টি করেছেন আসমান ও যমীন এবং তিনি এগুলোর সৃষ্টিতে ক্লান্তিবোধ করেননি, তিনি জীবিত করে তুলতে সক্ষম

مِنْ-থেকে ; عَذَابٍ-আযাব ; أَلِيمٍ-যন্ত্রণাদায়ক। ﴿٣٢﴾ وَ-আর ; مَنْ-যে ব্যক্তি ; لَا يُجِبْ-ডাকে সাড়া দেবে না ; دَاعِيَ-আহ্বানকারীর ; اللَّهِ-আল্লাহর দিকে ; فَلَيْسَ-(ف+ليس)-তবে সে নয় ; بِمُعْجِزٍ-আল্লাহকে ব্যর্থ করে দিতে সক্ষম ; فِي الْأَرْضِ-পৃথিবীতে; وَ-এবং ; لَيْسَ-থাকবে না ; لَهُ-তার ; مِنْ دُونِهِ-তিনি (আল্লাহ) ছাড়া কেউ ; أَوْلِيَاءُ-সাহায্যকারীও ; أُولَٰئِكَ-ওরা ; فِي ضَلَالٍ-গুমরাহীতে পড়ে আছে ; مُبِينٍ-সুস্পষ্ট। ﴿٣٣﴾ أَوَلَمْ يَرَوْا-তবে কি তারা বুঝতে পারে না ; أَنَّ اللَّهَ-যে, আল্লাহ-ই সেই ; الَّذِي-সত্তা যিনি ; خَلَقَ-সৃষ্টি করেছেন ; السَّمَاوَاتِ-আসমান ; وَ-ও ; الْأَرْضَ-যমীন ; وَ-এবং ; لَمْ يَعْيَ-তিনি ক্লান্তিবোধ করেননি ; بِخَلْقِهِنَّ-(ب+خلق+هن)-এগুলোর সৃষ্টিতে ; بِقَادِرٍ-(ب+قادر)-তিনি সক্ষম ; عَلَىٰ أَنْ يُحْيِيَ-জীবিত করে তুলতে ;

জ্বিনেরা হযরত ঈসা আ. এবং তাঁর ওপর অবতীর্ণ ইনজিলের উল্লেখ করেনি। এর কারণ সম্ভবত এটাই যে, অধিকাংশ বিধি-বিধানে ইনজিল তাওরাতের অনুসারী। কিন্তু কুরআন মাজীদ তাওরাতের মতো একটি স্বতন্ত্র কিতাব। কুরআনের বিধি-বিধান বা শরীয়ত তওরাত থেকে অনেক ভিন্ন। আর এটা বুঝানোর জন্যই ইনজিলের উল্লেখ না করে কুরআনের উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থাৎ তাওরাতের মতো কুরআন একটি স্বতন্ত্র ও স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রন্থ।

কুরআন শোনার পর জ্বিনেরা বুঝতে পেরেছিলো যে, আগেকার নবী-রাসূলগণ যে দ্বীনের দাওয়াত দিয়েছিলেন, এ কিতাবও সেদিকে দাওয়াত দিচ্ছে। তাই তারা এ কিতাব ও তার বাহকের প্রতি ঈমান এনেছিলো।

৩৫. বিভিন্ন হাদীস গ্রন্থ থেকে জানা যায় যে, এরপর জ্বিনদের প্রতিনিধি দল একের পর এক রাসূলুল্লাহ সা.-এর নিকট এসে সাক্ষাত করতে থাকে। এভাবে হিজরতের আগেই

الْمَوْتَىٰ بَلَىٰ إِنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٣٤﴾ وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا

মৃতদেরকে ;কেনো নয় ! তিনি অবশ্যই সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান। ৩৪ আর যারা কুফরী করেছে তাদেরকে যেদিন উপস্থিত করা

عَلَى النَّارِ أَلَيْسَ هَٰذَا بِالْحَقِّ قَالُوا بَلَىٰ وَرَبِّنَا قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا

জাহান্নামের সামনে (জিজ্ঞেস করা হবে) — 'এটা কি সত্য নয় ?' তারা বলবে — 'হাঁ, আমাদের প্রতিপালকের কসম (এটা সত্য) তিনি (আল্লাহ) বলবেন — "তবে তো শাস্তির মজা ভোগ করো,

كُنتُمْ تَكْفُرُونَ ﴿٣٥﴾ فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِل لَّهُمْ

কারণ তোমরা (এটাকে) অস্বীকার করতে।" ৩৫. অতএব আপনি সবর করুন, যেভাবে সবর করেছিলেন রাসূলদের মধ্য থেকে দৃঢ়চেতা রাসূলগণ এবং তাড়াহুড়ো করবেন না তাদের ব্যাপারে[৭]

كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّن نَّهَارٍ بَلَاغٌ

তাদেরকে যে বিষয়ে সতর্ক করা হচ্ছে যেদিন তারা তা দেখবে, তখন তাদের মনে হবে (দুনিয়াতে) তারা দিনের অল্প কিছু সময় ছাড়া অবস্থান করেনি — এটা শুধু সংবাদ পৌঁছে দেয়া ;

الْمَوْتَىٰ-মৃত্যুদেরকে ; بَلَىٰ-কেনো নয় ; إِنَّهُ-তিনি অবশ্যই ; عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ-সর্ব বিষয়ে ; قَدِيرٌ-সর্বশক্তিমান। ﴿٣٤﴾ وَ-আর ; يَوْمَ-যেদিন ; يُعْرَضُ-উপস্থিত করা হবে ; الَّذِينَ-তাদেরকে যারা ; كَفَرُوا-কুফরী করেছে ; عَلَى-সামনে ; النَّارِ-জাহান্নামের ; أَلَيْسَ-(ا+ليس)-(জিজ্ঞেস করা হবে) নয় কি ; هَٰذَا-এটা ; بِالْحَقِّ-সত্য ; قَالُوا-তারা বলবে ; بَلَىٰ-হাঁ ; وَرَبِّنَا-(و+رب+نا)-আমাদের প্রতিপালকের কসম (এটা সত্য) ; قَالَ-তিনি (আল্লাহ) বলবেন ; فَذُوقُوا-তবে তো মজা ভোগ করো ; الْعَذَابَ-শাস্তির ; بِمَا-কারণ ; كُنتُمْ تَكْفُرُونَ-তোমরা (এটাকে) অস্বীকার করতে। ﴿٣٥﴾ فَاصْبِرْ-(ف+اصبر)-অতএব আপনি সবর করুন ; كَمَا صَبَرَ-যেভাবে সবর করেছিলেন ; أُولُوا الْعَزْمِ-দৃঢ়চেতা রাসূলগণ ; مِنَ-মধ্য থেকে ; الرُّسُلِ-রাসূলদের ; وَ-এবং ; لَا تَسْتَعْجِلْ-তাড়াহুড়া করবেন না ; لَهُمْ-তাদের ব্যাপারে ; كَأَنَّهُمْ-তাদের মনে হবে ; يَوْمَ-যেদিন ; يَرَوْنَ-তারা দেখবে ; مَا-তা, যে বিষয়ে ; يُوعَدُونَ-তাদেরকে সতর্ক করা হচ্ছে ; لَمْ يَلْبَثُوا-তারা অবস্থান করেনি (দুনিয়াতে) ; إِلَّا-ছাড়া ; سَاعَةً-অল্প কিছুক্ষণ; مِّن نَّهَارٍ-দিনের ; بَلَاغٌ-এটা শুধু সংবাদ পৌঁছে দেয়া ;

প্রায় ছয়টি দল এসেছিলো। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা.-এর ৩টি বর্ণনায় রাসূলুল্লাহ সা.-এর সাথে জ্বিনদের সাক্ষাতের বিবরণ পাওয়া যায়।

فَهَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفٰسِقُوْنَ ۝٣٥

তবে কি পাপাচারী সম্প্রদায় ছাড়া (অন্য কাউকে) ধ্বংস করা হয়ে থাকে ?

فَهَلْ يُهْلَكُ-তবে কি ধ্বংস করা হয়ে থাকে ; إِلَّا-ছাড়া (অন্য কাউকে) ; الْقَوْمُ-সম্প্রদায় ; الْفٰسِقُوْنَ-পাপাচারী।

৩৬. এ বাক্যটি আল্লাহর পক্ষ থেকে উক্ত হয়েছে বলে মনে হয়, কারণ বাক্যের ধরন থেকে এমনই বুঝা যায়। তবে এটা জ্বিনদের পক্ষ থেকে উক্ত হতে পারে।

৩৭. অর্থাৎ আগেকার নবী-রাসূলগণ যেভাবে দিনের পর দিন বিপক্ষ শক্তির ঠাট্টা-বিদ্রূপ ও যুলুম-নির্যাতন উপেক্ষা করে ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা সহকারে পরিস্থিতির মুকাবিলা করেছিলেন, আপনিও তাঁদের মতো ধৈর্যের সাথে দায়িত্ব পালন করুন। বিরোধীদের ঈমান আনা বা ঈমান না আনলে তাদের ওপর আল্লাহর পক্ষ থেকে কোনো শাস্তি নাযিল হওয়ার ব্যাপারে তাড়াহুড়ো করবেন না।

৪র্থ রুকূ' (২৭-৩৫ আয়াত)-এর শিক্ষা

১. অতীতে যেসব জাতি আল্লাহর নবীদেরকে মিথ্যা সাব্যস্ত করে আল্লাহর দীনের বিরোধিতা করেছে। আল্লাহ তা'আলা দুনিয়াতেই তাদের শাস্তি দিয়েছেন, আর আখিরাতের শাস্তিতো নির্ধারিত আছেই।

২. কুরআন মাজীদে উল্লিখিত হঠকারী-জাতিগুলোকে শাস্তি দেয়ার আগে সঠিক পথে আসার জন্য চূড়ান্ত প্রচেষ্টা চালানো হয়েছে ; সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থ হওয়ার পরই তাদের ওপর আল্লাহর আযাব নেমে এসেছে।

৩. উল্লিখিত জাতিসমূহের ধ্বংসের মূল কারণ হলো—তারা আল্লাহকে বাদ দিয়ে অতীতের সৎলোকদেরকে আল্লাহর নৈকট্য লাভের আশায় উপাস্য হিসেবে গ্রহণ করেছিলো।

৪. মুশরিকদের উপাস্যরা তাদের ধ্বংসযজ্ঞের সময় কোনো উপকারে আসেনি। এতে মুশিরকদের সকল ধারণা-বিশ্বাস মিথ্যা প্রতিপন্ন হয়ে গেছে।

৫. জ্বিন জাতি মানুষের চেয়ে অনেক বেশী গর্ব-অহংকারী ছিলো ; কিন্তু আল্লাহর কিতাব কুরআন পাঠ শুনে তারা ঈমান এনেছিলো—এটা মানব জাতির জন্য লজ্জাকর ব্যাপার।

৬. আল্লাহ তা'আলা জ্বিন জাতির ইসলাম গ্রহণের কথা প্রকাশ করে অবিশ্বাসী মানুষদেরকে সতর্ক করেছেন। মানুষ জ্বিন থেকে জ্ঞান-বুদ্ধিতে অগ্রগামী হওয়া সত্ত্বেও আল্লাহর বাণী শোনা, বুঝা ও গ্রহণ করা থেকে বঞ্চিত রয়েছে—এটা আফসোসের বিষয়।

৭. জ্বিনেরা ইচ্ছাশক্তি সম্পন্ন আগুনের তৈরী আল্লাহর অপর এক সৃষ্টি। এরা নিজের আকৃতি পরিবর্তন করতে পারে। এদের মধ্যে নারী ও পুরুষ উভয়ই আছে, পানাহার করে। আখিরাতে মানুষের মতো এদেরও হিসাব হবে এবং পুরস্কার বা শাস্তি দেয়া হবে।

৮. জ্বিন জাতিও মানুষের মতো বিভিন্ন জাতিতে বিভক্ত এবং তাদের মধ্যে কাফির-মুশরিক জ্বিন যেমন আছে, তেমনি মু'মিন জ্বিনও আছে।

৯. কুরআন মাজীদ তার আগেকার সকল আসমানী কিতাবের সত্যায়নকারী সর্বশেষ পূর্ণাংগ সত্যের পথ প্রদর্শনকারী আসমানী কিতাব।

১০. সর্বশেষ নবী ও রাসূল সা.-এর তিরোধানের পর মানব জাতিকে সত্যের দিকে আহ্বান করার দায়িত্ব মুসলিম উম্মাহর।

১১. মুসলিম উম্মাহর আহ্বানে যারা সাড়া দিয়ে ঈমান আনবে আল্লাহ তা'আলা তাদের অতীতের সকল অপরাধ ক্ষমা করে দেবেন এবং আখিরাতে তাদেরকে জাহান্নামের যন্ত্রণাদায়ক আযাব থেকে রক্ষা করবেন।

১২. যারা মুসলিম উম্মাহর সত্যের দিকে আহ্বানকারীর ডাকে সাড়া দেবে না, তারা আল্লাহ তাআলার কোনো সিদ্ধান্তে দুনিয়াতেও বাধা সৃষ্টি করতে পারবে না ; আর আখিরাতেও আল্লাহর আযাব থেকে রক্ষা পাবে না।

১৩. আল্লাহর বিধান অমান্যকারী কাফির ও মুশরিকদেরকে আল্লাহর শাস্তি থেকে রক্ষা করার জন্য কোনো সাহায্যকারীও আখেরাতে পাওয়া যাবে না।

১৪. আল্লাহ তা'আলা সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান। সুতরাং তিনি তাঁর কিতাবকে প্রত্যাখ্যান করার জন্য প্রত্যাখ্যানকারীদেরকে শাস্তি দিতেও সক্ষম।

১৫. আখেরাতে অপরাধীদেরকে জাহান্নামের সামনে নিয়ে গিয়ে জাহান্নামের শাস্তির সত্যতা প্রমাণ করা হবে। তারা সেদিন আর অস্বীকার করতে পারবে না, তখন তাদের নিজেদের সাক্ষ্যেই তারা চিরস্থায়ী শাস্তি ভোগ করতে থাকবে।

১৬. আল্লাহর পথের আহ্বানকরীদেরকে ধৈর্য ও দৃঢ়তার সাথে দাওয়াতের কাজ চালিয়ে যেতে হবে এবং দাওয়াত প্রত্যাখ্যানকারীদের শাস্তির ব্যাপারে তাড়াহুড়ো করা যাবে না।

১৭. দীনের দাওয়াত প্রত্যাখ্যানকারীদেরকে অবশ্যই শাস্তি ভোগ কতে হবে—এতে কোনো সন্দেহ নেই। যথাসময়ে তারা শাস্তির সম্মুখীন হবে।

১৮. দীনের দাওয়াত প্রত্যাখ্যানকারীরা যেদিন শাস্তির মুখোমুখী হবে, সেদিন দুনিয়ার জীবনকালকে এক দিনের সামান্য অংশ বলে মনে হবে।

১৯. দ্বীনের পথে আহ্বানকারীদের দায়িত্ব শুধুমাত্র আখিরাতের কঠিন শাস্তি সম্পর্কে মানুষকে সতর্ক করে দেয়া। এটা মানা বা না মানার দায়-দায়িত্ব মানুষের নিজেদের।

২০. কাফির-মুশরিক পাপাচারী সম্প্রদায় ছাড়া আখিরাতে কাউকেই চূড়ান্ত ধ্বংসের শিকার করা হবে না।

২১. আখিরাতের চূড়ান্ত ধ্বংস থেকে রক্ষা পেতে হলে ঈমান ও সৎকর্মের সাথে দুনিয়াতে জীবনযাপন করতে হবে, এর কোনো বিকল্প নেই।

❐

নামকরণ

সূরার দ্বিতীয় আয়াতে উল্লেখিত রাসূলুল্লাহ সা.-এর মহান নামটিকে এ সূরার নাম হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। তাছাড়া এ সূরাতে 'কিতাল' তথা যুদ্ধ-জিহাদের বিধি-বিধান বর্ণিত হয়েছে, তাই এ সূরাটি 'সূরা আল কিতাল' নামেও সুপরিচিত।

নাযিলের সময়কাল

'সূরা মুহাম্মদ' রাসূলুল্লাহ সা.-এর মক্কা থেকে মদীনায় হিজরতের অব্যবহিত পরেই নাযিল হয়েছে। এ সময়টা মুসলমানদের জন্য অত্যন্ত কঠিন সময়। পবিত্র মক্কা নগরী এবং সাধারণভাবে গোটা আরবের সর্বত্র মুসলমানরা বাতিল শক্তির যুলুম-নির্যাতনের শিকার হয়ে পড়েছিলো। মুসলমানদের জীবনযাপন অত্যন্ত দুর্বিসহ হয়ে পড়েছিলো। আরবের সকল অঞ্চল থেকে হিজরত করে মুসলমানরা দীন ও ঈমান রক্ষার জন্য মদীনায় এসে জড়ো হয়েছিলো। কিন্তু কুরাইশ কাফিররা তাদেরকে মদীনায়ও শান্তিতে থাকতে দিতে রাজী ছিলো না। তারা ক্ষুদ্র ইসলামী শক্তিকে শক্তি প্রয়োগে দুনিয়া থেকে নিশ্চিহ্ন করে দিতে চাচ্ছিলো। তারা মদীনার চারদিক থেকে অবরোধ করে রেখেছিলো। অতপর মুসলমানদের সামনে দু'টো পথ খোলা ছিলো। হয়ত তারা দীন ও ঈমান পরিত্যাগ করে আবার জাহেলিয়াতের জীবনে ফিরে যাবে, নয়তো জীবনপণ করে লড়াই করে এ বিষয়ের চূড়ান্ত সমাধান দেবে যে, আরবের মাটিতে ইসলাম থাকবে না-কি জাহেলিয়াত থাকবে। এমন একটি কঠিন সময়-সন্ধীক্ষণে সূরা মুহাম্মদ নাযিল হয়েছে। এ সূরা নাযিল করে আল্লাহ তা'আলা মুসলমানদেরকে যে পথ দেখিয়েছেন, সেটাই মুসলমানদের একমাত্র পথ।

আলোচ্য বিষয়

এ সূরার আলোচ্য বিষয় মুসলমানদেরকে যুদ্ধের প্রাথমিক নির্দেশনা দেয়া। সূরার প্রথম তিনটি আয়াতে বিবদমান দল দু'টোর অবস্থান সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। বলা হয়েছে যে, একটি দল সত্যকে প্রত্যাখ্যান ও আল্লাহর পথের প্রতিবন্ধক-এর অবস্থানে রয়েছে; আর অপর দলটির অবস্থান হলো, তারা মুহাম্মদ সা.-এর ওপর অবতীর্ণ সত্যকে মেনে নিয়েছে। তারা যে দীনকে সত্য বলে গ্রহণ করেছে, তাকে জীবনের বিনিময়ে হলেও প্রতিষ্ঠিত করার সংগ্রামে তৎপর। তাদের অবস্থা যতই নাজুক হোক না কেনো, তাদের সংখ্যা যতই নগণ্য হোক না কেনো, তাদের সাজ-সরঞ্জাম যতই অপ্রতুল হোক আল্লাহর নির্দেশে তারা তাদের চেয়ে অনেক বেশী শক্তিশালী সমগ্র আরবের সম্মিলিত বাহিনীর সাথে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত। তাদের সমস্ত নির্ভরতা হলো আল্লাহ তা'আলার ঘোষিত সুস্পষ্ট সিদ্ধান্তের ওপর। আল্লাহ তা'আলার সিদ্ধান্ত

হলো—সত্যকে প্রত্যাখ্যানকারী দলটির সকল চেষ্টা-সাধনা ও কাজ-কর্ম তিনি ব্যর্থ ও নিষ্ফল করে দিয়েছেন। অপরদিকে সত্যের অনুগত দলটির সকল অপরাধ তিনি ক্ষমা করে দিয়ে তাদের অবস্থা সংশোধন করে দিয়েছেন।

এরপর মুসলমানদেরকে জিহাদের প্রাথমিক নির্দেশনা দিয়ে বলা হয়েছে যে, আল্লাহর সাহায্য ও নির্দেশনা একমাত্র তারাই পাবে, কারণ তারা তাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে আগত সত্যের অনুসারী। আর সত্য প্রত্যাখ্যানকারীরা আল্লাহর সাহায্য ও দিক-নির্দেশনা থেকে বঞ্চিত। এ পর্যায়ে মুসলমানদেরকে সাহায্য ও দিক নির্দেশনা দানের নিশ্চয়তা দেয়া হয়েছে। তাদেরকে তাদের ত্যাগ-তিতিক্ষার সর্বোত্তম প্রতিদানের আশ্বাস দেয়া হয়েছে। বলা হয়েছে যে, তাদের সত্য প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম কখনো ব্যর্থ হবে না ; বরং তা দুনিয়া ও আখেরাতে ক্রমান্বয়ে সুফল বয়ে আনবে।

অষ্টম আয়াত থেকে সত্য প্রত্যাখ্যানকারী কাফিরদের কথা বলা হয়েছে যে, তারা আল্লাহর সাহায্য ও দিক নির্দেশনা থেকে বঞ্চিত। তাদের সকল প্রচেষ্টা ও কার্যক্রম ব্যর্থ হবে। দুনিয়া ও আখেরাতে তাদের পরিণাম-পরিণতি হবে অত্যন্ত ভয়াবহ তারা আল্লাহর রাসূলকে মক্কা থেকে বের করে দিয়ে নিজেদের ধ্বংসকে ত্বরান্বিত করেছে।

২০ আয়াত থেকে মুনাফিকদের কথা বলা হয়েছে। মুনাফিকরা যুদ্ধের নির্দেশ আসার আগে নিজেদেরকে মুসলমান হিসেবেই পরিচয় দিতো, মুসলমানদের সাথেই জামায়াতে নামায আদায় করতো। যুদ্ধের আয়াত নাযিল হওয়ার পর তারা ভীত হয়ে পড়ে। তারা গোপনে মুসলমানদের শত্রু কাফিরদের সাথে আঁতাত করে, যাতে তারা যুদ্ধের বিপদ থেকে নিজেদেরকে রক্ষা করতে পারে। তাদেরকে সতর্ক করে দিয়ে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ ও তাঁর দীনের সাথে মুনাফিকী করার কারণে কোনো কর্মই আল্লাহর দরবারে গৃহীত হয়নি।

যারা ঈমানের দাবিদার তারা নিজেদের পরীক্ষা নিয়ে দেখতে পারে, তার ঈমান কোন্ পর্যায়ে রয়েছে। প্রত্যেকেই এ পরীক্ষা করে দেখতে পারে যে, সে ন্যায় ও সত্যের সাথে আছে, না বাতিলের সাথে আছে। তার সহানুভূতি ও সমর্থন কি ইসলাম ও মুসলমানের প্রতি, না কাফির ও কুফরীর প্রতি। সে কি নিজ সত্তা ও স্বার্থকে বেশী ভালোবাসে না-কি যে ন্যায় ও সত্যের প্রতি ঈমান আনার দাবি করে তাকে বেশী ভালোবাসে। এ পরীক্ষায় যদি প্রমাণিত হয়, তার সহানুভূতি ও সমর্থন ইসলাম ও মুসলমানদের প্রতি নেই ; তার দাবিকৃত ন্যায় ও সত্যের প্রতি তার ঈমানের চেয়ে সে নিজ সত্তা ও স্বার্থকে বেশী ভালোবাসে, তাহলে আল্লাহর কাছে তার নামায, রোযা ও যাকাত ইত্যাদি গৃহীত হওয়ার কোনো কারণ নেই এবং তার ঈমানও সন্দেহ-সংশয় থেকে মুক্ত নয়। অতপর মুসলমানদেরকে নানাভাবে উপদেশ দেয়া হয়েছে, তারা যেন কাফিরদের সংখ্যাধিক্য ও সাজ-সরঞ্জাম দেখে এবং নিজেদের সংখ্যাল্পতা ও সহায়-সম্বলহীনতার কারণে সাহস ও মনোবল না হারায়। কাফিরদের কাছে সন্ধির প্রস্তাব দিয়ে নিজেদের দুর্বলতা প্রকাশ না করে ; বরং আল্লাহর ওপর পূর্ণ তাওয়াক্কুল রেখে

আগ্রাসী কুফরী শক্তির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায়। তাদের সাথে যেহেতু আল্লাহ আছেন, তাই তারাই আল্লাহর সাহায্যে বিজয় লাভ করবে। আর কুফরী বাতিল শক্তির সাথে যেহেতু আল্লাহ নেই, সুতরাং তারা পরাজিত ও লাঞ্ছিত হবে।

অবশেষে মুসলমানদেরকে আল্লাহর পথে জানের সাথে আর্থিক কুরবানী দেয়ার আহ্বান জানানো হয়েছে। যদিও এ সময় মুসলমানদের অর্থনৈতিক অবস্থা অত্যন্ত নাজুক ছিলো। কিন্তু মুসলমানদের সামনে তাদের অস্তিত্বের প্রশ্ন ছিলো। আরবে ইসলাম ও মুসলমান টিকে থাকবে, না-কি চিরতরে নির্মূল হয়ে যাবে এ চূড়ান্ত সিদ্ধান্তকারী প্রশ্ন তাদের সামনে ছিলো। নিজেদেরকে ও নিজেদের দীন ও ঈমানকে কুফরী আগ্রাসী শক্তির হাত থেকে রক্ষা করা এবং আল্লাহর যমীনে আল্লাহর দীনকে বিজয়ী করার জন্য তাদের জানমাল সর্বস্ব ব্যয় করা ছিলো পরিস্থিতির দাবি। এ পর্যায়ে আল্লাহর পথে ব্যয় করার ব্যাপারে কার্পণ্য করার বিরুদ্ধে সতর্ক করে দিয়ে মুসলমানদেরকে উপদেশ দেয়া হয়েছে যে, তোমরা এ ব্যাপারে কার্পণ্য করলে তোমরাই ক্ষতিগ্রস্ত হবে। আল্লাহ তা'আলা সকল প্রয়োজন থেকে মুক্ত। তোমাদের মধ্যে এ ব্যাপারে অনাগ্রহ দেখা গেলে তিনি তোমাদের পরিবর্তে অন্য একটি দলকে দিয়ে তাঁর দীন রক্ষা করবেন, যারা তোমাদের মতো হবে না।

❒

রুকূ'-৪ ৪৭. সূরা মুহাম্মদ-মাদানী আয়াত-৩৮

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

① اَلَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَصَدُّوْا عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَضَلَّ اَعْمَالَهُمْ ② وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا

১. যারা কুফরী করে[১] এবং (অন্যকে) আল্লাহর পথে (চলতে) বাধা দেয়[২], তিনি (আল্লাহ) তাদের যাবতীয় কর্ম বিনষ্ট করে দেন[৩]। ২. আর যারা ঈমান এনেছে

① اَلَّذِيْنَ-যারা ; كَفَرُوْا-কুফরী করে ; وَ-এবং ; صَدُّوْا-(অন্যকে) বাধা দেয় ; عَنْ سَبِيْلِ-পথে (চলতে) ; اللّٰهِ-আল্লাহর ; اَضَلَّ-তিনি (আল্লাহ) বিনষ্ট করে দেন ; اَعْمَالَهُمْ-(اعمال+هم)-তাদের যাবতীয় কর্ম। ② وَ-আর ; اَلَّذِيْنَ-যারা ; اٰمَنُوْا-ঈমান এনেছে ;

১. অর্থাৎ আল্লাহর প্রেরিত রাসূল যে দীনের দাওয়াত তাদের সামনে পেশ করেছে, তা মেনে নিতে অস্বীকার করেছে।

২. অর্থাৎ তারা নিজেরাও আল্লাহর রাসূলের দাওয়াত কবুল করে না এবং অন্যদেরকেও তা কবুল করতে দেয় না।

কাফিররা বিভিন্ন উপায়ে মানুষকে দীনের পথে চলতে তথা ঈমান গ্রহণ করতে বাধা সৃষ্টি করতো। তারা জোর করে লোকদেরকে ঈমান আনা থেকে বিরত রাখতো। যারা গোপনে ঈমান আনতো, তা জানতে পারলে কাফিররা তাদের ওপর এমন যুলুম-নির্যাতন চালাতো যে, ঈমানের ওপর তাদের টিকে থাকা এবং অন্যদের ঈমান আনা অত্যন্ত কঠিন হয়ে পড়তো। দীনের বিরুদ্ধে কুৎসা ও মিথ্যা অপবাদ ছড়িয়ে মানুষের মনে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করতো। কাফির ব্যক্তির কুফরী রীতিনীতি অনুসরণ করা-ই অন্যদের ঈমান গ্রহণের পথে এক বিরাট প্রতিবন্ধকতা। কারণ তার ব্যক্তিগত আচার-অনুষ্ঠান, তার সামাজিক শিক্ষা-প্রশিক্ষণ ও রীতিনীতি সত্য দীনের প্রচার ও প্রসারে বাধা সৃষ্টি করে।

৩. অর্থাৎ আল্লাহর রাসূলের দাওয়াত প্রত্যাখ্যান করা এবং আল্লাহর বান্দাহদেরকে তাঁর পথে চলতে বাধা দেয়ার কারণে আল্লাহ কাফিরদের চেষ্টা ও শ্রম সঠিক পথে ব্যয়িত হওয়ার তাওফীক ছিনিয়ে নেন। এখন থেকে তাদের সকল কাজকর্ম ও চেষ্টা-সাধনা ভ্রান্ত পথেই পরিচালিত হবে। তারা যেসব কাজকে উন্নত নৈতিক কাজ বলে মনে করতো, যেমন হাজীদের খেদমত, মেহমানদের আতিথেয়তা, আত্মীয়-স্বজনদের সাথে সম্পর্ক রক্ষা করা এবং কা'বা ঘরের তত্ত্বাবধান ইত্যাদি কাজগুলোর প্রতিদানও তারা পাবে না। এর অর্থে এটাও শামিল রয়েছে যে, সত্যের দাওয়াতকে বন্ধ করতে গিয়ে আল্লাহর রাসূল এবং মুসলমানদের বিরুদ্ধে কাফিররা যে তৎপরতা চালাচ্ছে, তা আল্লাহ ব্যর্থ করে দেবেন। তাদের সমস্ত কৌশল ব্যর্থ হয়ে যাবে।

وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَاٰمَنُوْا بِمَا نُزِّلَ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّهُوَ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّهِمْ

এবং সৎকর্ম করেছে, আর মুহাম্মদের প্রতি যা নাযিল করা হয়েছে[৪] তাতেও ঈমান এনেছে এবং তা-ই তাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে (আগত) একমাত্র সত্য ;

كَفَّرَ عَنْهُمْ سَيِّاٰتِهِمْ وَاَصْلَحَ بَالَهُمْ ۝ ذٰلِكَ بِاَنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوا اتَّبَعُوا الْبَاطِلَ وَ

তিনি (আল্লাহ) মিটিয়ে দিয়েছেন তাদের থেকে তাদের মন্দ কাজগুলো[৫] এবং তাদের অবস্থা শুধরে দিয়েছেন[৬]।
৩. এটা এজন্য যে, যারা কুফরী করেছে, তারা অনুসরণ করেছে বাতিলের, আর

- وَ-এবং ; عَمِلُوا-করেছে ; الصّٰلِحٰتِ-সৎকর্ম ; وَ-আর ; اٰمَنُوْا-ঈমান এনেছে ; بِمَا-তাতেও যা ; نُزِّلَ-নাযিল করা হয়েছে ; عَلٰى-প্রতি ; مُحَمَّدٍ-মুহাম্মদের ; وَّ-এবং ; هُوَ-তা-ই ; الْحَقُّ-একমাত্র সত্য ; مِنْ-পক্ষ থেকে (আগত) ; رَّبِّهِمْ-(رب+هم)-তাদের প্রতিপালকের ; كَفَّرَ-তিনি (আল্লাহ) মিটিয়ে দিয়েছেন ; عَنْهُمْ-তাদের থেকে ; سَيِّاٰتِهِمْ-(سيات+هم)-তাদের মন্দ কাজগুলো ; وَ-এবং ; اَصْلَحَ-শুধরে দিয়েছেন ; بَالَهُمْ-(بال+هم)-তাদের অবস্থা। ۝ ذٰلِكَ-এটা ; بِاَنَّ-এজন্য যে, الَّذِيْنَ-যারা ; كَفَرُوا-কুফরী করেছে ; اتَّبَعُوا-তারা অনুসরণ করেছে ; الْبَاطِلَ-বাতিলের ; وَ-আর ;

৪. আয়াতের প্রথমাংশে ঈমান ও সৎকর্মের কথা বলার পর "মুহাম্মদ-এর প্রতি যা নাযিল করা হয়েছে, তার প্রতি ঈমান এনেছে" কথাটি এজন্য বলা হয়েছে যে, কোনো ব্যক্তি আল্লাহ, আখেরাত, আগেকার সকল নবী-রাসূল এবং আগেকার আসমানী কিতাবসমূহ যতই মেনে চলুক না কেনো, নবী হিসেবে মুহাম্মদ স.-এর আগমনের পর যতক্ষণ না সে তাঁকে এবং তাঁর আনীত শিক্ষাসমূহকে মেনে না নেবে, ততক্ষণ তার কোনো সৎকর্মই আল্লাহর দরবারে গৃহীত হবে না। একথাকে সুস্পষ্টভাবে এজন্য বলা হয়েছে যে, হিজরতের পর মদীনায় এমন সব লোক মুসলমানদের সংস্পর্শে আসতে থাকলো, যারা আল্লাহ, আখেরাত, আগেকার নবী-রাসূল ও কিতাবে বিশ্বাসী ছিলো কিন্তু মুহাম্মদ স.-কে নবী হিসেবে বিশ্বাস করতে রাজী ছিলো না।

৫. অর্থাৎ জাহেলী আমলে তারা যেসব গুনাহে লিপ্ত ছিলো, ঈমান আনার পর আল্লাহ তাদের আমলনামা থেকে সেসব গুনাহ মুছে দিয়েছেন। সেসব গুনাহের জন্য তাদেরকে কোনো জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে না।

তাছাড়া আকীদা-বিশ্বাস, ধ্যান-ধারণা, চরিত্র ও কর্মের যে ভ্রান্তি তাদের মধ্যে ছিলো, তা থেকেও তাদেরকে মুক্ত করে তাদেরকে ঈমান, সৎকর্ম এবং উন্নত নৈতিক চরিত্রের অধিকারী বানিয়ে দিয়েছেন।

৬. 'বা-লুন' শব্দ দু'টি অর্থে ব্যবহৃত হয়—অন্তর এবং অবস্থা। প্রথম অর্থে এর মর্ম হলো, আল্লাহ তাদের (মু'মিনদের) অন্তরকে সবল করে দিয়েছেন। আগে তারা দুর্বল,

أَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّبَعُوا الْحَقَّ مِن رَّبِّهِمْ ۚ كَذَٰلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ لِلنَّاسِ

যারা নিশ্চিত ঈমান এনেছে, তারা তো তাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে (আগত) একমাত্র সত্যের অনুসরণ করেছে ; এভাবে আল্লাহ মানুষের জন্য বর্ণনা দেন

أَمْثَالَهُمْ ④ فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّىٰ إِذَا أَثْخَنتُمُوهُمْ

তাদের অবস্থাসমূহের[৭]। ৪. সুতরাং যারা কুফরী করেছে তোমরা যখন তাদের সাথে যুদ্ধে অবতীর্ণ হবে, তখন (তাদের) গর্দানে আঘাত করা প্রয়োজন ; এমনকি যখন তোমরা তাদেরকে পুরোপুরি পরাভূত করে ফেলবে

فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّىٰ تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا

তখন তাদেরকে শক্ত বন্ধনে বেঁধে ফেলবে, তারপর হয়তো অনুগ্রহ দেখাবে, আর না হয় মুক্তিপণ আদায় করবে, যতক্ষণ না যুদ্ধবাজ শত্রুপক্ষ তাদের অস্ত্র-সম্ভার সমর্পণ করে ;[৮]

أَنَّ-নিশ্চিত ; الَّذِينَ-যারা ; آمَنُوا-ঈমান এনেছে ; اتَّبَعُوا-তারা তো অনুসরণ করেছে; الْحَقَّ-একমাত্র সত্যের ; مِنْ-পক্ষ থেকে (আগত) ; رَبِّهِمْ-(رب+هم)-তাদের প্রতিপালকের ; كَذَٰلِكَ-এভাবে ; يَضْرِبُ-বর্ণনা দেন ; اللَّهُ-আল্লাহ ; لِلنَّاسِ-মানুষের জন্য ; أَمْثَالَهُمْ-(امثال+هم)-তাদের অবস্থাসমূহের। ④ فَإِذَا-সুতরাং যখন ; لَقِيتُمُ-তোমরা যুদ্ধে অবতীর্ণ হবে ; الَّذِينَ-তাদের সাথে যারা ; كَفَرُوا-কুফরী করেছে ; فَضَرْبَ-(ف+ضرب)-তখন আঘাত করা প্রয়োজন ; الرِّقَابِ-(তাদের) গর্দানে ; حَتَّىٰ-এমন কি ; إِذَا-যখন ; أَثْخَنتُمُوهُمْ-(اثخنتموا+هم)-তোমরা তাদেরকে পুরোপুরি পরাভূত করে ফেলবে ; فَشُدُّوا-(ف+شدوا)-তখন তাদেরকে বেঁধে ফেলবে ; الْوَثَاقَ-শক্ত বন্ধনে ; فَإِمَّا-হয়তো ; مَنًّا-অনুগ্রহ দেখাবে ; بَعْدُ-তারপর ; وَ-আর ; إِمَّا-না হয় ; فِدَاءً-মুক্তিপণ আদায় করবে ; حَتَّىٰ-যতক্ষণ না ; تَضَعَ-সমর্পণ করে ; الْحَرْبُ-যুদ্ধবাজ শত্রুপক্ষ ; أَوْزَارَهَا-তাদের অস্ত্র-সম্ভার ;

অসহায় ও নির্যাতিত অবস্থার মধ্যে ছিলো, আল্লাহ তাদেরকে সে অবস্থা থেকে বের করে এনেছেন। এখন তারা অসহায়ভাবে যুলুম-নির্যাতন ভোগ করার পরিবর্তে যুলুমের মুকাবিলা করার মতো মানসিক অবস্থার অধিকারী হয়েছে। এখন তারা শাসিত হওয়ার পরিবর্তে নিজেরাই নিজেদের জীবন পরিচালনা করার সুযোগ লাভ করেছে।

দ্বিতীয় অর্থে এর মর্ম হলো, আল্লাহ তাদেরকে অতীতের জাহেলী অবস্থা পরিবর্তন করে ভবিষ্যতের জন্য সঠিক পথে তথা ঈমানের পথে নিয়ে এসেছেন।

৭. অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা দুনিয়ার মানুষের অবস্থাকে উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়ে দেন, যাতে তারা তাঁর দেয়া উদাহরণ থেকে নিজেদের অবস্থান সহজে বুঝতে সক্ষম হয়।

মানুষের মধ্যে একটি দল আল্লাহর আয়াতকে অস্বীকারকারী, তারা বাতিলের অনুসারী; আল্লাহ তা'আলা তাদের সমস্ত শ্রম-সাধনা নিষ্ফল করে দেন। আর অপর দল আল্লাহর আয়াতকে মেনে নিয়ে ন্যায় ও সত্যের অনুসরণে জীবনযাপন করছে, আল্লাহ তাদের দোষ-ত্রুটি ক্ষমা করে দিয়ে তাদের অবস্থাকে সংশোধন করে দেন।

৮. কুরআন মাজীদের সূরা বাকারার ১৯০ আয়াত, সূরা আনফালের ৬৭ থেকে ৬৯ আয়াত, সূরা হজ্জের ৩৯ আয়াত, সূরা মুহাম্মাদ-এর আলোচ্য ৪ আয়াত এবং এসব আয়াত থেকে রাসূলুল্লাহ সা. ও সাহাবায়ে কেরামের অনুসৃত বিধি-বিধান থেকে ফিকাহবিদগণ ব্যাপক গবেষণার ভিত্তিতে যুদ্ধবন্দী সংক্রান্ত যেসব হুকুম আহকাম রচনা করেছেন তা সংক্ষেপে নিম্নরূপ—

এক ঃ শত্রুদের সাথে যুদ্ধে মুসলিম সেনাবাহিনীর উচিত নয় যুদ্ধের মূল লক্ষ্য শত্রুর সামরিক ক্ষমতা পুরোপুরি নিষ্ক্রীয় করে দেয়ার আগে শত্রুসৈন্যকে বন্দী করতে লেগে যাওয়া। মুক্তিপণ বা ক্রীতদাস সংগ্রহের লোভে পড়ে যুদ্ধের মূল লক্ষ্য থেকে বিচ্যুত হয়ে যাওয়া কোনো ক্রমেই উচিত নয়।

দুই ঃ যুদ্ধবন্দী হয়ে যারা মুসলিম বাহিনীর আয়ত্বাধীন হয়ে যাবে, তাদেরকে হত্যা করা যাবে না।

তিন ঃ বিশেষ কোনো ক্ষেত্রে ইসলামী রাষ্ট্রের শাসকের—কোনো বিশেষ বন্দীকে বা একাধিক বন্দীকে হত্যা করার ইখতিয়ার আছে। এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণের দায়িত্ব ইসলামী সরকারের। যাকে ইচ্ছা তাকে হত্যা করার ইখতিয়ার কোনো সৈনিকেরই নেই। হত্যার সিদ্ধান্ত নেয়ার ক্ষেত্রেও ফিকাহবিদগণ তিনটি শর্ত আরোপ করেছেন—(১) বন্দী যদি ইসলাম গ্রহণ করে, তাকে হত্যা করা যাবে না। (২) বন্দী যতক্ষণ সরকারের আয়ত্বে থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত হত্যার সিদ্ধান্ত নেয়া যাবে, দাস হিসেবে বণ্টন বা বিক্রির মাধ্যমে অন্য কারো মালিকানাভুক্ত হয়ে গেলে তাকে হত্যা করা যাবে না। (৩) বন্দীকে হত্যা করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হলে সহজভাবে তাকে হত্যা করতে হবে। কষ্ট দিয়ে হত্যা করা যাবে না।

চার ঃ যুদ্ধবন্দীদের সম্পর্কে সাধারণ বিধান হলো, তাদের প্রতি দয়া প্রদর্শন করতে হবে। অথবা মুক্তিপণ নিয়ে তাদেরকে ছেড়ে দিতে হবে।

তাদের প্রতি দয়া প্রদর্শনের চারটি অবস্থা হলো—(১) বন্দী অবস্থায় তাদের সাথে সদাচরণ করতে হবে। (২) হত্যা বা চিরস্থায়ী বন্দী করে রাখার পরিবর্তে তাকে দাস বানিয়ে মুসলমানদের মধ্যে বণ্টন করে দিতে হবে। (৩) জিযিয়া আরোপ করে তাকে যিম্মী তথা নিরাপত্তাপ্রাপ্ত বানিয়ে নিতে হবে। (৪) কোনো বিনিময় বা মুক্তিপণ ছাড়াই তাকে মুক্তিদান করতে হবে।

মুক্তিপণ গ্রহণের তিনটি পর্যায় হলো—(১) অর্থের বিনিময়ে মুক্তি দেয়া। (২) কোনো বিশেষ সেবা গ্রহণ করে মুক্তি দেয়া। (৩) শত্রুদের হাতে বন্দী কোনো মুসলমানের সাথে বিনিময় করা।

এসব উপায়গুলোর মধ্যে যখন, যে অবস্থায় যে উপায় প্রযোজ্য হবে, তা গ্রহণ করার ইখতিয়ার ইসলামী রাষ্ট্রের শাসন কর্তৃপক্ষের আছে।

পাঁচ ঃ যুদ্ধবন্দীদের খাদ্য, পোশাক পরিচ্ছদ ও চিকিৎসার দায়িত্ব ইসলামী রাষ্ট্রের সরকারের—যতক্ষণ তারা সরকারের হাতে থাকবে। তাদেরকে অভুক্ত রাখা, পোশাক পরিচ্ছদ না দেয়া অথবা শারীরিকভাবে শাস্তি দেয়া ইসলামী শরীয়তে বৈধ নয়।

ছয় ঃ যুদ্ধবন্দীদেরকে স্থায়ীভাবে বন্দী করে শ্রম আদায় করার বিধান ইসলামী শরীয়তে নেই। বন্দী বিনিময় বা মুক্তিপণ আদায়ের ব্যবস্থা না হলে তাদেরকে দাস হিসেবে ব্যক্তি মালিকানায় দিয়ে দিতে হবে এবং তাদের সাথে সদাচার করার জন্য মালিকদেরকে নির্দেশ দিতে হবে। কোনো বন্দী ইসলাম গ্রহণ করলেও দাসত্ব থেকে মুক্তি পাবে না। তবে বন্দী হওয়ার আগে ইসলাম গ্রহণ করে থাকলে এবং কোনো কারণে শত্রুদলের অন্তর্ভুক্ত হয়ে থাকলে দাসত্ব থেকে মুক্তি পাবে এবং তাকে স্বাধীন করে দেয়া হবে।

সাত ঃ কোনো বন্দী ইসলামী রাষ্ট্রের যিম্মী নাগরিক হিসেবে জিযিয়া প্রদান করে বসবাস করতে চাইলে তাকে সে সুযোগ দেয়া যাবে। ইসলামী রাষ্ট্রে মুসলমান যেমন স্বাধীনতা ভোগ করে, সে-ও তদ্রূপ স্বাধীনতা ভোগ করবে। এভাবে যেসব বন্দীকে দাস বানানো বৈধ, তাদের ওপর জিযিয়া আরোপ করে যিম্মী নাগরিক বানানো-ও বৈধ।

আট ঃ ইসলামী রাষ্ট্রের প্রধান যদি মনে করেন যে, কোনো বন্দীকে ছেড়ে দিলে সে চিরতরে ইসলামী রাষ্ট্রের প্রতি কৃতজ্ঞ থাকবে এবং সে শত্রুতার পরিবর্তে বন্ধুত্ব লাভে আগ্রহী থাকবে। এমনকি মু'মিনও হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে। তাহলে সে বন্দী থেকে কোনো মুক্তিপণ না নিয়েও ছেড়ে দিতে পারেন। তবে এটা তখন পর্যন্ত সরকার প্রধানের হাতে এ ক্ষমতা থাকবে, যতক্ষণ পর্যন্ত বন্দীদেরকে জনগণের মধ্যে দাস হিসেবে বণ্টন করে দেয়া না হবে। আর যদি বন্দীরা বণ্টিত হয়ে যায়, তখন তাদের মালিকদের সম্মতির ভিত্তিতে মুক্তিপণ ছাড়া বা বিনিময় মূল্য নিয়ে বন্দীদের ছেড়ে দেয়া যেতে পারে।

নয় ঃ মুক্তিপণ নিয়ে যুদ্ধবন্দীদের ছেড়ে দেয়ার উদাহরণ রাসূলুল্লাহ সা.-এর সময়ে বদর যুদ্ধ ছাড়া দেখা যায় না এবং সাহাবায়ে কেরামের যুগেও এর কোনো উদাহরণ পাওয়া যায় না, তাই ইসলামী আইনবিদদের মতে ব্যাপকভাবে এরূপ করা অপছন্দনীয়। যেহেতু কুরআন মাজীদে এর অনুমতি রয়েছে, তাই এটাকে ইসলামী শরীয়তে বৈধতা দান করা হয়েছে। প্রয়োজন দেখা দিলে মুসলিম শাসক অর্থের বিনিময়ে বন্দীদের ছেড়ে দিতে পারে।

দশ ঃ বন্দীদের যোগ্যতা অনুসারে সেবা গ্রহণের বিনিময়েও মুক্তিদান করা যেতে পারে। বদর যুদ্ধের বন্দীদের মধ্যে যাদের মুক্তিপণ দেয়ার ক্ষমতা ছিলো না, তাদেরকে আনসারদের শিশুদের দশজন করে শিশুকে লেখাপড়া শিখিয়ে দেয়ার বিনিময়ে মুক্তিদানের শর্ত রাসূলুল্লাহ সা. আরোপ করেছিলেন।

ذٰلِكَ ۛ وَلَوْ يَشَآءُ اللّٰهُ لَانْتَصَرَ مِنْهُمْ وَلٰكِنْ لِّيَبْلُوَا۠ بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ ؕ وَالَّذِيْنَ

এটাই (তোমাদের করণীয়) ; আর যদি আল্লাহ চাইতেন (তবে) তাদের কাছ থেকে অবশ্যই প্রতিশোধ গ্রহণ করতেন, কিন্তু তিনি তোমাদের কতেককে কতেক দ্বারা যাতে পরীক্ষা করতে পারেন[৯] (সেজন্য এ পদ্ধতি নিয়েছেন) ;আর যারা

قُتِلُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَلَنْ يُّضِلَّ اَعْمَالَهُمْ ④ سَيَهْدِيْهِمْ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ ⑤

আল্লাহর পথে নিহত হয়, তাদের কর্মসমূহ তিনি (আল্লাহ) কখনো নিষ্ফল করে দেবেন না[১০]। ৫. তিনি শীঘ্রই তাদেরকে সঠিক পথ দেখাবেন এবং তাদের অবস্থা ভালো করে দেবেন।

وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ ⑥ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اِنْ تَنْصُرُوا اللّٰهَ يَنْصُرْكُمْ

৬. আর তিনি তাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন, যার পরিচয় তিনি তাদেরকে জানিয়ে দিয়েছেন[১১] ৭. হে যারা ঈমান এনেছো, তোমরা যদি সাহায্য করো আল্লাহকে, (তবে) তিনিও তোমাদেরকে সাহায্য করবেন;[১২]

ذٰلِكَ-এটাই (তোমাদের করণীয়) ; وَ-আর ; لَوْ-যদি ; يَشَآءُ-চাইতেন ; اللّٰهُ-আল্লাহ; لَانْتَصَرَ-(তবে) অবশ্যই প্রতিশোধ গ্রহণ করতেন ; مِنْهُمْ-তাদের কাছ থেকে; وَلٰكِنْ-কিন্তু ; لِّيَبْلُوَا-যাতে তিনি পরীক্ষা করতে পারেন ; بَعْضَكُمْ-(بعض+كم)-তোমাদের কতেককে ; بِبَعْضٍ-(ب+بعض)-কতেক দ্বারা (সেজন্য এ পদ্ধতি নিয়েছেন) ; وَ-আর; الَّذِيْنَ-যারা ; قُتِلُوْا-নিহত হয় ; فِيْ سَبِيْلِ-পথে ; اللّٰهِ-আল্লাহর ; فَلَنْ يُّضِلَّ-তিনি (আল্লাহ) কখনো নিষ্ফল করে দেবেন না ; اَعْمَالَهُمْ-(اعمال+هم)-তাদের কর্মসমূহ। ⑤ سَيَهْدِيْهِمْ-(سيهدى+هم)-তিনি শীঘ্রই তাদেরকে সঠিক পথ দেখাবেন ; وَ-এবং ; يُصْلِحُ-ভালো করে দেবেন ; بَالَهُمْ-(بال+هم)-তাদের অবস্থা। ⑥ وَ-আর ; يُدْخِلُهُمُ-(يدخل+هم)-তিনি তাদেরকে প্রবেশ করাবেন ; الْجَنَّةَ-জান্নাতে ; عَرَّفَهَا-যার পরিচয় তিনি জানিয়ে দিয়েছেন ; لَهُمْ-তাদেরকে। ⑦ يٰۤاَيُّهَا-হে ; الَّذِيْنَ-যারা ; اٰمَنُوْۤا-ঈমান এনেছো ; اِنْ-যদি ; تَنْصُرُوا-তোমরা সাহায্য করো ; اللّٰهَ-আল্লাহকে ; يَنْصُرْكُمْ-(ينصر+كم)-(তবে) তিনিও তোমাদেরকে সাহায্য করবেন ;

এগারো ঃ যুদ্ধবন্দীদের মুক্তির বিনিময়ে শত্রুদের হাতে বন্দী মুসলমান সৈনিককে মুক্ত করে নেয়া যেতে পারে। তবে বন্দীদের কেউ ইসলাম গ্রহণ করলে তাকে বন্দী বিনিময়ের মাধ্যমে শত্রুদের হাতে তুলে দেয়া যাবে না।

উপসংহারে বলা যায় যে, ইসলাম যুদ্ধবন্দীদের জন্য একটি ব্যাপক আইন রচনা করেছে। এ আইন সর্বযুগে এবং সবরকম পরিস্থিতিতে যুদ্ধবন্দীদের ব্যাপারে উদ্ভূত সকল সমস্যার মুকাবিলা করা সম্ভব।

৯. অর্থাৎ বাতিলের সাথে যুদ্ধ-সংগ্রামের মাধ্যমে মু'মিনদের ঈমানের অবস্থা সুস্পষ্টভাবে ফুটিয়ে তোলা এবং তাদের মধ্যে যে যতটুকু মর্যাদা পাওয়ার যোগ্য তাকে ততটুকু মর্যাদা পুরোপুরি দেয়াই আল্লাহর উদ্দেশ্য। তা না হয়ে যদি বাতিলকে ধ্বংস করাই আল্লাহর একমাত্র উদ্দেশ্য হতো, তাহলে তাঁর সৃষ্ট একটি ভূমিকম্প বা ঝড়-তুফান বা অন্য কোনো প্রাকৃতিক দুর্যোগ দিয়ে এক নিমেষেই তা করে দিতে পারতেন।

১০. অর্থাৎ আল্লাহর পথে যারা শাহাদাত লাভ করে তাদের ব্যক্তিগত সব কাজ-কর্ম ধ্বংস হয়ে গেছে বলে মনে করার কোনো কারণ নেই। শহীদদের ত্যাগ ও কুরবানী দ্বারা তাদের পরে যারা দুনিয়াতে জীবিত থাকলো তাদের কল্যাণ হওয়ার সাথে সাথে শহীদদের নিজেদের জন্যও শাহাদাত কল্যাণজনক। শহীদদের কিছু গুনাহ থাকলেও তাদের গুনাহর কারণে তাদের কোনো সৎকর্মই বিনষ্ট হয় না ; বরং তাদের সৎকর্ম তাদের গুনাহর কাফ্ফারা হয়ে যায়।

১১. আলোচ্য ৫ ও ৬ আয়াতে আল্লাহ শহীদদের তিনটি মর্যাদার কথা উল্লেখ করেছেন—(১) আল্লাহ তাঁদেরকে সঠিক পথ দেখাবেন। এর অর্থ অবশ্যই এবং শীঘ্রই তাঁদেরকে জান্নাতের দিকে পথ দেখাবেন। (২) তাঁদের অবস্থা শুধরে দেবেন। এর অর্থ পার্থিব জীবনে শহীদদের জীবনে যেসব কলুষ-কালিমা-লিপ্ত হয়েছিলো তা দূর করে দিয়ে তাদেরকে উপহার হিসেবে জান্নাতী পোশাকে সজ্জিত করে দেবেন। (৩) দুনিয়াতে কুরআন ও রাসূলুল্লাহ স.-এর মাধ্যমে যে জান্নাতের সুসংবাদ তাদেরকে দেয়া হয়েছিলো এবং জান্নাতের সুখময় চিত্র তাদের সামনে তুলে ধরা হয়েছিলো, সেখানে হুবহু সেই জান্নাতের অধিকারী তাঁরা হবে, বিন্দুমাত্র পার্থক্য তারা পাবে না।

১২. 'আল্লাহকে সাহায্য করা'র আল্লাহর দীনকে অন্য সকল দীনের ওপর বিজয়ী করার কাজে সাহায্য করা। আল্লাহ তা'আলা মানুষকে কুফর বা ঈমান কোনো একটি গ্রহণ করার জন্য বাধ্য করেননি। বরং মানুষকে ইচ্ছার স্বাধীনতা দিয়েছেন। আল্লাহ তা'আলা চান যে, মানুষ স্বতস্ফূর্তভাবে কুফরী বা বিদ্রোহ ত্যাগ করে ঈমান ও আনুগত্যের পথ গ্রহণ করুক। আল্লাহ তা'আলা বিশ্বাস ও কর্মের মাধ্যমে মানুষের নিকট থেকে এ স্বীকৃতি আদায় করতে চান যে, কুফরী, নাফরমানী ও বিদ্রোহ করার স্বাধীনতা থাকা সত্ত্বেও মানুষ তার স্রষ্টার দাসত্ব আনুগত্যকেই সত্য, সফলতা ও মুক্তির একমাত্র পথ হিসেবে গ্রহণ করুক। আল্লাহ তা'আলা এজন্য নবী-রাসূলদের মাধ্যমে প্রচার, উপদেশ-নসীহতের দ্বারা মানুষকে সত্য-সঠিক পথে নিয়ে আসার ব্যবস্থা করেছেন। আর এ কাজে যারা আল্লাহর সাহায্য করবে, তারাই 'আল্লাহর সাহায্যকারী' হিসেবে গণ্য হবে। আল্লাহর কাছে মানুষের এটাই সর্বোচ্চ মর্যাদা। নামায-রোযা অন্যান্য আনুষ্ঠানিক ইবাদতের দ্বারা মানুষ আল্লাহর বান্দাহ বা গোলাম হিসেবে মর্যাদা পায় ; আল্লাহর দীনের প্রচার-প্রসার ও প্রতিষ্ঠার কাজে সংগ্রামী মানুষেরা আল্লাহর সাহায্যকারী এবং সহযোগীর মর্যাদায় অভিষিক্ত হয়। দুনিয়াতে রূহানী তথা আধ্যাত্মিক উন্নতি লাভের এবং আল্লাহর দরবারে উচ্চতম মর্যাদা লাভের এটাই একমাত্র পথ।

وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ ⑧ وَالَّذِينَ كَفَرُوا فَتَعْسًا لَّهُمْ وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ ⑨ ذَٰلِكَ

এবং তোমাদের পাগুলোকে সুদৃঢ় রাখবেন। ৮. আর যারা কুফরী করেছে তবে তাদের জন্য রয়েছে দুর্গতি[১৩] এবং তিনি তাদের কর্মসমূহ বিনষ্ট করে দিয়েছেন। ৯. এটা

بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ ⑩ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ

এজন্য যে, তারা অপছন্দ করেছে তা, যা আল্লাহ নাযিল করেছেন[১৪], ফলে তিনি তাদের কর্মসমূহ নিষ্ফল করে দিয়েছেন। ১০. তবে কি তারা পৃথিবীতে ভ্রমণ করেনি,

فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ۚ دَمَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ۖ وَلِلْكَافِرِينَ

তাহলে দেখতে পেতো, তাদের আগে যারা ছিলো তাদের পরিণাম কেমন হয়েছিলো; আল্লাহ তাদেরকে ধ্বংস করে দিয়েছেন ; আর কাফিরদের জন্য রয়েছে

أَمْثَالُهَا ⑪ ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَىٰ لَهُمْ ⑪

তার মতো (ধ্বংস)[১৫] ; ১১. এটা এজন্য যে, আল্লাহ তাদের বন্ধু যারা ঈমান এনেছে আর নিশ্চয়ই কাফিররা—তাদের জন্য নেই কোনো বন্ধু।[১৬]

وَ-এবং ; يُثَبِّتْ-সুদৃঢ় রাখবেন ; اَقْدَامَكُمْ-(اقدام+كم)-তোমাদের পাগুলোকে। ⑧ وَ-আর ; الَّذِيْنَ-যারা ; كَفَرُوْا-কুফরী করেছে ; فَتَعْسًا-(ف+تعسا)-তবে দুর্গতি রয়েছে; لَهُمْ-তাদের জন্য ; وَ-এবং ; اَضَلَّ-তিনি বিনষ্ট করে দিয়েছেন ; اَعْمَالَهُمْ-(اعمال+هم)-তাদের কর্মসমূহ। ⑨ ذٰلِكَ-এটা ; بِاَنَّهُمْ-(ب+ان+هم)-এজন্য যে তারা ; كَرِهُوْا-অপছন্দ করেছে ; مَا-তা, যা ; اَنْزَلَ-নাযিল করেছেন ; اللّٰهُ-আল্লাহ ; فَاَحْبَطَ-(ف+احبط)-ফলে তিনি নিষ্ফল করে দিয়েছেন ; اَعْمَالَهُمْ-(اعمال+هم)-তাদের কর্মসমূহ। ⑩ اَفَلَمْ يَسِيْرُوْا-(ا+ف+لم يسيروا)-তবে কি তারা ভ্রমণ করেনি ; فِى الْاَرْضِ-পৃথিবীতে ; فَيَنْظُرُوْا-(ف+ينظروا)-তাহলে তারা দেখতে পেতো ; كَيْفَ-কেমন ; كَانَ-হয়েছিলো ; عَاقِبَةُ-পরিণাম ; الَّذِيْنَ-তাদের, যারা ছিলো ; مِنْ قَبْلِهِمْ-(من+قبل+هم)-তাদের আগে ; دَمَّرَ-ধ্বংস করে দিয়েছেন ; اللّٰهُ-আল্লাহ ; عَلَيْهِمْ-তাদেরকে ; وَ-আর ; لِلْكٰفِرِيْنَ-কাফিরদের জন্য রয়েছে ; اَمْثَالُهَا-(امثال+ها)-তার মতো (ধ্বংস)। ⑪ ذٰلِكَ-এটা ; بِاَنَّ-এজন্য যে ; اللّٰهَ-আল্লাহ ; مَوْلٰى-বন্ধু ; الَّذِيْنَ-তাদের, যারা ; اٰمَنُوْا-ঈমান এনেছে ; وَ-আর ; اَنَّ-নিশ্চয়ই ; الْكٰفِرِيْنَ-কাফিররা— ; لَا-নেই ; مَوْلٰى-বন্ধু ; لَهُمْ-তাদের জন্য।

১৩. অর্থাৎ কাফিরদের পা-কে মু'মিনদের বিরুদ্ধে যুদ্ধক্ষেত্রে সুদৃঢ় রাখবেন না ; বরং তারা হোচট খেয়ে পড়বে এবং দুর্গতির শিকার হবে।

১৪. অর্থাৎ তারা সেই জীবনব্যবস্থাকে অপছন্দ করেছে যে জীবনব্যবস্থা আল্লাহ তাঁর রাসূলের মাধ্যমে মানুষের জন্য পাঠিয়েছেন। অধিকন্তু তারা নিজেদের জাহেলী আকীদা-বিশ্বাস, রীতিনীতি, ধ্যান-ধারণা ও আচার-অনুষ্ঠানকে প্রাধান্য দিয়ে তাতেই নিমজ্জিত হয়ে আছে।

১৫. অর্থাৎ অতীতের সেসব কাফিররা নবীর দাওয়াত ও তাবলীগকে অস্বীকার করার ফলে যে ধ্বংসাত্মক পরিণতির সম্মুখীন হয়েছিলো, মুহাম্মদ সা.-এর দাওয়াত ও তাবলীগকে অস্বীকারকারী কাফিরদের পরিণতিও একই রূপ হবে। আর দুনিয়ার ধ্বংসাত্মক পরিণতি-ই তাদের শেষ নয়, আখেরাতের ধ্বংসও তাদের জন্য নির্ধারণ করে রাখা হয়েছে।

১৬. অর্থাৎ কাফিরদের দুনিয়া-আখেরাতে করুণ পরিণতি এজন্য হবে—কারণ, তাদের কোনো সাহায্যকারী অভিভাবক নেই। অপরদিকে মু'মিনদের সফলতার কারণ, তাদের সাহায্যকারী অভিভাবক সর্বময় শক্তি-ক্ষমতার অধিকারী সর্বশক্তিমান আল্লাহ। ওহুদ যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ সা. আহত হলে সাহাবাদের কয়েকজনসহ পাহাড়ে একটি গুহায় অবস্থান করছিলেন, তখন আবু সুফিয়ান চিৎকার করে বললো—আমাদের উয্যা দেবতা আছে, তোমাদের তো উয্যা নেই।" রাসূলুল্লাহ সা. সাহাবীদেরকে বললেন যে, তোমরা বলো—আল্লাহ-ই আমাদের পৃষ্ঠপোষক ও অভিভাবক, তোমাদের তো কোনো অভিভাবক নেই। আলোচ্য আয়াত থেকেই রাসূলুল্লাহ সা.-এর জবাবটি গৃহীত হয়েছে।

১ম রুকূ' (১-১১ আয়াত)-এর শিক্ষা

১. কাফির তথা দীন-ইসলামকে অস্বীকারকারী, দীনি কাজে অন্যদেরকে বাধাদানকারীদের কোনো সৎকর্ম-ই আল্লাহর কাছে গৃহীত হবে না।

২. আল্লাহর দীনে দৃঢ়বিশ্বাসী এবং দীন প্রতিষ্ঠায় আল্লাহর রাসূলের দেখানো পথে জান-মাল দিয়ে সংগ্রামকারীদের সকল অপরাধ আল্লাহ ক্ষমা করে দেন। দীনের প্রতিষ্ঠায় সংগ্রামীদের ভুল-ভ্রান্তি ও ত্রুটি-বিচ্যুতিও আল্লাহ সংশোধন করে দেন, ফলে তারা সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে সক্ষম হয়।

৩. দুনিয়াতে কারা সত্যের অনুসারী আর কারা বাতিলের অনুসারী, আল্লাহ তা'আলা উভয় দলের অবস্থা সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরেছেন ; সুতরাং যে চায় সত্যের অনুসরণ করুক, আর যে চায় বাতিলের অনুসরণ করুক।

৪. আল্লাহ তা'আলা হক বা বাতিল কোনো পথে চলতে কাউকে বাধ্য করেন না। হক ও বাতিলের সংগ্রামের মধ্য দিয়েই তিনি সত্যিকার মু'মিনদেরকে বাছাই করে নেন। হক ও বাতিলের সংগ্রামে মানবজাতির সূচনা থেকে চলে আসছে এবং তা কিয়ামত পর্যন্ত চলতে থাকবে।

৫. হক ও বাতিলের সংগ্রামের চূড়ান্ত রূপ হলো সম্মুখ যুদ্ধ। এমন পরিস্থিতিতে হকপন্থীদের কাজ হবে বাতিলের শক্তিকে পুরোপুরি পরাজিত করা। হাতিয়ার সমর্পণ করা পর্যন্ত তাদের সাথে যুদ্ধ চালিয়ে যেতে হবে। অস্ত্র সমর্পণকারী শত্রুদের আঘাত করা যাবে না, তাদেরকে বন্দী করে নিয়ে আসতে হবে।

৬. বন্দীদের প্রতি উত্তম আচরণ করতে হবে। তাদের ওপর কোনোরূপ অন্যায় আচরণ করা যাবে না। বন্দীদেরকে উত্তম পোশাক, খাদ্য, বাসস্থান ও সুচিকিৎসা প্রদান করতে হবে।

৭. তারপর ইসলামী রাষ্ট্রের শাসনকর্তৃপক্ষ বন্দীদের ব্যাপারে যথাযথ সিদ্ধান্ত নেবেন। কর্তৃপক্ষ সমিচীন মনে করলে কোনো বিনিময় ছাড়াই তাদেরকে মুক্ত করে দিতে পারেন।

৮. ইসলামী রাষ্ট্রের কর্তৃপক্ষ চাইলে বন্দীদের নিকট থেকে বিনিময় মূল্য গ্রহণ করে তাদেরকে মুক্ত করে দিতে পারেন।

৯. কর্তৃপক্ষ চাইলে বন্দীদের থেকে প্রয়োজনীয় সেবা গ্রহণ করার শর্তে মুক্তি দিতে পারেন।

১০. কর্তৃপক্ষ শত্রুপক্ষের সাথে বন্দী বিনিময় করতে পারেন। তবে কোনো বন্দী ইসলাম গ্রহণ করলে, তাকে বন্দী বিনিময়ের মাধ্যমে শত্রুদের নিকট ফিরিয়ে দেয়া যাবে না।

১১. কর্তৃপক্ষ সমিচীন মনে করলে বন্দীদেরকে দাস হিসেবে জনগণের মধ্যে বণ্টন করে দিতে পারেন।

১২. এভাবে যারা দাস-দাসীর মালিক হবে তাদেরকে দাস-দাসীর সাথে অবশ্যই উত্তম আচরণ করতে হবে। নিজেরা যা খাবে ও পরবে, দাসদেরকে অনুরূপ খাদ্য ও পোশাক দিতে হবে।

১৩. জিযিয়া দেয়ার শর্তে বন্দীদের ইসলামী রাষ্ট্রের সীমানার মধ্যে পুনর্বাসন করা যেতে পারে।

১৪. বন্দীদের ব্যাপারে ইসলামী আইনে ব্যাপক প্রশস্ততা রয়েছে। তবে কোনো অবস্থায় বন্দীদেরকে আমভাবে হত্যা করার বিধান ইসলামে নেই। শাসনকর্তৃপক্ষ কোনো বিশেষ কারণে, কোনো বিশেষ বন্দীর ব্যাপারে হত্যার সিদ্ধান্ত নিতে পারেন। কিন্তু এটা হবে একটা ব্যতিক্রম সিদ্ধান্ত।

১৫. দীন প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে নিহতদের কোনো নেকআমলই আল্লাহ নিষ্ফল করেন না।

১৬. আল্লাহ শহীদদের শাহাদাত লাভের পরই জান্নাতে স্থান দেন এবং দুনিয়ার জীবনে তাদেরকে কোনো কলুষ-কালিমা স্পর্শ করে থাকলেও আল্লাহ তা দূর করে দেন।

১৭. দুনিয়ার জীবনে শহীদরা যে জান্নাতের সুসংবাদ পেয়েছিলো, তাদেরকে হুবহু সেই জান্নাত-ই দেয়া হবে, তাতে একটুও পার্থক্য তারা পাবে না।

১৮. দীন প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে জান-মাল দিয়ে অংশ নেয়াই আল্লাহকে সাহায্য করা। আর যারা আল্লাহকে এভাবে সাহায্য করবে, আল্লাহও তাদেরকে উভয় জাহানে সাহায্য করবেন।

১৯. আল্লাহর দীনকে প্রত্যাখ্যানকারী, অন্যদেরকে দীনের পথে চলতে বাধাদানকারী দুরাচারদের উভয় জাহানে দুর্গতি হবে। তাদের কোনো কর্মই ফলদায়ক হবে না।

২০. দুনিয়াতে ভ্রমণ করলেই পাপাত্মা-দুরাচারদের দুর্গতির প্রমাণ পাওয়া যায়। এজন্যই কুরআন মাজীদে ভ্রমণের ব্যাপারে উৎসাহিত করা হয়েছে।

২১. অতীতের যেসব কাফির নবীদের দাওয়াত প্রত্যাখ্যান করার কারণে ধ্বংস হয়ে গেছে। শেষ নবীর দাওয়াত প্রত্যাখ্যানকারীরা তাদের মতো ধ্বংস হয়ে যাবে। এতে কোনোই সন্দেহ নেই। কেননা মু'মিনদের একমাত্র অভিভাবক আল্লাহ, আর কাফিরদের কোনো অভিভাবক নেই।

২২. মহান স্রষ্টা, প্রতিপালক, দয়াময় আল্লাহ যাদের অভিভাবক ও পৃষ্ঠপোষক তাদের ভয় ও দুশ্চিন্তা থাকার কোনো কারণ নেই। আমাদেরকে নিশ্চিন্তে-নির্ভয়ে আল্লাহর দীন প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য আল্লাহর কাছে তাওফীক চাইতে হবে।

□

সূরা হিসেবে রুকূ'-২
পারা হিসেবে রুকূ'-৬
আয়াত সংখ্যা-৮

﴿١٢﴾ إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا

১২. নিশ্চয়ই যাঁরা ঈমান এনেছে এবং নেক কাজ করেছে, আল্লাহ তাদেরকে প্রবেশ করাবেন এমন জান্নাতে যার নিম্নদেশ দিয়ে প্রবহমান রয়েছে

الْأَنْهَارُ ۖ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ وَالنَّارُ

ঝর্ণাধারা ; আর যারা কুফরী করেছে, তারা সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য উপভোগ করছে এবং পানাহার করছে, যেমন পানাহার করে চারপেয়ে পশুগুলো[১৭]—আর জাহান্নাম হলো

مَثْوًى لَهُمْ ﴿١٣﴾ وَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِنْ قَرْيَتِكَ الَّتِي أَخْرَجَتْكَ ۚ

তাদের শেষ ঠিকানা। ১৩. আর (হে নবী!) অনেক জনপদইতো (এমন ছিল) যা আপনার সেই জনপদ থেকে শক্তির দিক দিয়ে অনেক বেশী (কঠোর) ছিলো, যা থেকে আপনাকে তারা বের করে দিয়েছে ;

﴿١٢﴾ إِنَّ-নিশ্চয়ই ; اللّٰهُ-আল্লাহ ; يُدْخِلُ-প্রবেশ করাবেন ; الَّذِيْنَ-তাদেরকে ; أٰمَنُوْا-ঈমান এনেছে ; وَ-এবং ; عَمِلُوا-করেছে ; الصّٰلِحٰتِ-নেক আমল ; جَنّٰتٍ-এমন জান্নাতে ; تَجْرِيْ-প্রবহমান রয়েছে ; مِنْ تَحْتِهَا-(من+تحت+ها)-যার নিম্নদেশ দিয়ে ; الْأَنْهٰرُ-ঝর্ণাধারা ; وَ-আর ; الَّذِيْنَ-যারা ; كَفَرُوْا-কুফরী করেছে ; يَتَمَتَّعُوْنَ-তারা উপভোগ করছে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ; وَ-এবং ; يَأْكُلُوْنَ-পানাহার করছে ; كَمَا-যেমন ; تَأْكُلُ-পানাহার করে ; الْأَنْعَامُ-চার পেয়ে পশুগুলো ; وَ-আর ; النَّارُ-জাহান্নাম হলো; مَثْوًى-শেষ ঠিকানা ; لَهُمْ-তাদের। ﴿١٣﴾ وَ-আর ; كَأَيِّنْ-(হে নবী !) অনেক ; مِّنْ قَرْيَةٍ-জনপদই তো ; هِيَ-(এমন ছিলো) যা ; أَشَدُّ-অনেক বেশী (কঠোর) ছিলো ; قُوَّةً-শক্তির দিক দিয়ে ; مِنْ-থেকে ; قَرْيَتِكَ-(قرية+ك)-আপনার জনপদ ; الَّتِيْ-সেই, যা থেকে ; أَخْرَجَتْكَ-(اخرجت+ك)-আপনাকে তারা বের করে দিয়েছে ;

১৭. অর্থাৎ পশুরা যেমন তাদের খাদ্য যেখানে পায় খেয়েই চলে ; তারা চিন্তা করে না, এ খাদ্য কোথা থেকে এসেছে, কে তার ব্যবস্থা করেছে, যে সত্তা এ খাদ্যের ব্যবস্থা করেছে, তার প্রতি করণীয় কি ? এসব লোকও তেমনি পশুর মতো খেয়েই চলে। এর বেশী কিছু চিন্তা করার কোনো প্রয়োজন বোধ করে না।

أَهْلَكْنٰهُمْ فَلَا نَاصِرَ لَهُمْ ⑭ أَفَمَنْ كَانَ عَلٰى بَيِّنَةٍ مِّنْ رَّبِّهٖ كَمَنْ زُيِّنَ لَهٗ

আমি তাদেরকে ধ্বংস করে দিয়েছি, তখন কেউ-ই তাদের সাহায্যকারী ছিল না[১৮]। ১৪. তবে কি যে ব্যক্তি তার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে আগত সুস্পষ্ট প্রমাণের উপর প্রতিষ্ঠিত রয়েছে, সে কি তাদের মতো, শোভনীয় করে দেয়া হয়েছে তার জন্য

سُوْٓءُ عَمَلِهٖ وَاتَّبَعُوْٓا أَهْوَآءَهُمْ ⑮ مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِيْ وُعِدَ الْمُتَّقُوْنَ ۚ فِيْهَآ أَنْهٰرٌ

নিজেদের মন্দ কাজগুলোকে এবং (যারা) অনুসরণ করে নিজেদের খেয়াল-খুশীর[১৯]। ১৫. মুত্তাকীদেরকে যেই জান্নাতের ওয়াদা দেয়া হয়েছে, তার অবস্থা হলো তাতে (প্রবহমান) রয়েছে নহরসমূহ

أَهْلَكْنٰهُمْ-(اهلكنا+هم)-আমি তাদেরকে ধ্বংস করে দিয়েছি ; فَلَا-তখন ছিলো না ; نَاصِرَ-কেউ-ই সাহায্যকারী ; لَهُمْ-তাদের। ⑭ أَفَمَنْ-(ا+ف+من)-তবে কি যে ব্যক্তি; كَانَ-রয়েছে ; عَلٰى-ওপর ; بَيِّنَةٍ-সুস্পষ্ট প্রমাণের ; مِّنْ-পক্ষ থেকে ; رَّبِّهٖ-(رب+ه)-তার প্রতিপালকের ; كَمَنْ-তাদের মতো ; زُيِّنَ-শোভনীয় করে দেয়া হয়েছে ; لَهٗ-যার জন্য ; سُوْٓءُ-মন্দ ; عَمَلِهٖ-(عمل+ه)-নিজেদের কাজগুলোকে ; وَ-এবং ; اتَّبَعُوْٓا-যারা অনুসরণ করে ; أَهْوَآءَهُمْ-(اهواء+هم)-নিজেদের খেয়াল-খুশীর। ⑮ مَثَلُ-অবস্থা হলো ; الْجَنَّةِ-জান্নাতের ; الَّتِيْ-যেই, তার ; وُعِدَ-ওয়াদা দেয়া হয়েছে ; الْمُتَّقُوْنَ-মুত্তাকীদেরকে ; فِيْهَآ-তাতে (প্রবহমান) রয়েছে ; أَنْهٰرٌ-নহরসমূহ ;

১৮. অর্থাৎ আপনাকে যারা আপনার জন্মভূমি থেকে বের করে দিয়েছে, মক্কার সেসব কাফির দুরাচারদের চেয়ে অনেক অনেক বেশী শক্তির অধিকারী জনগোষ্ঠীকে আমি এমনভাবে ধ্বংস করে দিয়েছি, যাদের কোনো সাহায্যকারী ছিলো না। তারা ধরে নিয়েছে যে, আপনাকে বের করে দিয়ে তারা তাদের উদ্দেশ্যে সফলতা লাভ করেছে ; কিন্তু তারা জানে না তারা এতে নিজেদের দুর্ভাগ্যকে টেনে এনেছে। আয়াতটি হিজরতের পরে নাযিল হয়েছে, আয়াতের বর্ণনা থেকে এটা বুঝা যায়। উল্লেখ যে, রাসূলুল্লাহ সা. যখন মক্কা থেকে মদীনার দিকে হিজরত করতে বাধ্য হন, তখন মক্কার বাইরে গিয়ে তিনি মক্কার দিকে ফিরে দাঁড়িয়ে বলেছিলেন, "হে মক্কা ! দুনিয়ার সমস্ত শহরের চেয়ে তুমি আমার কাছে সবচেয়ে প্রিয়। সব শহরের চেয়ে আমি তোমাকেই সবচেয়ে বেশী ভালোবাসি। মুশরিকরা যদি আমাকে বের করে না দিতো, তাহলে আমি কখনো তোমাকে ছেড়ে যেতাম না।"

১৯. অর্থাৎ যারা আপনার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে আপনাকে অনুসরণ করে নিজেদেরকে শুধরে নিয়েছে এবং সুস্পষ্ট সরল-সঠিক পথের ওপর অটল আছে, তারা কখনো ওদের মতো হতে পারে না, যারা অজ্ঞতার মধ্যে ডুবে আছে, নিজেদের গুমরাহীকে হিদায়াত মনে করেছে এবং নিজেদের কুকর্মগুলোকে ভালো কাজ মনে করে তাতেই মশগুল হয়ে আছে। আসলে এরা নিজেদের খেয়াল-খুশী মতো যাচ্ছেতাই করে যাচ্ছে। সুতরাং

مِنْ مَّاءٍ غَيْرِ اٰسِنٍ ۚ وَاَنْهٰرٌ مِّنْ لَّبَنٍ لَّمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهٗ ۚ وَاَنْهٰرٌ مِّنْ خَمْرٍ

নির্মল-বিশুদ্ধ পানির[২০] ; আর (আছে) দুধের নহরসমূহ যার স্বাদ (কখনো) পরিবর্তন হবে না[২১], এবং (আছে) শরাবের নহরসমূহ

لَّذَّةٍ لِّلشّٰرِبِيْنَ ۚ وَاَنْهٰرٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى ۗ وَلَهُمْ فِيْهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرٰتِ

(যা) পানকারীদের জন্য অতীব সুস্বাদু[২২] ; আর (আছে) পরিশোধিত মধুর নহরসমূহ[২৩] ; আর তাদের জন্য সেখানে থাকবে সব ধরনের ফলমূল

وَمَغْفِرَةٌ مِّنْ رَّبِّهِمْ ۗ كَمَنْ هُوَ خَالِدٌ فِى النَّارِ وَسُقُوْا مَاءً حَمِيْمًا فَقَطَّعَ

এবং (থাকবে) তাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে ক্ষমা,[২৪] এরা (মুত্তাকীরা) কি তার মতো, যে চিরবাসিন্দা জাহান্নামের এবং যাদেরকে পান করানো হবে এমন ফুটন্ত পানি, যা ছিন্নভিন্ন করে দেবে

مِنْ ; مَّاءٍ-পানির ; غَيْرِ اٰسِنٍ-নির্মল-বিশুদ্ধ ; وَ-আর (আছে) ; اَنْهٰرٌ-নহরসমূহ ; مِنْ لَّبَنٍ-দুধের ; لَّمْ يَتَغَيَّرْ-(কখনো) পরিবর্তন হবে না ; طَعْمُهٗ-(طعم+ه)-যার স্বাদ ; وَ-এবং (আছে) ; اَنْهٰرٌ-নহরসমূহ ; مِّنْ خَمْرٍ-শরাবের ; لَّذَّةٍ-সুস্বাদু ; لِّلشّٰرِبِيْنَ-পানকারীদের জন্য ; وَ-আর (আছে) ; اَنْهٰرٌ-নহরসমূহ ; مِّنْ عَسَلٍ-মধুর ; مُّصَفًّى-পরিশোধিত ; وَ-আর ; لَهُمْ-তাদের জন্য ; فِيْهَا-সেখানে থাকবে ; مِنْ كُلِّ-সব ধরনের ; الثَّمَرٰتِ-ফলমূল ; وَ-এবং ; مَغْفِرَةٌ-ক্ষমা ; مِّنْ-পক্ষ থেকে ; رَّبِّهِمْ-তাদের প্রতিপালকের ; كَمَنْ-এরা (মুত্তাকীরা) কি তার মতো ; هُوَ-যে ; خَالِدٌ-চির বাসিন্দা; فِى النَّارِ-জাহান্নামের ; وَ-এবং ; سُقُوْا-যাদেরকে পান করানো হবে ; مَاءً-এমন পানি ; حَمِيْمًا-ফুটন্ত ; فَقَطَّعَ-যা ছিন্নভিন্ন করে দেবে ;

দুনিয়াতে যেমন এ দু'দলের জীবন একরকম হয় না, তেমনি মৃত্যু পরবর্তী জীবনেও তাদের পরিণতি এক হতে পারে না।

২০. অর্থাৎ দুনিয়ার নদী-সমুদ্রের পানির মতো জান্নাতের নহরসমূহের পানি বর্ণ, স্বাদ ও গন্ধ বিকৃত হবে না ; তার পরিবর্তে সেসব নহরের পানি হবে স্বচ্ছ, নির্মল এবং পুরোপুরি বিশুদ্ধ ।

২১. জান্নাতের নহরসমূহে প্রবহমান দুধের বর্ণনা হাদীসে এসেছে এভাবে যে, তা কোনো পশুর বাঁট থেকে বের করে নেয়া হবে না ; বরং তা হবে মাটি থেকে স্বতস্ফূর্ত উৎসারিত দুধের নহর। আর এতে পশুর দুধে যেমন এক প্রকার গন্ধ থাকে, তা কখনো থাকবে না।

২২. অর্থাৎ দুনিয়ার মাদক পানীয় যেমন পানকারীদের মধ্যে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি

أَمْعَاءَهُمْ ۝١٦ وَمِنْهُم مَّن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَّىٰ إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِندِكَ

তাদের নাড়িভুঁড়ি। ১৬. আর তাদের মধ্যে কতেক (লোক) আছে যারা আপনার প্রতি মনোযোগ দিয়ে (কথা) শোনে ; এমনকি যখন তারা আপনার নিকট থেকে বের হয়ে যায়

قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ آنِفًا أُولَٰئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ

তখন যাদেরকে জ্ঞান দেয়া হয়েছে ওদেরকে তারা বলে, 'এইমাত্র তিনি কি বলেছেন'[২৫], ওরাই তারা, আল্লাহ মোহর লাগিয়ে দিয়েছেন যাদের

عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ ۝١٧ وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى

অন্তরের উপর এবং তারা অনুসরণ করে তাদের খেয়াল-খুশীর[২৬]। ১৭. আর যারা সৎপথ অবলম্বন করেছে, তিনি (আল্লাহ) তাদেরকে হিদায়াতের পথে এগিয়ে দেন[২৭]

أَمْعَاءَ هُمْ-(امعاء+هم)-তাদের নাড়িভুঁড়ি। ۝١٦ وَ-আর ; مِنْهُمْ-তাদের মধ্যে আছে ; مَنْ-কতেক (লোক) যারা ; يَسْتَمِعُ-মনোযোগ দিয়ে (কথা) শোনে ; إِلَيْكَ-আপনার প্রতি ; حَتَّىٰ-এমনকি ; إِذَا-যখন ; خَرَجُوا-তারা বের হয়ে যায় ; مِنْ-থেকে ; عِنْدِكَ-আপনার নিকট ; قَالُوا-তখন তারা বলে ; لِلَّذِينَ-ওদেরকে, যাদেরকে ; أُوتُوا-দেয়া হয়েছে ; الْعِلْمَ-জ্ঞান ; مَاذَا-কি ; قَالَ-বলেছেন তিনি ; آنِفًا-এইমাত্র ; أُولَٰئِكَ-ওরাই; الَّذِينَ-তারা ; طَبَعَ-মোহর লাগিয়ে দিয়েছেন ; اللَّهُ-আল্লাহ; عَلَىٰ-ওপর ; قُلُوبِهِمْ-(قلوب+هم)-যাদের অন্তরের ; وَ-এবং ; اتَّبَعُوا-তারা অনুসরণ করে ; أَهْوَاءَ هُمْ-(اهواء+هم)-তাদের খেয়াল-খুশীর। ۝١٧ وَ-আর ; الَّذِينَ-যারা ; اهْتَدَوْا-সৎপথ অবলম্বন করেছে ; زَادَهُمْ-তিনি (আল্লাহ) তাদেরকে এগিয়ে দেন ; هُدًى-হিদায়াতের পথে ;

করে, তেমনি বিরূপ প্রতিক্রিয়া জান্নাতের পানীয় পানকারীদের মধ্যে সৃষ্টি করবেন না ; বরং এ পানীয় হবে অত্যন্ত সুস্বাদু।

২৩. হাদীসে জান্নাতের মধুর নহরের যে ব্যাখ্যা রয়েছে, তা থেকে জানা যায় যে, জান্নাতের মধু মৌমাছির পেট থেকে নির্গত হবে না ; বরং তা হবে ঝর্ণা থেকে নির্গত এবং নহরসমূহে প্রবহমান মধু এবং কোনো প্রকার আবীলতা থাকবে না। এটা হবে স্বচ্ছ ও পরিশোধিত মধু।

২৪. জান্নাত লাভের অর্থই তো অপরাধের ক্ষমা লাভ করা, কারণ অপরাধ ক্ষমা না করলে তো আল্লাহ জান্নাতে স্থান দিতেন না। এরপরও ক্ষমা লাভ করাই হচ্ছে বড় নিয়ামত। এর দ্বারা এটাও বুঝানো হয়েছে যে, দুনিয়াতে তাদের দ্বারা যে ত্রুটি-বিচ্যুতি সংঘটিত হয়েছে, জান্নাতে তাদের সামনে তা উল্লেখ করে তাদেরকে কখনো অপ্রস্তুত করা হবে না। বরং আল্লাহ তা'আলা তাদের ত্রুটি-বিচ্যুতি চিরদিনের জন্য ঢেকে দেবেন।

وَاٰتٰىهُمْ تَقْوٰىهُمْ ﴿١٨﴾ فَهَلْ يَنْظُرُوْنَ اِلَّا السَّاعَةَ اَنْ تَاْتِيَهُمْ بَغْتَةً ۚ فَقَدْ جَآءَ اَشْرَاطُهَا ۚ

এবং তাদেরকে তাদের (অংশের) তাকওয়া দান করেন।[২৮] ১৮. তবে কি তারা শুধুমাত্র কিয়ামতের-ই অপেক্ষা করছে যে, তা হঠাৎ তাদের উপর এসে পড়ুক[২৯], অথচ তার লক্ষণগুলো এসেই পড়েছে[৩০] ;

وَ-এবং ; اٰتٰهُمْ-(اتى+هم)-তাদেরকে দান করেন ; تَقْوٰهُمْ-(تقوى+هم)-তাদের অংশের তাকওয়া। ⑱ فَهَلْ-তবে কি ; يَنْظُرُوْنَ-তারা অপেক্ষা করছে ; اِلَّا-শুধুমাত্র ; السَّاعَةَ-কিয়ামতের-ই ; اَنْ-যে ; تَاْتِيَهُمْ-(تاتى+هم)-তাদের ওপর এসে পড়ুক ; بَغْتَةً-হঠাৎ ; فَقَدْ جَآءَ-(ف+قد جاء)-অথচ এসেই পড়েছে ; اَشْرَاطُهَا-(اشراط+ها)-তার লক্ষণগুলো ;

২৫. এখানে সেসব আল্লাহদ্রোহী কাফির, মুশরিক, মুনাফিক ও ইয়াহুদী-খ্রিস্টানদের কথা বলা হয়েছে, যারা রাসূলুল্লাহ সা.-এর মাজলিসে বসতো, তাঁর উপদেশ-নসীহত এবং কুরআনের আয়াতসমূহ শুনতো ; কিন্তু তাঁদের মনোযোগ এদিকে মোটেই থাকতো না। এজন্য তারা বাহ্যিক কান দিয়ে শুনলেও না শোনার মতোই তাদের অবস্থা হতো। তাই মাজলিস থেকে বের হলেই মুসলমানদের জিজ্ঞেস করতো, এইমাত্র তিনি কি যেন বলেছিলেন ?

২৬. অর্থাৎ তারা তো তাদের খেয়াল-খুশীর দাস হয়ে আছে, তাই তারা রাসূলুল্লাহ সা.-এর মাজলিসে কখনো উপস্থিত হলেও তাঁর বাণী শোনার ব্যাপারে তাদের অন্তরের কান বধির হয়ে গিয়েছিলো। আর সেজন্য তারা তাঁর বাণী শোনার ভান করতো বটে, আসলে তাদের কানে কিছুই প্রবেশ করতো না।

২৭. অর্থাৎ রাসূলের যে কথা শুনে মু'মিনরা হিদায়াতের পথে এগিয়ে যাওয়ার দিক-নির্দেশনা লাভ করতো, সেই একই কথা কাফির মুনাফিকরাও শুনতো কিন্তু তারা মাজলিস থেকে বের হয়েই জানতে চাইতো যে, রাসূল কি বলেছেন।

২৮. অর্থাৎ রাসূলের নসীহত থেকে যারা নিজেদের পথের সম্বল লাভ করতো, তাদের মধ্যে তাকওয়ার যোগ্যতা সৃষ্টি হতো এবং আল্লাহ-ও তাদেরকে তাকওয়া দান করেন, কেননা এ তাকওয়ার তারা অংশীদার।

২৯. অর্থাৎ প্রকৃত সত্য তো কুরআন মাজীদ। রাসূলুল্লাহ সা.-এর পবিত্র জীবন, সাহাবায়ে কেরামের পরিবর্তিত জীবন এবং সর্বোপরি আল্লাহ তা'আলার কুদরতের নিদর্শনাবলি থেকে দিবালোকের মতো স্পষ্ট হয়ে গেছে। তারপরও সত্য দীনের প্রতি ঈমান না আনার কারণ তো একটাই হতে পারে যে, তারা কিয়ামত আসার অপেক্ষায় আছে, কিয়ামতকে স্বচোক্ষে দেখে তারপর ঈমান আনবে।

৩০. 'আশরাত' শব্দের অর্থ আলামত বা লক্ষণ। কিয়ামতের আলামত বা লক্ষণের মধ্যে প্রথম লক্ষণ হলো শেষ নবীর আগমন। শেষ নবীর পরে কিয়ামতের আগে আর কোনো নবীর আগমন হবে না ; তাই তাঁর এবং কিয়ামতের অবস্থান পাশাপাশি।

فَأَنّٰى لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرٰىهُمْ ﴿١٨﴾ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَاسْتَغْفِرْ

তবে তাদের জন্য তাদের উপদেশ গ্রহণের সুযোগ কিভাবে হবে, যখন তা (কিয়ামত) তাদের উপর এসেই পড়বে ? ১৯. অতএব জেনে রাখুন ! আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ-ই নেই, আর ক্ষমা প্রার্থনা করুন

لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنٰتِ ۗ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوٰىكُمْ ﴿١٩﴾

আপনার ত্রুটি-বিচ্যুতির জন্য এবং মু'মিন পুরুষদের জন্য ও মু'মিন নারীদের (জন্য)[৩১] ; আর আল্লাহ তোমাদের গতিবিধি ও তোমাদের অবস্থান সম্পর্কে জানেন।

فَأَنّٰى-(ف+انى)-তবে কিভাবে হবে ; لَهُمْ-তাদের জন্য ; اِذَا-যখন ; جَاءَتْهُمْ-তা (কিয়ামত) তাদের ওপর এসেই পড়বে ; ذِكْرٰىهُمْ-তাদের উপদেশ গ্রহণের সুযোগ।(১৯) فَاعْلَمْ-(ف+اعلم)-অতএব জেনে রাখুন ; اَنَّهُ لَا اِلٰهَ-কোনো ইলাই-ই নেই ; اِلَّا-ছাড়া; اللّٰهُ-আল্লাহ ; وَ-আর ; اسْتَغْفِرْ-ক্ষমা প্রার্থনা করুন ; لِذَنْبِكَ-(ل+ذنب+ك)-আপনার ত্রুটি-বিচ্যুতির জন্য ; وَ-এবং ; لِلْمُؤْمِنِيْنَ-মু'মিন পুরুষদের জন্য ; وَ-ও ; الْمُؤْمِنٰتِ-মু'মিন নারীদের (জন্য) ; وَ-আর ; اللّٰهُ-আল্লাহ ; يَعْلَمُ-জানেন ; مُتَقَلَّبَكُمْ-(متقلب+كم)-তোমাদের গতিবিধি ; وَ-ও ; مَثْوٰىكُمْ-(مثوى+كم)-তোমাদের অবস্থান।

রাসূলুল্লাহ সা. ইরশাদ করেছেন, "আমার আগমন ও কিয়ামত এ দু'আঙ্গুলের মতো" একথা বলে তিনি তাঁর শাহাদাত ও মধ্যমা আঙ্গুল দু'টো উঠিয়ে দেখালেন। অর্থাৎ এ দু'আঙ্গুলের মধ্যে যেমন কোনো আঙ্গুল নেই তেমনি আমার আর কিয়ামতের মাঝে আর কোনো নবী আসবে না। আমার পরে আগমন হবে কিয়ামতের।

রাসূলুল্লাহ সা.-এর আগমনই কিয়ামতের প্রাথমিক আলামত। হাদীসে পরবর্তী আলামতগুলোর উল্লেখ রয়েছে। হাদীসে উল্লেখিত আলামতগুলোর মধ্যে রয়েছে, দীনি ইলমের চর্চা বন্ধ হয়ে যাওয়া, অজ্ঞানতা বেড়ে যাওয়া, ব্যভিচার প্রসার লাভ করা। মদপান বেড়ে যাওয়া, পুরুষের সংখ্যা কমে যাওয়া, নারীর সংখ্যা বেড়ে যাওয়া ইত্যাদি।

৩১. এর অর্থ এটা নয় যে, রাসূল বুঝি কোনো অপরাধ করেছেন, তাই তাঁকে নিজের অপরাধের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতে বলা হয়েছে (নাউযুবিল্লাহ)। এটা হলো ইসলামের শিক্ষা যে, বান্দাহ তাঁর প্রভুর ইবাদাত করতে এবং দীনের জন্য যতই ত্যাগ ও কুরবানী পেশ করুক না কেনো, তার এমন ধারণা করা কখনো উচিত নয় যে, তার যা করা উচিত ছিলো, সে তা যথাযথ করে ফেলেছে, বরং তার মনে করা উচিত—তার কর্তব্য সে পুরোপুরি পালন করতে পারেনি। আর সেজন্য তার প্রভুর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করা উচিত। আল্লাহর সকল বান্দাহর মধ্যে যে বান্দাহ সবচেয়ে বেশী তাঁর প্রতিপালকের ইবাদাত করতেন, তাঁকে ক্ষমা চাওয়ার শিক্ষা দিয়ে আল্লাহ তা'আলা মু'মিনদেরকে এ শিক্ষা দিতে চেয়েছেন যে, সর্বকালের সর্বোত্তম আল্লাহর বান্দাহ-ও তার ত্রুটি-

বিচ্যুতির জন্য আল্লাহর দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা করেছেন ; সুতরাং তোমরাও নিজেদের অপরাধের জন্য সদা-সর্বদা ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকো। উল্লেখ যে, রাসূলুল্লাহ সা. ইরশাদ করেছেন, "আমি প্রতিদিন আল্লাহর কাছে একশত বার ক্ষমা প্রার্থনা করি।"

২য় রুকূ' (১২-১৯ আয়াত)-এর শিক্ষা

১. সৎকর্মশীল মু'মিনদেরকে আল্লাহ নিঃসন্দেহে জান্নাত দান করবেন—এটা আল্লাহ তা'আলার ওয়াদা, আল্লাহর ওয়াদা অবশ্য-অবশ্যই সত্য। জান্নাত এমন একটি সুখের বাগান যেখানে রয়েছে বিভিন্ন পানীয়ের প্রবহমান নহরসমূহ।

২. যারা দুনিয়াতে আল্লাহর দীনকে বিশ্বাস ও কর্মের মাধ্যমে অস্বীকার করেছে, তাদের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য উপভোগ দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী জীবনেই শেষ হয়ে যাবে, আখেরাতের অনন্ত জীবনে সুখের কোনো অংশ থাকবে না।

৩. কাফিররা দুনিয়াতে চতুষ্পদ পশুর মতো কোনো বাছ-বিচার ছাড়া পানাহার করে, খাদ্য-পানীয়ের ব্যবস্থাকারী ও তাদের প্রতিপালনকারী প্রভুর প্রতি তাদের কোনো কর্তব্যবোধ নেই। তাদের শেষ ঠিকানা জাহান্নাম।

৪. আল কুরআন ও রাসূলের সুন্নাহর বিরোধীরা যতই শক্তিশালী হোক না কেনো, নিঃসন্দেহে তারা ধ্বংস হবে। তখন তাদের সাহায্যকারী কেউ থাকবে না।

৫. আল কুরআন ও রাসূলের সুন্নাহর অনুসারীরা এবং দুনিয়া পূজারী, আল্লাহর দীনে অবিশ্বাসীরা কখনো সমান হতে পারে না। অবিশ্বাসী দুনিয়া পূজারীরা নিজেদের খেয়াল-খুশীর দাসত্বের নিগড়ে আবদ্ধ হয়ে থাকে, তারা নিজেদের মন্দ কাজগুলোতে ডুবে থাকে।

৬. জান্নাতে সৎকর্মশীল মু'মিনদের জন্য থাকবে বিশুদ্ধ পানির, অপরিবর্তনীয় স্বাদবিশিষ্ট দুধের, পরিশোধিত মধুর এবং অতীব সুস্বাদু শরাবের প্রবহমান নহর। আরো থাকবে সবধরনের ফল-ফলাদি। সর্বোপরি তাদের জন্য থাকবে আল্লাহর পক্ষ থেকে ক্ষমার ঘোষণা।

৭. জাহান্নামীরা পিপাসার্ত হয়ে যখন পানি চাইবে, তখন তাদেরকে ফুটন্ত পানি পান করানো হবে, যা তাদের নাড়িভুড়ি টুকরো টুকরো করে দেবে।

৮. যারা দীনের কথা শুনতে চায় না, আর শুনলেও তাতে মনযোগ নিবদ্ধ করে না, তাদের অন্তরে আল্লাহ মোহর মেরে দেন, তারা নিজেদের খেয়াল-খুশী অনুসারে দুনিয়াতে জীবন যাপন করে।

৯. সৎপথে চলতে যারা আগ্রহী হয়, আল্লাহ তাদেরকে সৎপথের দিকে এগিয়ে দেন এবং তাদের জন্য সৎপথে চলাকে সহজ করে দেন এবং তাদের মধ্যে তাকওয়া সৃষ্টি করে দেন।

১০. আল্লাহর কুদরতের নিদর্শনাবলী, তাঁর কিতাব, তাঁর রাসূলের পবিত্র জীবন, সাহাবায়ে কেরামের আদর্শ জীবন এবং ওলামায়ে কেরামের উপদেশ নসীহত সত্ত্বেও যারা নিজেরা দীন অমান্য করে ও অন্যদেরকে বাধা দেয় তাদের হিদায়াতের ভার আল্লাহর হাতে ন্যস্ত।

১১. কিয়ামত সংঘটিত হওয়ার আগেই ঈমান আনার সুযোগ বন্ধ হয়ে যাবে ; মৃত্যুপথ যাত্রীর তাওবা-ও গৃহীত হবে না। তাওবা করতে হবে সুস্থ-সজ্ঞান অবস্থায়।

১২. মু'মিন সদা-সর্বদা স্বীয় গুনাহের জন্য আল্লাহর দরবারে তাওবা ও ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকবে। সাথে সাথে সকল মু'মিন নারী-পুরুষের জন্যও ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকবে।

১৩. আল্লাহ আমাদের সকল প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য তৎপরতা লক্ষ্য করছেন, এমনকি অন্তরের গভীরে জাগ্রত বিষয়গুলোও তার লক্ষ্যচ্যুত নয়।

সূরা হিসেবে রুকূ'-৩
পারা হিসেবে রুকূ'-৭
আয়াত সংখ্যা-৯

⑳ وَيَقُوْلُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَوْلَا نُزِّلَتْ سُوْرَةٌ ۚ فَاِذَآ اُنْزِلَتْ سُوْرَةٌ مُّحْكَمَةٌ

২০. আর যারা ঈমান এনেছে, তারা বলে — 'এমন একটি সূরা নাযিল হয় না কেন (যাতে যুদ্ধের নির্দেশ থাকতো)?' অতপর যখন সুস্পষ্ট বিধান সম্বলিত একটি সূরা নাযিল করা হলো

وَّذُكِرَ فِيْهَا الْقِتَالُ ۙ رَاَيْتَ الَّذِيْنَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ يَّنْظُرُوْنَ اِلَيْكَ

এবং তাতে জিহাদের-ও উল্লেখ করা হলো, তখন যাদের অন্তরে রোগ ছিল, আপনি তাদেরকে দেখলেন, তারা আপনার দিকে তাকাচ্ছে

نَظَرَ الْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ ۭ فَاَوْلٰى لَهُمْ ㉑ طَاعَةٌ وَّقَوْلٌ مَّعْرُوْفٌ

মৃত্যুভয়ে বেহুঁশ ব্যক্তির দৃষ্টিতে[৩২] ; কিন্তু তাদের জন্য দুর্ভোগ। ২১. (তাদের মুখে) আনুগত্যের ওয়াদা ও ভালো ভালো কথা ;

⑳ وَ-আর ; يَقُوْلُ-তারা বলে ; الَّذِيْنَ-যারা ; اٰمَنُوْا-ঈমান এনেছে ; لَوْلَا نُزِّلَتْ-নাযিল হয় না কেনো ; سُوْرَةٌ-এমন একটি সূরা (যাতে যুদ্ধের নির্দেশ থাকতো) ; فَاِذَآ-অতপর যখন ; اُنْزِلَتْ-নাযিল করা হলো ; سُوْرَةٌ-একটি সূরা ; مُّحْكَمَةٌ-সুস্পষ্ট বিধান সম্বলিত ; وَّ-এবং ; ذُكِرَ-উল্লেখ করা হলো ; فِيْهَا-তাতে ; الْقِتَالُ-জিহাদের-ও ; رَاَيْتَ-আপনি দেখলেন ; الَّذِيْنَ-তাদেরকে ; فِيْ قُلُوْبِهِمْ-(فى+قلوب+هم)-যাদের অন্তরে ছিলো ; مَّرَضٌ-রোগ ; يَّنْظُرُوْنَ-তারা তাকাচ্ছে ; اِلَيْكَ-আপনার দিকে ; نَظَرَ-দৃষ্টিতে ; الْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ-বেহুঁশ ব্যক্তির ; مِنَ الْمَوْتِ-মৃত্যুভয়ে ; فَاَوْلٰى-কিন্তু দুর্ভোগ; لَهُمْ-তাদের জন্য। ㉑ طَاعَةٌ-(তাদের মুখে) আনুগত্যের ওয়াদা ; وَّ-ও ; قَوْلٌ-কথা ; مَّعْرُوْفٌ-ভালো ভালো ;

৩২. 'মুহকামাহ' শব্দটির অর্থ 'বিধিবদ্ধ' অর্থাৎ যা মানসুখ বা রহিত নয়। এখানে এর দ্বারা জিহাদের বিধান সম্বলিত আয়াত বুঝানো হয়েছে।

মুসলমানদের তখনকার পরিস্থিতিতে তারা সাধারণভাবে কাফিরদের অন্যায় যুলুম-নির্যাতনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার অনুমতি কামনা করছিলো। মুসলমানরা ব্যাকুল মনে এ সম্পর্কে আল্লাহর নির্দেশের অপেক্ষা করছিলো। কিন্তু মুসলমানদের দলে মুসলিম পরিচয়ে এমন লোকও শামিল ছিলো, বাহ্যিকভাবে যাদের মধ্যে ও মুসলমানদের মধ্যে

فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ فَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ ﴿٢١﴾ فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن

সুতরাং যখন (জিহাদের) বিষয়টি চূড়ান্ত হলো, তখন যদি তারা আল্লাহর কাছে (তাদের ওয়াদার ব্যাপারে) সত্যবাদী প্রমাণিত হতো, তবে তা তাদের জন্য খুব ভালো হতো। ২২. অতএব, তোমাদের কাছে (এছাড়া অন্য কিছুর) কি আশা করা যায়–যদি

تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ ﴿٢٢﴾ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ

তোমরা ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত হও,[৩৩] তবে তোমরা পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করবে এবং তোমাদের আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করবে[৩৪]। ২৩. এরাই তারা যাদেরকে

فَإِذَا-সুতরাং যখন ; عَزَمَ-চূড়ান্ত হলো ; الْأَمْرُ-(জিহাদের) বিষয়টি ; (ف+لو)-فَلَوْ-তখন যদি ; صَدَقُوا-তারা (তাদের ওয়াদার ব্যাপারে) সত্যবাদী প্রমাণিত হতো ; اللَّهَ-আল্লাহর কাছে ; لَكَانَ-তবে হতো ; خَيْرًا-খুব ভালো ; لَهُمْ-তাদের জন্য। ㉒ فَهَلْ عَسَيْتُمْ-তবে কি তোমাদের কাছে আশা করা যায় (এছাড়া অন্য কিছুর) ; إِنْ-যদি ; تَوَلَّيْتُمْ-তোমরা ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত হও ; أَنْ تُفْسِدُوا-তবে তোমরা বিপর্যয় সৃষ্টি করবে ; فِي الْأَرْضِ-পৃথিবীতে ; وَ-এবং ; تُقَطِّعُوا-ছিন্ন করবে ; أَرْحَامَكُمْ-(ارحام+كم)-তোমাদের আত্মীয়তার সম্পর্ক। ㉓ أُولَٰئِكَ-এরাই ; الَّذِينَ-তারা ;

কোনো পার্থক্য ছিলো না। তারা নামায পড়তো, রোযা রাখতেও তাদের কোনো আপত্তি ছিলো না। কিন্তু যখন যুদ্ধের নির্দেশ জারী হলো, তখন তারা আল্লাহ এবং তাঁর দীনের চেয়ে নিজেদের জীবন ও ধন-সম্পদকে বেশী প্রিয় মনে করতো। যুদ্ধের নির্দেশ আসার আগে তাদেরকে মু'মিনদের থেকে পার্থক্য করার কোনো উপায় ছিলো না। যুদ্ধের নির্দেশ আসার পরে তাদের মুখোশ খুলে গেলো। সূরা নিসার ৭৭ আয়াতে তাদের কথা এভাবে বলা হয়েছে—"আপনি কি তাদেরকে দেখেননি, যাদেরকে বলা হয়েছিলো 'তোমরা নিজেদের হাতকে সংযত রাখো, নামায কায়েম করো এবং যাকাত দাও' তারপর যখন তাদের প্রতি যুদ্ধের বিধান দেয়া হলো, তখন তাদের মধ্যে একটি দল মানুষকে ভয় করতে লাগলো, আল্লাহকে ভয় করার মতো অথবা তারচেয়েও অধিক ভয় ; আর তারা বলতে লাগলো—"হে আমাদের প্রতিপালক ! আমাদের ওপর যুদ্ধের বিধান কেনো চাপিয়ে দিলে ? আমাদেরকে যদি আরো কিছু সময় অবকাশ দিতে।"

আলোচ্য আয়াতে সেসব লোকদের কথাই বলা হয়েছে যে, যুদ্ধের নির্দেশ সম্বলিত আয়াত নাযিল হওয়ার সাথে সাথে তারা মৃত্যুভয়ে বেহুঁশ ব্যক্তির মতো আপনার দিকে তাকাচ্ছে।

৩৩. 'ইন তাওয়াল্লাইতুম'-এর অনুবাদ এটাও হতে পারে—'যদি তোমরা (ইসলাম থেকে) ফিরে যাও।'

لَعَنَهُمُ اللّٰهُ فَاَصَمَّهُمْ وَاَعْمٰى اَبْصَارَهُمْ ﴿٢٤﴾ اَفَلَا يَتَدَبَّرُوْنَ الْقُرْاٰنَ اَمْ عَلٰى قُلُوْبٍ

আল্লাহ লা'নত করেছেন, ফলে তিনি তাদেরকে বধির বানিয়ে দিয়েছেন এবং অন্ধ করে দিয়েছেন তাদের দৃষ্টিশক্তিকে। ২৪. তবে কি তারা গভীরভাবে কুরআন সম্পর্কে চিন্তা-গবেষণা করে না, না-কি তাদের মনের উপর রয়েছে

اَقْفَالُهَا ﴿٢٥﴾ اِنَّ الَّذِيْنَ ارْتَدُّوْا عَلٰى اَدْبَارِهِمْ مِّنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى

তার (মনের) তালা[৩৫]। ২৫. নিশ্চয়ই যারা তারপরে তাদের পৃষ্ঠ প্রদর্শন কর ফিরে যায়, যখন হিদায়াত তাদের কাছে সুস্পষ্ট হয়ে যায় ;

لَعَنَهُمْ-যাদেরকে লা'নত করেছেন ; اللّٰهُ-আল্লাহ ; فَاَصَمَّهُمْ-(ف+اصم+هم)-ফলে তিনি তাদেরকে বধির বানিয়ে দিয়েছেন ; وَ-এবং ; اَعْمٰى-অন্ধ করে দিয়েছেন ; اَبْصَارَهُمْ-(ابصار+هم)-তাদের দৃষ্টিশক্তিকে। ﴿٢٤﴾ اَفَلَا يَتَدَبَّرُوْنَ-তবে কি তারা গভীরভাবে চিন্তা-গবেষণা করে না ; الْقُرْاٰنَ-কুরআন সম্পর্কে ; اَمْ-না-কি ; عَلٰى-ওপর ; قُلُوْبٍ-মনের ; اَقْفَالُهَا-(اقفال+ها)-তাদের (মনের) তালা। ﴿٢٥﴾ اِنَّ-নিশ্চয়ই ; الَّذِيْنَ-যারা ; ارْتَدُّوْا-ফিরে যায় ; عَلٰى اَدْبَارِهِمْ-(على+ادبار+هم)-তাদের পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে ; مِّنْ بَعْدِ-তারপরে ; مَا-যখন ; تَبَيَّنَ-সুস্পষ্ট হয়ে যায় ; لَهُمُ-তাদের কাছে ; الْهُدَى-হিদায়াত ;

৩৪. অর্থাৎ তোমাদের ঈমান ও জীবনাচার তথা ঈমান ও আমলের অবস্থা বর্তমানে এমন যে, যে দীনের প্রতি তোমরা ঈমান এনেছো তার প্রতি তোমাদের বিশ্বাস দৃঢ় নয় এবং সে দীনের জন্য তোমরা কোনো ত্যাগ স্বীকার করতে রাজী নয়। এমতাবস্থায় তোমাদের ওপর যদি শাসন ক্ষমতার দায়িত্ব দিয়ে দেয়া হয় এবং পার্থিব সব কাজ-কর্মের দায়িত্ব এসে পড়ে তাহলে তোমরা যুলুম ও ফাসাদ এবং নিজেদের মধ্যকার সম্পর্ক ছিন্ন করার কাজই করবে।

এর অর্থ এটাও হতে পারে যে, তোমরা মুহাম্মদ সা.-এর আনীত যে দীনের প্রতি ঈমান আনার দাবি করছো, সে দীনকে নিজেদের জান-মালের বিনিময়ে কায়েম করার সংগ্রাম থেকে পিছিয়ে থাক এবং মুখ ফিরিয়ে নাও, তাহলে শেষ পর্যন্ত তোমরা আগেকার জাহেলী জীবনে ফিরে যাবে। যে জীবনব্যবস্থায় শত শত বছর পর্যন্ত তোমরা পরস্পর হানাহানিতে লিপ্ত ছিলে। এমনকি নিজেদের সন্তানকে জীবন্ত কবর দিয়ে নিজেদের সবচেয়ে নিকটতম সম্পর্কও ছিন্ন করেছো।

৩৫. অর্থাৎ এসব লোক হয়তো আল্লাহর কিতাব সম্পর্কে চিন্তা-গবেষণা করে তার মর্ম বুঝার চেষ্টা করতে আগ্রহী নয়। অথবা তারা করতে চাইলেও আল্লাহর কিতাবের মর্ম তাদের অন্তরে প্রবেশ করে না ; কেননা তাদের অন্তরে তালা লাগানো আছে। ন্যায় ও সত্যকে চিনতে-জানতে যারা আগ্রহী নয়, তাদের মনের ওপর আল্লাহই সীল মেরে দিয়েছেন।

الشَّيْطٰنُ سَوَّلَ لَهُمْ ۖ وَأَمْلٰى لَهُمْ ﴿٢٥﴾ ذٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لِلَّذِيْنَ كَرِهُوْا مَا نَزَّلَ اللّٰهُ

শয়তান তাদের জন্য (এটাকে) শোভন করে দেখায় এবং তাদেরকে মিথ্যা আশা দেয়। ২৬. এটা এজন্য যে, তারা (মুনাফিকরা) তাদেরকে বলে — যারা তাকে (দীনকে) অপছন্দ করে যা আল্লাহ নাযিল করেছেন —

سَنُطِيْعُكُمْ فِيْ بَعْضِ الْأَمْرِ ۚ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ إِسْرَارَهُمْ ﴿٢٦﴾ فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ

'কিছু কিছু ব্যাপারে আমরা অবশ্যই তোমাদের অনুসরণ করবো'[৩৬] ; আর আল্লাহ তাদের শলা-পরামর্শ ভালো করেই জানেন। ২৭. অতএব তাদের অবস্থা কেমন হবে, যখন তাদের জান কবয করে নেবে

الْمَلٰٓئِكَةُ يَضْرِبُوْنَ وُجُوْهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ ﴿٢٧﴾ ذٰلِكَ بِأَنَّهُمُ اتَّبَعُوْا مَآ أَسْخَطَ اللّٰهَ

ফেরেশতারা—তাদের মুখমণ্ডলে ও তাদের পিঠে আঘাত করতে করতে[৩৭]। ২৮ এটা এজন্য যে, তারা এমন বিষয়ের অনুসরণ করেছে, যা আল্লাহকে অসন্তুষ্ট করেছে

وَكَرِهُوْا رِضْوَانَهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ ﴿٢٨﴾

এবং তারা আল্লাহর সন্তুষ্টিকে অপছন্দ করেছে। ফলে তিনি তাদের সকল কর্ম নিষ্ফল করে দিয়েছেন।[৩৮]

الشَّيْطٰنُ-শয়তান ; سَوَّلَ-(এটাকে) শোভন করে দেখায় ; لَهُمْ-তাদের জন্য ; وَ-এবং; أَمْلٰى-মিথ্যা আশা দেয় ; لَهُمْ-তাদেরকে। ﴿٢٦﴾ ذٰلِكَ-এটা ; بِأَنَّهُمْ-(ب+ان+هم)-এজন্য যে, তারা (মুনাফিকরা) ; قَالُوْا-বলে ; لِلَّذِيْنَ-তাদেরকে যারা ; كَرِهُوْا-অপছন্দ করে; مَا-তাকে (দীনকে) যা ; نَزَّلَ-নাযিল করেছেন–; اللّٰهُ-আল্লাহ ; سَنُطِيْعُكُمْ - (سنطيع+كم)-আমরা অবশ্যই তোমাদের অনুসরণ করবো ; فِيْ بَعْضِ-কিছু কিছু ; الْأَمْرِ-ব্যাপারে ; وَ-আর ; اللّٰهُ-আল্লাহ ; يَعْلَمُ-ভালো করেই জানেন ; إِسْرَارَهُمْ -(اسرار+هم)-তাদের শলা-পরামর্শ। ﴿٢٧﴾ فَكَيْفَ-(ف+كيف)-অতএব কেমন হবে ; إِذَا-যখন ; تَوَفَّتْهُمُ-(توفت+هم)-তাদের জান কবয করে নেবে ; الْمَلٰٓئِكَةُ-ফেরেশতারা ; يَضْرِبُوْنَ-আঘাত করতে করতে ; وُجُوْهَهُمْ-(وجوه+هم)-তাদের মুখমণ্ডলে ; وَ-ও ; أَدْبَارَهُمْ-(ادبار+هم)-তাদের পিঠে। ﴿٢٨﴾ ذٰلِكَ-এটা ; بِأَنَّهُمُ-(ب+ان+هم)-এজন্য যে, তারা ; اتَّبَعُوْا-অনুসরণ করেছে ; مَا-এমন বিষয়ের যা ; أَسْخَطَ-অসন্তুষ্ট করেছে ; اللّٰهَ-আল্লাহকে ; وَ-এবং ; كَرِهُوْا-তারা অপছন্দ করেছে ; رِضْوَانَهُ-(رضوان+ه)-তাঁর (আল্লাহর) সন্তুষ্টিকে ; فَأَحْبَطَ-(ف+احبط)-ফলে তিনি নিষ্ফল করে দিয়েছেন ; أَعْمَالَهُمْ-(اعمال+هم)-তাদের সকল কর্ম।

৩৬. অর্থাৎ তারা ইসলামের শত্রুদের সাথে ভেতরে ভেতরে ষড়যন্ত্র করে এসেছে, যদিও তারা প্রকাশ্যে ঈমান এনে মুসলমানদের দলে শামিল হয়েছে। তারা ইসলামের শত্রুদেরকে এ প্রতিশ্রুতিও দিয়ে আসছে যে, আমরা মুসলমানদের দলে শামিল হলেও কিছু কিছু ব্যাপারে তোমাদেরকে সাহায্য-সহযোগিতা অবশ্যই করবো।

৩৭. অর্থাৎ মুনাফিকরা দুনিয়াতে নিজেদের স্বার্থ রক্ষা এবং মুসলমান ও কাফিরদের মধ্যকার যুদ্ধে নিজেদের জান-মাল রক্ষা করার জন্যই উভয় দলের সাথে হাত রাখার কৌশল অবলম্বন করে। কিন্তু মৃত্যুর পর তারা আল্লাহর হাত থেকে তো বাঁচতে পারবে না। মৃত্যুর সময় যখন ফেরেশতারা তাদের মুখমণ্ডল ও পিঠে আঘাত করতে করতে তাদের 'রূহ' নিয়ে যাবে তখন তো তারা কিছুই করতে পারবে না। এ আয়াত থেকে প্রমাণিত হয়ে যায় যে, মৃত্যুর পর থেকেই কাফির-মুনাফিকদের আযাব শুরু হয়ে যাবে। এ থেকে কবর জীবনের আযাব হওয়া প্রমাণিত হয়।

৩৮. অর্থাৎ মুসলমান সেজে তারা যেসব নেক কাজ-কর্ম করেছে এবং দুনিয়ার মানুষের কাছে সেসব কাজ নেক কাজ বলে পরিচিত হয়েছে, তা সবই নিষ্ফল করে দিয়েছেন। কেননা তারা মুসলমান হয়েও আল্লাহ, ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহর সাথে আন্তরিকতা ও বিশ্বাসের আচরণ দেখায়নি এবং দুনিয়াবী স্বার্থ রক্ষার জন্য ইসলামের শত্রুদের সাথে গোপনে হাত মিলিয়েছে। আর তারা জিহাদের নির্দেশ আসার পর নিজেদের জানমাল রক্ষা করার জন্য পেরেশান হয়ে পড়েছে।

কুফর ও ইসলামের দ্বন্দ্বে যার সমবেদনা, সমর্থন, ইসলাম ও মুসলমানদের পক্ষে নয়, বরং কুফরী ব্যবস্থার পক্ষে ; তার কোনো নেক আমলই গ্রহণযোগ্য হবে না। শুধু তা-ই নয়, এমন লোকের ঈমানও আল্লাহর কাছে গৃহীত হবে না।

৩য় রুকূ' (২০-২৮ আয়াত)-এর শিক্ষা

১. মুসলিম পরিচয়ে মুসলিম সমাজের অন্তর্গত অনেক লোক রয়েছে, যারা ইসলামকে একটি অনুষ্ঠান সর্বস্ব ধর্ম মনে করে।

২. ইসলাম তথাকথিত অনুষ্ঠান সর্বস্ব ধর্মমাত্র নয় ; বরং ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা।

৩. পূর্ণাঙ্গ মুসলমান হতে হলে ইসলামের বিধি-বিধানগুলোকে পূর্ণাংগভাবে মেনে চলতে হবে।

৪. আল কুরআন-ই হলো ইসলামের সকল বিধি-বিধানের মূল উৎস, আর মুহাম্মদ স.-এর জীবন হলো তার বাস্তব প্রতিমূর্তি।

৫. যারা ইসলামের ঝুঁকিবিহীন বিধানগুলোকে মেনে চলে, আর ঝুঁকিপূর্ণ বিধানগুলোকে মানতে রাজী নয়, তাদের ঈমানের দাবি প্রশ্নবিদ্ধ।

৬. যারা ইসলাম ও কুফরের দ্বন্দ্বে নিজেকে নিরাপদ রেখে উভয় দল থেকে নিজেদের স্বার্থ সংরক্ষণ করতে চায় তারা মুনাফিক।

৭. আখেরাতে মুনাফিকদের ঠিকানা হবে জাহান্নামের সর্বনিম্ন স্তরে।

৮. মুসলমানদের সুসময়ে তারা ইসলামের সপক্ষের মানুষ ; আর যখন মুসলমানদের জানমালের

ওপর কোনো বিপদ আসে, তখন তারা নিরাপদ দূরত্বে গিয়ে স্থান নেয় এবং শত্রুদলের সাথে গোপন ষড়যন্ত্র করে।

৯. প্রকৃত মু'মিন হতে হলে সকল অবস্থায় ইসলাম ও মুসলমানদের প্রতি সক্রিয় সমর্থন থাকতে হবে।

১০. দুর্বল ঈমান, স্বার্থপর মানসিকতা এবং অনুন্নত নৈতিক চরিত্রের লোকদের হাতে শাসন ক্ষমতা প্রদত্ত হলে তারা পৃথিবীতে বিপর্যয় ডেকে আনবে এবং নিজেদের মধ্যকার আত্মীয়তা সম্পর্ক ছিন্ন করবে।

১১. যারা জেনেশুনে নিজেদের অপকর্ম দ্বারা ইসলাম ও মুসলমানদের দুর্নাম রটায়, তাদের ওপর আল্লাহ লা'নত করেন।

১২. উল্লেখিত লোকেরাই আল্লাহর লা'নতে চোখ থাকা সত্ত্বেও অন্ধ এবং কান থাকা সত্ত্বেও বধির হিসেবে আল্লাহর দরবারে নীত হবে।

১৩. যারা আল্লাহর কিতাব থেকে নিজেদের জীবন-নির্দেশ সংগ্রহ করতে আদৌ রাজী নয়, তাদের অন্তরে আল্লাহ তালা লাগিয়ে দেন, ফলে তাদের হিদায়াত লাভের পথ চিরতরে রুদ্ধ হয়ে যায়।

১৪. শয়তানই মুনাফিকদের সামনে দুনিয়ার জীবনকে শোভন করে দেখায় এবং মিথ্যা প্রলোভন দেখিয়ে ইসলাম থেকে দূরে নিয়ে যায়।

১৫. মুনাফিকরা বিপদ দেখলে ইসলামের শত্রুদের সাথে হাত মেলায় এবং ইসলামের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে।

১৬. জিহাদই হলো ঈমান যাঁচাইয়ের কষ্টিপাথর। জিহাদ দ্বারাই চিহ্নিত হয়ে যায় ঈমানের দাবিতে কারা সত্য আর কারা মিথ্যা।

১৭. মুনাফিকরা আল্লাহর পাকড়াও থেকে বাঁচতে পারবে না। ফেরেশতারা তাদের মুখমণ্ডলে ও পিঠে আঘাত করতে করতে তাদের জান কবয্ করবে।

১৮. মৃত্যুর সময় থেকেই অপরাধীদের শাস্তি শুরু হয়ে যাবে। কিয়ামত সংঘটিত হওয়ার পর শেষ বিচারে তাদেরকে চিরস্থায়ী জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।

১৯. মুনাফিকদের এ শাস্তির কারণ হলো—তারা আল্লাহর সন্তুষ্টিকে উপেক্ষা করে, আল্লাহর অসন্তুষ্টি উৎপাদনকারী বিষয়ের অনুসরণ করেছে।

❑

সূরা হিসেবে রুকূ'-৪
পারা হিসেবে রুকূ'-৮
আয়াত সংখ্যা-১০

﴿٢٩﴾ أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ أَن لَّن يُخْرِجَ اللَّهُ أَضْغَانَهُمْ ۝

২৯. যাদের অন্তরে রোগ আছে, তারা কি মনে করে নিয়েছে যে, আল্লাহ তাদের মনের হিংসা-বিদ্বেষ কখনো প্রকাশ করবেন না।

﴿٣٠﴾ وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَاكَهُمْ فَلَعَرَفْتَهُم بِسِيمَاهُمْ ۚ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ ۚ

৩০. আর আমি যদি চাইতাম, তাহলে অবশ্যই আপনাকে তাদের পরিচয় জানিয়ে দিতাম, ফলে তাদের চেহারার চিহ্ন থেকেই আপনি তাদেরকে চিনে নিতেন এবং আপনি অবশ্য অবশ্যই তাদেরকে চিনতে পারবেন (তাদের) কথার সুরে

وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَالَكُمْ ﴿٣١﴾ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّىٰ نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنكُمْ وَالصَّابِرِينَ

আর আল্লাহ তোমাদের কর্মকাণ্ড ভালো করেই জানেন। ৩১. আর আমি অবশ্য অবশ্যই তোমাদেরকে পরীক্ষা করবো, যে পর্যন্ত না আমি তোমাদের মধ্যকার (আল্লাহর পথের) সংগ্রামীদের এবং ধৈর্যশীলদের পরিচয় প্রকাশ করে দেই ;

﴿٢٩﴾ أَمْ-কি ; حَسِبَ-মনে করে নিয়েছে ; الَّذِيْنَ-তারা ; فِيْ قُلُوْبِهِمْ-যাদের অন্তরে আছে ; مَّرَضٌ-রোগ ; أَنْ-যে ; لَّنْ يُّخْرِجَ-কখনো প্রকাশ করবেন না ; اللّٰهُ-আল্লাহ ; أَضْغَانَهُمْ-(اضغان+هم)-তাদের মনের হিংসা-বিদ্বেষ। ﴿٣٠﴾ وَ-আর ; لَوْ-যদি ; نَشَاءُ-আমি চাইতাম ; لَأَرَيْنٰكَهُمْ-(لارينا+ك+هم)-তাহলে আপনাকে তাদের পরিচয় জানিয়ে দিতাম ; فَلَعَرَفْتَهُمْ-(ف+لعرفت+هم)-ফলে তাদেরকে আপনি চিনে নিতেন ; بِسِيْمٰهُمْ-তাদের চেহারার চিহ্ন থেকেই ; وَ-এবং ; لَتَعْرِفَنَّهُمْ-(لتعرفن+هم)-আপনি অবশ্য অবশ্যই তাদেরকে চিনতে পারবেন ; فِيْ لَحْنِ-সুরে ; الْقَوْلِ-(তাদের) কথার ; وَ-আর ; اللّٰهُ-আল্লাহ ; يَعْلَمُ-ভালো করেই জানেন ; أَعْمَالَكُمْ-(اعمال+كم)-তোমাদের কর্মকাণ্ড। ﴿٣١﴾ وَ-আর ; لَنَبْلُوَنَّكُمْ-(لنبلون+كم)-আমি অবশ্য অবশ্যই তোমাদেরকে পরীক্ষা করবো ; حَتّٰى-যে পর্যন্ত না ; نَعْلَمَ-আমি পরিচয় প্রকাশ করে দেই ; الْمُجٰهِدِيْنَ-(আল্লাহর পথের) সংগ্রামীদের ; مِنْكُمْ-তোমাদের মধ্যকার ; وَ-এবং ; الصّٰبِرِيْنَ-ধৈর্যশীলদের ;

وَنَبْلُوَا۟ أَخْبَارَكُمْ ۝٣١ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَشَاقُّوا

আর যাঁচাই করে দেখি তোমাদের অবস্থা। ৩২. নিশ্চয়ই যারা কুফরী করে এবং (অন্যদেরকে) আল্লাহর পথ থেকে ফিরিয়ে রাখে, আর বিরোধিতা করে

الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَىٰ لَن يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا وَسَيُحْبِطُ

রাসূলের—তাদের কাছে সৎপথ প্রকাশিত হওয়ার পরও, তারা কখনো আল্লাহকে কিছুমাত্র ক্ষতি করতে পারবে না ; আর তিনি (আল্লাহ) অবশ্যই নিষ্ফল করে দেবেন

أَعْمَالَهُمْ ۝٣٢ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا تُبْطِلُوا

তাদের সকল কর্মতৎপরতা[৩৯]। ৩৩. হে যারা ঈমান এনেছো, তোমরা আল্লাহর (আদেশের) আনুগত্য করো এবং অনুসরণ করো রাসূলের, আর নষ্ট করে দিও না

أَعْمَالَكُمْ ۝٣٣ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ مَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ

নিজেদের নেককাজগুলোকে[৪০]। ৩৪. নিশ্চয়ই যারা কুফরী করে এবং (অন্যদেরকে) আল্লাহর পথ থেকে ফিরিয়ে রাখে, তারপর মৃত্যুবরণ করে এমতাবস্থায় যে, তারা কাফির

وَ-আর ; نَبْلُوَا-যাঁচাই করে, দেখি ; أَخْبَارَكُمْ-(اخبار+كم)-তোমাদের অবস্থা। ৩২ إِنَّ- নিশ্চয়ই ; الَّذِينَ-যারা ; كَفَرُوا-কুফরী করে ; وَ-এবং ; صَدُّوا-(অন্যদেরকে) ফিরিয়ে রাখে ; عَنْ-থেকে ; سَبِيلِ-পথ ; اللَّهِ-আল্লাহর ; وَ-আর ; شَاقُّوا-বিরোধিতা করে ; الرَّسُولَ-রাসূলের ; مِنْ بَعْدِ-পরও ; مَا تَبَيَّنَ-প্রকাশিত হওয়ার ; لَهُمُ-তাদের কাছে ; الْهُدَىٰ-সৎপথ ; لَنْ يَضُرُّوا-তারা কখনো ক্ষতি করতে পারবে না ; اللَّهَ-আল্লাহকে ; شَيْئًا-কিছুমাত্র ; وَ-আর ; سَيُحْبِطُ-তিনি (আল্লাহ) অবশ্যই নিষ্ফল করে দেবেন ; أَعْمَالَهُمْ-(اعمال+هم)-তাদের সকল কর্মতৎপরতা। ৩৩ يَا أَيُّهَا-হে ; الَّذِينَ-যারা ; آمَنُوا-ঈমান এনেছো ; أَطِيعُوا-তোমরা আনুগত্য করো ; اللَّهَ-আল্লাহর (আদেশের); وَ-এবং ; أَطِيعُوا-অনুসরণ করো ; الرَّسُولَ-রাসূলের ; وَ-আর ; لَا تُبْطِلُوا-নষ্ট করে দিও না ; أَعْمَالَكُمْ-(اعمال+كم)-নিজেদের নেক কাজগুলোকে। ৩৪ إِنَّ-নিশ্চয়ই ; الَّذِينَ-যারা ; كَفَرُوا-কুফরী করে ; وَ-এবং ; صَدُّوا-ফিরিয়ে রাখে (অন্যদেরকে) ; عَنْ-থেকে ; سَبِيلِ-পথ ; اللَّهِ-আল্লাহর ; ثُمَّ-তারপর ; مَاتُوا-মৃত্যুবরণ করে ; وَ- এমতাবস্থায় যে ; هُمْ-তারা ; كُفَّارٌ-কাফির ;

فَلَنْ يَّغْفِرَ اللّٰهُ لَهُمْ ﴿٣٤﴾ فَلَا تَهِنُوْا وَتَدْعُوْٓا اِلَى السَّلْمِ ۖ وَاَنْتُمُ الْاَعْلَوْنَ ۖ وَاللّٰهُ

তবে তাদেরকে আল্লাহ কখনো ক্ষমা করবেন না। ৩৫. অতএব তোমরা সাহস হারিয়ো না এবং সন্ধির প্রতি আহ্বান করো না[৪১], তোমরাই থাকবে বিজয়ী ; আর আল্লাহ

فَلَا ﴿٣٥﴾ فَلَنْ يَّغْفِرَ-তবে কখনো ক্ষমা করবেন না ; اللّٰهُ-আল্লাহ ; لَهُمْ-তাদেরকে। تَهِنُوْا-অতএব তোমরা সাহস হারিয়ো না ; وَ-এবং ; تَدْعُوْٓا-আহ্বান করো না ; اِلَى-প্রতি ; السَّلْمِ-সন্ধির ; وَ-আর ; اَنْتُمُ-তোমরাই থাকবে ; الْاَعْلَوْنَ-বিজয়ী ; وَ-আর ; اللّٰهُ-আল্লাহ ;

৩৯. অর্থাৎ ইসলামের বিরুদ্ধে তারা যেসব ষড়যন্ত্র ও কূট-কৌশল চালিয়ে ইসলামের অগ্রযাত্রাকে রুখে দিতে চাচ্ছে, তা সবই আল্লাহ তা'আলা ব্যর্থ করে দেবেন। তাছাড়া তারা নিজেরা যেসব কাজকে ভালো বা নেককাজ মনে করে চালিয়ে যাচ্ছে সেসব কাজের কোনো ফল তারা আখেরাতে পাবে না ; আল্লাহ তা সবই ধ্বংস করে দেবেন।

৪০. অর্থাৎ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য থেকে ফিরে গিয়ে বা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য ছাড়া কোনো আমলই নেকআমল বলে আল্লাহর দরবারে গণ্য হতে পারে না। সুতরাং সেসব আমলের কোনো প্রতিদানও পাওয়া যাবে না।

৪১. অর্থাৎ সংখ্যা ও সামর্থ্যের দিক থেকে তোমাদের অবস্থান দুর্বল হলেও তোমরা মনোবল হারিয়ে কাফিরদের প্রতি সন্ধির প্রস্তাব দিও না ; বরং নিজেদের মনোবল দৃঢ় রেখে সর্বোচ্চ ত্যাগ ও কুরবানীর জন্য প্রস্তুত থেকো, তাহলে বিজয় তোমাদের-ই হবে।

একথাটি এমন এক সময়ে বলা হয়েছিলো, যখন মুহাজির ও আনসার মিলিয়ে অল্পসংখ্যক মুসলমান মদীনার ক্ষুদ্র জনপদে অবস্থান করে মক্কার শক্তিশালী কুরাইশ গোত্র ও আরবের কাফির-মুশরিকদের মুকাবিলায় দাঁড়িয়েছিলো। এর দ্বারা মুসলমানদের প্রতি এ নিষেধাজ্ঞা জারী করা হয়নি যে, কখনো কাফিরদের সাথে সন্ধি-সমঝোতা করা যাবে না ; বরং মুসলমানদের তখনকার পরিস্থিতিতে মুসলমানদের পক্ষ থেকে কাফিরদের প্রতি সন্ধির প্রস্তাব দিলে, কাফিররা এমনসব শর্ত আরোপ করবে যা কোনোক্রমেই মেনে নেয়া সম্ভব হবে না ; কারণ দুর্বল পক্ষ থেকে সবল পক্ষের প্রতি প্রস্তাবিত সন্ধি দুর্বল পক্ষের স্বার্থের বিপক্ষে যায়। বিপক্ষ শত্রুরা তখন আরো দুঃসাহসী হয়ে উঠে। অতএব সে পরিস্থিতিতে মুসলমানদের দুর্বলতা প্রকাশ না করে মুকাবিলায় দৃঢ়তা প্রকাশ করাই সমিচীন। তবে যদি কাফিরদের পক্ষ থেকে সন্ধির প্রস্তাব দেয়া হয় তাহলে আলোচনা সাপেক্ষে সন্ধি করা যেতে পারে। মুসলমানদের পক্ষ থেকেও সন্ধির প্রস্তাব দেয়া যায়, যদি মুসলমানদের জন্য এতে উপযোগিতা দেখা যায় এবং তাতে মুসলমানদের দুর্বলতার প্রকাশ না ঘটে। মূলকথা হলো, আলোচ্য আয়াতে মুসলমানদের পক্ষ থেকে আদৌ সন্ধির প্রস্তাব দেয়ার নিষেধাজ্ঞা আরোপিত হয়নি।

مَعَكُمْ وَلَنْ يَّتِرَكُمْ اَعْمَالَكُمْ ﴿٣٥﴾ اِنَّمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَّلَهْوٌ ۗ وَاِنْ تُؤْمِنُوْا وَ

তোমাদের সাথেই আছেন ; এবং তিনি কখনো তোমাদের নেক কাজসমূহ কমাবেন না। ৩৬. দুনিয়ার এ জীবন তো শুধুমাত্র খেলাধুলা ও তামাশা[৪২] ; আর যদি তোমরা ঈমান আন এবং

تَتَّقُوْا يُؤْتِكُمْ اُجُوْرَكُمْ وَلَا يَسْـَٔلْكُمْ اَمْوَالَكُمْ ﴿٣٦﴾ اِنْ يَّسْـَٔلْكُمُوْهَا فَيُحْفِكُمْ

তাকওয়া অবলম্বন কর, তবে আল্লাহ তোমাদেরকে তোমাদের বিনিময় দেবেন এবং তিনি তোমাদের কাছে তোমাদের ধন-সম্পদ চাইবেন না[৪৩]। ৩৭. যদি তিনি তোমাদের কাছে তা চান এবং তোমাদেরকে চাপ দিতে থাকেন,

مَعَكُمْ-(مع+كم)-তোমাদের সাথেই আছেন ; وَ-এবং ; لَنْ يَّتِرَكُمْ-তিনি কখনো কমাবেন না ; اَعْمَالَكُمْ-(اعمال+كم)-তোমাদের নেক কাজসমূহ। ৩৬ اِنَّمَا-শুধুমাত্র ; الْحَيٰوةُ-এ জীবন তো ; الدُّنْيَا-দুনিয়ার ; لَعِبٌ-খেলাধুলা ; وَّ-ও ; لَهْوٌ-তামাশা ; وَ-আর ; اِنْ-যদি ; تُؤْمِنُوْا-তোমরা ঈমান আন ; وَ-এবং ; تَتَّقُوْا-তাকওয়া অবলম্বন করো; يُؤْتِكُمْ-তবে আল্লাহ তোমাদেরকে দেবেন ; اُجُوْرَكُمْ-(اجور+كم)-তোমাদের প্রতিদান ; وَ-এবং ; لَا يَسْـَٔلْكُمْ-(لا يسئل+كم)-তিনি তোমাদের কাছে চাইবেন না ; اَمْوَالَكُمْ-(اموال+كم)-তোমাদের ধন-সম্পদ। ৩৭ اِنْ-যদি ; يَسْـَٔلْكُمُوْهَا-(يسئل+كمو+ها)-তিনি তোমাদের কাছে তা চান ; فَيُحْفِكُمْ-(ف+يحف+كم)-এবং তোমাদেরকে চাপ দিতে থাকেন ;

৪২. অর্থাৎ আখেরাতের জীবনই হলো আসল জীবন। দুনিয়ার কয়েকদিনের জীবন মনভুলানো খেল-তামাশা ছাড়া কিছু নয়। এ জীবনের ব্যর্থতা যেমন স্থায়ী নয়, তেমনি এখানকার সফলতাও স্থায়ী নয়। সুতরাং আসল জীবনের সফলতার জন্য কাজ করাই বুদ্ধিমানের কাজ।

৪৩. অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা সকল প্রয়োজন থেকে মুক্ত। তিনি তাঁর নিজের জন্য তোমাদের ধন-সম্পদ চান না। তিনি যা চান, তা তোমাদের উপকারের জন্যই চান। তোমাদেরকে তার প্রতিদান দেয়ার জন্যই চান। আখেরাতে তোমরা সেই প্রতিদানের বদৌলতেই জান্নাত লাভে সমর্থ হবে। অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন— "আমি তোমাদের কাছে নিজের জন্য কোনো জীবনোপকরণ চাই না।" আলোচ্য আয়াতের অর্থ এটাও হতে পারে যে, তোমাদের কাছে তোমাদের সমস্ত ধন-সম্পদ চান না। (কুরতুবী) পরবর্তী আয়াতে এ অর্থের প্রতি ইংগিত রয়েছে। তাতে বলা হয়েছে— "যদি তিনি তোমাদের কাছে তা (ধন-সম্পদ) চান এবং তোমাদের ওপর চাপ দিতে থাকেন তাহলে তোমরা কার্পণ্য করবে"—আয়াতে 'ফা-ইউহ্‌ফিকুম' শব্দের অর্থে 'কোনো কাজে শেষ সীমা পর্যন্ত পৌঁছে যাওয়া' অর্থ নিহিত রয়েছে। অর্থাৎ আল্লাহ যদি তোমাদের ধন-সম্পদ চান এবং তোমাদের শেষ সম্পদটি পর্যন্ত চান, তাহলে তোমরা তা দিতে রাজী হবে না।

تَبْخَلُوا وَيُخْرِجْ أَضْغَانَكُمْ ﴿٣٧﴾ هَٰأَنتُمْ هَٰؤُلَاءِ تُدْعَوْنَ لِتُنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ

তবে তোমরা কার্পণ্য করবে এবং তিনি তোমাদের মনের হিংসা-বিদ্বেষ প্রকাশ করে দেবেন[৪৪]। ৩৮. হাঁ, তোমরাই তো তারা, যাদেরকে ডাকা হচ্ছে যাতে তোমরা আল্লাহর পথে ব্যয় করো;

فَمِنكُم مَّن يَبْخَلُ ۖ وَمَن يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَن نَّفْسِهِ ۚ وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَ

অথচ তোমাদের মধ্যে কতক কৃপণতা করে ; আর যে কৃপণতা করে, তবে সে তো শুধুমাত্র তার নিজের প্রতি-ই কৃপণতা করে ; আর আল্লাহ তো অভাবমুক্ত এবং

أَنتُمُ الْفُقَرَاءُ ۚ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُم ○

তোমরা সবাই (তাঁর) মুখাপেক্ষী ; আর তোমরা যদি মুখ ফিরিয়ে নাও, তবে তিনি তোমাদের ছাড়া অন্য এক জাতিকে স্থলাভিষিক্ত করে দিবেন, অতপর তারা তোমাদের মতো হবে না।[৪৫]

تَبْخَلُوا-তবে তোমরা কার্পণ্য করবে ; وَ-এবং ; يُخْرِجْ-তিনি প্রকাশ করে দেবেন ; أَضْغَانَكُمْ-(اضغان+كم)-তোমাদের মনের হিংসা-বিদ্বেষ। ৩৮ هَٰأَنتُمْ-হাঁ, তোমরাই তো; هَٰؤُلَاءِ-তারা, যাদেরকে ; تُدْعَوْنَ-ডাকা হচ্ছে ; لِتُنفِقُوا-যাতে তোমরা ব্যয় করো; فِي سَبِيلِ-পথে ; اللَّهِ-আল্লাহর ; فَمِنكُمْ-(ف+من+كم)-অথচ তোমাদের মধ্যে; مَّن-কতক ; يَبْخَلُ-কৃপণতা করে ; وَ-আর ; مَن-যে ; يَبْخَلْ-কৃপণতা করে ; فَإِنَّمَا-তবে শুধুমাত্র ; يَبْخَلُ-সে-তো কৃপণতা করে ; عَن-প্রতি-ই ; نَّفْسِهِ-(نفس+ه)-তার নিজের ; وَ-আর ; اللَّهُ-আল্লাহ তো ; الْغَنِيُّ-অভাবমুক্ত ; وَ-এবং ; أَنتُمُ-তোমরা সবাই ; الْفُقَرَاءُ-(তাঁর) মুখাপেক্ষী ; وَ-আর ; إِن-যদি ; تَتَوَلَّوْا-তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও ; يَسْتَبْدِلْ-তবে তিনি স্থলাভিষিক্ত করে দেবেন; قَوْمًا-অন্য এক জাতিকে ; غَيْرَكُمْ-(غير+كم)-তোমাদের ছাড়া ; ثُمَّ-অতপর ; لَا يَكُونُوا-তারা হবে না ; أَمْثَالَكُمْ-(امثال+كم)-তোমাদের মতো।

৪৪. অর্থাৎ আল্লাহ যদি তোমাদের সব সম্পদ চাইতেন তাহলে তোমরা তো তা দিতে কখনো রাজী হতে না ফলে তোমাদের কার্পণ্য, সম্পদ দিতে টাল-বাহানা ইত্যাদি মনের গোপন অপ্রিয় বিষয়গুলো স্বভাবতই প্রকাশ হয়ে পড়তো।

৪৫. অর্থাৎ তোমরা যদি আমার শরীয়তের বিধানগুলো মানতে অস্বীকার করো, তাহলে অন্য একটি জাতিকে তার জন্য তোমাদের স্থলাভিষিক্ত করে দেবো এবং তাদের মাধ্যমে আমার দীন ইসলামকে যতদিন আমি চাইবো দুনিয়াতে বাকী রাখবো, যারা তোমাদের মতো আমার বিধানকে অমান্য করবে না।

৪র্থ রুকূ' (২৯-৩৮ আয়াত)-এর শিক্ষা

১. যাদের অন্তরে 'মুনাফিকী' রয়েছে, তাদের মুনাফিকী একদিন না একদিন প্রকাশ হয়ে পড়ে। আল্লাহ-ই তা প্রকাশ করে দেন।

২. কাফিরদের কুফরী সুস্পষ্ট ও প্রকাশ্য ; কিন্তু মুনাফিকদের মুনাফিকী যদিও প্রকাশ্য নয়, তবে আল্লাহর পথে জান-মাল কুরবানীর নির্দেশের মাধ্যমে যে পরীক্ষা নেয়া হয় তাতেই মুনাফিকী প্রকাশ হয়ে পড়ে। আল্লাহর পথে জান-মাল ত্যাগের বিষয়টা এমন এক কষ্টিপাথর যার দ্বারা মু'মিন-মুনাফিক পরিচয়টা সুস্পষ্ট হয়ে যায়। এর দ্বারা মু'মিনদের ঈমানের মাত্রারও পরিমাপ হয়ে যায়।

৩. কুফরী ও মুনাফিকী দ্বারা আল্লাহ তা'আলার (বিন্দুমাত্র) ক্ষতিও হয় না ; যারা এসবে লিপ্ত রয়েছে তাদেরই দুনিয়া আখেরাত বরবাদ হয়ে যায়।

৪. যারা নিজেরা আল্লাহর বিধান মানে না এবং অন্যদের তাঁর বিধান মানার পথে প্রকাশ্যে ও বিভিন্ন কৌশলে বাধা সৃষ্টি করে, তারাও আল্লাহর কোনো ক্ষতি করতে কখনো সক্ষম হবে না।

৫. আল্লাহদ্রোহীদের সকল বিদ্রোহী তৎপরতা এবং যেসব কাজকে তারা ভালো কাজ মনে করে সম্পাদন করেছে সবই আল্লাহ নিষ্ফল করে দেবেন।

৬. আল্লাহ ও রাসূলের পূর্ণাঙ্গ আনুগত্য ছাড়া কোনো নেক আমলের প্রতিদান পাওয়া যাবে না। সুতরাং নেককাজের প্রতিদান পাওয়ার পূর্বশর্ত আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের পূর্ণাঙ্গ আনুগত্য করা।

৭. আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্যহীন অবস্থায় অর্থাৎ ঈমানহীন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করলে আখেরাতে আল্লাহর পক্ষ থেকে ক্ষমা পাওয়া যাবে না।

৮. বাতিলের পার্থিব শক্তি-সামর্থ্য যত প্রবলই হোক না কেনো, তাতে মু'মিনদের সাহস-হিম্মত হারানো উচিত নয় ; কারণ মু'মিনদের সাথে আল্লাহ আছেন।

৯. মু'মিনদের কোনো পরাজয় নেই ; দুনিয়াতে সাময়িক বিপর্যয় চূড়ান্ত পরাজয়ের সমার্থক নয় ; চূড়ান্ত জয়-পরাজয় নির্ধারিত হবে আখেরাতে, আর সেখানে বিজয় মু'মিনদের জন্যই নির্দিষ্ট।

১০. দুনিয়ার জীবন খেল-তামাশা ছাড়া কিছু নয়—এটা মৃত্যুর সাথে সাথেই বোধগম্য হবে।

১১. ঈমান ও তাকওয়া বা আল্লাহর ভয়যুক্ত সৎকর্মই চূড়ান্ত বিজয়ের মৌলিক উপাদান। দুনিয়ার ধন-সম্পদ ও প্রভাব-প্রতিপত্তি আখেরাতে কোনো কাজেই আসবে না, যদি না তা আল্লাহর পথে ব্যয় হয়। আল্লাহর পথে যে ধন-সম্পদ ব্যয়িত হয়, তাতে আল্লাহর কোনো লাভ নেই ; আখেরাতের কঠিন সময়ে তা ব্যয়কারীর-ই কাজে লাগবে।

১২. আল্লাহ সাধ্যের বাইরে তাঁর পথে ব্যয় করতে মানুষকে বাধ্য করেন না—যতটুকু সহজসাধ্য ততটুকুই ব্যয় করতে বলেন। আল্লাহর পথে ব্যয় করতে কৃপণতা করলে তার কুফল নিজেকেই ভোগ করতে হবে। কেননা সে কৃপণতা তার নিজের জন্য কৃপণতা হিসেবে সাব্যস্ত হবে।

১৩. আল্লাহ মানুষের ধন-সম্পদ, ইবাদাত-আনুগত্য কোনো কিছুরই মুখাপেক্ষী নন, এসব কিছু মানুষেরই কাজে লাগবে। আল্লাহ সকল প্রয়োজন থেকে মুক্ত ; মানুষই সার্বক্ষণিক তাঁর মুখাপেক্ষী।

১৪. মুসলিম জাতি যদি আল্লাহর দীন প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব পালনে বিমুখ হয়, তবে অন্য কোনো জাতিকে দীন প্রতিষ্ঠার দায়িত্বে নিয়োজিত করবেন এবং তাঁর দীনকে বিজয়ী করবেন।

❐

সূরা আল ফাত্‌হ-মাদানী

আয়াত ঃ ২৯

রুকূ' ঃ ৪

নামকরণ

সূরার প্রথম আয়াতেই 'ফাত্‌হান' শব্দটি রয়েছে ; তা থেকেই সূরার নাম গৃহীত হয়েছে। 'ফাত্‌হান' অর্থ বিজয়। এ সূরায় মুসলমানদের সেই মহান বিজয় সম্পর্কে 'ফাত্‌হান মুবীনা' বা 'সুস্পষ্ট বিজয়' বলে আখ্যায়িত করেছেন। এ দিক থেকে সূরার 'আল ফাত্‌হ' নামটি সূরাতে আলোচিত বিষয়ের শিরোনামও বটে।

নাযিলের সময়কাল

সাহাবায়ে কিরাম, তাবেয়ী এবং তাফসীর বিশারদদের অধিকাংশের মতে ৬ষ্ঠ হিজরীর যুলকা'দ মাসে মক্কার কাফিরদের 'সুলহে হুদায়বিয়া' তথা হুদায়বিয়ার সন্ধিচুক্তি সম্পাদনের পর মদীনায় ফিরে যাওয়ার পথে সূরা আল ফাত্‌হ নাযিল হয়েছে।

আলোচ্য বিষয়

এ সূরার মূল আলোচ্য বিষয় হুদায়বিয়ার সন্ধি। সূরার শুরুতে আল্লাহ তা'আলা এ চুক্তিকে মুসলমানদের এক সুস্পষ্ট বিজয় হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। অতপর এ চুক্তি সম্পাদনের কারণে মুসলমানদের অন্তরে যে সাময়িক মনোকষ্টের উদ্ভব হয়েছিলো তা দূর করার জন্য মুসলমানদেরকে সান্ত্বনা দান করেছেন। বলা হয়েছে যে, বাহ্যিক দৃষ্টিতে এ সন্ধি যদিও মুসলমানদের জন্য অপমানজনক মনে হচ্ছে, কিন্তু এ সন্ধির পরিণাম ফল অত্যন্ত শুভ, যা তারা সময়ের পরিবর্তনে বুঝতে সক্ষম হয়েছে। এরপর উল্লেখ করা হয়েছে যে, এ সন্ধির মাধ্যমেই একটি চরম উত্তেজনাকর পরিস্থিতিতে মুসলমানদের অন্তরে প্রশান্তি সৃষ্টি করে দিয়েছেন।

অতপর আলোচনা করা হয়েছে যে, এ সন্ধির ফলে পরবর্তী সময়ে মুসলমানরা কল্যাণ লাভে সমর্থ হয়ে এবং আল্লাহর রাসূলের কৃত এ সন্ধির প্রতি নিঃশর্ত আনুগত্যের কারণে পরকালীন জীবনে শুভ পরিণামের অধিকারী হবে।

এ সন্ধির ফলে কাফির-মুশরিক ও মুনাফিকদের দুনিয়া ও আখেরাতের অকল্যাণ সম্পর্কেও এ সূরায় আলোচনা করা হয়েছে। বাহ্যিক দৃষ্টিতে এ চুক্তি কাফির-মুশরিকদের পক্ষে কল্যাণকর মনে হলেও মূলতঃ এর দ্বারা তাদের পরাজয় হয়েছে, যা তারা সময়ের পরিক্রমায় বুঝতে পেরেছে, যার কারণে তারাই এ চুক্তি প্রথমে ভঙ্গ করেছে। এ পর্যায়ে কাফির-মুশরিকদের পরকালীন জীবনে নির্ধারিত কঠিন শাস্তির কথাও এ সূরায় আলোচনা করা হয়েছে।

এরপর বলা হয়েছে যে, আল্লাহর রাসূলের হাতে হাত রেখে মুসলমানরা যে শপথ গ্রহণ করেছে, তা আল্লাহর হাতে হাত রেখে শপথ করার শামিল। সুতরাং এ শপথ

ভঙ্গের পরিণাম অত্যন্ত ভয়াবহ। আর যারা এ শপথকে যথাযথভাবে পূর্ণত্ব দেবে, তাদের জন্য রয়েছে অনেক বড় পুরস্কার।

দ্বিতীয় রুকূ'তে ঈমানের দাবীদার সেসব বদ্দু আরবদের কথা আলোচনা করে তাদের অসুস্থ মানসিকতাকে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে এবং এ পর্যায়ে তাদের অশুভ পরিণাম সম্পর্কে সতর্ক করা হয়েছে।

অতপর সুবিধাবাদী গোষ্ঠীর মনোভাব ও তাদের পরিণাম সম্পর্কে আলোচনা করে তাদেরকে সতর্ক করে দেয়া হয়েছে। এসব লোক গনীমত তথা স্বার্থ লাভের সম্ভাবনা দেখলে এগিয়ে আসে এবং বিপদের আশংকায় পিছু হটে। এ জাতীয় লোকদেরকে কোনো অভিযানে সাথে না রাখার জন্যও আল্লাহ তাঁর রাসূলকে নির্দেশনা করেছেন। কারণ এসব লোকের মুখের কথা ও মনের কথা এক নয়। এদের মৌখিক ঈমান যে গ্রহণযোগ্য নয় সে কথাও সূরায় উল্লেখিত হয়েছে। বলা হয়েছে যে, এদের পরিচয় তখনই সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে, যখন এদেরকে কোনো কঠিন মুকাবিলার কথা বলা হবে। আখেরাতে এদের পরিণামও কাফিরদের মতো হবে বলেও রায় ঘোষিত হয়েছে।

অতপর অন্ধ, বিকলাঙ্গ ও রোগাক্রান্তদের জন্য জিহাদে অংশগ্রহণ থেকে বিরত থাকার অনুমতি দান করা হয়েছে।

তৃতীয় রুকূ'তে বাইয়াতে রিদওয়ান সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। বলা হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা মু'মিনদের মনের অবস্থা জানতেন, তারা আপনার হাতে হাত দিয়ে যে শপথ নিয়েছে, তার জন্য আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন। তাদের পুরস্কার হিসেবে তাদেরকে বিজয় দান করেছেন এবং তাদের অন্তরে প্রশান্তি দান করেছেন। তিনি তাদেরকে অঢেল গনীমত লাভের প্রতিশ্রুতি দান করেছেন যা তারা অচিরেই লাভ করবে। তিনি তাদের ওপর শত্রুর উত্তোলিত হাতকে নামিয়ে দিয়ে সহজে সঠিক পথ লাভের সুযোগ করে দিয়েছেন।

অতপর সন্ধির সুফল সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে এবং এ মুহূর্তে কাফিরদের সাথে মুকাবিলা হলে, তার মন্দ ফলাফলের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলা হয়েছে যে, এ সন্ধির মাধ্যমে মুসলমানদের সুস্পষ্ট বিজয় অর্জিত হয়েছে। কাফিরদের ওপর মুসলমানদের আধিপত্য এ সন্ধির মাধ্যমেই অর্জিত হয়েছে।

এরপর বলা হয়েছে যে, যেসব কাফির মুশরিক মুসলমানদেরকে মসজিদে হারামে প্রবেশে বাধা দিয়েছে, আল্লাহ চাইলে তোমাদের মাধ্যমে তাদেরকে ধ্বংস করে দিতে পরতেন, কিন্তু মক্কায় এমন কিছু মু'মিন বান্দা রয়েছে, যাদেরকে মু'মিন হিসেবে তোমরা জান না ; তোমরা নিজেদের অজান্তেই কাফিরদেরকে তাদের সহই পিষে ফেলতে। এ কারণেও আল্লাহ তোমাদেরকে মুকাবিলা থেকে বিরত রেখেছেন এবং এটা সন্ধির মাধ্যমেই সম্ভব হয়েছে।

চতুর্থ রুকূ'তে বলা হয়েছে যে, নবী-রাসূলগণ যে স্বপ্ন দেখেন, তা সত্য স্বপ্ন এবং তা ওহীর একটি প্রকার। সুতরাং রাসূলুল্লাহ সা.-এর কা'বা ঘর যিয়ারত তথা উমরা করার

স্বপ্ন কোনো মিথ্যা বা অমূলক নয়। ইনশাআল্লাহ্ পরবর্তী বছর পূর্ণ নিরাপত্তা সহকারে আল্লাহর নবী ও মু'মিনগণ উমরা করার সুযোগ পাবে। আর সেই নিরাপত্তা এবং কা'বা যিয়ারতের সুযোগও সন্ধি-চুক্তির ফলেই সম্ভব হয়েছে। সুতরাং হুদায়বিয়ার সন্ধিচুক্তি আল্লাহর নবী ও মুসলমানদের জন্য একটি সুস্পষ্ট মহান বিজয়।

অতপর বলা হয়েছে যে, আল্লাহ তাঁর রাসূলকে হিদায়াত ও সত্য জীবনব্যবস্থা সহকারে পাঠিয়েছেন, যাতে করে তিনি অন্য সকল জীবনব্যবস্থার ওপর আল্লাহর দেয়া সত্য জীবনব্যবস্থাকে বিজয়ী ও সুপ্রতিষ্ঠিত করে দেন। রাসূল পাঠানোর উদ্দেশ্য যে এটাই সেই জন্য আল্লাহর সাক্ষ্যই যথেষ্ট। স্বয়ং আল্লাহ্ যার সাক্ষী তার জন্য অন্য কোনো সাক্ষ্যের প্রয়োজন নেই।

অবশেষে রাসূলের অনুসারী মু'মিনদের বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করে বলা হয়েছে যে, মু'মিনরা কুফরী শক্তির বিরুদ্ধে হবে আপোষহীন, কিন্তু নিজেদের মধ্যে পরস্পরের প্রতি তারা হবে অত্যন্ত দয়ার্দ্র হৃদয়। তারা হবে নামায আদায়কারী এবং আল্লাহর হুকুম পালনে এবং তাঁর সন্তুষ্টি কামনায় সদা তৎপর। তাদের চেহারায় তথা তাদের সকল কাজ-কর্মে আল্লাহর আনুগত্যের চিহ্ন বর্তমান থাকবে। অর্থাৎ তাদের প্রকাশ্য কাজ-কর্মেও আল্লাহর আনুগত্যহীনতার কোনো চিহ্ন থাকবে না। মু'মিনদের এ বৈশিষ্ট্য তাওরাতেও বর্ণিত হয়েছে। ইন্জিলে মু'মিনদেরকে একটি শস্যক্ষেত ও তার ক্রমবর্ধমান পরিপুষ্টি লাভ ও স্বীয় কাণ্ডের ওপর মজবুত হয়ে দাঁড়ানোর সাথে তুলনা করা হয়েছে। যা দেখে কৃষক অত্যন্ত খুশী হয় ; কিন্তু তাঁর বিদ্রোহী শক্তির মনে কষ্ট হয়। উল্লেখিত বৈশিষ্ট্যের মু'মিনদের জন্য উপসংহারে ঘোষিত হয়েছে মহামূল্যবান ক্ষমা এবং আশাতিরিক্ত পুরস্কারের প্রতিশ্রুতি।

❐

①إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِينًا ②لِّيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنۢبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ

১. (হে নবী !) নিশ্চয়ই আমি আপনাকে বিজয় দান করেছি—এক সুস্পষ্ট বিজয়[১]। ২. যাতে আল্লাহ ক্ষমা করে দেন আপনার সেসব ত্রুটি-বিচ্যুতি যা আগে হয়েছে এবং যা পরে হয়েছে,[২]

① اِنَّا-(হে নবী) নিশ্চয়ই আমি ; فَتَحْنَا- বিজয় দান করেছি ; لَكَ-আপনাকে ; فَتْحًا- এক বিজয় ; مُّبِيْنًا-সুস্পষ্ট। ② لِيَغْفِرَ-যাতে ক্ষমা করে দেন ; لَكَ-আপনার ; اللّٰهُ-আল্লাহ ; مَا-সেসব, যা ; تَقَدَّمَ- আগে হয়েছে ; مِنْ ذَنْبِكَ-(من+ذنب+ك)-আপনার ত্রুটি-বিচ্যুতি ; وَ-এবং ; مَا-যা ; تَاَخَّرَ-পরে হয়েছে ;

১. আল্লাহ তা'আলা এখানে হুদায়বিয়ার সন্ধিকে 'সুস্পষ্ট বিজয়' বলে আখ্যায়িত করেছেন। সাহাবায়ে কিরামের অনেকেই বিশেষত হযরত উমর রা. এ ধরনের সন্ধিচুক্তিতে সম্মত ছিলেন না ; কিন্তু রাসূলুল্লাহ সা. আল্লাহর ইশারায় এ চুক্তিকে মুসলমানদের জন্য সাফল্যের উপায় হিসেবে গ্রহণ করে নেন। এ সন্ধির মাধ্যমেই মক্কা বিজয়ের সূচনা হয়। আল্লাহ তা'আলা এটাকে সুস্পষ্ট বিজয় বলে আখ্যায়িত করেন। সাহাবায়ে কিরাম যদিও তাৎক্ষণিকভাবে এ সন্ধির কল্যাণকারিতা উপলব্ধি করতে সক্ষম হননি, কিন্তু কিছুদিন যেতে না যেতেই এ সন্ধির কল্যাণকারিতা স্পষ্ট হয়ে উঠতে থাকলে তাঁরা বুঝতে সক্ষম হলেন যে, এ সন্ধি প্রকৃতপক্ষেই মুসলমানদের জন্য এক বিরাট বিজয় ছিলো।

নিম্নের আলোচনা থেকে এটা সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে যে, এ সন্ধি মুসলমানদের জন্য এক বিরাট বিজয় ছিলো ঃ

এক ঃ সন্ধির প্রস্তাব এসেছিলো কাফিরদের পক্ষ থেকে। এ প্রস্তাব দানের মধ্য দিয়ে কাফিররা মুসলমানদেরকে এমন একটি পক্ষ বলে মেনে নিয়েছে, যাদের সাথে সন্ধি করা প্রয়োজন। ইতিপূর্বে তারা মুসলমানদেরকে একটি শক্তি বা একটি স্বতন্ত্র জাতি হিসেবে স্বীকৃতি দিতেও রাজী ছিলো না।

দুই ঃ সন্ধির প্রথম শর্ত অনুসারে পরবর্তী দশ বছরের জন্য যুদ্ধ-বিগ্রহ ও পরস্পরের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য ও গোপন তৎপরতা বন্ধ থাকার বিষয়টাও মুসলমানদের জন্য কল্যাণকর হয়েছিলো। এ প্রস্তাব যদি মুসলমানদের পক্ষ থেকে দেয়া হতো তাহলে কাফিররা এটাকে গ্রহণ করতো না, কারণ কাফিররা নিজেদের শক্তি-ক্ষমতার ব্যাপারে অত্যন্ত দাম্ভিক ছিলো। পার্থিব শক্তি-ক্ষমতায় তারা সবল ছিলো। অপরদিকে মুসলমানরা ছিলো এদিক থেকে দুর্বল। সাধারণত বিবদমান দু'টো পক্ষের মধ্যে

অধিকতর দুর্বল পক্ষ থেকে আগত যুদ্ধ-বিরতির প্রস্তাব সবল পক্ষ গ্রহণ করে না। অথচ মুসলমানদের প্রস্তুতির জন্য কিছুদিন যুদ্ধ-বিগ্রহ থেকে মুক্ত থাকা প্রয়োজন ছিলো। আর যুদ্ধ বন্ধ রাখার প্রস্তাব দিয়ে কাফিররাই সেই প্রয়োজন পূরণ করে দিলো।

তিন ঃ সন্ধির দ্বিতীয় শর্ত অনুসারে কোনো ব্যক্তি যদি মক্কা থেকে পালিয়ে মদীনায় রাসূলুল্লাহ সা.-এর কাছে চলে আসে, তাকে মক্কায় ফেরত দিতে হবে। আর কোনো ব্যক্তি মদীনা থেকে পালিয়ে মক্কায় চলে যায় তাহলে তাকে ফেরত দেয়া হবে না। এ শর্ত-ও মুসলমানদের জন্য কল্যাণকর হয়েছিলো। কোনো কাফির মক্কা থেকে পালিয়ে মদীনায় যাওয়ার অর্থ মুসলমান হওয়ার জন্যই মদীনায় যাওয়া। শর্ত অনুসারে তাকে মক্কায় ফেরত পাঠানো আল্লাহ হয়ত তার মুক্তির বিকল্প পথ বের করে দেবেন। কিন্তু যে মদীনা থেকে পালিয়ে মক্কায় যাবে এমন লোক দ্বারা মুসলমানদের কোনো কল্যাণ হবে না। সুতরাং তাকে মদীনায় ফেরত নেয়ার প্রয়োজন নেই। কিছুদিন যেতে না যেতেই এ শর্ত কাফিরদের বিপক্ষে চলে গেছে এবং তারা এ শর্ত বাতিলের প্রস্তাব রেখেছে।

চার ঃ চুক্তির দু'টো শর্ত মুসলমানদের নিকট সবচেয়ে অসহনীয় মনে হয়েছিলো। আর তাহলো ২নং ও ৪নং শর্ত। কিন্তু ২নং শর্তের মতো এটাও মুসলমানদের জন্য কল্যাণকর প্রমাণিত হয়েছিলো।

এ শর্তটি মেনে নেয়াকে মুসলমানরা নিজেদের পরাজয় মনে করেছিলো। তারা মনে করেছিলো যে, সারা আরবের দৃষ্টিতে আমরা ব্যর্থ হয়ে কাফিরদের ইচ্ছা মতো ফিরে যাচ্ছি। তাদের মনে এ প্রশ্নও জেগেছিলো যে, রাসূলুল্লাহ সা. যে মক্কায় গিয়ে বায়তুল্লাহকে তাওয়াফ করতে স্বপ্নে দেখেছিলেন, তার বাস্তবায়ন কোথায় হলো ? আমরা তো এখন তাওয়াফ না করেই ফিরে যাওয়ার শর্ত মেনে নিচ্ছি। রাসূলুল্লাহ সা. এ প্রশ্নের উত্তরে বললেন যে, এ বছরই তাওয়াফ করা হবে, স্বপ্নে এমন কথা তো বলা হয়নি। চুক্তির শর্ত অনুসারে এ বছর না হলেও আগামি বছর তাওয়াফ ইনশাআল্লাহ হবে।

অতপর মুসলমানদের মদীনায় ফিরে যাওয়ার পথে মক্কা থেকে প্রায় ২৫ মাইল দূরবর্তী 'দাজনান' নামক স্থানে—কারো কারো মতে 'কুরাউল গামীম' নামক স্থানে সূরা আল ফাত্হ নাযিল হয়েছে। যার ফলে মুসলমানরা সন্তুষ্ট হয়েছিলেন। তবে কিছুকাল অতিবাহিত হতে না হতেই পূর্বে উল্লিখিত এ সন্ধি-চুক্তির সুফলগুলো একে একে প্রকাশ পেতে শুরু করলো, ফলে এ চুক্তি সম্পাদন যে এক বিরাট বিজয় ছিলো, তাতে মুসলমানদের মনে আর কোনো সন্দেহ থাকলো না।

২. অর্থাৎ আপনাকে বিজয়দান করা হয়েছে এজন্য, যেন আপনার অতীত ও ভবিষ্যত ত্রুটি-বিচ্যুতি ক্ষমা করে দেয়া যায়। নবী-রাসূলগণ গুনাহ থেকে পবিত্র। কুরআন মাজীদে তাদের বেলায় যেসব স্থানে গুনাহ (ذنب) শব্দ প্রয়োগ করা হয়েছে তা তাঁদের উচ্চ মর্যাদার পরিপ্রেক্ষিতে উত্তমের বিপরীত তথা অনুত্তম কাজ বুঝানো হয়েছে। আল্লাহর দৃষ্টিতে নবী-রাসূলদের দ্বারা অনুত্তম কাজও একটি ত্রুটি, যাকে কুরআনের ভাষায় 'যাম্বুন' বা বিচ্যুতি হিসেবে প্রকাশ করা হয়েছে। এখানে 'মা তাকাদ্দামা'

وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا ۝ وَيَنصُرَكَ اللَّهُ

এবং পূর্ণতা দান করেন তাঁর নিয়ামতকে আপনার প্রতি[৩] আর পরিচালিত করেন আপনাকে সরল সঠিক পথে[৪]। ৩. আর (যেন) আপনাকে আল্লাহ্ সাহায্য করেন—

نَصْرًا عَزِيزًا ۝ هُوَ الَّذِي أَنزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوا

বলিষ্ঠ সাহায্য[৫]। ৪. তিনি সেই সত্তা যিনি মু'মিনদের অন্তরে প্রশান্তি নাযিল করেন,[৬] যাতে তারা বাড়িয়ে নিতে পারে

وَ-এবং ; يُتِمَّ-পূর্ণতা দান করেন ; نِعْمَتَهُ-(نعمة+ه)-তাঁর নিয়ামতকে ; عَلَيْكَ-আপনার প্রতি ; وَ-আর ; يَهْدِيَكَ-(يهدى+ك)-পরিচালিত করেন আপনাকে ; صِرَاطًا-পথে ; مُسْتَقِيمًا-সরল-সঠিক।③ وَ-আর ; يَنْصُرَكَ-(ينصر+ك)-(যেন) আপনাকে সাহায্য করেন ; اللهُ-আল্লাহ ; نَصْرًا-সাহায্য ; عَزِيزًا-বলিষ্ঠ।④ هُوَ-তিনি ; الَّذِيْ-সেই সত্তা যিনি ; أَنْزَلَ-নাযিল করেন ; السَّكِيْنَةَ-প্রশান্তি ; فِيْ قُلُوْبِ-অন্তরে ; الْمُؤْمِنِيْنَ-মু'মিনদের ; لِيَزْدَادُوْا-যাতে তারা বাড়িয়ে নিতে পারে ;

দ্বারা নবুওয়াতের পূর্বেকার এবং 'মা তায়াখ্‌খারা' দ্বারা নবুওয়াতের পরবর্তী ত্রুটি-বিচ্যুতি বুঝানো হয়েছে। (মাযহারী)

৩. অর্থাৎ আপনাকে এ বিজয় দানের অপর একটি কারণ হলো—এর মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা আপনার প্রতি তাঁর নিয়ামতকে পূর্ণতা দান করবেন। নিয়ামতকে পূর্ণতা দানের অর্থ মুসলমানদেরকে সকল প্রকার কুফরী শক্তির ভয়-ভীতি মুক্ত করা এবং তাদের নিজ স্থানে ইসলামী জীবনব্যবস্থাকে পরিপূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠিত করার শক্তি-সামর্থ দান করা। যার ফলে মুসলমান দুনিয়াতে মাথা উঁচু করে দাঁড়াবে এবং কুফরী শক্তি মুসলমানদের পদানত থাকবে। যেসব শক্তি আল্লাহর দীনকে বুলন্দ করার চেষ্টায় প্রতিবন্ধক তাদের ফিত্‌না থেকে মুসলমানরা মুক্তি পাবে ; যমীনে আল্লাহর রাজত্ব কায়েম করার উপায়-উপকরণ লাভ করে সেখানে পরিপূর্ণ শান্তির আবাস লাভ করবে।

৪. অর্থাৎ এ সুস্পষ্ট বিজয় দানের মাধ্যমে আপনাকে বিজয় ও সাফল্য লাভের সরল-সঠিক পথে পরিচালিত করবেন, যার ফলে আপনি আপনার ও মু'মিনদের জীবনের মূল লক্ষ্য আল্লাহর সন্তোষ লাভ করার সহজ পথ প্রাপ্ত হবেন।

মানব জীবনের মূল লক্ষ্যই হলো আল্লাহর নৈকট্য ও সন্তোষ লাভ করা। এ নৈকট্য ও সন্তোষ লাভের অসংখ্য স্তর রয়েছে। এক স্তর লাভ করার পর পরবর্তী স্তর অর্জনের প্রয়োজনীয়তা বাকী থাকে, আর সেজন্যই নামাযের প্রত্যেক রাকআতে ফাতিহা পাঠের মাধ্যমে সরল-সঠিক পথ লাভের প্রার্থনা উম্মতকে শিক্ষা দেয়া হয়েছে।

৫. অর্থাৎ এ সন্ধির মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা আপনাকে যে সাহায্য করবেন, তা এমন

إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِمْ ۗ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا

নিজেদের (বিদ্যমান) ঈমানের সাথে আরও ঈমান[৭] ; আর আসমান ও যমীনের বাহিনীসমূহ আল্লাহর-ই জন্য ; এবং আল্লাহ হলেন মহাজ্ঞানী —

اِيْمَانًا-আরও ঈমান ; مَعَ-সাথে ; اِيْمَانِهِمْ-(ايمان+هم)-নিজেদের (বিদ্যমান) ঈমানের ; وَ-আর ; لِلّٰهِ-আল্লাহর-ই জন্য ; جُنُوْدُ-বাহিনীসমূহ ; السَّمٰوٰتِ-আসমান; وَ-ও ; الْاَرْضِ-যমীনের ; وَ-এবং ; كَانَ-হলেন ; اللّٰهُ-আল্লাহ ; عَلِيْمًا-মহাজ্ঞানী ;

বলিষ্ঠ হবে, যার ফলে শত্রুরা অক্ষম হয়ে পড়বে। অথবা এর অর্থ এটাও হতে পারে যে, এ সন্ধির মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা আপনাকে এমন বিরল ও নজীরবিহীন সাহায্য করবেন, যা বাহ্যিক দৃষ্টিতে একটি সাধারণ ও অপমানজনক সন্ধি মনে হলেও সময়ের ব্যবধানে তা একটি চূড়ান্ত বিজয়ে রূপান্তরিত হবে, ইতিপূর্বে যার কোনো নজির নেই।

৬. অর্থাৎ হুদায়বিয়ার সন্ধিচুক্তির আদলে মুসলমানদের যে বিজয় লাভ হয়েছিলো সে জন্যই আল্লাহ তা'আলা মু'মিনদের অন্তরে স্থিরতা, প্রশান্তি ও দৃঢ়চিত্ততা দান করেছিলেন।

রাসূলুল্লাহ সা. স্বপ্নে নির্দেশ পাওয়ার পর কা'বার তাওয়াফ করতে মক্কা যাওয়ার সংকল্প প্রকাশ করার পর মু'মিনরা যদি ভীত হয়ে পড়তো, কিংবা পথিমধ্যে কাফিরদের আক্রমণের সংকল্পের কথা জানতে পেরে হতবুদ্ধি ও অস্থির হয়ে পড়তো এবং সেজন্য তাদের মধ্যে বিশৃংখলা দেখা দিত, তাহলে সন্ধিচুক্তি হতো না, যার ফলে যে বিজয় লাভ হয়েছে তা-ও অর্জিত হতো না। তাছাড়া হুদায়বিয়ায় কাফিরদের পক্ষ থেকে বাধা প্রদান, রাতের অন্ধকারে আকস্মিক হামলা করে উত্তেজিত করে যুদ্ধ বাঁধানোর অপচেষ্টা, হযরত উসমান রা.-এর শাহাদাত-এর গুযব ছড়ানো এবং আবু জানদাল-এর শৃংখলিত ও নির্যাতিত প্রতিমূর্তি মু'মিনদের সামনে হাজির হওয়ায় মু'মিনরা যদি উত্তেজিত হয়ে রাসূলুল্লাহ সা.-এর প্রতিষ্ঠিত শৃংখলা ও সংযম ভঙ্গ করতো, তাহলেও বিজয়ের সম্ভাবনা অংকুরেই নষ্ট হয়ে যেতো। মুসলমানরা এ সময় যে স্থিরতা ও দৃঢ় চিত্ততা আর রাসূলের নেতৃত্বের প্রতি যে আস্থা দেখিয়েছিলো এবং রাসূলের গৃহীত সিদ্ধান্তের যথার্থতা ইসলামের সত্যতা সম্পর্কে তাদের অন্তরে যে ধীরস্থির ও প্রশান্ত অবস্থা সৃষ্টি হয়েছিলো আয়াতে সে দিকেই ইংগীত করা হয়েছে। মুসলমানদের অন্তরের অবস্থা এর ব্যতিক্রম হলে এ বিজয় লাভ সম্ভব হতো না।

৭. এ আয়াত দ্বারা প্রমাণ হয়েছে যে, ঈমান কোনো স্থির বা জড় অবস্থার নাম নয়, বরং তার হ্রাস-বৃদ্ধি ও উঠানামা আছে। কোনো পরীক্ষায় সফলতা দ্বারা ঈমানের ডিগ্রী বাড়ে, আবার সে পরীক্ষায় ব্যর্থতা দ্বারা ঈমানের ডিগ্রী নিচে নেমে যায়। এ বিষয়ে কুরআন মাজীদে একাধিক আয়াত রয়েছে। ইসলাম গ্রহণের পর থেকে মৃত্যু পর্যন্ত

حَكِيمًا ۝ لِّيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَٰتِ جَنَّٰتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا

প্রজ্ঞাময়[৮]। ৫. (তা এজন্য) যাতে তিনি মু'মিন পুরুষ ও মু'মিন নারীদেরকে[৯] (এমন) জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দিতে পারেন যার তলদেশ দিয়ে প্রবাহিত রয়েছে

الْأَنْهَٰرُ خَٰلِدِينَ فِيهَا وَيُكَفِّرَ عَنْهُمْ سَيِّـَٔاتِهِمْ ۚ وَكَانَ ذَٰلِكَ عِندَ اللَّهِ

নহরসমূহ, সেখানে তারা হবে অনন্ত কালের বাসিন্দা, আর তিনি তাদের থেকে মিটিয়ে দেবেন তাদের মন্দ কাজগুলো[১০] আর আল্লাহর কাছে এটাই হলো

حَكِيمًا-প্রজ্ঞাময়। ۝ لِّيُدْخِلَ-(তা এজন্য) যাতে তিনি প্রবেশ করিয়ে দিতে পারেন ; الْمُؤْمِنِينَ-মু'মিন পুরুষ ; وَ-ও الْمُؤْمِنَٰتِ-মু'মিন নারীদেরকে ; جَنَّٰتٍ-(এমন) জান্নাতে; تَجْرِي-প্রবাহিত রয়েছে ; مِن تَحْتِهَا-(من+تحت+ها)-যার তলদেশ দিয়ে ; الْأَنْهَٰرُ-নহরসমূহ ; خَٰلِدِينَ-তারা হবে অনন্তকালের বাসিন্দা ; فِيهَا-(فى+ها)-সেখানে ; وَ-আর ; يُكَفِّرَ-তিনি মিটিয়ে দেবেন ; عَنْهُمْ-(عن+هم)-তাদের থেকে ; سَيِّـَٔاتِهِمْ-(سيات+هم)-তাদের মন্দ কাজগুলো ; وَ-আর ; كَانَ-হলো ; ذَٰلِكَ-এটাই ; عِندَ-কাছে; اللَّهِ-আল্লাহর ;

একজন মু'মিনকে এমন অনেক পরীক্ষার মুখোমুখী হতে হয়। যার মাধ্যমে তার ঈমানের ডিগ্রী বাড়ার সম্ভাবনা বা কমে যাওয়ার আশংকা থাকে। সেসব পরীক্ষায় মু'মিন যদি দীনের প্রতি নিষ্ঠা, ত্যাগ ও কুরবানীর মাধ্যমে ঈমানের সাক্ষ্য দান করতে পারে, তাহলে তার ঈমান প্রবৃদ্ধি ঘটে। আর যদি সেসব পরীক্ষায় সে তা করতে ব্যর্থ হয় তাহলে তার ঈমান স্থবির হয়ে যায় এবং পরপর ব্যর্থতার কারণে তার ঈমানের প্রাথমিক পুঁজিও সংকটাপন্ন অবস্থায় পড়ে যায়।

৮. অর্থাৎ আসমান-যমীনে আল্লাহর এমন বাহিনী আছে যে, তিনি চাইলে মুহূর্তের মধ্যেই কাফিরদেরকে ধ্বংস করে দিতে সক্ষম। তবে আখিরাতে মু'মিনদের মর্যাদা বৃদ্ধির জন্যই কাফিরদের সাথে মু'মিনদের দ্বন্দ্ব-সংঘাতের নীতি গ্রহণ করেছেন। যাতে করে তারা সংগ্রামের মাধ্যমে নিজেদের জন্য আখেরাতে উচ্চতর মর্যাদা লাভ করতে সক্ষম হয়। আর এ ব্যবস্থার মধ্যেই যে তাদের জন্য কল্যাণ রয়েছে, সে ব্যাপারে আল্লাহ বিশাল জ্ঞান ও প্রজ্ঞার অধিকারী।

৯. অর্থাৎ পুরস্কার হিসেবে জান্নাত পাওয়ার অধিকারী শুধু মু'মিন পুরুষরাই নয়, বরং মু'মিন নারীরাও তার অধিকারী হবে। কুরআন মাজীদে সাধারণত মু'মিনদের পুরস্কারের ব্যাপারে উল্লেখ করার সময় নারী-পুরুষ আলাদাভাবে উল্লেখ না করে সম্মিলিতভাবে উল্লেখ করা হয়ে থাকে ; কিন্তু আলাদা করে উল্লেখ করে একথা বুঝানো হয়েছে যে, এ জান্নাত লাভে শুধু পুরুষ নয়, বরং নারীরাও সমানভাবে এ পুরস্কার লাভ

فَوْزًا عَظِيْمًا ۙ﴿٥﴾ وَّيُعَذِّبَ الْمُنٰفِقِيْنَ وَالْمُنٰفِقٰتِ وَالْمُشْرِكِيْنَ وَالْمُشْرِكٰتِ

মহাসাফল্য। ৬. আর তিনি শাস্তি দেবেন মুনাফিক পুরুষ ও মুনাফিক নারী এবং মুশরিক পুরুষ ও মুশরিক নারীদেরকে—

الظَّآنِّيْنَ بِاللّٰهِ ظَنَّ السَّوْءِ ۭ عَلَيْهِمْ دَآئِرَةُ السَّوْءِ ۚ وَغَضِبَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ وَ

যারা আল্লাহ সম্পর্কে মন্দ ধারণা পোষণকারী[১১] ; তাদের ওপর অকল্যাণের আবর্তন হবেই[১২], আর আল্লাহ্‌ তাদের ওপর গযব নাযিল করেছেন এবং

لَعَنَهُمْ وَاَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ ۭ وَسَآءَتْ مَصِيْرًا ﴿٦﴾ وَلِلّٰهِ جُنُوْدُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۭ

তাদেরকে লা'নত করেছেন, আর তাদের জন্য তৈরী করে রেখেছেন জাহান্নাম ; এবং তা অত্যন্ত নিকৃষ্ট গন্তব্য। ৭. আর আসমান ও যমীনের বাহিনীসমূহ আল্লাহর-ই নিয়ন্ত্রণাধীন ;

فَوْزًا-সাফল্য ; عَظِيْمًا-মহা। ⑥ وَّ-আর ; يُعَذِّبَ-তিনি শাস্তি দেবেন ; الْمُنٰفِقِيْنَ-মুনাফিক পুরুষ ; وَ-ও ; الْمُنٰفِقٰتِ-মুনাফিক নারী ; وَ-এবং ; الْمُشْرِكِيْنَ-মুশরিক পুরুষ ; وَ-ও ; الْمُشْرِكٰتِ-মুশরিক নারীদেরকে ; الظَّآنِّيْنَ-যারা পোষণকারী ; بِاللّٰهِ-আল্লাহ সম্পর্কে ; ظَنَّ-ধারণা ; السَّوْءِ-মন্দ ; عَلَيْهِمْ-তাদের ওপর হবেই ; دَآئِرَةُ-আবর্তন ; السَّوْءِ-অকল্যাণের ; وَ-আর ; غَضِبَ-গযব নাযিল করেছেন ; اللّٰهُ-আল্লাহ ; عَلَيْهِمْ-তাদের ওপর ; وَ-এবং ; لَعَنَهُمْ-তাদেরকে লা'নত করেছেন ; وَ-আর ; اَعَدَّ-তৈরী করে রেখেছেন ; لَهُمْ-তাদের জন্য ; جَهَنَّمَ-জাহান্নাম ; وَ-এবং ; سَآءَتْ-তা অত্যন্ত নিকৃষ্ট ; مَصِيْرًا-গন্তব্য। ⑦ وَ-আর ; لِلّٰهِ-আল্লাহর-ই নিয়ন্ত্রণাধীন ; جُنُوْدُ-বাহিনীসমূহ ; السَّمٰوٰتِ-আসমান ; وَ-ও ; الْاَرْضِ-যমীনের ;

করবে। কারণ যেসব মু'মিন ও আল্লাহ ভীরু নারী নিজেদের স্বামী, পুত্র, ভাই ও পিতাকে বিপদের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ার অনুমতি দিয়ে তাদের অনুপস্থিতিতে তাদের বাড়ী-ঘর, সন্তান-সন্ততি ও সহায়-সম্বল সংরক্ষণ করে এবং বিপদের ঝুঁকি গ্রহণ করে তারা নিজেরাও অবশ্যই পুরস্কারের অংশীদার হবে এতে কোনো সন্দেহ থাকার অবকাশ নেই।

১০. অর্থাৎ মানুষ হিসেবে তাদের দ্বারা যেসব ভুল-ত্রুটি হয়েছে, তা এমনভাবে পবিত্র করে দেবেন যাতে জান্নাতে তার কোনো চিহ্ন তাদের মধ্যে দেখা যাবে না। যাতে জান্নাতে তাদেরকে অন্য জান্নাতীদের সামনে লজ্জিত হতে না হয়।

১১. অর্থাৎ মদীনার আশেপাশের মুনাফিক নারী-পুরুষ এবং মক্কার কাফির মুশরিকরা আল্লাহ সম্পর্কে যে কুধারণা পোষণ করতো, তাহলো আল্লাহ তাঁর নবী মুহাম্মাদ সা. ও তাঁর সংগী-সাথী মু'মিনদেরকে সাহায্য করবেন না। তাছাড়া মুনাফিকরা ভেবেছিলো

وَكَانَ اللّٰهُ عَزِيْزًا حَكِيْمًا ۞ اِنَّآ اَرْسَلْنٰكَ شَاهِدًا وَّمُبَشِّرًا وَّنَذِيْرًا ۞ لِّتُؤْمِنُوْا

আর আল্লাহ হলেন পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময়।[১৩] ৮. (হে নবী!) আমি অবশ্যই আপনাকে পাঠিয়েছি সাক্ষ্য দানকারী[১৪] এবং সুসংবাদ দানকারী ও সতর্ককারী হিসেবে[১৫] ; ৯. যাতে (হে মানুষ) তোমরা ঈমান আন

وَ-আর ; كَانَ-হলেন ; اللّٰهُ-আল্লাহ ; عَزِيْزًا-পরাক্রমশালী ; حَكِيْمًا-প্রজ্ঞাময়। ⑧ اِنَّآ-(হে নবী !) আমি অবশ্যই ; اَرْسَلْنٰكَ-(ارسلنا+ك)-আপনাকে পাঠিয়েছি ; شَاهِدًا-সাক্ষ্যদানকারী ; وَ-এবং ; مُبَشِّرًا-সুসংবাদদানকারী ; وَّ-ও ; نَذِيْرًا-সতর্ককারী হিসেবে। ⑨ لِّتُؤْمِنُوْا-যাতে (হে মানুষ) তোমরা ঈমান আন ;

রাসূলুল্লাহ সা. ও তাঁর সাথীরা ওমরা করার জন্য মক্কায় যাত্রা করেছে, তারা কেউ জীবিত ফিরে আসতে পারবে না।

১২. অর্থাৎ যে অকল্যাণ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য যেসব চক্রান্ত তারা এঁটেছিলো, সেসব অকল্যাণ তাদের ওপর আপতিত হবে, এতে কোনো সংশয়ের অবকাশ নেই।

১৩. অর্থাৎ আল্লাহ যেসব কাফিরকে শাস্তি দিতে চান তাদের শাস্তির জন্য আল্লাহ তাঁর বাহিনীসমূহ ব্যবহার করার মতো যথেষ্ট ক্ষমতার অধিকারী। এমন কোনো শক্তি আসমান-যমীনে নেই যে বা যারা নিজেদের ক্ষমতা ও কৌশল দ্বারা আল্লাহর শাস্তিকে প্রতিরোধ করতে পারে।

১৪. সূরায় শুরু থেকে রাসূলুল্লাহ সা. ও তাঁর উম্মতকে—বিশেষ করে 'বাইয়াতে রিদওয়ানে' অংশ গ্রহণকারীদেরকে যেসব নিয়ামত দানের কথা উল্লেখিত হয়েছে, তার দানকারী ছিলেন আল্লাহ এবং দানের মাধ্যম ছিলেন রাসূলুল্লাহ সা.। আলোচ্য আয়াতে তাই আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের হক আদায় এবং তাদের প্রতি সম্মান দেখানোর কথা বলা হয়েছে। এ পর্যায়ে প্রথমে রাসূলুল্লাহ সা.-এর তিনটি মর্যাদার কথা বলা হয়েছে—শাহিদ, মুবাশশির ও নাযীর।

'শাহিদ' অর্থ সাক্ষ্যদানকারী। প্রত্যেক নবী তাঁর উম্মত সম্পর্কে সাক্ষ্য দেবেন যে, তিনি আল্লাহর পয়গাম তাদের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন। তারপর কেউ তাঁর আনুগত্য করেছে আর কেউ নাফারমানী করেছে। একইভাবে রাসূলুল্লাহ সা. তাঁর উম্মতের ব্যাপারে সাক্ষ্য দেবেন। নবী-রাসূলদের এ সাক্ষ্য হবে তাদের নিজ নিজ যমানার লোকদের সম্পর্কে যে—তাঁদের দাওয়াত কে কবুল করেছে এবং কে বিরোধিতা করেছে। এমনিভাবে রাসূলুল্লাহ সা.-এর সাক্ষ্য হবে তার সমসাময়িক লোকদের সম্পর্কে তাছাড়া সমস্ত উম্মতের পাপ-পুণ্য সম্পর্কেও তার সাক্ষ্য গৃহীত হবে। কেননা তাঁর উম্মতের আমল সকাল-সন্ধ্যায় রাসূলুল্লাহ সা.-এর সামনে পেশ করা হয়, তাই তিনি সমস্ত উম্মাহর আমল সম্পর্কে অবহিত হবেন। (কুরতুবী)

بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَتُعَزِّرُوْهُ وَتُوَقِّرُوْهُ ۚ وَتُسَبِّحُوْهُ بُكْرَةً وَّاَصِيْلًا ﴿١٠﴾ اِنَّ الَّذِيْنَ

আল্লাহর প্রতি ও রাসূলের প্রতি এবং তাঁকে সাহায্য কর ও তাঁকে সম্মান কর ; আর সকাল ও সন্ধ্যায় তাঁর তাসবীহ্ পাঠ কর[১৬]। ১০ নিশ্চয়ই যারা

يُبَايِعُوْنَكَ اِنَّمَا يُبَايِعُوْنَ اللّٰهَ ۚ يَدُ اللّٰهِ فَوْقَ اَيْدِيْهِمْ ۚ فَمَنْ نَّكَثَ فَاِنَّمَا يَنْكُثُ

আপনার কাছে আনুগত্যের শপথ নেয়, অবশ্যই তারা আল্লাহর কাছেই আনুগত্যের শপথ নেয়[১৭] ; তাদের হাতের ওপর আল্লাহর হাত[১৮] ; অতপর যে ব্যক্তি শপথ ভঙ্গ করবে তবে সে অবশ্যই ভঙ্গ করবে

بِاللّٰهِ-(ب+الله)-আল্লাহর প্রতি ; وَ-ও ; رَسُوْلِهٖ-(رسول+ه)-তাঁর রাসূলের প্রতি ; وَ-এবং ; تُعَزِّرُوْهُ-(تعزرو+ه)-তাঁকে (রাসূলকে) সাহায্য করো ; وَ-ও ; تُوَقِّرُوْهُ-(توقرو+ه)-তাঁকে সম্মান করো ; وَ-আর ; تُسَبِّحُوْهُ-(تسبحوا+ه)-তাঁর (আল্লাহর) তাসবীহ পাঠ করো ; بُكْرَةً-সকাল ; وَّ-ও ; اَصِيْلًا-সন্ধ্যায়। ⑩ اِنَّ-নিশ্চয়ই ; الَّذِيْنَ-যারা ; يُبَايِعُوْنَكَ-(يبايعون+ك)-আপনার কাছে আনুগত্যের শপথ নেয় ; اِنَّمَا-অবশ্যই ; يُبَايِعُوْنَ-তারা আনুগত্যের শপথ নেয় ; اللّٰهَ-আল্লাহর কাছেই ; يَدُ-হাত ; اللّٰهِ-আল্লাহর ; فَوْقَ-ওপর ; اَيْدِيْهِمْ-(ايدى+هم)-তাদের হাতের ; فَمَنْ-(ف+من)-অতপর যে ব্যক্তি ; نَّكَثَ-শপথ ভঙ্গ করবে ; فَاِنَّمَا-তবে অবশ্যই ; يَنْكُثُ-সে ভঙ্গ করবে ;

১৫. মুবাশ্শির শব্দের অর্থ সুসংবাদদাতা আর নাযীর শব্দের অর্থ সতর্ককারী। রাসূলুল্লাহ সা. উম্মাহর আনুগত্যশীল মু'মিনদেরকে জান্নাতের সুসংবাদ দেবেন এবং কাফির ও পাপাচারীদেরকে জাহান্নামের শাস্তি সম্পর্কে সতর্ক করবেন।

১৬. এখানে 'তুআয্যিরুহু', 'তুওয়াক্কিরুহু' এবং 'তুসাব্বিহুহু' শব্দ তিনটির 'হু' সর্বনাম দ্বয়ের প্রথম দু'টি দ্বারা রাসূলুল্লাহ সা. এবং তৃতীয়টি দ্বারা আল্লাহ বুঝানো হয়েছে বলে একদল তাফসীরবিদের অভিমত। তবে অধিকাংশ মুফাস্সিরের মতে তিনটি সর্বনাম দ্বারাই আল্লাহকে বুঝানো হয়েছে। তাঁদের মতে এ বাক্যের অর্থ হবে "তোমরা আল্লাহকে সাহায্য করো, তাঁকেই সম্মান করো এবং সকাল-সন্ধ্যায় তাঁরই পবিত্রতার ঘোষণা দাও।"

এখানে 'সকাল-সন্ধ্যা' দ্বারা শুধু সকালে ও সন্ধ্যায় বুঝানো হয়নি ; বরং এর অর্থ সার্বক্ষণিক আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা করার কথা বুঝানো হয়েছে।

১৭. এখানে সেই বাইয়াতের কথা বলা হয়েছে, যা হুদায়বিয়া নামক স্থানে সংঘটিত হয়েছিলো। রাসূলুল্লাহ সা. ৬ষ্ঠ হিজরী সনের যুলকাদ মাসে উমরা করার নিয়তে ১৪শ সাহাবীর একটি দল ও ৭০টি কুরবানীর উট সাথে নিয়ে মক্কা থেকে প্রায় ১৩ মাইল দূরত্বে হুদায়বিয়া নামক স্থানে পৌঁছলেন। কাফিরদের পক্ষ থেকে তাঁদেরকে বাধা দেয়ার সিদ্ধান্ত প্রকাশ পেলে উভয় পক্ষের মধ্যে দূতদের মাধ্যমে আলাপ-আলোচনা

عَلٰى نَفْسِهٖ ۚ وَمَنْ اَوْفٰى بِمَا عٰهَدَ عَلَيْهُ اللّٰهَ فَسَيُؤْتِيْهِ اَجْرًا عَظِيْمًا ○

নিজের (অনিষ্টের) জন্য ; আর যে ব্যক্তি পূর্ণ করবে তা, যে ওয়াদা সে আল্লাহর সাথে করেছে[১৯] তবে তিনি অচিরেই তাকে মহাপুরস্কার দান করবেন।

عَلٰى-জন্য ; نَفْسِهٖ-নিজের (অনিষ্টের) ; وَ-আর ; مَنْ-যে ব্যক্তি ; اَوْفٰى-পূর্ণ করবে ; بِمَا-তা, যে ; عٰهَدَ-ওয়াদা সে করেছে ; عَلَيْهُ-সাথে ; اللّٰهَ-আল্লাহর ; فَسَيُؤْتِيْهِ-(ف+سيؤتى+ه)-তবে তিনি অচিরেই তাকে দান করবেন ; اَجْرًا-পুরস্কার ; عَظِيْمًا-মহা।

চলতে থাকে। এক পর্যায়ে রাসূলুল্লাহ সা. উসমান রা-কে মক্কায় পাঠান এবং নিজেদের মক্কায় আসার উদ্দেশ্য সম্পর্কে কাফিরদেরকে অবহিত করেন। কিন্তু কাফিররা বিভিন্ন উস্কানীমূলক তৎপরতা ও গুযব ছড়িয়ে মুসলমানদেরকে যুদ্ধে জড়ানোর প্রচেষ্টা চালায়। এ সময় গুযব ছড়ানো হয় যে, মক্কায় উসমান রা.-কে হত্যা করা হয়েছে। সাহাবায়ে কিরাম এ সময় রাসূলুল্লাহ সা.-এর হাতে বাইয়াত বা শপথ গ্রহণ করেন যে, তাঁরা সবাই নিহত হলেও কাফিরদের সাথে বুঝাপড়া করবেন। আলোচ্য আয়াতে সেদিকেই ইংগীত করা হয়েছে। এটাই 'বাইয়াতে রিদওয়ান' নামে পরিচিত।

১৮. অর্থাৎ তারা যে রাসূলের হাতে হাত রেখে শপথ গ্রহণ করেছে তা ছিলো আল্লাহর প্রতিনিধির হাত। তাই তাদের শপথও ব্যক্তি রাসূলের সাথে ছিলো না, বরং তা ছিলো আল্লাহর সাথে।

১৯. এখানে লক্ষণীয় যে, 'আলাইহু' শব্দটি আরবী ভাষার নিয়মের ব্যতিক্রম ব্যবহৃত হয়েছে। নিয়ম অনুসারে 'আলাইহি' হওয়া উচিত ছিলো। এর দু'টো কারণ আল্লামা আলুসী বর্ণনা করেছেন। (১) 'হু' (ه) সর্বনামটি যে মহান সত্তার পরিবর্তে ব্যবহৃত হয়েছে, তাঁর মহানত্ব ও মর্যাদা প্রকাশের জন্য এ ব্যতিক্রম ব্যবহার হয়েছে। তাই এ ক্ষেত্রে 'আলাইহি' এর পরিবর্তে 'আলাইহু' অধিক উপযুক্ত। (২) 'হু' (ه) সর্বনামটি 'হুয়া' (هُوَ)-এর স্থলে ব্যবহৃত হয়েছে, আর 'হুয়া' সর্বনামের মূল কারক চিহ্ন (اعــراب) হলো পেশ। তাই যেরের পরিবর্তে পেশ ব্যবহার করা হয়েছে, যাতে মূলের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয় এবং পরবর্তী 'আল্লাহ' শব্দটিকে যথার্থ উচ্চারণে মোটা করে আদায় করা যায়।

১ম রুকূ' (১-১০ আয়াত)-এর শিক্ষা

১. হুদায়বিয়ার সন্ধি চুক্তি প্রকৃতপক্ষে মুসলমানদের জন্য এক সুস্পষ্ট বিজয় ছিলো। আর এ চুক্তি আল্লাহর ইংগীতেই সম্পাদিত হয়েছিলো।

২. ইসলামী রাষ্ট্রের শাসনকর্তৃপক্ষ রাষ্ট্রের তথা জনগণের কল্যাণে যে কোনো অমুসলিম রাষ্ট্রের সাথে চুক্তি করতে পারেন। অমুসলিম রাষ্ট্রের সাথে কোনো চুক্তি সম্পাদন করলে এবং জনগণ এর কল্যাণকারিতা অনুধাবন করতে না পারলেও কৃত চুক্তির প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা জনগণের কর্তব্য।

৩. এ চুক্তি সম্পাদিত না হলে উভয় পক্ষের অনেক প্রাণহানীর আশংকা ছিলো। তাই প্রাণহানীর আশংকা থেকে মুক্ত থাকার জন্য এরূপ চুক্তি সম্পাদন অপরিহার্য ছিলো। যে কোনো সময়ে এরূপ পরিস্থিতিতে কোনো অমুসলিম দেশের পক্ষ থেকে সন্ধির প্রস্তাব এলে তা গ্রহণ করা ইসলামী রাষ্ট্রের শাসনকর্তৃপক্ষের জন্য বৈধ।

৪. এ চুক্তিরূপে বিজয় দান করে আল্লাহ তাঁর প্রিয় নবীর চুক্তির আগে-পরের ত্রুটি-বিচ্যুতি ক্ষমা করে দিয়েছেন এবং ইসলামী জীবন বিধান-কে পরিপূর্ণভাবে বিজয়ী আদর্শ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে ঈমানী জীবনের মূল লক্ষ্য আল্লাহর সন্তোষ লাভ করার সুযোগ করে দিয়েছেন।

৫. হুদায়বিয়ার সন্ধি চুক্তি একটি বিরল ও নজির-বিহীন চুক্তি যা বাহ্যিক দৃষ্টিতে মুসলমানদের বিপক্ষে ছিলো ; সময়ের ব্যবধানে তা মুসলমানদের বিজয়ে রূপান্তরিত হয়েছে। এ চুক্তির মাধ্যমে আল্লাহ মু'মিনদের ঈমানকে দৃঢ় করেছেন এবং তাদের অন্তরকে প্রশান্ত করেছেন। ঈমানী জীবনে যেসব পরীক্ষা আসে, তা সত্যিকার মু'মিনের ঈমানে প্রবৃদ্ধি আনয়ন করে।

৬. ঈমান গতিশীল (Dynamic)—এটা জড় বা স্থবির কোনো পদার্থ নয়। এতে ঘাটতি-প্রবৃদ্ধি আছে। আমাদের কোনো কোনো কাজে ঈমানে প্রবৃদ্ধি বা ঘাটতি হয়।

৭. মু'মিনদের প্রতিপক্ষ কাফিরদের অস্তিত্ব এবং তাদের সাথে মুকাবিলার ব্যবস্থা মু'মিনদের ঈমানের পরীক্ষার স্বার্থেই রাখা হয়েছে।

৮. আসমান-যমীনে আল্লাহর এমন অনেক বাহিনী আছে, যাদের দ্বারা আল্লাহ চাইলে কাফিরদেরকে নির্মূল করে দিতে সক্ষম।

৯. আল্লাহ প্রজ্ঞাময় তাই তিনি বিনা পরীক্ষায় মু'মিনদেরকে জান্নাত দিতে চান না ; কারণ বিনা পরীক্ষায় জান্নাত লাভ করলে তা তত সুখের হবে না। পরীক্ষা দিয়ে পাশ করে ফল স্বরূপ যে জান্নাত লাভ হবে, তা হবে অতীব আনন্দদায়ক ও পরিতৃপ্তিকর।

১০. মু'মিনরা চিরসুখময় জান্নাতের চিরস্থায়ী বাসিন্দা হবে, যার তলদেশ দিয়ে চিরপ্রবহমান নহরসমূহ থাকবে। মু'মিন পুরুষ ও মু'মিন নারী উভয়েই এ জান্নাতের অধিকারী হবে।

১১. মু'মিনদের দুনিয়ার জীবনের সকল দোষ-ত্রুটি আল্লাহ ক্ষমা করে দেবেন। তাদের শরীর বা মন-মগজে সেসব দোষ-ত্রুটির চিহ্নও থাকবে না।

১২. মুনাফিক নারী-পুরুষ এবং মুশরিক নারী-পুরুষ—এরা সবাই হবে চির দুঃখময় জাহান্নামের চিরস্থায়ী বাসিন্দা। জাহান্নাম নিকৃষ্টতম ঠিকানা। আল্লাহ এমন পরাক্রমশালী ও প্রজ্ঞাময় যে, তিনি যাদেরকে শাস্তি দেবেন তাদেরকে বাঁচানো বা সে শাস্তি প্রতিরোধের ক্ষমতা কারো নেই।

১৩. মুহাম্মাদ সা. তাঁর সমস্ত উম্মত সম্পর্কে এ সাক্ষ্য দেবেন, তিনি আল্লাহর পক্ষ থেকে যে বাণী তাদের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন, তা কারা মেনে নিয়েছে এবং কারা তা মানতে অস্বীকার করেছে।

১৪. মুহাম্মাদ সা.-এর তিনটি মর্যাদা—(ক) তিনি শাহিদ বা সাক্ষ্যদানকারী, (খ) তিনি মু'মিনদেরকে জান্নাতের সুসংবাদ দানকারী, (গ) তিনি কাফির, মুশরিক ও মুনাফিকদেরকে জাহান্নামের শাস্তি সম্পর্কে সতর্ককারী। মুহাম্মাদ সা.-এর প্রতি অনাবিল ঈমানের মাধ্যমে আল্লাহকে সাহায্য করা, তাঁর সম্মান-মর্যাদার প্রতি গুরুত্ব দেয়া এবং সার্বক্ষণিক তাঁর ঘোষণা নিরত থাকার মধ্যেই মানব জাতির ইহ-পরকালীন কল্যাণ নিহিত।

১৫. আল্লাহর সাথে কৃত অঙ্গীকার পূরণকারীদের জন্য তিনি আশাতীত পুরস্কার রেখেছেন।

❒

সূরা হিসেবে রুকূ'-২
পারা হিসেবে রুকূ'-১০
আয়াত সংখ্যা-৭

⑪ سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلَّفُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ شَغَلَتْنَا أَمْوَالُنَا وَأَهْلُونَا فَاسْتَغْفِرْ لَنَا ج

১১. মরুবাসীদের[20] পেছনে পড়ে থাকা লোকেরা আপনাকে অচিরেই বলবে— 'আমাদের ধন-সম্পদ ও আমাদের পরিবার-পরিজন আমাদেরকে ব্যস্ত করে রেখেছিলো, অতএব আপনি আমাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন

يَقُولُونَ بِأَلْسِنَتِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ ط قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ لَكُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا

তারা নিজেদের মুখ দ্বারা এমন কিছু বলছে, যা তাদের অন্তরে নেই[21] ; আপনি বলুন— তবে (এমন) কে আছে যে তোমাদের জন্য কিছুমাত্র ক্ষমতা রাখে আল্লাহর মুকাবিলায়

⑪ سَيَقُولُ-অচিরেই বলবে ; لَكَ-আপনাকে ; الْمُخَلَّفُونَ-পেছনে পড়ে থাকা লোকেরা; مِنَ الْأَعْرَابِ-(من+الاعراب)-মরুবাসীদের ; شَغَلَتْنَا-আমাদেরকে ব্যস্ত করে রেখেছিলো ; أَمْوَالُنَا-আমাদের ধন-সম্পদ ; وَ-ও ; أَهْلُونَا-আমাদের পরিবার-পরিজন ; فَاسْتَغْفِرْ-(ف+استغفر)-অতএব আপনি ক্ষমা প্রার্থনা করুন ; لَنَا-আমাদের জন্য ; يَقُولُونَ-তারা বলছে ; بِأَلْسِنَتِهِمْ-(ب+السنتهم)-তাদের মুখ দ্বারা ; مَا-এমন কিছু যা ; لَيْسَ-নেই ; فِي قُلُوبِهِمْ-(فى+قلوب+هم)-তাদের অন্তরে ; قُلْ-আপনি বলুন ; فَمَنْ-(ف+من)-তবে (এমন) কে আছে যে ; يَمْلِكُ-ক্ষমতা রাখে ; لَكُمْ-তোমাদের জন্য ; مِنَ-মুকাবিলায় ; اللَّهِ-আল্লাহর ; شَيْئًا-কিছুমাত্র ;

২০. 'মরুবাসী' দ্বারা মদীনার আশেপাশের লোকদেরকে বুঝানো হয়েছে। উমরা করতে যাওয়ার সময় রাসূলুল্লাহ সা. তাদেরকে আহ্বান জানিয়েছিলেন, কিন্তু তারা বিভিন্ন অজুহাতে তাঁর সাথী হওয়া থেকে বিরত থাকে। বিভিন্ন বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, এসব লোক ছিলো আসলাম, মুযাইনা, জুহাইনা, গিফার ও আশজা গোত্রসমূহের অন্তর্ভুক্ত।

২১. অর্থাৎ এসব লোক আপনার উমরা যাত্রায় অংশ না নেয়ার যেসব অজুহাত পেশ করছে সেসব অজুহাত সত্য নয়। তারা তাদের জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনার যে আবেদন জানাচ্ছে তা-ও আন্তরিক অনুশোচনার ফল নয় ; বরং এসব হলো মৌখিক বাহানা মাত্র। তারা রাসূলের আবেদনে সাড়া না দিয়ে যে গুনাহ করেছে, তার অনুভূতি-ও তাদের নেই।

إِنْ أَرَادَ بِكُمْ ضَرًّا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ نَفْعًا ۚ بَلْ كَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ⑪ بَلْ

যদি তিনি তোমাদের কোনো ক্ষতি চান, অথবা তিনি চান তোমাদের কোনো উপকার ? বরং তোমরা যা কর সে সম্পর্কে আল্লাহ্ হলেন পরিপূর্ণভাবে অবহিত[২২] ১২. বরং

ظَنَنْتُمْ أَنْ لَنْ يَنْقَلِبَ الرَّسُولُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَىٰ أَهْلِيهِمْ أَبَدًا وَزُيِّنَ ذَٰلِكَ

তোমরা তো মনে করেছিলে যে, রাসূল ও মু'মিনগণ কখনো তাদের পরিবারবর্গের কাছে ফিরে আসবেন না—কক্ষণো না এবং এটা খুব ভালো লেগেছিলো

فِي قُلُوبِكُمْ وَظَنَنْتُمْ ظَنَّ السَّوْءِ وَكُنْتُمْ قَوْمًا بُورًا ⑫ وَمَنْ لَمْ يُؤْمِنْ

তোমাদের অন্তরে[২৩] এবং তোমরা মনে স্থান দিয়েছো খুব মন্দ ধারণা ; আসলে তোমরা হলে অত্যন্ত মন্দ মানসিকতার লোক[২৪] । ১৩. আর যে ঈমান আনে না

أَنْ-যদি ; أَرَادَ-তিনি চান ; بِكُمْ-তোমাদের ; ضَرًّا-কোনো ক্ষতি ; أَوْ-অথবা ; أَرَادَ-তিনি চান ; بِكُمْ-তোমাদের ; نَفْعًا-কোনো উপকার ; بَلْ-বরং ; كَانَ-হলেন ; اللَّهُ-আল্লাহ ; بِمَا-সে সম্পর্কে যা ; تَعْمَلُونَ-তোমরা কর ; خَبِيرًا-পরিপূর্ণভাবে অবহিত। ⑫ بَلْ-বরং ; ظَنَنْتُمْ-তোমরা তো মনে করেছিলে ; أَنْ-যে ; لَنْ يَنْقَلِبَ-কখনো ফিরে আসবেন না ; الرَّسُولُ-রাসূল ; وَ-ও ; الْمُؤْمِنُونَ-মু'মিনগণ ; إِلَىٰ-কাছে ; أَهْلِيهِمْ-(اهلى+هم)-তাদের পরিবারবর্গের ; أَبَدًا-কক্ষণো না ; وَ-এবং ; زُيِّنَ-খুব ভালো লেগেছিলো ; ذَٰلِكَ-এটা ; فِي قُلُوبِكُمْ-(فى+قلوب+كم)-তোমাদের অন্তরে ; وَ-এবং ; ظَنَنْتُمْ-তোমরা মনে স্থান দিয়েছো ; ظَنَّ-ধারণা ; السَّوْءِ-খুব মন্দ ; وَ-আসলে ; كُنْتُمْ-তোমরা হলে ; قَوْمًا-লোক ; بُورًا-অত্যন্ত মন্দ মানসিকতার। ⑬ وَ-আর ; مَنْ-যে ; لَمْ يُؤْمِنْ-ঈমান আনে না ;

২২. অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলার জ্ঞান সর্বব্যাপক। তিনি তোমাদের কাজকর্ম সম্পর্কে পরিপূর্ণ জ্ঞান রাখেন। তোমাদের কাজকর্ম অনুসারে তোমরা যদি শাস্তি পাওয়ার যোগ্য হয়ে যাও, তাহলে তোমাদের জন্য আমি মাগফিরাতের দোয়া করলেও তাতে তোমাদের শাস্তি মওকূফ হবে না। আর যদি তোমাদের কাজকর্ম শাস্তিযোগ্য না হয় তাহলে আমি তোমাদের জন্য মাগফিরাতের দোয়া না করলেও তোমাদের কোনো ক্ষতি হবে না। আল্লাহ্ তা'আলা সার্বিক ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের অধিকারী, তিনি কারো মুখের কথায় কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন না। আমি তোমাদের মুখে পেশ করা অজুহাত গ্রহণ করে নিয়ে তোমাদের জন্য ক্ষমার আবেদন করলেও তাতে তোমাদের কোনো লাভ হবে না।

২৩. অর্থাৎ তোমরা মনে করেছিলে যে, রাসূল ও তাঁর সাথী মু'মিনরা মক্কায় উমরা

بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ فَاِنَّآ اَعْتَدْنَا لِلْكٰفِرِيْنَ سَعِيْرًا ⑬ وَلِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ

আল্লাহর প্রতি এবং তাঁর রাসূলের প্রতি, তবে আমি অবশ্য এমন কাফিরদের জন্য জাহান্নাম তৈরী করে রেখেছি[২৫]। ১৪. আর আল্লাহর জন্যই নির্ধারিত সার্বভৌমত্ব আসমান

وَالْاَرْضِ ۭ يَغْفِرُ لِمَنْ يَّشَآءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَّشَآءُ ۭ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ○

ও যমীনের ; তিনি যাকে চান ক্ষমা করে দেন এবং যাকে চান শাস্তি দেন, আর আল্লাহ হলেন পরম ক্ষমাশীল পরম দয়ালু[২৬]।

بِاللّٰهِ -(ب+اللّٰه)-আল্লাহর প্রতি ; وَ-এবং ; رَسُوْلِهٖ-(رسول+ه)-তাঁর রাসূলের প্রতি; فَاِنَّآ-(ف+ان+نا)-তবে আমি অবশ্যই ; اَعْتَدْنَا-তৈরী করে রেখেছি ; لِلْكٰفِرِيْنَ-(ل+ال+كفرين)- এমন কাফিরদের জন্য ; سَعِيْرًا-জাহান্নাম। ⑭ وَ-আর ; لِلّٰهِ-(ل+اللّٰه)-আল্লাহর জন্যই নির্ধারিত ; مُلْكُ-সার্বভৌমত্ব ; السَّمٰوٰتِ-আসমান ; وَ-ও ; الْاَرْضِ-যমীনের ; يَغْفِرُ-তিনি ক্ষমা করে দেন ; لِمَنْ-(ل+من)-যাকে ; يَّشَآءُ-চান ; وَ-এবং; يُعَذِّبُ-শাস্তি দেন ; مَنْ-যাকে ; يَّشَآءُ-চান ; وَ-আর ; كَانَ-হলেন ; اللّٰهُ-আল্লাহ ; غَفُوْرًا-পরম ক্ষমাশীল ; رَّحِيْمًا-পরম দয়ালু।

করতে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়ে একটা বোকামীর পরিচয় দিচ্ছে, তারা বুঝতে পারছে না যে, মক্কায় যাওয়া মানেই নিজেদেরকে ধ্বংসের মধ্যে ঠেলে দেয়া। তারা মক্কা থেকে আর জীবিত ফেরত আসতে পারবে না। তোমরা আরও ভেবেছিলে যে, তোমরা তাদের সাথে না গিয়ে বুদ্ধিমানের পরিচয় দিয়েছো—নিজেদেরকে বিপদ থেকে রক্ষা করতে পেরেছো—এসব ভেবে তোমাদের মনে সুখ সুখ অনুভব হচ্ছে।

২৪. অর্থাৎ তোমরা কোনো ভালো কাজের যোগ্য নও ; তোমরা বিকৃত মন-মানসিকতার লোক, তোমাদের উদ্দেশ্য অসৎ তোমরা নিজেরা যেমন ধ্বংসনুখ, তেমনি ধ্বংসকারী।

২৫. অর্থাৎ যারা মুখে মুখে নিজেদেরকে মুসলমান বলে দাবী করে এবং কিছু কিছু ধর্মীয় অনুষ্ঠানও পালন করে ; কিন্তু ইসলাম ও মুসলমানদের ওপর বাতিলের পক্ষ থেকে কোনো আঘাত আসলে তখন নিজেদের ধন-সম্পদ ও প্রাণ নিয়ে নিরাপদ দূরত্বে থাকতে চায়, আর মনে মনে ভাবে যে, তারা বুদ্ধিমানের পরিচয় দিয়েছে, এমন লোকদেরকে আল্লাহ তা'আলা বে-ঈমান ও কাফির বলে আখ্যায়িত করেছেন। এরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি বিশ্বাসে একনিষ্ঠ নয়। এরা নিজেদের জীবন ও সম্পদের ঝুঁকি নিতে রাজী নয়। তবে এদেরকে দুনিয়াতে ইসলাম থেকে খারিজ বলে ঘোষণা দেয়ার প্রয়োজন নেই। আখেরাতে আল্লাহ তা'আলা এদের ব্যাপারে ফায়সালা দেবেন। রাসূলুল্লাহ সা.-ও সেসব লোককে ইসলাম থেকে খারিজ বলে ঘোষণা করেননি এবং তাদের সাথে কাফিরদের মতো আচরণ করেননি।

⑮ سَيَقُولُ الْمُخَلَّفُونَ إِذَا انْطَلَقْتُمْ إِلَىٰ مَغَانِمَ لِتَأْخُذُوهَا ذَرُونَا نَتَّبِعْكُمْ ۖ

১৫. শীঘ্রই পেছনে থেকে যাওয়া লোকেরা বলবে—যখন তোমরা গনীমতের মাল সংগ্রহের জন্য যাবে— 'আমাদেরও অনুমতি দাও, আমরাও তোমাদের সাথে যাবো'[২৭]

يُرِيدُونَ أَنْ يُبَدِّلُوا كَلَامَ اللَّهِ ۚ قُلْ لَنْ تَتَّبِعُونَا كَذَٰلِكُمْ قَالَ اللَّهُ مِنْ قَبْلُ ۖ

তারা আল্লাহর ফরমান বদলে দিতে চায়[২৮], আপনি বলে দিন, তোমরা কখনো আমাদের সাথে যেতে পারবে না, আল্লাহ আগেই তোমাদের সম্পর্কে এরূপ বলে দিয়েছেন ;[২৯]

⑮ سَيَقُولُ-শীঘ্রই বলবে ; الْمُخَلَّفُونَ-পেছনে থেকে যাওয়া লোকেরা ; إِذَا-যখন ; انْطَلَقْتُمْ-তোমরা যাবে ; إِلَىٰ-জন্য ; مَغَانِمَ-গনীমতের মাল ; لِتَأْخُذُوهَا-(لتاخذوا+ها)-সংগ্রহের জন্য ; ذَرُونَا-(ذرو+نا)-আমাদেরকেও অনুমতি দাও ; نَتَّبِعْكُمْ-(نتبع+كم)-আমরাও তোমাদের সাথে যাবো ; يُرِيدُونَ-তারা চায় ; أَنْ يُبَدِّلُوا-বদলে দিতে ; كَلَامَ-ফরমান ; اللَّهِ-আল্লাহর ; قُلْ-আপনি বলে দিন ; لَنْ تَتَّبِعُونَا-তোমরা কখনো আমাদের সাথে যেতে পারবে না ; كَذَٰلِكُمْ-তোমাদের সম্পর্কে এরূপ ; قَالَ-বলে দিয়েছেন ; اللَّهُ-আল্লাহ ; مِنْ قَبْلُ-আগেই ;

২৬. অর্থাৎ এরপরও তোমরা যদি নিজেদের সততা ও নিজেদের নিষ্ঠাপূর্ণ ঈমানের পরিচয় দিতে পারো, তাহলে আল্লাহ অবশ্যই অত্যন্ত ক্ষমাশীল ও করুণাময়। তিনি তোমাদের অপরাধ ক্ষমা করে দেবেন এবং তোমাদের জন্য তৈরী শাস্তি থেকে তোমাদেরকে রেহাই দেবেন।

২৭. অর্থাৎ যারা আজ আপনার উমরার বিপজ্জনক ও ঝুঁকিপূর্ণ সফরে আপনার সাথী হতে বিভিন্ন অজুহাতে অস্বীকার করলো, তারাই নিকট ভবিষ্যতে স্বার্থ হাসিলের সম্ভাবনা দেখে আপনাদের সাথী হওয়ার বায়না ধরবে। আপনি সেসব স্বার্থ শিকারী লোকদেরকে সুস্পষ্ট ভাষায় বলে দেবেন যে, তোমাদের এতে কোনো ভাগ বসানোর সুযোগ নেই। এসব সম্পদ তাদেরই হক যারা অত্যন্ত দুঃসময় জীবনের ঝুঁকি নিয়ে আল্লাহ ও রাসূলের আদর্শকে উর্ধ্বে তুলে ধরেছে।

শীঘ্রই সেসব স্বার্থ শিকারী লোকদেরকে এগিয়ে আসতে দেখা গেলো। হুদায়বিয়ার সন্ধিচুক্তির পর যখন মক্কার কাফিরদের পক্ষ থেকে কোনো বিপদের ঝুঁকি কমে গেলো এবং রাসূলুল্লাহ সা. অতি সহজেই খায়বর অভিযানে বিজয়লাভ করলেন, তখন সেসব স্বার্থ শিকারী লোকেরা বুঝতে পারলো যে, আশেপাশের ইয়াহুদী অঞ্চলসমূহ মুসলমানদের করায়ত্তে চলে আসবে, তখন তারা এগিয়ে এসে বিভিন্ন অভিযানে অংশ নিয়ে গনীমতে ভাগ বসানোর সুযোগ খুঁজতে থাকলো, আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে সে সুযোগ দিতে তাঁর রাসূলকে সুস্পষ্ট ভাষায় নিষেধ করেছেন।

فَسَيَقُولُونَ بَلْ تَحْسُدُونَنَا ۚ بَلْ كَانُوا لَا يَفْقَهُونَ إِلَّا قَلِيلًا ⑯ قُلْ

তখন তারা অবশ্যই বলবে, 'বরং তোমরা আমাদেরকে হিংসা করছ'—আসলে তারা সামান্য কিছু ছাড়া বুঝেই না। ১৬ আপনি বলে দিন

لِّلْمُخَلَّفِينَ مِنَ الْأَعْرَابِ سَتُدْعَوْنَ إِلَىٰ قَوْمٍ أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ

বেদুইনদের মধ্য থেকে পেছনে থেকে যাওয়া লোকদেরকে—'অচিরেই তোমাদেরকে এমন এক কওমের সাথে (যুদ্ধ করতে) ডাকা হবে, যারা অত্যন্ত শক্তিশালী

تُقَاتِلُونَهُمْ أَوْ يُسْلِمُونَ ۖ فَإِن تُطِيعُوا يُؤْتِكُمُ اللَّهُ أَجْرًا حَسَنًا ۖ وَإِن تَتَوَلَّوْا

তোমরা তাদের সাথে যুদ্ধ করতে থাকবে অথবা তারা মুসলমান হয়ে যাবে[৩০] ; অতপর তোমরা যদি (তা) মেনে নাও, তবে তোমাদেরকে আল্লাহ উত্তম পুরস্কার দান করবেন ; আর যদি তোমরা পৃষ্ঠ প্রদর্শন কর

فَسَيَقُولُونَ-(ف+سيقولون)-তবে তারা অবশ্যই বলবে ; بَلْ-বরং ; تَحْسُدُونَنَا-(تحسدون+نا)- তোমরা আমাদেরকে হিংসা করছো ; بَلْ كَانُوا-আসলে তারা ; لَا يَفْقَهُونَ-বুঝেই না ; إِلَّا-ছাড়া ; قَلِيلًا-সামান্য কিছু। ⑯ قُلْ-আপনি বলে দিন ; لِلْمُخَلَّفِينَ-(ل+ال+مخلفين)-পেছনে থেকে যাওয়া লোকদেরকে ; مِنَ-মধ্য থেকে ; الْأَعْرَابِ-বেদুইনদের ; سَتُدْعَوْنَ-অচিরেই তোমাদেরকে ডাকা হবে ; إِلَىٰ-সাথে (যুদ্ধ করতে) ; قَوْمٍ-এমন এক কাওমের ; أُولِي بَأْسٍ-শক্তিশালী ; شَدِيدٍ-অত্যন্ত ; تُقَاتِلُونَهُمْ-(تقاتلون+هم)-তোমরা তাদের সাথে যুদ্ধ করতে থাকবে ; أَوْ-অথবা ; يُسْلِمُونَ-তারা মুসলমান হয়ে যাবে ; فَإِنْ-(ف+ان)-অতপর যদি ; تُطِيعُوا-তোমরা তা মেনে নাও ; يُؤْتِكُمُ-(يؤت+كم)-তবে তোমাদেরকে দান করবেন ; اللَّهُ-আল্লাহ; أَجْرًا-পুরস্কার ; حَسَنًا-উত্তম ; وَ-আর ; إِنْ-যদি ; تَتَوَلَّوْا-তোমরা পৃষ্ঠ প্রদর্শন কর ;

২৮. অর্থাৎ আল্লাহর ফরমান এটাই যে, যারা হুদায়বিয়ার সফরে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে রাসূলুল্লাহ সা.-এর সাথী হয়েছিলেন এবং রাসূলের হাতে হাত রেখে জানমাল কুরবানীর শপথ করেছেন, তারাই খায়বরের গনীমতের অংশীদার। আল্লাহ তা'আলা সূরার ১৮ ও ১৯ আয়াতে একথা বলে দিয়েছেন।

২৯. আল্লাহ তা'আলা রাসূলুল্লাহ সা.-কে হুদায়বিয়া থেকে মদীনায় ফিরে যাওয়ার সময়-ই এ নির্দেশ দিচ্ছেন যে, আপনি মদীনায় ফিরে যাওয়ার পর—আপনার উমরার সফরকে মৃত্যুর ঝুঁকিপূর্ণ মনে করে যারা মদীনায় থেকে গিয়েছিলো, সেই পেছনে থেকে যাওয়ার লোকেরা যখন আপনার কাছে এসে বিভিন্ন ওযর পেশ করবে এবং খায়বর

كَمَا تَوَلَّيْتُم مِّن قَبْلُ يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ⑰ لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَىٰ حَرَجٌ

যেমন ইতোপূর্বে তোমরা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করেছিলে, তিনি তোমাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি দেবেন। ১৭. (জিহাদে অংশ না নিলে) অন্ধের জন্য নেই কোনো গুনাহ

وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ ۗ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ

এবং পংগুর জন্য কোনো গুনাহ নেই, আর নেই কোনো গুনাহ রুগ্ন ব্যক্তির জন্য[৩১] ; আর যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করবে, তিনি (আল্লাহ) তাকে দাখিল করবেন

جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ۖ وَمَن يَتَوَلَّ يُعَذِّبْهُ عَذَابًا أَلِيمًا ⑱

এমন জান্নাতে যার তলদেশ দিয়ে প্রবহমান রয়েছে নহরসমূহ ; আর যে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবে, তিনি তাঁকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি দেবেন।

كَمَا-যেমন ; تَوَلَّيْتُمْ-তোমরা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করেছিলে ; مِنْ قَبْلُ-ইতিপূর্বে ; يُعَذِّبْكُمْ-(يعذب+كم)-তিনি তোমাদেরকে শাস্তি দেবেন ; عَذَابًا-শাস্তি ; أَلِيمًا-যন্ত্রণাদায়ক। ⑰ لَيْسَ-নেই ; عَلَى-জন্য ; الْأَعْمَى- অন্ধের ; حَرَجٌ-কোনো গুনাহ (জিহাদে অংশ না নিলে) ; وَ-এবং ; لَا-নেই ; عَلَى-জন্য ; الْأَعْرَجِ-পংগুর ; حَرَجٌ-কোনো গুনাহ ; وَ-আর ; لَا-নেই ; عَلَى-জন্য ; الْمَرِيضِ-রুগ্ন ব্যক্তির ; حَرَجٌ-কোনো গুনাহ ; وَ-আর ; مَنْ-যে ব্যক্তি ; يُطِعِ-আনুগত্য করবে ; اللَّهَ-আল্লাহ ; وَ-ও ; رَسُولَهُ-(رسول+ه)-তাঁর রাসূলের ; يُدْخِلْهُ-(يدخل+ه)-তিনি (আল্লাহ) তাকে দাখিল করবেন ; جَنَّاتٍ-এমন জান্নাতে ; تَجْرِي-প্রবহমান রয়েছে ; مِنْ تَحْتِهَا-(من+تحت+ها)-যার তলদেশ দিয়ে ; الْأَنْهَارُ-নহরসমূহ ; وَ-আর ; مَنْ-যে ; يَتَوَلَّ-পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবে ; يُعَذِّبْهُ-(يعذب+ه)-তিনি তাকে শাস্তি দেবেন ; عَذَابًا-শাস্তি ; أَلِيمًا-যন্ত্রণাদায়ক।

অভিযানে ঝুঁকি কম ও গনীমত লাভের সম্ভাবনা দেখে আপনার সাথী হতে চাইবে তখন আপনি তাদেরকে সুস্পষ্টভাবে বারণ করে দেবেন।

৩০. অর্থাৎ তারা হয়ত মুসলমান হয়ে যাবে অথবা ইসলামী দেশের অনুগত নাগরিক হয়ে যাবে। 'ইউসলিমুন' শব্দের মধ্যে দু'টো অর্থই রয়েছে।

৩১. অর্থাৎ জিহাদে অংশগ্রহণ থেকে শুধুমাত্র উল্লিখিত তিন প্রকার মানুষের যাদের প্রকৃতই ওযর রয়েছে, তাদের জন্য বিরত থাকার অবকাশ রয়েছে। এ ছাড়া সুস্থ-সমর্থ, আকেল-বালেগ পুরুষের জিহাদ থেকে বিরত থাকার কোনো ছল-ছুতা গ্রহণ করে নেয়া যেতে পারে না। এতে করে ইসলামের প্রতি তার নিষ্ঠার প্রমাণ পাওয়া যায় না। সে

ইসলামী সমাজের সকল সুযোগ-সুবিধা ভোগ করবে, কিন্তু ইসলামের জন্য জানমাল তথা কোনো স্বার্থ ত্যাগ করার প্রশ্নে পিছিয়ে থাকবে, এতে তার বিশ্বাস বা ঈমান প্রশ্নবিদ্ধ হয়ে পড়ে।

২য় রুকূ' (১১-১৭ আয়াত)-এর শিক্ষা

১. মুসলমান হিসেবে নিজেকে পরিচয় দানকারী অনেক লোকই মুসলিম সমাজে ছিলো যারা রাসূলের সাহচার্য পেয়েও দীনের জন্য কোনো ত্যাগ স্বীকার করতে প্রস্তুত ছিলো না।

২. উল্লেখিত শ্রেণীর মুসলমান রাসূলের সময় যেমন ছিলো, বর্তমানেও আছে এবং ভবিষ্যতেও থাকবে।

৩. এ শ্রেণীর মুসলমানরা ইসলামের দুর্দিনে নিজেদের জান-মাল রক্ষার অজুহাতে ঝুঁকি এড়িয়ে চলে, আবার সুদিন দেখলে স্বার্থ-হাসিলের লক্ষ্যে এগিয়ে আসে।

৪. এ জাতীয় লোকদের জেনে রাখা উচিত যে, আল্লাহ তা'আলা যদি কারো ক্ষতি চান, তবে সে ক্ষতি থেকে তাদেরকে কেউ রক্ষা করতে পারবে না।

৫. এসব লোকের মুখের কথা আর অন্তরের বিশ্বাস এক রকম নয়। এরা অত্যন্ত মন্দ মানসিকতার লোক।

৬. এসব লোক মুখে ঈমানের দাবী যতই করুক না কেনো আল্লাহ তা'আলা তাদের জন্য জাহান্নামের শাস্তি নির্ধারণ করে রেখেছেন।

৭. তবে এসব লোক যদি নিজেদের বিশ্বাস ও আচরণে পরিবর্তন আনে এবং অতীতের কার্যকলাপের জন্য খাঁটি অন্তরে ক্ষমা প্রার্থনা করে, তবে আল্লাহ অত্যন্ত ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু।

৮. ইসলামের দুর্দিনে যারা নিজেদের জানমালের ঝুঁকি গ্রহণ করে দীনের ওপর অটল অচল থাকে, সুদিনের সুবিধা পাওয়ার অধিকার তাদের-ই থাকবে—এটাই আল্লাহর বিধান।

৯. দীন কায়েমের সংগ্রামে পেছনে পড়ে থাকা লোকদের তাওবা তখনই গ্রহণযোগ্য হবে। যখন ভবিষ্যতের কার্যকলাপ দ্বারা তাদের নিষ্ঠার পরিচয় দানে সক্ষম হবে।

১০. আর যদি ভবিষ্যত সংগ্রামে তাদের ভূমিকা আগের মতো হয়, তবে তাদের জন্য আখিরাতে নির্ধারিত শাস্তি বহাল থাকবে।

১১. দীন কায়েমের সংগ্রামে যথার্থ অক্ষম, অন্ধ, খোঁড়া ও রুগ্ন ব্যক্তির পেছনে পড়ে থাকাতে কোনো গুনাহ হবে না।

১২. কারা যথার্থ অক্ষম আর কারা তা নয়, তা আল্লাহ ভালো করেই জানেন ; সুতরাং আল্লাহ আখিরাতে সঠিক সিদ্ধান্ত দেবেন।

১৩. আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের যথার্থ অনুগত বান্দাহরা জান্নাতের অধিকারী হবে এবং মুখোশধারিরা জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে—এতে কোনো সন্দেহ নেই।

❐

সূরা হিসেবে রুকূ'-৩
পারা হিসেবে রুকূ'-১১
আয়াত সংখ্যা-৯

⑱لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا

১৮. নিঃসন্দেহে আল্লাহ সন্তুষ্ট হয়েছেন মু'মিনদের প্রতি, যখন তারা গাছের নিচে আপনার নিকট শপথ গ্রহণ করছিলো[৩২] ; তখন তিনি জানতেন তা, যা ছিলো

فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا ⑱ وَمَغَانِمَ

তাদের মনে ; অতপর তিনি তাদের ওপর প্রশান্তি নাযিল করলেন[৩৩] এবং তাদেরকে দান করলেন নিকটবর্তী বিজয়। ১৯. আর গনীমতের মাল দিলেন

⑱لَقَدْ رَضِيَ-নিঃসন্দেহে সন্তুষ্ট হয়েছেন ; اللَّهُ-আল্লাহ ; عَنِ-প্রতি ; الْمُؤْمِنِينَ-মু'মিনদের ; إِذْ-যখন ; يُبَايِعُونَكَ-(يبايعون+ك)-তারা শপথ গ্রহণ করেছিলো আপনার নিকট ; تَحْتَ-নিচে ; الشَّجَرَةِ-গাছের ; فَعَلِمَ-(ف+علم)-তখন তিনি জানতেন ; مَا-তা, যা ছিলো ; فِي قُلُوبِهِمْ-(في+قلوب+هم)-তাদের মনে ; فَأَنْزَلَ-(ف+انزل)-অতপর তিনি নাযিল করলেন ; السَّكِينَةَ-(ال+سكينة)-প্রশান্তি ; عَلَيْهِمْ-(على+هم)-তাদের ওপর ; وَ-এবং ; أَثَابَهُمْ-(اثاب+هم)-তাদেরকে দান করলেন ; فَتْحًا-বিজয় ; قَرِيبًا-নিকটবর্তী। ⑲وَ-আর ; مَغَانِمَ-গনীমতের মাল দিলেন ;

৩২. এ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বাইয়াতে রিদওয়ানে অংশ গ্রহণকারী সাহাবায়ে কিরামের প্রতি সন্তুষ্টির কথা প্রকাশ করেছেন। কারণ সাহাবায়ে কিরাম ঈমানের দাবীতে নিজেদের সত্যবাদিতা, আন্তরিকতা ও নিষ্ঠার প্রমাণ পেশ করেছিলেন এ বাইয়াত তথা শপথের মাধ্যমে। এ বাইয়াতে অংশগ্রহণকারী সাহাবায়ে কিরামের সংখ্যা ছিলো ১৪শ। তারা বলতে গেলে এক রকম নিরস্ত্রই ছিলেন। ইহরামের পোশাক পরিহিত সাহাবায়ে কিরামের নিকট একটি করে তরবারী ছাড়া আর কোনো যুদ্ধাস্ত্র ছিলো না, কেননা তাঁরা যুদ্ধ করতে আসেননি। এমতাবস্থায় তাঁরা জীবন বাজি রেখে রাসূলুল্লাহ সা.-এর হাতে শপথ করেছেন। তাদের এ শপথের পেছনে কোনো প্রকার লোভ-লালসা বা চাপ ছিলো না। ঈমানের দাবীতে তাঁদের নিষ্ঠা ও আন্তরিকতা এবং রাসূলুল্লাহ সা.-এর প্রতি তাঁদের বিশ্বস্ততা পূর্ণতার স্তরে পৌঁছেছিলো। এজন্যই আল্লাহ তা'আলা তাঁদের প্রতি স্বীয় সন্তুষ্টির সনদ দান করেছেন।

৩৩. এখানে 'সাকীনা' দ্বারা সাহাবায়ে কিরামের মনের সেই অবস্থাকে বুঝানো হয়েছে, যে অবস্থায় তাঁরা কোনো প্রকার ভয় বা দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ছাড়াই পূর্ণ নিশ্চয়তা সহকারে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে রাসূলের হাতে হাত রেখে শপথ গ্রহণ করেছেন।

كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا ۗ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ۝٢٠ وَعَدَكُمُ اللَّهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً

প্রচুর পরিমাণে যা তারা শীঘ্রই পেয়ে যাবে,[৩৪] আর আল্লাহ হলেন পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময়। ২০. আল্লাহ তোমাদেরকে বিপুল গনীমতের ওয়াদা দিয়েছেন

تَأْخُذُونَهَا فَعَجَّلَ لَكُمْ هَٰذِهِ وَكَفَّ أَيْدِيَ النَّاسِ عَنْكُمْ ۚ وَلِتَكُونَ

যা তোমরা (শীঘ্রই) লাভ করবে[৩৫], অতএব তিনি তোমাদের জন্য এটাকে ত্বরান্বিত করেছেন[৩৬] এবং তোমাদের বিরুদ্ধে মানুষের হাতকে থামিয়ে দিয়েছেন, [৩৭]আর যাতে তা হয়

كَثِيرَةً-প্রচুর পরিমাণে ; يَأْخُذُونَهَا-যা তারা শীঘ্রই পেয়ে যাবে ; وَ-আর ; كَانَ-হলেন ; اللَّهُ-আল্লাহ ; عَزِيزًا-পরাক্রমশালী ; حَكِيمًا-প্রজ্ঞাময়। ⑳ وَعَدَكُمُ-(وعد+كم)-তোমাদেরকে ওয়াদা দিয়েছেন ; اللَّهُ-আল্লাহ ; مَغَانِمَ-গনীমতের ; كَثِيرَةً-বিপুল; تَأْخُذُونَهَا-(تاخذون+ها)-তা তোমরা (শীঘ্রই) লাভ করবে ; فَعَجَّلَ-(ف+عجل)-অতএব তিনি ত্বরান্বিত করেছেন ; لَكُمْ-তোমাদের জন্য ; هَٰذِهِ-এটাকে ; وَ-এবং ; كَفَّ-থামিয়ে দিয়েছেন ; أَيْدِيَ-হাতকে ; النَّاسِ-মানুষের ; عَنْكُمْ-(عن+كم)-তোমাদের বিরুদ্ধে ; وَ-আর ; لِتَكُونَ-যাতে তা হয় ;

৩৪. ১৮ আয়াতে উল্লিখিত 'নিকটবর্তী বিজয়' দ্বারা খায়বার বিজয় এবং ১৯ আয়াতে উল্লিখিত 'প্রচুর গনীমতের মাল' দ্বারা খায়বারে প্রাপ্ত প্রচুর গনীমতের মাল বুঝানো হয়েছে। এ গনীমতের মালে আল্লাহ তা'আলা তাঁদের অধিকার ঘোষণা করেছেন, যারা বাইয়াতে রিদওয়ান তথা হুদায়বিয়ায় সংঘটিত শপথ গ্রহণে অংশ গ্রহণ করেছিলেন। আল্লাহ তা'আলার সিদ্ধান্ত অনুসারে খায়বারে লব্ধ গনীমতে তাঁরা ছাড়া অন্য কারো অধিকার ছিলো না। এজন্যই খায়বার অভিযানে যাওয়ার সময় রাসূলুল্লাহ সা. কেবলমাত্র বাইয়াতে রিদওয়ানে অংশ গ্রহণকারীকেই সাথে নিয়েছিলেন। তবে মোট গনীমতের এক-পঞ্চমাংশ অথবা বাইয়াতে অংশগ্রহণকারীদের সম্মতিক্রমে কিছু অন্যদেরকেও দিয়েছিলেন।

৩৫. অর্থাৎ শুধুমাত্র খায়বার বিজয় নয়, এর পরেও তোমরা পরপর আরো বিজয় লাভ করবে এবং সেই সাথে আরো গনীমত লাভ করবে।

৩৬. এখানে হুদায়বিয়ার সন্ধিচুক্তির দিকে ইংগীত করা হয়েছে, যা মুসলমানদের তাৎক্ষণিকভাবে অর্জিত হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা যে সন্ধিচুক্তিকে সূরার শুরুতে 'ফাতহুম মুবীন' বা 'সুস্পষ্ট বিজয়' বলে আখ্যায়িত করেছেন।

৩৭. অর্থাৎ মক্কার কাফিররা তোমাদের চেয়ে বেশী শক্তিশালী থাকা সত্ত্বেও এবং তোমাদের ১৪শ যুদ্ধক্ষম পুরুষ হুদায়বিয়ায় অবস্থান করার কারণে এক রকম অরক্ষিত থাকা সত্ত্বেও তোমাদের ওপর অতর্কিত হামলা করার সাহস শত্রুরা করেনি। আল্লাহ-ই তাদের হাতকে থামিয়ে দিয়েছিলেন।

آيَةً لِّلْمُؤْمِنِيْنَ وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطًا مُّسْتَقِيْمًا ﴿٢١﴾ وَأُخْرٰى لَمْ تَقْدِرُوْا عَلَيْهَا

মু'মিনদের জন্য একটি নিদর্শনস্বরূপ[৩৮] এবং (যাতে) আল্লাহ তোমাদেরকে সরল-সঠিক পথে পরিচালিত করেন।[৩৯]
২১. আর অপরটি যা এখনো তোমরা করায়ত্ত করতে সক্ষম হওনি।

قَدْ أَحَاطَ اللّٰهُ بِهَا ۚ وَكَانَ اللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرًا ﴿٢٢﴾ وَلَوْ قَاتَلَكُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا

নিঃসন্দেহে আল্লাহ তা ঘিরে রেখেছেন,[৪০] আর আল্লাহ হলেন সবকিছুর ওপর সর্বশক্তিমান। ২২. আর যারা কুফরী করেছে, তারা যদি তোমাদের সাথে যুদ্ধ করতো

لَوَلَّوُا الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يَجِدُوْنَ وَلِيًّا وَّلَا نَصِيْرًا ﴿٢٣﴾ سُنَّةَ اللّٰهِ الَّتِيْ قَدْ خَلَتْ

তবে অবশ্যই তারা পেছন ফিরে পালাতো, অতপর তারা না পেতো কোনো বন্ধু আর না কোনো সাহায্যকারী[৪১]। ২৩. (এটাই) আল্লাহর বিধান যা চলে আসছে

آيَةً-একটি নিদর্শন স্বরূপ لِلْمُؤْمِنِيْنَ-মু'মিনদের জন্য ; وَ-এবং ; يَهْدِيَكُمْ-(যাতে) তোমাদেরকে পরিচালিত করেন ; صِرَاطًا-পথে ; مُسْتَقِيْمًا-সরল সঠিক পথে। ﴿٢١﴾ وَ-আর ; أُخْرٰى-অপরটি ; لَمْ تَقْدِرُوْا-তোমরা এখনো করায়ত্ত করতে সক্ষম হওনি ; عَلَيْهَا-(على+ها)-যা ; قَدْ أَحَاطَ-নিঃসন্দেহে ঘিরে রেখেছেন ; اللّٰهُ-আল্লাহ ; بِهَا-তা; وَ-আর ; كَانَ-হলেন ; اللّٰهُ-আল্লাহ ; عَلٰى-ওপর ; كُلِّ-সব ; شَيْءٍ-কিছুর ; قَدِيْرًا-সর্বশক্তিমান। ﴿٢٢﴾ وَ-আর ; لَوْ-যদি ; قَاتَلَكُمْ-(قاتل+كم)-তারা তোমাদের সাথে যুদ্ধ করতো ; الَّذِيْنَ-যারা ; كَفَرُوْا-কুফরী করেছেন ; لَوَلَّوْا-তবে অবশ্যই তারা পালাতো ; الْأَدْبَارَ-পেছন ফিরে ; ثُمَّ-অতপর ; لَا يَجِدُوْنَ-তারা না পেতো ; وَلِيًّا-কোনো বন্ধু ; وَ-আর ; لَا-না ; نَصِيْرًا-কোনো সাহায্যকারী। ﴿٢٣﴾ سُنَّةَ-(এটাই) বিধান ; اللّٰهِ-আল্লাহর ; الَّتِيْ-যা ; قَدْ خَلَتْ-চলে আসছে ;

৩৮. অর্থাৎ মু'মিনরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্যের ওপর অটল থাকলে এবং আল্লাহর ওপর পূর্ণ তাওয়াক্কুল করে সত্যের পক্ষ অবলম্বন করলে আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে এমন পন্থায় সাহায্য করেন, যা ধারণা করা মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। হুদায়বিয়ার সন্ধিকালীন অবস্থা-ই তার সুস্পষ্ট নিদর্শন।

৩৯. অর্থাৎ আল্লাহর দীন যখন যে পদক্ষেপ দাবী করবে, সেটাই মু'মিনের জন্য সরল-সোজা পথ। তোমরা যদি আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্যের ওপর অটল থাক এবং আল্লাহর ওপর পূর্ণ ভরসা রেখে ন্যায় ও সত্যের পথে এগিয়ে যাও, তোমরা কখনো পথভ্রষ্ট হবে না। আল্লাহ-ই তোমাদেরকে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে সাহায্য করবেন।

৪০. মুফাস্সিরীনে কিরামদের মতে আল্লাহ তা'আলা এখানে মু'মিনদেরকে আরও অনেক বিজয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, যা এখনো তাদের আওতাধীন নয়। এসব বিজয়ের

مِنْ قَبْلُ ۚ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللّٰهِ تَبْدِيْلًا ﴿٢٣﴾ وَهُوَ الَّذِيْ كَفَّ اَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ

আগে থেকে[৪২] এবং আপনি কখনো আল্লাহর বিধানে কোনো পরিবর্তন পাবেন না।
২৪. আর তিনিই সেই সত্তা যিনি ফিরিয়ে রেখেছেন তাদের হাত তোমাদের থেকে

وَاَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ بَعْدِ اَنْ اَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ ۚ وَكَانَ اللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ

এবং তোমাদের হাত তাদের থেকে মক্কার উপকণ্ঠে—তাদের ওপর তোমাদেরকে
বিজয়ী করার পর ; আর তোমরা যা করছ আল্লাহ হলেন তার

بَصِيْرًا ﴿٢٤﴾ هُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَصَدُّوْكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْهَدْيَ مَعْكُوْفًا

সম্যক দ্রষ্টা। ২৫. তারা সেসব লোক যারা কুফরী করেছে এবং তোমাদেরকে মাসজিদে
হারাম থেকে বাধা দিয়েছে এবং (বাধা দিয়েছে) অপেক্ষমান কুরবানীর পশুকে

مِنْ قَبْلُ-আগে থেকে ; وَ-এবং ; لَنْ تَجِدَ-আপনি কখনো পাবেন না ; لِسُنَّةِ-বিধানে ; اللّٰهِ-আল্লাহর ; تَبْدِيْلًا-কোনো পরিবর্তন। ㉔ وَ-আর ; هُوَ-তিনিই ; الَّذِيْ-সেই সত্তা যিনি ; كَفَّ-ফিরিয়ে রেখেছেন ; اَيْدِيَهُمْ-(ايدي+هم)-তাদের হাত ; عَنْكُمْ-তোমাদের থেকে ; وَ-এবং ; اَيْدِيَكُمْ-(ايدى+كم)-তোমাদের হাত ; عَنْهُمْ-(عن+هم)-তাদের থেকে ; بِبَطْنِ-(ب+بطن)-উপকণ্ঠে ; مَكَّةَ-মক্কার ; مِنْ بَعْدِ-পর ; اَنْ اَظْفَرَكُمْ-(ان اظفر+كم)-তোমাদেরকে বিজয়ী করার ; عَلَيْهِمْ-তাদের ওপর ; وَ-আর; كَانَ-হলেন ; اللّٰهُ-আল্লাহ ; بِمَا-যা, তার ; تَعْمَلُوْنَ-তোমরা করছো ; بَصِيْرًا- সম্যক দ্রষ্টা। ㉕ هُمُ- তারা ; الَّذِيْنَ-সেসব লোক যারা ; كَفَرُوْا-কুফরী করেছে ; وَ-এবং ; صَدُّوْكُمْ-(صدوا+كم)-তোমাদেরকে বাধা দিয়েছে ; عَنِ-থেকে ; الْمَسْجِد -মাসজিদে; الْحَرَامِ-হারাম ; وَ-এবং (বাধা দিয়েছে) ; الْهَدْيَ-কুরবানীর পশুকে ; مَعْكُوْفًا - অপেক্ষমান ;

মধ্যে সর্বপ্রথম হলো মক্কা বিজয়। কোনো কোনো তাফসীরবিদের মতে আল্লাহ তা'আলা এর দ্বারা শুধুমাত্র মক্কা বিজয়কেই বুঝাতে চেয়েছেন। কিন্তু ভাষার ব্যাপকতা হেতু কিয়ামত পর্যন্ত মুসলমানদের যত বিজয় আসবে সবই এ ভবিষ্যদ্বাণীর অন্তর্ভুক্ত হতে পারে।

৪১. অর্থাৎ তোমাদেরকে বাধা দেয়ার পর যদি আল্লাহ তা'আলা যুদ্ধ সংঘটিত হতে দিতেন তাহলে কাফিররাই পরাজিত হতো ; কিন্তু তারপরও তিনি যুদ্ধ থেকে মুসলমানদেরকে ফিরিয়ে রেখেছেন। যেসব কারণে আল্লাহ যুদ্ধ সংঘটিত হতে দেননি, তা পরবর্তী আয়াতসমূহে বর্ণিত হয়েছে।

أَنْ يَبْلُغَ مَحِلَّهُ ۚ وَلَوْلَا رِجَالٌ مُّؤْمِنُونَ وَنِسَاءٌ مُّؤْمِنَاتٌ لَّمْ تَعْلَمُوهُمْ

তার যবেহর স্থানে পৌঁছতে[৪৩] ; আর যদি (মক্কায়) না থাকতো এমন মু'মিন পুরুষ ও মু'মিন নারী যাদেরকে তোমরা জানতে না পেরে

أَنْ تَطَئُوهُمْ فَتُصِيبَكُمْ مِّنْهُمْ مَّعَرَّةٌ بِغَيْرِ عِلْمٍ ۖ لِّيُدْخِلَ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ

তাদেরকে পদদলিত করতে, ফলে না জেনে তাদের কারণে তোমরা ক্ষতির সম্মুখীন হতে (এজন্যই যুদ্ধ থামিয়ে দেয়া হয়েছে) যেন আল্লাহ নিজ রহমতে দাখিল করে নেন

مَن يَشَاءُ ۚ لَوْ تَزَيَّلُوا لَعَذَّبْنَا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿٢٥﴾ إِذْ جَعَلَ

যাকে চান ; যদি তারা সরে যেতো, তাহলে যারা তাদের মধ্যে কুফরী করেছে তাদেরকে অবশ্যই আমি শাস্তি দিতাম — যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি[৪৪] । ২৬. যখন তারা পোষণ করলো

اَنْ يَّبْلُغَ-পৌঁছতে ; مَحِلَّهُ-তার যবেহর স্থানে ; وَ-আর ; لَوْ-যদি ; لاَ-না থাকতো ; رِجَالٌ-এমন পুরুষ ; مُؤْمِنُوْنَ-মু'মিন ; وَ-ও ; نِسَاءٌ-নারী ; مُؤْمِنٰتٌ-মু'মিন ; لَمْ تَعْلَمُوْهُمْ-(لم تعلموا+هم)-যাদেরকে তোমরা জানতে না পেরে ; اَنْ تَطَئُوْهُمْ-(ان)-(تطئوا+هم)-তাদেরকে তোমরা পদদলিত করতে ; فَتُصِيْبَكُمْ-(ف+تصيب+كم)-ফলে তোমরা হতে ; مِنْهُمْ-(من+هم)-তাদের কারণে ; مَعَرَّةٌ-ক্ষতির সম্মুখীন ; بِغَيْرِ عِلْمٍ-(ب+غير+علم)-না জেনে (এজন্যই যুদ্ধ থামিয়ে দেয়া হয়েছে) ; لِيُدْخِلَ-যেন দাখিল করে নেন ; اللهُ-আল্লাহ ; فِيْ رَحْمَتِهِ-(فى+رحمت+ه)-নিজ রহমতে ; مَنْ-যাকে ; يَّشَاءُ-চান ; لَوْ-যদি ; تَزَيَّلُوْا-তারা সরে যেতো ; لَعَذَّبْنَا-তাহলে অবশ্যই আমি শাস্তি দিতাম ; الَّذِيْنَ-তাদেরকে যারা ; كَفَرُوْا-কুফরী করেছে ; مِنْهُمْ-(من+هم)-তাদের মধ্যে ; عَذَابًا-শাস্তি ; اَلِيْمًا-যন্ত্রণাদায়ক । ﴿٢٦﴾ اِذْ-যখন ; جَعَلَ-পোষণ করলো;

৪২. এখানে 'সুন্নাতুল্লাহ' দ্বারা আল্লাহর রীতি বা বিধান বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ যেসব কাফির-মুশরিক ও আল্লাহদ্রোহী শক্তি তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে, তিনি অবশ্য সেসব বাতিল শক্তিকে বিপর্যস্ত করে দেবেন। এটাই আল্লাহর রীতি বা বিধান।

৪৩. অর্থাৎ কাফিররা তোমাদেরকে আল্লাহর ঘর তাওয়াফ করতে যেতে দেয়নি। তোমাদের কুরবানীর পশুকে যবেহর স্থানে নিয়ে যেতেও বাধা দান করেছে—এসব কিছুই আল্লাহর দৃষ্টি এড়ায়নি। তারা যথার্থই শাস্তিযোগ্য অপরাধ করেছে। তা সত্ত্বেও আল্লাহ তোমাদের কল্যাণের জন্যই তোমাদের হাতকে তাদের থেকে এবং তাদের হাতকে তোমাদের থেকে বিরত রেখেছেন।

৪৪. হুদায়বিয়াতে সন্ধিচুক্তির মাধ্যমে যুদ্ধ থেকে বিরত রাখার যে কারণ ছিলো, তা

الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فِيْ قُلُوْبِهِمُ الْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ سَكِيْنَتَهٗ

হঠকারিতা তাদের অন্তরে—যারা কুফরী করেছে—অজ্ঞতা যুগের হঠকারিতা[৪৫], তখন আল্লাহ নিজ প্রশান্তি নাযিল করলেন[৪৬]

الَّذِيْنَ-তারা যারা ; كَفَرُوْا-কুফরী করেছে ; فِيْ قُلُوْبِهِمْ-(فى+قلوب+هم)-তাদের অন্তরে ; الْحَمِيَّةَ-হঠকারিতা ; حَمِيَّةَ-হঠকারিতা ; الْجَاهِلِيَّةِ-অজ্ঞতা যুগের ; فَاَنْزَلَ-(ف+انزل)-তখন নাযিল করলেন ; اللّٰهُ-আল্লাহ ; سَكِيْنَتَهٗ-(سكينة+ه)-নিজ প্রশান্তি;

এখানে উল্লেখিত হয়েছে। একটি কারণ এই ছিলো যে, মক্কায় এমন অনেক নারী পুরুষ ছিলেন যাদের ঈমান গোপন ছিলো। তারা নিজেদের অসহায়ত্বের কারণে মদীনায় হিজরত করে যেতে সমর্থ হয়নি। আর মক্কায় কাফিরদের সাথে মদীনাবাসী মুহাজির আনসার মু'মিনদের সাথে যুদ্ধ বেধে গেলে মুসলমানরা কাফিরদেরকে পর্যুদস্ত করে ছাড়তো। তখন মুসলমানদের অজান্তে মক্কাবাসী অনেক মু'মিন নর-নারী নিহত হতো। যার ফলে মুসলমানরা অনুতাপে দগ্ধ হতো, আর কাফিররাও এ বদনাম ছড়ানোর সুযোগ পেতো যে, মুসলমানরা নিজেদের দীনী ভাই-বোনদেরকে হত্যা করেছে।

যুদ্ধ থেকে বিরত রাখার অপর কারণ হলো তখন যুদ্ধ বাধলে রক্তক্ষয়ি সংঘর্ষে অনেক মানুষ নিহত হতো। কিন্তু আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছা তা ছিলো না। আল্লাহর ইচ্ছা ছিলো, দুই বছরের মধ্যে কাফিরদেরকে চারদিক থেকে ঘিরে ফেলে তাদের প্রতিরোধ শক্তি নিঃশেষ করে ফেলা, যাতে যথাসময়ে কম রক্তপাতে মক্কা বিজিত হয় এবং মক্কার সকল গোত্রই ইসলাম গ্রহণ করে আল্লাহর রহমতের ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করতে পারে। আর দুই বছর পর মক্কা বিজয়ের সময় ঘটনা এমনই ঘটেছিলো।

৪৫. 'হামিয়্যাতুল জাহেলিয়্যাহ' অর্থ জাহেলী বা অজ্ঞতা যুগের হঠকারিতা বা সংকীর্ণতা'। অর্থাৎ নিজেদের কর্মতৎপরতা তথা মুসলমানদেরকে আল্লাহর ঘর তাওয়াফে বাধা প্রদান করা অন্যায় জেনেও অবলীলায় তা করে যাওয়া। আরবের তৎকালীন নীতি অনুযায়ী-ও হজ্জ ও উমরার জন্য বায়তুল্লাহর যিয়ারতকারীদেরকে বাধা দেয়ার অধিকার কারো নেই। এটা প্রাচীন কাল থেকেই আরবের সর্বস্বীকৃত আইন। আর মুসলমানরা সম্পূর্ণ ন্যায় ও সত্যের অনুসারী এবং তারা নিঃসন্দেহে শুধুমাত্র ধর্মীয় অনুষ্ঠান পালনের জন্যই মক্কায় আসছিলো। এসব কিছু জানা সত্ত্বেও কাফিররা মুসলমানদেরকে বাধা দিয়েছিলো। এটা ছিলো তাদের জাহেলী অহমিকা রক্ষার গোঁড়ামী। কাফিরদের এ মানসিকতাকেই অজ্ঞতা যুগের হঠকারিতা বলে উল্লেখ করা হয়েছে। মক্কার কুরাইশ-কাফির নেতৃবৃন্দের চিন্তা ছিলো, রাসূলুল্লাহ সা. যদি ১৪শ সংগী-সাথী নিয়ে মক্কায় প্রবেশ করে তাহলে সারা আরবে আমাদের মর্যাদা ক্ষুণ্ন হবে। অপরদিকে মুসলমানদের প্রভাব প্রতিপত্তি বেড়ে যাবে। তারা এটাকে কোনোভাবেই মেনে নিতে প্রস্তুত ছিলো না। এটাই তাদের অন্তরের সংকীর্ণতা।

عَلٰى رَسُوْلِهٖ وَعَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ وَاَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوٰى وَكَانُوْٓا اَحَقَّ بِهَا

তাঁর রাসূলের ওপর ও মু'মিনদের ওপর এবং তাদেরকে তাকওয়ার বাণীর ওপর সুদৃঢ় রাখলেন, আর তারা ছিলো তার অধিক হকদার

وَاَهْلَهَا ۭ وَكَانَ اللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمًا ۝

ও তার যোগ্য ; আর আল্লাহ হলেন প্রত্যেক বিষয়ে সর্বজ্ঞ।

عَلٰى-ওপর ; رَسُوْلِهٖ-(رسول+ه)-তাঁর রাসূলের ; وَ-ও ; عَلَى-ওপর ; الْمُؤْمِنِيْنَ - মু'মিনদের ওপর ; وَ-এবং ; اَلْزَمَهُمْ-(الزم+هم)-তাদেরকে সুদৃঢ় রাখলেন ; كَلِمَةَ - বাণীর ওপর ; التَّقْوٰى-তাকওয়ার ; وَ-আর ; كَانُوْٓا-তারা ছিলো ; اَحَقَّ -অধিক হকদার ; بِهَا-(ب+ها)-তার ; وَ-ও ; اَهْلَهَا-(اهل+ها)-তার যোগ্য ; وَ-আর ; كَانَ - হলেন ; اللّٰهُ-আল্লাহ ; بِكُلِّ-(ب+كل)-প্রত্যেক ; شَيْءٍ-বিষয়ে ; عَلِيْمًا-সর্বজ্ঞ।

৪৬. 'সাকীনাতুন' অর্থ প্রশান্তি মনের ধীরস্থির অবস্থা ধৈর্য ও মর্যাদাবোধ যা আল্লাহ তা'আলা তাঁর মু'মিন বান্দাদের অন্তরে এমন এক সময় নাযিল করেন, যখন কোনো ভয়ানক আতংকজনক অবস্থা সৃষ্টি হয়, অতপর তারা যেকোনো অবস্থার মুকাবিলার জন্য প্রস্তুত হয়ে যায়। এটা তাদের ঈমানে প্রবৃদ্ধি ও বিশ্বাসে দৃঢ়তা দান করে। (লুগাতুল কুরআন)

৩য় রুকূ'(১৮-২৬ আয়াত)-এর শিক্ষা

১.বাইয়াতে রিদওয়ানে অংশ গ্রহণকারী সাহাবায়ে কিরামের প্রতি আল্লাহ তা'আলা তাঁর সন্তুষ্টির সনদ ঘোষণা করেছেন।

২. সাহাবায়ে কিরামের এ মর্যাদা লাভের কারণ ছিলো, তাঁরা আল্লাহর রাসূলের হাতে হাত রেখে নিজেদের জান-মাল সর্বস্ব আল্লাহর দীনকে সমুন্নত করার জন্য সংকল্পে বদ্ধপরিকর হয়েছিলেন।

৩. সাহাবায়ে কিরামের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে আল্লাহর দীনের জন্য নিজেদের সর্বস্ব ত্যাগের মানসিকতা সৃষ্টি করাই মুসলিম উম্মাহর কর্তব্য।

৪. সাহাবায়ে কিরামের আদর্শে অনুপ্রাণিত একদল সৎ ও যোগ্য মানুষ তৈরী হলে আল্লাহ তা'আলা দুনিয়াতেও আশাতীত বিজয় দান করবেন।

৫. আমাদের আন্তরিক ঈমান ও কর্মে তার যথার্থ প্রতিফলন ঘটলে আল্লাহ তা'আলা বিজয় দান করবেন।

৬. মুসলিম উম্মাহর বিজয় লাভের যোগ্যতা লাভের পরই আল্লাহ তা'আলা বিজয় দান করবেন এতে কোনো প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টির ক্ষমতা কোনো শক্তির নেই। কারণ আল্লাহ পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময়।

৭. হুদায়বিয়ার সন্ধিচুক্তির ফলে আল্লাহ তা'আলা মু'মিনদের যে বিজয় দান করেছেন, তা কিয়ামত পর্যন্ত মু'মিনদের জন্য একটি সমুজ্জ্বল নিদর্শন হয়ে থাকবে।

৮. আল্লাহ তা'আলা তাঁর রাসূলকে ওহীর মাধ্যমে সরাসরি সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের পথে পরচালিত করেছেন। আর তার সার্থক অনুসারি সাহাবায়ে কিরাম।

৯. দুনিয়ার সকল সংকটে সাহাবায়ে কিরামের অনুসরণে রাসূলের নির্দেশ পালনের মধ্যে মানব জাতির সার্বিক কল্যাণ নিহিত।

১০. সর্বশক্তিমান আল্লাহ মু'মিনদের জন্যই চূড়ান্ত বিজয় নির্ধারণ করে রেখেছেন ; সুতরাং চূড়ান্ত বিজয় হবে মু'মিনদের, এতে কোনো সংশয়ের অবকাশ নেই।

১১. আল্লাহ তা'আলার স্থায়ী রীতি হলো সকল সংকটে মু'মিনদেরকে সাহায্য করা—এ রীতির কোনো পরিবর্তন বা ব্যতিক্রম যেমন অতীতে কখনো দেখা যায়নি, ভবিষ্যতেও কখনো দেখা যাবে না।

১২. দৃশ্যত মু'মিনদের সাময়িক বিপর্যয়ও পরিণামে মু'মিনদের কল্যাণ ও বিজয়ে রূপান্তরিত হয়ে যায়। একটু গভীর চিন্তা করলেই তা সহজেই উপলব্ধি করা যায়।

১৩. আল্লাহ তা'আলা আমাদের সকল কাজের সম্যক দ্রষ্টা, তিনি আমাদের ঈমানের মৌখিক দাবী, অন্তরের নিষ্ঠা এবং কর্মের সামাঞ্জস্য অবশ্যই লক্ষ্য করছেন।

১৪. কাফির-মুশরিক ও আল্লাহদ্রোহী সকল শক্তির সকল অন্যায় অপরাধ ও কূটকৌশল সম্পর্কে আল্লাহ সবিশেষ অবহিত। সুতরাং তাদের সকল তৎপরতা অবশ্যই ব্যর্থ হবে।

১৫.আল্লাহ তা'আলা মু'মিনদের জন্য যে অবস্থা সৃষ্টি করেন, তা তাদের কল্যাণেই করেন। সুতরাং আপাত দৃশ্যমান কোনো সংকটও তাদের কল্যাণের সহায়ক।

১৬. দুনিয়াতে মু'মিনদের বর্তমান থাকার কারণে বাতিলের অনুসারীরা কিছুটা অবকাশ লাভ করছে, আল্লাহর মু'মিন বান্দার অবর্তমানে বাতিলের অস্তিত্ব বিলীন হয়ে যাবে।

১৭. বাতিলের পক্ষ থেকে মু'মিনদের কল্যাণে কোনো কাজ করার প্রতিশ্রুতি সত্য বলে বিশ্বাস করা যায় না। কারণ তাদের মধ্যে জাহেলী সংকীর্ণতা বিদ্যমান।

১৮. দীন প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে মু'মিনদের সুদৃঢ় ঈমান এবং সে অনুসারে আপ্রাণ প্রচেষ্টা থাকলে আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে তাকওয়ার নীতির ওপর মজবুত রাখেন।

১৯. কারা আল্লাহকে পাওয়ার যোগ্য আর কারা যোগ্য নয়, তার যথার্থ জ্ঞান আল্লাহ তা'আলার রয়েছে। সুতরাং দীনের পথে আল্লাহর সাহায্য প্রাপ্তরা যথার্থই তার যোগ্য।

❒

সূরা হিসেবে রুকূ'-৪
পারা হিসেবে রুকূ'-১২
আয়াত সংখ্যা-৩

لَقَدْ صَدَقَ اللّٰهُ رَسُوْلَهُ الرُّءْيَا بِالْحَقِّ ۚ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ ﴿٢٧﴾

২৭. নিঃসন্দেহে আল্লাহ তা'আলা তাঁর রাসূলকে স্বপ্নটি যথার্থভাবে সত্যে পরিণত করে দেখিয়েছেন[৪৭], তোমরা অবশ্যই মাসজিদে হারামে প্রবেশ করবে[৪৮]

إِنْ شَاءَ اللّٰهُ اٰمِنِيْنَ ۙ مُحَلِّقِيْنَ رُءُوْسَكُمْ وَمُقَصِّرِيْنَ ۙ لَا تَخَافُوْنَ ۖ فَعَلِمَ مَا

নিরাপদে—যদি আল্লাহ চান[৪৯] ; (তখন) তোমরা তোমাদের মাথা মুড়াবে এবং চুল ছোট করবে[৫০] তখন তোমাদের কোনো ভয় থাকবে না ; অতএব তিনি (আল্লাহ) তা জানেন যা

﴿٢٧﴾ لَقَدْ صَدَقَ-নিঃসন্দেহে সত্যে পরিণত করে দেখিয়েছেন ; اللّٰهُ-আল্লাহ ; رَسُوْلَهُ-(رسول+ه)-তাঁর রাসূলকে ; الرُّءْيَا-স্বপ্নটি ; بِالْحَقِّ-(ب+ال+حق)-যথার্থভাবে ; لَتَدْخُلُنَّ-তোমরা অবশ্যই প্রবেশ করবে ; الْمَسْجِدَ-মাসজিদে ; الْحَرَامَ-হারামে ; اِنْ-যদি ; شَاءَ-চান ; اللّٰهُ-আল্লাহ ; اٰمِنِيْنَ-নিরাপদে ; مُحَلِّقِيْنَ-(তখন) তোমরা মুড়াবে ; رُءُوْسَكُمْ-(رءوس+كم)-তোমাদের মাথা ; وَ-এবং ; مُقَصِّرِيْنَ-চুল ছোট করবে ; لَاتَخَافُوْنَ-(তখন) তোমাদের কোনো ভয় থাকবে না ; فَعَلِمَ-(ف+علم)-অতএব তিনি (আল্লাহ) জানেন ; مَا-তা, যা ;

৪৭. অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ সা.-এর স্বপ্ন সত্য। উমরা না করে ফিরে যাওয়ার কারণে মুসলমানদের মনে রাসূলের স্বপ্ন বাস্তবায়ন সম্পর্কে যে জিজ্ঞাসার সৃষ্টি হয়েছিলো এখানে তার জবাব দেয়া হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করছেন যে, আমার রাসূলকে আমি যে স্বপ্ন দেখিয়েছি তা পুরোপুরি-ই বাস্তবায়িত হবে—এতে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই।

৪৮. অর্থাৎ আপনি অবশ্য অবশ্যই মাসজিদে হারামে প্রবেশ করবেন। তবে এ বছর নয়, পরবর্তী বছর। আর স্বপ্নে তা মাসজিদে হারামে প্রবেশের সময় নির্দিষ্ট করে দেয়া ছিলো না। সাহাবায়ে কিরামের প্রবল আগ্রহের কারণে রাসূলুল্লাহ সা.-ও তাঁদের সাথে যোগ দিয়ে উমরা করার জন্য সফরে বের হয়েছিলেন। এতে আল্লাহর কুদরতের রহস্য নিহিত ছিলো। যা হুদায়বিয়ার সন্ধির মাধ্যমে বিকশিত হয়। অতপর ৭ম হিজরীর যিলকদ মাসে আল্লাহর প্রতিশ্রুতি পূর্ণতা লাভ করে। আর এ উমরা-ই 'উমরাতুল কাযা' নামে প্রসিদ্ধ হয়ে আছে।

لَمْ تَعْلَمُوا فَجَعَلَ مِنْ دُونِ ذٰلِكَ فَتْحًا قَرِيبًا ﴿٢٧﴾ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ

তোমরা জান না, তাই তিনি এটা (স্বপ্ন বাস্তব রূপ লাভ) ছাড়াই (তোমাদেরকে) আসন্ন বিজয় দান করেছেন[৫১]। ২৮. তিনি সেই সত্তা যিনি তাঁর রাসূলকে পাঠিয়েছেন

بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ ۚ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا ﴿٢٨﴾

(কুরআনের) দিক নির্দেশনা ও সত্য জীবনব্যবস্থা (ইসলাম) সহ যাতে তিনি (রাসূল) অন্যসব জীবনব্যবস্থার ওপর তাকে (ইসলামকে) বিজয়ী করেন : আর সাক্ষী হিসেবে আল্লাহ-ই যথেষ্ট[৫২]।

لَمْ تَعْلَمُوا-তোমরা জানো না ; فَجَعَلَ-(ف+جعل)-তাই তিনি দান করেছেন তোমাদেরকে ; مِنْ دُونِ-ছাড়াই ; ذٰلِكَ-এটা ; فَتْحًا-বিজয় ; قَرِيبًا-আসন্ন। ㉘ هُوَ- তিনি ; الَّذِي-সেই সত্তা যিনি ; أَرْسَلَ-পাঠিয়েছেন ; رَسُولَهُ-(رسول+ه)-তাঁর রাসূলকে ; بِالْهُدَىٰ-(ب+ال+هدى)-দিক নির্দেশনা ; وَ-ও ; دِينِ-জীবনব্যবস্থা (ইসলাম)সহ ; الْحَقِّ-সত্য ; لِيُظْهِرَهُ-(ليظهر+ه)-যাতে তিনি (রাসূল) তাকে (ইসলামকে) বিজয়ী করেন ; عَلَى-ওপর ; الدِّينِ-জীবনব্যবস্থার ; كُلِّهِ-অন্য সব ; وَ -আর ; كَفَىٰ-যথেষ্ট ; بِاللَّهِ-আল্লাহ-ই ; شَهِيدًا-সাক্ষী হিসেবে।

৪৯. 'ইনশাআল্লাহ' অর্থ 'যদি আল্লাহ চান'। আল্লাহ তা'আলা নিজেই যে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন, তাতে তাঁর নিজের চাওয়ার শর্ত যোগ করার প্রয়োজন থাকে না। কিন্তু নিজ রাসূল ও বান্দাদেরকে এ শিক্ষা দেয়ার জন্য এরূপ বলেছেন, যেন তারা ভবিষ্যত ইচ্ছা বা সংকল্পের সাথে 'ইনশাআল্লাহ' যুক্ত করে। (কুরতুবী)

মক্কাবাসী কাফিরদের ধারণা ছিলো, আমরা চাইলেই মুসলমানরা উমরা করতে পারবে, আমরা উমরা করতে অনুমতি না দিলে কেউ তা করতে পারবে না। তা-ও আমরা যখন যাকে উমরা করতে দেবো, তখন সে-ই উমরা করতে পারবে। আল্লাহ তা'আলা তাদের এ মনোভাবের প্রেক্ষিতেই এখানে 'ইনশাআল্লাহ' বলে বুঝাতে চেয়েছেন যে, তারা উমরা করতে না দেয়ার কারণেই রাসূল ও তাঁর সাথীরা এ বছর উমরা না করে চলে যাচ্ছেন এবং পরবর্তী সময় এসে উমরা করবেন—ব্যাপার এমন নয়। আসল ব্যাপার হলো এটা আমার ইচ্ছা-অনিচ্ছার সাথে সংশ্লিষ্ট। এটা মুসলমানদের ইচ্ছা-অনিচ্ছার ওপরও নির্ভরশীল নয়। এ বছর উমরা না করে চলে যাওয়া এবং পরবর্তী বছর এসে উমরা করা তাদের ইচ্ছার ওপর নির্ভর করে না এবং এটা তাদের শক্তি-সামর্থ্যের আওতাভুক্তও নয়।

৫০. এ আয়াত থেকে হজ্জ ও উমরা আদায়ের পর মাথা মুড়ানো বা চুল ছোট করার প্রমাণ পাওয়া যায়। তবে চুল ছোট করার চেয়ে মাথা মুড়ানো উত্তম। যেহেতু আল্লাহ তা'আলা মাথা মুড়ানোর কথা আগে উল্লেখ করেছেন।

㉙ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللّٰهِ ۚ وَالَّذِيْنَ مَعَهٗٓ اَشِدَّآءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَآءُ بَيْنَهُمْ

২৯. মুহাম্মদ আল্লাহর রাসূল, আর যারা তাঁর সাথে আছে, তারা কাফিরদের বিরুদ্ধে অত্যন্ত কঠোর,[৫৩] পরস্পর নিজেদের মধ্যে দয়াশীল[৫৪]

㉙ مُحَمَّدٌ-মুহাম্মাদ ; رَسُوْلُ-রাসূল ; اللّٰهِ-আল্লাহর ; وَ-আর ; الَّذِيْنَ-যারা ; مَعَهٗٓ (مع+ه)-তাঁর সাথে আছে ; اَشِدَّآءُ-তারা অত্যন্ত কঠোর ; عَلَى-বিরুদ্ধে ; الْكُفَّارِ-কাফিরদের ; رُحَمَآءُ-দয়াশীল ; بَيْنَهُمْ (بين+هم)-পরস্পর নিজেদের মধ্যে ;

সহীহ বুখারীর হাদীস থেকে জানা যায় যে, পরবর্তী বছর উমরাতুল কাযায় হযরত মুয়াবিয়া রা. রাসূলুল্লাহ সা.-এর পবিত্র কেশ কাঁচি দ্বারা কেটেছিলেন। বিদায় হজ্জে রাসূলুল্লাহ সা. মাথা মুড়িয়েছিলেন। (কুরতুবী)

৫১. অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা চাইলে এ বছরই তোমাদেরকে মাসজিদে হারামে প্রবেশ এবং উমরা করিয়ে দিতে পারতেন ; কিন্তু পরবর্তী বছর পর্যন্ত বিলম্বিত করার মধ্যে যে কল্যাণ ছিলো, তা তোমরা জানতে না। আল্লাহর ইচ্ছা ছিলো খায়বর বিজয়ের পর মুসলমানদের শক্তি সামর্থ বৃদ্ধি পাবে। তারা খায়বরে লব্ধ সাজ-সরঞ্জাম সহকারে নিশ্চিন্ত ও প্রশান্ত অন্তরে উমরা পালন করতে সক্ষম হবে।

৫২. অর্থাৎ মুহাম্মাদ সা. যে আল্লাহর রাসূল তার সত্যতার সাক্ষ্য দেয়ার জন্য আল্লাহ-ই যথেষ্ট। কাফিরদের তা মানা-নামানায় তার কোনো কিছু এসে যাবে না ; আর আমার রাসূল আমার পক্ষ থেকে যে সত্য জীবনব্যবস্থা ও দিক নির্দেশনা নিয়ে এসেছেন তা অন্য সকল জীবনব্যবস্থার ওপর বিজয়ী হবেই তাকে পাঠানোর উদ্দেশ্য এটাই। এখানে সে দিকেই ইংগীত করা হয়েছে, যখন হুদায়বিয়ার সন্ধিচুক্তি লেখার সময় 'মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ' কথাটির মধ্যে 'রাসূলুল্লাহ' কথাটি কাফিররা মেনে নিতে রাজী হচ্ছিলো না, তখন রাসূলুল্লাহ সা. নিজ হাতে উল্লিখিত শব্দ মুছে দিয়েছিলেন।

৫৩. এখানে সাহাবায়ে কিরামের গুণ-বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করে পরবর্তী মুসলমানদেরকে তাঁদের অনুসরণের জন্য উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে। কারণ সাহাবায়ে কিরাম-ই হলেন আখেরী নবী এবং আখেরী কিতাব আল কুরআনের সার্থক অনুসারী। এ পর্যায়ে তাঁদের সর্বপ্রথম গুণাবলী হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, তাঁরা কাফিরদের মুকাবিলায় অত্যন্ত কঠোর। তাঁরা দীন-ইসলামের জন্য তাঁদের বংশগত সম্পর্ক বিসর্জন দিয়েছেন। হুদায়বিয়ার ঘটনায় তার পরিচয় বিশেষভাবে পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে।

৫৪. তাঁদের দ্বিতীয় গুণ হলো, তাঁরা পরস্পরের প্রতি অত্যন্ত সহানুভূতিশীল। তাঁদের দীনী ভাইদের জন্য তাঁদের আত্মত্যাগের নুমনা সর্বকালের জন্য সমুজ্জ্বল নমুনা। মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে যখন ভ্রাতৃত্ব বন্ধন প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন তাদের অতুলনীয় ত্যাগ ও কুরবানীর প্রমাণ পাওয়া যায়। আনসাররা মুহাজিরদের দীনী ভাইদেরকে তাদের সহায়-সম্পদের সবকিছুতেই অংশদার হিসেবে গ্রহণ করে নেয়।

تَرٰىهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَّبْتَغُوْنَ فَضْلًا مِّنَ اللّٰهِ وَرِضْوَانًا ۡ سِيْمَاهُمْ

তুমি তাদেরকে দেখতে পাবে (কখনো) রুকূ'কারী হিসেবে, (কখনো) সিজদাকারী হিসেবে, তারা তালাশ করছে আল্লাহর পক্ষ থেকে অনুগ্রহ ও (তাঁর) সন্তুষ্টি ; তাদের চিহ্ন—

فِيْ وُجُوْهِهِمْ مِّنْ اَثَرِ السُّجُوْدِ ؕ ذٰلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرٰىةِ ۛۚ

তাদের চেহারায় সিজদার প্রভাব থাকবে[৫৫], এটাই তাদের দৃষ্টান্ত তাওরাতে (উল্লেখিত হয়েছে)[৫৬],

وَمَثَلُهُمْ فِي الْاِنْجِيْلِ ۛۚ كَزَرْعٍ اَخْرَجَ شَطْـَٔهٗ فَاٰزَرَهٗ فَاسْتَغْلَظَ

আর ইনজিলে তাদের দৃষ্টান্ত হলো—[৫৭] যেমন একটি শস্যক্ষেত, তার অঙ্কুর বের হলো, পরে তা শক্ত হয়ে উঠলো, তারপর মোটা হয়ে উঠলো

تَرٰىهُمْ-(ترى+هم)-তুমি তাদেরকে দেখতে পাবে ; رُكَّعًا-(কখনো) রুকূ'কারী হিসেবে; سُجَّدًا-(কখনো) সিজদাকারী হিসেবে ; يَّبْتَغُوْنَ-তারা তালাশ করছে ; فَضْلًا-অনুগ্রহ ; مِّنَ-পক্ষ থেকে ; اللّٰهِ-আল্লাহর ; وَ-ও ; رِضْوَانًا-(তাঁর) সন্তুষ্টি ; سِيْمَاهُمْ-(سيما+هم)-তাদের চিহ্ন ; فِيْ وُجُوْهِهِمْ-(فى+وجوه+هم)-তাদের চেহারায় থাকবে ; مِّنْ اَثَرِ-প্রভাব ; السُّجُوْدِ-সিজদার ; ذٰلِكَ-এটাই ; مَثَلُهُمْ-(مثل+هم)-তাদের দৃষ্টান্ত ; فِي التَّوْرٰىةِ-(فى+ال+تورية)-তাওরাতে (উল্লেখিত হয়েছে) ; وَ-আর ; مَثَلُهُمْ-(مثل+هم)-তাদের দৃষ্টান্ত হলো ; فِي الْاِنْجِيْلِ-(فى+ال+انجيل)-ইনজিলে ; كَزَرْعٍ-(ك+زرع)-যেমন একটি শস্যক্ষেত ; اَخْرَجَ-বের হলো ; شَطْـَٔهٗ-(شطا+ه)-তার অংকুর ; فَاٰزَرَهٗ-(ف+ازر+ه)-পরে তা শক্ত হয়ে উঠলো ; فَاسْتَغْلَظَ-(ف+استغلظ)-তারপর মোটা হয়ে উঠলো ;

তাঁদের শত্রুতা ও বন্ধুত্ব এবং ঘৃণা ও ভালোবাসা সবই আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আদর্শের খাতিরে ছিলো। আর এটাই হলো—ঈমানের সর্বোচ্চ স্তর।

৫৫. অর্থাৎ তাদের চেহারায় সিজদা তথা নামাযের কারণে একটা ঔজ্জ্বল্য দৃষ্টিগোচর হয়। এর দ্বারা কপালে সিজদার কাল দাগ বুঝানো হয়নি। এর দ্বারা তাকওয়া, বিনয়, নম্রতা এবং পরিচ্ছন্ন নৈতিক চরিত্রের প্রভাবে মানুষের চেহারায় যে আভা ফুটে ওঠে তা-ই বুঝানো হয়েছে। আর এটা বিশেষভাবে রাতের নামাযের ফলে চেহারায় পরিলক্ষিত হয়। সিহাহ্ সিত্তার অন্তরভুক্ত বিখ্যাত হাদীস গ্রন্থের এক বর্ণনায় আছে যে, রাসূলুল্লাহ সা. ইরশাদ করেছেন—"যে ব্যক্তি রাত্রে বেশী নামায পড়ে দিনের বেলায় তার চেহারা সুন্দর আলোকোজ্জ্বল হয়।"

৫৬. অর্থাৎ সাহাবায়ে কিরামের গুণ-বৈশিষ্ট্য কেমন হবে সে সম্পর্কে তাওরাতের মূল কিতাবে কি ছিলো তা আমাদের জানার কোনো উপায় নেই। তবে বাইবেলের বিকৃত

فَاسْتَوٰى عَلٰى سُوْقِهٖ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيْظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ ؕ وَعَدَ اللّٰهُ

এবং নিজ কাণ্ডের ওপর সোজা হয়ে দাঁড়ালো, যা চাষীদেরকে খুশী করে, যাতে করে তিনি তার দ্বারা কাফিরদের মনে জ্বালা সৃষ্টি করেন[৫৮] ; আল্লাহ ওয়াদা দিয়েছেন—

الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ مِنْهُمْ مَّغْفِرَةً وَّاَجْرًا عَظِيْمًا ۟

তাদেরকে যারা ঈমান এনেছে এবং সৎ কাজ করেছে, তাদের জন্য রয়েছে ক্ষমা ও মহা পুরস্কার।[৫৯]

فَاسْتَوٰى-(ف+استوى)-এবং সোজা হয়ে দাঁড়ালো ; عَلٰى-ওপর ; سُوْقِهٖ-(سوق+ه)-নিজ কাণ্ডের ; يُعْجِبُ-যা খুশী করে ; الزُّرَّاعَ-চাষীদেরকে ; لِيَغِيْظَ-যাতে করে তিনি জ্বালা সৃষ্টি করেন ; بِهِمُ-(ب+هم)-তার দ্বারা ; الْكُفَّارَ-কাফিরদের মনে ; وَعَدَ -ওয়াদা দিয়েছেন ; اللّٰهُ-আল্লাহ ; الَّذِيْنَ-তাদেরকে যারা ; اٰمَنُوْا-ঈমান এনেছে ; وَ-এবং ; عَمِلُوا-করেছে ; الصّٰلِحٰتِ-সৎকাজ ; مِنْهُمْ-তাদের জন্য রয়েছে ; مَّغْفِرَةً-ক্ষমা ; وَّ-ও ; اَجْرًا-পুরস্কার ; عَظِيْمًا-মহা।

যে সংস্করণ বর্তমানে পাওয়া যায় তাতে শেষ নবীর আগমন সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে তাঁর সংগী-সাথীদের পবিত্র মানুষদের কথাটি উল্লিখিত হয়েছে। এ ছাড়া সাহাবায়ে কিরামের আর কোনো গুণের উল্লেখ বর্তমান বাইবেলে পাওয়া যায় না।

৫৭. অর্থাৎ ইন্জীলেও সাহাবায়ে কিরামের সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, শুরুতে তাঁদের সংখ্যা হবে একেবারে কম, তারপর তাদের সংখ্যা ক্রমশ বৃদ্ধি পাবে এবং শক্তি অর্জিত হবে। (ইমাম বগভী রহ.)

হযরত কাতাদাহ রহ. বলেন—সাহাবায়ে কিরামের উদাহরণ ইন্জীলে উল্লিখিত হয়েছে যে, এমন এক জাতির আবির্ভাব হবে, যারা চারাগাছের মতোই ক্রমে ক্রমে বেড়ে উঠবে, তারা সৎকাজের আদেশ ও অসৎ কাজে বাধা দান করবে। (মাযহারী)

বর্তমান বাইবেল যা অনেক পরিবর্তীত সংস্করণ তাতেও হযরত ঈসা আ.-এর এক বক্তৃতায় কুরআন মাজীদে উল্লিখিত উদাহরণ উল্লিখিত হয়েছে।

৫৮. অর্থাৎ সাহাবায়ে কিরামকে আল্লাহ তা'আলা কুরআন মাজীদে উল্লিখিত গুণে গুণান্বিত করেছেন এবং তাঁদেরকে দুর্বলতার পর সবলতা দান করেছেন, তাদের সংখ্যাল্পতার পর সংখ্যাধিক্য দান করেছেন। যাতে এগুলো দেখে কাফিরদের মনে জ্বালা সৃষ্টি হয় এবং তারা হিংসার আগুনে জ্বলে-পুড়ে মরে।

৫৯. এখানে সাহাবায়ে কিরাম সম্পর্কে আল্লাহ ক্ষমা ও মহাপুরস্কারের ওয়াদা দিয়েছেন। 'যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকাজ করেছে' দ্বারা সাহাবায়ে কিরামকে বুঝানো হয়েছে।

ঈমান ও আমলের দিক দিয়ে যারা সাহাবায়ে কিরামের অনুসরণ করবে, তাদের জন্যও আল্লাহর এ ওয়াদা প্রযোজ্য।

৪র্থ রুকূ'(২৭-২৯ আয়াত)-এর শিক্ষা

১. নবী-রাসূলদের স্বপ্নও ওহী। সুতরাং রাসূলুল্লাহ সা.-এর স্বপ্ন নিছক স্বপ্ন ছিলো না। যা পরবর্তী বছর-ই বাস্তব রূপ লাভ করেছিলো।

২. আল্লাহ তা'আলা যা চান, তা-ই দুনিয়াতে ঘটে ; দুনিয়ার মানুষের চাওয়া আল্লাহর চাওয়া না চাওয়ার সাথে শর্তযুক্ত।

৩. দুনিয়াতে সংঘটিত কোনো ঘটনা বা দুর্ঘটনা সাধারণ দৃষ্টিকোণ থেকে মুসলমানদের জন্য ক্ষতিকর বিবেচিত হলেও পরিণামে তা কল্যাণকর বলেই সাব্যস্ত হয়। ধৈর্য, সাহস ও আল্লাহর ওপর পূর্ণ তাওয়াক্কুলের মাধ্যমেই সকল প্রতিকূল পরিস্থিতির মুকাবেলা করাই মু'মিনের বৈশিষ্ট্য।

৪. আল্লাহ তা'আলা তাঁর রাসূলকে সঠিক দিক-নির্দেশনা ও সত্য জীবনব্যবস্থা সহকারে দুনিয়াতে পাঠিয়েছেন এতে কোনো সন্দেহ করার অবকাশ নেই।

৫. আল্লাহ প্রদত্ত সত্য জীবনব্যবস্থাকে অন্য সকল জীবনব্যবস্থার ওপর বিজয়ী ব্যবস্থা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করাই ছিলো রাসূলের মূল দায়িত্ব। তিনি তাঁর দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করেছেন।

৬. রাসূলের তিরোধানের পর খিলাফতে রাশেদার ত্রিশ বছর সেই সত্য জীবনব্যবস্থা বিজয়ী আদর্শ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত ছিলো। পরবর্তীকালে সেই সত্য জীবনব্যবস্থাকে প্রতিষ্ঠিত করার দায়িত্ব মুসলিম উম্মাহর ওপর এসে পড়ে।

৭. সেই সত্য জীবনব্যবস্থাকে পুনরায় বিজয়ী আদর্শ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার সংগ্রাম করে যাওয়া মুসলিম উম্মার প্রথম ও প্রধান কাজ।

৮. মুহাম্মাদ সা. আল্লাহর রাসূল—আল্লাহ নিজেই যেহেতু তার সাক্ষী ; সুতরাং তা কেউ মানুক আর না মানুক তাতে কিছু এসে যায় না।

৯. রাসূলুল্লাহ সা.-এর সাহাবায়ে কিরামের যে বৈশিষ্ট্য উল্লিখিত হয়েছে, তা-ই প্রকৃত মু'মিনের বৈশিষ্ট্য হওয়া উচিত। অতএব আমাদেরকে উল্লিখিত বৈশিষ্ট্য অর্জনের জন্য সাহাবায়ে কিরামকে আদর্শ মেনে নিয়ে এগিয়ে যেতে হবে।

১০. বাতিল শক্তির প্রতি আমাদেরকে হতে হবে আপোষহীন ; আর আমাদের মধ্যকার পারস্পরিক সম্পর্ক হবে অত্যন্ত রহমদীল।

১১. সাহাবায়ে কিরামের আদর্শে অনুপ্রাণিত মু'মিনের চেহারায় সিজদা তথা নামাযের প্রভাব পরিলক্ষিত হবে অর্থাৎ তাকওয়া তথা আল্লাহর ভয়, বিনয়-নম্রতা এবং উন্নত নৈতিক চরিত্রের প্রভাব ফুটে উঠবে। তাওরাত ও ইনজীল আসমানী কিতাব দু'টোতেও রাসূলের সাহাবাদের পরিচয় দিতে গিয়ে উক্ত বৈশিষ্ট্যই উল্লিখিত হয়েছে।

১২. ইনজীলে সাহাবায়ে কিরামের উদাহরণ দিতে গিয়ে প্রথম দিকে তাদের সংখ্যাল্পতা এবং ক্রমান্বয়ে তাদের সংখ্যা বৃদ্ধির কথা বুঝানো হয়েছে। মু'মিনদের চরিত্র-বৈশিষ্ট্যও এমন হবে যে, তাদের সংখ্যা ক্রমান্বয়ে বাড়বে বৈ কমবে না।

১৩. উল্লিখিত বৈশিষ্ট্যের মু'মিনদের জন্যই আল্লাহ তা'আলা ক্ষমা ও মহাপুরস্কারের ওয়াদা দিয়েছেন।

❐

সূরা আল হুজুরাত-মাদানী
আয়াত ঃ ১৮
রুকূ' ঃ ২

নামকরণ

'হুজুরাত' শব্দটি হুজুরাতুন শব্দের বহুবচন। এর অর্থ কক্ষ, ঘরের চার দেয়াল ঘেরা স্থান। সূরার ৪র্থ আয়াতে এ শব্দটি উল্লেখিত হয়েছে এবং তা দ্বারাই সূরার নামকরণ করা হয়েছে।

নাযিলের সময়কাল

মুফাস্‌সিরীনে কিরামের মতে এবং সূরায় আলোচিত বিভিন্ন বিষয়ের সমর্থন অনুসারে সূরাতে নির্দেশিত হুকুম-আহকামের ভিত্তিতে এটা সুস্পষ্ট হয়ে উঠে যে, সূরার অধিকাংশ আয়াত-ই মাদানী যুগের শেষ পর্যায়ে নাযিল হয়েছে। সূরার ৪র্থ আয়াতে বর্ণিত বনী তামীম গোত্রের প্রতিনিধি দলের আগমনের ঘটনাটি ৯ম হিজরী সনে সংঘটিত হয়েছে। ৬ষ্ঠ আয়াতটিও ওয়ালীদ ইবনে উকবা সম্পর্কে নাযিল হয়েছে, এ দু'টো বিষয় সম্পর্কে সমস্ত সীরাত গ্রন্থ ও হাদীসের বর্ণনায় ঐকমত্য রয়েছে। এতে করে এ সূরার বিভিন্ন আয়াতের নাযিলের সময়কাল মাদানী যুগের শেষ পর্যায়ে হওয়ার ব্যাপারে কোনো সন্দেহ থাকে না।

আলোচ্য বিষয়

সূরার আলোচ্য বিষয়ের মধ্যে রয়েছে–

মুসলমানদেরকে উত্তম জাতি হিসেবে আত্মসংশোধন, শিষ্টাচার ও সামাজিক উত্তম আচার-আচরণ শিক্ষাদান করা। এ পর্যায়ে প্রথমত আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ব্যাপারে আবশ্যকীয় শিষ্টাচার সম্পর্কিত নিয়ম-কানুন শিক্ষা দেয়া হয়েছে। অতপর কোনো দিক থেকে প্রাপ্ত খবরের নির্ভরযোগ্যতা যাঁচাই না করে সে অনুসারে কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে বারণ করা হয়েছে।

এরপর মুসলমানদের দু'টো দলের মধ্যে যদি কোনো মতপার্থক্য বা সাংঘর্ষিক অবস্থা সৃষ্টি হয় তখন অন্য মুসলমানদের করণীয় বিষয়ের প্রতি আলোকপাত করা হয়েছে।

সামাজিক বিপর্যয় সৃষ্টিকারী আচার-আচরণকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে—যেমন পারস্পরিক ঠাট্টা-বিদ্রূপ, দুর্নাম রটনা করা একে অপরকে উপহাস করা, নাম বিকৃত করে ডাকা, পারস্পরিক খারাপ ধারণা পোষণ করা, অন্যের গোপনীয়তা খুঁজে বের করার চেষ্টা করা এবং এসব কথা প্রচার করে বেড়ানো ইত্যাদি। আল্লাহ তা'আলা এসবকে নাম উল্লেখ করে করে নিষিদ্ধ করে দিয়েছেন।

বংশগত ও গোত্রীয় দ্বন্দ্ব-সংঘাত সর্বযুগেই বিশ্বময় যে বৈষম্য ও হানাহানীর জন্ম দেয় এবং প্রত্যেক জাতিগোষ্ঠী নিজেদেরকে অন্যদের চেয়ে উত্তমতার মনোভাব পোষণ

করে আল্লাহ তা'আলা এ সূরায় তারও মূলোচ্ছেদ করে বলে দিয়েছেন যে, সব মানুষই একই উৎস থেকে সৃষ্টি। শুধুমাত্র পারস্পরিক পরিচিতির জন্যই মানুষকে বিভিন্ন জাতি গোষ্ঠীতে বিভক্ত করে দেয়া হয়েছে। মানুষ হিসেবে অন্য মানুষের ওপর গর্ব-অহংকার করার কোনো বৈধতা নেই। তবে আল্লাহর কাছে মানুষের শ্রেষ্ঠত্বের মাপকাঠি হলো আল্লাহভীতি।

অবশেষে আল্লাহ তা'আলা আন্তরিক ঈমান ছাড়া বাহ্যিকভাবে ইসলামের কিছু কিছু বিধান পালন করা যে তাঁর নিকট গ্রহণযোগ্য নয় তা উল্লেখ করেছেন। ঈমান ও ইসলামের মধ্যে পারিভাষিক কোনো পার্থক্য নেই। শরয়ী পরিভাষায় আল্লাহর একত্ব ও তাঁর রাসূলকে রাসূল হিসেবে বিশ্বাস করাকে ঈমান বলা হয়। অপরদিকে বাহ্যিক কাজকর্মে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্যকে ইসলাম বলা হয়। কিন্তু শরীয়তে তথা ইসলামী আইনে ঈমান বা অন্তরের বিশ্বাস ততক্ষণ পর্যন্ত গ্রহণযোগ্য নয় যতক্ষণ না তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও কর্ম-তৎপরতায় তা প্রতিফলিত হবে। তেমনিভাবে ইসলাম বাহ্যিক কর্মের নাম হলেও তা ততক্ষণ পর্যন্ত গ্রহণযোগ্য হবে না যতক্ষণ না অন্তরের বিশ্বাস তার সাথে জড়িত হবে। আর অন্তরের বিশ্বাস ছাড়া বাহ্যিক কাজকর্ম হবে মুনাফিকী। আর মুনাফিকরা দুনিয়াতে মুসলিম সমাজে মুসলিম হিসেবে গণ্য হলেও আল্লাহর নিকট মুসলিম হিসেবে গণ্য হতে পারে না।

❐

রুকূ'-২ ৪৯. সূরা আল হুজুরাত-মাদানী আয়াত-১৮

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

① يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُقَدِّمُوْا بَيْنَ يَدَيِ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ

১. হে যারা ঈমান এনেছো, তোমরা (কোনো বিষয়ে) আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সামনে অগ্রণী হয়ো না[১]

① يَاَيُّهَا-হে ; الَّذِيْنَ-যারা ; اٰمَنُوْا-ঈমান এনেছো ; لَا تُقَدِّمُوْا-তোমরা (কোনো বিষয়ে) অগ্রণী হয়ো না ; بَيْنَ يَدَيِ-সামনে ; اللّٰهِ-আল্লাহ ; وَ-ও ; رَسُوْلِهٖ-(رسول+ه)-তাঁর রাসূলের ;

১. অর্থাৎ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নির্দেশের প্রতি কোনো ভ্রূক্ষেপ না করে নিজেদের ব্যাপারসমূহে নিজেরাই অগ্রগামী হয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে সে অনুসারে কাজ করা কোনো মু'মিনের জন্য বৈধ নয়।

যারা আল্লাহকে নিজেদের প্রতিপালক এবং তাঁর রাসূলকে নিজেদের পথপ্রদর্শক হিসেবে মেনে নিয়েছে, তারা মতামত ও সিদ্ধান্তের ব্যাপারে নিজেদেরকে স্বাধীন মনে করতে পারে না। এ বিধান শুধুমাত্র তাদের ব্যক্তিগত ব্যাপারসমূহে সীমাবদ্ধ নয় ; বরং পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় সকল ব্যাপারে প্রযোজ্য।

এ ব্যাপারে একটি সহীহ হাদীস থেকেও এর ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। রাসূলুল্লাহ সা. যখন হযরত মুয়ায ইবনে জাবালকে ইয়ামনের বিচারক করে পাঠাচ্ছিলেন তখন তিনি তাঁকে জিজ্ঞেস করেছিলেন যে, "তুমি কিসের ভিত্তিতে সেখানে ফায়সালা করবে।" জবাবে তিনি বললেন, "আল্লাহর কিতাবের ভিত্তিতে"। রাসূলুল্লাহ সা. আবার প্রশ্ন করলেন, "কোনো বিষয়ে যদি কিতাবুল্লাহর মধ্যে কোনো নির্দেশ না পাওয়া যায়, তাহলে কিসের সাহায্য নেবে ?" তখন মুয়ায রা. জবাব দিয়েছিলেন, "তখন আল্লাহর রাসূলের সাহায্য নেবো।" রাসূলুল্লাহ জানতে চাইলেন, "যদি সেখানেও কোনো নির্দেশ না পাওয়া যায়, তাহলে কি করবে ?" তখন তিনি জবাব দিলেন, তাহলে আমি নিজে (কুরআন ও সুন্নাহর ভিত্তিতে) ইজতিহাদ করবো।" একথা শুনে রাসূলুল্লাহ সা. মুয়ায রা.-এর বুকের ওপর হাত রেখে আল্লাহর শোকর আদায় করলেন। তারপর বললেন যে, "সেই মহান আল্লাহর শোকর আদায় করছি যিনি তাঁর রাসূলের প্রতিনিধিকে এমন উপায় অবলম্বন করার তাওফীক দিয়েছেন যা আল্লাহর নিজের ও তাঁর রাসূলের পছন্দনীয়। জীবনের সর্বক্ষেত্রে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের পছন্দনীয় পথ ও পন্থা হলো নিজের ইজতিহাদের চেয়ে আল্লাহর কিতাব ও রাসূলের সুন্নাতকে অগ্রাধিকার দেয়া। আর হিদায়াত তথা সঠিক পথ লাভের জন্য সর্বপ্রথম

وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۚ اِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ۝ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَرْفَعُوْۤا

এবং আল্লাহকে তোমরা ভয় করো, আল্লাহ নিশ্চয়ই সর্বশ্রোতা সর্বজ্ঞ[২]। ২. হে যারা ঈমান এনেছো, তোমরা উঁচু করো না

اَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوْا لَهٗ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ

তোমাদের কণ্ঠস্বরকে নবীর কণ্ঠস্বরের ওপর এবং তাঁর সাথে কথা বলার সময় এমন উচ্চ আওয়াজে বলো না তোমাদের একের উঁচু আওয়াজের মতো

لِبَعْضٍ اَنْ تَحْبَطَ اَعْمَالُكُمْ وَاَنْتُمْ لَا تَشْعُرُوْنَ ۝ اِنَّ الَّذِيْنَ يَغُضُّوْنَ

অপরের সাথে[৩] ; যেন তোমাদের আমল বা কর্মফল ধ্বংস হয়ে না যায় অথচ তোমরা (তা) জানতেই পারবে না[৪]। ৩. নিশ্চয়ই যারা নিচু রাখে

وَ-এবং ; اِتَّقُوا-তোমরা ভয় করো ; اللّٰهَ-আল্লাহকে ; اِنَّ-নিশ্চয়ই ; اللّٰهَ-আল্লাহ ; سَمِيْعٌ-সর্বশ্রোতা ; عَلِيْمٌ-সর্বজ্ঞ। ② يٰۤاَيُّهَا-হে ; الَّذِيْنَ-যারা ; اٰمَنُوْا-ঈমান এনেছো ; لَا تَرْفَعُوْۤا-তোমরা উঁচু করো না ; اَصْوَاتَكُمْ-(اصوات+كم)-তোমাদের কণ্ঠস্বরকে ; فَوْقَ-ওপর ; صَوْتِ-কণ্ঠস্বরের ; النَّبِيِّ-নবীর ; وَ-এবং ; لَا تَجْهَرُوْا-এমন উচ্চ আওয়াজে বলো না ; لَهٗ-তাঁর সাথে ; بِالْقَوْلِ-(ب+ال+قول)-কথা বলার সময় ; كَجَهْرِ-(ك+جهر)-উঁচু আওয়াজের মতো ; بَعْضِكُمْ-(بعض+كم)-তোমাদের একের ; لِبَعْضٍ-(ل+بعض)-অপরের সাথে ; اَنْ-যেন না ; تَحْبَطَ-ধ্বংস হয়ে যায় ; اَعْمَالُكُمْ-(اعمال+كم)-তোমাদের আমল বা কর্মফল ; وَ-আর ; اَنْتُمْ-তোমরা ; لَا تَشْعُرُوْنَ-(তা) জানতেই পারবে না। ③ اِنَّ-নিশ্চয়ই ; الَّذِيْنَ-যারা ; يَغُضُّوْنَ-নিচু রাখে ;

উল্লিখিত দু'টো উৎসের দিকেই একজন মু'মিনকে ফিরে যেতে হবে, সে সমাজে যে স্তরেই অবস্থান করুক না কেনো। কিয়াস ও ইজতিহাদ এমন কি সমগ্র মুসলিম উম্মাহর ইজমা তথা ঐকমত্য-ও আল্লাহর কিতাব ও রাসূলের সুন্নতের বিপরীত কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে না।

২. অর্থাৎ তোমাদের সব কথা আল্লাহ শোনেন এবং তোমাদের গোপন ও প্রকাশ্য মনোভাব সম্পর্কেও তিনি সবই জানেন, অতএব স্বেচ্ছাচারী হয়ে তোমরা বেঁচে যেতে পারবে না।

৩. আল্লাহর রাসূলের সাথে কিভাবে কথাবার্তা বলতে হবে এ আয়াতে সেই আদব-কায়দা-ই মু'মিনদেরকে শিক্ষা দেয়া হয়েছে। মু'মিনরা যেন তাদের সমকক্ষদের সাথে যে কণ্ঠস্বরে কথাবার্তা বলে থাকে, আল্লাহর রাসূলের সাথেও তেমন উচ্চস্বরে কথাবার্তা না বলে।

أَصْوَاتَهُمْ عِنْدَ رَسُولِ اللّٰهِ أُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ امْتَحَنَ اللّٰهُ قُلُوْبَهُمْ لِلتَّقْوٰى ۚ

তাদের কণ্ঠস্বর আল্লাহর রাসূলের সামনে, ওরাই তারা যাদের অন্তরকে আল্লাহ তাকওয়ার জন্য যাচাই করে নিয়েছেন[৫] ;

أَصْوَاتَهُمْ-(اصوات+هم)-তাদের কণ্ঠস্বর ; عِنْدَ-সামনে ; رَسُوْلِ-রাসূলের ; اللّٰهِ-আল্লাহর; أُولٰٓئِكَ-ওরাই ; الَّذِيْنَ-তারা ; امْتَحَنَ-যাঁচাই করে নিয়েছেন ; اللّٰهُ-আল্লাহ ; قُلُوْبَهُمْ-(قلوب+هم)-যাদের অন্তরকে ; لِلتَّقْوٰى-(ل+ال+تقوى)-তাকওয়ার জন্য ;

কারো কারো অভিমত নবীদের উত্তরাধিকারী হকপন্থী ওলামা-মাশায়েখদের সাথে কথাবার্তা বলার সময়ও এদিকে নজর রাখা আবশ্যক। একটি ঘটনায় একথার সমর্থন পাওয়া যায়। একদা রাসূলুল্লাহ সা. হযরত আবু দারদা রা.-কে হযরত আবু বকর রা.-এর আগে চলতে দেখে সতর্ক করলেন এবং বললেন, "তুমি এমন ব্যক্তির আগে চল, যিনি ইহকাল ও পরকালে তোমার থেকে শ্রেষ্ঠ ?" তিনি আরো বলেন, "দুনিয়াতে এমন কোনো ব্যক্তির ওপর সূর্যোদয় ও সূর্যাস্ত হয়নি, যে নবীদের পর হযরত আবু বকর রা. থেকে শ্রেষ্ঠ।"(রুহুল বায়ান)

অতএব ওলামায়ে কিরাম বলেন যে, উস্তাদ ও দীনী পথ প্রদর্শক ব্যক্তিদের সাথে একই আদব ও শিষ্টাচারের সাথে কথাবার্তা বলা ও আচরণ করা উচিত।

৪. অর্থাৎ রাসূলের কণ্ঠস্বর থেকে নিজেদের কণ্ঠস্বর উঁচু করা দ্বারা নিজেদের অজান্তেই জীবনের সমস্ত নেক আমল বিনষ্ট হয়ে যেতে পারে। তাই সাহাবায়ে কিরাম ও মু'মিনদেরকে এমন কাজ থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। ইসলামে রাসূলুল্লাহ সা.-এর মর্যাদা ও স্থান এ থেকে পরিষ্কার হয়ে যায়। আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের ইজমা' তথা ঐকমত্যে একমাত্র কুফরী দ্বারাই সৎকর্মসমূহ বিনষ্ট হয়ে যায়। কোনো গুনাহের কারণে সৎকর্মসমূহ বিনষ্ট হয় না। অথচ এখানে বলা হয়েছে যে, রাসূলের সামনে উচ্চৈস্বরে কথা বলে বেয়াদবী করা দ্বারা তোমাদের অজান্তেই সমস্ত জীবনের নেক আমলসমূহ বিনষ্ট হয়ে যাওয়ার মতো কুফরীর শাস্তি তোমাদের ওপর আপতিত হতে পারে। এর অর্থ এ বেয়াদবীর কারণে তোমাদের অজান্তে রাসূলের মনে কষ্ট হতে পারে। যার ফলে তোমরা হিদায়াতের রাস্তা থেকে ছিটকে পড়তে পারো, তোমরা হিদায়াতের পথে টিকে থাকার তাওফীক হারিয়ে ফেলতে পারো। সুতরাং রাসূলের সামনে কথা বলার সময় অত্যন্ত সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

৫. অর্থাৎ যাদের অন্তরে রাসূলের প্রতি মর্যাদাবোধ আছে তাদের কণ্ঠস্বর তাঁর সামনে উঁচু হতে পারে না। সাহাবায়ে কিরাম এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছিলেন। এর দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে যে, তাকওয়া তথা আল্লাহর ভয় তাদের অন্তরে বিদ্যমান ছিলো, তাই তাঁরা সদা-সর্বদা রাসূলের সন্তুষ্টি-অসন্তুষ্টির প্রতি সজাগ দৃষ্টি রাখতেন, এ আয়াত দ্বারা এটাও প্রমাণিত যে, যাদের অন্তরে রাসূলুল্লাহ সা.-এর প্রতি মর্যাদাবোধ নেই, তাদের অন্তরে তাকওয়া তথা আল্লাহর ভয়-ও নেই।

لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ ④ إِنَّ الَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِن وَرَاءِ الْحُجُرَٰتِ

তাদের জন্য রয়েছে ক্ষমা ও বিরাট পুরস্কার ৪. যারা কক্ষের বাইরে থেকে আপনাকে ডাকা ডাকি করে, অবশ্যই

أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ⑤ وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّىٰ تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ

তাদের অধিকাংশই কোনো জ্ঞান-বুদ্ধি রাখে না। ৫. আর যদি তারা ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করতো যতক্ষণ না আপনি তাদের কাছে বের হয়ে আসেন তবে তা হতো তাদের জন্য উত্তম৬

لَهُمْ-তাদের জন্য রয়েছে ; مَغْفِرَةٌ-ক্ষমা ; وَ-ও ; أَجْرٌ-পুরস্কার ; عَظِيمٌ-বিরাট। ④ إِنَّ-অবশ্যই ; الَّذِينَ-যারা ; يُنَادُونَكَ-(ينادون+ك)-আপনাকে ডাকাডাকি করে ; مِنْ-থেকে ; وَرَاءِ-বাইরে ; الْحُجُرَٰتِ-(ال+حجرت)-কক্ষের ; أَكْثَرُهُمْ-(اكثر+هم)-তাদের অধিকাংশই ; لَا يَعْقِلُونَ-কোনো জ্ঞান-বুদ্ধি রাখে না। ⑤ وَ-আর ; لَوْ-যদি ; أَنَّهُمْ-(ان+هم)-তারা ; صَبَرُوا-ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করতো ; حَتَّىٰ-যতক্ষণ না ; تَخْرُجَ-আপনি বের হয়ে আসেন ; إِلَيْهِمْ-তাদের কাছে ; لَكَانَ-তবে তা হতো ; خَيْرًا-উত্তম ; لَّهُمْ-তাদের জন্য ;

৬. অত্র আয়াতে রাসূলুল্লাহ সা.-এর প্রতি অপর একটি আদব শিক্ষা দেয়া হয়েছে। রাসূলুল্লাহ সা. দীনের কাজে সদা ব্যস্ত জীবন কাটাতেন। তিনি তো মানুষই ছিলেন তাঁরও কিছু সময় বিশ্রামের প্রয়োজন ছিলো। তিনি বিশ্রামের জন্য তাঁর বাসগৃহে তাশরীফ রাখতেন, তখন তাঁকে বাইরে থেকে ডাকাডাকি না করে তাঁর বের হয়ে আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করাই ছিলো তাঁর প্রতি মর্যাদা প্রদর্শনের দাবী। কিন্তু এমন কিছু লোকজনও ছিলো যাদের মধ্যে এ বোধের অভাব ছিলো। বনূ তামীম নামক বেদুইন গোত্রের লোকজন একদা দুপুরে রাসূলুল্লাহ সা.-এর বিশ্রামের সময় এসে তাঁকে গৃহের বাইরে থেকে ডাকাডাকি করছিলো। তারা সামাজিক রীতিনীতি সম্পর্কে অজ্ঞ ছিলো। তাই আয়াতে এরূপ ডাকাডাকি করতে নিষেধ করা হয়েছে এবং রাসূলুল্লাহ সা.-এর বিশ্রাম শেষে বের হয়ে আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করার আদেশ দেয়া হয়েছে। (মাযহারী)

সাহাবায়ে কিরাম রা. এবং তাবেয়ীগণ তাঁদের মধ্যকার আলেমদের সাথেও এ আদব রক্ষা করেছেন। হযরত ইবনে আব্বাস রা. থেকে সহীহ বুখারী ও অন্যান্য হাদীস গ্রন্থে বর্ণিত আছে, তিনি বলেছেন যে, আমি যখন কোনো আলেম সাহাবীর নিকট থেকে হাদীস লাভ করতে চাইতাম, তখন তাঁর গৃহে ডাকাডাকি করতে বা দরজার কড়া নাড়া থেকে বিরত থাকতাম এবং দরজার বাইরে বসে অপেক্ষা করতাম। তিনি যখন নিজেই বাইরে আসতেন তখন হাদীস জিজ্ঞেস করতাম। তিনি তখন বলতেন, হে রাসূলুল্লাহর চাচাত ভাই। আপনি দরজার কড়া নেড়ে আমাকে সংবাদ দিলেন না কেনো ? হযরত ইবনে আব্বাস রা. তখন উত্তরে বলতেন, আলেমগণ কোনো জাতির জন্য পয়গম্বর

وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۝ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنْ جَآءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَاٍ

এবং আল্লাহ অত্যন্ত ক্ষমাশীল পরম দয়ালু[৭]। ৬. হে যারা ঈমান এনেছো, তোমাদেরকে কাছে যদি কোনো ফাসেক লোক কোনো খবর নিয়ে আসে

فَتَبَيَّنُوْٓا اَنْ تُصِيْبُوْا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوْا عَلٰى مَا فَعَلْتُمْ نٰدِمِيْنَ ۝

তবে তা ভালোভাবেই যাঁচাই করে নেবে, যেন তোমরা অজ্ঞতার কারণে কোনো কাওমের বিপদের কারণ হয়ে না যাও ; তাহলে তোমরা যা করবে তার জন্য তোমাদেরকে লজ্জিত হতে হবে।[৮]

وَ-এবং ; اللّٰهُ-আল্লাহ ; غَفُوْرٌ-অত্যন্ত ক্ষমাশীল ; رَّحِيْمٌ-পরম দয়ালু। ⑥يٰٓاَيُّهَا-হে ; الَّذِيْنَ-যারা ; اٰمَنُوْٓا-ঈমান এনেছো ; اِنْ-যদি ; جَآءَكُمْ-তোমাদের কাছে আসে ; فَاسِقٌ-কোনো ফাসিক লোক ; بِنَبَاٍ-(ب+نبا)-কোনো খবর নিয়ে ; فَتَبَيَّنُوْٓا-(ف+تبينوا)-তবে তা ভালোভাবে যাঁচাই করে নেবে ; اَنْ-যেন না ; تُصِيْبُوْا-বিপদের কারণ হয়ে যাও ; قَوْمًا-কোনো কাওমের ; بِجَهَالَةٍ-(ب+جهالة)-অজ্ঞতার কারণে ; فَتُصْبِحُوْا-(ف+تصبحوا)-তাহলে তোমাদেরকে হতে হবে ; عَلٰى-জন্য ; مَا-তার যা ; فَعَلْتُمْ-তোমরা করবে ; نٰدِمِيْنَ-লজ্জিত।

সদৃশ। আল্লাহ তা'আলা পয়গাম্বর সম্পর্কে আদেশ দিয়েছেন যে, তাঁরা বাইরে আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করো।

হযরত আবু দারদা র. বলেন, আমি কোনোদিন কোনো আলেমের দরজায় গিয়ে কড়া নাড়া দেয়নি ; বরং অপেক্ষা করেছি যেন তিনি নিজেই যখন বাইরে বের হয়ে আসবেন তখন সাক্ষাত করব। (রুহুল মায়ানী)

৭. অর্থাৎ যারা অজ্ঞতার কারণে এ যাবত ভুল করেছে এবং তাদের আচরণে রাসূলের মনে কষ্ট হয়েছে, তার জন্য আল্লাহ তাদেরকে পাকড়াও করবেন না। তিনি যেহেতু অত্যন্ত ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু তাই তিনি তাদের অতীতের আচরণগত ত্রুটি-বিচ্যুতি ক্ষমা করে দেবেন। তবে ভবিষ্যতে এ ধরনের ভুল যেন না হয় সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি থাকতে হবে।

৮. এ আয়াতে কোনো গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে কোনো ফাসেকের দেয়া কোনো খবর গ্রহণযোগ্য না হওয়ার ব্যাপারে একটি সামগ্রিক মূলনীতি বর্ণিত হয়েছে। মুফাস্‌সিরীনে কিরামের মতে এ আয়াত ওয়ালিদ ইবনে উকবা রা. কর্তৃক বনীল মুস্তালিক গোত্র সম্পর্কে প্রদত্ত সংবাদ যথার্থ না হওয়ার ঘটনা সম্পর্কে নাযিল হয়েছে। এ গোত্রের সরদার বা নেতা ছিলেন উম্মুল মু'মিনীন হযরত জুয়ায়রিয়া রা.-এর পিতা হারেস ইবনে মেরার। তিনি রাসূলুল্লাহ সা.-এর খেদমতে হাজির হলে রাসূলুল্লাহ সা. তাঁকে ইসলামের দাওয়াত দিলেন। তিনি ইসলাম গ্রহণ করে তাঁর গোত্রের লোকদেরকে

⑦وَاعْلَمُوٓا اَنَّ فِيْكُمْ رَسُوْلَ اللّٰهِ ؕ لَوْ يُطِيْعُكُمْ فِيْ كَثِيْرٍ مِّنَ الْاَمْرِ لَعَنِتُّمْ

৭. আর তোমরা জেনে রেখো, তোমাদের মধ্যে অবশ্যই আল্লাহর রাসূল বর্তমান আছেন ; যদি তিনি বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই তোমাদের কথা মেনে চলেন, তাহলে তোমরাই ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পড়বে

⑦وَ-আর ; اعْلَمُوٓا-তোমরা জেনে রেখো ; اَنَّ-অবশ্যই ; فِيْكُمْ-(فى+كم)-তোমাদের মধ্যে বর্তমান আছেন ; رَسُوْلَ-রাসূল ; اللّٰهِ-আল্লাহর ; لَوْ-যদি ; يُطِيْعُكُمْ-(يطيع+كم)-তিনি তোমাদের কথা মেনে চলেন ; فِيْ كَثِيْرٍ-বেশীর ভাগ ; مِّنَ الْاَمْرِ-(من+ال+امر)-ক্ষেত্রেই ; لَعَنِتُّمْ-তাহলে তোমরাই ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পড়বে ;

ইসলামে দীক্ষিত করে এবং তাদের নিকট থেকে যাকাত সংগ্রহ করে রাসূলের পাঠানো যাকাত আদায়কারীর হাতে অর্পণ করার ওয়াদা দিয়ে স্বগোত্রে ফিরে গেলেন। ওয়াদা অনুযায়ী তিনি গোত্রের লোকদের মধ্যকার ইসলাম গ্রহণকারী ব্যক্তিদের থেকে যাকাত সংগ্রহ করে রাসূলের প্রতিনিধির অপেক্ষা করতে থাকলেন। এদিকে রাসূলুল্লাহ সা. ওয়ালীদ ইবনে উকবা রা.-কে বনীল মুস্তালিক গোত্রের নিকট থেকে যাকাত সংগ্রহ করে আনার জন্য পাঠালেন। ওয়ালিদ ইবনে উকবা বনীল মুস্তালিক গোত্রের অঞ্চলে পৌঁছলে গোত্রপতি হারেস ইবনে মেরার অন্যদেরকে নিয়ে সদলবলে রাসূলের প্রতিনিধিকে স্বাগত জানাতে এগিয়ে আসলেন। কিন্তু দূর থেকে ওয়ালিদ ইবনে উকবা ভাবলেন যে, এ গোত্রের সাথে তাঁর যে পূর্ব শত্রুতা ছিলো সে জন্য তারা সদলবলে তাঁকে ধরার জন্য আসছে। আর তারা তাঁকে ধরতে পারলে অবশ্য তাঁকে হত্যা করবে। এটা ভেবে তিনি আর সামনে অগ্রসর না হয়ে মদীনায় ফিরে আসলেন এবং রাসূলুল্লাহ সা.-এর খেদমতে এসে বললেন যে, তারা যাকাত দিতে অস্বীকার করেছে এবং তাঁকে হত্যা করতে উদ্যত হয়েছে। রাসূলুল্লাহ সা. তাদের প্রতি অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হয়ে হযরত খালিদ ইবনে ওয়ালিদ রা.-এর নেতৃত্বে একদল মুজাহিদকে তাদেরকে শাস্তি দেয়ার জন্য পাঠালেন। ওদিকে নির্দিষ্ট সময়ে রাসূলুল্লাহ সা.-এর পক্ষ থেকে যাকাত নিতে না আসায় গোত্রপতি হারেস মদীনার দিকে রওয়ানা হলেন। পথেই মুজাহিদদের সাথে তাঁর সাক্ষাত হলে উভয় পক্ষ ঘটনা সম্পর্কে অবগত হল। অতপর হারেস রাসূলুল্লাহ সা.-এর দরবারে এসে বিস্তারিত বিবরণ পেশ করলেন এবং তাঁরা যে দীনের ওপর অটল আছেন তা তাঁকে অবহিত করলেন। এ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতেই আলোচ্য আয়াত নাযিল হয়েছে। (ইবনে কাসীর)

এ আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা ইসলামী আইনের একটি মৌলিক বিধান জানিয়ে দিয়েছেন যে, তোমরা যখন কোনো ব্যক্তির মাধ্যমে এমন কোনো গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ পাবে যার ভিত্তিতে কোনো বড় ধরনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা প্রয়োজন হয়ে পড়ে, তখন সংবাদদাতা সম্পর্কে ভালোভাবে যাঁচাই করে দেখতে হবে, সে ব্যক্তির চরিত্র ও কাজ-কর্ম যদি নির্ভরযোগ্য না হয় তাহলে তার দেয়া সংবাদের ওপর ভিত্তি করে কোনো ব্যক্তি, গোষ্ঠী বা জাতির বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করা ইসলামী সরকারের জন্য বৈধ নয়। ইসলামী আইনে বিশেষজ্ঞগণ এর ভিত্তিতে ফাসিক ব্যক্তির সাক্ষ্য সেসব

وَلٰكِنَّ اللّٰهَ حَبَّبَ اِلَيْكُمُ الْاِيْمَانَ وَزَيَّنَهٗ فِيْ قُلُوْبِكُمْ وَكَرَّهَ اِلَيْكُمُ

কিন্তু আল্লাহ তা'আলা ঈমানকে প্রিয় করেছেন তোমাদের কাছে এবং তাকে তোমাদের অন্তরে শোভন করে দিয়েছেন আর ঘৃণিত করে দিয়েছেন তোমাদের নিকট

الْكُفْرَ وَالْفُسُوْقَ وَالْعِصْيَانَ ؕ اُولٰٓئِكَ هُمُ الرّٰشِدُوْنَ ﴿٧﴾ فَضْلًا مِّنَ اللّٰهِ وَنِعْمَةً ؕ

কুফরীকে ও পাপাচারকে এবং অবাধ্যতাকে ; তারা—তারাই সঠিক পথের অনুসারী।[১০]
৮. আল্লাহর পক্ষ থেকে দয়া ও অনুগ্রহ

وَلٰكِنَّ-কিন্তু ; اللّٰهَ-আল্লাহ তা'আলা ; حَبَّبَ-প্রিয় করেছেন ; اِلَيْكُمُ-(الى+كم)-তোমাদের কাছে ; الْاِيْمَانَ-ঈমানকে ; وَ-এবং ; زَيَّنَهٗ-(زين+ه)-তাকে শোভন করে দিয়েছেন ; وَ-আর ; كَرَّهَ-ঘৃণিত করে দিয়েছেন ; فِيْ قُلُوْبِكُمْ-(فى+قلوب+كم)-তোমাদের অন্তরে ; اِلَيْكُمُ-(الى+كم)-তোমাদের নিকট ; الْكُفْرَ-কুফরীকে ; وَ-ও ; الْفُسُوْقَ-পাপাচারকে ; وَ-এবং ; الْعِصْيَانَ-অবাধ্যতাকে ; اُولٰٓئِكَ-তারা ; هُمُ-তারাই ; الرّٰشِدُوْنَ-সঠিক পথের অনুসারী। ﴿٨﴾ فَضْلًا-দয়া ; مِّنَ-পক্ষ থেকে ; اللّٰهِ-আল্লাহর ; وَ-ও ; نِعْمَةً-অনুগ্রহে ;

ক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য নয় বলে মত প্রকাশ করেছেন শরয়ী কোনো নির্দেশ প্রমাণিত হয় কিংবা কোনো মানুষের ওপর কোনো অধিকার বর্তায়। তবে তাঁরা এ ব্যাপারে একমত যে, সাধারণ পার্থিব কোনো ব্যাপারে প্রতিটি খবরই যাঁচাই ও অনুসন্ধান করা এবং সংবাদ দাতার নির্ভরযোগ্য হওয়ার ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া আবশ্যক নয়। আয়াতে উল্লিখিত 'নাবা' শব্দ থেকে একথার ইংগীত পাওয়া যায়।

৯. সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে যারা ওয়ালীদ ইবনে উকবা রা.-এর দেয়া তথ্য অনুসারে বনীল মুস্তালিক গোত্রের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়ার জন্য উৎসাহ প্রকাশ করেছিলেন, অত্র আয়াতে তাদেরকে সম্বোধন করেই বলা হয়েছে যে, আল্লাহর রাসূল তোমাদের মধ্যে বর্তমান রয়েছেন। তিনি তোমাদের কল্যাণ সম্পর্কে তোমাদের চেয়ে বেশী জানেন। সুতরাং কোনো গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেয়ার ব্যাপারে তাঁর ওপর ছেড়ে দেয়াই তোমাদের জন্য কল্যাণকর, তোমাদের পরামর্শ অনুসারে যদি তিনি অধিকাংশ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন তাহলে এমন সব ভুল-ভ্রান্তি হওয়ার আশংকা রয়েছে, যার জন্য তোমাদের অনেক ভোগান্তি হতে পারে। কেননা, তোমাদের নিকট ওহী আসে না। তাই সকল পরামর্শ সঠিক হতে পারে না।

১০. অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ সা.-এর সংগী-সাথী সাহাবায়ে কিরাম তথা তৎকালীন মু'মিনদের গোটা দল সঠিক পথের ওপরই ছিলেন। তাঁদের মধ্যে যে গুটি কয়েকজন ওয়ালীদ ইবনে উকবা রা.-এর কথা অনুসারে রাসূলুল্লাহ সা.-কে বনীল মুস্তালিক গোত্রের প্রতি

وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۝ وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا ۚ

আর আল্লাহ সর্বজ্ঞ প্রজ্ঞাময়[১১]। ৯. আর যদি মু'মিনদের মধ্য থেকে দুটো দল পরস্পর যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে পড়ে[১২], তবে তোমরা তাদের (উভয় দলের) মধ্যে মীমাংসা করে দাও ;[১৩]

وَ-আর ; اللهُ-আল্লাহ ; عَلِيمٌ-সর্বজ্ঞ ; حَكِيمٌ-প্রজ্ঞাময়। ৯ وَ-আর ; اِنْ-যদি ; طَائِفَتَانِ-দুটো দল ; مِنَ-মধ্য থেকে ; الْمُؤْمِنِينَ-মু'মিনদের ; اقْتَتَلُوا-পরস্পর যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে পড়ে ; فَأَصْلِحُوا-(ف+اصلحوا)-তবে তোমরা মীমাংসা করে দাও ; بَيْنَهُمَا-(بين+هما)-তাদের (উভয় দলের) মধ্যে ;

অভিযান চালানোর জন্য পীড়াপীড়ি করছিলেন তাঁরাও বিভ্রান্ত ছিলেন না ; বরং সেটা ছিলো তাঁদের ইজতিহাদী ভুল। সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে কারো দ্বারা কোনো বড় গুনাহ হয়ে গেলেও আল্লাহ তাদেরকে তাওবা করা এবং গুনাহের ক্ষমা লাভ করার তাওফীক দান করেছেন। আল্লাহ তা'আলা তাঁদের সম্পর্কে নিজেই ইরশাদ করেছেন 'রাদিয়াল্লাহু আনহুম ওয়া রাদু আনহু' অর্থাৎ আল্লাহ তাঁদের প্রতি সন্তুষ্ট এবং তাঁরাও তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট। আর একথা স্পষ্ট যে, গুনাহের ক্ষমা ছাড়া আল্লাহর সন্তুষ্টি আসতে পারে না। তাছাড়া দীন ও ঈমানের প্রতি তাঁদের ভালোবাসায়ও কোনো ঘাটতি ছিলো না। কারণ আল্লাহ নিজেই তাঁদের সম্পর্কে ইরশাদ করছেন যে, তিনি তাঁদের অন্তরে ঈমানের প্রতি ভালোবাসা সৃষ্টি করে দিয়েছেন এবং কুফরী, পাপাচার এবং অবাধ্যতাকে তাঁদের নিকট ঘৃণিত করে দিয়েছেন। আর তাই তাঁরা আল্লাহর মেহেরবানীতে সত্য পথের ওপরই রয়েছেন।

১১. অর্থাৎ আল্লাহর অনুগ্রহ ও নিয়ামত জ্ঞান ও প্রজ্ঞার ভিত্তিতেই বণ্টিত হয়ে থাকে। অযৌক্তিকভাবে ও অপাত্রে তাঁর অনুগ্রহ ও নিয়ামত তিনি দান করেন না, কেননা তিনি সর্বজ্ঞ ও প্রজ্ঞাময়।

১২. আয়াতে উল্লিখিত 'তায়িফাতানি' শব্দটি দ্বিবচন অর্থাৎ 'দু'টো ছোট দল'। এক বচনে 'তায়িফাতুন'। অর্থাৎ মুসলিম উম্মাহর মধ্যকার দু'টো ছোট দলের মধ্যে যদি কখনো পরস্পর যুদ্ধ বেঁধে যায়। এর দ্বারা বুঝা যায় যে, দু'টো ফিরকা বা বড় দলের মধ্যে এরূপ যুদ্ধ বেঁধে যাওয়া কোনো স্বাভাবিক ব্যাপার নয়—আশা করা যায় না। দল বুঝাতে তাই 'ফিরকা' শব্দ ব্যবহার না করে 'তায়িফাতুন' শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে।

১৩. মুসলমানদের দু'টো দলের মধ্যকার বিবাদ মীমাংসা করে দেয়ার এ হুকুম বাকী সেসব মুসলমানদের প্রতি যারা বিবদমান দল দু'টোর মধ্যে শামিল নয় এবং যাদের পক্ষে উভয় দলের মধ্যে মীমাংসা করে দেয়ার অবকাশ আছে।

আল্লাহর এ হুকুম দ্বারা এটা সুস্পষ্টভাবে বুঝা যায় যে, মুসলমানদের মধ্যকার সকল বিপদ-মতবৈষম্য আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে দূর করার দায়িত্ব অন্য সকল মুসলমানের। সবাই যার যতটুকু চেষ্টা করা সম্ভব ততটুকু চেষ্টা করাই তার ওপর কর্তব্য।

فَإِنْ بَغَتْ إِحْدٰىهُمَا عَلَى الْأُخْرٰى فَقَاتِلُوا الَّتِىْ تَبْغِىْ حَتّٰى تَفِىْٓءَ

তারপর যদি তাদের একদল অন্য দলের ওপর বাড়াবাড়ি করে তবে তোমরা তাদের (সেই দলের) বিরুদ্ধে যুদ্ধ করো যারা বাড়াবাড়ি করে[১৪] যে পর্যন্ত না তারা ফিরে আসে

إِلٰٓى أَمْرِ اللّٰهِ ۚ فَإِنْ فَآءَتْ فَأَصْلِحُوْا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوْا ۚ إِنَّ اللّٰهَ

আল্লাহর হুকুমের দিকে[১৫], এরপর যদি তারা ফিরে আসে তবে তাদের উভয় দলের মাঝে ন্যায়-বিচারের সাথে মীমাংসা করে দাও[১৬] এবং ইনসাফ করো ; অবশ্যই আল্লাহ

فَانْ-(ف+ان)-তারপর যদি ; بَغَتْ-বাড়াবাড়ি করে ; اِحْدٰىهُمَا-(احدى+هما)-তাদের একদল ; عَلٰى-ওপর ; الْاُخْرٰى-অন্যদলের ; فَقَاتِلُوا-(ف+قاتلوا)-তবে তোমরা যুদ্ধ করো ; الَّتِىْ-তাদের (সেই দলের) যারা; تَبْغِىْ-বাড়াবাড়ি করে ; حَتّٰى-যে পর্যন্ত না; تَفِىْٓءَ-তারা ফিরে আসে ; اِلٰى-দিকে; اَمْرِ-হুকুমের ; اللّٰهِ-আল্লাহর ; فَانْ-(ف+ان)-এরপর যদি ; فَآءَتْ-তারা ফিরে আসে ; فَاَصْلِحُوْا-(ف+اصلحوا)-তবে মীমাংসা করে দাও ; بَيْنَهُمَا-(بين+هما)-তাদের (উভয় দলের) মাঝে ; بِالْعَدْلِ-(ب+ال+عدل)-ন্যায় বিচারের সাথে ; وَ-এবং ; اَقْسِطُوْا-ইনসাফ করো ; اِنَّ-অবশ্যই ; اللّٰهَ-আল্লাহ ;

তবে যারা শাসক কর্তৃপক্ষ এবং ইসলামী সমাজে যাদের প্রভাব রয়েছে তাদের ওপর বিবাদ মীমাংসায় অগ্রণী ভূমিকা পালন করা কর্তব্য। তা না করে বিনা চেষ্টায় বসে বসে দু'টো দলের বিবাদের দৃশ্য উপভোগ করা মুসলমানদের কাজ হতে পারে না।

১৪. অর্থাৎ বিবাদমান দু'টো দলের মধ্যে যে দল অন্যায়ভাবে বাড়াবাড়ি করে এবং কোনো প্রকার আলাপ-আলোচনা ও সন্ধি সমঝোতা মানতে রাজী না হয় সে দলের বিরুদ্ধে প্রয়োজনে শক্তি প্রয়োগ করতে হবে। এ নির্দেশ মুসলিম উম্মাহর সেসব লোকের প্রতি যারা শক্তি প্রয়োগ করার মতো অবস্থানে রয়েছে। তারা ততটুকু শক্তি প্রয়োগ করছেন যতটুকু করলে কড়াকড়িকারী দলটিকে কড়াকড়ি থেকে বিরত রাখা সম্ভব হবে। এভাবে অত্যাচারী দলের বিরুদ্ধে সত্য-ন্যায়ের ওপর প্রতিষ্ঠিত দলের পক্ষে সহযোগিতা করা ফিকাহবিদদের ঐকমত্যে ওয়াজিব। অত্যাচারী দলের বিরুদ্ধে শক্তি প্রয়োগকে 'ফিতনা' সৃষ্টি মনে করে চুপচাপ বসে থাকা কোনো মতেই উচিত নয়। কারণ এটা আল্লাহর নির্দেশ পালন করা। বরং এ বিবাদ নিরসন করার জন্য শক্তি প্রয়োগকে ফিতনা সৃষ্টি মনে করে বসে থাকাটাই ফিতনা সৃষ্টির সহায়তা বলে গণ্য হবে।

তবে এ ব্যাপারে লক্ষ্য রাখতে হবে যে, এ শক্তি প্রয়োগ কোনোমতেই বাড়াবাড়ির পর্যায়ে না পৌঁছে যায়।

১৫. অর্থাৎ যে সীমালংঘনকারী দলটি আল্লাহ তা'আলার আদেশ-নিষেধের সীমা লংঘন করে তার বিপক্ষে সত্যপন্থী দলটির ওপর বাড়াবাড়ি করেছিলো সেই দলটি

يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ ⑩ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوْا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ

ইনসাফকারীদেরকে ভালোবাসেন[১৭]। ১০ অবশ্যই মু'মিনরা পরস্পর ভাই ভাই, অতএব তোমাদের ভাইদের মধ্যে মীমাংসা করে দেবে[১৮]

وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ ⑩

আর (এ ব্যাপারেও) আল্লাহকে ভয় করবে, আশা করা যায় তোমাদের প্রতি দয়া করা হবে।

يُحِبُّ-ভালোবাসেন ; الْمُقْسِطِيْنَ-ইনসাফকারীদেরকে। ⑩ إِنَّمَا-অবশ্যই ; الْمُؤْمِنُوْنَ-মু'মিনরা ; إِخْوَةٌ-পরস্পর ভাই ভাই ; فَأَصْلِحُوْا-(ف+اصلحوا)-অতএব মীমাংসা করে দেবে ; بَيْنَ-মধ্যে ; أَخَوَيْكُمْ-(اخوى+كم)-তোমাদের ভাইদের ; وَ-আর (এ ব্যাপারেও) ; اتَّقُوا-ভয় করবে ; اللّٰهَ-আল্লাহকে ; لَعَلَّكُمْ-(لعل+كم)-আশা করা যায় ; تُرْحَمُوْنَ-তোমাদের প্রতি দয়া করা হবে।

যেন আল্লাহর বিধানের সীমার মধ্যে ফিরে আসে। বিদ্রোহী দলটির বিরুদ্ধে শক্তি প্রয়োগের লক্ষ্য এটাই তথা দলটিকে আল্লাহর কিতাব ও রাসূলের সুন্নাহর সীমার মধ্যে নিয়ে আসা। আর যখনই দলটি নিজেকে সংযুক্ত করে উক্ত সীমার মধ্যে এসে যাবে, তখনই তার বিরুদ্ধে শক্তি প্রয়োগ বন্ধ করে দিতে হবে। আল্লাহর কিতাব ও রাসূলের সুন্নাহর সীমা নির্ধারিত হবে মুসলিম উম্মাহর সেসব জ্ঞানী ও দূরদৃষ্টি সম্পন্ন ব্যক্তির দ্বারা যারা আল্লাহর কিতাব ও রাসূলের সুন্নাহর জ্ঞানের যথার্থ অধিকারী।

১৬. অর্থাৎ বিদ্রোহী দলকে যুদ্ধ থেকে বিরত রাখাই যথেষ্ট হবে না, বরং উভয় পক্ষের অভিযোগ শুনে ন্যায়-ইনসাফের ভিত্তিতে সমস্যার মূল কারণ দূরীভূত করতে হবে। নচেৎ যেনতেনভাবে বিদ্রোহী দলকে কিছু সুবিধা দিয়ে সমস্যার আপাত সমাধান দিলে বিপর্যয় স্থায়ীভাবে দূর হবে না। এতে করে বিদ্রোহী দলের সাহস ও উৎসাহ বেড়ে যাবে এবং সমস্যার মূল কারণ বাকী থেকে যাবে। পরবর্তী সময় আবার তা মাথাচাড়া দিয়ে উঠবে এবং বারবার সমস্যা সৃষ্টি করবে। তাই এমনভাবে সমস্যার সমাধান করতে হবে যাতে উভয় পক্ষের মনের অসন্তোষ দূর হয়ে যায়।

১৭. মুসলমানদের পারস্পরিক যুদ্ধের ব্যাপারে এ আয়াতটি হচ্ছে শরয়ী ভিত্তি। রাসূলুল্লাহ সা.-এর আমলে মুসলমানদের মধ্যে এ ধরনের কোনো পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়নি। তাই নিম্নোক্ত হাদীস ছাড়া বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার আর কোনো বিধান পাওয়া যায় না। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. বর্ণিত হাদীসে উল্লিখিত হয়েছে— রাসূলুল্লাহ সা. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদকে জিজ্ঞেস করলেন, "হে উম্মে আবদের পুত্র। এ উম্মতের বিদ্রোহীদের ব্যাপারে আল্লাহর বিধান কি তুমি জান ? তিনি

উত্তরে বললেন, "আল্লাহ ও তাঁর রাসূল-ই অধিক জানেন।" তিনি বললেন, "তাদের আহতদের ওপর আঘাত করা হবে না, বন্দীদের হত্যা করা হবে না। পলায়নরতদের পিছু ধাওয়া করা হবে না এবং তাদের সম্পদ গনীমতের মাল হিসেবে বণ্টন করা হবে না।"

অতপর এ সম্পর্কিত বিস্তারিত বিধান উম্মতের ফকীহ তথা ইসলামী আইন বিশেষজ্ঞগণ উদ্ভাবন করেছেন হযরত আলী রা.-এর উক্তি ও কার্যাবলী থেকে। কারণ তখন এ পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছিলো। এ সম্পর্কিত বিধানাবলীর সংক্ষিপ্ত সার নিম্নরূপ ঃ

মুসলমানদের দু'দলের যুদ্ধ কয়েক প্রকার হতে পারে। বিবদমান উভয় দল ইমামের শাসনাধীন হবে অথবা শাসনাধীন হবে না। অথবা একদল ইমামের শাসনাধীন হবে, অন্য দল ইমামের শাসনের বহির্ভূত হবে। প্রথম অবস্থায় সাধারণ মুসলমানদের কর্তব্য হবে উপদেশের মাধ্যমে উভয় দলকে যুদ্ধ থেকে বিরত রাখা। যদি তারা বিরত না হয়, তবে ইমামের পক্ষ থেকে মীমাংসা করা ওয়াজিব। যদি ইসলামী সরকারের পক্ষ থেকে হস্তক্ষেপের ফলে উভয় দল যুদ্ধ বন্ধ করে তবে কিসাস ও রক্ত বিনিময় বিধান প্রযোজ্য হবে। অন্যথায় উভয় পক্ষের সাথে বিদ্রোহীর ব্যবহার করা হবে। এক পক্ষ যুদ্ধ থেকে বিরত হলে এবং অপর পক্ষ যুলুম-নির্যাতন অব্যাহত রাখলে দ্বিতীয় পক্ষকে বিদ্রোহী সাব্যস্ত করা হবে এবং প্রথম পক্ষকে আদেল বা ন্যায়পরায়ণ মনে করা হবে।

[এ সম্পর্কিত বিস্তারিত বিধান ফিকাহর কিতাবসমূহ এবং তাফসীরসমূহ দ্রষ্টব্য।]

১৮. এ আয়াতের বরকতেই বিশ্বের সকল মুসলমান একই ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছে। দুনিয়াতে ইসলাম ছাড়া আর কোনো মতাদর্শে এমন ভ্রাতৃত্বের বন্ধন নেই। এ ভ্রাতৃত্ব বন্ধনের গুরুত্ব রাসূলুল্লাহ সা.-এর হাদীসে বর্ণিত আছে।

সহীহ বুখারী শরীফের কিতাবুল ঈমানে হযরত জারীর ইবনে আবদুল্লাহ রা. থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. আমার নিকট থেকে তিনটি বিষয়ে বাইয়াত গ্রহণ করেছেন—১. নামায কায়েম করবো ; ২. যাকাত আদায় করবো ; ৩. প্রত্যেক মুসলমানের কল্যাণ কামনা করবো।"

উক্ত হাদীস গ্রন্থের একই অধ্যায়ে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসঊদ রা. থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সা. ইরশাদ করেছেন, "কোনো মুসলমানকে গালি দেয়া ফাসেকী এবং তার সাথে লড়াই করা কুফরী।"

সহীহ মুসলিম ও তিরমিযী শরীফের 'বির্‌র ওয়াস সিলাহ' অধ্যায়ে হযরত আবূ হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সা. ইরশাদ করেছেন, "প্রত্যেক মুসলমানের জন্য অপর মুসলমানের জানমাল ও ইয্‌যত-আবরু হারাম।

মুসনাদে আহমাদ হাদীস গ্রন্থে হযরত আবু সাঈদ খুদরী ও হযরত আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সা. ইরশাদ করেছেন, "এক মুসলমান আরেক মুসলমানের ভাই ; সে তার ওপর যুলুম করে না ; তাকে হেয় ও অপমানিত করে না ;

তার সহযোগিতা করা থেকে বিরত থাকে না। কোনো ব্যক্তির জন্য তার কোনো মুসলমান ভাইকে হেয় ও ছোট মনে করার মতো মন্দ কাজ আর নেই।"

১ম রুকূ' (১-১০ আয়াত)-এর শিক্ষা

১. দুনিয়ার জীবনে যাবতীয় সমস্যা বা জিজ্ঞাসার সমাধান বা জবাব সর্বাগ্রে আল্লাহর কিতাব ও রাসূলের হাদীসে খুঁজতে হবে।

২. কুরআন ও হাদীসে কোনো সমস্যা বা প্রশ্নের জবাব না পাওয়া গেলে কুরআন ও হাদীসে বিশেষজ্ঞ ইমাম বা ফকীহদের সর্বসম্মত মত তথা ইজমা'তে খুঁজতে হবে।

৩. উপরোক্ত তিনটি সূত্রের কোনোটাতে যদি কোনো সমস্যার সমাধান না মেলে, তবে উপরোক্ত সূত্র তিনটি সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ জনের ইজতিহাদকে কাজে লাগাতে হবে।

৪. নবী-রাসূলদের কণ্ঠস্বর থেকে নিজেদের কণ্ঠস্বরকে উঁচু করা তাঁদের সংগী-সাথী মু'মিনদের জন্য যেমন সমিচীন ছিলো না, তেমনি সর্ব যুগেই দীনী পথ প্রদর্শক ও দীনী শিক্ষকদের সামনে তাদের অনুসারী ও ছাত্র-শিষ্যদের কণ্ঠস্বর উঁচু করা সমিচীন নয়।

৫. যাদের অন্তরে তাকওয়া তথা আল্লাহর ভয় আছে, সেসব সুশীল লোকেরাই উক্ত শিষ্টাচার মেনে চলে এবং তাদের জন্যই আখিরাতে রয়েছে বিরাট পুরস্কার।

৬. সাক্ষাত করতে গিয়ে সুউচ্চ শব্দে আদর্শিক নেতৃবৃন্দকে ডাকাডাকি করা মূর্খতা ও জ্ঞান-বুদ্ধি হীনতার পরিচায়ক। তাই সাক্ষাতের নির্দিষ্ট সময়ে অপেক্ষা করাই সাক্ষাত প্রার্থীর জন্য উত্তম ব্যবস্থা।

৭. কোনো ফাসিক, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্যহীন জীবনযাপনকারী, সদা-সর্বদা বড় গুনাহে লিপ্ত ব্যক্তির দেয়া তথ্য ভালোভাবে যাঁচাই না করে তদনুসারে কোনো জাতি গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে বড় কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করা সঠিক নয়।

৮. আল কুরআন ও রাসূলের সুন্নাহতে যেসব সমস্যার সুস্পষ্ট সমাধান বিদ্যমান রয়েছে তা গ্রহণ না করে নিজেদের ইচ্ছানুসারে সেসব সমস্যার সমাধান করা হলে তা নিজেদের জন্য অকল্যাণই বয়ে আনবে।

৯. রাসূলুল্লাহ সা.-এর সাহাবায়ে কিরামের নিকট আল্লাহ তা'আলা ঈমানকে প্রিয়তম এবং কুফর, পাপাচার এবং অবাধ্যতাকে সবচেয়ে ঘৃণিত বিষয় হিসেবে তুলে ধরেছেন।

১০. সাহাবায়ে কেরাম রা. আজমাঈন নিঃসন্দেহে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের যথার্থ আনুগত্যের ওপর ছিলেন। সুতরাং তাদের পদাংক অনুসরণ করাই সঠিক পথ পাওয়ার একমাত্র উপায়।

১১. আল্লাহ তা'আলা যেহেতু সর্বজ্ঞ ও প্রজ্ঞাময় তাই তাঁর দয়া-অনুগ্রহ ও নিয়ামত জ্ঞান ও প্রজ্ঞার ভিত্তিতে বণ্টিত হয়ে থাকে।

১২. মুসলিম উম্মাহর মধ্যকার দু'টো দল যদি কোনো কারণে পারস্পরিক বিবাদ ও সংঘর্ষে লিপ্ত হয়, তাহলে তাদের মধ্যে বিবাদ মিটিয়ে দেয়ার যথাসাধ্য প্রচেষ্টা চালানো অন্যদের ওপর একান্ত কর্তব্য।

১৩. এ পর্যায়ে বিবদমান দল দু'টোকে উপদেশ-নসীহতের মাধ্যমে যুদ্ধ থেকে বিরত রাখার প্রচেষ্টা চালাতে হবে।

১৪. দল দু'টোর একদল যদি যুদ্ধ থেকে বিরত হয় এবং অপর দল সীমালংঘনকারী হয়, তাহলে শক্তি প্রয়োগে সীমালংঘনকারী দলটিকে যুদ্ধ থেকে বিরত করতে হবে।

১৫. দল দু'টো যদি বড় দল হয় অথবা দু'টো মুসলিম সরকারের অধীন হয় এবং তাদের মধ্যকার লড়াই পার্থিব স্বার্থের জন্য হয়, আর তারা কোনো সমঝোতায় না আসে তবে মু'মিনদের কাজ হলো ফিতনায় অংশগ্রহণ থেকে চূড়ান্তভাবে বিরত থাকা।

১৬. ইসলামী আইনে বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিগণ এ ব্যাপারে কুরআন হাদীস থেকে এবং সাহাবায়ে কিরামের আমল বা কর্ম থেকে বিস্তারিত বিধান উদ্ভাবন করেছেন। প্রয়োজন হলে সেসব বিধান প্রয়োগ করতে হবে।

১৭. মীমাংসার সকল প্রচেষ্টার একমাত্র লক্ষ্য হবে তাদের উভয় দলকে আল্লাহর বিধানের দিকে ফিরিয়ে নিয়ে আসা।

১৮. উভয় দলের অভিযোগ ভালোভাবে শুনে ন্যায়-ইনসাফের সাথে তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দিতে হবে। এ ক্ষেত্রে সুবিচার প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

১৯. উভয় দলের মধ্যে একদল যদি প্রতিষ্ঠিত ও ন্যায়নিষ্ঠ সরকার হয় আর অপর দল অন্যায়ভাবে সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহকারী হয় তাহলে শেষোক্ত দলের বিরুদ্ধে সরকারকে সমর্থন করা মু'মিনদের কর্তব্য।

২০. এ ব্যাপারে আল্লাহর ভয় তথা আখিরাতের জবাবদিহিতাকে মনে রেখে সকল তৎপরতা চালাতে হবে। তাহলে আল্লাহ সকলের অপরাধ ক্ষমা করবেন এবং সবাইকে তাঁর রহমতে শামিল করবেন।

২১. মনে রাখতে হবে যে, আল্লাহ তা'আলা বিশ্ব মুসলিমকে একই ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ করে দিয়েছেন। বিবদমান দলগুলোর মধ্যে মীমাংসার সময় এ বিশ্বজনীন ভ্রাতৃত্বের কথা সদা-সর্বদা স্মরণে জাগরুক রাখতে হবে।

❐

সূরা হিসেবে রুকূ'-২
পারা হিসেবে রুকূ'-১৪
আয়াত সংখ্যা-৮

⑪ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰٓ أَن يَكُونُوا۟ خَيْرًا

১১. হে যারা[১৯] ঈমান এনেছো, (তোমাদের) পুরুষদের মধ্য থেকে কোনো পুরুষ কাউকে যেন বিদ্রূপ না করে, তারা হতে পারে উত্তম

مِّنْهُمْ وَلَا نِسَآءٌ مِّن نِّسَآءٍ عَسَىٰٓ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ ۖ وَلَا تَلْمِزُوٓا۟

ওদের (বিদ্রূপকারীদের) চেয়ে, আর যেন বিদ্রূপ না করে মহিলাদের মধ্য থেকে কোনো মহিলা ; তারাও হতে পারে উত্তম ওদের চেয়ে[২০] এবং তোমরা খোঁটা দিয়ো না[২১]

⑪ يَٰٓأَيُّهَا-হে ; الَّذِيْنَ-যারা ; اٰمَنُوْا-ঈমান এনেছো ; لَايَسْخَرْ-কাউকে যেন বিদ্রূপ না করে ; قَوْمٌ-কোনো পুরুষ ; مِنْ-(তোমাদের) মধ্য থেকে ; قَوْمٍ-পুরুষদের ; عَسٰٓى اَنْ يَّكُوْنُوْا-হতে পারে তারা ; خَيْرًا-উত্তম ; مِنْهُمْ-(من+هم)-ওদের (বিদ্রূপকারীদের) চেয়ে ; وَ-আর ; لَا-(যেন বিদ্রূপ) না করে ; نِسَآءٌ-কোনো মহিলা ; مِنْ--মধ্য থেকে ; نِسَآءٍ-মহিলাদের ; عَسٰٓى اَنْ يَّكُنَّ-তারাও হতে পারে ; خَيْرًا-উত্তম ; مِنْهُنَّ-(من+هن)-ওদের চেয়ে ; وَ-এবং ; لَا تَلْمِزُوْٓا-তোমরা খোঁটা দিও না ;

১৯. ইতোপূর্বেকার আয়াতে বলা হয়েছে মুসলমান একে অপরের ভাই অর্থাৎ বিশ্বের সকল মুসলমান পরস্পর ভাই ভাই। এখান থেকে এমনসব বড় বড় অন্যায় কাজ সম্পর্কে আলোচনা করা হচ্ছে যা ভ্রাতৃত্বের পবিত্র সম্পর্কে ফাটল সৃষ্টি করে এবং পরবর্তীতে তা বিরাট আকার ধারণ করে ভাইদের মধ্যে বিরাট সংঘর্ষের সূত্রপাত ঘটায়। এসব অন্যায়ের মধ্যে রয়েছে অপরের মান-ইয্যতের ওপর হামলা করা, অপরের মনে কষ্ট দেয়া, অপরের প্রতি খারাপ ধারণা পোষণ করা, গীবত করা এবং অপরের দোষ খুঁজে বেড়ানো ইত্যাদি। সমাজে পারস্পরিক শত্রুতা সৃষ্টির এগুলোই মূল কারণ। এসব কারণ-ই অন্যান্য কারণের সাথে মিশে সমাজে বড় বড় দুর্ঘটনার কারণে পরিণত হয়।

২০. অন্যকে বিদ্রূপ করা অত্যন্ত দূষণীয় কাজ, এর দ্বারা সমাজে বিপর্যয় ও বিশৃংখলা দেখা দেয়, তাই ইসলামে এ কাজকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। বিদ্রূপের অনেক ধরন হতে পারে—১. মৌখিকভাবে কাউকে নিয়ে হাসি-তামাশা করা, ২. কারো কোনো কাজের অভিনয় করে তাকে হেয় করা ; ৩. কারো প্রতি কথায় বা কাজের মাধ্যমে ইংগীত করা ; ৪. কারো কথা, কাজ, চেহারা বা পোশাক-পরিচ্ছদ নিয়ে হাসাহাসি করা;

أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ ۖ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ ۚ

তোমাদের নিজেদেরকে (পরস্পর খোঁটা দেয়ার মাধ্যমে) আর পরস্পরকে মন্দ নামে অভিহিত করে ডেকো না[২২], ঈমানের পর ফাসিক নাম যুক্ত হওয়া অত্যন্ত মন্দ ব্যাপার ;[২৩]

أَنْفُسَكُمْ-(انفس+كم)-তোমাদের নিজেদেরকে (পরস্পর খোঁটা দেয়ার মাধ্যমে ; وَ- আর ; لَاتَنَابَزُوا-পরস্পরকে মন্দ নামে ডেকো না ; بِالْأَلْقَابِ-(ب+ال+القاب)- অভিহিত করে ; بِئْسَ-অত্যন্ত মন্দ ব্যাপার ; الْاِسْمُ-নাম যুক্ত হওয়া ; الْفُسُوقُ- ফাসিক ; بَعْدَ-পর ; الْاِيْمَانِ-ঈমানের ;

অথবা ৫. কারো কোনো ত্রুটি বা দোষের প্রতি অন্যদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা যাতে অন্যদের হাসির খোরাক হয়। মূলকথা হলো, কাউকে উপহাস বা হাসি-তামাশার লক্ষ্য বানানো।

নারীদের কথা আলাদা উল্লেখ করার কারণ হলো—উপহাস সাধারণত খোলামেলা মজলিসেই বা কর্মক্ষেত্রে একাধিক লোকের উপস্থিতিতেই হয়ে থাকে। আর নারী ও পুরুষের মজলিস ও কর্মক্ষেত্র যেহেতু ভিন্ন তাই তাদের কথা আলাদাভাবে বর্ণিত হয়েছে। ইসলাম একই মজলিসে বা কর্মক্ষেত্রে গায়েরে মুহারাম, নারী ও পুরুষের অবাধ মেলামেশা আদৌ সমর্থন করে না।

২১. "লা তালমিযূ' শব্দটি 'লাযূম্' শব্দ থেকে গৃহীত। এর কয়েকটি অর্থ হতে পারে—খোঁটা দেয়া, উপহাস করা, দোষারোপ করা, প্রকাশ্যে বা গোপনে বা ইশারা-ইংগীতে কাউকে তিরস্কার করা ইত্যাদি। নিজেকে নিজে এসব করার অর্থ অন্যদের এসবের লক্ষ্যস্থল বানালে অন্যদের পক্ষ থেকে প্রতিক্রিয়ায় নিজেই এসবের লক্ষ্যস্থলে পরিণত হতে হয়। তাই অন্যদেরকে এসব করা থেকে বিরত থাকলে নিজেও এসব থেকে নিরাপদ থাকা যাবে। তাছাড়া কারো বাহ্যিক অবস্থা দেখে তাকে নিশ্চিতরূপে ভালো কিংবা মন্দ বলা যায় না। কারণ যে ব্যক্তির বাহ্যিক অবস্থা মন্দ দেখে তাকে নিন্দা-উপহাস করা হচ্ছে, তার অন্তরের গুণাগুণ সম্পর্কে আল্লাহ জ্ঞাত আছেন। তিনি তার অন্তরে গুণাগুণকে বাহ্যিক অবস্থার কাফ্ফারা হিসেবে গ্রহণ করতে পারেন। পক্ষান্তরে যার বাহ্যিক কাজ-কর্মকে আমরা খুব ভালো মনে করছি, সে আল্লাহর কাছে নিন্দনীয় হতে পারে।

সহীহ মুসলিম শরীফে হযরত আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সা. ইরশাদ করেছেন, 'আল্লাহ তা'আলা মুসলমানদের ধন-দৌলত ও আকার-আকৃতির প্রতি দৃষ্টিপাত করেন না, বরং তাদের অন্তর ও কাজকর্ম দেখেন।

২২. আয়াতে বর্ণিত অপর নিষিদ্ধ বিষয় হচ্ছে অপরকে মন্দ নামে ডাকা যে নামে ডাকলে সে অসন্তুষ্ট হয়। যেমন কাউকে ফাসিক, মুনাফিক, অন্ধ, লেংড়া, কানা ইত্যাদি নামে অভিহিত করা। অথবা অন্য কোনো অপমানজনক নামে সম্বোধন করা। যেমন

وَمَنْ لَّمْ يَتُبْ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ ⑪ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اجْتَنِبُوْا

আর যারা (এ জাতীয় কাজ থেকে) তাওবা করেনি তবে তারা—তারাই যালিম।

১২. হে যারা ঈমান এনেছো, তোমরা বিরত থাকো

وَ-আর ; مَنْ-যারা ; لَمْ يَتُبْ-(এ জাতীয় কাজ থেকে) তাওবা করেনি ; فَاُولٰٓئِكَ-(ف+اولئك)-তবে তারা ; هُمُ-তারাই ; الظّٰلِمُوْنَ-যালিম। ⑫ يٰٓاَيُّهَا-হে ; الَّذِيْنَ-যারা ; اٰمَنُوا-ঈমান এনেছো ; اجْتَنِبُوْا-তোমরা বিরত থাকো ;

তাওবা করার পরও কাউকে তার অতীতের কোনো মন্দ কাজের পরিচয়ে সম্বোধন করা। যেমন কোনো ব্যক্তিকে চোর, ব্যভিচারী ও মদ্যপ বলে সম্বোধন করা। একইভাবে কারো পিতা-মাতার কোনো মন্দ কাজের জন্য বা তার বংশ বা আত্মীয়তার কোনো দোষের সাথে সম্পর্কিত করে সম্বোধন করাও নিষিদ্ধ।

রাসূলুল্লাহ সা. ইরশাদ করেছেন, "যে ব্যক্তি কোনো মুসলমানকে এমন গুনাহ দ্বারা লজ্জা দেয়, যা থেকে সে তাওবা করেছে, তাকে সে গুনাহে লিপ্ত করে ইহকাল ও পরকালে লাঞ্ছিত করার দায়িত্ব আল্লাহ তা'আলা গ্রহণ করেন।" (কুরতুবী)

তবে যেসব উপাধি বাহ্যত মন্দ হলেও তা দ্বারা কাউকে নিন্দা করা উদ্দেশ্য না হয়, বরং সেই উপাধি তাদের পরিচয়ের জন্য সহায়ক, এমন সব উপাধি এ নিষেধাজ্ঞার আওতাভুক্ত নয়। এজন্য মুহাদ্দিসীনে কিরাম 'আসমাউর রিজাল' তথা রাবী বা হাদীস বর্ণনাকারীদের পরিচয়মূলক শাস্ত্রে এমন উপাধি উল্লেখ করেছেন। যেমন সুলায়মান আল আমাশ (ক্ষীণদৃষ্টি সম্পন্ন সুলায়মান) ও ওয়াসেল আল আহদাব (কুঁজো ওয়াসেল) ইত্যাদি। এমনসব নামও এ নিষেধাজ্ঞার শামিল নয় যা অর্থগত অমর্যাদা বুঝালেও আসলে সেগুলো স্নেহ-ভালোবাসার পরিচায়ক আবু হুরায়রা, আবু তালিব ইত্যাদি।

২৩. অর্থাৎ আল্লাহ রাসূল ও আখিরাতে বিশ্বাসী একজন মু'মিন কোনো গুনাহের কারণে বা অশালীন কোনো কাজের জন্য সমাজে মন্দ পরিচয়ে খ্যাত হবে এটা অত্যন্ত লজ্জাজনক ব্যাপার। এটা মু'মিনের জন্যই নয় মানবীয় বৈশিষ্ট্যের সাথেও এটা সামঞ্জস্যশীল নয়।

মানুষকে ভালো নামে ডাকা রাসূলের সুন্নত। রাসূলুল্লাহ সা. ইরশাদ করেছেন "মু'মিনের হক অপর মু'মিনের ওপর এই যে, তাকে অধিক পছন্দনীয় নাম ও পদবী সহকারে ডাকবে।" আর এ কারণেই আরবে ডাক নামের প্রচলন ছিল। রাসূলুল্লাহ সা.-ও তা পছন্দ করেছিলেন। তিনি কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তিকে কিছু পদবীতে ভূষিত করেছিলেন। যেমন হযরত আবু বকর রা.-কে 'আতীক', হযরত উমর রা.-কে 'ফারুক', হযরত হামযা রা.-কে 'আসাদুল্লাহ' এবং হযরত খালিদ বিন ওয়ালীদ রা.-কে 'সাইফুল্লাহ'।

كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ ۚ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ ۖ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا ۚ

অনেক ধারণা-অনুমান থেকে ; অবশ্যই কোনো কোনো ধারণা-অনুমান গুনাহ[২৪], আর তোমরা দোষ খুঁজে বেড়িয়ো না[২৫] এবং তোমাদের কেউ যেন অপরের গীবত না করে,[২৬]

كَثِيرًا-অনেক ; مِّنَ-থেকে ; الظَّنِّ-ধারণা-অনুমান ; إِنَّ-অবশ্যই ; بَعْضَ- কোনো কোনো ; الظَّنِّ-ধারণা-অনুমান ; إِثْمٌ-গুনাহ ; وَ-আর ; لَا تَجَسَّسُوا-তোমরা দোষ খুঁজে বেড়িয়ো না ; وَ-এবং ; لَا يَغْتَبْ-যেন গীবত না করে ; بَّعْضُكُمْ-(بعض+كم)-তোমাদের কেউ ; بَعْضًا-অপরের ;

২৪. আলোচ্য আয়াতে পারস্পরিক হক ও সামাজিক রীতিনীত বর্ণিত হয়েছে। এতে তিনটি বিষয় হারাম ঘোষণা করা হয়েছে। এক—'যান্ন' বা ধারণা-অনুমান দুই—'তাজাস্‌সুস' বা কারো গোপনীয় দোষ খুঁজে বেড়ানো, তিন—'গীবত' বা কোনো অনুপস্থিত ব্যক্তি সম্পর্কে এমন কথা বলা যা শুনলে সে অসন্তুষ্ট হতো।

যান্ন বা ধারণা সম্পর্কে এখানে বলা হয়েছে যে, অনেক ধারণা অনুমান থেকে বেঁচে থাকো। কারণ হিসেবে বলা হয়েছে যে, অনেক ধারণা-অনুমান-ই গুনাহ। এ থেকে জানা গেলো যে, প্রত্যেক ধারণাই গুনাহ নয়। বরং কোনো কোনো ধারণা পছন্দনীয় ও প্রশংসিত। যেমন আল্লাহ, রাসূল ও মু'মিনদের সম্পর্কে ভালো ধারণা পোষণ করা।

এক প্রকার ধারণা পোষণ করেন আদালতে বিচারকগণ। তাদের সামনে প্রদত্ত সাক্ষ্য-প্রমাণ যাঁচাই-বাছাই করে তাঁরা নিশ্চিত প্রায় ধারণার ভিত্তিতে ফায়সালা করেন। এরূপ ধারণা ছাড়া আদালত অচল।

আরেক প্রকার ধারণা রয়েছে, যা মন্দ হলেও বৈধ। যেমন কোনো ব্যক্তি বা দলের কাজ-কর্ম আচার-আচরণ দ্বারা তাদের সম্পর্কে মন্দ ধারণাই অন্তরে সৃষ্টি হয়। অন্তরে সৃষ্ট এ ধারণার ভিত্তিতে তাদের দুষ্কৃতি থেকে নিজেকে রক্ষা করার জন্য সতর্কতা অবলম্বন শরীয়তে বৈধ। তবে নিছক ধারণার ওপর নির্ভর করে তাদের বিরুদ্ধে কোনো তৎপরতা চালানো সঠিক নয়।

কুরতুবী বলেন, ইমাম আবু বকর আল জাস্‌সাস আহকামুল কুরআনে ধারণাকে চার ভাগে ভাগ করেছেন। এক ঃ হারাম, দুই ঃ ওয়াজিব, তিন ঃ মুস্তাহাব, চার ঃ জায়েয।

এক ঃ হারাম—আল্লাহর প্রতি এরূপ মন্দ ধারণা পোষণ করা হারাম যে, তিনি আমাকে শাস্তি-ই দেবেন এবং বিপদেই রাখবেন। এটা যেন আল্লাহর রহমত ও ক্ষমা থেকে নিরাশ হওয়া। রাসূলুল্লাহ সা. ইরশাদ করেন, তোমাদের কারো আল্লাহর প্রতি সুধারণা পোষণ ব্যতিত মৃত্যুবরণ করা উচিত নয়। তিনি আরো বলেছেন, আল্লাহ বলেন—আমি আমার বান্দাহর সাথে তেমন ব্যবহার করি যেমন সে আমার সম্পর্কে ধারণা রাখে। এখন সে আমার প্রতি যা ইচ্ছা ধারণা রাখুক। সুতরাং আল্লাহর প্রতি

কুধারণা করা হারাম। একইভাবে বাহ্যিক দিক থেকে সৎকর্মপরায়ণ এমন মুসলমানের প্রতি কুধারণা পোষণ করাও হারাম। হযরত আবু হুরায়রা রা.-এর বর্ণনায় রাসূলুল্লাহ সা. ইরশাদ করেছেন, "তোমরা ধারণা করা থেকে বেঁচে থাকো, কেননা ধারণা মিথ্যা কথার নামান্তর।"

দুই ঃ ওয়াজিব—যেসব ব্যাপারে কোনো এক দিককে কার্যকর করা আইনত জরুরী এবং সে দিক সম্পর্কে কুরআন হাদীসে কোনো সুস্পষ্ট প্রমাণ নেই, সেখানে প্রবল ধারণা অনুসারে আমল করা ওয়াজিব। যেমন বিচারকার্যে বিচারকের নির্ভরযোগ্য সাক্ষীদের সাক্ষাত অনুসারে সিদ্ধান্ত দেয়া।

তিন ঃ মুস্তাহাব—প্রত্যেক মুসলমানের প্রতি ভালো ধারণা পোষণ করা মুস্তাহাব। এজন্য সাওয়াবও পাওয়া যায়।

চার ঃ জায়েয—জায়েয ধারণা হলো, যেমন নামাযের রাকাআত সম্পর্কে সন্দেহ হলো যে, তিন রাকাআত পড়া হয়েছে, না চার রাকাআত ; তখন প্রবল ধারণা অনুযায়ী আমল করা জায়েয।

২৫. অর্থাৎ কারো দোষ খুঁজে বেড়িয়ো না। 'তাজাস্‌সুস' ও 'তাহাস্‌সুস' সমার্থক শব্দ। বুখারী ও মুসলিমের হাদীসে দু'টো শব্দই উল্লিখিত হয়েছে। শব্দ দু'টোর অর্থও কাছাকাছি। অর্থাৎ যে দোষ তোমার সামনে আছে তা ধরতে পারো, কিন্তু কোনো মুসলমানের যে দোষ প্রকাশ্য নয়, তা সন্ধান করা জায়েয নয়, এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ সা. ইরশাদ করেছেন ঃ "তোমরা মুসলমানদের গীবত করো না এবং তাদের দোষ অনুসন্ধান করো না ; কারণ যে ব্যক্তি মুসলমানদের দোষ অনুসন্ধান করে, আল্লাহ তার দোষ অনুসন্ধান করেন, আর আল্লাহ যার দোষ অনুসন্ধান করেন, তাকে নিজ গৃহের মধ্যেই লাঞ্ছিত করে ছাড়েন।"

অপর এক হাদীসে দোষ গোপন করার ফযীলত বর্ণনা করা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ সা. ইরশাদ করেছেন, "কেউ যদি কারো গোপনীয় দোষ দেখে ফেলে এবং তা গোপন রাখে, তাহলে সে যেন জীবন্ত পুতে ফেলা মেয়েকে জীবিত করলো।" (জাস্‌সাস)

এ নিষেধাজ্ঞা শুধুমাত্র ব্যক্তি নয় বরং ইসলামী সরকারের জন্যও এ নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। যদিও মন্দ কাজ প্রতিরোধ করার দায়িত্ব সরকারের। তার অর্থ এটা নয় যে, গোয়েন্দা লাগিয়ে অযথা মানুষের দোষ বের করে তাদেরকে শাস্তি দিতে হবে।

২৬. অত্র আয়াতে কারো 'গীবত' করতে নিষেধ করা হয়েছে। কারো অনুপস্থিতিতে তার এমন দোষ সম্পর্কে আলোচনা করা যা তার উপস্থিতিতে করলে সে অসন্তুষ্ট হবে—এটাই গীবতের সংজ্ঞা।

পরিবার ও সমাজে বিপর্যয় সৃষ্টিকারী হিসেবে কুরআন ও হাদীসে এটাকে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এ জঘন্য কাজকে মৃত ভাইয়ের মাংস খাওয়ার সাথে তুলনা করা হয়েছে।

হাদীসে আছে, "এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সা.-কে জিজ্ঞেস করলো, 'গীবত' কি ? তিনি বললেন, কোনো ব্যক্তি সম্পর্কে (তার অনুপস্থিতিতে) এমন কথা বলা, যা তার পছন্দ নয়। সে বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ ! যদি তা সত্য হয় ? তিনি বললেন, তোমার কথা মিথ্যা হলে তো তা হবে অপবাদ।"(মুয়াত্তা ইমাম মালেক)

হযরত আবু সায়ীদ রা. ও জাবির রা. থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সা. বলেছেন, "গীবত যিনা বা ব্যভিচারের চেয়ে জঘন্য গুনাহ।" সাহাবায়ে কিরাম আরয করলেন, তা কিভাবে ? তিনি বললেন "কোনো ব্যক্তি ব্যভিচার করার পর তাওবা করলে মাফ হয়ে যায় ; কিন্তু যে গীবত করলো তার গুনাহ প্রতিপক্ষের মাফ করা ছাড়া মাফ হয় না।"

তবে শরয়ী কোনো সংগত কারণে তথা ইসলামী আইন বাস্তবায়নের প্রয়োজনে সার্বিক তথ্য প্রদান কল্পে ইসলামী আইনবিদ এবং হাদীস শাস্ত্রবিদগণ নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে গীবত তথা কারো অনুপস্থিতিতে কারো দোষগুণ আলোচনা করাকে বৈধ বলে মত প্রকাশ করেছেন।

এক ঃ যালিমের যুলুমের প্রতিকার কল্পে যথাযথ কর্তৃপক্ষের কাছে মযলুমের ফরিয়াদ।

দুই ঃ কারো সংশোধনকল্পে সংশোধন করতে পারে এমন ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের কাছে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির অবস্থা সম্পর্কে অবহিত করা।

তিন ঃ মুফতী তথা ইসলামী আইনে বিশেষজ্ঞ ব্যক্তির নিকট ফতওয়া বা শরয়ী সমাধান পাওয়ার জন্য প্রকৃত ঘটনা বর্ণনা করা।

চার ঃ কোনো ব্যক্তি বা ব্যক্তি সমষ্টির অপকর্মের ক্ষতি থেকে মানুষকে রক্ষা করার জন্য জনগণকে সতর্ক করে দেয়া।

পাঁচ ঃ বিদআত ও ইসলাম-বিরোধী কর্মকাণ্ডের বিস্তারকারীর গুমরাহী থেকে আল্লাহর বান্দাহদেরকে রক্ষা কল্পে গুমরাহ ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর অপকর্মের প্রকাশ্য সমালোচনা।

ছয় ঃ মন্দ নামে খ্যাত ব্যক্তির পরিচয়দানের উদ্দেশ্যে যখন সেই নাম উল্লেখ ছাড়া তার পরিচয় দান সম্ভব না হয় তখন সেই নাম বা উপাধী ব্যবহার করা।

উপরোল্লিখিত ক্ষেত্রগুলো ছাড়া অনুপস্থিতিতে কারো নিন্দাবাদ করা বা তা শোনা একেবারেই নিষিদ্ধ। কেউ কারো গীবত করতে শুনলে সম্ভাব্য উপায়ে তা থেকে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে বিরত রাখা কর্তব্য।

গীবতের অপরাধ থেকে ক্ষমা পেতে হলে অবশ্যই আল্লাহর দরবারে তাওবা করতে হবে এবং ভবিষ্যতে এ হারাম কাজ থেকে বিরত থাকতে হবে। যার গীবত করা হয়েছে সে জীবিত থাকলে এবং এ সম্পর্কে অবহিত থাকলে অপবাদ মিথ্যা হলে তার নিকট গিয়ে ক্ষমা চাওয়া এবং যাদের কাছে গীবত করা হয়েছে তাদের নিকট গিয়ে তা প্রত্যাহার করতে হবে। আর সত্য ঘটনা হলে ভবিষ্যতে গীবত না করার দৃঢ়ভাবে ওয়াদাবদ্ধ হতে হবে।

أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ

তোমাদের কেউ কি পছন্দ করবে তার মৃত ভাইয়ের গোশত খেতে[২৭] তোমরা তো অবশ্যই তা ঘৃণা করো ; আর তোমরা ভয় করো আল্লাহকে

إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ ﴿١٢﴾ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ

নিশ্চয়ই আল্লাহ বড়ই তওবা কবুলকারী, পরম দয়ালু। ১৩. হে মানুষ ! আমি অবশ্যই তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি একজন পুরুষ ও একজন নারী থেকে

وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ

এবং বিভক্ত করে দিয়েছি তোমাদেরকে বিভিন্ন জাতিতে ও বিভিন্ন গোত্রে, যাতে তোমরা পরস্পরকে চিনে নিতে পার ; নিশ্চয় তোমাদের মধ্যকার অধিক মুত্তাকী-ই আল্লাহর কাছে তোমাদের মধ্যকার অধিক মর্যাদাবান,[২৮] অবশ্যই আল্লাহ

أَيُحِبُّ-(ا+يحب)-পছন্দ করবে কি ; أَحَدُكُمْ-(احد+كم)-তোমাদের কেউ ; أَنْ يَأْكُلَ-খেতে ; لَحْمَ-গোশত ; أَخِيهِ-(اخى+ه)-তার ভাইয়ের ; مَيْتًا-মৃত ; فَكَرِهْتُمُوهُ-(ف+كرهتموا+ه)-তোমরা তো অবশ্যই তা ঘৃণা কর ; وَ-আর ; اتَّقُوا-তোমরা ভয় করো ; اللَّهَ-আল্লাহকে ; إِنَّ-নিশ্চয়ই ; اللَّهَ-আল্লাহ ; تَوَّابٌ-বড়ই তাওবা কবুলকারী ; رَحِيمٌ-পরম দয়ালু। ⑬ يَا أَيُّهَا-হে ; النَّاسُ-মানুষ ; إِنَّا-আমি অবশ্যই ; خَلَقْنَاكُمْ-(خلقنا+كم)-তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি ; مِنْ-থেকে ; ذَكَرٍ-একজন পুরুষ ; وَ-ও ; أُنْثَىٰ-একজন নারী ; وَ-এবং ; جَعَلْنَاكُمْ-(جعلنا+كم)-বিভক্ত করে দিয়েছি তোমাদেরকে ; شُعُوبًا-বিভিন্ন জাতিতে ; وَ-ও ; قَبَائِلَ-বিভিন্ন গোত্রে ; لِتَعَارَفُوا-যাতে তোমরা পরস্পরকে চিনে নিতে পার ; إِنَّ-নিশ্চয়ই ; أَكْرَمَكُمْ-(اكرم+كم)-তোমাদের মধ্যকার অধিক মর্যাদাবান ; عِنْدَ-কাছে ; اللَّهِ-আল্লাহর ; أَتْقَاكُمْ-(اتقى+كم)-তোমাদের মধ্যকার অধিক মুত্তাকী-ই ; إِنَّ-অবশ্যই ; اللَّهَ-আল্লাহ ;

২৭. 'গীবত' যে চরম একটা ঘৃণ্য কাজ তা আলোচ্য আয়াতে সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। আয়াতে গীবতকে মৃত ভাইয়ের গোশত খাওয়ার সাথে তুলনা করা হয়েছে। মৃত প্রাণীর গোশত খাওয়া এমনিতেই ঘৃণ্য ব্যাপার—তা-ও আবার যদি হয় মানুষের এবং মানুষটি যদি হয় নিজের ভাই ; তাহলে এটা কেমন ঘৃণ্য হতে পারে তা সহজেই অনুমেয়। এটা যেমন ঘৃণ্য, তেমনি গীবত করাও সমান ঘৃণ্য কাজ। কোনো ব্যক্তির অসাক্ষাতে তার নিন্দাবাদ করা এজন্য হারাম নয় যে, যার গীবত করা হয় তার মনোকষ্ট হয়। বরং তা এজন্য হারাম যে কাজটি অত্যন্ত নীচ কাজ। যার গীবত করা হয় সে জানলেই তো কষ্ট পাওয়ার কথা আসে ; কিন্তু সে যদি না-ই জানে যে তার

গীবত করা হয়েছে, তাহলে তো সে কষ্ট পাবে না। আসলে এটা সুস্পষ্ট যে, মৃত ব্যক্তির গোশত খাওয়া এজন্য হারাম নয় যে, তাতে মৃত ব্যক্তির কষ্ট হয়। মৃত্যুর পর তার লাশ কিসে খাচ্ছে তা তার জানার কথা নয়। সুতরাং কেউ জানুক বা না জানুক গীবত তথা কারো অসাক্ষাতে নিন্দাবাদ করা হারাম।

২৮. ইতিপূর্বেকার আয়াতসমূহ মুসলিম উম্মাহর মধ্যে বিপর্যয় সৃষ্টিকারী অনাচার-সমূহ উল্লেখ করে তা থেকে বেঁচে থাকার নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। আর এ আয়াতে গোটা মানবজাতির মধ্যকার এক বিরাট গুমরাহী দূর করে বিশ্ব-মানবতাকে বিপর্যয় থেকে রক্ষা করে নির্দেশনা দেয়া হয়েছে।

বিশ্ব মানবতাকে বর্ণ, ভাষা, অঞ্চল ও জাতীয়তার সংকীর্ণ গোঁড়ামী থেকে মুক্ত করার জন্য আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াতে তিনটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক সত্যের প্রতি মানব জাতির দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন ঃ

এক ঃ সব মানুষের মূল উৎস এক। একটিমাত্র পুরুষ ও একটিমাত্র নারী থেকে মানব বংশধারা শুরু হয়েছে। পরবর্তী মানব বংশ একমাত্র স্রষ্টা কর্তৃক একই নিয়মে সৃষ্ট। আর সকল মানুষের সৃষ্টির উপাদানও একই। সুতরাং এ সৃষ্টিধারার মধ্যে কোনো বিভেদ এবং উচ্চ নীচের কোনো ভিত্তির অস্তিত্ব নেই। সকল বিভেদ-বিশৃংখলা মানুষেরই সৃষ্ট।

দুই ঃ বর্ণ, বংশ, গোত্র ও ভাষার পার্থক্য মহান স্রষ্টা আল্লাহর-ই সৃষ্ট। পারস্পরিক পরিচয়ের জন্যই আল্লাহ এ পার্থক্য সৃষ্টি করে দিয়েছেন। মানব বংশ বৃদ্ধির সাথে সাথে দুনিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়া এবং তাদের বর্ণ, দেহের আকার-আকৃতি, ভাষা ও খ্যাদ্যাভাসে পার্থক্য সৃষ্টি হওয়াও একান্ত স্বাভাবিক ব্যাপার। কিন্তু এ পার্থক্যের কারণে মানুষের মধ্যে উচ্চ ও নীচ, ইতর ও ভদ্র এবং শ্রেষ্ঠ ও নিকৃষ্ট ইত্যাদি ভেদাভেদ সৃষ্টি করা যায় না। এ পার্থক্যের কারণে এক জাতি শ্রেষ্ঠ অপর জাতি নিকৃষ্ট হওয়া বা মানবাধিকারের ক্ষেত্রে এক জাতি অন্য জাতির ওপর অগ্রাধিকার যোগ্য হওয়ার কোনো যুক্তি গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। আল্লাহ তো মানুষের মধ্যে পারস্পরিক জানা শোনা ও সহযোগিতার একটি সহজ উপায় হিসেবে এ পার্থক্য সৃষ্টি করেছেন।

তিন ঃ জন্মগতভাবে সকল মানুষ সমান। মানুষের মর্যাদার পার্থক্য হতে পারে, একমাত্র নীতি-নৈতিকতার ক্ষেত্রে। মানুষের মধ্যকার জন্মগত সাম্যের কারণ হলো সকল মানুষ একমাত্র স্রষ্টার সৃষ্টি। তাদের সকলের সৃষ্টির উপাদান এবং সৃষ্টির নিয়ম-পদ্ধতিও একই। বর্ণ, গোত্র, ভাষা বা বিশেষ কোনো অঞ্চলের মধ্যে জন্মগ্রহণের কারণে মর্যাদা ও অধিকারে পার্থক্য সৃষ্টি হতে পারে না। কারণ এগুলোর কোনোটাই তার ইচ্ছাধীন ব্যাপার নয়। মানুষের মধ্যকার ব্যক্তিগত নৈতিক গুণাবলীর কারণেই তার মর্যাদায় পার্থক্য সূচীত হতে পারে। যে মানুষ সর্বাপেক্ষা আল্লাহভীরু, অকল্যাণ থেকে দূরে অবস্থানকারী এবং নেকী ও পবিত্রতার পথের পথিক, এমন মানুষ যে বর্ণ, গোত্র, বংশ, ভাষা বা অঞ্চলের হোক না কেনো আল্লাহর কাছে সে-ই সর্বাধিক মর্যাদাবান ও সম্মানের পাত্র।

عَلِيمٌ خَبِيرٌ ⑭ قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا ۖ قُل لَّمْ تُؤْمِنُوا وَلَٰكِن قُولُوا أَسْلَمْنَا

সর্বজ্ঞ, সব খবর রাখনেওয়ালা[২৯]। ১৪. মরুবাসীরা বলে, 'আমরা ঈমান এনেছি',[৩০] আপনি বলুন 'তোমরা তো ঈমান আননি, বরং তোমরা বলো, আমরা বশ্যতা স্বীকার করেছি,[৩১]

عَلِيمٌ-সর্বজ্ঞ ; خَبِيرٌ-সব খবর রাখনেওয়ালা। ⑭ قَالَتِ-বলে ; الْأَعْرَابُ-মরুবাসীরা ; آمَنَّا-আমরা ঈমান এনেছি ; قُلْ-আপনি বলুন ; لَمْ تُؤْمِنُوا-তোমরা তো ঈমান আননি ; وَلَٰكِنْ-বরং ; قُولُوا-তোমরা বলো ; أَسْلَمْنَا-আমরা বশ্যতা স্বীকার করেছি ;

আল্লাহর রসূলও মক্কা বিজয়কালের বক্তৃতায় একই কথা বলেছেন–

"সেই আল্লাহ-ই সমস্ত প্রশংসার মালিক যিনি তোমাদের থেকে মূর্খতার অহংকার ও দোষ-ত্রুটি দূর করে দিয়েছেন। হে লোক সকল ! মানব জাতি দু'ভাগে বিভক্ত ঃ এক. সৎকর্মশীল ও আল্লাহভীরু—যারা আল্লাহর কাছে উচ্চ মর্যাদার অধিকারী। দুই. পাপাচারী দুর্ভাগা—যারা আল্লাহর কাছে নিকৃষ্ট। মূলত সকল মানুষ এক আদমের সন্তান ; আর আদম মাটি থেকে সৃষ্ট।" মানুষের মর্যাদা নির্ণীত হবে তার আল্লাহভীরুতার মাপকাঠিতে। এ পর্যায়ে হাদীসের কিতাবগুলোতে রাসূলুল্লাহ সা.-এর অনেক বাণী রয়েছে। যেসব বাণী বাস্তবেও রূপায়িত হয়েছিলো এবং ইসলাম মানুষের মধ্যকার বিভেদ দূর করে এক বিশ্ব-ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে দেখিয়েছিলো।

২৯. অর্থাৎ আল্লাহ সবকিছু জানেন এবং খবর রাখেন যে, কে উচ্চ মর্যাদা পাওয়ার অধিকারী, আর কে অসম্মান ও লাঞ্ছনা পাওয়ার যোগ্য। এমনও হতে পারে যাকে দুনিয়াতে উচ্চ মর্যাদা দেয়া হচ্ছে, আখিরাতে সে লাঞ্ছনার শিকার হবে, আর যাকে দুনিয়াতে হেয়প্রতিপন্ন করা হচ্ছে, আখিরাতে সে-ই হবে উচ্চ মর্যাদার অধিকারী। কারণ মানুষের বানানো যে মানদণ্ডের ভিত্তিতে দুনিয়াতে উচ্চ-নীচের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে, তা আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য নয়।

৩০. এখানে আরবের সেসব বেদুইন গোত্রের প্রতি ইংগীত করা হয়েছে, যারা ইসলামের বিজয় ধারা লক্ষ্য করে মৌখিকভাবে মুসলমান হয়ে যায়। তাদের উদ্দেশ্য ছিলো এভাবে তারা মুসলমানদের আঘাত থেকে নিজেদেরকে রক্ষা করতে সক্ষম হবে এবং ইসলামী সমাজের সুবিধাও ভোগ করতে পারবে। এসব বেদুইন গোত্র আন্তরিকভাবে ঈমান গ্রহণ করেনি। এদের আচরণ এমন ছিলো যেন ইসলাম গ্রহণ করে তারা রাসূলুল্লাহ সা.-এর প্রতি দয়া করেছেন। তারা রাসূলুল্লাহ সা.-কে বলতো যে, আমরা বিনা যুদ্ধে ইসলাম গ্রহণ করেছি অর্থাৎ আল্লাহ ও রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ না করা এবং ইসলাম গ্রহণ করা তাদের একটা বড় অবদান। সুতরাং তাদের এর জন্য বিনিময় পাওয়া উচিত। এসব বেদুইন গোত্রের মধ্যে ছিলো মুযাইনা, জুহাইনা, আসলাম, আশজা, গিফার ইত্যাদি। খুযায়মা নামক একটি গোত্র দুর্ভিক্ষের সময় মদীনায় এসে বিনা যুদ্ধে ইসলাম গ্রহণের কথা বলে সাহায্য দাবী করে।

وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ ۖ وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُم

আর ঈমান তো এখনো প্রবেশ করেনি তোমাদের অন্তরে; তবে যদি তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করো, তিনি নিষ্ফল করবেন না

مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿১৪﴾ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا

তোমাদের কর্মসমূহ থেকে বিন্দুমাত্রও ; নিশ্চয়ই আল্লাহ অত্যন্ত ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। ১৫. প্রকৃত মু'মিন তো তারাই যারা ঈমান এনেছে

بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ

আল্লাহর প্রতি ও তাঁর রাসূলের প্রতি, অতপর সন্দেহ পোষণ করেনি এবং জিহাদ করেছে তাদের ধন-সম্পদ দিয়ে ও তাদের জীবন দিয়ে—

وَ-আর ; لَمَّا يَدْخُلِ-এখনো প্রবেশ করেনি ; الْاِيْمَانُ-ঈমান তো ; فِىْ قُلُوْبِكُمْ-(فى+قلوب+كم)-তোমাদের অন্তরে ; وَ-তবে ; اِنْ-যদি ; تُطِيْعُوْا-তোমরা আনুগত্য করো ; اللّٰهَ-আল্লাহ ; وَ-ও ; رَسُوْلَهٗ-(رسول+ه)-তাঁর রাসূলের ; لَا يَلِتْكُمْ-(لا يلت+كم)-তিনি নিষ্ফল করবেন না ; مِنْ-থেকে ; اَعْمَالِكُمْ-(اعمال+كم)-তোমাদের কর্মসমূহ ; شَيْئًا-বিন্দুমাত্রও ; اِنَّ-নিশ্চয়ই ; اللّٰهَ-আল্লাহ ; غَفُوْرٌ-অত্যন্ত ক্ষমাশীল ; رَحِيْمٌ-পরম দয়ালু। ⑭ اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ- প্রকৃত মু'মিন তো ; الَّذِيْنَ-তারাই যারা ; اٰمَنُوْا-ঈমান এনেছে ; بِاللّٰهِ-(ب+الله)-আল্লাহর প্রতি ; وَ-ও ; رَسُوْلِهٖ-(رسول+ه)-তাঁর রাসূলের প্রতি ; ثُمَّ-অতপর ; لَمْ يَرْتَابُوْا-সন্দেহ পোষণ করেনি ; وَ-এবং ; جٰهَدُوْا-জিহাদ করেছে ; بِاَمْوَالِهِمْ-(ب+اموال+هم)-তাদের ধন-সম্পদ দিয়ে ; وَ-ও ; اَنْفُسِهِمْ-(انفس+هم)-তাদের জীবন দিয়ে ;

৩১. 'ওয়া লা-কিন কূলূ আস্লাম্না'। অর্থাৎ 'বরং তোমরা বলো, আমরা আনুগত্য গ্রহণ করেছি।' একথা সেসব লোককে বলা হয়েছে যারা বাহ্যিকভাবে ইসলামের বশ্যতা স্বীকার করেছে, কিন্তু তাদের অন্তরে ঈমান প্রবেশ করেনি।

এ আয়াত দ্বারা এটা প্রমাণ করা যায় না যে, ইসলাম ও ঈমানের মধ্যে পরিভাষাগত পার্থক্য আছে। শরীয়তের পরিভাষায় অন্তরের বিশ্বাসকে ঈমান বলে। অর্থাৎ অন্তর দিয়ে আল্লাহর একত্ব ও রাসূলের রিসালাতকে সত্য বলে জানা। পক্ষান্তরে বাহ্যিক কাজকর্মে আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্যের বহিঃপ্রকাশকে ইসলাম বলা হয়। কিন্তু শরীয়তে অন্তরের বিশ্বাস ততক্ষণ পর্যন্ত ধর্তব্য নয় যতক্ষণ তার প্রভাব অঙ্গ প্রত্যঙ্গের কাজকর্মে প্রতিফলিত না হয়। এর সর্বনিম্ন স্তর হচ্ছে মুখে কালিমার স্বীকারোক্তি করা।

فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۚ أُولٰٓئِكَ هُمُ الصّٰدِقُوْنَ ⑮ قُلْ أَتُعَلِّمُوْنَ اللّٰهَ بِدِيْنِكُمْ ۚ وَاللّٰهُ

আল্লাহর পথে ; তারা—তারাই সত্যবাদী। ১৬. আপনি বলুন, তোমরা কি আল্লাহকে অবগত করাচ্ছো তোমাদের দীন গ্রহণ সম্পর্কে ? অথচ আল্লাহ

يَعْلَمُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۚ وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ⑯ يَمُنُّوْنَ عَلَيْكَ

জানেন যাকিছু আছে আসমানে এবং যাকিছু আছে যমীনে ; আর আল্লাহ সর্ব বিষয়ে সর্বজ্ঞ। ১৭. তারা আপনার প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করছে—

أَنْ أَسْلَمُوْا ۖ قُلْ لَّا تَمُنُّوْا عَلَيَّ إِسْلَامَكُمْ ۚ بَلِ اللّٰهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدٰىكُمْ

যে, তারা ইসলাম গ্রহণ করেছে ; আপনি বলুন, তোমরা তোমাদের ইসলাম গ্রহণকে আমার প্রতি (তোমাদের) অনুগ্রহ বলে মনে করো না, বরং আল্লাহ-ই তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন যে, তিনি তোমাদেরকে পথ দেখিয়েছেন

فِيْ سَبِيْلِ-পথে ; اللّٰهِ-আল্লাহর ; أُولٰٓئِكَ-তারা ; هُمُ-তারাই ; الصّٰدِقُوْنَ-সত্যবাদী। ⑯ قُلْ-আপনি বলুন ; أَتُعَلِّمُوْنَ-(ا+تعلمون)-তোমরা কি অবগত করাচ্ছো ; اللّٰهَ-আল্লাহকে ; بِدِيْنِكُمْ-(ب+دين+كم)-তোমাদের দীন গ্রহণ সম্পর্কে ; وَ-অথচ ; اللّٰهُ-আল্লাহ ; يَعْلَمُ-জানেন ; مَا-যা কিছু আছে ; فِي السَّمٰوٰتِ-আসমানে ; وَ-এবং ; مَا-যা কিছু আছে ; فِي الْأَرْضِ-যমীনে ; وَ-আর ; اللّٰهُ-আল্লাহ ; بِكُلِّ-(ب+كل)-সর্ব ; شَيْءٍ-বিষয়ে ; عَلِيْمٌ-সর্বজ্ঞ। ⑰ يَمُنُّوْنَ-তারা অনুগ্রহ প্রকাশ করছে ; عَلَيْكَ-(على+ك)-আপনার প্রতি ; أَنْ أَسْلَمُوْا-যে, তারা ইসলাম গ্রহণ করেছে ; قُلْ-আপনি বলুন ; لَّا تَمُنُّوْا-(তোমাদের) অনুগ্রহ বলে মনে করো না ; عَلَيَّ-(على+ى)-আমার প্রতি ; إِسْلَامَكُمْ-(اسلام+كم)-তোমাদের ইসলাম গ্রহণকে ; بَلِ-বরং ; اللّٰهُ-আল্লাহ-ই ; يَمُنُّ-অনুগ্রহ করেছেন ; عَلَيْكُمْ-(على+كم)-তোমাদের প্রতি ; أَنْ-যে, هَدٰىكُمْ-(هدى+كم)-তিনি তোমাদেরকে পথ দেখিয়েছেন ;

একইভাবে ইসলাম বাহ্যিক কাজ-কর্মের নাম হলেও শরীয়তে ততক্ষণ পর্যন্ত ধর্তব্য নয়, যতক্ষণ অন্তরে বিশ্বাস সৃষ্টি না হয়। বাহ্যিক কাজ-কর্ম থাকলেও অন্তরে বিশ্বাস সৃষ্টি না হলে সেটা হবে 'নিফাক' বা মুনাফিকী। ঈমান অন্তর থেকে শুরু হয়ে বাহ্যিক কাজ-কর্ম পর্যন্ত পৌঁছে। আর ইসলাম বাহ্যিক কাজ-কর্ম থেকে শুরু হয়ে অন্তরে দৃঢ় মূল হয়। কিন্তু মূল উদ্দেশ্যের দিক দিয়ে ইসলাম ও ঈমান একটি অপরটির সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। ঈমান ইসলাম ব্যতীত ধর্তব্য নয়, আর ইসলাম ঈমান ব্যতীত শরীয়তে গ্রহণযোগ্য নয়। শরীয়তে এটা অসম্ভব যে, একজন মু'মিন হবে মুসলিম হবে না এবং মুসলিম হবে মু'মিন হবে না।

لِلْإِيْمَانِ إِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ⑱ إِنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ غَيْبَ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ

ঈমানের দিকে, যদি তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাক। ১৮. নিশ্চয়ই আল্লাহ আসমান ও যমীনের গোপন বিষয়সমূহ জানেন;

وَاللّٰهُ بَصِيْرٌ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ۝

আর তোমরা যাকিছু করো আল্লাহ তার সম্যক দ্রষ্টা।

لِلْإِيْمَانِ-(ل+ال+ايمان)-ঈমানের দিকে ; اِنْ-যদি ; كُنْتُمْ-তোমরা হয়ে থাক ; صٰدِقِيْنَ-সত্যবাদী। ⑱ اِنَّ-নিশ্চয়ই ; اللّٰهَ-আল্লাহ ; يَعْلَمُ-জানেন ; غَيْبَ-গোপন বিষয়সমূহ ; السَّمٰوٰتِ-আসমান ; وَ-ও ; الْاَرْضِ-যমীনের ; وَ-আর ; اللّٰهُ-আল্লাহ ; بَصِيْرٌ-সম্যকদ্রষ্টা ; بِمَا-যা কিছু তার ; تَعْمَلُوْنَ-তোমরা করো।

২য় রুকূ' (১১-১৮ আয়াত)-এর শিক্ষা

১. কাউকে কথায়, ইশারা-ইংগীতে বা অভিনয়ের মাধ্যমে উপহাস করা হারাম।

২. কোনো পুরুষের জন্য যেমন অন্য পুরুষকে উপহাস করা হারাম, তেমনি কোনো নারীর জন্যও কোনো নারীকে উপহাস করা হারাম।

৩. গায়রে মাহরাম নারী-পুরুষ একই মাজলিসে একত্র হওয়াও হারাম। কারণ, এরূপ মাজলিসেই হাসি-ঠাট্টার পরিবেশ সৃষ্টি হয়।

৪. যাকে উপহাস করা হয়, সে আল্লাহর কাছে উপহাসকারীর চেয়ে উত্তম হতে পারে—একথা মনে রেখেই উপহাস করা থেকে বিরত থাকতে হবে।

৫. কাউকে খোঁটা দেয়া, উপহাস করা এবং কারো প্রতি দোষারোপ করাও আয়াতে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। কারণ এরূপ করলে অপরের পক্ষ থেকে নিজেকেও এসবের শিকার হতে হয়।

৬. কাউকে মন্দ নামে আখ্যায়িত করে সম্বোধন করাও হারাম।

৭. পূর্বে কৃত কোনো গুনাহের কারণে তাওবা করার পরও সে গুনাহের পরিচায়ক কোনো মন্দ উপাধি যোগে কাউকে সম্বোধন করাও হারাম।

৮. কোনো মু'মিনকে তার ইসলাম পূর্ব সময়কার কোনো অপরাধ বা মন্দ কাজের পরিচায়ক কোনো উপাধি দ্বারা সম্বোধন করাও হারাম।

৯. বেশী বেশী ধারণা-অনুমানের উপর নির্ভর করে কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সঠিক কাজ নয়। তাছাড়া এটা বুদ্ধিমানের পরিচায়কও নয়। ধারণা-অনুমান দ্বারা তাড়িত হয়ে কোনো কাজ করলে, অনেক সময় তা মানুষকে গুনাহের কাজে লিপ্ত করে।

১০. মানুষের দোষ খুঁজে বেড়ানো অত্যন্ত মন্দ অভ্যাস। এর দ্বারা সমাজ-সংসারে বিপর্যয়-বিশৃংখলা দেখা দেয়। তাই একাজকেও আয়াতে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

১১. 'গীবত' তথা কারো অনুপস্থিতিতে তার দোষ নিয়ে আলোচনা করা একটি জঘন্য সামাজিক অনাচার। গীবত করাকে মৃত ভাইয়ের গোশত খাওয়ার সাথে তুলনা করা হয়েছে।

১২. হাদীসে মহানবী সা. 'গীবত'-কে যিনা বা ব্যভিচারের চেয়ে জঘন্য অপরাধ বলে সাব্যস্ত করেছেন।

১৩. আয়াতে উল্লিখিত সামাজিক ব্যধি থেকে বেঁচে থাকার জন্য আল্লাহর পাকড়া-এর ভয় মনে রেখে সক্রিয় প্রচেষ্টা চালাতে হবে ও আল্লাহর কাছে সাহায্য চাইতে হবে।

১৪. অতীত কৃত এ জাতীয় অপরাধের জন্য আল্লাহর কাছে তাওবা করতে হবে। স্মরণীয় যে, আল্লাহ অবশ্যই তাওবা কবুলকারী ও গুনাহ ক্ষমাকারী এবং তিনি পরম দয়ালুও বটে।

১৫. ভাষা, বর্ণ, গোত্র, অঞ্চল, আকৃতি নির্বিশেষে সকল মানুষের সৃষ্টির সূচনা একটিমাত্র পুরুষ ও একটিমাত্র নারী থেকে।

১৬. সুতরাং আল্লাহর নিকট ভাষা, বর্ণ, গোত্র ও অঞ্চলের কারণে, কোনো মানুষের ওপর অন্য মানুষের কোনো শ্রেষ্ঠত্ব নেই।

১৭. আল্লাহর নিকট সেই মানুষই অধিক মর্যাদাবান যে সবচেয়ে আল্লাহভীরু।

১৮. প্রকৃতপক্ষে কে কোন্ কারণে মর্যাদা পাওয়ার যোগ্য তা আল্লাহ ভালো করেই জানেন এবং তিনি এ সম্পর্কে সকল খবর রাখেন।

১৯. আল্লাহর একত্ব ও তাঁর রাসূলের রিসালাতকে অন্তরে বিশ্বাস করাকে ঈমান বলে, আর সেই বিশ্বাসের অনুকূলে আল্লাহ ও রাসূলের হুকুমকে বাহ্যিকভাবে কার্যকরী করাকে ইসলাম বলে।

২০. ঈমান ও ইসলাম একটা অপরটার সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। সুতরাং একটি ছাড়া অপরটি শরীয়তে গ্রহণযোগ্য নয়।

২১. মু'মিনের ঈমান যেমন ইসলাম ছাড়া শরীয়তে গ্রহণযোগ্য নয়। তেমনি মুসলিমের ইসলাম ঈমান ছাড়া শরীয়তে গ্রহণযোগ্য নয়।

২২. ঈমান ছাড়া ইসলাম মুনাফিকী আর ইসলাম ছাড়া ঈমান মূল্যহীন সুতরাং মু'মিনকে অবশ্যই মুসলিম হতে হবে এবং মুসলিমকে অবশ্যই মু'মিন হতে হবে।

২৩. মু'মিনের অজ্ঞানতা, অক্ষমতা ও অনিচ্ছাকৃত ত্রুটি-বিচ্যুতি আল্লাহ তা'আলা দয়াপরবশ হয়ে ক্ষমা করে দেন। কেননা তিনি অত্যন্ত ক্ষমাশীল পরম দয়ালু।

২৪. আল্লাহ তা'আলা মু'মিনের নিষ্ঠাপূর্ণ সৎকর্ম তথা ইসলামকে বিন্দুমাত্রও নিষ্ফল করেন না।

২৫. আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি যারা ঈমান এনেছে, অতপর কখনো তাতে সন্দেহ পোষণ করেনি এবং জিহাদ করেছে আল্লাহর পথে নিজেদের জানমাল দিয়ে, তারাই প্রকৃত মু'মিন ও ঈমানের দাবীতে সত্যবাদী।

২৬. আসমান ও যমীনের মধ্যস্থিত যাবতীয় বিষয় সম্পর্কে আল্লাহ অবগত আছেন। সুতরাং কে ঈমানের দাবীতে সত্যবাদী এবং কে মিথ্যাবাদী তা-ও আল্লাহ ভালোভাবেই জানেন। তিনি সর্ব বিষয় জানেন।

২৭. ঈমান ও ইসলামের প্রতি পার্থক্যনির্দেশ লাভ করতে পারা দুনিয়াতে সবচেয়ে সৌভাগ্যের ব্যাপার, এ জন্য আল্লাহর দরবারে কৃতজ্ঞ থাকা কর্তব্য এবং সদা-সর্বদা গোপনে ও প্রকাশ্যে আল্লাহর শোকর আদায় করা কর্তব্য।

২৮. আল্লাহ সকল মানুষের কাজ-কর্মই সার্বক্ষণিক দেখছেন। সুতরাং কেউই কোনো বিষয়ে তাঁর দৃষ্টি এড়িয়ে যেতে সক্ষম নয়।

❑

নামকরণ

সূরার প্রথমে উচ্চারিত বিচ্ছিন্ন বর্ণ 'ক্বাফ'-কে এ সূরার নাম হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে।

নাযিলের সময়কাল

সূরার আলাচ্য বিষয়ের আলোকে অনুমিত হয় যে, সূরাটি নবুওয়াতের পঞ্চম বর্ষের দিকে নাযিল হয়েছে। মক্কী যুগের দ্বিতীয় পর্যায়ের এ সময়টিতে কাফিরদের বিরোধিতা প্রবল হয়ে উঠলেও যুলুম-নির্যাতন তখনও আরম্ভ হয়নি।

আলোচ্য বিষয়

এ সূরার মূল আলোচ্য বিষয় হলো আখিরাত। রাসূলুল্লাহ সা. আখিরাত বিশ্বাসকে বেশী বেশী মানুষের কাছে পৌঁছানোর লক্ষ্যে বেশীর ভাগ ফজরের নামাযে এ সূরা তিলাওয়াত করতেন। তাছাড়া প্রায় জুমুআর খুতবায় এবং দু' ঈদের নামাযে এ সূরা পাঠ করতেন। হাদীস থেকে একথার সমর্থন মেলে। উম্মে হিশাম বিনতে হারেসা বলেন, রাসূলুল্লাহ সা.-এর গৃহের নিকটেই আমার গৃহ ছিলো। প্রায় দু'বছর পর্যন্ত আমাদের ও রাসূলুল্লাহ সা.-এর রুটি পাকানোর চুল্লীও অভিন্ন ছিলো। তিনি প্রতি শুক্রবার জুমুআর খুতবায় 'সূরা ক্বাফ' তিলাওয়াত করতেন। এতেই সূরাটি শুনে শুনে আমার মুখস্থ হয়ে যায়। (মুসলিম, কুরতুবী)

হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব রা. আবু ওয়াকেদ লাইসী রা.-কে জিজ্ঞাসা করেন, রাসূলুল্লাহ সা. দু' ঈদের জামাতে কোন্ সূরা পাঠ করতেন ? তিনি বললেন, 'ওয়াল কুরআনিল মাজীদ' এবং 'ইকতারাবাতিস সা'আহ'।

হযরত জাবির রা. থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সা. ফজরের নামাযে অধিকাংশ সময় 'সূরা ক্বাফ' তিলাওয়াত করতেন, (সূরাটি বেশ বড়) কিন্তু এতদসত্ত্বেও বেশ হাল্কা মনে হতো। (কুরতুবী)

রাসূলুল্লাহ সা. মক্কায় দাওয়াতে দীনের কাজ শুরু করলে মানুষ আখিরাতকে অসম্ভব মনে করতে লাগলো। তারা বলতে লাগলো যে, এটা একেবারেই অসম্ভব যে, আমাদের দেহ মাটিতে মিশে যাওয়ার পর মাটিতে বিলীন দেহের অংশগুলোকে আবার একত্রিত করে আমাদের থেকে এ দুনিয়ার কর্মকাণ্ডের হিসেব নেয়া হবে। তাদের এ ধারণাকে খণ্ডন করে আল্লাহ তা'আলা সূরাটি নাযিল করেন।

আল্লাহ তা'আলা আখিরাত সংঘটনের সম্ভাব্যতা সম্পর্কে বেশ কয়েকটি যুক্তি প্রমাণ পেশ করেছেন এ সূরায়। বলা হয়েছে যে, তোমাদের দেহ মাটিতে বিলীন হয়ে

যাওয়ার পরও তা আমার জ্ঞানের আড়ালে যেতে পারে না। তার অণুগুলো কোন্‌টি কোথায় গেছে, তার রেকর্ড আমার কাছে আছে এবং তাকে আবার তৈরি করার জন্য আমার একটি হুকুম-ই যথেষ্ট। আখিরাতের ব্যাপারটা তোমাদের জ্ঞানের সংকীর্ণতার কারণেই তোমাদের বুঝে না আসতে পারে ; কিন্তু তাতে আখিরাতের সংঘটন থেমে থাকবে না। কেউ যদি সত্যকে অস্বীকার করে, তাতে সত্য পরিবর্তন হবে না বা তা মিথ্যায় পরিণত হবে না।

অতপর আমাদের দৃশ্যমান জগত থেকে আল্লাহর কুদরতের নিদর্শনাবলী থেকে প্রমাণাদি পেশ করে আখিরাতের সম্ভাব্যতা সম্পর্কে যুক্তি পেশ করা হয়েছে। বলা হয়েছে যে, এসব অবিশ্বাসীরা কি তাদের মাথার ওপর বিরাজমান আকাশমণ্ডলী, বিস্তৃত যমীন, পাহাড়-পর্বত, সুদৃশ্য উদ্ভিদরাজি, আসমান থেকে বর্ষিত পানি এবং সে পানির সাহায্যে উৎপন্ন তাদের রিযিকের বিভিন্ন সামগ্রী ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করে দেখে না যে, এগুলো কিভাবে সৃষ্টি হয়েছে। এগুলো থেকেই তো আখিরাত সংঘটন সম্পর্কে প্রমাণ পাওয়া যায়।

এরপর অতীতের আখিরাত-অবিশ্বাসী উদ্ধত জাতিগুলোর পরিণতির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। অতীতের অনেক শক্তিমান জাতি গোষ্ঠী যেমন নূহের জাতি, রাস্‌বাসী, সামূদ, আদ, ফিরআউন, লূত, আইকাবাসী এবং তুব্বা প্রভৃতি জাতি-গোষ্ঠী তাদের প্রতি প্রেরিত রাসূলদের কথা অবিশ্বাস করে আখেরাতকে মিথ্যা সাব্যস্ত করেছিলো। কিন্তু তারা আল্লাহর শাস্তি থেকে রেহাই পায়নি।

বলা হয়েছে যে, তোমাদেরকে দুনিয়াতে লাগামহীন ছেড়ে দেয়া হয়নি ; বরং তোমাদের নিকট থেকে তোমাদের প্রতিটি মুহূর্তের কর্ম-তৎপরতা সম্পর্কে হিসেব নেয়া হবে। তোমাদের প্রতিটি কথা ও কাজ সংরক্ষণ করা হচ্ছে। বৃষ্টির ফোঁটা পড়ার পর যেমন মাটি ফুঁড়ে উদ্ভিদরাজি বের হয়, তেমনি তোমরাও আল্লাহর একটিমাত্র ইংগিত পাওয়া মাত্রই যার দেহকণা যেখানেই থাকুক না কেনো বের হয়ে এসে আল্লাহর সামনে জবাবদিহি করার জন্য দাঁড়িয়ে যাবে। আজ তোমাদের বিবেক-বুদ্ধির ওপর যে পর্দা পড়ে আছে, সেদিন তা সরে যাবে। তোমরা সেদিন নিজের চোখেই নিজের কর্মকাণ্ডের সংরক্ষিত রেকর্ড দেখতে পাবে। তোমরা সেদিন বুঝতে পারবে দুনিয়াতে যে বিষয়টিকে তোমরা অসম্ভব মনে করেছিলে সেই আখিরাত তথা আল্লাহর সামনে জবাবদিহি জান্নাত ও জাহান্নাম সবই তোমাদের সামনে সত্য হয়ে দেখা দেবে।

❐

① قٓ وَالْقُرْاٰنِ الْمَجِيْدِ ② بَلْ عَجِبُوْٓا اَنْ جَآءَهُمْ مُّنْذِرٌ مِّنْهُمْ

১. ক্বাফ ; কসম মহামর্যাদাবান কুরআনের[১]। ২. কিন্তু তারা বিস্মিত হয়েছে যে, তাদের নিকট এসেছেন তাদের মধ্য থেকেই একজন সতর্ককারী[২] ;

فَقَالَ الْكٰفِرُوْنَ هٰذَا شَيْءٌ عَجِيْبٌ ③ ءَاِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذٰلِكَ

তাই সেই কাফিররা বলতে শুরু করলো, এটা তো আশ্চর্যজনক বিষয়। ৩ যখন আমরা মরে যাব এবং মাটি হয়ে যাব তখন কি (আমরা আবার জীবিত হবো) ? এটা তো

①قٓ-ক্বাফ (এর অর্থ একমাত্র আল্লাহ-ই জানেন) ; وَ-কসম ; الْقُرْاٰنِ-কুরআনের ; الْمَجِيْدِ-মহামর্যাদাবান ।②بَلْ-কিন্তু ; عَجِبُوْٓا-তারা বিস্মিত হয়েছে ; اَنْ-যে ; جَآءَهُمْ-(جآء+هم)-তাদের নিকট এসেছেন ; مُنْذِرٌ-একজন সতর্ককারী ; مِنْهُمْ-(من+هم)-তাদের মধ্য থেকে ; فَقَالَ-(ف+قال)-তাই বলতে শুরু করলো ; الْكٰفِرُوْنَ-সেই কাফিররা ; هٰذَا-এটা তো ; شَيْءٌ-বিষয় ; عَجِيْبٌ-আশ্চর্যজনক ।③ءَاِذَا-(ء+اذا)-তখন কি, যখন ; مِتْنَا-আমরা মরে যাব ; وَ-এবং ; كُنَّا-হয়ে যাব ; تُرَابًا-মাটি (আমরা আবার জীবিত হবো) ; ذٰلِكَ-এটা তো ;

১. অর্থাৎ কুরআন মাজীদ মহামর্যাদার অধিকারী, মহান, অফুরন্ত কল্যাণকর ও গৌরবান্বিত অতুলনীয় একটি গ্রন্থ। কুরআন মাজীদের সমতুল্য কোনো গ্রন্থ দুনিয়াতে নেই। ভাষা ও সাহিত্যমানের দিক থেকে যেমন তার কোনো তুলনা নেই, তেমনি শিক্ষা ও জ্ঞান বিস্তারেও তা তুলনাহীন। কুরআন মাজীদের কল্যাণকারিতার কোনো শেষ নেই। মানুষ কিয়ামত পর্যন্ত এ থেকে পথ নির্দেশনা গ্রহণের মাধ্যমে দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ লাভ করে নিজেদের উভয় জগতের শান্তি নিশ্চিত করতে পারে।

২. অর্থাৎ মুহাম্মাদ সা. আল্লাহর রাসূল। এর প্রমাণ হলো এ মহান গৌরবময় মর্যাদার অধিকারী কুরআন। আর তাদের হিদায়াতের জন্য তাদের মধ্য থেকে একজন সতর্ককারী পাঠানো অত্যন্ত যুক্তিসংগত বিষয়। তাদের মধ্য থেকে একজন মানুষকে রাসূল হিসেবে না পাঠিয়ে ফেরেশতা বা অন্য কোনো সৃষ্টিকে পাঠালে সেটাই হতো আপত্তি সাপেক্ষে। কিন্তু তারপরও কাফিররা রিসালাতকে অস্বীকার করছে এর যুক্তি সংগত কোনো কারণ নেই। মানুষকে রাসূল হিসেবে পাঠানো কোনো বিস্ময়ের ব্যাপার নয়। মানুষের হিদায়াতের জন্য মানুষ ছাড়া অন্য কোনো সৃষ্টিকে পাঠালে সেটাই বরং বিস্ময়ের ব্যাপার হতো।

رَجْعٌ بَعِيْدٌ ④ قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ ۚ وَعِنْدَنَا كِتٰبٌ حَفِيْظٌ ○

সুদূর পরাহত প্রত্যাবর্তন[৩]। ৪. নিঃসন্দেহে আমি জানি যমীন তাদের কতটুকু ক্ষয় করে ; আর আমার কাছে রয়েছে (তার সবকিছুর) সংরক্ষণকারী একটি কিতাব।[৪]

⑤ بَلْ كَذَّبُوْا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَهُمْ فِيْ أَمْرٍ مَّرِيْجٍ ⑥ أَفَلَمْ يَنْظُرُوْا

৫. বরং তারা সত্য অস্বীকার করেছে যখন তা (সত্য) তাদের কাছে এসেছে, ফলে তারা সংশয়ে দোদুল্যমান অবস্থায় পড়ে আছে।[৫] ৬. তারা[৬] কি তবে তাকিয়ে দেখে না

رَجْعٌ-প্রত্যাবর্তন ; بَعِيْدٌ-সুদূর পরাহত। ④ قَدْ عَلِمْنَا-নিঃসন্দেহে আমি জানি ; مَا-কতটুকু ; تَنْقُصُ-ক্ষয় করে ; الْأَرْضُ-যমীন; مِنْهُمْ-(من+هم)-তাদের ; وَ-আর ; عِنْدَنَا-আমার কাছে রয়েছে ; كِتٰبٌ-একটি কিতাব ; حَفِيْظٌ-(তার সবকিছুর) সংরক্ষণকারী। ⑤ بَلْ-বরং ; كَذَّبُوْا-তারা অস্বীকার করেছে ; بِالْحَقِّ-(ب+ال+حق)-সত্য ; لَمَّا-যখন ; جَاءَهُمْ-(جاء+هم)-তা (সত্য) তাদের কাছে এসেছে ; فَهُمْ-(ف+هم)-ফলে তারা ; فِيْ-পড়ে আছে ; أَمْرٍ-অবস্থায় ; مَّرِيْجٍ-সংশয়ে দোদুল্যমান। ⑥ أَفَلَمْ يَنْظُرُوْا-(ا+ف+لم ينظروا)-তারা কি তবে তাকিয়ে দেখে না ;

৩. কাফিরদের প্রথম আশ্চর্যের বিষয় ছিলো তাদের মধ্যকার একজনকে রাসূল হিসেবে পাঠানো। তাদের আশ্চর্য হওয়ার দ্বিতীয় কারণ হলো, সেই রাসূলের বক্তব্য যে, মানুষের মৃত্যুর পর তাদের দেহ মাটিতে মিশে যাওয়ার পর আবার তাদের জীবিত করে উঠানো হবে এবং দুনিয়ার জীবনের যাবতীয় কর্মকাণ্ডের হিসেব গ্রহণ করা হবে। অতপর তাদেরকে ভালো কাজের পুরস্কার হিসেবে চিরসুখময় জান্নাতে স্থান দেয়া হবে অথবা মন্দ কাজের শাস্তিস্বরূপ চিরদুঃখময় জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।

৪. এ আয়াতটিও একথার প্রমাণ যে, আখিরাতে মানুষ পুনর্জীবন লাভের সময় সেই একই দেহ নিয়েই পুনরায় জীবিত হয়ে উঠবে, যে দেহ নিয়ে সে দুনিয়াতে জীবিত ছিলো। আর তাই এ বিষয়টিকে কাফিরদের অস্বীকার করার জবাবে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন যে, মানুষের দেহের বিভিন্ন অংশ কোন্‌টি কোথায় ও কিভাবে পড়ে আছে, তা আল্লাহ তা'আলা ভালো করেই জানেন। তাঁর কাছে এর পূর্ণাঙ্গ রেকর্ড রয়েছে। যখন পুনর্জীবন লাভের সময় আসবে তখন ফেরেশতারা তাঁর নির্দেশে রেকর্ড অনুসারে বিক্ষিপ্ত দেহকণাগুলোকে একত্রিত করে হুবহু সেই একই দেহ দিয়েই তাকে গঠন করবে, যে দেহ নিয়ে সে দুনিয়াতে বেঁচেছিলো। তার দেহের কোনো ক্ষুদ্রতম অণুও তার পুনর্গঠিত দেহ থেকে বাদ পড়বে না।

৫. অর্থাৎ সত্যের দাওয়াত শোনামাত্রই কোনো প্রকার চিন্তা-ভাবনা ছাড়াই তারা সত্যকে অস্বীকার করে বসেছে। তাদের অত্যন্ত সুপরিচিত, তাদের সকলের বিশ্বস্ত,

إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَٰهَا وَزَيَّنَّٰهَا وَمَا لَهَا مِن فُرُوجٍ ۝

তাদের ওপরে আসমানের দিকে, আমি তা কিভাবে বানিয়েছি এবং তাকে সুশোভিত করেছি[৭] ? আর তাতে কোনো ফাটল-ও নেই।[৮]

اِلَى-দিকে ; السَّمَاءِ-আসমানের ; فَوْقَهُمْ-(فوق+هم)-তাদের ওপর ; كَيْفَ-কিভাবে ; بَنَيْنَٰهَا-(بنينا+ها)-আমি তা বানিয়েছি ; وَ-এবং ; زَيَّنَّٰهَا-(زينا+ها)-তাকে সুশোভিত করেছি ; وَ-আর ; مَا-নেই ; لَهَا-তাতে ; مِنْ-কোনো ; فُرُوجٍ-ফাটলও।

তাদের মধ্যকার জ্ঞানী ও বুদ্ধিমান এবং সকলের চেয়ে উত্তম লোকটি যে দাওয়াত পেশ করেছেন, যে বাণী নিয়ে তিনি মানুষের সামনে উপস্থিত হয়েছেন, তাকে যাঁচাই-বাছাই না করে মিথ্যা বলে প্রথমেই তারা তা প্রত্যাখ্যান করেছে। আর তাদের অযৌক্তিক কাজটিকে যুক্তিসিদ্ধ করার জন্য সত্যের দাওয়াত নিয়ে আসা রাসূলকে বিভিন্ন আখ্যায় আখ্যায়িত করা শুরু করেছে। তারা কখনো তাঁকে কবি, কখনো গণক, কখনো উন্মাদ, আবার কখনো যাদুগ্রস্ত ব্যক্তি বলে আখ্যায়িত করেছে। কিন্তু তারা কখনো কোনো একটি কথায় স্থির থাকতে পারেনি এটাই ছিলো তাদের সংশয়ে দোদুল্যমান অবস্থায় পড়ে থাকা। অথচ তারা যদি তাঁর দাওয়াতকে প্রথমেই অস্বীকার না করতো, বরং তাঁর কথাগুলো এবং তাঁর পেশ করা যুক্তি-প্রমাণগুলো মনযোগ দিয়ে শুনতো, তারপর সে সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতো তাহলে তারা সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছতে সক্ষম হতো এবং সংশয় সন্দেহ, দোদুল্যমান অবস্থায় তাদেরকে উদভ্রান্তের মতো ঘুরে বেড়াতে হতো না।

৬. ইতিপূর্বেকার পাঁচটি আয়াতে রাসূলুল্লাহ সা.-এর নবুওয়াতের সত্যতার প্রমাণ পেশ করা হয়েছে। এখান থেকে আখিরাত সম্পর্কে তাঁর দেয়া খবরসমূহের সত্যতার পক্ষে যুক্তি-প্রমাণ দেয়া হচ্ছে। তারা যে মৃত্যুর পর পুনর্জীবন লাভ এবং দুনিয়ার যাবতীয় কর্মকাণ্ডের হিসাব প্রদান ও জান্নাত বা জাহান্নাম লাভ অসম্ভব ও যুক্তি-বিরোধী বলে প্রচার করে বেড়াচ্ছে, তার বিপক্ষেই এসব যুক্তি-প্রমাণ পেশ করা হচ্ছে।

৭. 'মাথার ওপরে আসমান' বলতে উর্ধজগতকে বুঝানো হয়েছে, যা মানুষ দিবারাত্রি দেখে আসছে এবং যেখান থেকে সূর্যকে দিবসে আলো ছড়াতে দেখে রাত্রে সেখানে তারার মেলা বসে। এ আসমানের যতটুকু আমরা খালি চোখে দেখতে পাই তাতেই আমাদের বিস্ময় বিমূঢ় হয়ে যেতে হয়। আর যদি শক্তিশালী 'দূরবীন' লাগিয়ে দেখা যায়, তাহলে আল্লাহর কুদরাতের বিশালতার পরিমাপ করা আমাদের সংকীর্ণ জ্ঞানের পক্ষে অসাধ্যই থেকে যায়। খালি চোখে যতটুক দেখা যায় ততটুকু সম্পর্কে চিন্তা-গবেষণা করলে আল্লাহর কুদরত সম্পর্কে যতটুকু ধারণা পাওয়া যায়, তাতেই একথা আমাদের সামনে পরিষ্কার হয়ে উঠে যে, আল্লাহ অবশ্যই মৃত্যুর পর আমাদের দেহ মাটিতে মিশে যাওয়ার পরও আমাদের দেহকণাগুলো একত্রিত করে পুনর্জীবন দিতে সক্ষম।

﴿٧﴾ وَالْأَرْضَ مَدَدْنٰهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ

৭. আর যমীন—আমি তাকে বিছিয়ে দিয়েছি এবং তাতে স্থাপন করেছি সুউচ্চ পর্বতমালা, আর তাতে উৎপন্ন করেছি উদ্ভিদরাজি

زَوْجٍ بَهِيجٍ ﴿٧﴾ تَبْصِرَةً وَذِكْرٰى لِكُلِّ عَبْدٍ مُّنِيبٍ ﴿٨﴾ وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ

প্রত্যেক প্রকারের—তরতাজা৮। ৮.—সত্যের প্রতি প্রত্যাবর্তনকারী প্রত্যেক বান্দাহর জন্য দৃষ্টি প্রসারণ ও উপদেশ গ্রহণের উপকরণ হিসেবে। ৯. আর আমি নাযিল করেছি আসমান থেকে

مَاءً مُّبٰرَكًا فَأَنْبَتْنَا بِهٖ جَنّٰتٍ وَّحَبَّ الْحَصِيدِ ﴿٩﴾ وَالنَّخْلَ بٰسِقٰتٍ لَّهَا

বরকতময় পানি এবং তা দ্বারা আমি উৎপন্ন করেছি বাগ-বাগিচা ও কৃষিজাত শস্য। ১০. আর (উৎপন্ন করেছি) দীর্ঘ-উঁচু খেজুর গাছ, তাতে রয়েছে

৭ وَ-আর ; الْأَرْضَ-যমীন ; مَدَدْنٰهَا-(مددنا+ها)-আমি তাকে বিছিয়ে দিয়েছি ; وَ-এবং; أَلْقَيْنَا-স্থাপন করেছি ; فِيهَا-তাতে ; رَوَاسِيَ-সুউচ্চ পর্বতমালা ; وَ-আর ; أَنْبَتْنَا-উৎপন্ন করেছি উদ্ভিদ রাজি ; فِيهَا-তাতে ; مِنْ كُلِّ-প্রত্যেক ; زَوْجٍ-প্রকারের ; بَهِيجٍ-তরতাজা। ৮ تَبْصِرَةً-দৃষ্টি প্রসারণ ; وَ-ও ; ذِكْرٰى-উপদেশ গ্রহণের উপকরণ হিসেবে ; لِكُلِّ-(ل+كل)-প্রত্যেকের জন্য ; عَبْدٍ-বান্দাহ ; مُّنِيبٍ-সত্যের প্রতি প্রত্যাবর্তনকারী। ৯ وَ-আর ; نَزَّلْنَا-আমি নাযিল করেছি ; مِنَ-থেকে ; السَّمَاءِ-আসমান ; مَاءً-পানি ; مُّبٰرَكًا-বরকতময় ; فَأَنْبَتْنَا-(ف+انبتنا)-এবং আমি উৎপন্ন করেছি ; بِهٖ-তা দ্বারা ; جَنّٰتٍ-বাগ-বাগিচা ; وَ-ও ; حَبَّ-শস্য ; الْحَصِيدِ-কৃষিজাত। ১০ وَ-আর (উৎপন্ন করেছি) ; النَّخْلَ-খেজুর গাছ ; بٰسِقٰتٍ-দীর্ঘ উঁচু ; لَّهَا-তাতে রয়েছে ;

৮. অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা এই যে আসমানের বিশাল গোলক সৃষ্টি করেছেন, তাতে না আছে কোনো জোড়া-তালি আর না আছে কোনো ফাটল বা সেলাইয়ের চিহ্ন। যদি এটা এক ও অদ্বিতীয় আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো হাতে তৈরী হতো, তাহলে এতে দেখা যেতো হাজার জোড়াতালি ও ফাটলের চিহ্ন। এতবড় আসমান তৈরিতে যখন মানুষ আল্লাহর কোনো দুর্বলতা ও খুঁত বের করতে সক্ষম হয় না ; তখন তাঁর সম্পর্কে এ ধারণা মানুষ কিভাবে করতে পারে যে, দুনিয়াতে মানুষকে দেয় পরীক্ষার সময় শেষ হলে হিসেব-নিকেশ নেয়ার জন্য তিনি মানুষকে পুনর্জীবন দান করে তাঁর সামনে হাজির করতে সক্ষম হবেন না।

৯. আখিরাতের সত্যতা সম্পর্কে আসমানী প্রমাণ দেয়ার পর মানুষের চোখের সামনে অবস্থিত এবং দিবারাত্রি দৃশ্যমান প্রমাণ পেশ করা হচ্ছে। আল্লাহ তা'আলা মানুষের বিচরণের জন্য যমীনকে তথা ভূ-পৃষ্ঠকে কেমন সমতল বিশিষ্ট করে সৃষ্টি করেছেন।

طَلْعٌ نَّضِيْدٌ ﴿١٠﴾ رِّزْقًا لِّلْعِبَادِ ۙ وَاَحْيَيْنَا بِهٖ بَلْدَةً مَّيْتًا ۭ كَذٰلِكَ الْخُرُوْجُ ﴿١١﴾ كَذَّبَتْ

থরে থরে সজ্জিত কাদি। ১১. (আমার) বান্দাহদের জন্য রিযিক হিসেবে— আর আমি তার (বৃষ্টির) দ্বারা মৃত জনপদকে সঞ্জীবিত করি[১০], এভাবেই হবে (মৃতদের পুনরায় মাটি থেকে) বেরিয়ে আসা[১১]। ১২. মিথ্যা সাব্যস্ত করেছিলো

قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوْحٍ وَّاَصْحٰبُ الرَّسِّ وَثَمُوْدُ ﴿١٢﴾ وَعَادٌ وَّفِرْعَوْنُ وَاِخْوَانُ لُوْطٍ ﴿١٣﴾

এদের আগে নূহের কাওম ও রাস্‌সের অধিবাসীরা[১২] এবং সামূদ সম্প্রদায়। ১৩. আর কাওমে আদ ও ফিরআউন সম্প্রদায়[১৩] এবং লূতের ভাইয়েরাও (মিথ্যা সাব্যস্ত করেছিলো)।

طَلْعٌ-কাদি ; نَضِيْدٌ-থরে থরে সজ্জিত। ⑪ رِزْقًا-রিযিক হিসেবে ; لِلْعِبَادِ (ل+ال+عباد)-আমার বান্দাহদের জন্য ; وَ-আর ; اَحْيَيْنَا-আমি সঞ্জীবিত করি ; بِهٖ-তার দ্বারা ; بَلْدَةً-জনপদকে ; مَيْتًا-মৃত ; كَذٰلِكَ-এভাবেই হবে (মৃতদের মাটি থেকে) ; الْخُرُوْجُ-বেরিয়ে আসা। ⑫ كَذَّبَتْ-মিথ্যা সাব্যস্ত করেছিলো ; قَبْلَهُمْ (قبل+هم)-এদের আগে ; قَوْمُ-কাওম ; نُوْحٍ-নূহের ; وَّ-ও ; اَصْحٰبُ-অধিবাসীরা ; الرَّسِّ-রাস্‌সের ; وَ-এবং ; ثَمُوْدُ-সামূদ সম্প্রদায়। ⑬ وَ-আর ; عَادٌ-কাওমে আদ ; وَّ-ও ; فِرْعَوْنُ-ফিরআউন সম্প্রদায় ; وَ-এবং ; اِخْوَانُ-ভাইয়েরাও ; لُوْطٍ-লূতের।

মাঝে মাঝে পাহাড় সৃষ্টি করে যমীনকে সুদৃঢ়ভাবে স্থির রেখেছেন। যমীনে অগণিত উদ্ভিদরাজি সৃষ্টি করে মানুষের রিযিকের ব্যবস্থা করেছেন। তারপরও মানুষ কি করে আখিরাতের জীবনকে ভুলে যমীনে বেপরওয়া জীবনযাপন করতে পারে এবং আল্লাহর নির্দেশ অমান্য করতে পারে ? যারা এসব কিছু দেখার পরও আখিরাত সম্পর্কে সন্দেহ-সংশয়ে ঘুরপাক খেতে থাকে তারা মূলতই মূর্খ, নির্বোধ ও যালিম।

১০. অর্থাৎ শুষ্ক ও মৃত জনপদে যখন আসমান থেকে পানি বর্ষিত হয়, তখন মাটি ফুঁড়ে যে বিভিন্ন প্রকার উদ্ভিদরাজি মাথাতুলে দাঁড়ায় তদ্রূপ আগে-পরের সকল মানুষই যথাসময়ে মাটি থেকে বের হয়ে আসবে। দুনিয়াতে কেউ আখিরাতকে বিশ্বাস করুক আর না-ই করুক সবাইকেই সেদিন আল্লাহর সামনে হাজির হতে হবে—এতে কোনোই সন্দেহ নেই।

১১. মৃত্যুর পর পুনর্জীবন যে অসম্ভব নয় এখানে তার প্রমাণ দেয়া হয়েছে। দীর্ঘদিন অনাবৃষ্টির পরও যেমন উদ্ভিদরাজি ও পোকামাকড় মাটির অভ্যন্তরে নিষ্প্রাণ হয়ে পড়ে থাকে এবং বৃষ্টিপাতের সাথে সাথে তাদের মধ্যে প্রাণচাঞ্চল্য দেখা দেয়, তেমনি মানুষও কিয়ামতের দিন আল্লাহর হুকুমের সাথে সাথে মাটি থেকে বের হয়ে হাশরের মাঠের দিকে দৌড়াতে থাকবে।

এখানে উল্লেখ্য যে, আরব দেশে এমন অঞ্চলও আছে যেখানে একাধিক্রমে পাঁচ বছরও বৃষ্টি হয় না। এমনকি কখনো কখনো এর চেয়ে বেশী সময়ও প্রকৃতি বৃষ্টিহীন

⑭ وَّاَصْحٰبُ الْاَيْكَةِ وَقَوْمُ تُبَّعٍ ؕ كُلٌّ كَذَّبَ الرُّسُلَ فَحَقَّ وَعِيْدِ ○

১৪. আর আইকার বাসিন্দারা এবং তুব্বা সম্প্রদায়[১৪] প্রত্যেকেই মিথ্যা সাব্যস্ত করেছিলো[১৫] রাসূলদেরকে[১৬] ফলে আমার শাস্তির ধমক (তাদের ওপর) কার্যকর হয়েছে[১৭]

⑭ وَّ-আর ; اَصْحٰبُ-বাসিন্দারা ; الْاَيْكَةِ-আইকার ; وَ-এবং ; قَوْمُ-সম্প্রদায় ; تُبَّعٍ-তুব্বা' ; كُلٌّ-প্রত্যেকেই ; كَذَّبَ-মিথ্যা সাব্যস্ত করেছিলো ; الرُّسُلَ-রাসূলদেরকে ; فَحَقَّ-(ف+حق)-ফলে (তাদের ওপর) কার্যকর হয়েছে ; وَعِيْدِ-আমার শাস্তির ধমক।

থাকে। উত্তপ্ত মরুভূমিতে এত দীর্ঘ সময় উদ্ভিদের মূল ও কীট-পতঙ্গ জীবিত থাকা কাল্পনাতীত। তারপরও সেখানে যখন কখনো সামান্য বৃষ্টি হয় তখন উদ্ভিদরাজি ও কীট পতঙ্গ জীবন লাভ করে। এ থেকেও আখিরাতের পুনর্জীবন লাভের প্রমাণ পাওয়া যায়।

১২. রাস্' শব্দটি আরবিতে বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়। প্রসিদ্ধ অর্থ কাঁচা কূপ যা ইট-পাথর দ্বারা পাকা করা হয়নি। রাস্সের অধিবাসী দ্বারা কাদেরকে বুঝানো হয়েছে তা কুরআন মাজীদ থেকে সুস্পষ্টভাবে জানা যায় না। তবে প্রসিদ্ধ মুফাস্সির দাহ্হাকের মতে এর দ্বারা আযাবের পর সামূদ জাতির অবশিষ্ট লোকদেরকে বুঝানো হয়েছে। হযরত সালেহ আ.-এর জাতি কাওমে সামূদ-এর ওপর আযাব নাযিল হলে তাদের মধ্য থেকে চার হাজার ঈমানদার লোক আযাব থেকে রক্ষা পায়। তারা আযাব নাযিলের স্থান থেকে গিয়ে 'হাযরা মাওত' নামক স্থানে গিয়ে বসতিস্থাপন করে। তাদের সাথে হযরত সালেহ আ.-ও ছিলেন। হাযরা মাওতে তারা একটি কূপের পাশে বাস করতে থাকে। তারপর সালেহ আ.-এর মৃত্যু হয়। আর এ কারণেই উক্ত স্থানের নাম 'হাযরা মাওত'—অর্থাৎ মৃত্যু উপস্থিত হলো—হয়ে যায়। তারা এখানেই থেকে যায়। পরবর্তী কালে তাদের বংশধরদের মধ্যে মূর্তি পূজার প্রচলন হয়। তাদের হিদায়াতের জন্য আল্লাহ তা'আলা একজন নবী পাঠান। কিন্তু তারা তাঁকে কূপে ফেলে হত্যা করে। ফলে তাদের ওপর আযাব এসে পড়ে। তাদের কূপ অকেজো হয়ে যায়, তাদের দালান-কোঠা শ্মশানে পরিণত হয়। কুরআন মাজীদের সূরা হজ্জের ৪৫ আয়াতে একথাই বলা হয়েছে—"কত জনপদ আমি ধ্বংস করেছি, যার অধিবাসীরা ছিলো যালেম, এসব জনপদ এখন ধ্বংসস্তুপে পরিণত হয়ে আছে এবং কত কূপ পরিত্যক্ত হয়ে আছে ও কত প্রাসাদও ধ্বংসস্তুপে পরিণত হয়েছে।" (সূরা আল হাজ্জ ঃ ৪৫)

১৩. 'সামূদ' জাতি ছিলো সালেহ আ.-এর উম্মত, আর 'আদ' জাতি ছিলো হূদ আ.-এর উম্মত। বিশাল শরীর ও বীরত্বের জন্য 'আদ' জাতি আরব দেশে প্রবাদে পরিণত হয়েছিলো। তারা তাদের নবীর কথা অমান্য করে এবং তাঁর ওপর নির্যাতন চালায়। অবশেষে ঝঞ্ঝা-বায়ুর আযাবে তারা শেষ হয়ে যায়।

'ফিরআউনের জাতি' না বলে শুধুমাত্র ফিরআউনের নাম উল্লেখ করা হয়েছে। কারণ সে তার জাতিকে একেবারে গুরুত্বহীন করে জাতির ঘাড়ে সওয়ার হয়ে বসেছিলো। তার জাতির কথা বলার কোনো স্বাধীনতা ছিলো না। ছিলো না তাদের কোনো

মানসিক দৃঢ়তা, সে একাই তাদেরকে গুমরাহীর দিকে নিয়ে যেতো। আর তাই জাতির পথ ভ্রষ্টতার জন্যও তাকেই দায়ী করা হয়েছে। তবে তার জাতি যেহেতু তার মতো যালিমকে তাদের ঘাড়ে উঠে বসার ব্যাপারটাকে মেনে নিয়েছে, তাই তার জাতিও তার অপরাধের দায়-দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি পায়নি। সূরা যুখরুফের ৫৪ আয়াতে একথা বলা হয়েছে—"ফিরআউন তার জাতিকে গুরুত্বহীন মনে করে নিয়েছে এবং তারাও তার আনুগত্য করেছে, আসলে তারাও ছিলো পাপাচারী।"

১৪. 'তুব্বা' সম্প্রদায়' সম্পর্কে কুরআন মাজীদে শুধুমাত্র নাম উল্লেখ ছাড়া বিস্তারিত কিছু বলা হয়নি। মুফাস্সিরীনে কিরাম এ সম্পর্কে যা বলেছেন তার সংক্ষিপ্তসার হলো, 'তুব্বা' কোনো নির্দিষ্ট ব্যক্তির নাম নয়। এটা ইয়ামানের হিমইয়ারী গোত্রের সম্রাটদের উপাধি বিশেষ। তারা দীর্ঘকাল পর্যন্ত ইয়ামানের পশ্চিমাংশকে রাজধানী করে আরব, শাম (সিরিয়া), ইরাক ও আফ্রিকার কিছু অংশ শাসন করেছে। হাফেজ ইবনে কাসীরের মতে 'তুব্বা' সম্প্রদায়ের সম্রাটের মধ্যে আস'আদ আবু কুরায়েব ইবনে মালফিকারেব-এর শাসনকাল সবচেয়ে দীর্ঘকাল ছিলো, এখানে তার কথাই বলা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ সা.-এর নবুওয়াত লাভের সাতশত বছর আগে তার আমল অতিক্রান্ত হয়েছে। সে অনেক দেশ জয় করে সমরকন্দ পর্যন্ত পৌঁছে যায়। মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাক বলেন, দিগ্বিজয়কালে এ সম্রাট মদীনা মুনাওয়ারা অতিক্রম করার সময় মদীনা করায়ত্ত করার ইচ্ছা করে। মদীনাবাসীরা দিনের বেলা তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করলেও রাতের বেলা তার মেহমানদারী করতো। ফলে সে মদীনা জয়ের ইচ্ছা পরিত্যাগ করে। মদীনাবাসী দু'জন ইয়াহুদী আলেম তাকে সতর্ক করে দেয় যে, মদীনা করায়ত্ত করা তার পক্ষে সম্ভব নয়, কারণ এটা শেষ নবীর হিজরতের স্থান। অবশেষে সম্রাট ইয়াহুদী আলেমদ্বয়কে সাথে নিয়ে ইয়ামানে ফিরে যায়। তাদের শিক্ষা ও প্রচারে মুগ্ধ হয়ে সম্রাট ইয়াহুদী ধর্ম গ্রহণ করে। তৎকালে ইয়াহুদী ধর্মই সত্য ধর্ম ছিলো। তুব্বা সম্রাটের মৃত্যুর পর তার সম্প্রদায় আবার মূর্তিপূজা ও অগ্নিপূজায় লিপ্ত হয়। ফলে তাদের ওপর আল্লাহর গযব নাযিল হয়। কুরআন মাজীদে এ জন্যই শুধু 'তুব্বা' না বলে 'তুব্বা সম্প্রদায়' উল্লিখিত হয়েছে। (ইবনে কাসীর)

১৫. অর্থাৎ উল্লিখিত জাতিসমূহ তাদের রাসূলের রিসালাতকে মিথ্যা সাব্যস্ত করেছিলো। মৃত্যুর পর পুনর্জীবন লাভ এবং জান্নাত বা জাহান্নাম লাভের রাসূলের দেয়া এ সংবাদকে তারা মিথ্যা সাব্যস্ত করেছিলো।

১৬. অর্থাৎ তাদের নিকট যে রাসূল প্রেরিত হয়েছিলেন, সেই রাসূলের প্রদত্ত খবরকে অস্বীকার করা সকল রাসূলকে অস্বীকার করার নামান্তর। কেননা সকল রাসূলই সর্বসম্মতভাবে একই দাওয়াত নিয়ে এসেছিলেন এবং তাওহীদ, রিসালাত ও আখিরাত সম্পর্কে একই খবর তারা দিয়েছেন। তাছাড়া এসব জাতি শুধুমাত্র তাদের প্রতি প্রেরিত রাসূলকেই মিথ্যা সাব্যস্ত করেনি, বরং আল্লাহ তা'আলা মানুষের হিদায়াতের জন্য কোনো মানুষকেই রাসূল হিসেবে পাঠিয়েছেন, তারা এ বিষয়টাকে মেনে নিতে রাজী ছিলো না, অর্থাৎ তারা আসলে একজন রাসূলের অস্বীকারকারী ছিলো না, তারা ছিলো মূল রিসালাতকেই অস্বীকারকারী।

⑮ أَفَعَيِينَا بِالْخَلْقِ الْأَوَّلِ ۚ بَلْ هُمْ فِي لَبْسٍ مِّنْ خَلْقٍ جَدِيدٍ ۝

১৫. তবে কি আমি প্রথমবার সৃষ্টিতেই অক্ষম হয়ে পড়েছি ? বরং তারা নতুন সৃষ্টির ব্যাপারে সন্দেহের মধ্যে রয়েছে[১৮]।

⑮ أَفَعَيِينَا-(ا+ف+عيينا)-তবে কি আমি অক্ষম হয়ে পড়েছি ; بِالْخَلْقِ-(ب+ال+خلق)-সৃষ্টিতেই ; الْأَوَّلِ-প্রথমবার ; بَلْ-বরং ; هُمْ-তারা ; فِي-মধ্যে রয়েছে ; لَبْسٍ-সন্দেহের ; مِّنْ-ব্যাপারে ; خَلْقٍ-সৃষ্টির ; جَدِيدٍ-নতুন।

১৭. এটিই আখিরাতকে অস্বীকার করার চাক্ষুষ পরিণতি। অতীতের ধ্বংসপ্রাপ্ত জাতিগুলো তাদের নবী-রাসূলদের কথাকে অমান্য করে আখিরাতের জবাবদিহিতাকে মিথ্যা সাব্যস্ত করেছে। ফলে তাদের মধ্যে শুরু হয়েছে নৈতিক অধঃপতন। আর আখিরাত অস্বীকার করার অনিবার্য প্রতিক্রিয়া এটাই। যার ফলে তাদের ওপর নেমে এসেছে ঐতিহাসিক ধ্বংসাত্মক পরিণতি। আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক প্রদত্ত আযাবের ধমক তাদের ওপর কার্যকর হয়েছে। দুনিয়ার বুক থেকে তাদের নাম-নিশানা পর্যন্ত মুছে গেছে। আছে শুধু তাদের পরিণতির সাক্ষ্য হিসেবে তাদের বিধ্বস্ত প্রাসাদরাজি।

আখিরাত অস্বীকৃতির সাথে নৈতিক বিকৃতি অনিবার্যভাবে জড়িত। আখিরাত অস্বীকারকারী মানুষের নৈতিক বিকৃতি অবশ্যম্ভাবী। পক্ষান্তরে নৈতিক বিকৃতির শিকার মানুষই আখিরাতে অবিশ্বাসী। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, মানুষকে আল্লাহ তা'আলা দায়িত্বহীন ও তার কাজকর্মের জবাবদিহি মুক্ত করে দুনিয়াতে ছেড়ে দেননি। বরং দুনিয়ার এ জীবনকাল শেষ হওয়ার পর তাকে তার সমস্ত কাজ-কর্মের জন্য জবাবদিহি করতে হবে। এজন্য যখনই মানুষ নিজেকে দায়িত্বমুক্ত মনে করে দুনিয়ায় জীবনযাপন করতে চায়, তখনই তার কাজকর্ম ধ্বংসাত্মক হয়ে উঠে এবং ক্রমাগত তার মন্দ ফলাফল দেখা দিতে থাকে। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, আখিরাত অবিশ্বাস বাস্তবতা বিরোধী।

১৮. পারলৌকিক জগত যে অবশ্যম্ভাবী তার যুক্তিসংগত প্রমাণ হলো—যে আল্লাহ প্রথমবার এ বিশ্বজগত সৃষ্টি করেছেন এবং আমাদেরকে প্রথমবার সৃষ্টি করেছেন যার বাস্তব প্রমাণ আমাদের অস্তিত্ব। আমাদের অস্তিত্বই প্রমাণ করে যে, আল্লাহ প্রথমবার সৃষ্টি করতে অক্ষম ছিলেন না। সুতরাং দ্বিতীয়বার সৃষ্টি করতে অক্ষম হবেন কেনো ? এর কোনো যুক্তিসংগত কারণই থাকতে পারে না। অতএব পারলৌকিক জগত একমাত্র বুদ্ধিহীন লোকেরাই অস্বীকার করতে পারে এবং পরিণামে নিজেদের উভয় জাহানকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিতে পারে।

১ম রুকূ' (১-১৫ আয়াত)-এর শিক্ষা

১. কুরআন মাজীদ কিয়ামত পর্যন্ত আগতব্য সকল মানুষের জন্য সার্বিক বিচারে উভয় জাহানে কল্যাণকর মহামর্যাদার অধিকারী অতুলনীয় এক গ্রন্থ।

২. সর্বকালে মানুষের পথ প্রদর্শনের জন্য মানুষকেই নবী হিসেবে পাঠানো হয়েছে। এতে যারা বিস্ময় প্রকাশ করেছে তারা যথার্থই নির্বোধ। মূলত এ নির্বোধরা রিসালাতকে অস্বীকার করার মাধ্যমে আখিরাতকেই অস্বীকার করে, যাতে করে তারা দুনিয়াতে অনৈতিক জীবনযাপন করতে পারে।

৩. মৃত্যুর পর মানুষের দেহ মাটিতে মিশে যাওয়ার পর তা যেখানে যে অবস্থায়ই পড়ে থাকুক না কেনো, আল্লাহর নির্দেশ পাওয়া মাত্রই তা পুনর্গঠিত হয়ে জীবিত হয়ে উঠতে বাধ্য ; কেননা আল্লাহর নিকট তার পূর্ণ রেকর্ড বর্তমান আছে।

৪. তাওহীদ তথা আল্লাহর এককত্ব অস্বীকারকারী এবং রিসালাত তথা নবী-রাসূল ও তাঁদের দাওয়াতকে মিথ্যা সাব্যস্তকারী মানুষ পথভ্রষ্ট হয়ে বিভিন্ন ভুলপথে ঘুরপাক খেতে বাধ্য।

৫. আমাদের মাথার ওপরের কোনো খুঁটিহীন সুউচ্চ আসমান, সুবিস্তৃত যমীন এবং তাতে স্থাপিত পর্বতমালা, আর অগণিত উদ্ভিদরাজি ও পাখ-পাখালী সার্বক্ষণিক মহান আল্লাহর এককত্বের সুস্পষ্ট প্রমাণ বহন করছে।

৬. এসব প্রাকৃতিক জগত থেকে একমাত্র সত্য সন্ধানী মানুষই সঠিক পথের সন্ধান পেতে পারে।

৭. আসমান থেকে বর্ষিত পানির দ্বারাই আল্লাহ তা'আলা প্রাণীজগতের রিযিকের ব্যবস্থা করেন। বর্ষিত পানি ছাড়া যমীনে কোনো উদ্ভিদ ও প্রাণীর টিকে থাকা সম্ভব ছিলো না।

৮. আসমান থেকে পানির বর্ষণে যেমন মৃত ও শুষ্ক জনপদ সঞ্জীবিত হয়ে উঠে এবং উদ্ভিদ ও কীট-পতঙ্গ মাটি ভেদ করে বের হয়ে আসে তেমিন পৃথিবীর আগে-পরের সমস্ত মানুষ আল্লাহর নির্দেশে মাটি থেকে বের হয়ে হাশর ময়দানের দিকে দৌড়াতে থাকবে।

৯. আখিরাত অস্বীকার করার অনিবার্য পরিণতি হলো মানুষের নৈতিক বিকৃতি এবং অবশেষে আল্লাহর গযবে সমূলে ধ্বংস হয়ে যাওয়া। অতীতের অবিশ্বাসী জাতিসমূহের ধ্বংসাবশেষ তার সুস্পষ্ট প্রমাণ বহন করছে। এগুলো থেকে যারা শিক্ষাগ্রহণ করে তারাই জ্ঞানী।

১০. কুরআন মাজীদ ও রাসূলের সুন্নাহর বিধানকে প্রত্যাখ্যানকারী এবং উক্ত বিধান প্রতিষ্ঠায় বাধা সৃষ্টিকারীরা ও প্রকৃতপক্ষে আখিরাত অস্বীকারকারী, অতএব তাদের পরিণতিও অতীতের জাতিসমূহের মতো হবে—এতে কোনো সংশয়ের অবকাশ নেই।

১১. আখিরাতের বাস্তব প্রমাণ হলো মানুষের প্রথমবার সৃষ্টি। মানব জাতির প্রথম জীবন লাভই অকাট্যভাবে প্রমাণ করে যে, তার পুনর্জীবন অবশ্যই হবে।

১২. এ জগতে নবী-রাসূলদের আনীত জীবনব্যবস্থা-ই প্রকৃত ও একমাত্র সত্য। এ সত্য থেকে বিচ্যুত হওয়া-ই মানব জাতির সকল অকল্যাণের কারণ।

১৩. দুনিয়া ও আখিরাতে কল্যাণ ও সুখ-শান্তি পেতে হলে মানব জাতিকে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রদত্ত জীবনব্যবস্থার দিকে ফিরে আসতে হবে। এর কোনো বিকল্প নেই।

❐

সূরা হিসেবে রুকূ'-২
পারা হিসেবে রুকূ'-১৬
আয়াত সংখ্যা-১৪

﴿١٦﴾ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ ۖ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ

১৬. আর নিঃসন্দেহে আমি[১৯] সৃষ্টি করেছি মানুষ এবং তা আমি জানি, তার প্রবৃত্তি তাকে যে সম্পর্কে কুমন্ত্রণা দেয় ; আর আমি তার অধিক নিকটে আছি[২০]

مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ ﴿١٦﴾ إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ ﴿١٧﴾

(তার) ঘাড়ের রগের চেয়েও। ১৭. (তা ছাড়া) যখন দু'জন গ্রহণকারী ফেরেশতা (তার) ডানে থেকে ও বামে থেকে বসে (সবকিছু) লিপিবদ্ধ করছে।

১৬ وَ-আর ; لَقَدْ خَلَقْنَا-নিঃসন্দেহে আমি সৃষ্টি করেছি ; الْاِنْسَانَ-মানুষ ; وَ-এবং ; نَعْلَمُ-আমি জানি ; مَا-তা ; تُوَسْوِسُ-কুমন্ত্রণা দেয় ; بِهِ-যে সম্পর্কে ; نَفْسُهُ-(نفس+ه)-তার প্রবৃত্তি ; وَ-আর ; نَحْنُ-আমি ; اَقْرَبُ-অধিক নিকটে আছি ; اِلَيْهِ-তার ; مِنْ-চেয়েও ; حَبْلِ-রগের ; الْوَرِيْدِ-(তার) ঘাড়ের। ১৭ اِذْ-(তাছাড়া) যখন ; يَتَلَقَّى-(সব কিছু) লিপিবদ্ধ করছে ; الْمُتَلَقِّيٰنِ-দু'জন গ্রহণকারী ফেরেশতা ; عَنِ-থেকে ; الْيَمِيْنِ-ডানে ; وَ-ও ; عَنِ-থেকে ; الشِّمَالِ-বামে ; قَعِيْدٌ-বসে।

১৯. অর্থাৎ আখিরাত অবশ্যই সংঘটিত হবে, তোমরা তা মেনে নাও বা অস্বীকার করো তাতে প্রকৃত সত্যের রদবদল হবে না। যদি তোমরা নবী-রাসূলগণ কর্তৃক প্রদত্ত সতর্কবাণী বিশ্বাস করে আগে থেকে জবাবদিহির জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করো তাতে তোমাদেরই কল্যাণ হবে। আর যদি তাঁদের সতর্কবাণী উপেক্ষা করে নিজের প্রবৃত্তির চাহিদা অনুসারে জীবনযাপন করো তাহলে নিজেদের দুর্ভাগ্য ডেকে আনবে। তোমাদের অমান্য করার ফলে আখিরাত মিথ্যা হয়ে যাবে না এবং আল্লাহর ন্যায় বিচারও থেমে থাকবে না।

২০. "আমি তার ঘাড়ের রগের চেয়েও নিকটে আছি" অর্থাৎ আমার ক্ষমতা ও জ্ঞান মানুষের যত নিকটে আছে তার ঘাড়ের শাহরগও তার এতোটা নিকটে নেই। এখানে আল্লাহ তা'আলা তাঁর কুদরত ও জ্ঞানের নৈকট্য বুঝিয়েছেন। মানুষের কার্যক্রম সম্পর্কে জানা এবং তার কথা শোনার জন্য তাঁকে তার নিকটে আসার প্রয়োজন নেই। তিনি মানুষের অন্তরের কল্পনাসমূহও জানেন। অনুরূপ কাউকে পাকড়াও করতে হলেও কোথাও থেকে এসে পাকড়াও করতে হয় না। সে যেখানেই থাকুক না কেনো তার জন্য শুধুমাত্র তাঁর ইচ্ছা-ই যথেষ্ট। তিনি ইচ্ছা করলেই কাউকে তাৎক্ষণিক পাকড়াও করতে পারেন।

مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ اِلَّا لَدَيْهِ رَقِيْبٌ عَتِيْدٌ ⑱ وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ

১৮. সে কোনো কথাই উচ্চারণ করতে পারে না, কিন্তু একজন সদাপ্রস্তুত প্রহরী (ফেরেশতা) তার নিকট থাকে[২১]। ১৯. আর মৃত্যুর কষ্ট তো এসেই পড়েছে।

بِالْحَقِّ ذٰلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيْدُ ⑲ وَنُفِخَ فِي الصُّوْرِ ذٰلِكَ

পরম সত্যসহ[২২]; এটাই তা, যা থেকে তুমি পালিয়ে থাকতে চাচ্ছ[২৩]। ২০. অতপর (দ্বিতীয়বার) শিঙ্গায় ফুঁৎকার দেয়া হলো[২৪], এটাই

(১৮) مَا يَلْفِظُ-সে উচ্চারণ করতে পারে না ; مِنْ-কোনো ; قَوْلٍ-কথাই ; اِلَّا-কিন্তু ; لَدَيْهِ-(لدى+ه)-তার নিকট থাকে ; رَقِيْبٌ-প্রহরী ; عَتِيْدٌ-সদাপ্রস্তুত। (১৯) وَ-আর ; جَاءَتْ-এসেই পড়েছে ; سَكْرَةُ-কষ্ট তো ; الْمَوْتِ-মৃত্যুর ; بِالْحَقِّ-(ب+ال+حق)-পরম সত্যসহ ; ذٰلِكَ-এটাই ; مَا-তা ; كُنْتَ-চাচ্ছ ; مِنْهُ-যা থেকে ; تَحِيْدُ-পালিয়ে থাকতে। (২০) وَ-অতপর ; نُفِخَ-(দ্বিতীয়বার) ফুঁৎকার দেয়া হলো ; فِي الصُّوْرِ-শিংগায় ; ذٰلِكَ-এটাই ;

২১. অর্থাৎ প্রত্যেকটি মানুষের সাথে দু'জন করে ফেরেশতা সার্বক্ষণিক তার সাথী হয়ে আছে। একজন তার ডান দিকে থাকে এবং তার সৎকর্ম, সৎচিন্তা, সৎকথাসমূহ লিপিবদ্ধ করে। অপরজন তার বাম দিকে থাকে এবং তার অসৎ কর্মসমূহ লিপিবদ্ধ করে। বান্দাহর কোনো কাজ বা কথাই তাদের রেকর্ড থেকে বাদ পড়ে না। আল্লাহ তা'আলা বান্দাহর সকল তৎপরতা সম্পর্কে পরিপূর্ণভাবে অবহিত। তারপর বান্দাহকে আল্লাহর আদালতে দাঁড় করানো হবে, তখন তার সকল তৎপরতার সচিত্র প্রতিবেদন এ দু'জন ফেরেশতার মাধ্যমে পেশ করা হবে। এ প্রতিবেদনের স্বরূপ কেমন হবে তা ধারণা করা আমাদের জন্য কঠিন। তবে আধুনিক কালের বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার দ্বারা যে সত্য আমাদের সামনে উদ্‌ঘাটিত হচ্ছে, তাতে এ বিষয়টি একেবারে নিশ্চিত মনে হয় যে, মানুষের কাজকর্ম ও কথাবার্তা তার চারদিকের পরিবেশের ওপর সচিত্র ছাপ ফেলে যাচ্ছে। যথাসময়ে এ পরিবেশ থেকেই মানুষের সকল কাজকর্ম ও কথাবার্তার সচিত্র রূপ পেশ করা হবে, এতে তার সামান্যতম কিছুও বাদ পড়বে না। আজকাল বৈজ্ঞানিক প্রযুক্তির মাধ্যমে মানুষ এ কাজটি সীমিত পরিসরে করতে পারছে। কিন্তু আল্লাহর ফেরেশতারা এসব প্রযুক্তির মুখাপেক্ষী নয়। মানুষের নিজ দেহ ও তার চারপাশের প্রতিটি বস্তুই তাদের জন্য টেপ ও ফিল্ম স্বরূপ। তারা এসব টেপ ও ফিল্মের সাহায্যে প্রতিটি শব্দ ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের তৎপরতা খুঁটিনাটিসহ রেকর্ড করে রাখতে সক্ষম। এ রেকর্ড শেষে বিচারের দিন বান্দাহকে তার নিজ কানে নিজের কণ্ঠস্বর শুনিয়ে দেয়া হবে, তার নিজ চোখে তাকে দেখিয়ে দেয়া হবে। যাতে করে অস্বীকার করার কোনো উপায়ই বাকী থাকবে না।

يَوْمُ الْوَعِيْدِ ﴿٢١﴾ وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّعَهَا سَائِقٌ وَّشَهِيْدٌ ○

সে দিন, যার ভয় দেখানো হতো। ২১. আর প্রত্যেক ব্যক্তি হাজির হয়ে গেলো, (এমন অবস্থায় যে,) তার সাথে রয়েছে একজন পরিচালক এবং একজন সাক্ষী[২৫]।

يَوْمُ-সেদিন ; الْوَعِيْدِ-যার ভয় দেখানো হতো। ﴿٢١﴾ وَ-আর ; جَاءَتْ-হাজির হয়ে গেলো ; كُلُّ-প্রত্যেক ; نَفْسٍ-ব্যক্তি ; مَّعَهَا-(مع+ها)-(এমন অবস্থায় যে,) তার সাথে রয়েছে ; سَائِقٌ-একজন পরিচালক ; وَّ-এবং ; شَهِيْدٌ-একজন সাক্ষী।

এখানে উল্লেখ যে, আখিরাতে আল্লাহ তা'আলা কোনো বান্দাহকে তাঁর আদালতে শুধুমাত্র নিজের জ্ঞানের ভিত্তিতে শাস্তি দেবেন না ; বরং ন্যায় বিচারের সকল শর্ত তথা যথার্থ সাক্ষ্য-প্রমাণের ভিত্তিতে তাকে শাস্তি প্রদান করবেন। আর তাই দুনিয়াতেই প্রত্যেক ব্যক্তির সকল কথা ও কাজের পূর্ণ রেকর্ড তৈরী করে রাখা হচ্ছে, যাতে বান্দাহ তখন এসব কথা ও কাজ অস্বীকার করতে না পারে।

২২. অর্থাৎ আখিরাত যে পরম সত্য তা মানুষ মৃত্যুর সময় থেকেই জানতে শুরু করে। দুনিয়ার জীবনে সেই পরম সত্য আখিরাতের ওপর থেকে পর্দা সরে যেতে থাকে, আর মানুষের সামনে ভেসে উঠে তার পরবর্তী গন্তব্যস্থল। সে জানতে পারে সেখানে সে সৌভাগ্যবান হিসেবে প্রবেশ করছে, না দুর্ভাগ্য হিসেবে সে সেখানে প্রবেশ করছে।

২৩. অর্থাৎ যে মৃত্যু থেকে তুমি পালিয়ে বেড়াচ্ছো, তা পরম সত্য হয়ে তোমার সামনে দেখা দিয়েছে। তুমি আখিরাতের যে জীবনটাকে অস্বীকার করে এসেছো, তা-ই এখন বাস্তব রূপ লাভ করে তোমার সামনে হাজির হয়েছে। অথচ দুনিয়াতে এ জীবনটাকে তুমি কোনো মতেই মেনে নিতে প্রস্তুত ছিলে না।

বাহ্যতঃ সাধারণ মানুষকে এ সম্বোধন করা হয়েছে। মৃত্যু থেকে পলায়নী মনোভাব স্বভাবগতভাবে সমগ্র মানবগোষ্ঠীর মধ্যে পাওয়া যায়। প্রত্যেকেই জীবনকে কাম্য এবং মৃত্যুকে বিপদ মনে করে তা থেকে পালিয়ে থাকতে সচেষ্ট হয়। কিন্তু মানুষের এ কামনা কখনো পূরণ হয় না। মৃত্যু আসবেই।

২৪. এটা শিংগার দ্বিতীয় ফুঁৎকার। এ ফুঁৎকারের সাথে সাথে আগে-পরের সমগ্র মৃত্যু মানুষ পুনর্জীবন লাভ করে উঠে দাঁড়াবে।

২৫. ইতিপূর্বেকার আয়াতে কিয়ামত সংঘটন ও পুনর্জীবন লাভ করে হাশরের ময়দানে হাযির হওয়ার একটি বিশেষ অবস্থা উল্লিখিত হয়েছে। হাশরের ময়দানে উপস্থিত হওয়ার কালে প্রত্যেক মানুষের সাথে দু'জন ফেরেশতা থাকবে। একজন হবে 'সায়িক'। সায়িক বলা হয় কোনো পশুকে বা কোনো দলের পেছনে থেকে তাকে বিশেষ স্থানের দিকে হাঁকিয়ে নিয়ে যায়। দ্বিতীয় জন হবে 'শাহিদ'। 'শাহিদ' সে ব্যক্তির সকল কর্মকাণ্ডের সাক্ষ্য পেশ করবে। এ দু'জন ফেরেশতা ব্যক্তির ডানে ও বামে

㉒ لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِنْ هٰذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ

২২. নিঃসন্দেহে তুমি তো উদাসীনতায় ছিলে এ (দিন) সম্পর্কে, তাই আমি তোমার (সামনে) থেকে পর্দা সরিয়ে দিয়েছি, ফলে আজ তোমার দৃষ্টি

حَدِيدٌ ㉒ وَقَالَ قَرِينُهُ هٰذَا مَا لَدَيَّ عَتِيدٌ ㉓ أَلْقِيَا فِي جَهَنَّمَ كُلَّ

অত্যন্ত তীক্ষ্ণ[২৬]। ২৩. আর তার সঙ্গী (ফেরেশতা) বললো, এইতো আমার নিকট যা (তোমার আমলনামা) আছে তা প্রস্তুত[২৭]। ২৪. (নির্দেশ দেয়া হবে ফেরেশতাদ্বয়কে) তোমরা উভয়ে জাহান্নামে নিক্ষেপ করো[২৮] প্রত্যেক

㉒ لَقَدْ كُنْتَ-নিঃসন্দেহে তুমি তো ছিলে ; فِيْ غَفْلَةٍ-উদাসীনতায় ; مِنْ-সম্পর্কে ; هٰذَا-এ ; فَكَشَفْنَا-(ف+كشفنا)-তাই আমি সরিয়ে দিয়েছি ; عَنْكَ-(عن+ك)-তোমার (সামনে) থেকে ; غِطَاءَكَ-(غطاء+ك)-তোমার পর্দা ; فَبَصَرُكَ-(ف+بصر+ك)-ফলে তোমার দৃষ্টি ; الْيَوْمَ-আজ ; حَدِيْدٌ-অত্যন্ত তীক্ষ্ণ। ㉓ وَ-আর ; قَالَ-বললো ; قَرِيْنُهُ-(قرين+ه)-তার সঙ্গী (ফেরেশতা) ; هٰذَا-এই তো ; مَا-যা (তোমার আমলনামা) আছে তা ; لَدَيَّ-আমার নিকট ; عَتِيْدٌ-প্রস্তুত। ㉔ أَلْقِيَا-(নির্দেশ দেয়া হবে ফেরেশতাদ্বয়কে) তোমরা উভয়ে নিক্ষেপ করো ; فِيْ جَهَنَّمَ-জাহান্নামে ; كُلَّ-প্রত্যেক;

বসে 'আমল' লিপিবদ্ধকারী 'কিরামুন কাতিবীন' তথা সম্মানিত লেখকদ্বয়ও হতে পারে অথবা অন্য দু'জন ফেরেশতাও হতে পারে।

২৬. আয়াতে সকল মানুষকে সম্বোধন করা হয়েছে। দুনিয়ার জীবনে প্রকৃতপক্ষে মানুষ স্বপ্নাবিষ্ট হয়ে রয়েছে। মৃত্যুর পরই মানুষ স্বপ্ন থেকে বাস্তবে ফিরে আসবে। স্বপ্নে মানুষের চোখ বন্ধ থাকে, তেমনি মানুষের চোখ দুনিয়াতে জাগ্রত অবস্থায় থাকলেও প্রকৃতপক্ষে তা বন্ধই, কেননা সে এই চর্মচক্ষু দ্বারা পরকালীন জগতের কিছুই দেখতে সক্ষম নয়। কিন্তু মৃত্যুর সাথে সাথে যখন তার চর্মচক্ষু বন্ধ হয়ে যাবে। তখন থেকে আখিরাতের দৃশ্যাবলী দেখতে থাকবে। যেসব বিস্ময়াবলী সম্পর্কে আল্লাহর কিতাবের মাধ্যমে নবী-রাসূলগণ খবর দিয়ে গেছেন। আসলে মানুষ ইহজগতে নিদ্রিত। মৃত্যুর মাধ্যমেই সে জাগ্রত হবে।

২৭. এখানে 'কারীন' বা সাথী দ্বারা সেই ফেরেশতাকে বুঝানো হয়েছে, যে তাকে হাঁকিয়ে হাশরের ময়দানে নিয়ে আসবে। সে ফেরেশতা আল্লাহর দরবারে হাযির হয়ে আরয করবে যে, এ ব্যক্তি আমার তত্ত্বাবধানে ছিলো এখন তাকে মহান প্রভুর দরবারে হাযির করা হয়েছে।

২৮ বর্ণনার ধারাবাহিকতায় বুঝা যায় যে, এ নির্দেশ সেই দু'জন ফেরেশতাকেই দেয়া হবে, যারা লোকটিকে পুনর্জাগরণের পর হাশর ময়দানে আল্লাহর আদালতে হাজির করেছে। কোনো কোনো মুফাস্সির অন্য কথাও বলেছেন। (ইবনে কাসীর)

كَفَّارٍ عَنِيدٍ ﴿٢٤﴾ مَّنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ مُّرِيبٍ ﴿٢٥﴾ الَّذِي جَعَلَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ

হটকারী কট্টর কাফিরকে[২৯]। ২৫.—(যে ছিলো) ভালো কাজের প্রতিবন্ধক[৩০], সীমালংঘনকারী,[৩১] সন্দেহ-সংশয় সৃষ্টিকারী[৩২]। ২৬. যে আল্লাহর সাথে অন্য ইলাহ বানিয়ে নিয়েছিলো—

فَأَلْقِيَاهُ فِي الْعَذَابِ الشَّدِيدِ ﴿٢٦﴾ قَالَ قَرِينُهُ رَبَّنَا مَا أَطْغَيْتُهُ وَلَٰكِن كَانَ

অতএব তোমরা তাকে নিক্ষেপ করো কঠিন আযাবে[৩৩]। ২৭. তার সহযাত্রী (শয়তান) বলবে, 'হে আমাদের প্রতিপালক, আমি তাকে বিদ্রোহে লিপ্ত করিনি, বরং সে-ই ছিলো

كَفَّارٍ-কট্টর কাফিরকে ; عَنِيدٍ-হঠকারী। ㉕ مَنَّاعٍ-(যে ছিলো) প্রতিবন্ধক ; لِلْخَيْرِ-ভালো কাজের ; مُعْتَدٍ-সীমালংঘনকারী ; مُرِيبٍ-সন্দেহ-সংশয় সৃষ্টিকারী। ㉖ الَّذِي-যে ; جَعَلَ-বানিয়ে নিয়েছিলো ; مَعَ-সাথে ; اللَّهِ-আল্লাহর ; إِلَٰهًا-ইলাহ ; آخَرَ-অন্য ; فَأَلْقِيَاهُ-(ف+القيا+ه)-অতএব তোমরা তাকে নিক্ষেপ করো ; فِي الْعَذَابِ-আযাবে ; الشَّدِيدِ-কঠিন। ㉗ قَالَ-বলবে ; قَرِينُهُ-(قرين+ه)-তার সাথী (শয়তান) ; رَبَّنَا-(رب+نا)-হে আমাদের প্রতিপালক ; مَا أَطْغَيْتُهُ-(ما اطغيت+ه)-আমি তাকে বিদ্রোহে লিপ্ত করিনি ; وَلَٰكِنْ-বরং ; كَانَ-সে-ই ছিলো ;

২৯. 'কাফ্ফার' শব্দ দ্বারা 'সত্যের চরম প্রত্যাখ্যানকারী' এবং 'চরম অকৃতজ্ঞ' উভয় অর্থই বুঝায়। প্রকৃতপক্ষে পরম সত্যকে প্রত্যাখ্যানকারী মানুষই চরম অকৃতজ্ঞ।

৩০. 'খায়ির' শব্দ দ্বারা কল্যাণ ও সম্পদ উভয় অর্থ বুঝায়। অর্থাৎ এ কট্টর কাফিররা শুধুমাত্র নিজেরাই কল্যাণের পথ থেকে বিরত থাকতো তা নয়, বরং তারা দুনিয়ার মানুষের কল্যাণের পথেও বাধা সৃষ্টি করতো। আর সম্পদ অর্থ গ্রহণ করলে আয়াতের অর্থ দাঁড়ায়, তারা নিজেদের সম্পদ থেকে বান্দাহ ও আল্লাহ কারো অধিকারই দিতে প্রস্তুত ছিলো না।

৩১. অর্থাৎ সে তার সকল কাজেই নীতি-নৈতিকতার সীমালংঘন করতো। নিজের স্বার্থ ও অসদুদ্দেশ্য হাসিল করার জন্য যে কোনো অন্যায়-অত্যাচার করতে পিছপা হতো না। অবৈধভাবে যা উপার্জন করতো তা অবৈধ পথেই ব্যয় করতো। মানুষের অধিকার হরণ করতো এবং তার মুখ ও হাত দ্বারা সে মানুষকে কল্যাণের পথে চলতে বাধা প্রদান করেই সে থেমে থাকতো না, বরং কল্যাণের পথের পথিকদের ওপর যুলুম-নির্যাতন চালাতো।

৩২. 'মুরীব' অর্থ সে দীনের ব্যাপারে যেমন নিজে সন্দিহান ছিলো, তেমনি অন্যদেরকে এ ব্যাপারে সন্দিহান করে তোলার প্রচেষ্টায় রত ছিলো। নবী-রাসূলদের সত্যের দাওয়াতের প্রতি সে নিজে সন্দেহ পোষণ করতো, সাথে সাথে যেসব লোকের সাথে সে মিশতো, তাদের মনেও সন্দেহ-সংশয় সৃষ্টি করে দিতো।

فِیْ ضَلٰلٍ بَعِیْدٍ ﴿۲۸﴾ قَالَ لَا تَخْتَصِمُوْا لَدَیَّ وَقَدْ قَدَّمْتُ اِلَیْكُمْ بِالْوَعِیْدِ ○

চরম গুমরাহীতে লিপ্ত।[৩৪] ২৮. তিনি (আল্লাহ) বলবেন, আমার সামনে তোমরা ঝগড়া করো না, কারণ আমি আগেই তোমাদের কাছে আযাবের সতর্কবাণী পাঠিয়েছি।[৩৫]

﴿۲۹﴾ مَا یُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَیَّ وَمَاۤ اَنَا بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِیْدِ ○

২৯. আমার দরবারে কথা রদবদল হয় না[৩৬] এবং আমি আমার বান্দাহর প্রতি অবিচারকও নই।[৩৭]

فِیْ ضَلٰلٍ-গুমরাহীতে লিপ্ত ; بَعِیْدٍ-চরম। ﴿২৮﴾ قَالَ-তিনি (আল্লাহ) বলবেন ; لَا تَخْتَصِمُوْا-তোমরা ঝগড়া করো না ; لَدَیَّ-আমার সামনে ; وَقَدْ قَدَّمْتُ-কারণ আমি আগেই পাঠিয়েছি ; اِلَیْكُمْ-তোমাদের কাছে ; بِالْوَعِیْدِ-(ب+ال+وعید)-আযাবের সতর্কবাণী। ﴿২৯﴾ مَا یُبَدَّلُ-রদবদল হয় না ; الْقَوْلُ-কথা ; لَدَیَّ-আমার দরবারে ; وَ-এবং ; مَا-নই ; اَنَا-আমি ; بِظَلَّامٍ-অবিচারকও ; لِّلْعَبِیْدِ-আমার বান্দাহর প্রতি।

৩৩. সূরার ২৪ থেকে ২৬ পর্যন্ত আয়াত তিনটিতে সেসব বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে। যেসব বিষয় মানুষকে জাহান্নামের কঠিন আযাবে নিক্ষেপ করবে। বিষয়গুলো হলো—১. সত্যকে মিথ্যা সাব্যস্ত করা ২. মহান আল্লাহর প্রতি অকৃতজ্ঞতা, ৩. সত্যের পথিকদের সাথে শত্রুতা পোষণ করা, ৪. মানুষের কল্যাণের পথে বাধা সৃষ্টি করা, ৫. নিজের সম্পদ দ্বারা আল্লাহর হক ও বান্দাহর হক আদায় না করা, ৬. নিজের সকল কাজে সীমালংঘন করা, ৭. মানুষের প্রতি যুলুম-অত্যাচার করা, ৮. দীনের প্রতি সন্দেহ পোষণ করা, ৯. অন্যদের মনে দীনের ব্যাপারে সন্দেহ সংশয়ের সৃষ্টি করা এবং ১০. আল্লাহর প্রভুত্বে অন্যদেরকে শরীক করা।

৩৪. 'কারীন' শব্দের অর্থ অন্তরঙ্গ সাথী। ২৩ আয়াতে এ শব্দ দ্বারা ফেরেশতা বুঝানো হয়েছে, যে দু'জন ফেরেশতা দুনিয়াতে অন্তরঙ্গভাবে তার সাথী ছিলো। আর এ আয়াতে 'কারীন' শব্দ দ্বারা সেই শয়তানকে বুঝানো হয়েছে যে দুনিয়াতে তার সাথে অন্তরঙ্গ বন্ধুর মতো লেগে থেকে তাকে আল্লাহর বিরুদ্ধে নাফরমানী ও বিদ্রোহ করতে প্ররোচিত করেছে। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে যখন জাহান্নামে নিক্ষেপ করার আদেশ হয়ে যাবে, তখন সে বলবে, 'আমাকে এ শয়তান-ই পথভ্রষ্ট করছে, নইলে তো আমি সৎকাজই করতাম। তার জবাবে সেই শয়তান বলবে, 'হে আমাদের প্রতিপালক, আমি তাকে বিদ্রোহে প্ররোচিত করিনি, বরং সে নিজে নিজেই পথভ্রষ্ট হয়েছে। সে কোনো সদুপদেশ গ্রহণ করতো না।

৩৫. অর্থাৎ আমার সামনে অনর্থক ঝগড়া করো না, আমি তো তোমাদেরকে নবী এবং আসমানী কিতাবের মাধ্যমে সাবধান করে দিয়েছিলাম যে, বিভ্রান্তকারী এবং

বিভ্রান্ত ব্যক্তি কাকে কি শাস্তি ভোগ করতে হবে। এখন তো সেই শাস্তি থেকে রক্ষা পাওয়ার কোনো পথই বাকী নেই। এখন তোমাদের উভয়কে অবশ্যই শাস্তি ভোগ করতে হবে।

৩৬. অর্থাৎ আমার ফয়সালা যথার্থ ইনসাফপূর্ণ। সুতরাং সে ফয়সালা রদবদল করার কোনো প্রয়োজন হয় না।

৩৭. 'যাল্লাম' শব্দের অর্থ চরম যালিম। এর দ্বারা এটা বুঝানো হয়নি যে, আমি আমার বান্দাহর প্রতি যালিম হলেও চরম যালিম নই ; বরং এর দ্বারা বুঝানো হয়েছে যে, আমি আমার বান্দাহর স্রষ্টা ও প্রতিপালক হয়ে যদি তাদের ওপর যুলুম করি, তাহলে আমি সেক্ষেত্রে চরম যালিম বলে গণ্য হয়ে যাবো। বান্দাহর ওপর আমি আদৌ যুলুম করি না। তোমাদের ওপর যে শাস্তি আপতিত হচ্ছে, তা তোমাদের নিজেরই উপার্জিত। তোমাদের উপার্জিত শাস্তির চেয়ে সামান্যতম বেশী শাস্তিও তোমাদেরকে দেয়া হচ্ছে না। এ আদালতে অন্যায়ভাবে সাক্ষ্য-প্রমাণহীন কাউকে শাস্তি দেয়া হয় না।

২য় রুকূ' (১৬-২৮ আয়াত)-এর শিক্ষা

১. আল্লাহ তা'আলা মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। মানুষের প্রবৃত্তির স্রষ্টাও তিনি। সুতরাং প্রবৃত্তির চাহিদা কি, তা তিনি অবশ্যই জানবেন। অতএব তাঁর অবগতির বাইরে কিছু করার ক্ষমতা মানুষের নেই।

২. আল্লাহর ক্ষমতা ও জ্ঞান মানুষের শিরা-উপশিরা পর্যন্ত পরিব্যাপ্ত। সুতরাং মানুষকে পাকড়াও করার জন্য তাঁকে কোনো তৎপরতা চালাতে হয় না। তাঁর সকল কাজই তাঁর ইচ্ছার সাথে সংশ্লিষ্ট।

৩. আল্লাহর ক্ষমতা ও জ্ঞান ছাড়াও ন্যায় বিচারের শর্তপূরণ করে প্রত্যেক মানুষের সাথে তার ডানে ও বামে দু'জন ফেরেশতা সার্বক্ষণিক নিয়োজিত রয়েছে। তারা তার সম্পাদিত ভালো-মন্দ সকল কাজের সচিত্র প্রতিবেদন তৈরি করে চলছে।

৪. মানুষের মুখ থেকে এমন একটি কথাও উচ্চারিত হয় না যা ফেরেশতাদের রেকর্ড থেকে বাদ পড়ে যেতে পারে। সুতরাং কোনো কথা বলার আগে এ রেকর্ডের কথা স্মরণ রাখা আমাদের কর্তব্য।

৫. অতিবড় কট্টর নাস্তিকও মৃত্যুকে অস্বীকার করার মত ক্ষমতা রাখে না। সুতরাং মৃত্যুর পরবর্তী জীবনকে অস্বীকার করা হঠকারিতা ছাড়া কিছু নয়।

৬. মৃত্যু অনিবার্য, তা থেকে পালিয়ে থাকার কোনো উপায় নেই। মৃত্যুর মাধ্যমেই আমাদেরকে পরকালীন জীবনে প্রবেশ করতে হবে। অতএব সেই জীবনের জন্য পাথেয় সঞ্চয় করাই বুদ্ধিমানের কাজ।

৭. শিঙ্গায় দ্বিতীয় ফুঁৎকারের সাথে সাথেই আমাদের সবাইকে হাশর ময়দানে প্রতিষ্ঠিত আল্লাহর আদালতে হাজির হতে হবে।

৮. দুনিয়ার জীবনে যে দু'জন ফেরেশতা প্রত্যেক মানুষের সাথে সার্বক্ষণিক থাকছে, তারাই তাকে আল্লাহর আদালত পর্যন্ত পৌঁছে দেবে। সুতরাং কোথাও পালিয়ে যাওয়ার কোনো উপায় নেই।

৯. মৃত্যুর সাথে সাথেই দুনিয়া দৃষ্টির আড়ালে চলে যাবে। দৃষ্টির সামনে এসে পড়বে আখিরাত। স্বেচ্ছায় বা অনিচ্ছায় আমাদেরকে পরজগতের বাসিন্দা হয়ে যেতে হবে।

১০. অতপর আল্লাহর আদালতে সঙ্গী আমলনামা বহনকারী ফেরেশতা আল্লাহর সামনে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির আমলনামা পেশ করবে।

১১. কাফিরকে বিনা হিসাবেই জাহান্নামে নিক্ষেপ করার জন্য নির্দেশ দেয়া হবে। আর তদনুযায়ী কাফিরদেরকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।

১২. দুনিয়াতে মুসলিম হিসেবে পরিচিত থেকেও ভালো কাজের প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টিকারী, প্রত্যেক কাজে নীতি-নৈতিকতার সীমালংঘনকারী এবং দীন ইসলামের বিধি-বিধান সম্পর্কে সন্দিহান ও অন্যের মনেও সংশয় সৃষ্টিকারী ব্যক্তিকেও জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।

১৩. আল্লাহর ক্ষমতা ও কর্তৃত্বে এবং তাঁর গুণ-বৈশিষ্ট্যে অন্য কাউকে অংশীদার সাব্যস্তকারী মুশরিককেও জাহান্নামের আযাবে নিক্ষেপ করা হবে।

১৪. কাফির ও মুশরিক ব্যক্তি তার পরিণতির জন্য তাকে বিভ্রান্তকারী তার সঙ্গী শয়তানকে দায়ী করবে আর শয়তান তা অস্বীকার করবে এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির পথভ্রষ্টতার জন্য তার নিজেকেই দায়ী করবে।

১৫. আল্লাহর আদালতে পথভ্রষ্ট ব্যক্তি তার পথভ্রষ্টতার দায়-দায়িত্ব অন্য কারো ওপর চাপিয়ে দিয়ে আত্মরক্ষা করতে সমর্থ হবে না।

১৬. আল্লাহ তা'আলা মানুষকে জ্ঞান দিয়ে সৃষ্টি করেছেন, আবার নবী-রাসূল এবং আসমানী কিতাব পাঠিয়ে দিক নির্দেশনা দান করেছেন; এতদসত্ত্বেও যারা পথভ্রষ্ট হবে, তাদের কোনো অজুহাত আল্লাহর আদালতে গৃহীত হবে না।

১৭. নবী-রাসূলগণ যে সত্যের দাওয়াত দিয়েছেন তা যথার্থই সত্য ছিলো, তাঁরা জান্নাতের সুসংবাদ দানকারী ও জাহান্নাম সম্পর্কে সতর্ককারী হিসেবে তাদের দায়িত্ব যথার্থই পালন করেছেন।

১৮. দুনিয়া কোনো কালেই নবী-রাসূলদের উপস্থিতি বা তাদের শিক্ষা প্রচারকারী ও প্রশিক্ষণদানকারী অনুসারীদের থেকে খালি ছিলো না, বর্তমানেও নেই এবং কিয়ামত পর্যন্তও এ ব্যবস্থা চালু থাকবে।

১৯. সুতরাং আল্লাহর দরবারে কোনো অজুহাত গ্রহণযোগ্য হবে না এবং আল্লাহর বিধানে কোনো রদবদলের প্রয়োজনও হবে না।

২০. কোনো জাহান্নামী নিজেও তার ওপর অবিচার হয়েছে একথা বলতে পারবে না। যাকে যতটুকু শাস্তি দেয়া হবে, সেটাই তার যাথার্থ শাস্তি। কারণ আল্লাহ তা'আলা কোনো বান্দাহর ওপর বিন্দুমাত্রও যুলুমকারী নন।

❐

সূরা হিসেবে রুকূ'-৩
পারা হিসেবে রুকূ'-১৭
আয়াত সংখ্যা-১৬

۝٣٠ يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ امْتَلَأْتِ وَتَقُولُ هَلْ مِن مَّزِيدٍ ۝٣١ وَأُزْلِفَتِ

৩০. সেদিন আমি জাহান্নামকে জিজ্ঞেস করবো, 'তুমি কি পূর্ণ হয়ে গেছো' ? আর সে জবাব দেবে, 'আরো অতিরিক্ত কিছু আছে কি' ?[৩৮] ৩১. আর নিকটে নিয়ে আসা হবে

الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ ۝٣٢ هَٰذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ ۝

জান্নাতকে মুত্তাকী তথা আল্লাহভীরুদের জন্য—কোনো দূরত্বই থাকবে না[৩৯] ৩২. (বলা হবে)—এটাই তা, যার ওয়াদা তোমাদেরকে দেয়া হতো—প্রত্যেক প্রত্যাবর্তনকারী[৪০] হিফাযতকারীর[৪১] জন্য।

৩০ يَوْمَ-সেদিন ; نَقُولُ-আমি জিজ্ঞেস করবো ; لِجَهَنَّمَ-(ل+جهنم)-জাহান্নামকে ; هَلْ-কি ; امْتَلَأْتِ-তুমি পূর্ণ হয়ে গেছো ; وَ-আর ; تَقُولُ-সে জবাব দেবে ; هَلْ-কি ; مِنْ-কিছু ; مَزِيدٍ-আরো অতিরিক্ত। ৩১ وَ-আর ; أُزْلِفَتِ-নিকটে নিয়ে আসা হবে ; الْجَنَّةُ-জান্নাতকে ; لِلْمُتَّقِينَ-(ل+ال+متقين)-মুত্তাকী তথা আল্লাহভীরুদের জন্য ; غَيْرَ-থাকবে না ; بَعِيدٍ-কোনো দূরত্বই। ৩২ هَٰذَا-(বলা হবে) এটাই ; مَا-তা, যার ; تُوعَدُونَ-ওয়াদা তোমাদেরকে দেয়া হতো ; لِكُلِّ-প্রত্যেকের জন্য ; أَوَّابٍ-প্রত্যাবর্তনকারী ; حَفِيظٍ-হিফাযতকারীর।

৩৮. জাহান্নামকে যখন জিজ্ঞেস করা হবে ; তুমি কি পূর্ণ হয়ে গেছো ? অর্থাৎ তোমার পেট ভরে গেছে কিনা, তখন জাহান্নাম জিজ্ঞেস করবে 'আরো জাহান্নামী বাকী আছে কিনা।' এর দ্বারা জাহান্নামের এ কামনা প্রকাশ পায় যে, যারা বাকী আছে, তাদেরকেও যেন জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হয়। কোনো একজন অপরাধীও যেন ছাড়া না পায়। জাহান্নামের এ জবাব দ্বারা এটাও অর্থ হতে পারে যে, জাহান্নামে আর কোনো জায়গায়ই বাকী নেই, তাই জাহান্নাম বিস্ময় প্রকাশ করে বলছে, আরো এমন মানুষ বাকী আছে কিনা, যাদেরকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করার সিদ্ধান্ত হয়ে গেছে।

এখানে মনে রাখা প্রয়োজন যে, জাহান্নামের সাথে আল্লাহর এ কথোপকথন কেমন ধরনের হবে তা আল্লাহ-ই জানেন। হতে পারে জাহান্নামের এ জবাব তার অবস্থা দ্বারাই বুঝা যাবে। অথবা, আল্লাহ তা'আলা আখিরাতে জড়ো পদার্থকেও বাক-শক্তি সম্পন্ন করে দেবেন। তারা সেদিন কথা বলতে সক্ষম হবে তাদের ভাষা আমাদের বোধগম্য হতেও পারে বা নাও হতে পারে।

﴿٣٣﴾ مَنْ خَشِيَ الرَّحْمٰنَ بِالْغَيْبِ وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُّنِيْبٍ ﴿٣٤﴾ ادْخُلُوْهَا بِسَلٰمٍ

৩৩.——যে না দেখা সত্ত্বেও দয়াময় আল্লাহকে ভয় করে[৪২] এবং একনিষ্ঠ মন নিয়ে উপস্থিত হয়[৪৩]। ৩৪. (বলা হবে)——'তাতে (জান্নাতে) প্রবেশ করো শান্তি ও নিরাপত্তার সাথে[৪৪]

৩৩ مَنْ-যে ; خَشِيَ-ভয় করে ; الرَّحْمٰنَ-দয়াময় আল্লাহকে ; بِالْغَيْبِ-(ب+ال+غيب)-না দেখা সত্ত্বেও ; وَ-এবং ; جَاءَ-উপস্থিত হয় ; بِقَلْبٍ-(ب+قلب)-মন নিয়ে ; مُّنِيْبٍ-একনিষ্ঠ। ৩৪ ادْخُلُوْهَا-(ادخلوا+ها)-(বলা হবে) তাতে (জান্নাতে) প্রবেশ করো ; بِسَلٰمٍ-(ب+سلم)-শান্তি ও নিরাপত্তার সাথে ;

৩৯. অর্থাৎ আখিরাতের স্থান-কালের দূরত্ব ও নৈকট্য দুনিয়ার স্থান-কালের মতো হবে না। আল্লাহ তা'আলার ফায়সালা যখন কারো ব্যাপারে চূড়ান্ত হয়ে যাবে এবং সে জান্নাত লাভের উপযুক্ত বলে বিবেচিত হবে, তখনই তাকে জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দেয়া হবে। জান্নাতে প্রবেশের জন্য তাকে কোনো দূরত্ব অতিক্রম করতে হবে না। এর জন্য তাকে কিছুমাত্র সময় ব্যয় করতেও হবে না। জান্নাতের ফয়সালা হওয়া মাত্রই সে নিজেকে জান্নাতে উপস্থিত দেখতে পাবে। যেন তাকে জান্নাতে পৌছানো হয়নি, জান্নাতকেই তার নিকটে উঠিয়ে আনা হয়েছে।

৪০. অর্থাৎ জান্নাতের ওয়াদা প্রত্যেক 'আউয়াব' ও 'হাফীয'-এর জন্য। 'আউয়াব' অর্থ অনুরাগী। যে ব্যক্তি গুনাহ থেকে সরে গিয়ে আল্লাহর প্রতি অনুরক্ত হয়, সেই 'আউয়াব'। যে ব্যক্তি নির্জনে নিজ গুনাহ স্মরণ করে আল্লাহর দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা করে সে-ই 'আউয়াব'। যে ব্যক্তি প্রত্যেক উঠাবসায় আল্লাহ তা'আলার কাছে নিজ গুনাহের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে সে-ই 'আউয়াব'। নিজের সকল ব্যাপারে যে আল্লাহর স্মরণাপন্ন হয় সে 'আউয়াব'।

৪১. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. বলেন, 'হাফীয' এমন ব্যক্তি, যে নিজ গুনাহসমূহ স্মরণ রাখে, যাতে সেগুলো মাফ করিয়ে নেয়। ইবনে আব্বাস রা. অন্য এক বর্ণনায় বলেন, 'হাফীয' এমন ব্যক্তি, যে আল্লাহর যাবতীয় বিধান স্মরণ রাখে। 'হাফীয'-এর শাব্দিক অর্থ হিফাযতকারী। যারা আল্লাহর নির্ধারিত সীমারেখা তাঁর ফরযসমূহ, হারামসমূহ এবং তাদের দায়িত্বে ন্যস্ত আমানতসমূহ রক্ষা করে, আর তাদের ওপর আল্লাহর পক্ষ থেকে আরোপিত অধিকারসমূহ রক্ষা করে তারাই 'হাফীয' বা হিফাযতকারী।

৪২. অর্থাৎ যারা দুনিয়ার জীবনে দয়াময় আল্লাহকে দেখা অসম্ভব জেনেও তাঁর নাফরমানী করতে ভয় করে। দুনিয়াতে দৃশ্যমান সকল শক্তি থেকে আল্লাহর ভয় তাদের মধ্যে অধিক প্রবল থাকার কারণে তাঁর রহমতের ভরসায় তারা গুনাহের কাজে লিপ্ত হয়নি। তারা আল্লাহর রহমতের ব্যাপকতা ভালোভাবে জানা সত্ত্বেও গুনাহ করার দুঃসাহস করে না, তাদের জন্যই জান্নাতের ওয়াদা দেয়া হচ্ছে।

ذٰلِكَ يَوْمُ الْخُلُوْدِ ﴿٣٤﴾ لَهُمْ مَّا يَشَآءُوْنَ فِيْهَا وَلَدَيْنَا مَزِيْدٌ ﴿٣٥﴾ وَكَمْ اَهْلَكْنَا

এটা অনন্তকাল অবস্থানের দিন। ৩৫. সেখানে তারা যা চাইবে তা-ই তাদের জন্য মজুদ থাকবে এবং আমার কাছে আরো বেশী আছে। ৩৬. আর আমি ধ্বংস করে দিয়েছি কতইনা[৪৫]

قَبْلَهُمْ مِّنْ قَرْنٍ هُمْ اَشَدُّ مِنْهُمْ بَطْشًا فَنَقَّبُوْا فِى الْبِلَادِ ۗ هَلْ مِنْ مَّحِيْصٍ ○

মানবগোষ্ঠীকে তাদের আগে যারা ছিলো শক্তিতে এদের চেয়ে অধিক প্রবল এবং যারা (দুনিয়ার) নগর-বন্দরগুলোতে বিচরণ করে বেড়াতো[৪৬] ;—থাকলো কি (তাদের) কোনো আশ্রয়স্থল ?[৪৭]

ذٰلِكَ-এটাই ; يَوْمُ-দিন ; الْخُلُوْدِ-অনন্তকাল অবস্থানের। ﴿٣٥﴾ لَهُمْ-তাদের জন্য মজুদ থাকবে ; مَّا-যা, তা-ই ; يَشَآءُوْنَ-তারা চাইবে ; فِيْهَا-সেখানে ; وَ-এবং ; لَدَيْنَا-আমার কাছে ; مَزِيْدٌ-আরো বেশী আছে। ﴿٣٦﴾ وَ-আর ; كَمْ-কতই না ; اَهْلَكْنَا-আমি ধ্বংস করে দিয়েছি ; قَبْلَهُمْ-(قبل+هم)-তাদের আগে ; مِّنْ قَرْنٍ-মানব গোষ্ঠীকে ; هُمْ-যারা ছিলো ; اَشَدُّ-অধিক প্রবল ; مِنْهُمْ-(من+هم)-এদের চেয়ে ; بَطْشًا-শক্তিতে ; فَنَقَّبُوْا-(ف+نقبوا)-এবং যারা বিচরণ করে বেড়াতো; فِى الْبِلَادِ-নগর-বন্দরগুলোতে; هَلْ-থাকলো কি ; مِنْ-(তাদের) কোনো ; مَّحِيْصٍ-আশ্রয়স্থল।

৪৩. অর্থাৎ এমন অন্তর যে, অন্তর সর্বদা আল্লাহর মহানত্বকে জাগরুক রেখে তাঁর সামনে বিনীত ও নম্র হয়ে থাকে এবং নিজের অন্তরের সকল কু-বাসনা পরিত্যাগ করে। সারা জীবন তাঁর ওপর যে পরিস্থিতিই আসুক না কেনো সকল অবস্থাতেই সে আল্লাহর দিকেই ফিরে আসে। কম্পাসের কাঁটাকে যেদিকেই ঘোরানো হোক না কেনো সে তার মেরুর দিকেই ফিরে যায় তেমনি তার মন একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর দিকেই ফিরে আসে।

৪৪. অর্থাৎ যারা উপরোক্ত গুণাবলীর অধিকারী তাদেরকে বলা হবে যে, তোমরা শান্তি ও নিরাপত্তা সহকারে তোমাদের জন্য ওয়াদাকৃত অনন্তকালের বাসস্থান এ জান্নাতে প্রবেশ করো। যেসব গুণাবলী থাকলে এক ব্যক্তি জান্নাত লাভের উপযুক্ত হয়, সেগুলো হলো—(১) তাকওয়া (২) সকল অবস্থায় আল্লাহর দিকে ফিরে যাওয়া (৩) আল্লাহর সকল বিধি-নিষেধ হিফাযত করা (৪) না দেখা সত্ত্বেও দয়াময় আল্লাহকে ভয় করা, (৫) খালেস তথা একনিষ্ঠ মন নিয়ে আখিরাতে উপস্থিত হওয়া তথা মৃত্যু পর্যন্ত আল্লাহর প্রতি অনুগামী থাকা।

৪৫. অর্থাৎ জান্নাতবাসীরা যা চাইবে তা-ই জান্নাতে পাবে। চাওয়া মাত্রই প্রার্থীত বস্তু তাদের সামনে উপস্থিত পাবে। কোনো প্রকার অপেক্ষা বা বিলম্বের বিড়ম্বনা তাদের পোহাতে হবে না।

হযরত আবু সায়ীদ খুদরী রা. থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সা. এরশাদ করেছেন যে, জান্নাতে কেউ যদি সন্তান কামনা করে, তবে গর্ভধারণ, প্রসব ও সন্তানের শারীরিক প্রবৃদ্ধির জন্য তাকে অপেক্ষা করতে হবে না, এক মুহূর্তের মধ্যে সব নিষ্পন্ন হয়ে যাবে। (ইবনে কাসীর)

৩৭ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَذِكْرَىٰ لِمَن كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ ○

৩৭. নিশ্চয়ই এতে রয়েছে নিশ্চিত শিক্ষা তার জন্য, যার আছে (বোধশক্তি সম্পন্ন) হৃদয়, অথবা সে কান পেতে শোনে এমতাবস্থায় সে হয় মনোযোগী[৪৮]।

৩৮ وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ۖ وَمَا مَسَّنَا

৩৮. আর নিঃসন্দেহে আমি আসমান ও যমীন এবং এতদুভয়ের মধ্যকার সবকিছু সৃষ্টি করেছি ছয় দিনের মধ্যে[৪৯] ; আর আমাকে স্পর্শ করেনি

৩৭ اِنَّ-নিশ্চয়ই ; فِىْ ذٰلِكَ-এতে রয়েছে ; لَذِكْرٰى-নিশ্চিত শিক্ষা ; لِمَنْ-(ل+من)-তার জন্য ; كَانَ-আছে ; لَهٗ-যার ; قَلْبٌ-(বোধশক্তি সম্পন্ন) হৃদয় ; اَوْ-অথবা ; اَلْقَى السَّمْعَ-কান পেতে শোনে ; وَ-এমতবস্থায় ; هُوَ-সে হয় ; شَهِيْدٌ-মনোযোগী। ৩৮ وَ-আর ; لَقَدْ خَلَقْنَا-নিঃসন্দেহে আমি সৃষ্টি করেছি ; السَّمٰوٰتِ-আসমান ; وَ-ও ; الْاَرْضَ-যমীন ; وَ-এবং ; مَا-সবকিছু ; بَيْنَهُمَا-(بين+هما)-এতদুভয়ের মধ্যকার ; فِىْ- মধ্যে ; سِتَّةِ-ছয় ; اَيَّامٍ-দিনের ; وَ-আর ; مَا مَسَّنَا-(ما مس+نا)-আমাকে স্পর্শ করেননি ;

তাছাড়া তাদের জন্য আল্লাহর কাছে এমন নিয়ামতও রয়েছে যা তারা কল্পনা করতেও দুনিয়াতে সক্ষম ছিলো না। যার ফলে তারা সেসব নিয়ামতের আশাও কোনোদিন করতে পারতো না। হযরত আনাস রা. ও জাবের রা.-এর মতে এ বাড়তি নিয়ামত হলো আল্লাহর সাথে সাক্ষাত যা জান্নাতীরা লাভ করবে।

৪৬. অর্থাৎ তাদের শক্তি সামর্থ্য তাদের নিজ দেশেই সীমিত ছিলো না, বরং তারা পৃথিবীর অনেক দেশ জয় করে সেসব দেশে লুঠ-তরাজ চালাতো।

৪৭. অর্থাৎ এত শক্তি-সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও তারা আল্লাহর পাকড়াও থেকে বেঁচে আশ্রয় নেয়ার মতো স্থান পেলো না। অতএব তোমরাও আল্লাহর নাফরমানী করে কোথাও গিয়ে বাঁচতে পারবে না।

৪৮. অর্থাৎ এ সূরায় বর্ণিত বিষয়বস্তু দ্বারা উপকৃত হতে পারে যাদের বোধশক্তি আছে, যদ্বারা উল্লিখিত বিষয়বস্তুকে সত্য মনে করে এবং আয়াতসমূহকে মনের কান দিয়ে শোনে। যাদের বোধশক্তি নেই, যারা মনোযোগ দিয়ে আল্লাহর আয়াতসমূহ শোনে না তারা এ থেকে কোনো উপকার লাভ করতে পারে না।

৪৯. কুরআন মাজীদের অত্র আয়াত থেকে সুস্পষ্টভাবে জানা যায় যে, আসমান যমীন ও এতদুভয়ের মধ্যকার সবকিছুই আল্লাহ তা'আলা ছয়দিনে সৃষ্টি করেছেন। কতেক হাদীসের বর্ণনায় কুরআন মাজীদের বর্ণনা থেকে কিছু পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়।

مِن لُّغُوبٍ ﴿٣٩﴾ فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ

কোনো ক্লান্তি। ৩৯. অতএব তারা যা বলে তাতে আপনি ধৈর্যধারণ করুন[৫০] এবং আপনার প্রতিপালকের প্রশংসাসহ পবিত্রতা-মহিমা ঘোষণা করুন সূর্য উদয়ের আগে

وَقَبْلَ الْغُرُوبِ ﴿٤٠﴾ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَدْبَارَ السُّجُودِ ﴿٤١﴾ وَاسْتَمِعْ يَوْمَ

এবং অস্ত যাওয়ার আগে। ৪০. আর রাতের অংশেও তাঁর পবিত্রতা-মহিমা ঘোষণা করুন এবং নামাযের পরেও[৫১] ৪১. আর শোনো, যেদিন

مِنْ-কোনো ; لُغُوبٍ-ক্লান্তি। ﴿٣٩﴾ فَاصْبِرْ-(ف+اصبر)-অতএব আপনি ধৈর্যধারণ করুন; عَلَىٰ مَا-তাতে, যা ; يَقُولُونَ-তারা বলে ; وَ-এবং ; سَبِّحْ-পবিত্রতা-মহিমা ঘোষণা করুন ; بِحَمْدِ-(ب+حمد)-প্রশংসা সহ ; رَبِّكَ-(رب+ك)-আপনার প্রতিপালকের ; قَبْلَ-আগে ; طُلُوعِ-উদয়ের ; الشَّمْسِ-সূর্য ; وَ-এবং ; قَبْلَ-আগে ; الْغُرُوبِ-অস্ত যাওয়ার। ﴿٤٠﴾ وَ-আর ; مِنَ-অংশেও ; اللَّيْلِ-রাতের ; فَسَبِّحْهُ-(ف+سبح+ه)-তাঁর পবিত্র-মহিমা ঘোষণা করুন ; وَ-এবং ; أَدْبَارَ-পরেও ; السُّجُودِ-নামাযের। ﴿٤١﴾ وَ-আর ; اسْتَمِعْ-শোনো ; يَوْمَ-যেদিন ;

এসব হাদীসের বর্ণনা কুরআন মাজীদের বর্ণনার ন্যায় অকাট্য ও নিশ্চিত নয় ; কারণ এগুলো ইসরাঈলী বর্ণনা হওয়ার আশংকা সমধিক। আল্লামা ইবনে কাসীরও এরূপ মত প্রকাশ করেছেন। সুতরাং কুরআনের আয়াতই হবে মূলভিত্তি। সকল ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ কুরআনের আয়াতের সাথে সামঞ্জস্যশীল হতে হবে।

৫০. অর্থাৎ আখিরাত অবিশ্বাসী এসব নির্বোধ লোকেরা মৃত্যুর পরে পুনর্জীবনকে অসম্ভব মনে করে, আপনাকে বিদ্রূপ করছে। আপনি ধৈর্য অবলম্বন করুন। এদের জেনে রাখা উচিত যে, আমি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী এবং উভয়ের মধ্যকার সবকিছুই মাত্র ছয়দিনে সৃষ্টি করেছি। আমি এতে মোটেই ক্লান্ত হইনি। সুতরাং কিয়ামত সংঘটিত হওয়ার পরে এ যমীন ও মানুষকে পুনঃ সৃষ্টি করা কোনো কঠিন ব্যাপার নয়।

৫১. আয়াতে তাসবীহ পাঠ তথা পবিত্রতা-মহিমা ঘোষণা করাকে নির্দিষ্ট সময়ের সাথে যুক্ত করে নির্দেশ দানের মাধ্যমে নামায বুঝানো হয়েছে। সূর্যোদয়ের আগে তাসবীহ পাঠের নির্দেশ দ্বারা ফজর নামায, সূর্যাস্তের আগে তাসবীহ পাঠের নির্দেশ দ্বারা যোহর ও আসর নামায এবং রাতে তাসবীহ পাঠের নির্দেশ দ্বারা মাগরিব ও ইশার নামায বুঝানো হয়েছে। এছাড়া তাহাজ্জুদ নামাযও রাতের তাসবীহর মধ্যে শামিল।

يُنَادِ الْمُنَادِ مِنْ مَّكَانٍ قَرِيْبٍ ﴿٤١﴾ يَوْمَ يَسْمَعُوْنَ الصَّيْحَةَ بِالْحَقِّ ۚ ذٰلِكَ

একজন আহ্বানকারী নিকটবর্তী স্থান থেকে আহ্বান জানাবে[৫২]—৪২. যেদিন তারা (হাশরের) শোর-চিৎকার ঠিকমত শুনতে পাবে[৫৩] ; সেটাই হবে

يُنَادِ-আহ্বান জানাবে ; الْمُنَادِ-একজন আহ্বানকারী ; مِنْ-থেকে ; مَكَانٍ-স্থান ; قَرِيْبٍ-নিকটবর্তী। ⑫ يَوْمَ-যেদিন ; يَسْمَعُوْنَ-তারা শুনতে পাবে ; الصَّيْحَةَ-(হাশরের) শোর-চিৎকার ; بِالْحَقِّ-(ب+ال+حق)-ঠিকমত ; ذٰلِكَ-সেটাই হবে ;

হযরত জারীর ইবনে আবদুল্লাহ রা. কর্তৃক বর্ণিত এক দীর্ঘ হাদীসে রাসূলুল্লাহ সা. ইরশাদ করেছেন—"চেষ্টা করো যাতে তোমার সূর্যোদয়ের আগের এবং সূর্যাস্তের আগের নামাযগুলো ছুটে না যায়। এর প্রমাণস্বরূপ জারীর আলোচ্য আয়াতটি তিলাওয়াত করেন। (কুরতুবী)

আর সিজদার পরে তাসবীহ পাঠের নির্দেশ দ্বারা ফরয নামাযের পর যেসব সুন্নাত, নফল বা তাসবীহ পাঠের নির্দেশ রাসূলুল্লাহ সা. থেকে হাদীসের মাধ্যমে পাওয়া যায় তা-ই বুঝানো হয়েছে।

হযরত আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সা. ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি সকালে ও বিকালে একশত বার করে 'সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহী' পাঠ করে তার গুনাহ ক্ষমা করা হবে, যদিও তা সমুদ্রের তরঙ্গ অপেক্ষাও বেশী হয়। (মাযহারী)

আবু হুরায়রা রা. বর্ণিত অপর এক বর্ণনায় আছে, রাসূলুল্লাহ সা. ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি প্রত্যেক ফরয নামাযের পরে ৩৩ বার 'সুবহানাল্লাহ' (আল্লাহ পবিত্র) ৩৩ বার 'আলহামদুলিল্লাহ' (সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য), ৩৩ বার 'আল্লাহু আকবার' (আল্লাহ সবচেয়ে বড়) এবং এক বার 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারীকা লাহু লাহুল মুলকু ওয়ালাহুল হামদু ওয়াহুয়া আলা কুল্লি শাইয়িন কাদীর' (আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই, তিনি এবং তার কোনো অংশীদার নেই, তারই রাজত্ব। সকল প্রশংসা তারই জন্য, তিনি সকল বিষয়ের উপর ক্ষমতাবান।) পাঠ করবে তার গুনাহ মাফ করা হবে। যদিও তা সমুদ্রের ঢেউয়ের সমান হয়। (বুখারী ও মুসলিম)

ফরয নামাযের পর যেসব সুন্নাত নামাযের কথা সহীহ হাদীসে উল্লিখিত আছে, তা-ও 'আদবারাস সুজূদ'-এর মধ্যে শামিল। (মাযহারী)

এখানে উল্লেখ্য যে, এসব তাসবীহ পাঠ করার সময় এগুলোর অর্থের প্রতি খেয়াল রাখা জরুরী।

৫২. অর্থাৎ দুনিয়ার যমীনে যে মানুষ যেখানেই মরে থেকে পঁচে-গলে মাটির সাথে মিশে যাক না কেনো ফেরেশতা ইসরাফিল যখন শিঙ্গায় দ্বিতীয়বার ফুঁক দেবে তখন আগে-পরের সব মানুষের কানে এ আওয়াজ পৌঁছে যাবে। সব মানুষের মনে হবে যেন কানের নিকটেই এ আওয়াজ ধ্বনিত হচ্ছে।

يَوْمُ الْخُرُوجِ ﴿٤٢﴾ إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَإِلَيْنَا الْمَصِيرُ ﴿٤٣﴾ يَوْمَ تَشَقَّقُ

(মৃতদের কবর থেকে) বের হওয়ার দিন। ৪৩. নিশ্চয়ই আমি—আমিই জীবন দেই এবং মৃত্যু দেই, আর আমার কাছেই (সকলের) ফেরার জায়গা। ৪৪. যেদিন বিদীর্ণ হবে

الْأَرْضُ عَنْهُمْ سِرَاعًا ۚ ذَٰلِكَ حَشْرٌ عَلَيْنَا يَسِيرٌ ﴿٤٤﴾ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ

পৃথিবী—তারা তা থেকে ছুটে বেরিয়ে আসবে ; এরূপ সমবেত করা আমার জন্য অত্যন্ত সহজ[৫৪]। ৪৫. আমিই জানি সে সম্পর্কে, যা তারা বলে,[৫৫]

يَوْمَ-দিন ; الْخُرُوجِ-(মৃতদের কবর থেকে)-বের হওয়ার। ﴿٤٣﴾ إِنَّا-নিশ্চয়ই আমি ; نَحْنُ-আমিই ; نُحْيِي-জীবন দেই ; وَ-এবং ; نُمِيتُ-মৃত্যু দেই ; وَ-আর ; إِلَيْنَا- আমার কাছেই ; الْمَصِيرُ-(সকলের) ফেরার জায়গা। ﴿٤٤﴾ يَوْمَ-যেদিন ; تَشَقَّقُ-বিদীর্ণ হবে ; الْأَرْضُ-পৃথিবী ; عَنْهُمْ-তা থেকে তারা ; سِرَاعًا-ছুটে বেরিয়ে আসবে ; ذَٰلِكَ-এরূপ ; حَشْرٌ-সমবেত করা ; عَلَيْنَا-আমার জন্য ; يَسِيرٌ-অত্যন্ত সহজ। ﴿٤٥﴾ نَحْنُ- আমিই ; أَعْلَمُ-জানি ; بِمَا-(ب+ما)-সে সম্পর্কে যা ; يَقُولُونَ-তারা বলে ;

এ ফেরেশতা বায়তুল মুকাদ্দাসের সাখরায় দাঁড়িয়ে সারা বিশ্বের মৃত মানুষদেরকে সম্বোধন করে বলবেন–'হে পঁচাগলা চামড়াসমূহ, চূর্ণ-বিচূর্ণ হাড়সমূহ এবং বিক্ষিপ্ত কেশসমূহ ; শোনো আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে হিসাব দেয়ার জন্য সমবেত হওয়ার আদেশ দিচ্ছেন। (মাযহারী)

হযরত ইকরিমা রা. বলেন—'আওয়াযটি এমনভাবে শোনা যাবে, যেন কেউ আমাদের কানেই বলে যাচ্ছে। কেউ কেউ বলেন, 'নিকটবর্তী স্থান' অর্থ বায়তুল মাকদাসের 'সাখরা' এটাই পৃথিবীর মধ্যস্থল, চারদিক থেকেই এর দূরত্ব সমান। (কুরতুবী)

৫৩. 'সাইহাতুন' অর্থ হাশরের ময়দানে সমবেত মানুষের চিৎকার-কোলাহল অথবা শিঙ্গার সেই মহানিনাদ উভয়টাই হতে পারে। অর্থাৎ হাশরের ময়দানের কোলাহল কলরব শুনে সবাই বুঝতে পারবে যে, এটাই হাশরের দিন যে সম্পর্কে দুনিয়াতে তাদেরকে সতর্ক করা হয়েছিলো। অথবা শিঙ্গার সেই মহানিনাদ সবাই শুনতে পেরে বুঝতে পারবে যে, এটাই সেই সত্যের আহ্বান যে আহ্বানে সাড়া না দিয়ে পালিয়ে থাকার কোনো উপায়ই নেই। এখন সবাইকে হাশরের ময়দানে আল্লাহর সামনে হিসাব দেয়ার জন্য হাজির হতে হবে। যদিও তারা দুনিয়াতে এটাকে অবিশ্বাস করতো এবং নবী-রাসূলগণকে এ নিয়ে উপহাস-বিদ্রূপ করতো।

৫৪. অর্থাৎ পৃথিবী যখন বিদীর্ণ হয়ে যাবে তখন আমার একটি মাত্র আদেশে পৃথিবীর মাটিতে মরে পড়ে থাকা আগে পরের সব মানুষই জীবিত হয়ে হাশরের ময়দানের দিকে ছুটতে থাকবে। আমার জন্য এ কাজটা একেবারেই সহজ যদিও তোমরা একে অসম্ভব

وَمَآ أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِجَبَّارٍ ۖ فَذَكِّرْ بِالْقُرْاٰنِ مَنْ يَّخَافُ وَعِيْدِ ۝

এবং আপনি তাদের ওপর বল প্রয়োগকারী নন ; অতএব আপনি এ কুরআন দ্বারা তাকে উপদেশ দিতে থাকুন, যে আমার আযাবের সতর্কীকরণকে ভয় করে[৫৬]।

وَ-এবং ; مَآ-নন ; اَنْتَ-আপনি ; عَلَيْهِمْ-(على+هم)-তাদের ওপর ; بِجَبَّارٍ-(ب+جبار)-বল প্রয়োগকারী ; فَذَكِّرْ-(ف+ذكر)-অতএব আপনি উপদেশ দিতে থাকুন ; بِالْقُرْاٰنِ-(ب+ال+قران)-এ কুরআন দ্বারা ; مَنْ-তাকে, যে ; يَّخَافُ-ভয় করে ; وَعِيْدِ-আমার সতর্কীকরণকে।

মনে করছ, তাতে কিছু এসে যায় না। কোনো ব্যক্তির দেহাবশেষ কোথায় আছে তার পূর্ণ রেকর্ড আমার কাছে রয়েছে। এসব বিক্ষিপ্ত দেহাণুগুলোকে একত্র করে প্রত্যেকটি মানুষের দেহকে পুনরায় তৈরী করা এবং সেই হুবহু আগের ব্যক্তিত্ব নতুন করে দেয়া আমার জন্য কোনো কঠিন কাজ নয় ; বরং আমার একটি মাত্র ইশারায় আদম থেকে নিয়ে কিয়ামত পর্যন্ত সকল মানুষই সমবেত হয়ে যাবে।

৫৫. এ আয়াতে কাফির-কুরাইশদের ঠাট্টা-বিদ্রূপ ও অপমানজনক বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা তাঁর নবীকে সান্ত্বনা দেয়ার সাথে সাথে কাফিরদেরকে হুঁশিয়ার করে দিয়েছেন। নবীকে বলা হয়েছে যে, এরা আপনার সাথে যেসব অসৌজন্যমূলক কথা বলছে, তা আমি সবই শুনছি। তাদের সাথে বুঝাপড়া করার দায়িত্ব আমার। আপনি তাদের কথায় কান দেবেন না। আর এতে কাফিরদের জন্য হুঁশিয়ারী এ মর্মে যে, তোমরা যেসব মন্দ কথাবার্তা আমার নবীর সাথে বলছো, তা আমার জানা আছে, তোমাদেরকে এজন্য কঠিন শাস্তি পেতে হবে।

৫৬. এখানে নবীকে সম্বোধন করে কাফিরদেরকে একথা শোনানো উদ্দেশ্য যে, আমার নবীকে আমি কাউকে বলপ্রয়োগ হিদায়াতের পথে নিয়ে আসার জন্য পাঠাইনি। সুতরাং তোমরা মানতে না চাইলেও তোমাদেরকে মানতে বাধ্য করা তাঁর দায়িত্ব নয়। যারা তাঁর সতর্কবাণী শুনে স্বেচ্ছায় সতর্ক হয়ে যাবে, তাদেরকেই তিনি কুরআনের বানী শুনিয়ে হিদায়াতের পথে আনার চেষ্টা করবেন। আল্লাহর শাস্তির ভয় থেকে তারাই উপদেশ গ্রহণ করবে।

৩য় রুকূ' (৩০-৪৪ আয়াত)-এর শিক্ষা

১. আখিরাতে আল্লাহ তা'আলা জড় পদার্থকেও বাকশক্তি দান করবেন এবং এটা আল্লাহর জন্য কোনো কঠিন কাজ নয়।

২. জাহান্নামের সাথে আল্লাহর কথোপকথন-এর ধরন কেমন হবে, তা আমাদের জ্ঞানের বাইরে। জাহান্নামের অবস্থা দ্বারা অথবা আল্লাহর কুদরতে জাহান্নাম বাকশক্তি লাভ করবে।

৩. জান্নাতের সিদ্ধান্ত প্রাপ্ত ব্যক্তিদের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হওয়ার সাথে সাথে জান্নাতকে তাদের নিকটে নিয়ে আসা হবে।

৪. নিম্নোক্ত বৈশিষ্ট্যের অধিকারী মানুষই জান্নাত লাভের যোগ্য হবে—(১) মুত্তাকী বা আল্লাহ ভীরু, (২) সকল অবস্থায় আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তনকারী এবং নির্জনে নিজ গুনাহ স্মরণ করে আল্লাহর দরবারে ক্ষমা প্রার্থনাকারী, (৩) যারা আল্লাহর আদেশ-নিষেধ মেনে চলতে সচেষ্ট অর্থাৎ ফরয ওয়াজিব ও হালাল-হারাম-এর সংরক্ষণকারী, (৪) না দেখেও দয়াময় আল্লাহকে যারা ভয় করে, (৫) আল্লাহর প্রতি নিষ্ঠাবান। উপরোক্ত বৈশিষ্ট্যর লোকদের জান্নাতে যাওয়ার জন্য কোনো প্রকার দূরত্ব অতিক্রম করতে হবে না এবং কোনো প্রকার শ্রম দিতে হবে না।

৫. তাদের জন্য জান্নাত হবে অনন্তকালের বাসস্থান। তারা জান্নাত থেকে কখনো বহিষ্কৃত হবে না। তার কোনো আশংকাও থাকবে না।

৬. জান্নাতে জান্নাতীরা যা চাইবে তা-ই অনায়াসে লাভ করবে। এমনকি মনের গহীন কোণে ইচ্ছা জাগার সাথে সাথেই তা সামনে উপস্থিত দেখতে পাবে। জান্নাতের নিয়ামতরাজী ছাড়াও আল্লাহর কাছে জান্নাতীদের জন্য এমন কিছু আছে যেখানে মানুষের জ্ঞান ও কল্পনা কখনো পৌঁছতে সক্ষম নয়।

৭. নবী-রাসূলদের দাওয়াত প্রত্যাখ্যানকারী অতীতের অনেক শক্তিশালী জাতিগোষ্ঠীকে আল্লাহ ধ্বংস করে দিয়েছেন। অতপর তাদের কোনো আশ্রয়স্থল ছিলো না। অতীতের নাফরমান জাতি গোষ্ঠীর ধ্বংসাবশেষ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করাই বুদ্ধিমানের কর্তব্য।

৮. যাদের বোধশক্তিসম্পন্ন হৃদয় আছে এবং যারা আল্লাহর বাণী মনের কান দিয়ে শোনে, তারাই আল্লাহর অগণিত নিদর্শনাবলী থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে সক্ষম।

৯. আল্লাহ তা'আলা মাত্র ছয়দিনে আসমান-যমীন এবং উভয়ের মধ্যকার সবকিছু সৃষ্টি করেছেন। এতে তাঁর কোনো প্রকার ক্লান্তি আসেনি। সুতরাং মানুষকে পুনরায় সৃষ্টি করে হিসাব নেয়া তাঁর জন্য অতিসহজ কাজ।

১০. বাতিলের সকল প্রকার উস্কানীর মুখে ধৈর্য ও সালাতের মাধ্যমে আল্লাহর সাহায্য কামনা করতে হবে।

১১. ফরয নামাযের পরে নফল আদায় এবং হাদীসে উল্লেখিত বিভিন্ন তাসবীহ পাঠ করা, বিশেষ করে শেষ রাতে তাহাজ্জুদ নামায আদায় করার মাধ্যমে আল্লাহর কাছে সাহায্য চাইতে হবে।

১২. স্মরণ রাখতে হবে যে, আমাদের সবাইকে ইসরাফীলের শিঙ্গার দ্বিতীয় ফুঁকের সাথে সাথে পুনর্জীবিত হয়ে আল্লাহর দরবারে হাজির হতে হবে। একথা মনে রেখেই দুনিয়ার জীবনে তার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করতে হবে।

১৩. হযরত আদম আ. থেকে নিয়ে কিয়ামত পর্যন্ত সকল মানুষই ইসরাফীলের শিঙ্গার আওয়ায নিকট থেকেই শুনতে পারে, এতে একজন মানুষও শোনা থেকে বাদ যাবে না।

১৪. বলপ্রয়োগে কাউকে হিদায়াতের পথে নিয়ে আসা কোনো নবী-রাসূলের দায়িত্ব ছিলো না। যারা দীনের দাওয়াতে স্বেচ্ছায় সাড়া দেবে তাদের কেউ আল্লাহর কিতাবের সাহায্যে উপদেশ দান করতে হবে।

১৫. আল্লাহর আযাবের ভয় অন্তরে জাগরুক থাকলেই হিদায়াত লাভ এবং হিদায়াতের ওপর দৃঢ় থাকা সহজ হয়ে যায়।

❐

নামকরণ

আয্ যারিয়াত শব্দ দ্বারা সূরাটি শুরু করা হয়েছে। সে মতে এর নামকরণ করা হয়েছে 'আয্ যারিয়াত'।

নাযিলের সময়কাল

ইতোপূর্বেকার সূরা 'ক্বাফ' এবং সূরা 'আয্ যারিয়াত' নাযিলের দিক থেকে সমসাময়িক। বিষয়বস্তু ও বর্ণনার ধারা থেকে এটাই সুস্পষ্টভাবে বুঝা যায়। এ সময়টা এমন ছিলো যে, রাসূলুল্লাহ সা. ও ইসলামী আন্দোলন তথা ইসলামের দাওয়াতের বিরোধিতা শুধুমাত্র অস্বীকার, ঠাট্টা-বিদ্রূপ ও মিথ্যারোপ দ্বারাই করা হচ্ছিল। তবে এসব চলছিলো খুব জোরালোভাবেই। যদিও তখন যুলুম-নির্যাতনের মাধ্যমে বিরোধিতার সূচনা হয়নি।

আলোচ্য বিষয়

এ সূরার আলোচ্য বিষয় আখিরাত। অবশ্য সূরার শেষদিকে তাওহীদের দাওয়াত পেশ করা হয়েছে, আর এটা আখিরাত বিশ্বাসের সাথে সংশ্লিষ্ট। সাথে সাথে আখিরাতে অবিশ্বাসী অতীতের হঠকারী জাতি-গোষ্ঠীর পরিণতি উল্লেখপূর্বক সাবধান করে দেয়া হয়েছে যে, তোমাদের মতো নিজেদের জাহেলী ধ্যান-ধারণা নিয়ে অতীতে যারা হঠকারিতা দেখিয়েছে তাদের ধ্বংস তারা নিজেরাই ডেকে এনেছে।

সূরায় আলোচনা করা হয়েছে যে, আখিরাত সম্পর্কে মানুষের মনগড়া আকীদা-বিশ্বাস ভিন্ন ভিন্ন হতে বাধ্য, কারণ সেগুলো কোনো জ্ঞানগত ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত নয়। তারা নিজেদের মনগড়া ধারণা-অনুমানকে ভিত্তি করে আখিরাত সম্পর্কে এক একজন এক একরকম ধারণা করে নিয়েছে। কেউ মনে করছে যে, মৃত্যুর পরে আদৌ আর কোনো জীবন নেই। আবার কেউ মনে করে রেখেছে যে, মৃত্যুর পর আবার পুনর্জন্ম লাভ করে আবার দুনিয়াতেই আসবে। আবার কেউ কেউ কর্মফল অনুযায়ী শাস্তি বা পুরস্কার সম্পর্কে বিশ্বাস স্থাপন করলেও শাস্তি থেকে বাঁচার জন্য দুনিয়াতে বিভিন্ন অবলম্বন বানিয়ে নিয়েছে। আখিরাতে বিশ্বাস এমন একটি বিষয় যে সম্পর্কে ভুল বিশ্বাসের পরিণতিতে মানুষের পরকালীন জীবন একেবারে ধ্বংস হয়ে যাবে। সাথে সাথে দুনিয়ার জীবনও অশান্তিময় হতে বাধ্য। এ সম্পর্কে সঠিক সিদ্ধান্ত নেয়ার জন্য আল্লাহ তা'আলা যুগে যুগে যেসব নবী-রাসূল ও কিতাব পাঠিয়েছেন, সেসব নবী-রাসূলের নির্দেশনা ও সেসব কিতাবের জ্ঞান লাভই একমাত্র মাধ্যম। আর তাই সূরাতে বলা হয়েছে যে, আসমান ও যমীনের ব্যবস্থাপনা এবং নিজের সত্তা সম্পর্কে গভীর চিন্তা করে দেখলেই আখিরাতের যথার্থতার স্বপক্ষে প্রমাণ পাওয়া যাবে। এ পর্যায়ে

বাতাস ও বৃষ্টির ব্যবস্থাপনার প্রতি পৃথিবীর গঠনাকৃতি এবং তার মধ্যকার যাবতীয় সৃষ্টিকূল মানুষের নিজ সত্তা, আসমানের সৃষ্টি ও পরিচালনা ব্যবস্থা, পৃথিবীর সকল সৃষ্টির জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি হওয়া প্রভৃতি বিষয়গুলোকে আখিরাতের প্রমাণ হিসেবে পেশ করা হয়েছে। বলা হয়েছে যে, যুক্তি ও বুদ্ধির দাবী হলো মানুষের কর্মের ফল অবশ্যই থাকা উচিত। এটা এ বিশ্ব সাম্রাজ্যের প্রকৃতির স্বতস্ফূর্ত দাবী।

অতপর তাওহীদ বা আল্লাহর একত্ববাদের দাওয়াত প্রসঙ্গে বলা হয়েছে। মহান স্রষ্টা আল্লাহ তা'আলা মানুষ ও জ্বিন জাতিকে একমাত্র তাঁর ইবাদাতের জন্যই সৃষ্টি করেছেন—কোনো সৃষ্টির দাসত্ব করার জন্য তিনি মানুষকে সৃষ্টি করেননি। মানুষের বানানো উপাস্যরা মানুষের কাছে রিযিকের জন্য মুখাপেক্ষী। আল্লাহ সেসব মিথ্যা উপাস্যের মতো নন। তিনি তো সবার রিযিকদাতা। তিনি মিথ্যা উপাস্যদের মতো কারো মুখাপেক্ষী নন ; বরং তিনি নিজের ক্ষমতাবলেই সকলের প্রভু। তাঁর প্রভুত্ব সকলের ওপর—সবকিছুর ওপর বিরাজমান।

প্রাসঙ্গিকভাবে বলা হয়েছে যে, অতীতের নবী-রাসূলদের বিরোধিতা যেমন অজ্ঞানতার, গর্ব অহংকার, একগুয়েমী ও হঠকারিতা বশত করা হয়েছে তেমনি শেষ নবী মুহাম্মাদ সা.-এর বিরোধিতার পেছনেও একই কার্যকরণ সক্রিয় রয়েছে। সুতরাং আজকের বিরোধীদের পরিণতি ও অতীতের বিরোধীদের মতো হতে বাধ্য।

অবশেষে রাসূলুল্লাহ সা.-এর উদ্দেশ্যে বলা হয়েছে যে, এসব বিরোধীদের অপতৎপরতার প্রতি তিনি যেনো কোনো ভ্রুক্ষেপ না করেন ; বরং তাঁর ওপর প্রদত্ত দাওয়াতের দায়িত্ব পালনকল্পে তিনি যেন উপদেশ-নসীহত করেই যান। এতে করে মু'মিনরা অবশ্যই উপকৃত হবে। তবে সেসব অবিশ্বাসী যালিমদের জন্য আখিরাতের আযাব নির্ধারিত আছে। যথা সময়ে তা তাদের ওপর আপতিত হবেই।

❐

① وَالذّٰرِيٰتِ ذَرْوًا ② فَالْحٰمِلٰتِ وِقْرًا ③ فَالْجٰرِيٰتِ يُسْرًا

১. কসম বিক্ষিপ্ত করার মতো বিক্ষিপ্তকারী বাতাসের। ২. আর (কসম পানির) ভার বহনকারীর (মেঘমালার)[১] ৩. অতপর (কসম) মৃদুমন্দ গতিতে বয়ে যাওয়া বাতাসের।

④ فَالْمُقَسِّمٰتِ اَمْرًا ⑤ اِنَّمَا تُوْعَدُوْنَ لَصَادِقٌ ⑥ وَّاِنَّ الدِّيْنَ لَوَاقِعٌ

৪. এরপর (কসম) একটি বিশেষ বিষয় (বৃষ্টি) বণ্টনকারীর[২] ৫. নিশ্চয়ই যে ওয়াদা তোমাদেরকে দেয়া হচ্ছে[৩], তা অবশ্যই সত্য। ৬. আর নিশ্চয়ই কর্মফল (দিবস) অবশ্যই সংঘটিতব্য[৪]।

①وَ-কসম ; الذّٰرِيٰتِ-বিক্ষিপ্তকারী বাতাসের; ذَرْوًا-বিক্ষিপ্ত করার মতো। ②فَالْحٰمِلٰتِ-(ف+ال+حملت)-আর (কসম) বহনকারীর (মেঘমালার) ; وِقْرًا-(পানির) ভার। ③فَالْجٰرِيٰتِ-(ف+ال+جريت)-অতপর (কসম) বয়ে যাওয়া বাতাসের ; يُسْرًا- মৃদুমন্দ গতীতে। ④فَالْمُقَسِّمٰتِ-(ف+ال+مقسمت)-এরপর (কসম) বণ্টনকারীর ; اَمْرًا- একটি বিশেষ বিষয় (বৃষ্টি)। ⑤اِنَّمَا-নিশ্চয় যে ; تُوْعَدُوْنَ-ওয়াদা তোমাদেরকে দেয়া হচ্ছে ; لَصَادِقٌ-(ل+صادق)-তা অবশ্যই সত্য। ⑥وَّ-আর ; اِنَّ-নিশ্চয়ই ; الدِّيْنَ- কর্মফল (দিবস) ; لَوَاقِعٌ-(ل+واقع)-অবশ্যই সংঘটিতব্য।

১. এখানে আল্লাহ তা'আলা সেই বাতাসের কসম করেছেন, যে বাতাসকে আমরা ঝঞ্ঝাবায়ু বলে থাকি। এ বাতাসই ধুলোবালিকে বিক্ষিপ্তকারী এবং সমুদ্র থেকে পানিবাহী বাষ্পকে ওপরে উঠায়।

২. আলোচ্য ৩ ও ৪ আয়াতেও সেই বাতাসের কসম করা হয়েছে যা আবার কোনো সময় মৃদুমন্দ গতিতে বয়ে যায়। আবার একই বাতাস আল্লাহরই নির্দেশে পানি বহনকারী মেঘমালাকে বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে বন্টন করে। ভূ-পৃষ্ঠের বিভিন্ন অংশে পানিবাহী মেঘকে বয়ে নিয়ে যায় এবং আল্লাহর হুকুমে সেসব অঞ্চলে বৃষ্টি বর্ষিত হয়।

উল্লিখিত আয়াত দুটোর আরেকটি ব্যাখ্যা মুফাস্সিরীনে কিরাম বর্ণনা করেছেন। তাহলো—কসম দ্রুতগতিশীল নৌযানসমূহের, আর কসম সেসব ফেরেশতার যারা আল্লাহর নির্দেশে সৃষ্টির জন্য বরাদ্ধকৃত সামগ্রী বন্টন করে।

৩. আলোচ্য আয়াতের 'তূআদূনা' শব্দের দুটো অর্থ হতে পারে—১. তোমাদেরকে ওয়াদা বা প্রতিশ্রুতি দেয়া হচ্ছে। ২. তোমাদেরকে শাস্তির ভয় দেখানো হচ্ছে। উভয় অর্থই এখানে প্রযোজ্য। তবে দ্বিতীয় অর্থটি এখানে অধিক সামঞ্জস্যপূর্ণ।

﴿٧﴾ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُكِ ﴿٨﴾ إِنَّكُمْ لَفِي قَوْلٍ مُّخْتَلِفٍ ﴿٩﴾ يُؤْفَكُ عَنْهُ مَنْ أُفِكَ

৭. কসম বহু গতিপথ সম্বলিত আকাশের।[৫] ৮. নিশ্চয়ই তোমরা (আখিরাত সম্পর্কে) ভিন্ন ভিন্ন কথার মধ্যে পড়ে আছো।[৬] ৯. তা থেকে সে-ই মুখ ফেরায় যাকে পথভ্রষ্ট করা হয়েছে।[৭]

(৭) وَ-কসম ; السَّمَاءِ-আকাশের ; ذَاتِ الْحُبُكِ-(ذات+ال+حبك)-বহু গতিপথ সম্বলিত। (৮) اِنَّكُمْ-(ان+كم)-নিশ্চয়ই তোমরা ; لَفِىْ-(ل+فى)-মধ্যে পড়ে আছো ; قَوْلٍ-কথার ; مُخْتَلِفٍ-ভিন্ন ভিন্ন। (৯) يُؤْفَكُ-মুখ ফেরায় ; عَنْهُ-(عن+ه)-তা থেকে ; مَنْ-সে-ই যাকে ; اُفِكَ-পথভ্রষ্ট করা হয়েছে।

৪. ওপরে চারটি আয়াতে যে চারটি নিদর্শনের কসম করা হয়েছে তার জবাব ৫নং ও ৬নং আয়াতে উল্লিখিত হয়েছে। আর তাহলো আখিরাত সম্পর্কে যে ওয়াদা-প্রতিশ্রুতি আল্লাহ তা'আলা দিয়েছেন, তা অকাট্য সত্য। মানুষের এ জীবনের সকল ভালো-মন্দ কাজের প্রতিফল দেয়ার সময় অবশ্যই আসবে—এতে কোনো সন্দেহ-সংশয়ের অবকাশ নেই। আল্লাহ সেই ঝঞ্ঝাবায়ুর কসম করে বুঝাতে চেয়েছেন যে, তোমাদের চোখের সামনে যে বায়ু ধুলোবালি উড়িয়ে প্রবাহিত হয়, যে বায়ু পানিবাহী মেঘকে দুনিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলে উড়িয়ে নিয়ে যায় এবং আল্লাহর নির্দেশিত স্থানে বৃষ্টিপাত ঘটায়—এ সুশৃংখল ব্যবস্থাপনা যে আল্লাহর নিদর্শন, সেই আল্লাহ মানুষ নামের সৃষ্টির সেরা প্রাণীকে অনর্থক খেলার ছলে সৃষ্টি করে ছেড়ে দেননি। বরং এ সৃষ্টির পেছনে তার মহান উদ্দেশ্য কার্যকর রয়েছে। পৃথিবীর যাবতীয় কিছু মানুষের সেবার উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করা হয়েছে। আর মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে আল্লাহর দাসত্ব করার উদ্দেশ্যে। আর আল্লাহর এ উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যকে পরিপূরণের জন্য মানুষের মধ্যে কারা কতটুকু কাজ করেছে, তার হিসেব আল্লাহ অবশ্যই নেবেন। যারা এ উদ্দেশ্যে আল্লাহর নির্দেশিত পন্থায় কাজ করেছে তাদেরকে অবশ্যই তিনি পুরস্কার দান করবেন এবং যারা তাদের ওপর অর্পিত দায়িত্বে অবহেলা করেছে বা আদৌ এ ব্যাপারে উদাসীন জীবনযাপন করেছে, তাদেরকে অবশ্যই এর জন্য সাজা পেতে হবে। আর যেদিন এ হিসাব নেয়া হবে সেদিনটি আল্লাহর জ্ঞানে নির্ধারিত আছে। হিসাবের পর কেউ পুরস্কারস্বরূপ জান্নাত লাভ করবে, আর কেউ মিথ্যা প্রতিপন্ন করার শাস্তি হিসেবে জাহান্নামের সাজা ভোগ করবে—এটাই আখিরাত। মানুষের জ্ঞান-বুদ্ধি-বিবেক ও যুক্তির রায় হলো আখিরাত অবশ্যই সত্য এবং তা যথাসময় সংঘটিত হবেই। আল্লাহ আখিরাতের প্রমাণ হিসেবে প্রথমে যে চারটি নিদর্শনের কসম করেছেন, সে সম্পর্কে একটু গভীরভাবে চিন্তা করলেই আখিরাত অমান্যকারীদের বিভ্রান্তি দূর হয়ে যেতে বাধ্য। ভূপৃষ্ঠের পানি যেভাবে বাষ্পাকারে পরিবর্তিত হয়ে বাতাসে মিশে গিয়ে বাতাসের মধ্যে সংরক্ষিত থাকে, অতপর তা মেঘের আকার নিয়ে সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ে এবং বাতাসের সাহায্যে আল্লাহর নির্ধারিত স্থানে পৌঁছে বৃষ্টিরূপে বর্ষিত হয়, এগুলো নিয়ে চিন্তা করলেই একথা আমাদের সামনে সুস্পষ্ট হয়ে উঠে যে, মাটিতে মিশে যাওয়া মানুষকেও আল্লাহ পুনরায় সৃষ্টি করে হিসেব নিতে অবশ্যই সক্ষম।

৫. আয়াতে উল্লিখিত 'হুবুক' শব্দটি 'হিবকাতুন' শব্দের বহুবচন। 'হিবকাতুন' অর্থ কাপড়ের পাড়, বদ্ধপানিতে সৃষ্ট ঢেউরাশি, কোঁকড়া চুলের ভাজ, পথ, গ্রহ-নক্ষত্রের কক্ষপথ, ফেরেশতাদের যাতায়াত পথ ইত্যাদি। আসমানকে 'হুবুক' বিশিষ্ট বলে বুঝানো হয়েছে যে, আকাশে ছেয়ে থাকা মেঘমালা বারবার তার রং ও আকৃতি পরিবর্তন করে তার কোনোটাই অন্য আকৃতির সাথে যেমন সামঞ্জস্য থাকে না, তেমনি তোমাদের ধারণাও একে অপরের সাথে সামঞ্জস্যশীল নয়।

৬. এখানে বাহ্যত মুশরিকদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে। আখিরাত সম্পর্কে তাদের বক্তব্য যেমন পরস্পর সামঞ্জস্যহীন, তেমনি রাসূলুল্লাহ্ সা. সম্পর্কেও তাদের বক্তব্য সামঞ্জস্যহীন। তারা তাঁকে কখনো যাদুকর, কখনো কবি, কখনো জ্বিন-আশ্রিত মানুষ ইত্যাদি বাজে পদবীতে আখ্যায়িত করতো। এ সম্বোধন মুশরিক মুসলিম নির্বিশেষে সকল মানুষের প্রতিও হতে পারে। তখন ভিন্ন ভিন্ন কথা দ্বারা এ অর্থ বুঝানো হবে যে, তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ তো রাসূলুল্লাহ সা.-এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছে এবং তাঁকে সত্য নবী বলে মেনে নিয়েছে, আবার কেউ অস্বীকার ও বিরুদ্ধাচরণ করেছে। (মাযহারী)

আকীদা-বিশ্বাসের দিক থেকে মানুষের মধ্যে পরস্পর ভিন্নতা যে কত রকম হতে পারে, তা আজকের মানুষদের মধ্যকার ভিন্নতা সম্পর্কে আলোচনা করলেই স্পষ্ট হয়ে যাবে। বর্তমান জগতের মানুষের মধ্যেও কেউ কেউ মনে করে এ দুনিয়া চিরস্থায়ী, কখনো এটা ধ্বংস হবে না, আবার কেউ কেউ মনে করে এ দুনিয়ার যাবতীয় ব্যবস্থাপনা মানুষ সহই ধ্বংস হয়ে যাবে। অতীতে যা কিছু ধ্বংস হয়ে গেছে তা যেমন এ পর্যন্ত ফিরে আসেনি। তেমনি এ দুনিয়া ধ্বংস হলেও তা আর পুনরায় সৃষ্টি হবে না। সুতরাং মানুষও আর পুনর্জীবন লাভ করবে না। কেউ কেউ পুনর্জীবনকে বিশ্বাস করে এভাবে যে, মানুষ তার ভালো কাজের ফল ভোগ করার জন্য এ পৃথিবীতে যেমন বারবার জন্মগ্রহণ করে, তেমনি পাপের শাস্তি ভোগ করার জন্যও তার বারবার জন্ম হতে থাকে। তাদের বিশ্বাস জন্মান্তরের মাধ্যমে মানুষের নির্বাণ লাভ হবে বা মানুষ নিশেষ হয়ে যাবে। আর এর মাধ্যমে প্রকৃত মুক্তি লাভ হবে। আবার কেউ কেউ মনে করে আখিরাতের পুরস্কার ও শাস্তি সত্য, তবে তার শাস্তি থেকে মানুষকে বাঁচানোর জন্য স্রষ্টা তাঁর একমাত্র পুত্রকে ক্রুশ বিদ্ধ করে মৃত্যু দান করেছেন এবং স্রষ্টার পুত্র মানুষের পাপের প্রায়শ্চিত্ত আদায় করেছেন। সুতরাং মানুষ যত পাপই করুক না কেনো স্রষ্টার পুত্রের ওপর বিশ্বাস স্থাপন করলে তাকে আর জাহান্নামের শাস্তি ভোগ করতে হবে না। আবার কেউ কেউ কোনো কোনো মানুষকে এমন শক্তিধর হিসেবে বিশ্বাস করে যে, তাদের ধারণা এসব লোকের ভক্ত হয়ে গেলে আখিরাতে শাস্তির আর কোনো ভয় নেই, পাপের পাল্লা যত ভারী-ই হোক না কেনো, এসব আল্লাহর প্রিয় লোকেরা শাস্তি মওকুফ করিয়ে দেবেন। এভাবে সমগ্র পৃথিবীতেই মানুষ অজ্ঞানতা ও মূর্খতার কারণে অসংখ্য মতবাদ ও বিভ্রান্তিকর বিশ্বাস নিয়ে দুনিয়াতে জীবন-যাপন করছে। মানুষের বিশ্বাস ও মতের ভিন্নতাই প্রমাণ করে যে, ওহীর মাধ্যমে আগত জ্ঞান ছাড়া মানুষের সকল ধারণা-অনুমানই মিথ্যা ও বিভ্রান্তিকর। আর মিথ্যার ওপর ভিত্তি করে মানুষ যত সিদ্ধান্তই দুনিয়া-আখিরাতের ব্যাপারে করুক না কেনো, তা ভুল হতে বাধ্য।

﴿١٠﴾ قُتِلَ الْخَرّٰصُوْنَ ﴿١١﴾ الَّذِيْنَ هُمْ فِيْ غَمْرَةٍ سَاهُوْنَ ﴿١٢﴾ يَسْـَٔلُوْنَ اَيَّانَ يَوْمُ الدِّيْنِ

১০. ধ্বংস হয়েছে ভিত্তিহীন অনুমানকারীরা[৮]। ১১. যারাই মূর্খতার মধ্যে উদাসীন[৯]। ১২. তারা জিজ্ঞেস করে, 'কবে হবে কর্মফল দিবস?'

﴿١٠﴾ قُتِلَ-ধ্বংস হয়েছে ; الْخَرّٰصُوْنَ-ভিত্তিহীন অনুমানকারীরা। ﴿١١﴾ الَّذِيْنَ هُمْ-যারাই ; فِيْ-মধ্যে ; غَمْرَةٍ-মূর্খতার ; سَاهُوْنَ-উদাসীন। ﴿١٢﴾ يَسْـَٔلُوْنَ-তারা জিজ্ঞেস করে ; اَيَّانَ-কবে হবে ; يَوْمُ-দিবস ; الدِّيْنِ-কর্মফল।

৭. অর্থাৎ কৃতকর্মের শাস্তি ও পুরস্কার অবশ্যই তোমাদের সামনে আসবে। যদিও তোমরা সে সম্পর্কে ভিন্ন ভিন্ন আকীদা-বিশ্বাস পোষণ করে থাকো। তবে তা মেনে নিতে কেবল মাত্র তারাই অস্বীকার করে, যাদেরকে সত্য থেকে বিমুখ রাখা হয়েছে। আর এর অর্থ এটাও হতে পারে যে, ভিন্ন ভিন্ন কথা শুনে তারাই কুরআন ও রাসূল থেকে মুখ ফেরায়, যাদেরকে বিভ্রান্ত করা হয়েছে।

৮. অর্থাৎ আখিরাত সম্পর্কে এসব ধারণা-অনুমানকারী লোকেরা নিশ্চিত ধ্বংস হবে। কারণ আখিরাত তাদের নাগালের মধ্যেকার কোনো বিষয় নয় যে, যেনতেনভাবে অনুমান করে কোনো একটা ধারণা করে নিলেই তা সঠিক হবে। আর আখিরাতে বিশ্বাসটা এমন বিষয়ও নয় যে, ধারণা-অনুমান ভুল হলেও কোনো অসুবিধা নেই, যখন ধরা পড়বে তখন সংশোধন করে নিলেই চলবে। বরং এ বিশ্বাসটা এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, যার ওপর মানুষের চূড়ান্ত সফলতা বা ব্যর্থতা নির্ভরশীল। সুতরাং বিশ্বস্ত সূত্রে প্রাপ্ত সঠিক জ্ঞান ছাড়া অনুমানের ওপর নির্ভর করে এ ব্যাপারে কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ। যারা এ বিষয়টাকে হালকাভাবে গ্রহণ করে তারা ধ্বংস হতে বাধ্য। আর এ ব্যাপারে জ্ঞান লাভের একমাত্র বিশ্বস্ত সূত্র হলো ওহীর জ্ঞান, যা নবী-রাসূলদের মাধ্যমে মানুষের কাছে পৌঁছেছে।

৯. অর্থাৎ যেসব লোক আখিরাত সম্পর্কে ওহীর সূত্রে প্রাপ্ত জ্ঞানের পরিবর্তে নিজেদের মনগড়া ধারণা অনুমানের ওপর ভিত্তি করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে, তারা মূলত একটি নেশার ঘোরের মধ্যে পড়ে রয়েছে। তাদের এ নেশা তখন কাটবে, যখন তাদের সামনে মৃত্যু এসে হাজির হবে। তখন তারা চাক্ষুষ দেখতে পাবে যে, তাদের ধারণা অনুমান একেবারেই অমূলক। তারা বুঝতে পারবে যে, মৃত্যুর পরের জীবন-ই আসল জীবন। মৃত্যুর পর মাটিতে মিশে যাওয়া, পুনরায় জন্ম নিয়ে দুনিয়াতে ফিরে যাওয়া, ঈশ্বর পুত্রের প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা তাদের পাপমুক্ত হওয়া, কোনো বুযর্গের সুপারিশে মুক্তি পেয়ে যাওয়া ইত্যাদি থেকে ধারণা-অনুমান তারা দুনিয়াতে করেছিল, সেসবই মিথ্যা ও ভিত্তিহীন। তারা চাক্ষুষ দেখতে পাবে যে, নবী-রাসূলগণ ওহীর ভিত্তিতে যা কিছু বলেছেন তা-ই একমাত্র সত্য। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখজনক হলেও সত্য যে, তখন আর জীবনকে শুধরে নেয়ার আর কোনো উপায় থাকবে না।

⑬ يَوْمَ هُمْ عَلَى النَّارِ يُفْتَنُونَ ⑭ ذُوقُوا فِتْنَتَكُمْ هَٰذَا الَّذِي كُنتُم بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ ○

১৩. যেদিন তাদেরকে আগুনে শাস্তি দেয়া হবে।[১০] ১৪. (বলা হবে) মজা ভোগ করো তোমাদের শাস্তির[১১] ; এটা সেই শাস্তি যা তোমরা তাড়াতাড়ি চাচ্ছিলে[১২]।

⑮ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ⑯ آخِذِينَ مَا آتَاهُمْ رَبُّهُمْ ۚ إِنَّهُمْ

১৫. নিশ্চয়ই মুত্তাকীরা[১৩] (সেদিন) বাগ-বাগিচা ও ঝর্ণাধারার মধ্যে থাকবে। ১৬. তারা আনন্দের সাথে গ্রহণরত থাকবে তা, যা তাদের প্রতিপালক তাদেরকে দান করবেন[১৪] ; কেননা তারা

⑬ يَوْمَ-যেদিন ; هُمْ-তাদেরকে ; عَلَى النَّارِ-আগুনে ; يُفْتَنُوْنَ-শাস্তি দেয়া হবে। ⑭ ذُوْقُوْا-(বলা হবে) মজা ভোগ করো ; فِتْنَتَكُمْ-(فتنة+كم)-তোমাদের শাস্তির ; هٰذَا-এটা ; الَّذِىْ-সেই শাস্তি ; كُنْتُمْ بِهٖ تَسْتَعْجِلُوْنَ-যা তোমরা তাড়াতাড়ি চাচ্ছিলে। ⑮ اِنَّ-নিশ্চয়ই ; الْمُتَّقِيْنَ-মুত্তাকীরা (সেদিন) ; فِىْ-মধ্যে থাকবে ; جَنّٰتٍ-বাগ-বাগিচা ; وَ-ও ; عُيُوْنٍ-ঝর্ণাধারার। ⑯ اٰخِذِيْنَ-তারা গ্রহণরত থাকবে ; مَآ-তা, যা ; اٰتٰهُمْ-(اتى+هم)-তাদেরকে দান করবেন ; رَبُّهُمْ-(رب+هم)-তাদের প্রতিপালক ; اِنَّهُمْ-(ان+هم)-কেননা তারা ;

১০. আখিরাতে অবিশ্বাসীদের 'কর্মফল দিবস' কবে হবে—এ জিজ্ঞাসা কর্মফল দিবসের সঠিক জানার উদ্দেশ্যে ছিলো না ; বরং তাদের জিজ্ঞাসা ঠাট্টা-বিদ্রূপ অর্থেই ছিলো। কারণ তাদের বিশ্বাস হলো যে, এ রকম কোনো দিবস আসার আদৌ সম্ভাবনা নেই। তারা যে বিদ্রূপচ্ছলে এ প্রশ্ন করেছে, তা আল্লাহ তা'আলার জবাব থেকেই সুস্পষ্ট হয়ে যায়। আল্লাহ তা'আলার জবাব হলো—কর্মফল দিবস সেদিনই হবে, যেদিন তাদেরকে আগুনের শাস্তি দেয়া হবে। আর তা ছাড়া আখিরাত সংঘটিত হওয়ার সন-তারিখ-সময় বলে দিলেই তাদের কাজকর্মে কোনো পার্থক্য দেখা যাবে না এবং তা নির্দিষ্ট করে বলে দিলে যে, তারা তা বিশ্বাস করে নিজেদেরকে শুধরে নেবে তারই বা নিশ্চয়তা কি ? তারা এখন যেভাবে নবীর কথা অবিশ্বাস করছে, তখন অবিশ্বাস করে বলবে যে, আগে দিনটা আসুক তারপর দেখা যাবে।

১১. অর্থাৎ যে শাস্তির যোগ্য কাজ তোমরা দুনিয়াতে করেছিলে, তার স্বাদ এখন গ্রহণ করো। এ আয়াতাংশের অর্থ এটাও হতে পারে যে, দুনিয়াতে তোমরা যে বিভ্রান্তি ছড়িয়ে ছিলে তার মজা এখন ভোগ করো।

১২. প্রতিদান দিবসকে অস্বীকারকারী কাফিররা যখন ঠাট্টাচ্ছলে জিজ্ঞেস করেছিলো যে, 'সেদিন কি করে আসবে' ? তখন এ জিজ্ঞাসার মধ্যে একথাও রয়েছে যে, আমরা যখন সে দিনটিকে অস্বীকার করছি, তখন দিনটিকে আমাদের ওপর নিয়ে এসো না এবং আমাদের অস্বীকারের শাস্তি দিয়ে দিচ্ছ না কেনো ? এজন্য তারা যখন আগুনে জ্বলতে থাকবে, তখন বলা হবে—এটা সেই শাস্তি যার তাড়াতাড়ি আসার কামনা তোমরা করতে।

كَانُوْا قَبْلَ ذٰلِكَ مُحْسِنِيْنَ ﴿١٦﴾ كَانُوْا قَلِيْلًا مِّنَ الَّيْلِ مَا يَهْجَعُوْنَ ﴿١٧﴾ وَ

ইতিপূর্বে সৎকর্মশীল ছিলো। ১৭. তারা এমন ছিলো যে, রাতের অংশে কমই নিদ্রা যেতো[১৫]। ১৮. আর

بِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُوْنَ ﴿١٨﴾ وَفِيْٓ أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّآئِلِ وَالْمَحْرُوْمِ ﴿١٩﴾

রাতের শেষ প্রহরগুলোতে তারা ক্ষমা প্রার্থনা করতো।[১৬] ১৯. আর তাদের ধন-সম্পদে অধিকার ছিলো প্রার্থীদের জন্য এবং বঞ্চিতদের জন্যও[১৭]।

كَانُوْا-তারা ছিলো ; قَبْلَ ذٰلِكَ-ইতিপূর্বে ; مُحْسِنِيْنَ-সৎকর্মশীল। ⑰ كَانُوْا-তারা এমন ছিলো ; قَلِيْلًا-কমই ; مِّنَ-অংশে ; الَّيْلِ-রাতের ; مَا-যে ; يَهْجَعُوْنَ-নিদ্রা যেতো। ⑱ وَ-আর ; بِالْأَسْحَارِ-(ب+ال+اسحار)-রাতের শেষ প্রহরগুলোতে ; هُمْ-তারা ; يَسْتَغْفِرُوْنَ-ক্ষমা প্রার্থনা করতো। ⑲ وَ-আর ; فِيْٓ أَمْوَالِهِمْ-(فى+اموال+هم)-তাদের ধন-সম্পদে ; حَقٌّ-অধিকার ছিলো ; لِّلسَّآئِلِ-প্রার্থীদের জন্য ; وَ-এবং ; الْمَحْرُوْمِ-বঞ্চিতদের জন্যও।

আল্লাহ তোমাদের প্রতি দয়া পরবশ হয়ে দুনিয়াতে তোমাদের তাৎক্ষণিক শাস্তি দেননি; বরং তোমাদেরকে তিনি সুযোগ দিয়েছেন, যাতে তোমরা ভেবে চিন্তে নিজেকে শুধরে নিয়ে সঠিক পথে চলার জন্য পর্যাপ্ত সময় পাও। কিন্তু তোমরা তা না করে উল্টো প্রতিদান দিবসটিকে দ্রুত নিয়ে আসতে চাচ্ছ। এখন দেখ সে দিবসটির আগমন সত্য কিনা।

১৩. এখানে 'মুত্তাকী' দ্বারা সেসব লোককে বুঝানো হয়েছে, যারা রাসূলুল্লাহ সা.-এর দেয়া সংবাদকে বিশ্বাস করেছে এবং আখিরাতকে মেনে নিয়েছে। আর তিনি আখিরাতে সফলতার জন্য যে কাজ করতে বলেছেন, সে কাজ করেছে এবং যে কাজ বর্জন করতে বলেছেন, তা বর্জন করেছে।

১৪. অর্থাৎ মুত্তাকীদেরকে আল্লাহ তা'আলা যা আখিরাতে দেবেন, তা তাদের কাঙ্ক্ষিত জিনিস তো দেবেন-ই, বরং তাদের আকাঙ্ক্ষার চাইতে আরো বেশী দেবেন। ফলে তারা আল্লাহর অনুপম দান অত্যন্ত আনন্দের সাথে গ্রহণরত থাকবে।

১৫. এখানে মু'মিন মুত্তাকীদের গুণাবলী বর্ণিত হয়েছে। মুত্তাকীদেরকে আল্লাহ তা'আলা যে নিয়ামত দান করবেন, তা এজন্য দেবেন যে, তারা রাতের বেলা জেগে আল্লাহর ইবাদাত করতো। সারা রাত তারা ঘুমিয়ে কাটাতো না ; বরং কিছু সময় ঘুমিয়ে উঠে বাকী সময় ইবাদাতের মধ্যে কাটিয়ে দিত।

১৬. অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা মু'মিন মুত্তাকীদেরকে নিয়ামত এজন্যও দেবেন, কেননা তারা রাতের বেশীর ভাগ অংশে ইবাদাত করে কাটানোর পরও এটাকে যথেষ্ট মনে করতো

﴿٢٠﴾ وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ ﴿٢١﴾ وَفِي أَنفُسِكُمْ ۚ أَفَلَا تُبْصِرُونَ ﴿٢٢﴾ وَفِي السَّمَاءِ

২০. আর পৃথিবীতে অনেক নিদর্শন রয়েছে দৃঢ় বিশ্বাসীদের জন্য।[১৮] ২১. এবং তোমাদের নিজেদের মধ্যেও[১৯], তবুও কি তোমরা অনুধাবন করবে না ? ২২. আর আসমানের মধ্যে রয়েছে

⑳ وَ-আর ; فِي الْأَرْضِ-পৃথিবীতে ; آيَاتٌ-অনেক নিদর্শন রয়েছে ; لِّلْمُوقِنِينَ(ل+ال+موقنين)-দৃঢ় বিশ্বাসীদের জন্য। ㉑ وَ-এবং ; فِي-মধ্যেও ; أَنفُسِكُمْ(انفس+كم)-তোমাদের নিজেদের ; أَفَلَا تُبْصِرُونَ(ا+ف+لاتبصرون)-তবুও কি তোমরা অনুধাবন করবে না। ㉒ وَ-আর ; فِي-মধ্যে রয়েছে ; السَّمَاءِ-আসমানের ;

না ; বরং তারা মনে করতো যে, যেভাবে যতটুকু ইবাদাত করা কর্তব্য সেভাবে ততটুকু ইবাদাত করতে পারেনি। তাই এটাকে তাদের ত্রুটি মনে করে তার জন্য আল্লাহর কাছে শেষ রাতে উঠে ক্ষমা প্রার্থনা করতো। অর্থাৎ তারা যতই ইবাদাত করতো, তার জন্য তারা গর্ব-অহংকার করতো না। বরং তারা বিনয়ে বিগলিত হয়ে ইবাদাতে ত্রুটি-বিচ্যুতির জন্য ক্ষমা চাইতো।

১৭. এখানে সেসব মুত্তাকী মুহসিনদের আরেকটি গুণ বর্ণনা করা হয়েছে, যারা জান্নাত লাভের অধিকারী হবে। আর তাহলো তারা নিজেদের উপার্জিত সম্পদে প্রার্থী ও বঞ্চিতদের অধিকার আছে বলে মনে করে। এ জন্য তারা এসব লোকদের যে সাহায্য করে তাকে ওদের প্রতি দয়ার দান মনে করে না ; বরং এটাকে হকদারকে তার হক প্রদানের দায়িত্ব অনুভূতি নিয়ে সাহায্য করে। আর 'প্রার্থীও বঞ্চিত' বলে একথা বুঝানো হয়নি যে, তারা সেসব লোকদেরকে দান করে, যারা তাদের নিকট ভিক্ষার জন্য হাত পাতে। বরং যার সম্পর্কে তারা জানতে পারতো যে, সে তার রুটি-রুযীর ব্যবস্থা করতে অক্ষম হয়ে পড়েছে, অথচ ব্যক্তি-সম্মান রক্ষার্থে নিজের অভাব কারো কাছে প্রকাশ করে না, অথবা কোনো ইয়াতীম শিশু অসহায় হয়ে পড়েছে, অথবা কোনো বিধবা আশ্রয়হীন হয়ে পড়েছে, অথবা কোনো অক্ষম ব্যক্তি রুযী-রোযগারের ব্যবস্থা করতে পারে না, অথবা কোনো ব্যক্তি বেকার ও কর্মহীন হয়ে পড়েছে, অথবা কোনো ব্যক্তি যা উপার্জন করছে, তা দ্বারা তার প্রয়োজন পূরণ হচ্ছে না, অথবা কোনো ব্যক্তি দুর্ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পড়েছে, নিজের আয় দ্বারা নিজের ক্ষতিপূরণ করতে পারছে না—এমন অভাবী যে কোনো লোকের অবস্থা তার গোচরে আসলে, সে তার সম্পদে সেসব লোকের অধিকার স্বীকার করে নেয়।

মোটকথা, জান্নাত লাভের অধিকারী ব্যক্তির তিনটি গুণ—এক. আখিরাতের প্রতি দৃঢ় ঈমান পোষণকারী, দুই. নিজেদের জীবনপণ করে আল্লাহর ইবাদাতের হক আদায়কারী তিন. আল্লাহর বান্দাহদের প্রতি শারীরিক ও আর্থিক সেবা করাকে তাদের অধিকার ও নিজেদের কর্তব্য হিসেবে সম্পাদনকারী।

১৮. অর্থাৎ এ পৃথিবীর প্রতিটি পরতে পরতে সেসব লোকের জন্য জানার ও শেখার অনেক বিষয় আছে, যারা এসব কিছু নিয়ে গভীর চিন্তা-ভাবনা করে। আর এমন

লোকেরাই আল্লাহর প্রতি সুদৃঢ় ঈমান রাখে। তারা একথার ওপর সুদৃঢ় বিশ্বাসী যে, যে মহাশক্তিমান স্রষ্টা পৃথিবীর যাবতীয় কিছু সৃষ্টি ও পরিচালনা করছেন, তিনি এমন কোনো নির্বোধ ও খেয়ালী সত্তা হতে পারেন না, যিনি খেলার ছলে এসব সৃষ্টি করেছেন এবং মানুষের মতো এমন বুদ্ধিমান প্রাণীকে সৃষ্টি করে নির্দিষ্ট কিছু সময়ের জন্য পৃথিবীতে উদ্দেশ্যহীন ছেড়ে দিয়েছেন। বরং বিশ্ব-জাহানের প্রতিটি পাতা থেকে অর্জিত তাদের শিক্ষা তাদেরকে মহান স্রষ্টার প্রতি দৃঢ়-বিশ্বাসী করে তোলে। তারা বিশ্বাস করে যে, আল্লাহ অবশ্যই বুদ্ধি-বিবেক ও উপলব্ধির অধিকারী মানুষ নামের এ সৃষ্টিকে দেয়া স্বাধীনতা ও ইখতিয়ার সম্পর্কে হিসাব নেবেন। কারণ স্বাধীনতা ও ইখতিয়ারের সাথে জবাবদিহিতা গভীরভাবে সম্পৃক্ত। আর আল্লাহ তা'আলা অসীম শক্তিমান সত্তার পক্ষে মানুষকে পুনর্জীবন দান করে জবাবদিহিতার সম্মুখীন করা মোটেই অসম্ভব নয়, যদিও মানুষ মৃত্যুর পর গলে-পঁচে মাটিতে মিশে যাক না কেনো।

১৯. ইতিপূর্বে ভূ-পৃষ্ঠে মানুষের চোখের সামনে বর্তমান নিদর্শনাবলী উল্লেখ করার পর, এখানে সেগুলোর চাইতেও নিকটবর্তী খোদ মানুষের ব্যক্তিসত্তার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলা হয়েছে যে, ভূ-পৃষ্ঠে ও ভূ-পৃষ্ঠের সৃষ্টবস্তু বাদ দিয়ে খোদ তোমাদের অস্তিত্ব তোমাদের দেহ ও তোমাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করলেও আল্লাহ তা'আলার অগণিত নিদর্শনাবলী তোমাদের চোখের সামনে ভেসে উঠবে। তোমরা বুঝতে পারবে সমগ্র বিশ্বে আল্লাহর কুদরতের যেসব নিদর্শন রয়েছে সেসব যেন মানুষের ক্ষুদ্র অস্তিত্বের মধ্যে লুকিয়ে আছে। আর এজন্যই মানুষের অস্তিত্বকে ক্ষুদ্র জগত বলা হয়। সমগ্র বিশ্বের দৃষ্টান্ত মানুষের অস্তিত্বের মধ্যে স্থান লাভ করেছে। মানুষ যদি তার জন্মলগ্ন থেকে মৃত্যুপর্যন্ত অবস্থা পর্যালোচনা করে তবে আল্লাহ তা'আলাকে তার দৃষ্টির সামনে উপস্থিত দেখতে পাবে।

মানুষ যদি তার জন্ম-প্রক্রিয়া সম্পর্কে একটু চিন্তা করে দেখে যে, এক ফোঁটা বীর্য বিভিন্ন ভূখণ্ডের খাদ্য ও বিশ্বময় ছড়ানো সূক্ষ্ম উপাদানসমূহের নির্যাস হয়ে গর্ভাশয়ে স্থিতিশীল হয়। অতপর কিভাবে বীর্য থেকে একটি জমাট রক্তপিণ্ড তৈরি হয় এবং তা থেকে মাংসপিণ্ড প্রস্তুত হয় ? এরপর কিভাবে তাতে হাড়-মজ্জা তৈরী করা হয় ? তারপর এ নিষ্প্রাণ পুতুলের মধ্যে প্রাণের সঞ্চার করা হয় ? তারপর একটা নির্দিষ্ট সময় পরে তাকে পৃথিবীর আলো-বাতাসে নিয়ে আসা হয় এবং ক্রমোন্নতির ধাপে ধাপে তাকে একটি সুন্দর সুঠাম মানুষে রূপদান করা হয় ? এভাবে কোটি কোটি মানুষ দুনিয়াতে আসে ; কিন্তু এদের কারো চেহারার সাথে কারো চেহারার মিল নেই। মানুষের এ কয়েক ইঞ্চি পরিধির চেহারার মধ্যে এমনভাবে স্বাতন্ত্র রক্ষা করার সাধ্য মহাকুশলী আল্লাহ ছাড়া আর কার আছে ? এরপর তাদের মন-মেযাজের পার্থক্যও এক ও অদ্বিতীয় আল্লাহর কুদরতের এক অনুপম নিদর্শন, যা অস্বীকার করতে পারে একমাত্র বিবেক-বুদ্ধিহীন অন্ধরাই।

আর জ্ঞান-বুদ্ধিহীন, অন্ধ ও হঠকারী ব্যক্তি ছাড়া আর কেউ বলতে পারে না যে, মানুষের মতো এমন একটা সৃষ্টি পৃথিবীতে হঠাৎ করে অস্তিত্ব লাভ করেছে এর পেছনে

رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ ۝٢٢ فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِّثْلَ مَا

তোমাদের রিযিক এবং যা কিছু তোমাদেরকে ওয়াদা দেয়া হচ্ছে তা-ও।[২০] ২৩. অতএব কসম আসমান ও যমীনের প্রতিপালকের, অবশ্যই তা তার মতোই নিশ্চিত সত্য যেমন

أَنَّكُمْ تَنطِقُونَ ۝

তোমরা কথাবার্তা বলছো।

رِزْقُكُمْ-(رزق+كم)-তোমাদের রিযিক ; وَ-এবং ; مَا-যা কিছু তা-ও ; تُوعَدُونَ-তোমাদেরকে ওয়াদা দেয়া হচ্ছে। ২৩ فَوَ-(ف+و)-অতএব কসম ; رَبِّ-প্রতিপালকের; السَّمٰوٰتِ-আসমান ; وَ-ও ; الْأَرْضِ-যমীনের ; إِنَّهُ-(ان+ه)-অবশ্যই তা ; لَحَقٌّ-নিশ্চিত সত্য ; مِّثْلَ مَا-তার মতোই যেমন ; أَنَّكُمْ-তোমরা ; تَنطِقُونَ-কথাবার্তা বলছো।

স্রষ্টার কোনো যুক্তি ও পরিকল্পনা কার্যকর নেই। মানুষের হাতে দুনিয়াতে কর্মকাণ্ড সংঘটিত হচ্ছে, তা সবই ফলাফল ও উদ্দেশ্য-লক্ষ্যহীনভাবে শেষ হয়ে যাবে। কোনো ভালো কাজের সুফল ও মন্দ কাজের কুফল কাউকে ভোগ করতে হবে না। কোনো যুলুমের জন্য জবাবদিহি করতে হবে না। এমন কথা বলা মূর্খ ও হঠকারিতা ছাড়া আর কি-ইবা হতে পারে ? একজন জ্ঞান-বুদ্ধির অধিকারী সুস্থ মস্তিষ্ক যুক্তিবাদী মানুষ কখনো এমন কথা ভাবতে পারে না যে, আল্লাহ মানুষকে এমন শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি হিসেবে দুনিয়াতে অস্তিত্ব দান করেছেন, তিনি তাকে পুনরায় সৃষ্টি করে তার নিকট থেকে দুনিয়ার কাজ-কর্মের হিসাব নিতে পারবেন না।

২০. অর্থাৎ আসমানেই তোমাদের রিযিক তথা দুনিয়াতে প্রয়োজনীয় যাবতীয় বস্তু এবং প্রতিশ্রুত বিষয় তথা কিয়ামত, হাশর, পুনরুত্থান, হিসেব-নিকেশ, জবাবদিহি ও পুরস্কার বা শাস্তি সবকিছুর ফায়সালা হয়। আর জবাবদিহি ও কর্মফল দেয়ার জন্য কখন তোমাদেরকে তলব করা হবে, সে সিদ্ধান্তও সেখান থেকে হবে।

১ম রুকূ' (১-২৩ আয়াত)-এর শিক্ষা

১. কোনো কথা বলার জন্য আল্লাহ তা'আলার কসম করার প্রয়োজন নেই। তারপরও কসম করেছেন মানুষের সামনে কসমের পরবর্তী কথার গুরুত্ব তুলে ধরার জন্য।

২. প্রাণীজগত ও উদ্ভিদ জগতের জন্য বায়ুর প্রবাহ এক অপরিহার্য বিষয়, যার কোনো বিকল্প নেই। পৃথিবীতে প্রাণ ধারণের জন্য অপরিহার্য উপাদান বায়ুর কসম করে আল্লাহ তা'আলা তাঁর কথাটি উপস্থাপন করেছেন।

৩. প্রথম চারটি আয়াতেই বায়ুর চারটি প্রধান ভূমিকার উল্লেখ করে কসম করা হয়েছে, যা থেকে বায়ুর প্রয়োজনীয়তা সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

৪. অতপর সেই অতীব গুরুত্বপূর্ণ কথাটি বলা হয়েছে। আর তা হলো—'তোমাদের দেয়া প্রতিশ্রুতি বিষয়টি অকাট্য সত্য।'—এর দ্বারা আখিরাতকে বুঝানো হয়েছে।

৫. কসমকৃত চারটি বিষয়ের ব্যাপারে গভীরভাবে চিন্তা করলেই আখিরাতের প্রমাণ পাওয়া যাবে। সুতরাং এসব বিষয় সম্পর্কে চিন্তা করে দেখা মানুষের কর্তব্য।

৬. মানুষকে এ দুনিয়ার কর্মের ফল অবশ্যই দেয়া হবে—এতে কোনো প্রকার দ্বিধা-দ্বন্দ্বের অবকাশ নেই। অতএব সুফল লাভের উদ্দেশ্যেই মানুষের কাজ করা কর্তব্য।

৭. অতপর আল্লাহ বৈচিত্রময় আকাশের কসম করে বলছেন যে, আখিরাত সম্পর্কে তোমাদের ধারণা অনুমান ও কথাবার্তা পরস্পর ভিন্ন ভিন্ন। কারণ এগুলোর প্রামাণ্য কোনো সূত্র নেই।

৮. আখিরাত সম্পর্কে ওহীর সূত্রে প্রাপ্ত নবী-রাসূল কর্তৃক পেশকৃত তথ্যই একমাত্র সত্য। সুতরাং সেসব তথ্যাবলীকে মেনে নিয়ে তদনুযায়ী জীবনযাপন করাই জ্ঞানী ব্যক্তি ও বুদ্ধিমানের কাজ।

৯. অনুমান নির্ভর ধারণা-কল্পনার অনুসারীদের জন্য নিশ্চিত ধ্বংস। এতে কোনো সন্দেহের সুযোগ নেই। আখিরাত সম্পর্কে ধারণা-কল্পনার ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণকারীরা মূর্খতার মধ্যে উদাসীন হয়ে ঘুরপাক খাচ্ছে।

১০. আখিরাত সম্পর্কে ওহীর ভিত্তিতে প্রাপ্ত খবর নিয়ে যারা ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে এবং অবিশ্বাস করে, তারা তাদের প্রতিশ্রুত শাস্তির যখন মুখোমুখী হবে, তখন আর কোনো উপায় থাকবে না।

১১. আখিরাতে অবিশ্বাসী কাফির-মুশরিক ও মুনাফিকদেরকে সেদিন শাস্তি দিয়ে বলা হবে যে, তোমরা যা নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করতে তার মজা ভোগ করো।

১২. যারা আখিরাত সম্পর্কে নবী-রাসূলদের কথাকে বিশ্বাস করে তাঁদের প্রদত্ত শিক্ষা অনুসারে জীবনযাপন করেছে, তারা সেদিন অফুরন্ত সুখের আবাস জান্নাতে আনন্দ উপভোগ করতে থাকবে।

১৩. মু'মিন-মুত্তাকী তথা বিশ্বাসী আল্লাহভীরু লোকেরা যে সৎকর্মশীল জীবনযাপন করেছে, তার প্রতিদান স্বরূপ আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে অনন্ত সুখের আবাস এ জান্নাত দান করবেন।

১৪. সৎকর্মশীল মুত্তাকীদের আর একটি গুণ ছিলো তারা রাতের কিছু অংশ ঘুমিয়ে বাকী অংশে আল্লাহর ভয়ে তাঁর ইবাদাত করে কাটিয়ে দিত।

১৫. মুত্তাকী-মুহসিনদের অপর গুণটি হলো—তারা যতই সৎকর্ম করুক না কেনো, তারা তাকে যথেষ্ট মনে না করে রাতের শেষ প্রহরে ইবাদাতের ত্রুটি-বিচ্যুতির জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা-প্রার্থনা করে।

১৬. মুত্তাকী-মুহসিনদের অন্যতম গুণ হলো—তারা তাদের উপার্জিত সম্পদের নিঃস্ব-দরিদ্রদের অধিকার স্বীকার করে নেয় এবং এ অধিকার আদায় করাকে নিজের কর্তব্য মনে করে।

১৭. যারা আল্লাহ ও আখিরাতে দৃঢ়-বিশ্বাস রাখে তাদের বিশ্বাসের সপক্ষে আল্লাহ ও আখিরাত সম্পর্কে অগণিত প্রামাণ্য নিদর্শন মজুদ রয়েছে।

১৮. দুনিয়াতে মানুষের যাবতীয় প্রয়োজন পূরণ এবং আখিরাতে যেসব বিষয়ের প্রতিশ্রুতি মানুষকে দেয়া হয়েছে, সবকিছুর ফায়সালা আসমানেই হয়।

১৯. মানুষ দুনিয়াতে যা কিছু কথাবার্তা বলে এসব যেমন সন্দেহাতীত বিষয়, তেমনি কিয়ামত ও হাশর, হিসাব এবং পুরস্কার ও শাস্তি তা-ও সন্দেহাতীত বিষয়।

❑

সূরা হিসেবে রুকূ'-২
পারা হিসেবে রুকূ'-১
আয়াত সংখ্যা-২৩

﴿٢٤﴾ هَلْ أَتٰكَ حَدِيْثُ ضَيْفِ إِبْرٰهِيْمَ الْمُكْرَمِيْنَ ﴿٢٥﴾ إِذْ دَخَلُوْا عَلَيْهِ فَقَالُوْا سَلٰمًا

২৪. আপনার[২১] কাছে ইবরাহীমের সম্মানিত মেহমানদের কোনো খবর কি এসেছে[২২], ২৫. যখন তারা প্রবেশ করলো তার কাছে, এবং (তাকে) তারা বললো, 'সালাম';

قَالَ سَلٰمٌ قَوْمٌ مُّنْكَرُوْنَ ﴿٢٦﴾ فَرَاغَ إِلٰى أَهْلِهِ فَجَاءَ بِعِجْلٍ سَمِيْنٍ ﴿٢٧﴾ فَقَرَّبَهُ

(প্রতিউত্তরে) তিনি বললেন, 'সালাম' (স্বগত বললেন) অপরিচিত লোক[২৩]। ২৬. তারপর তিনি নীরবে তাঁর পরিবারের নিকট গেলেন[২৪] এবং একটি মোটা তাজা (ভুনা) গো-বাছুর নিয়ে আসলেন[২৫]। ২৭. এবং তা সামনে রাখলেন

(২৪) هَلْ-কি ; أَتٰكَ-(اتى+ك)-আপনার কাছে এসেছে ; حَدِيْثُ-কোনো খবর ; ضَيْفِ-মেহমানদের ; اِبْرٰهِيْمَ-ইবরাহীমের ; الْمُكْرَمُوْنَ-সম্মানিত। (২৫) اِذْ-যখন ; دَخَلُوْا-তারা প্রবেশ করলো ; عَلَيْهِ-তার কাছে ; فَقَالُوْا-(ف+قالوا)-এবং (তাকে) তারা বললো ; سَلٰمًا-'সালাম' ; قَالَ-(প্রতি উত্তরে) তিনি বললেন ; سَلٰمٌ-'সালাম' ; قَوْمٌ-(স্বগত বললেন) লোক ; مُّنْكَرُوْنَ-অপরিচিত। (২৬) فَرَاغَ-(ف+راغ)-তারপর তিনি নিরবে গেলেন ; اِلٰى-নিকট ; اَهْلِهِ-(اهل+ه)-তাঁর পরিবারের ; فَجَاءَ-(ف+جاء)-এবং এলেন ; بِعِجْلٍ-(ب+عجل)-একটি (ভুনা) গো-বাছুর নিয়ে ; سَمِيْنٍ-মোটা তাজা। (২৭) فَقَرَّبَهُ-(ف+قرب+ه)-এবং তা সামনে রাখলেন ;

২১. এ রুকূ'তে অতীতের কয়েকজন নবী-রাসূল এবং অতীতের কয়েকটি নাফরমানী জাতির সংক্ষিপ্ত বিবরণ পেশ করা হয়েছে। এ বিবরণ দ্বারা দুটো জিনিস বুঝানো হয়েছে—

এক ঃ আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক প্রতিদান দানের বিধান মানব-ইতিহাসের সকল যুগেই কার্যকর আছে। এ বিধানে সৎকর্মশীল লোকদের পুরস্কার এবং যালিম ও অসৎকর্মশীল লোকদের শাস্তি সকল যুগেই কার্যকর দেখতে পাওয়া যায়। এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, মানুষের সাথে তাঁর মহান স্রষ্টা আল্লাহর আচরণ কেবলমাত্র প্রাণীজগত ও উদ্ভিদ জগতের মতো প্রাকৃতিক বিধানও কার্যকর আছে। সুতরাং যেসব নৈতিক কাজের ফলাফল দুনিয়াতে প্রকাশ করা সম্ভব নয় সেগুলো পূর্ণাংগভাবে প্রকাশের জন্য এমন একটা সময় আসাটা নিশ্চিত।

দুই ঃ অতীতের যেসব জাতি নবী-রাসূলদের প্রচারিত তাওহীদ, রিসালাত ও আখিরাতকে

اِلَيْهِمْ قَالَ اَلَا تَاْكُلُوْنَ ﴿٢٧﴾ فَاَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيْفَةً ۖ قَالُوْا لَا تَخَفْ ۖ وَبَشَّرُوْهُ

তাদের, (তারা খাচ্ছে না দেখে) তিনি বললেন,'আপনারা খাচ্ছেন না কেনো ?' ২৮. এতে তাদের ব্যাপারে তিনি (অন্তরে) ভীতি অনুভব করলেন[২৬] ; তারা বললো, 'আপনি ভয় পাবেন না এবং তারা তাকে সুসংবাদ দিলো

اِلَيْهِمْ-তাদের ; قَالَ-(তারা খাচ্ছেনা দেখে) তিনি বললেন ; اَلَا تَاْكُلُوْنَ-(ا+لاتاكلون)-আপনারা খাচ্ছেন না কেনো ? ﴿٢٨﴾ فَاَوْجَسَ-(ف+اوجس)-এতে তিনি অনুভব করলেন ; مِنْهُمْ-তাদের ব্যাপারে ; خِيْفَةً-(অন্তরে) ভীতি ; قَالُوْا-তারা বললো ; لَا تَخَفْ -আপনি ভয় পাবেন না ; وَ-এবং ; بَشَّرُوْهُ-(بشروا+ه)-তারা তাঁকে সুসংবাদ দিলো ;

অস্বীকার করেছে এবং নিজেদের তৈরি বিধি-বিধান অনুসরণ করে জীবন-যাপন করেছে, তারা অবশেষে নিজেদের ধ্বংস ডেকে এনেছে। নবী-রাসূলদের প্রদত্ত নৈতিক বিধি-বিধান অনুসারে আখিরাতে মানুষের এ দুনিয়ার কাজ-কর্মের জন্য জবাবদিহিতা এক বাস্তব ও সত্য বিষয়। ইতিহাসের অভিজ্ঞতা-ই তার সাক্ষী। কারণ অতীতের যেসব অবিশ্বাসী জাতি-গোষ্ঠী নিজেদেরকে দায়িত্বহীন ও জবাবদিহি থেকে মুক্ত মনে করে লাগামহীন জীবন পরিচালনা করেছে। পরিণামে তারা দুনিয়াতেই ধ্বংস হয়ে গেছে।

২২. হযরত ইবরাহীম আ.-এর মেহমানদের ঘটনা এর আগেও কুরআন মাজীদের নিম্নোক্ত স্থানসমূহে বর্ণিত হয়েছে—সূরা হূদ ৬৯-৭৬ আয়াত ; সূরা আল-হিজর ৫১-৬০ আয়াত এবং সূরা আনকাবূত ৩১-৩২ আয়াত। উল্লিখিত অংশ টীকাসহ দ্রষ্টব্য।

২৩. ফেরেশতাদের সালামের জবাবে হযরত ইবরাহীম আ. 'সালাম' বলে যে উত্তর দিয়েছেন, তাতে সার্বক্ষণিক শান্তির অর্থ নিহিত আছে। পরবর্তী 'অপরিচিত লোক কথাটি ইবরাহীম আ.-এর স্বগতোক্তি তথা মনে মনে বলা কথাও হতে পারে অথবা জিজ্ঞাসার ভঙ্গিতে মেহমানদেরকে শুনিয়ে বলা কথাও হতে পারে। উদ্দেশ্য ছিলো তাদের পরিচয় জিজ্ঞেস করা। কারণ ফেরেশতারা মানুষের আকৃতি ও বেশভূষা ধারণ করে এসেছিলেন। তাই তিনি তাদেরকে চিনতে পারেননি।

২৪. অর্থাৎ তিনি মেহমানদারীর ব্যবস্থা করার জন্য তাঁদেরকে কিছু না বলে নিরবে বের হয়ে গেলেন, যাতে মেহমানরা সৌজন্যের খাতিরে মেহমানদারীর ব্যবস্থা করতে বাধা প্রদান না করতে পারে।

২৫. অর্থাৎ তিনি মেহমানদের জন্য একটি মোটা-তাজা গো-বাছুর ভুনা করিয়ে এনেছিলেন। সূরা হূদে বাছুরকে ভুনা করে আনার কথা বলা হয়েছে, যদিও এখানে তা বলা হয়নি।

২৬. অর্থাৎ মেহমানদেরকে খাদ্য গ্রহণ না করতে দেখে তিনি ভয় পেয়ে গেলেন। কারণ গোত্রীয় জীবন ধারায় এ আচরণ কোনো অশুভ লক্ষণ বলেই মনে করা হতো। এ ধরনের আচরণ কোনো অপরিচিত মেহমান থেকে পাওয়া গেলে তাদেরকে শত্রু বলে

بِغُلٰمٍ عَلِيْمٍ ﴿٢٩﴾ فَأَقْبَلَتِ امْرَأَتُهٗ فِىْ صَرَّةٍ فَصَكَّتْ وَجْهَهَا وَقَالَتْ عَجُوْزٌ

এক অত্যন্ত জ্ঞানী পুত্র সন্তানের[২৭]। ২৯.অতপর (এটা শুনে) তাঁর স্ত্রী চিৎকার করতে করতে সামনে এলো এবং নিজ কপালে হাত মারতে থাকলো, আর বললো, (আমি তো) বুড়ী—

عَقِيْمٌ ﴿٣٠﴾ قَالُوْا كَذٰلِكِ ۙ قَالَ رَبُّكِ ۭ اِنَّهٗ هُوَ الْحَكِيْمُ الْعَلِيْمُ ○

বন্ধ্যা।[২৮] ৩০. তারা (মেহমানরা) বললো—'এমনই বলেছেন তোমার প্রতিপালক ; নিশ্চয়ই তিনি—তিনিই একমাত্র মহাজ্ঞানী একমাত্র সর্বজ্ঞ'।[২৯]

بِغُلٰمٍ-(ب+غلم)-একপুত্র সন্তানের ; عَلِيْمٍ-অত্যন্ত জ্ঞানী। ﴿٢٩﴾ فَأَقْبَلَتْ-(ف+اقبلت)-অতপর (এটা শুনে) সামনে এলো ; امْرَأَتُهٗ-(امراة+ه)-তাঁর স্ত্রী ; فِىْ صَرَّةٍ-চিৎকার করতে করতে ; فَصَكَّتْ-(ف+صكت)-এবং হাত মারতে থাকলো ; وَجْهَهَا-(وجه+ها)-নিজ কপালে ; وَ-আর ; قَالَتْ-বললো ; عَجُوْزٌ-(আমিতো) বুড়ী ; عَقِيْمٌ-বন্ধ্যা। ﴿٣٠﴾ قَالُوْا-তারা (মেহমানরা) বললো ; كَذٰلِكِ-এমনই ; قَالَ-বলেছেন ; رَبُّكِ-তোমার প্রতিপালক ; اِنَّهٗ-নিশ্চয়ই তিনি ; هُوَ-তিনিই ; الْحَكِيْمُ-একমাত্র মহাজ্ঞানী ; الْعَلِيْمُ-একমাত্র সর্বজ্ঞ।

মনে করা হতো। অথবা খাদ্য গ্রহণ করতে করতে ইবরাহীম আ. বুঝতে পেরেছিলেন যে, তাঁরা মানুষ নন—ফেরেশতা। আর মানুষের অবয়ব ধারণ করে ফেরেশতাদের আগমন কোনো অস্বাভাবিক পরিস্থিতির পূর্বাভাস বহন করে। তাই তিনি কোনো অস্বাভাবিক পরিস্থিতির আশংকা করছিলেন।

২৭. এ সুসংবাদ ছিলো হযরত ইসহাক আ.-এর জন্মের সুসংবাদ। সূরা হূদ-এর ৭১ আয়াতে স্পষ্ট করেই একথা বলা হয়েছে। সেখানে হযরত ইসহাক আ.-এর ঔরসে ইয়াকূব আ.-এর জন্মের সুসংবাদ দেয়ার কথাও উল্লিখিত আছে।

২৮.অর্থাৎ ফেরেশতাগণ কর্তৃক ইবরাহীম আ.-কে প্রদত্ত সুসংবাদ শুনে তাঁর স্ত্রী এগিয়ে এসে বললেন যে, আমি তো 'বুড়ী ও বন্ধ্যা' কিভাবে আমার সন্তান হবে ? বর্ণিত আছে (বাইবেলে) যে, তখন ইবরাহীম আ.-এর বয়স ছিলো একশত বছর, আর তাঁর স্ত্রীর বয়সও ছিলো নব্বই বছর।

২৯. ফেরেশতারা নবী-স্ত্রীর বিস্ময়ের জবাবে বললেন যে, আল্লাহর হুকুম এমনই। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা সবকিছু করতে পারেন—একাজও এমনই হবে। এ সুসংবাদ অনুযায়ী যখন হযরত ইসহাক আ. জন্মগ্রহণ করেন, তখন নবী-স্ত্রী হযরত সারার বয়স হয়েছিলো নিরানব্বই বছর এবং হযরত ইবরাহীম আ.-এর বয়সও ছিলো একশত বছর। (কুরতুবী)

﴿٣١﴾ قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ اَيُّهَا الْمُرْسَلُوْنَ ﴿٣٢﴾ قَالُوْٓا اِنَّآ اُرْسِلْنَآ اِلٰى قَوْمٍ

৩১. তিনি (ইবরাহীম) বললেন—"তবে হে (আল্লাহর) প্রেরিত ফেরেশতাবৃন্দ! আপনাদের আসল উদ্দেশ্য কি ?[৩০]"

৩২. তারা বললো—"আমরা তো প্রেরিত হয়েছি এমন একটি কাওমের প্রতি

مُّجْرِمِيْنَ ﴿٣٣﴾ لِنُرْسِلَ عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّنْ طِيْنٍ ﴿٣٤﴾ مُّسَوَّمَةً عِنْدَ رَبِّكَ

(যারা) অপরাধী[৩১]। ৩৩. যেন আমরা তাদের ওপর পোড়া মাটির পাথর নিক্ষেপ করি।

৩৪. (যা) আপনার প্রতিপালকের কাছে চিহ্নিত আছে

৩১ قَالَ-তিনি (ইবরাহীম) বললেন ; فَمَا-(ف+ما)-তবে কি ; خَطْبُكُمْ-(خطب+كم)-আপনাদের আসল উদ্দেশ্য ; اَيُّهَا-হে ; الْمُرْسَلُوْنَ-আল্লাহর ফেরেশতাবৃন্দ। ৩২ قَالُوْٓا-তারা বললো ; اِنَّآ-আমরা তো ; اُرْسِلْنَآ-প্রেরিত হয়েছি ; اِلٰى-প্রতি ; قَوْمٍ-একটি কাওমের ; مُّجْرِمِيْنَ-(যারা) অপরাধী। ৩৩ لِنُرْسِلَ-যেন আমরা নিক্ষেপ করি ; عَلَيْهِمْ-তাদের ওপর ; حِجَارَةً-পাথর ; مِّنْ طِيْنٍ-পোড়া মাটির। ৩৪ مُّسَوَّمَةً-(যা) চিহ্নিত আছে ; عِنْدَ-কাছে ; رَبِّكَ-(رب+ك)-আপনার প্রতিপালকের ;

আল্লাহ তা'আলা তাঁর ইবাদাতের হক আদায়কারী বান্দাহদেরকে দুনিয়াতেও এভাবেই পুরস্কৃত করেন। সাধারণ প্রাকৃতিক নিয়ম অনুযায়ী যে বয়সে মানুষ সন্তান হওয়া থেকে একেবারেই নিরাশ হয়ে যায়, সেই বয়সেই আল্লাহ তাঁর নবীকে এক অনুপম সন্তান দান করেছেন। যাঁর ঔরসে হযরত ইয়াকূব ও ইউসুফ আ. জন্মলাভ করেন। হযরত ইবরাহীম আ.-এর ঔরসে ইসমাঈল ও ইসহাক আ. অতপর ইসহাক আ.-এর ঔরসে ইয়াকূব আ. এবং ইয়াকূব আ.-এর ঔরসে ইউসুফ আ. জন্মলাভ করেন।

৩০. মেহমানদের এ কথাবার্তার মাধ্যমে ইবরাহীম আ. জানতে পারলেন যে, আগন্তুক মেহমানগণ মানুষের অবয়বে ফেরেশতা। তাই তিনি জিজ্ঞেস করলেন, আপনারা কি উদ্দেশ্যে আগমন করেছেন ? কারণ নবী হিসেবে তিনি জানতেন—কোনো গুরুত্বপূর্ণ কাজের উদ্দেশ্যেই ফেরেশতারা মানুষের আকৃতি ধারণ করে পৃথিবীতে আগমন করে থাকেন।

৩১. অর্থাৎ লূত আ.-এর জাতি। ফেরেশতারা তাদের পরিচয় দিতে গিয়ে শুধুমাত্র 'অপরাধী জাতি' বলেই শেষ করেছে। কারণ তারা অপরাধ করতে করতে সীমালংঘন করে ফেলেছিলো। আর সে জন্য সেই জাতির নাম উল্লেখ করে পরিচয় দেয়ার প্রয়োজন হয়নি। কুরআন মাজীদের অনেক আয়াতে এ জাতি সম্পর্কে আলোচনা এসেছে। এ ব্যাপারে আগ্রহী পাঠকগণ নিম্নে উল্লিখিত সূরার সংশ্লিষ্ট আয়াতসমূহ টীকা সহ দেখে নিতে পারেন।

সূরা হূদ ৭৪-৮৩ আয়াত ; সূরা সাদ-৮০-৮৫ আয়াত ; সূরা আল-আম্বিয়া ৭৪-৭৫

لِلْمُسْرِفِيْنَ ﴿٣٤﴾ فَاَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيْهَا مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿٣٥﴾ فَمَا وَجَدْنَا فِيْهَا

সীমালংঘনকারীদের জন্য[৩২]। ৩৫. অতপর[৩৩] আমি তাদেরকে বের করে নিলাম, যারা সেখানে মু'মিনদের শামিল ছিলো। ৩৬. তবে আমি পাইনি সেখানে

غَيْرَ بَيْتٍ مِّنَ الْمُسْلِمِيْنَ ﴿٣٦﴾ وَتَرَكْنَا فِيْهَآ اٰيَةً لِّلَّذِيْنَ يَخَافُوْنَ الْعَذَابَ

মুসলমানদের শামিল একটি পরিবার ছাড়া[৩৪]। ৩৭. আর আমি সেখানে নিদর্শন রেখে দিয়েছি তাদের জন্য যারা ভয় করে সেই শাস্তিকে—

لِلْمُسْرِفِيْنَ-(ل+ال+مسرفين)-সীমালংঘনকারীদের জন্য। ৩৫ فَاَخْرَجْنَا-(ف+اخرجنا)- অতপর আমি বের করে নিলাম ; مَنْ-তাদেরকে যারা ; كَانَ-ছিলো ; فِيْهَا-সেখানে ; مِنَ-শামিল ; الْمُؤْمِنِيْنَ-মু'মিনদের। ৩৬ فَمَا وَجَدْنَا-(ف+ما وجدنا)-তবে আমি পাইনি ; فِيْهَا-সেখানে ; غَيْرَ-ছাড়া ; بَيْتٍ-একটি পরিবার ; مِنَ-শামিল ; الْمُسْلِمِيْنَ-মুসলমানদের। ৩৭ وَ-আর ; تَرَكْنَا-আমি রেখে দিয়েছি ; فِيْهَا-সেখানে ; اٰيَةً-নিদর্শন ; لِلَّذِيْنَ-তাদের জন্য যারা ; يَخَافُوْنَ-ভয় করে ; الْعَذَابَ-সেই শাস্তিকে ;

আয়াত ; সূরা আশ-শুআরা ১৬০-১৭৫ আয়াত ; সূরা আন নামল ৫৪-৫৮ আয়াত ও ৬৩-৬৮ আয়াত এবং সূরা আস-সাফ্‌ফাত ১৩৩-১৩৮ আয়াত।

৩২. কাওমে লূতের ওপর যে পোড়ানো মাটির কংকর বর্ষিত হয়েছিলো সেগুলোর ওপর সুনির্দিষ্ট অপরাধির নাম লিখিত ছিলো। কুরআন মাজীদের অন্যান্য আয়াতের বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, গোটা জনপদকেই আজরাঈল আ. ওপরে উঠিয়ে উল্টে দিয়েছিলেন। অতপর তাদের ওপর পোড়ানো মাটির কংকর বর্ষণ করে তাদেরকে দুনিয়া থেকে নিশ্চিহ্ন করে দেয়া হয়েছিলো।

৩৩. এখানে সংক্ষেপে এ অপরাধী জাতির ওপর যে আযাব এসেছিলো, তা উল্লেখ করা হয়েছে। ইবরাহীম আ.-এর নিকট থেকে গিয়ে লূত আ. ও তাঁর জাতির লোকদের সাথে ফেরেশতাদের যেসব কথাবার্তা হয়েছিলো, এখানে সেসব বিষয় উল্লিখিত হয়নি। এসব বিষয়ে আগেই অন্যান্য সূরাতে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

৩৪. অর্থাৎ সে জাতির লোকদের মধ্যে একমাত্র লূত আ.-এর পরিবারটি-ই ইসলামের বিধি-বিধান-এর অনুসারী ছিলো। জাতির লোকেরা অশ্লীলতা ও পাপাচারে ডুবে গিয়েছিলো। তাই আল্লাহ তা'আলা একমাত্র লূতের পরিবারকে প্রলয়ংকরী আযাব থেকে রক্ষা করেছেন। বাকীদের সবাইকে প্রলয়ংকরী আযাব দিয়ে ধ্বংস করে দিয়েছেন। একটি লোকও সেই আযাব থেকে বাঁচতে পারেনি।

এ আয়াত থেকে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় জানা যায়—এক. কোনো জাতির মধ্যে যদি কোনো ভালো গুণ অবশিষ্ট থাকে, সে জাতিকে আল্লাহ সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করেন না।

الْاَلِيْمَ ﴿٣٧﴾ وَفِيْ مُوْسٰى اِذْ اَرْسَلْنٰهُ اِلٰى فِرْعَوْنَ بِسُلْطٰنٍ مُّبِيْنٍ ﴿٣٨﴾ فَتَوَلّٰى

(যা হবে) যন্ত্রণাদায়ক।[৩৪] ৩৮. আর মূসার ঘটনাতেও (তোমাদের জন্য নিদর্শন রয়েছে), আমি যখন তাকে পাঠালাম ফিরআউনের কাছে সুস্পষ্ট প্রমাণ সহ[৩৫]। ৩৯.তখন সে মুখ ফিরিয়ে নিলো

بِرُكْنِهٖ وَقَالَ سٰحِرٌ اَوْ مَجْنُوْنٌ ﴿٣٩﴾ فَاَخَذْنٰهُ وَجُنُوْدَهٗ فَنَبَذْنٰهُمْ

তার সভাসদগণ সহ এবং বললো—'(এতো) এক যাদুকর অথবা এক পাগল'।[৩৭] ৪০. ফলে আমি পাকড়াও করলাম তাকে ও তার সেনাবাহিনীকে, অতপর তাদেরকে নিক্ষেপ করলাম

الْاَلِيْمَ-(যা হবে) যন্ত্রণাদায়ক। ৩৮ وَ-আর ; فِيْ مُوْسٰى-মূসার ঘটনাতেও (তোমাদের জন্য নিদর্শন রয়েছে) ; اِذْ-যখন ; اَرْسَلْنٰهُ-(ارسلنا+ه)-আমি তাকে পাঠালাম ; اِلٰى-কাছে ; فِرْعَوْنَ-ফিরআউনের ; بِسُلْطٰنٍ-(ب+سلطن)-প্রমাণসহ ; مُّبِيْنٍ-সুস্পষ্ট। ৩৯ فَتَوَلّٰى-(ف+تولى)-তখন সে মুখ ফিরিয়ে নিলো ; بِرُكْنِهٖ-(ب+ركن+ه)-তার সভাসদগণসহ ; وَ-এবং ; قَالَ-বললো ; سٰحِرٌ-এতো এক যাদুগর ; اَوْ-অথবা ; مَجْنُوْنٌ-এক পাগল। ৪০ فَاَخَذْنٰهُ-ফলে আমি পাকড়াও করলাম তাকে ; وَ-ও ; جُنُوْدَهٗ-(جنود+ه)-তার সেনাবাহিনীকে ; فَنَبَذْنٰهُمْ-অতপর তাদেরকে নিক্ষেপ করলাম ;

আর কোনো জাতির মধ্যে অল্পসংখ্যক লোকও সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের প্রতিরোধ করার কাজে সক্রিয় থাকে আল্লাহ সে জাতিকে সংশোধনের জন্য কিছুকাল সুযোগ দিয়ে থাকেন। আর যদি তাদের মধ্যে কোনো ভালোগুণ অবশিষ্ট না থাকে এবং স্বল্পসংখ্যক কল্যাণকামী লোকও তাদের সংশোধন প্রচেষ্টা চালিয়ে ব্যর্থ হয়ে যায়, তখন আল্লাহ তা'আলা সেই কল্যাণকামী লোকদেরকে রক্ষা করে বাকীদেরকে ধ্বংস করে দেন।

দুই : সকল নবী-রাসূলের উম্মতই মুসলমান ছিলেন। সকল নবীর দীন একই ছিলো এবং তা ছিলো 'ইসলাম'। কুরআন মাজীদের বিভিন্ন আয়াত থেকে তার প্রমাণ পাওয়া যায়।

তিন : কুরআন মাজীদে 'মু'মিন' ও 'মুসলিম' শব্দ দুটোকে সমার্থক শব্দ হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে। এ দুটো শব্দ স্বতন্ত্র অর্থবোধক কোনো শব্দ নয়। সুতরাং যে ব্যক্তি সত্যিকার অর্থে মু'মিন, সে অবশ্যই মুসলিম। অপরদিকে যে সত্যিকার অর্থে মুসলিম, সে অবশ্যই মু'মিন।

৩৫. এখানে 'নিদর্শন' দ্বারা 'কাওমে লূত'-এর বিধ্বস্ত অঞ্চলকে বুঝানো হয়েছে, তাদের বড় শহর ভূমিতে ধ্বসে গিয়ে নিচে চলে গেছে এবং মরু সাগরের পানি এসে তার উপর ছেয়ে গেছে। প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণায় অনুমান করা হয়েছে যে, এ ধ্বসে যাওয়ার সময়টা খৃস্টপূর্ব দু'হাজার সালের সমসাময়িক হবে। হযরত ইবরাহীম আ. ও হযরত লূত আ.-এর যুগ ছিলো বলে ইতিহাসে প্রমাণ পাওয়া যায়।

فِى الْيَمِّ وَهُوَ مُلِيمٌ ﴿٤٠﴾ وَفِىْ عَادٍ اِذْ اَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيْحَ الْعَقِيْمَ ﴿٤١﴾

সাগরের মধ্যে—এবং সে হলো ধিকৃত[৩৮]। ৪১. আর আদ জাতির ঘটনার মধ্যেও (তোমাদের জন্য নিদর্শন রয়েছে) যখন আমি তাদের ওপর পাঠালাম অশুভ ঝঞ্ঝা বায়ু।

مَا تَذَرُ مِنْ شَىْءٍ اَتَتْ عَلَيْهِ اِلَّا جَعَلَتْهُ كَالرَّمِيْمِ ﴿٤٢﴾ وَفِىْ ثَمُوْدَ

৪২. তা (এ বায়ু) যা কিছুর ওপর দিয়ে প্রবাহিত হতো, তাকে চূর্ণ-বিচূর্ণ হাড়ের মতো না করে ছাড়তো না।[৩৯] ৪৩. আর (নিদর্শন রয়েছে) সামূদ জাতির মধ্যেও—

فِىْ-মধ্যে ; الْيَمِّ-সাগরের ; وَ-এবং ; هُوَ-সে হলো ; مُلِيْمٌ-ধীকৃত। ﴿٤١﴾ وَ-আর ; فِىْ-মধ্যেও ; عَادٍ-'আদ' জাতির ঘটনার মধ্যেও (তোমাদের জন্য নিদর্শন রয়েছে) ; اِذْ-যখন ; اَرْسَلْنَا-আমি পাঠালাম ; عَلَيْهِمُ-তাদের ওপর ; الرِّيْحَ-ঝঞ্ঝাবায়ু ; الْعَقِيْمَ-অশুভ। ﴿٤٢﴾ مَا تَذَرُ-তা (এ বায়ু) ছাড়তো না ; مِنْ شَىْءٍ-যা কিছুর ; اَتَتْ-প্রবাহিত হতো ; عَلَيْهِ-ওপর দিয়ে ; اِلَّا جَعَلَتْهُ-(الا+جعلت+ه)-তাকে না করে ; كَالرَّمِيْمِ-(ك+ال+رميم)-চূর্ণ-বিচূর্ণ হাড়ের মতো। ﴿٤٣﴾ وَ-আর ; فِىْ-মধ্যেও (নিদর্শন রয়েছে) ; ثَمُوْدَ-সামূদ জাতির ;

৩৬. অর্থাৎ মূসা আ.-কে এমন মু'জিযা সহকারে পাঠানো হয়েছিলো, যার দ্বারা তিনি যে আল্লাহর প্রেরিত রাসূল তাতে কোনো সন্দেহ থাকে না। তা সত্ত্বেও ফিরআউন তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিজের শক্তি-সামর্থ সেনাবাহিনী এবং পরিষদবর্গের ওপর ভরসা করে এবং মূসা আ.-এর দাওয়াতের অমান্য করে। কিন্তু তার ক্ষমতা-প্রতিপত্তি, সেনাবাহিনী ও পরিষদবর্গ কেউ তাকে আল্লাহর পাকড়াও থেকে রক্ষা করতে পারেনি। সে যেসব কিছুর ওপর ভরসা করেছিলো সেসব কিছু সমেত ধ্বংস হয়ে গেছে।

৩৭. অর্থাৎ ফিরআউন মূসা আ.-কে কখনো যাদুকর, আবার কখনো পাগল বলে আখ্যায়িত করেছে। অথচ মূসা আ. ছিলেন আল্লাহর প্রেরিত একজন সম্মানিত নবী।

৩৮. অর্থাৎ ফিরআউন যখন তার পরিষদবর্গ ও সৈন্য-সামন্তসহ ডুবে মরলো, তখন তৎকালীন দুনিয়ার মিসরের আশেপাশের কোনো দেশ বা জাতির পক্ষ থেকে কেউ তাদের জন্য কোনো প্রকার শোক প্রকাশ করেনি। বরং তৎকালীন পৃথিবীর মানুষ তাদের এ করুন পরিণতিতে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছে। কারণ ফিরআউন ও তার জাতির লোকেরা ছিলো যালিম। আশেপাশের সকল দেশ ও জাতি তাদের যুলুম-অত্যাচারে অতিষ্ট ছিলো। তারা ফিরাউন ও তার জাতির লোকদের ডুবে মরার পরও তাদের প্রতি তিরস্কার ও নিন্দাবাদ করেছে। সূরা দুখানের ২৯ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা একথাই বলেছেন—"তাদের জন্য আসমান ও যমীন কাঁদেনি এবং তাদেরকে কোনো অবকাশও দেয়া হয়নি।"

إِذْ قِيلَ لَهُمْ تَمَتَّعُوا حَتَّىٰ حِينٍ ﴿٤٣﴾ فَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ فَأَخَذَتْهُمُ

যখন তাদেরকে বলা হয়েছিলো তোমরা আরো কিছুকাল পর্যন্ত মজা ভোগ করে নাও।[৪০] ৪৪. কিন্তু তারা অমান্য করলো তাদের প্রতিপালকের আদেশ। অতপর তাদেরকে পাকড়াও করলো

الصَّاعِقَةُ وَهُمْ يَنْظُرُونَ ﴿٤٤﴾ فَمَا اسْتَطَاعُوا مِنْ قِيَامٍ وَمَا كَانُوا مُنْتَصِرِينَ ﴿٤٥﴾

বিকট বজ্রধ্বনি এবং তারা (তা) দেখছিলো।[৪১] ৪৫. অতপর তারা আর উঠে দাঁড়াতে পারলো না এবং তারা (নিজেদের) রক্ষাকারীও ছিলো না।[৪২]

﴿٤٦﴾ وَقَوْمَ نُوحٍ مِنْ قَبْلُ ۖ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ ﴿٤٦﴾

৪৬. আর (এদের) আগে নূহের জাতিরও (এমন পরিণতিই হয়েছিলো) ঃ নিশ্চয় নিশ্চয়ই তারা ছিলো বড় অবাধ্য জাতি।

إِذْ-যখন ; قِيلَ-বলা হয়েছিলো ; لَهُمْ-তাদেরকে ; تَمَتَّعُوا-তোমরা মজা ভোগ করে নাও ; حَتَّى-পর্যন্ত ; حِينٍ-আরো কিছুকাল। ৪৪ فَعَتَوْا-(ف+عتوا)-কিন্তু তারা অমান্য করলো ; عَنْ أَمْرِ-আদেশ ; رَبِّهِمْ-(رب+هم)-তাদের প্রতিপালকের ; فَأَخَذَتْهُمُ-(ف+اخذت+هم)-অতপর তাদেরকে পাকড়াও করলো ; الصَّاعِقَةُ-বিকট বজ্রধ্বনি ; وَ-এবং; هُمْ-তারা ; يَنْظُرُونَ-(তা) দেখছিলো। ৪৫ فَمَا سْتَطَاعُوا-(ف+ما استطاعوا)-অতপর তারা আর পারলো না; مِنْ قِيَامٍ-উঠে দাঁড়াতে ; وَ-এবং ; مَا كَانُوا-তারা ছিলো না ; مُنْتَصِرِينَ-(নিজেদের) রক্ষাকারী। ৪৬ وَ-আর ; قَوْمَ-জাতিরও (এমন পরিণতি হয়েছিলো) ; نُوحٍ-নূহের ; مِنْ قَبْلُ-(এদের) আগে ; إِنَّهُمْ-নিশ্চয়ই তারা ; كَانُوا-ছিলো ; قَوْمًا-জাতি ; فَسِقِينَ-বড় অবাধ্য।

৩৯. অর্থাৎ 'আদ' জাতিও তাদের নবীর আনীত দীন বা জীবনব্যবস্থা মানতে অস্বীকার করেছিলো। ফলে আল্লাহ তা'আলা ক্রমাগত সাত রাত ও আট দিন পর্যন্ত অত্যন্ত শুষ্ক ও প্রচণ্ড ঝড়ো বাতাস তাদের ওপর প্রবাহিত করে দিয়েছেন, যা তাদেরকে শূন্যে তুলে তুলে সজোরে ভূমিতে আছড়ে ফেলেছে। এভাবে 'আদ' জাতির সমগ্র অঞ্চল তছনছ হয়ে গেছে।

৪০. এখানে হযরত সালেহ আ.-এর অবাধ্য জাতির পরিণতির কথা উল্লিখিত হয়েছে। হযরত সালেহ আ. তাদেরকে এই বলে সতর্ক করে দিয়েছিলেন—'তোমরা যদি গুনাহ থেকে তাওবা করো এবং ঈমানের পথ অবলম্বন করো তাহলে আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে দুনিয়াতে একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত অবকাশ দেবেন। কিন্তু

তারা সীমালংঘন করলো এবং নবীর কথা মানতে রাজী হলো না। অতপর তাদেরকে চূড়ান্তভাবে তিনদিনের অবকাশ দেয়া হলে তারা তা-ও ভ্রূক্ষেপ করলো না।

৪১. এখানে বলা হয়েছে যে, সামূদ জাতির ওপর যে আযাব এসেছিলো তা ছিলো বিদ্যুত গতিসম্পন্ন এবং কঠোর বজ্রধ্বনি সমেত। কুরআন মাজীদে এ আযাবকে বিভিন্ন স্থানে বিভিন্নভাবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। কোথাও বলা হয়েছে 'ভয়ংকর প্রকম্পিত বিপদ' ; কোথাও 'বিস্ফোরণ ও বজ্রধ্বনি আবার কোথাও 'কঠিন' বিপদ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে।

৪২. অর্থাৎ অন্যের আক্রমণ থেকে নিজেদের রক্ষা করতে সমর্থ ছিলো না। এর আরেকটি অর্থ হতে পারে যে, তারা তাদের ওপর আক্রমণকারী থেকে প্রতিশোধ গ্রহণেও সমর্থ ছিলো না। 'মুনতাসিরীন' 'ইনতিসার' শব্দ থেকে উদ্ভূত। আর 'ইনতিসার' শব্দের মধ্যে উল্লিখিত দুটো অর্থই নিহিত রয়েছে।

২য় রুকূ' (২৪-৪৬ আয়াত)-এর শিক্ষা

১. 'লূত-এর জাতি, ফিরআউন ও তার সম্প্রদায়, আদ জাতি, সামূদ জাতি এবং নূহ আ.-এর কাওম প্রমুখ জাতি গোষ্ঠীগুলো আল্লাহর নাফরমানীতে সীমালংঘনকারী ছিলো। যার ফলে আল্লাহ তা'আলা দুনিয়াতেই তাদেরকে ধ্বংস করে দিয়েছেন। আর আখিরাতের শাস্তিতো আছেই।

২. আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রতিদানের বিধান মানুষের ইতিহাস সবসময় কার্যকর আছে ; কুরআন মাজীদে বর্ণিত বিধ্বস্ত জাতিগুলোর ধ্বংসের ইতিহাসই তার প্রমাণ।

৩. মানুষের সাথে আল্লাহর আচরণ শুধুমাত্র প্রাকৃতিক বিধান অনুসারে হয় না, বরং তার সাথে নৈতিক বিধানও সক্রিয়

৪. এ দুনিয়া তথা প্রাকৃতিক এ জগতের কাজ শেষ হয়ে যাওয়ার পর একমাত্র নৈতিক আইন অনুসারে তার নৈতিক কাজ-কর্মের নৈতিক প্রতিফলের বিধান কার্যকর হবে।

৫. যেসব জাতি নবী-রাসূলদের প্রচারিত তাওহীদ, রিসালাত ও আখিরাত ভিত্তিক জীবন ব্যবস্থাকে প্রত্যাখ্যান করেছে, তারাই শেষ পর্যন্ত ধ্বংসের উপযুক্ত হয়ে গেছে।

৬. আল্লাহর পক্ষ থেকে নবী-রাসূলদের মাধ্যমে আগত নৈতিক বিধান অনুসারে আখিরাত এবং সেখানে মানুষের দুনিয়ার কাজ-কর্মের জবাবদিহিতা অকাট্য সত্য, তার প্রমাণ মানবেতিহাসের নিরবিচ্ছিন্ন অভিজ্ঞতা।

৭. 'কাওমে লূত'-এর অপরাধমূলক কাজ এতোদূর সীমালংঘন করেছিলো যে, শুধু অপরাধী জাতি বলেই তাদের পরিচয় দেয়া হয়েছে।

৮. আল্লাহ তা'আলা 'কাওমে লূত'-কে ভূমি সমেত উল্টে দিয়েছেন এবং তাদের ওপর পোড়া মাটির কংকর নিক্ষেপ করে সমূলে ধ্বংস করে দিয়েছেন।

৯. আল্লাহর কোনো গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করার জন্যই পৃথিবীতে ফেরেশতাদের মানব-আকৃতিতে আগমন ঘটে। কাওমে লূত-কেও মানব-আকৃতিতে আগত ফেরেশতারা ধ্বংস করে দিয়েছিল।

১০. আল্লাহ তা'আলা প্রাকৃতিক নিয়মের অধীন নন। তাই তিনি এর বিপরীত কাজও সম্পাদন করতে সক্ষম।

১১. প্রাকৃতিক নিয়মের বিপরীতে আল্লাহ তা'আলা হযরত ইবরাহীম আ.-এর একশ বছর বয়সে এবং তাঁর বন্ধ্যা-স্ত্রীর নব্বই বছর বয়সে সন্তান দান করেছেন।

১২. আল্লাহ তা'আলা মহাজ্ঞানী ও সর্বজ্ঞ সত্তা, সুতরাং তাঁর সকল কর্ম জ্ঞান ও প্রজ্ঞার পরিপূর্ণ।

১৩. 'কাওমে লূতের' প্রত্যেকটি অপরাধীর জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে চিহ্নিত করে কংকর নিক্ষিপ্ত হয়েছিলো। তাই কংকরের আঘাত থেকে একজন অপরাধীও রেহাই পায়নি।

১৪. আল্লাহ তা'আলা ব্যাপক-বিধ্বংসি আযাব থেকেও সেসব লোককে নিরাপদে রাখেন, যারা সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজ প্রতিরোধ কল্পে নিজেদের সর্বশক্তি নিয়োগ করে।

১৫. ফিরআউনও তার সভাষদ ও সৈন্যবাহিনী নিয়ে গর্ব অহংকার করে মূসা আ.-এর আনীত আল্লাহর বিধানকে প্রত্যাখ্যান করেছিলো। ফলে আল্লাহ তাঁর সকল বাহিনী সহই পানিতে ডুবিয়ে ধ্বংস করে দেন।

১৬. ফিরআউনের এতো বড় বিপর্যয় সত্ত্বেও তৎকালীন পৃথিবীর কোনো দেশ বা জাতি তার জন্য শোক প্রকাশ করেনি ; বরং এতো বড় যালিমের যুলুম থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছে।

১৭. 'আদ' জাতিও নবীর বিধান প্রত্যাখ্যান করে নিজেদের তৈরী বিধি-বিধান অনুযায়ী হঠকারী জীবনযাপনের ফলে আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রবল ঝঞ্ঝাবায়ুর আঘাতে দুনিয়া থেকে চিরতরে ধ্বংস হয়ে গেছে।

১৮. 'আদ' জাতিকে আল্লাহ তা'আলা হাড়ের গুড়োর মতো চূর্ণ-বিচূর্ণ করে ধ্বংস করে দিয়েছেন। ফলে তারা ইতিহাসের পাতায় ঠাঁই নিয়েছে এবং তাদের ধ্বংসাবশেষ পরবর্তী মানুষের জন্য নিদর্শন হয়ে আছে।

১৯. 'সামূদ' জাতিও তাদের সীমালংঘনের প্রতিফল পেয়েছে এবং তাদের বিধ্বস্ত ঘরবাড়ী শিক্ষণীয় নিদর্শন হিসেবে বর্তমান কাল পর্যন্তও দাঁড়িয়ে আছে।

২০. কাওমে নূহ-এর সীমালংঘনের পরিণতিও ব্যতিক্রম কিছু হয়নি। এসব জাতির ইতিহাস থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে সত্য দীনের বিধি-বিধান ভিত্তিক জীবনযাপন করাই বুদ্ধিমান মানুষের কর্তব্য।

❒

সূরা হিসেবে রুকূ'-৩
পারা হিসেবে রুকূ'-২
আয়াত সংখ্যা-১৪

۞وَالسَّمَاءَ بَنَيْنٰهَا بِأَيْىدٍ وَّإِنَّا لَمُوْسِعُوْنَ۞ وَالْأَرْضَ فَرَشْنٰهَا فَنِعْمَ

৪৭. আর আসমান—[৪৩] আমি নিজ ক্ষমতায় তাকে সৃষ্টি করেছি এবং আমি অবশ্য অবশ্যই মহাশক্তির অধিকারী[৪৪]।
৪৮. আর যমীন—তাকে আমি সমতল করে দিয়েছি অতএব (আমি) কতইনা উত্তম

الْمٰهِدُوْنَ۞ وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ○

সমতলকারী[৪৫]। ৪৯. আর আমি প্রত্যেক জিনিস থেকে সৃষ্টি করেছি জোড়ায় জোড়ায়[৪৬], যেন তোমরা উপদেশ গ্রহণ করতে পার।[৪৭]

(৪৭) وَ-আর ; السَّمَاءَ-আসমান ; بَنَيْنٰهَا-(بنينا+ها)-আমি তাকে সৃষ্টি করেছি ; بِأَيْىدٍ-(ب+ايد)-নিজ ক্ষমতায় ; وَّ-এবং ; إِنَّا-আমি অবশ্য ; لَمُوْسِعُوْنَ-অবশ্যই মহাশক্তির অধিকারী। (৪৮) وَ-আর ; الْأَرْضَ-যমীন ; فَرَشْنٰهَا-(فرشنا+ها)-তাকে আমি সমতল করে দিয়েছি ; فَنِعْمَ-(ف+نعم)-অতএব (আমি) কতই না উত্তম ; الْمٰهِدُوْنَ-সমতলকারী। (৪৯) وَ-আর ; مِنْ-থেকে ; كُلِّ-প্রত্যেক ; شَيْءٍ-জিনিস ; خَلَقْنَا-আমি সৃষ্টি করেছি ; زَوْجَيْنِ-জোড়ায় জোড়ায় ; لَعَلَّكُمْ-(لعل+كم)-যেন তোমরা ; تَذَكَّرُوْنَ-উপদেশ গ্রহণ করতে পার।

৪৩. ইতিপূর্বেকার আয়াতসমূহে আখিরাতের সপক্ষে ঐতিহাসিক নিদর্শনাদি পেশ করার পর এখান থেকে বাস্তব জগতে বিদ্যমান আল্লাহ তা'আলার শক্তি-ক্ষমতার পরিচায়ক বিষয়াদির দিকে মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। এর দ্বারা আখিরাতে অবিশ্বাসীদের বিস্ময়ের নিরসন, তাওহীদের বাস্তব প্রমাণ এবং রিসালাতে বিশ্বাস স্থাপনের তাকীদ দেয়া হয়েছে।

৪৪. অর্থাৎ আমি মহাশক্তির অধিকারী, তাই এ আসমান সৃষ্টি করতে আমাকে কারো সাহায্য গ্রহণ করতে হয়নি। সুতরাং মৃত্যুর পর তোমাদেরকে পুনরায় সৃষ্টি করতে আমার জন্য অসম্ভব হবে কেনো ? আমার ব্যাপারে এমন ধারণা তোমরা কেমন করে করতে পার ? এর আরেকটি অর্থ হতে পারে—"আমি সম্প্রসারণকারী'। অর্থাৎ এ আসমানকে নিজ ক্ষমতায় একবার সৃষ্টি করেই আমি থেমে থাকিনি ; বরং প্রতিনিয়ত তার সম্প্রসারণ ঘটাচ্ছি। আর প্রতি মুহূর্তে তার মধ্যে নতুন নতুন বিস্ময়কর ব্যাপার প্রকাশিত হচ্ছে। সুতরাং এমন এক স্রষ্টার পুনঃসৃষ্টির ক্ষমতাকে তোমরা কিভাবে অস্বীকার করতে পার ?

فَفِرُّوٓا إِلَى ٱللَّهِ ۖ إِنِّى لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿٥٠﴾ وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ ٱللَّهِ

৫০. (হে নবী আপনি বলুন,)—অতএব তোমরা আল্লাহর দিকে ধাবিত হও ; আমি অবশ্যই তাঁর পক্ষ থেকে তোমাদের প্রতি সুস্পষ্ট সতর্ককারী। ৫১. আর তোমরা সাব্যস্ত করো না আল্লাহর সাথে

إِلَـٰهًا ءَاخَرَ ۖ إِنِّى لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿٥١﴾ كَذَٰلِكَ مَآ أَتَى ٱلَّذِينَ

অন্য কোনো উপাস্য ; আমি অবশ্যই তাঁর পক্ষ থেকে তোমাদের প্রতি সুস্পষ্ট সতর্ককারী[৫৮]। ৫২. এভাবেই—তাদের কাছে আসেনি যারা ছিলো

(৫০) فَفِرُّوٓا-(ف+فروا)-(হে নবী, আপনি বলুন) অতএব তোমরা ধাবিত হও ; الى - দিকে ; الله-আল্লাহর ; انى-(ان+ى)-আমি অবশ্যই ; لكم-তোমাদের প্রতি ; منه-(من+ه)-তাঁর পক্ষ থেকে ; نذير-সতর্ককারী ; مبين-সুস্পষ্ট। (৫১) و-আর ; لاتجعلوا-তোমরা সাব্যস্ত করো না ; مع-সাথে ; الله-আল্লাহর ; الها-উপাস্য ; اخر-অন্য কোনো ; انى-(ان+ى)-আমি অবশ্যই ; لكم-তোমাদের প্রতি ; منه-(من+ه)-তাঁর পক্ষ থেকে ; نذير-সতর্ককারী ; مبين-সুস্পষ্ট। (৫২) كذلك-এভাবেই ; ما اتى-আসেনি; الذين-তাদের কাছে যারা ছিলো ;

৪৫. 'মাহিদূন' শব্দটি 'মাহিদ' শব্দের বহুবচন। অর্থাৎ প্রস্তুতকারী, সমতলকারী, সুগমকারী। পৃথিবীপৃষ্ঠে বা উপরিভাগ উঁচুনীচু হওয়া সত্ত্বেও মানুষ ও বিচরণশীল প্রাণীর জন্য ভূ-পৃষ্ঠকে চলাচলের জন্য আল্লাহ তা'আলা সুগম করে দিয়েছেন। পৃথিবীকে সঠিকভাবে মানুষের বাসোপযোগী করে দেয়া মহান আল্লাহ ছাড়া আর কার পক্ষে সম্ভব ? অতএব তিনিই সর্বোত্তম সমতলকারী।

৪৬. প্রাণী জগত ও উদ্ভিদ জগতের জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টির ব্যাপারটা মানুষের কাছে অনেকটা পরিষ্কার ; কিন্তু পদার্থের ক্ষেত্রে এ বিষয়টা মানুষের সামনে অতোটা পরিষ্কার নয়। এ আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, পৃথিবীর সমস্ত কিছুই জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টির নীতিমালার ভিত্তিতে সৃষ্ট। এখানে কোনো জিনিসই এমন নয় যে, অন্য কোনো জিনিসের সাথে তার জোড়া হয় না। প্রতিটি বস্তুই তার জোড়ার সাথে মিলেই ফলপ্রসূ হয়ে থাকে। একটি বস্তু অপর একটির সাথে মিশে অপর একটি যৌগিক বস্তু অস্তিত্ব লাভ করে।

৪৭. অর্থাৎ দুনিয়াতে প্রত্যেক জিনিস জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি হওয়ার মধ্যে আখিরাত অনিবার্য হওয়ার নিদর্শন রয়েছে। তোমরা একটু গভীরভাবে চিন্তা-গবেষণা করলেই এ সত্য তোমাদের সামনে সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে যে, দুনিয়াতে কোনো জিনিসই যখন তার জোড়া ছাড়া ফলপ্রসূ হতে পারে না, তখন দুনিয়াতে মানুষের এ জীবনের জোড়া কোথায় ?

مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ رَّسُوْلٍ اِلَّا قَالُوْا سَاحِرٌ اَوْ مَجْنُوْنٌ ﴿٥٢﴾ اَتَوَاصَوْا بِهٖ ۚ

তাদের আগে—কোনো রাসূল যাকে তারা বলেনি যাদুকর বা পাগল[৪৯]। ৫৩. তবে কি তারা পরস্পর সে ব্যাপারে অসীয়ত করে আসছে?

بَلْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُوْنَ ﴿٥٣﴾ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ فَمَآ اَنْتَ بِمَلُوْمٍ ﴿٥٤﴾ وَّذَكِّرْ فَاِنَّ

বরং তারা বিদ্রোহী—অবাধ্য সম্প্রদায়[৫০]। ৫৪. অতএব আপনি তাদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিন, সেজন্য আপনি তিরস্কৃত হবেন না।[৫১] ৫৫. আর আপনি উপদেশ দিতে থাকুন, কেননা অবশ্যই

مِنْ قَبْلِهِمْ-(من+قبل+هم)-তাদের আগে ; مِنْ-কোনো ; رَّسُوْلٍ-রাসূল ; اِلَّا قَالُوْا-যাকে তারা বলেনি ; سَاحِرٌ-যাদুকর ; اَوْ-বা ; مَجْنُوْنٌ-পাগল। ﴿٥٣﴾ اَتَوَاصَوْا-(ا+تواصوا)-তবে কি তারা পরস্পর অসীয়ত করে আসছে? بِهٖ-সে ব্যাপারে ; بَلْ-বরং ; هُمْ-তারা ; قَوْمٌ-সম্প্রদায় ; طَاغُوْنَ-বিদ্রোহী অবাধ্য। ﴿٥٤﴾ فَتَوَلَّ-(ف+تول)-অতএব আপনি মুখ ফিরিয়ে নিন ; عَنْهُمْ-(عن+هم)-তাদের থেকে ; فَمَآ اَنْتَ-সেজন্য আপনি হবেন না ; بِمَلُوْمٍ-(ب+ملوم)-তিরস্কৃত। ﴿٥٥﴾ وَ-আর ; ذَكِّرْ-আপনি উপদেশ দিতে থাকুন ; فَاِنَّ-কেননা অবশ্যই ;

এতেই প্রমাণিত হয় যে, এ জীবনের জোড়া অনিবার্যভাবে আখিরাত। আখিরাত ছাড়া দুনিয়ার জীবন অর্থহীন।

ইতিপূর্বেকার আলোচনায় আখিরাত সম্পর্কে যুক্তি-তর্ক পেশ করা হলেও এর দ্বারা তাওহীদেরও প্রমাণ দেয়া হয়েছে। আলোচনায় পেশকৃত বিষয়গুলো যেমন আখিরাতের অনিবার্যতা প্রমাণ করে, তেমনি এটাও প্রমাণ করে যে, এসব কিছু এক আল্লাহরই কুদরতের নিদর্শন। অতপর আল্লাহ তা'আলা মানুষকে উদ্দেশ্য করে তাঁর নবীর মুখ দিয়ে নির্দেশ দিচ্ছেন যে, অতএব তোমরা আল্লাহর দিকে দ্রুত ধাবমান হও।'

৪৮. অর্থাৎ আমি তোমাদেরকে সুস্পষ্ট ভাষায় সতর্ক করে দিচ্ছি এক কঠোর পরিণতির কথা তোমাদেরকে স্মরণ করিয়ে দিয়ে। আর তাহলো, তোমরা যদি দ্রুত আল্লাহর দিকে অগ্রসর না হও, তাহলে আখিরাতে তোমাদেরকে কঠিন শাস্তির সম্মুখীন হতে হবে। তোমরা আল্লাহর সাথে কাউকে অংশীদার সাব্যস্ত করবে না। এ ব্যাপারেও আমি তোমাদেরকে সাবধান করে দিচ্ছি।

৪৯. অর্থাৎ পৃথিবীতে সর্বশেষ রাসূল পর্যন্ত যত নবী-রাসূল দীনের দাওয়াত নিয়ে এসেছেন, তাদের সকলের সাথে জাহিলদের পক্ষ থেকে একই আচরণ করা হয়েছে। নবী-রাসূলদের দাওয়াত তাওহীদ, রিসালাত ও আখিরাতকে অবিশ্বাস করেছে এবং তাঁদেরকে যাদুকর ও পাগল আখ্যায়িত করে ছেড়েছে। যার পরিণতিতে দুনিয়াতেও তারা বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়েছে, আর আখিরাতের শাস্তি তো তাদের জন্য প্রস্তুত হয়ে আছে।

৫০. অর্থাৎ সকল যুগের নবী-রাসূলদের দাওয়াতের মুকাবিলায় সে যুগের লোকদের আচরণ দ্বারা মনে হয়, যেন তারা আগেই বসে পরস্পরে শলাপরামর্শ করে সিদ্ধান্ত নিয়ে রেখেছে যে, যখনই কোনো নবী-রাসূল সত্যের দাওয়াত নিয়ে আসবে তাদেরকে যাদুকর, পাগল ইত্যাদি বলে তাদের দাওয়াতকে প্রত্যাখ্যান করা হবে। আসল ব্যাপার তা নয়। আগে-পরের সকল বিরোধিদের আচরণে সাদৃশ্য থাকলেও তাদের মধ্যে এমন কোনো যোগসূত্র ছিলো না। বরং তারা সবই অবাধ্য ও সীমালংনকারী হওয়ার কারণেই তাদের মধ্যে এ সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। তারা আল্লাহর দাসত্ব থেকে মুক্ত থেকে পশুর মত লাগামহীন জীবনযাপন করে। তাই তাদের আচরণে এ সামঞ্জস্য দেখা যায়।

এ আয়াত থেকে যে কথাটি প্রমাণিত হয়, তাহলো—হিদায়াত ও পথভ্রষ্টতা, সৎ ও অসৎকাজ, যুলুম ও ন্যায় বিচার ইত্যাদি কাজ-কর্মের যে প্রবণতা ও উদ্দীপনা স্বভাবগতভাবেই মানুষের মধ্যে বিদ্যমান আছে, তা সর্বকালেই একইভাবে প্রকাশিত হয়। প্রযুক্তিগত উন্নতির কারণে তাতে কিছুমাত্র পার্থক্য হয়নি। আগেকার মানুষ যুদ্ধ-বিগ্রহে লাঠিসোটা ও পাথর ব্যবহার করতো, মধ্যযুগে তরবারী, বল্লম ইত্যাদি ব্যবহার করেছে, আর বর্তমানে ট্যাংক, বিমান, আনবিক বোমা ইত্যাদি ব্যবহার করছে। কিন্তু মানুষে মানুষে যুদ্ধের মূল কারণগুলোতে চুল পরিমাণ পার্থক্যও সৃষ্টি হয়নি। আগেকার আল্লাহদ্রোহী নাস্তিকরা নাস্তিকতা গ্রহণ করেছে যেসব চিন্তাধারার প্রভাব, বর্তমান কালের নাস্তিকদের মধ্যে সেই একই চিন্তাধারা কাজ করছে। এতে বিন্দুমাত্র পার্থক্যও সূচিত হয়নি। যদিও বর্তমান কালের নাস্তিকরা তাদের নাস্তিকতার সপক্ষে যুক্তি-প্রমাণ-এর সয়লাভ করে দিক না কেনো।

৫১. অর্থাৎ দীন সম্পর্কে বিতর্ক সৃষ্টিকারী, প্রশ্ন উত্থাপনকারী এবং এ সবের মাধ্যমে মানুষকে দীন থেকে বিভ্রান্ত করার প্রচেষ্টারত লোকদের কাজের জন্য আপনাকে দায়ী করা হবে না। অতএব আপনি এ জাতীয় লোকদের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিন। আপনি যখন তাদের সামনে যুক্তিসংগত প্রমাণাদিসহ সুস্পষ্টভাবে সত্যের দাওয়াত পেশ করেছেন এবং তাদের সন্দেহ সংশয় আপত্তি ও যুক্তি-প্রমাণের জবাব দানের দায়িত্ব-ও পালন করেছেন, তখন আপনার কর্তব্য শেষ হয়ে গেছে। এর পরও তারা যদি তাদের ভ্রান্ত আকীদা বিশ্বাস-এর ওপর অটল থাকে, তার দায়-দায়িত্ব তাদের।

এ আয়াতে রাসূলুল্লাহ সা.-কে সম্বোধন করে সকল 'দায়ী' তথা সত্যের দাওয়াত পেশকারীর দীনের তাবলীগের উল্লেখিত মূলনীতি পেশ করা হয়েছে। দাওয়াত ও তাবলীগের কাজে এমন লোকদের সাক্ষাত পাওয়া যায়, যারা বিভিন্ন অযৌক্তিক প্রশ্ন তুলে এবং অনর্থক বিতর্ক করে মুবাল্লিগদেরকে বিতর্কে জড়াতে চায়। তাদের মূল উদ্দেশ্য তাকে—সত্যের আহ্বানকারীকে তর্ক-বিতর্কে জড়িয়ে বিভ্রান্ত করা ও তাদের সময় নষ্ট করা। এমন পরিস্থিতিতে সত্যের পথের আহ্বানকারীর কর্তব্য হলো—এসব অনর্থক বিতর্ক এড়িয়ে যাওয়া এবং কৌশলে এমন পরিবেশ থেকে সরে যাওয়া। এর জন্য সত্যের আহ্বানকারীর কোনো দোষ হবে না এবং তাকে কোনো জবাবদিহিও করতে হবে না।

الذِّكْرٰى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿٥٥﴾ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُوْنِ ﴿٥٦﴾

উপদেশ প্রদান মু'মিনদের উপকারে আসবে[৫২]। ৫৬. আর আমি জ্বিন ও ইনসানকে সৃষ্টি করিনি এছাড়া, যেন তারা আমারই দাসত্ব করে[৫৩]।

الذِّكْرٰى-উপদেশ প্রদান ; تَنْفَعُ-উপকারে আসবে ; الْمُؤْمِنِيْنَ-মু'মিনদের। ﴿٥٦﴾ وَ-আর; مَا خَلَقْتُ-আমি সৃষ্টি করিনি ; الْجِنَّ-জ্বিন ; وَ-ও ; الْاِنْسَ-ইনসানকে ; اِلَّا-এ ছাড়া ; لِيَعْبُدُوْنِ-যেন তারা আমারই দাসত্ব করে।

৫২. এখানে দীনের তাবলীগের আরেকটি মূলনীতি বর্ণিত হয়েছে। আর তাহলো, দীনের দাওয়াতী কাজ অব্যাহতভাবে চালিয়ে যাওয়া এবং এ কাজকে ব্যাপক থেকে ব্যাপকতর করা। কারণ এর মধ্য দিয়েই লক্ষ-কোটি আদম সন্তান থেকে ঈমান গ্রহণ করার মতো লোকগুলোকে খুঁজে পাওয়া যাবে এবং তারা ঈমান গ্রহণ করে দুনিয়া ও আখিরাতে উপকৃত হবে। আর নিরবচ্ছিন্ন দাওয়াতী কাজ ছাড়া এটা বাছাই করার বিকল্প কোনো উপায় নেই যে, কারা দীনের জন্য প্রকৃত সম্পদ এবং কারা আবর্জনা। দীনের মুবাল্লিগ সাধারণভাবে সকল আদম সন্তানকেই দীনের দাওয়াত দিতে থাকবে, যতক্ষণ না নিজ অভিজ্ঞতা দ্বারা তিনি জানতে পারবেন যে, তারা এ দাওয়াত গ্রহণ করতে ইচ্ছুক নয়। যখন তিনি এটা জানতে সক্ষম হবেন তখনই তিনি তাঁর দৃষ্টি সেসব লোকের দিকে ফেরাবেন যারা এ দাওয়াত থেকে উপকৃত হতে আগ্রহী এবং ওসব হঠকারী প্রকৃতির লোকদের পেছনে মূল্যবান সময় ও শ্রম দেয়া থেকে বিরত থাকবেন।

৫৩. অর্থাৎ জ্বিন ও মানুষকে আমি একমাত্র আমার ইবাদাত বা দাসত্ব করার জন্যই সৃষ্টি করেছি, অন্য কারো নয়। কারণ আমিই তাদের একমাত্র স্রষ্টা। যেহেতু তাদের সৃষ্টিকার্যে অন্য কোনো সত্তার অংশ নেই, তাই তাদের দাসত্ব পাওয়ার অধিকারও কারো নেই।

এখানে জ্ঞাতব্য যে, পৃথিবীর সকল সৃষ্টি-ই একমাত্র আল্লাহর দাসত্ব করছে, তা সত্ত্বেও শুধুমাত্র জ্বিন ও মানুষের কথা উল্লেখ করার কারণ হলো, সকল সৃষ্টির মধ্যে একমাত্র জ্বিন ও মানুষের-ই এ ইখতিয়ার ও স্বাধীনতা আছে যে, তারা চাইলে একটা সীমা পর্যন্ত আল্লাহর দাসত্ব থেকে মুখ ফিরিয়ে থাকতে পারে, আর চাইলে আল্লাহর দাসত্ব করতে পারে। অন্য কোনো সৃষ্টির এ ক্ষমতা-ইখতিয়ার নেই যে, তারা আল্লাহর দাসত্ব থেকে বিরত থাকতে পারে। তাই এখানে জ্বিন ও মানুষ সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, তাদের স্বভাব-প্রকৃতি এমনভাবে সৃষ্ট যে, তারা তাদের ক্ষমতা-ইখতিয়ারের মধ্যে একমাত্র আল্লাহর-ই দাসত্ব করবে। কিন্তু তারপরও যারা তা থেকে মুখ ফিরিয়ে অন্য কোনো সৃষ্টির দাসত্বে নিজেদেরকে নিয়োজিত করে, তারা তাদের স্বভাব প্রকৃতির বিরুদ্ধেই কাজ করে।

এখানে জেনে রাখা প্রয়োজন যে, ইবাদাত দ্বারা এখানে শুধুমাত্র নামায রোযা ও তাসবীহ তাহলীলকে বুঝানো হয়নি, এগুলো ইবাদাতের পূর্ণাংগ অর্থ নয়, তবে এগুলো ইবাদাতের অর্থের মধ্যে শামিল বটে। ইবাদাত শব্দের পূর্ণাংগ অর্থ হলো, জীবনের

۵۷ مَآ اُرِيْدُ مِنْهُمْ مِّنْ رِّزْقٍ وَّمَآ اُرِيْدُ اَنْ يُّطْعِمُوْنِ ۵۸ اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الرَّزَّاقُ

৫৭. আমি তাদের কাছে কোনো রিযিক চাই না এবং (এটাও) কামনা করি না যে, তারা আমাকে খাওয়াবে[৫৪]। ৫৮. নিশ্চয়ই আল্লাহ—তিনিই একমাত্র রিযিকদাতা

ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِيْنُ ۵۹ فَاِنَّ لِلَّذِيْنَ ظَلَمُوْا ذَنُوْبًا مِّثْلَ ذَنُوْبِ

অসীম শক্তিধর প্রবল-পরাক্রান্ত।[৫৫] ৫৯. তাই যারা যুলুম করেছে[৫৬] তাদের জন্য রয়েছে শাস্তির অংশ, যেমন শাস্তির অংশ ছিলো

৫৭ مَآ اُرِيْدُ-আমি চাই না ; مِنْهُمْ-(من+هم)-তাদের কাছে ; مِنْ-কোনো ; رِزْقٍ-রিযিক ; وَّ-এবং ; مَآ اُرِيْدُ-(এটাও) কামনা করি না ; اَنْ-যে ; يُّطْعِمُوْنِ-আমাকে তারা খাওয়াবে। ৫৮ اِنَّ-নিশ্চয়ই ; اللّٰهَ-আল্লাহ ; هُوَ-তিনিই ; الرَّزَّاقُ-একমাত্র রিযিকদাতা ; ذُو الْقُوَّةِ-(ذو+ال+قوة)-অসীম শক্তিধর ; الْمَتِيْنُ-প্রবল-পরাক্রান্ত। ৫৯ فَاِنَّ-(ف+ان)-তাই, অবশ্যই ; لِلَّذِيْنَ-তাদের জন্য রয়েছে যারা ; ظَلَمُوْا-যুলুম করেছে; ذَنُوْبًا-শাস্তির অংশ ; مِثْلَ-যেমন ; ذَنُوْبِ-শাস্তির অংশ ছিলো ;

সর্বক্ষেত্রে একমাত্র আল্লাহর হুকুমের আনুগত্য করা, একমাত্র তাঁরই সামনে বিনীত প্রার্থনা করা, তাঁর সামনেই নত হওয়া ; অন্য কারো নির্দেশ পালন করা, অন্য কাউকে ভয় করা, অন্য কারো রচিত দ্বীন বা জীবনব্যবস্থা অনুসারে জীবনযাপন করা, অন্য কাউকে নিজের ভাগ্যের নিয়ন্তা মনে করা এবং অন্য কোনো সত্তার কাছে কোনো কিছু চাওয়া জ্বিন ও মানুষের কাজ নয়। আর জ্বিন ও মানুষকে এজন্য সৃষ্টি করা হয়নি।

৫৪. অর্থাৎ জ্বিন ও মানুষের কাছে আমি মুখাপেক্ষী নই ; আমার প্রভুত্ব তাদের ওপর নির্ভরশীল নয় যে, তারা আমার দাসত্ব-ইবাদাত করলে আমার প্রভুত্ব থাকবে আর তা না হলে আমার প্রভুত্ব খতম হয়ে যাবে। বরং তারাই আমার দাসত্ব-ইবাদাতের মুখাপেক্ষী। আমার ইবাদাতের মধ্যেই তাদের উভয় জাহানের কল্যাণ নিহিত।

দুনিয়াতে যেসব লোক প্রভুত্বের দাবীদার আমি তাদের মতো নই। দুনিয়ার এসব নকল প্রভু তাদের রিযিকের জন্য তাদের উপাসক বান্দাদের ওপর নির্ভরশীল। এসব বান্দাহর রিযিকের ব্যবস্থা করার পরিবর্তে এসব প্রভুকে বান্দাহরা-ই রিযিক সরবরাহ করে। এসব আল্লাহ বিমুখ মূর্খ মানুষ তাদের নকল প্রভুদের সৈনিক হয়ে তাদের প্রভুত্বকে টিকিয়ে রাখে। আমার প্রভুত্ব আমার নিজের ক্ষমতাবলেই চলছে। আমি কারো নিকট থেকে কিছু নেই না, আমিই সবাইকে সবকিছু দিয়ে থাকি।

৫৫. 'মাতীন' অর্থ অসীম শক্তিধর, অটল-অনড়। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা এমন অসীম শক্তিধর যে, কোনো ব্যাপারে কারো সাহায্য গ্রহণের কোনো প্রয়োজন তাঁর নেই।

أَصْحٰبِهِمْ فَلَا يَسْتَعْجِلُوْنِ ﴿٥٩﴾ فَوَيْلٌ لِّلَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ يَّوْمِهِمُ

তাদের সমপর্যায়ের লোকদের জন্য ; সুতরাং তারা যেন আমার কাছে (সেজন্য) তাড়াহুড়ো না করে।[৫৭] ৬০. অতএব যারা কুফরী করেছে সেদিন তাদের জন্য ধ্বংস

الَّذِيْ يُوْعَدُوْنَ ﴿٦٠﴾

যার ওয়াদা তাদেরকে দেয়া হচ্ছে।

أَصْحٰبِهِمْ-(اصحب+هم)-তাদের সমপর্যায়ের লোকদের জন্য ; فَلَا يَسْتَعْجِلُوْنَ-(ف+لا يستعجلون)-সুতরাং তারা যেন আমার কাছে (সেজন্য) তাড়াহুড়ো না করে। ﴿٦٠﴾ فَوَيْلٌ-(ف+ويل)-অতএব ধ্বংস ; لِلَّذِيْنَ-তাদের জন্য যারা ; كَفَرُوْا-কুফরী করেছে ; مِنْ يَّوْمِهِمُ-(من+يوم+هم)-সেদিন ; الَّذِيْ-যার ; يُوْعَدُوْنَ-ওয়াদা তাদেরকে দেয়া হচ্ছে।

৫৬. অর্থাৎ যারা তাদের নিজেদের স্রষ্টা ও প্রতিপালক আল্লাহর ইবাদাত-দাসত্ব পরিত্যাগ করে নিজেদের প্রকৃতির বিরুদ্ধে অন্য কোনো সত্তার দাসত্ব গ্রহণ করে নিজেদের ওপর যুলুম করেছে। যারা আখিরাত অস্বীকার করে দুনিয়াতে নিজেদেরকে মুক্ত-স্বাধীন মনে করে লাগামহীন জীবনযাপন করে নিজেদের ওপর যুলুম করেছে এবং যারা নবী-রাসূলদের আদর্শকে অমান্য করে নিজেদের ওপর যুলুম করেছে তাদের জন্যই রয়েছে অতীতের তাদের মতো যালিমদের অনুরূপ শাস্তি।

৫৭. এটা রাসূলুল্লাহ সা.-কে বলা কাফিরদের সেই কথারই জবাব যে, তুমি যে আযাবের ভয় আমাদেরকে দেখাচ্ছো, তা নিয়ে আস না কেনো, আমরা তো তোমাকে এ ব্যাপারে মিথ্যাবাদী মনে করে অস্বীকার করছি। তুমি যদি এ ব্যাপারে সত্যবাদী হয়ে থাকো তাহলে কথিত আযাব আসতে দেরী হচ্ছে কেনো ?

৩য় রুকূ' (৪৭-৬০ আয়াত)-এর শিক্ষা

১. আল্লাহ তা'আলার কুদরত-ক্ষমতার প্রকাশ সর্বত্রই-সবকিছুতে বিরাজমান। আমাদের মাথার উপরে সুদূর অতীত থেকে সুউচ্চ আসমান বিরাজ করছে, এটাও আল্লাহর কুদরতের অকাট্য প্রমাণ।

২. আল্লাহ তা'আলা মহাশক্তির অধিকারী। তাঁর শক্তি-ক্ষমতার সাথে তুলনীয় প্রমাণ কোনো সত্তা অতীতে কেউ ছিলো না, বর্তমানেও নেই এবং ভবিষ্যতেও হওয়ার আদৌ কোনো সম্ভাবনা নেই।

৩. আল্লাহর শক্তি-ক্ষমতার আরেকটি প্রমাণ সুগম-সমতল ভূ-পৃষ্ঠ। তিনিই একমাত্র সর্বোত্তম স্রষ্টা।

৪. পৃথিবীর সকল প্রাণী এবং বস্তুকে জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি করা তাঁর কুদরতের আরেক প্রমাণ। এর দ্বারা আখিরাত বা পরকালের অবশ্যম্ভাবিতা প্রমাণিত হয়। কারণ ইহকালের জোড়া-ই হলো পরকাল।

৫. তাওহীদ ও আখিরাতের সপক্ষে এতসব প্রমাণাদি থাকার পর রিসালাত অস্বীকার করার কোনো যুক্তি-ই থাকতে পারে না। কারণ তাওহীদ আখিরাত সম্পর্কিত সকল জ্ঞান রাসূলের মাধ্যমেই প্রাপ্ত।

৬. অতপর মানুষের শির্কে লিপ্ত হওয়ার একমাত্র কারণ হলো—রাসূলের আনীত কিতাবের জ্ঞান থেকে বঞ্চিত থাকা।

৭. অতীতের বিদ্রোহী জাতিগুলো তাদের রাসূলদেরকে যাদুকর ও পাগল বলে অমান্য করেছে, ফলে তারা ধ্বংস হয়ে গেছে। সুতরাং ধ্বংস থেকে বাঁচতে হলে রাসূলের আদর্শকে আঁকড়ে ধরতে হবে।

৮. সকল যুগের বিদ্রোহীদের বিদ্রোহের মূল প্রকৃতি একই। সুতরাং রাসূলদের অনুসৃত কর্মপন্থা গ্রহণ করেই বিদ্রোহীদের মুকাবিলা করতে হবে।

৯. আল্লাহর পথে যারা আহ্বানকারী, তাদের কর্তব্য হলো, এসব বিদ্রোহীদেরকে এড়িয়ে চলা, কারণ এরা কখনো হিদায়াত গ্রহণ করবে না।

১০. যারা নিজেদের বিবেক-বুদ্ধিকে কাজে লাগিয়ে চিন্তা-ফিকির করে, সেসব লোকের পেছনে সময় ব্যয় করা হলে, সেটাই ফলপ্রসূ হবে।

১১. দাওয়াত ও তাবলীগের কাজ চালিয়ে যেতে হবে, কেননা এর দ্বারা ঈমান আনতে আগ্রহী লোকেরা অবশ্যই উপকৃত হবে।

১২. আল্লাহ তা'আলা মানুষ ও জ্বিন জাতিকে একমাত্র তাঁর দাসত্ব করার উদ্দেশ্যেই সৃষ্টি করেছেন। সুতরাং মানুষকে একমাত্র আল্লাহর দাসত্ব করে যেতে হবে।

১৩. মানুষকে আল্লাহর দাসত্ব করতে হবে আল্লাহ প্রেরিত রাসূল-এর দেখানো পথেই ; অন্য কোনো কল্পিত পথ ও পন্থা আল্লাহর দরবারে গৃহীত হবে না।

১৪. আল্লাহর দাসত্ব করা দ্বারা আল্লাহর কোনো লাভ নেই। এতে মানুষেরই কল্যাণ নিহিত। আর মানুষ আল্লাহর দাসত্ব না করলেও তাঁর কোনো ক্ষতি নেই ; কেননা আল্লাহ সকল প্রয়োজন থেকে মুক্ত ও পবিত্র।

১৫. আল্লাহ তা'আলা-ই সকল সৃষ্টির রিযিক-এর ব্যবস্থা করেন। তিনি অসীম শক্তিধর, প্রবল পরাক্রান্ত।

১৬. যারা রাসূলের আনীত দীন বা জীবনব্যবস্থাকে বাস্তবায়ন করতে অস্বীকার করছে, তাদের পরিণতি অতীতের অস্বীকারকারী জাতি-গোষ্ঠী থেকে ভিন্ন কিছু হবে না।

১৭. আর এ শাস্তি তখনই কার্যকর হবে, যখন আল্লাহ তা'আলা তা কার্যকর করবেন, মানুষের ইচ্ছানুসারে হবে না।

১৮. আল্লাহর দেয়া প্রতিশ্রুতি কখনো মিথ্যা হবে না—যথাসময়ে তা নিশ্চিত আপতিত হবে—এতে কোনো সন্দেহ নেই।

❑

সূরা আত তূর-মাক্কী
আয়াত ঃ ৪৯
রুকূ' ঃ ২

নামকরণ

সূরার প্রথম শব্দ দ্বারা এর নামকরণ করা হয়েছে। 'তূর' শব্দের অর্থ পাহাড়।

নাযিলের সময়কাল

এ সূরা রাসূলুল্লাহ সা.-এর মাক্কী জীবনের এমন এক সময় নাযিল হয়েছে, যখন তাঁর বিরুদ্ধে কাফির-মুশরিকদের বিরোধিতা প্রতিবাদ-সমালোচনার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। বলা যায়—সূরা আয-যারিয়াত যখন নাযিল হয়েছে, আলোচ্য সূরাও মোটামুটি একই সময়ে নাযিল হয়েছে।

আলোচ্য বিষয়

সূরা আয-যারিয়াত-এর মতো এ সূরাতেও আখিরাত সম্পর্কে আলোচনা দিয়ে শুরু করা হয়েছে। সূরার প্রথম রুকূ'তে আখিরাত প্রমাণকারী কয়েকটি বাস্তব নিদর্শনের কসম করে বলা হয়েছে যে, তা অবশ্যই সংঘটিত হবে। অতপর আখিরাত সংঘটিত হলে তা অবিশ্বাসীদের পরিণাম এবং তা বিশ্বাস করে তাকওয়া ভিত্তিক জীবন-যাপনকারীদের পুরস্কার সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

দ্বিতীয় রুকূ'তে রাসূলুল্লাহ সা.-এর দাওয়াত-কার্যক্রমের বিরুদ্ধে কুরাইশ নেতাদের ষড়যন্ত্রের সমালোচনা করা হয়েছে। বলা হয়েছে যে, তারা মুহাম্মাদ সা.-কে কখনো পাগল, কখনো কবি বলে আখ্যায়িত করে মানুষকে তাঁর আনীত বাণী শোনা থেকে ফিরিয়ে রাখতে ব্যর্থ চেষ্টা করছে। তারা রাসূলকে নিজেদের জন্য একটা বিপদ মনে করে তাঁর ধ্বংস কামনা করে। তারা কুরআনকে তাঁর নিজের রচিত বলে অভিযোগ করে। তারা উপহাস করে বলে যে, আল্লাহ নবুওয়াত দানের জন্য আরবে আর কোনো মানুষ খুঁজে পেলেন না। তারা রাসূলুল্লাহ সা.-এর বিরুদ্ধে নানা ধরনের ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকে। আর এসব করতে তারা তাদের জাহেলী আকীদা-বিশ্বাসকেই আঁকড়ে ধরে থাকে। আল্লাহর রাসূল তাদেরকে তাদের অন্ধ আকীদা-বিশ্বাস থেকে উদ্ধার করার জন্য যে প্রচেষ্টা চালাচ্ছেন, সে ব্যাপারে তাদের কোনো অনুভূতি নেই। আল্লাহ তাআলা তাদের এসব ষড়যন্ত্রসমূহের সমালোচনা করে সেসবের জবাব দিয়েছেন। এরপর তাঁর নবীকে সম্বোধন করে বলেছেন যে, এসব একগুয়ে হঠকারী কাফিরদেরকে আপনার দাওয়াতের সত্যতার নিদর্শন স্বরূপ কোনো মু'জিযা বা অলৌকিক ঘটনা দেখানো হলেও তারা ঈমান আনবে না।

রুকূ'র শুরুতে রাসূলুল্লাহ সা.-কে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, আপনি কাফিরদের সকল সমালোচনা, বিদ্রূপ-উপহাস উপেক্ষা করে উপদেশ নসীহতের কাজ চালিয়ে যেতে থাকুন।

রুকূ'র শেষাংশে তাঁকে বলা হয়েছে যে, আপনি আপনার প্রভুর চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত আসা পর্যন্ত ধৈর্যের সাথে বিরুদ্ধবাদী কাফিরদের মুকাবিলা করতে থাকুন। এরপর তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে বলা হয়েছে যে, আপনার প্রভু আপনাকে কাফিরদের মুকাবিলায় এমনি অসহায়ভাবে ছেড়ে দেননি, তিনি সব তদারক করছেন। আপনি চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত আসা পর্যন্ত ধৈর্যধারণ করুন এবং আপনার প্রভুর প্রশংসা ও পবিত্রতা পোষণ করার মাধ্যমে শক্তি সঞ্চয় করতে থাকুন। এ পরিস্থিতিতে এটাই আপনার করণীয়।

❒

وَالطُّوْرِ ۝١ وَكِتٰبٍ مَّسْطُوْرٍ ۝٢ فِيْ رَقٍّ مَّنْشُوْرٍ ۝٣ وَّالْبَيْتِ الْمَعْمُوْرِ ۝٤

১. কসম তূর-[১]এর। ২. কসম লিখিত কিতাবের। ৩.—খোলামেলা সূক্ষ্ম চামড়ার মধ্যে[২]। ৪. কসম বায়তুল মা'মূরের[৩]। বা আবাদ ঘরের।

১ وَ-কসম ; الطُّوْرِ-'তূর'-এর। ২ وَ-কসম ; كِتٰبٍ-কিতাবের ; مَّسْطُوْرٍ-লিখিত। ৩ فِيْ-মধ্যে ; رَقٍّ-সূক্ষ্ম চামড়ার ; مَّنْشُوْرٍ-খোলামেলা। ৪ وَّ-কসম ; الْبَيْتِ-ঘরের ; الْمَعْمُوْرِ-আবাদ।

১. 'তূর' শব্দটি হিব্রু ভাষার শব্দ, এর অর্থ 'পাহাড়'। যাতে লতাপাতা ও বৃক্ষ উদগত হয়। এখানে 'তূর' দ্বারা তূরে সীনীন তথা সিনাই পর্বত বুঝানো হয়েছে। এ পাহাড়ের উপরই হযরত মূসা আ. আল্লাহর সাথে কথাবার্তা বলেছিলেন।

একটি হাদীসে আছে—দুনিয়াতে জান্নাতের চারটি পাহাড় আছে, তার মধ্যে 'তূর' একটি। –কুরতুবী

'তূর'-এর কসম করার মধ্যে সেই বিশেষ সম্মান-মর্যাদা সম্পর্কে ধারণা করা যায়।

২. 'লিখিত কিতাব' দ্বারা আগেকার নবীদের প্রতি নাযিলকৃত আসমানী কিতাব বুঝানো হয়েছে, যেগুলো পাতলা চামড়ায় লিখে সংরক্ষণ করা হতো।

'রাক্কুন' শব্দের অর্থ কাগজের বদলে লেখার জন্য ব্যবহৃত পাতলা চামড়া, যার উপর আহলে কিতাবগণ তাওরাত, যাবূর, ইনজীল এবং নবীদের সহীফাসমূহ লিখে রাখতেন।

৩. 'বায়তুল মা'মূর' হলো' ফেরেশতাদের ইবাদাতের জন্য আসমানে অবস্থিত সেই ঘর, যা কোনো সময় ইবাদাত থেকে খালি থাকে না। রাসূলুল্লাহ্ সা. মিরাজের রাতে সপ্তম আকাশে অবস্থিত এ ঘরের সাথে ইবরাহীম আ.-কে হেলান রত অবস্থায় বসে থাকতে দেখেছিলেন। এ ঘর কা'বা ঘরের সোজাসুজি উপরে সপ্তম আকাশে অবস্থিত। এ ঘরে প্রত্যহ সত্তর হাজার ফেরেশতা ইবাদাত করার জন্য প্রবেশ করে। এরপর এরা পুনরায় এতে প্রবেশ করার সুযোগ পায় না। প্রতিদিন নতুন নতুন ফেরেশতা এতে প্রবেশ করে।–ইবনে কাসীর

দুনিয়ার কা'বার প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে আসমানের কা'বার সাথেও ইবরাহীম আ.-এর সম্পর্ক রয়েছে। 'কা'বাঘর' যেমন দুনিয়াবাসী ইবাদাতকারীদের জন্য ইবাদাতের প্রধান কেন্দ্র, তেমনি 'বায়তুল মা'মূর-ও আসমানবাসীর জন্য ইবাদাতের প্রধান কেন্দ্র। এখানে

⑤وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوْعِ ۙ⑥وَالْبَحْرِ الْمَسْجُوْرِ ۙ⑦اِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ ۙ

৫. কসম সুউচ্চ ছাদের[৪]। ৬. কসম উত্তাল সমুদ্রের।[৫] ৭. অবশ্যই আপনার প্রতিপালকের শাস্তি নিশ্চিত সংঘটিতব্য।

⑧مَّا لَهٗ مِنْ دَافِعٍ ۙ⑨يَّوْمَ تَمُوْرُ السَّمَآءُ مَوْرًا ۙ⑩وَّتَسِيْرُ الْجِبَالُ سَيْرًا ۙ

৮. তার কোনো প্রতিরোধকারী নেই।[৬] ৯. যেদিন আসমান কাঁপার মতো কাঁপতে থাকবে[৭]। ১০ আর পাহাড়-পর্বত চলার মতো চলতে থাকবে[৮]।

⑤وَ-কসম ; السَّقْفِ-ছাদের ; الْمَرْفُوْعِ-সুউচ্চ। ⑥وَ-কসম ; الْبَحْرِ-সমুদ্রের ; الْمَسْجُوْرِ-উত্তাল। ⑦اِنَّ-অবশ্যই ; عَذَابَ-শাস্তি ; رَبِّكَ-(رب+ك)-আপনার প্রতিপালকের ; لَوَاقِعٌ-(ل+واقع)-নিশ্চিত সংঘটিতব্য। ⑧مَا-নেই ; لَهٗ-তার ; مِنْ-কোনো ; دَافِعٍ-প্রতিরোধকারী। ⑨يَوْمَ-যেদিন ; تَمُوْرُ-কাঁপতে থাকবে ; السَّمَآءُ-আসমান ; مَوْرًا-কাঁপার মতো। ⑩وَ-আর ; تَسِيْرُ-চলতে থাকবে ; الْجِبَالُ-পাহাড়-পর্বত ; سَيْرًا-চলার মতো।

'কসম' দ্বারা দুনিয়াতে অবস্থিত কা'বা এবং আসমানে অবস্থিত কা'বা সবগুলোর কসম করা হয়েছে।

৪. 'সুউচ্চ ছাদ' বলতে আসমানকে বুঝানো হয়েছে। আর আসমান দ্বারা পুরো উর্ধ্বজগত উদ্দেশ্য, যা আমরা দেখতে পাই সার্বক্ষণিক ভূ-পৃষ্ঠকে গম্বুজের মতো ছেয়ে আছে। যার কোনো সীমা-পরিসীমা কল্পনা করাও আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়।

৫. অর্থাৎ তরঙ্গ-বিক্ষুব্ধ উত্তাল সাগরের কসম। এ আয়াতের আরো কয়েকটি অর্থ মুফাস্‌সিরীনে কিরাম বর্ণনা করেছেন। তবে অর্থের এ পার্থক্য 'মাসজূর' শব্দের ব্যাপারে। এর এক অর্থ 'আগুন দ্বারা পূর্ণ' অর্থাৎ আগুনে পূর্ণ সাগরের কসম। কিয়ামতের দিন সাগর-মহাসাগর সবই আগুনে পূর্ণ হয়ে যাবে। সূরা তাকভীর-এর ৬ নং আয়াতে বলা হয়েছে—'যখন সমুদ্রগুলোকে আগুনে পূর্ণ করে দেয়া হবে। আবার কেউ এর অর্থ করেছেন 'কানায় কানায় পূর্ণ উত্তাল' পানি সম্বলিত সাগর। দুটো অর্থই এখানে উদ্দেশ্য হতে পারে। সমুদ্রের শেষোক্ত অবস্থা আমাদের সামনে বর্তমান আছে। আর প্রথমোক্ত অবস্থা কিয়ামতের সময় দেখা যাবে।

৬. এটা কসম সমূহের মূলকথা। প্রথম থেকে ছয় নম্বর আয়াত পর্যন্ত যে পাঁচটি জিনিসের কসম করা হয়েছে, তা একথাটির সত্যতা প্রমাণের জন্য করা হয়েছে। এখানে 'আপনার প্রতিপালকের শাস্তি' বলে 'আখিরাত'কে বুঝানো হয়েছে। মূলত এ কথাটি আখিরাত অবিশ্বাসীদেরকে লক্ষ্য করে বলা হয়েছে। কারণ 'আখিরাত' সংঘটিত হওয়ার

অর্থই তাদের জন্য শাস্তি কার্যকর হওয়া। অন্য কথায় এর দ্বারা কিয়ামত সংঘটনের কথা বলা হয়েছে ; কেননা কিয়ামত সংঘটিত হলেই অবিশ্বাসীরা শাস্তির মুখোমুখি হবে।

কসমকৃত পাঁচটি জিনিস কিভাবে কিয়ামত সংঘটনের সত্যতা প্রমাণ করে, তার এখন একটু ভেবে দেখা প্রয়োজন।

সর্বপ্রথম 'তূর' পর্বতের কসম করা হয়েছে। এ 'তূর' পর্বতের গৃহীত আল্লাহর সিদ্ধান্ত অনুসারেই নৈতিক বিধান ও প্রতিফলদানের বিধান অনুযায়ী-ফিরআউনের মতো বিশাল শক্তিধর একজন শাসককে তার সেনাবাহিনীসহ ডুবিয়ে মারা হয়েছিল ; আর বনী ইসরাঈলের মতো একটি অসহায় অবদমিত ও নিষ্পেষিত জাতিকে উত্থান ঘটিয়েছিল। এ ঘটনা প্রমাণ করে যে, আল্লাহ তা'আলা মানুষের মতো বুদ্ধিমান ও ইচ্ছাশক্তির অধিকারী একটি সৃষ্টিকে শুধুশুধু সৃষ্টি করে এমনিই ছেড়ে দেননি ; বরং তাদের কাজ কর্মের হিসেব নেয়ার জন্য একটা নির্দিষ্ট সময়ে মানুষকে তাঁর সামনে অবশ্যই হাজির করবেন। মৃত্যুর পর মানুষ মাটিতে বিলীন হয়ে যাবে, এবং তার এ দুনিয়ার কর্মের কোনো নৈতিক বিধান প্রকাশিত হবে না—এটা যুক্তি-বুদ্ধি অনুমোদন করে না।

দ্বিতীয়ত কসম করা আসমানী কিতাবগুলোর। দুনিয়াতে যতগুলো আসমানী কিতাব নাযিল হয়েছে, সব কিতাবই কিয়ামত, হাশর ও জান্নাত-জাহান্নামের কথা বলেছে। আখিরাত সম্পর্কে সব কিতাবের ঐকমত্য পোষণ করা অবশ্যই আখিরাতের সত্যতার জোরালো প্রমাণ।

তৃতীয়ত, 'আবাদ ঘর' তথা বায়তুল মা'মূর-এর কসম করা হয়েছে। এর দ্বারা দুনিয়ার মানুষের কেন্দ্রীয় ইবাদাতগাহ মক্কার কা'বা ঘরকেও বুঝানো হয়েছে। এ ঘরের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে মানুষের সামনে এর যে মর্যাদা, প্রতিষ্ঠাতা নবী ইবরাহীম আ.-এর মর্যাদা, এ ঘরের বৈশিষ্ট্যাবলী, এর প্রতি মানুষের ভক্তিশ্রদ্ধা ইত্যাদি সুস্পষ্ট হয়ে উঠে তাতেই এটা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, এ ঘরের সাথে সংশ্লিষ্ট মহান নবীগণ যে খবর দিয়েছেন যে, কিয়ামত অবশ্যই সংঘটিত হবে এবং মানুষকে তার রবের সামনে এ দুনিয়ার কাজকর্মের হিসাব দিতে হবে। তখন তা নিষেধ ছাড়া কে-ইবা অস্বীকার করতে পারে।

চতুর্থত, কসম করা হয়েছে সুউচ্চ ছাদ তথা আসমান-এর। এ বিশাল আসমানের সৃষ্টি ও এর পরিচালনা যে মহাশক্তিমান আল্লাহ তা'আলার করায়ত্বে, তিনি অবশ্যই মানুষকে মৃত্যুর পর মাটিতে মিশে বিলীন হয়ে যাওয়া অবস্থা থেকে পুনরায় জীবিত করে হিসাব নিতে সক্ষম এবং তিনি তা অবশ্যই অবশ্যই করবেন-এটা অবশ্যই একটি এমন বিষয়, যা অবিশ্বাস-অস্বীকার করার কোনোই সুযোগ নেই।

অতপর কসম করা হয়েছে উত্তাল সাগরের। এ সাগর পৃথিবীর চার ভাগের তিন ভাগ অংশে বিস্তৃত আছে। একটু গভীরভাবে চিন্তা করলে বুঝতে অসুবিধা হয়না যে, আবহমান কাল থেকে পানির এ বিশাল ভাণ্ডার একই নিয়মে পৃথিবীর মানুষের জন্য

﴿١١﴾ فَوَيْلٌ يَّوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِيْنَ ﴿١٢﴾ الَّذِيْنَ هُمْ فِيْ خَوْضٍ يَّلْعَبُوْنَ ۝

১১. অতপর সেদিন ধ্বংস রয়েছে মিথ্যা সাব্যস্তকারীদের জন্য ; ১২. যারাই অর্থহীন যুক্তি প্রদানের খেল-তামাশায় ব্যস্ত থাকে[৯]।

﴿١٣﴾ يَوْمَ يُدَعُّوْنَ اِلٰى نَارِ جَهَنَّمَ دَعًّا ﴿١٤﴾ هٰذِهِ النَّارُ الَّتِيْ كُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُوْنَ ۝

১৩. যেদিন তাদেরকে ধাক্কার মতো ধাক্কা দিতে দিতে জাহান্নামের আগুনের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে। ১৪. (বলা হবে) এটাই সেই আগুন যা তোমরা মিথ্যা প্রতিপন্ন করতে।

﴿١٥﴾ اَفَسِحْرٌ هٰذَآ اَمْ اَنْتُمْ لَا تُبْصِرُوْنَ ﴿١٦﴾ اِصْلَوْهَا فَاصْبِرُوْٓا اَوْ لَا تَصْبِرُوْا ۚ

১৫. তবে কি এটা যাদু না-কি তোমরা দেখতে পাচ্ছো না[১০] ? ১৬. ঢুকে পড়ো তাতে, এখন তোমরা ধৈর্য ধর আর না-ই ধৈর্য ধর

⑪ فَوَيْلٌ-(ف+ويل)-অতপর ধ্বংস রয়েছে ; يَوْمَئِذٍ-সেদিন ; لِلْمُكَذِّبِيْنَ-(ل+ال+مكذبين)-মিথ্যা সাব্যস্তকারীদের জন্য। ⑫ الَّذِيْنَ هُمْ- যারাই ; فِيْ خَوْضٍ-অর্থহীন যুক্তি প্রদানের ; يَلْعَبُوْنَ-খেল-তামাশায় ব্যস্ত থাকে। ⑬ يَوْمَ-যেদিন ; يُدَعُّوْنَ-তাদেরকে ধাক্কা দিতে দিতে নিয়ে যাওয়া হবে ; اِلٰى-দিকে ; نَارِ-আগুনের ; جَهَنَّمَ-জাহান্নামের ; دَعًّا-ধাক্কার মতো। ⑭ هٰذِهِ-(বলা হবে) এটাই ; النَّارُ-আগুন ; الَّتِيْ-সেই ; كُنْتُمْ-তোমরা করতে ; بِهَا-যা ; تُكَذِّبُوْنَ-মিথ্যা প্রতিপন্ন। ⑮ اَفَسِحْرٌ-(ا+ف+سحر)-তবে কি যাদু ; هٰذَآ-এটাই ; اَمْ-না-কি ; اَنْتُمْ-তোমরা ; لَاتُبْصِرُوْنَ- দেখতে পাচ্ছো না। ⑯ اِصْلَوْهَا-(اصلوا+ها)-ঢুকে পড়ো তাতে ; فَاصْبِرُوْٓا-(ف+اصبروا)-এমন তোমরা ধৈর্য ধর ; اَوْ-আর ; لَاتَصْبِرُوْا-না-ই ধৈর্য ধর ;

পানি সরবরাহ করছে। সাগরের পানি দ্বারাই পরিবেশ দূষণমুক্ত হচ্ছে, দূষিত পানি সাগরে গিয়ে পতিত হচ্ছে। আবার বাষ্পীয়ভবনের মাধ্যমে পরিশোধিত হয়ে মেঘের আকারে বাতাসের সহযোগিতায় পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ছে এবং বৃষ্টিপাতের আকারে মানুষকে বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ করছে। এ সবকিছুই আল্লাহ তা'আলার অতুলনীয় হিকমত ও অসীম ক্ষমতার প্রতি ইশারা করে। এর দ্বারাই প্রমাণিত হয় যে, এ অসীম ক্ষমতার মালিক আল্লাহ তা'আলা অবশ্যই আখিরাতে মানুষকে পুনর্জীবিত করে তার এ দুনিয়ার কাজকর্মের প্রতিদান দিতে অবশ্যই সক্ষম।

৭. অর্থাৎ কিয়ামতের দিন আসমান অত্যন্ত অস্থিরভাবে প্রকম্পিত হতে থাকবে। আসমানের যে ব্যবস্থাপনা রয়েছে, তা ভেঙ্গে যাবে। সেদিন দেখা যাবে যে, সুশোভিত আসমানের নকশা বিকৃত হয়ে গেছে এবং তার সর্বত্র একটা অস্থিরতা বিরাজ করছে।

سَوَآءٌ عَلَيْكُمْ ۖ إِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٦﴾ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِى جَنَّٰتٍ وَنَعِيمٍ ﴿١٧﴾

তোমাদের জন্য সমান ; তোমাদেরকে শুধুমাত্র সেই প্রতিদানই দেয়া হচ্ছে, যা তোমরা (দুনিয়াতে) করতে। ১৭. নিশ্চয়ই মুত্তাকীরা[১১] থাকবে জান্নাতসমূহের মধ্যে ও সুখ-সম্পদের মধ্যে।

فَٰكِهِينَ بِمَآ ءَاتَىٰهُمْ رَبُّهُمْ وَوَقَىٰهُمْ رَبُّهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ ﴿١٨﴾ كُلُوا

১৮. তারা সানন্দে উপভোগকারী হবে তা, যা তাদের প্রতিপালক তাদেরকে দেবেন ; আর তাদের প্রতিপালক তাদেরকে জাহান্নামের আযাব থেকে রক্ষা করবেন।[১২] ১৯. (তাদেরকে বলা হবে) তোমরা খাও

وَاشْرَبُوا هَنِيٓـًٔا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٩﴾ مُتَّكِـِٔينَ عَلَىٰ سُرُرٍ مَّصْفُوفَةٍ ۖ

এবং পান করো মজা করে, তার বিনিময়ে যা তোমরা (দুনিয়াতে) করতে[১৩]। ২০. সারি সারি সাজানো আসনে তারা হেলান দিয়ে উপবিষ্ট থাকবে ;

سَوَآءٌ-সমান ; عَلَيْكُمْ-তোমাদের জন্য ; اِنَّمَا-শুধুমাত্র ; تُجْزَوْنَ -তোমাদেরকে প্রতিদানই দেয়া হচ্ছে ; مَا-সেই, যা ; كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ-তোমরা (দুনিয়াতে) করতে। (১৭) اِنَّ-নিশ্চয়ই ; الْمُتَّقِيْنَ-মুত্তাকীরা থাকবে ; فِىْ-মধ্যে ; جَنّٰتٍ-জান্নাত সমূহের ; وَّ-ও ; نَعِيْمٍ-সুখ-সম্পদের মধ্যে। (১৮) فٰكِهِيْنَ-তারা সানন্দে উপভোগকারী হবে ; بِمَآ-তা, যা; اٰتٰهُمْ-(اتى+هم)-তাদেরকে দেবেন ; رَبُّهُمْ-(رب+هم)-তাদের প্রতিপালক; وَ-আর; وَقٰهُمْ-(وقى+هم)-তাদেরকে রক্ষা করবেন ; رَبُّهُمْ-(رب+هم)-তাদের প্রতিপালক ; عَذَابَ-আযাব থেকে ; الْجَحِيْمِ-জাহান্নামের। (১৯) كُلُوْا-(তাদেরকে বলা হবে) তোমরা খাও ; وَ-এবং ; اشْرَبُوْا-পান করো ; هَنِيْٓئًا-মজা করে ; بِمَا-তার বিনিময়ে যা ; كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ-তোমরা (দুনিয়াতে) করতে। (২০) مُتَّكِـِٔيْنَ-তারা হেলান দিয়ে উপবিষ্ট থাকবে ; عَلٰى سُرُرٍ-আসনে ; مَّصْفُوْفَةٍ-সারি সারি সাজানো ;

৮. অর্থাৎ ভূ-পৃষ্ঠের মাধ্যাকর্ষণ শক্তি নিষ্ক্রীয় হয়ে যাওয়ার ফলে পাহাড়-পর্বতগুলো শূন্যে উড়তে থাকবে, যেমন মেঘমালা শূন্যে উড়ে বেড়ায়।

৯. অর্থাৎ আখিরাতের শাস্তি ও পুরস্কারের কথা আজ রাসূলের মুখে শুনে যারা ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে উড়িয়ে দিচ্ছে, সেদিন এ ঠাট্টা-বিদ্রূপ তাদের জন্য ধ্বংস ডেকে আনবে, যে ধ্বংস থেকে রেহাই পাওয়ার কোনো উপায় সেদিন থাকবে না।

১০. অর্থাৎ দুনিয়াতে তোমরা আখিরাত সম্পর্কে রাসূলের কথাকে যাদু বলে অবিশ্বাস করেছিলে, এখন তোমরা তা বাস্তবে দেখতে পাচ্ছো, রাসূলের কথা যাদু ছিল, না-কি সত্য ছিল।

وَزَوَّجْنٰهُمْ بِحُوْرٍ عِيْنٍ ﴿٢١﴾ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ

আর আমি তাদের বিবাহ দিয়ে দেবো সুনয়না সুন্দরী হূরদের সাথে[১৪]। ২১. আর যারা ঈমান এনেছে এবং তাদের সন্তান-সন্ততিও তাদের অনুসরণ করেছে

بِاِيْمَانٍ اَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا اَلَتْنٰهُمْ مِّنْ عَمَلِهِمْ مِّنْ شَيْءٍ ط

ঈমানের সাথে, আমি তাদের সাথে তাদের সন্তানদেরকে (জান্নাতে) একত্র করে দেবো এবং তাদের আমল থেকে আমি কিছুমাত্রও হ্রাস করবো না[১৫]

وَ-আর ; زَوَّجْنٰهُمْ-(زوجنا+هم)-আমি তাদের বিয়ে দিয়ে দেবো ; بِحُوْرٍ-(ب+حور)-সুন্দরী হূরদের সাথে ; عِيْنٍ-সুনয়না। ㉑ وَ-আর ; الَّذِيْنَ-যারা ; اٰمَنُوْا-ঈমান এনেছে; وَ-এবং ; اتَّبَعَتْهُمْ-(اتبعت+هم)-তাদের অনুসরণ করেছে ; ذُرِّيَّتُهُمْ-(ذرية+هم)-তাদের সন্তান-সন্ততিও ; بِاِيْمَانٍ-(ب+ايمان)-ঈমানের সাথে ; اَلْحَقْنَا-আমি একত্র করে দেবো ; بِهِمْ-(ب+هم)-তাদের সাথে (জান্নাতে) ; ذُرِّيَّتَهُمْ-(ذرية+هم)-তাদের সন্তান-সন্ততিদেরকে ; وَ-এবং ; مَا اَلَتْنٰهُمْ-(ما التنا+هم)-আমি হ্রাস করবো না ; مِّنْ-থেকে ; عَمَلِهِمْ-(عمل+هم)-তাদের আমল ; مِّنْ شَيْءٍ-কিছুমাত্রও ;

১১. অর্থাৎ যারা দুনিয়াতে রাসূলের কথাকে বিশ্বাস করে আল্লাহকে ভয় করেছে এবং সেসব কাজ থেকে নিজেদেরকে দূরে রেখেছে, যেসব কাজের ফলে মানুষ জাহান্নামের উপযুক্ত হয়ে যায়।

১২. মুত্তাকীরা জান্নাত লাভ করে যে বিরাট সৌভাগ্যের অধিকারী হবে, জাহান্নাম থেকে রক্ষা পাওয়াও তার চেয়ে কম সৌভাগ্যের ব্যাপার নয়। জাহান্নাম থেকে রক্ষা পাওয়া আল্লাহর অসীম দয়া অনুগ্রহেই একমাত্র সম্ভব। নচেৎ প্রত্যেকটি মানুষই তার মানবিক দুর্বলতার কারণে জাহান্নামের যোগ্য হয়ে যায়। আর আল্লাহ যদি তার আমলের যথাযথ হিসাব নেন, তাহলে কেউ জাহান্নাম থেকে রক্ষা পেতে পারে না। সুতরাং জান্নাত লাভ করতে পারা যত বড় নিয়ামত, জাহান্নাম থেকে বাঁচতে পারা তার চেয়ে কোনো অংশে কম নয়। এ সত্যটির দিকে ইংগীত করেই মুত্তাকীদের জান্নাত লাভের কথা বলার পর জাহান্নাম থেকে রক্ষা করার কথা উল্লিখিত হয়েছে।

১৩. অর্থাৎ তোমরা মনের আনন্দে আল্লাহর নিয়ামতের স্বাদ সন্তুষ্ট চিত্তে উপভোগ করো। জান্নাতে তোমাদের কোনো পরিশ্রম করতে হবে না। এসব পানীয়-দ্রব্য গ্রহণে তোমাদের কোনো রকম অশান্তি সৃষ্টি করবে না। এসব খাদ্য পানীয় ফুরিয়ে যাওয়ার কোনো আশংকা নেই। যত ইচ্ছা, যেভাবে ইচ্ছা উপভোগ করতে থাকো।

জান্নাতীরা তাদের মনের আকাঙ্খা ও পছন্দ অনুসারে যত ইচ্ছা পানাহার করবে। তারা সেখানে মেহমান হিসাবে অবস্থান করবে না যে, কিছু চাইতে সংকোচ বোধ

كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ ﴿٢١﴾ وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِمَّا يَشْتَهُونَ ○

প্রত্যেক ব্যক্তি-ই তার জন্য দায়ী যা সে কামাই করেছে[১৬]। ২২. আর আমি তাদেরকে দিতে থাকবো ফল-ফলাদি ও গোশত[১৭] সে অনুযায়ী যা তাদের মন চাইবে।

كُلُّ-প্রত্যেক ; امْرِئٍ-ব্যক্তিই ; بِمَا-তার জন্য যা ; كَسَبَ-সে কামাই করেছে ; رَهِينٌ-দায়ী। ﴿٢٢﴾ وَ-আর ; أَمْدَدْنَاهُمْ-(امددنا+هم)-তাদেরকে দিতে থাকবো ; بِفَاكِهَةٍ-(ب+فاكهة)-ফল-ফলাদি ; وَ-ও ; لَحْمٍ-গোশত ; مِمَّا-সে অনুযায়ী যা ; يَشْتَهُونَ-তাদের মন চাইবে।

করবে। বরং তারা যা কিছু লাভ করবে তা তাদের দুনিয়ার কর্মফল হিসেবে লাভ করবে সুতরাং তাদের মধ্যে মেহমান-স্বরূপ সংকোচ বোধ তাদের মধ্যে থাকবে না।

১৪. হুরদের সম্পর্কে সূরা আস-সাফফাতে বলা হয়েছে যে, তারা হবে লুকানো বা সংরক্ষিত ডিমের মতো। অর্থাৎ তাদের কোমলতা ও নাজুকতা এমন ঝিল্লির মতো হবে, যা ডিমের খোসা ও সাদা অংশের মাঝখানে থাকে।

১৫. অর্থাৎ সৎকর্মশীল মু'মিনদের সন্তান-সন্তুতি আমলের দিকে থেকে তাদের সমকক্ষ না হলেও যদি ঈমানের দিক থেকে পিতা-মাতার অনুগামী হয়, তখন জান্নাতে তাদেরকে পিতামাতার সমস্তরে উন্নতি করে দেয়া হবে।

হযরত ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সা. ইরশাদ করেছেন—আল্লাহ তা'আলা সৎকর্মশীল মু'মিনদের সন্তান-সন্তুতিকে তাদের পিতা-মাতার সমমর্যাদায় পৌঁছে দেবেন, যদিও তারা নেক আমলের দিক থেকে সেই মর্যাদা পাওয়ার যোগ্য না হয়, যাতে পিতা-মাতার চক্ষু শীতল হয়। (মাযহারী)

এ মিলন মাঝে মাঝে গিয়ে সাক্ষাত করার মতো হবে না ; বরং সন্তানদেরকে পিতা-মাতার সাথে স্থায়ীভাবে রাখা হবে।

অতপর বলা হয়েছে যে, সন্তানদেরকে তাদের পিতা-মাতার সাথে একত্র করার জন্য পিতামাতার মর্যাদা হ্রাস করে সমপর্যায়ে আনা হবে না ; বরং সন্তানদের মর্যাদা বাড়িয়ে দিয়ে পিতা-মাতার সমমর্যাদায় উন্নীত করা হবে।

১৬. অর্থাৎ প্রত্যেক ব্যক্তি তার আমলের জন্য দায়ী সে একমাত্র নেক আমল দ্বারা দায়িত্ব থেকে মুক্তি পেতে পারে। অন্য কথায় আল্লাহ তা'আলা মানুষকে যেসব সাজ-সরঞ্জাম, শক্তি-ক্ষমতা, যোগ্যতা এবং ইখতিয়ার দিয়েছেন তা আল্লাহর পক্ষ থেকে ঋণ। আর এ ঋণের জামানত হলো মানুষ নিজেই। মানুষ নিজেই আল্লাহর দেয়া ঋণের জন্য আল্লাহর দরবারে যিম্মী। এখন সে যদি সৎকর্মের দ্বারা নিজেকে মুক্ত করতে পারে, তবে সে মুক্তি লাভ করবে। অন্যথায় সে যিম্মী দশা থেকে মুক্তি পাবে না।

㉓يَتَنَازَعُونَ فِيهَا كَأْسًا لَّا لَغْوٌ فِيهَا وَلَا تَأْثِيمٌ ㉔وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ

২৩. তারা সেখানে পানপাত্র নিয়ে পরস্পর কৌতুক করে কাড়াকাড়ি করবে, তাতে কোনো বাজে কথাও থাকবে না, আর না কোনো অশালীন কাজ[১৮]। ২৪. আর তাদের সেবায় নিয়োজিত থাকবে

غِلْمَانٌ لَّهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَّكْنُونٌ ㉕وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ

কিশোরগণ—কেবলমাত্র তাদের জন্যই,[১৯] যেন তারা সযত্নে লুকিয়ে রাখা মুক্তা। ২৫. আর তারা একে অপরের মুখোমুখি হয়ে

㉓يَتَنَازَعُونَ-তারা পরস্পর কৌতুক করে কাড়াকাড়ি করবে ; فِيهَا-সেখানে ; كَأْسًا-পানপাত্র নিয়ে ; لَا-থাকবে না ; لَغْوٌ-কোনো বাজে কথা ; فِيهَا-তাতে ; وَ-আর ; لَا-না ; تَأْثِيمٌ-কোনো অশালীন কাজ। ㉔وَ-আর ; يَطُوفُ-সেবায় নিয়োজিত থাকবে ; عَلَيْهِمْ-তাদের ; غِلْمَانٌ-কিশোরগণ ; لَهُمْ-কেবলমাত্র তাদের জন্যই ; كَأَنَّهُمْ-(كان+هم)-যেন তারা ; لُؤْلُؤٌ-মুক্তা ; مَّكْنُونٌ-সযত্নে লুকিয়ে রাখা। ㉕وَ-আর ; أَقْبَلَ-মুখোমুখী হয়ে ; بَعْضُهُمْ-তারা একে ; عَلَىٰ بَعْضٍ-অপরের ;

আগেকার আয়াতের পরপর এটা উল্লেখ করার উদ্দেশ্য হলো—সৎকর্মশীল মু'মিন আল্লাহর দরবারে যত উচ্চ মর্যাদার অধিকারী হোক না কেন তার সন্তান-সন্ততি যদি নিজ আমল দ্বারা নিজেকে যিম্মীদশা থেকে মুক্ত করতে না পারে, তবে তারা কখনো তার সৎকর্মশীল পিতৃ-পুরুষের মর্যাদার খাতিরে মুক্তি পাবে না। তবে তারা যদি যে কোনো মাত্রায় ঈমান ও পিতৃপুরুষের সৎকর্মের আনুগত্য দ্বারা নিজেদেরকে আল্লাহ তা'আলার ঋণের দায় থেকে মুক্ত করতে পারে, তাহলে আল্লাহ তা'আলা জান্নাতে তাদেরকে নিম্ন মর্যাদা থেকে সৎকর্মশীল মু'মিন পিতা-মাতার সমমর্যাদায় উন্নীত করে দেবেন। এটা নিছক আল্লাহ তা'আলার দয়া ও অনুগ্রহ। সন্তানরা বাপদাদার সৎকাজের এতটুকু সুফল যেন লাভ করতে পারে।

এখানে উল্লেখ্য যে, এটা শুধু সৎকর্মের বেলায় এরূপ হবে। পিতৃ-পুরুষের কোনো গুনাহের বোঝা সন্তানের উপর চাপিয়ে দেয়া হবে না। (ইবনে কাসীর)

১৭. জান্নাতে যে গোশত জান্নাতীদের জন্য সরবরাহ করা হবে তা আমাদের জানা নেই। তবে সূরা আল-ওয়াকিয়ায় পাখির গোশতের কথা বলা হয়েছে। জান্নাতে যে দুধ, মধু ও পানীয় সরবরাহ করা হবে, তা সবই হবে প্রাকৃতিকভাবে ঝর্ণা থেকে উৎসারিত এবং নহর দিয়ে প্রবহমান। সে হিসেবে অনুমান করা যায় যে, গোশতও প্রাকৃতিকভাবে মাটির উপাদান থেকে তৈরী। আল্লাহ-ই তা ভালো জানেন।

১৮. অর্থাৎ দুনিয়ার মাদক পানীয়ের মতো জান্নাতের মাদক পানীয় মানুষের মন-মস্তিষ্কে কোনো মাদকতা সৃষ্টি করবে না। সুতরাং তা পানকারীরা কোনো অসভ্য-অশ্লীল আচরণ করবে না।

يَتَسَاءَلُونَ ﴿٢٥﴾ قَالُوا إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ ﴿٢٦﴾ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا

(দুনিয়ার অবস্থা) জিজ্ঞাসাবাদ করতে থাকবে। ২৬. তারা বলবে—'আমরা তো ইতিপূর্বে আমাদের পরিবারের মধ্যে ভীত-শংকিত ছিলাম[20]। ২৭. অতপর আল্লাহ আমাদের ওপর দয়া করেছেন

وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ ﴿٢٧﴾ إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلُ نَدْعُوهُ ۖ إِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمُ ﴿٢٨﴾

এবং আমাদেরকে দগ্ধকারী[21] শাস্তি থেকে রক্ষা করেছেন। ২৮. আমরা তো আগেও এমন ছিলাম যে, তাঁকেই আমরা ডাকতাম ; অবশ্যই তিনি—তিনিই একমাত্র উপকারী, পরম দয়ালু।

يَتَسَاءَلُونَ-(দুনিয়ার অবস্থা) জিজ্ঞাসাবাদ করতে থাকবে। ㉖ قَالُوا-তারা বলবে ; إِنَّا-আমরাতো ; كُنَّا-ছিলাম ; قَبْلُ-ইতিপূর্বে ; فِي-মধ্যে ; أَهْلِنَا-(اهل+نا)-আমাদের পরিবারের ; مُشْفِقِينَ-ভীত-শংকিত। ㉗ فَمَنَّ-(ف+من)-অতপর দয়া করেছেন ; اللَّهُ-আল্লাহ ; عَلَيْنَا-আমাদের উপর ; وَ-এবং ; وَقَانَا-আমাদেরকে রক্ষা করেছেন ; عَذَابَ-শাস্তি থেকে ; السَّمُومِ-দগ্ধকারী। ㉘ إِنَّا-আমরাতো ; كُنَّا-এমন ছিলাম যে, مِنْ قَبْلُ-আগেও ; نَدْعُوهُ-(ندعوا+ه)-তাঁকেই আমরা ডাকতাম ; إِنَّهُ-(ان+ه)-অবশ্যই তিনি ; هُوَ-তিনিই ; الْبَرُّ-একমাত্র উপকারী ; الرَّحِيمُ-পরম দয়ালু।

১৯. এখানে উল্লেখ্য যে, দুনিয়াতে যারা অন্যের গোলাম বা সেবক হিসেবে জীবন অতিবাহিত করেছে, জান্নাতেও তাদেরকে সেই মনিবের গোলাম বানিয়ে দেয়া হবে, এমন ধারণা করার অবকাশ নেই। দুনিয়ার কোনো গোলাম জান্নাতে তার মনিবের চেয়েও উচ্চতর মর্যাদা লাভ করতে পারে। জান্নাতের সেবকরা শুধুমাত্র তাদের জন্যই নির্দিষ্ট হবে।

২০. অর্থাৎ আখিরাতে আল্লাহর পাকড়াও-এর কথা ভুলে গিয়ে হারাম উপায়ে উপার্জন করে সন্তান-সন্ততিকেও হারাম খাদ্য খাইয়ে হারাম কাজে খরচ করে খুব আনন্দ-উল্লাসে আমরা মেতে থাকিনি ; বরং আখিরাতের কথা স্মরণ করে আল্লাহর সামনে জবাবদিহীর সদা-সর্বদা আতংকিত অবস্থায় জীবন কাটিয়েছি।

২১. অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে সৎকর্ম করার তাওফীক দিয়ে জাহান্নামের আগুনের ভাঁপ থেকে যে রক্ষা করেছেন, সেটা আমাদের উপর আল্লাহ তা'আলার বিরাট দয়া-অনুগ্রহ। তিনি যদি এটা না করতেন, তাহলে আমরাও জাহান্নামের বাসিন্দা হয়ে যেতাম।

১ম রুকূ' (১-২৮ আয়াত)-এর শিক্ষা

১. তূর পাহাড়, আসমানী কিতাবসমূহ, বায়তুল মা'মূর, সুউচ্চ আসমান, ও বিশাল সাগর আখিরাত-এর সত্যতার প্রমাণ।

২. আখিরাতে কাফির ও মুশরিকদের কর্মফল স্বরূপ জাহান্নামের শাস্তি অবশ্যই দেয়া হবে। এতে তিলমাত্র সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই।

৩. কাফির-মুশরিকদেরকে আখিরাতের শাস্তি থেকে বাঁচানোর শক্তি কারো নেই। এটা আল্লাহর ওয়াদা।

৪. এ পৃথিবী নির্দিষ্ট এক সময়ে অবশ্যই ধ্বংস হয়ে যাবে। সে দিন-ই কিয়ামত।

৫. কিয়ামতের দিন পাহাড়গুলো পৃথিবীর আকর্ষণ থেকে মুক্ত হয়ে শূন্যে উড়তে থাকবে।

৬. সেদিন আসমান প্রচণ্ডভাবে কম্পমান হয়ে দুলতে থাকবে। অতপর বিশ্ব-জগত ধ্বংস হয়ে যাবে। এটাই কিয়ামত।

৭. কিয়ামতকে মিথ্যা সাব্যস্তকারীরা—যারা সত্য সম্পর্কে নিজেরা ছিল বিভ্রান্ত এবং অন্যদেরকে বিভ্রান্ত করার জন্য নানারূপ বিভ্রান্তি ছড়াতো—তাদের জন্য কিয়ামত চূড়ান্ত ধ্বংস বয়ে আনবে।

৮. তারপর সত্যকে নিয়ে উপহাসকারীদেরকে পুনর্জীবিত করে ধাক্কা দিয়ে দিয়ে জাহান্নামের আগুনের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে।

৯. আখিরাতকে মিথ্যা সাব্যস্তকারী এসব জাহান্নামীদেরকে জিজ্ঞেস করা হবে যে, আখিরাত সম্পর্কে নবী-রাসূলদের দেয়া সংবাদ কি মিথ্যা ছিল ? তখন তাদের কিছুই বলার থাকবে না।

১০. রাসূলের আনীত কুরআনকে যারা যাদু বলে প্রত্যাখ্যান করতো, তাদেরকে জিজ্ঞেস করা হবে কুরআনের কথা কি যাদু ছিল ? না-কি বাস্তব, তার প্রমাণ কি তারা পেয়েছে ?

১১. সেদিন তাদের কোনো অজুহাত-আপত্তি গৃহীত হবে না এবং তাদেরকে জাহান্নামে ঢুকিয়ে দেয়া হবে।

১২. আল্লাহকে যারা ভয় করে দুনিয়ার জীবন পরিচালনা করেছে সেদিন তারা থাকবে জান্নাতের সুখ-সমৃদ্ধিতে, আরাম-আয়েশে জীবনযাপন করবে।

১৩. জান্নাতবাসীরা তাদের প্রতিপালকের দেয়া আনন্দ-সামগ্রী সানন্দে উপভোগ করতে থাকবে।

১৪. তাদের প্রতিপালকের দয়া-অনুগ্রহে তারা যে জাহান্নামের আযাব থেকে রক্ষা পেয়েছে। এটা তাদের আনন্দকে আরো বাড়িয়ে দেবে।

১৫. আল্লাহর পক্ষ থেকে তাদেরকে বলা হবে যে, তোমরা দুনিয়াতে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আদেশ-নিষেধ মেনে চলেছে। তার বিনিময়ে জান্নাতে আজ মজা করে পানাহার করো।

১৬. জান্নাতীরা সেদিন সারি সারি সাজানো আরামদায়ক আসনে হেলান দিয়ে পরস্পর আলোচনায় মশগুল থাকবে।

১৭. পটলচেরা আনত নয়না অত্যন্ত সুন্দরী জান্নাতী হুরদের সাথে জান্নাতবাসী পুরুষদের বিয়ে দেয়া হবে।

১৮. জান্নাতীদের সন্তান-সন্ততীদের মধ্যে ঈমানের দিক থেকে যারা তাদের অনুসরণ করেছে, আল্লাহ জান্নাতে তাদেরকে একত্র করে দেবেন। যাতে তাদের অন্তর প্রশান্তি লাভ করে।

১৯. এ একত্রীকরণ হবে সন্তানদের নিম্নতর মর্যাদা থেকে মু'মিন পিতৃপুরুষের উচ্চতর মর্যাদায় উন্নীত করার মাধ্যমে। পিতৃ-পুরুষদের মর্যাদা কমিয়ে দিয়ে নয়।

২০. পিতৃ-পুরুষের গোনাহের বেলায় তাদের কোনো গোনাহ সন্তানদের উপর চাপিয়ে দেয়া হবে না।

২১. প্রত্যেকটি মানুষ আল্লাহ প্রদত্ত নিয়ামতসমূহের ঋণের দায়ে আল্লাহর কাছে দায়বদ্ধ ঈমান ও নেক আমলের দ্বারাই এ দায়বদ্ধতা থেকে মুক্তি লাভ করতে হবে।

২২. জান্নাতবাসীদের জন্য জান্নাতে থাকবে নানা বর্ণ ও নানা স্বাদের ফল-ফলাদি এবং তাদের চাহিদা অনুসারে বিভিন্ন প্রকার গোশত।

২৩. জান্নাতীরা সেখানে পানীয় বস্তু নিয়ে নির্দোষ আনন্দে মেতে থাকবে। এসব পানীয় তাদের মধ্যে কোনো প্রকার মাদকতা সৃষ্টি করবে না।

২৪. জান্নাতীদের মুখে সেখানে কোনো অশালীন, অশ্লীল ও বাজে কথা উচ্চারিত হবে না, আর তাদের দ্বারা কোনো প্রকার অশ্লীল-অশালীন কাজও সংঘটিত হবে না।

২৫. চির কিশোর এবং সযত্নে লুকিয়ে রাখা মুক্তার মতো কিশোর-বালকগণ তাদের সেবায় সদা-সর্বদা নিয়োজিত থাকবে।

২৬. এসব কিশোর একমাত্র জান্নাতবাসীদের সেবায় নিয়োজিত থাকবে। এদের আর কোনো অতিরিক্ত কাজ থাকবে না।

২৭. জান্নাতীরা পরস্পর মুখোমুখী বসে দুনিয়ার জীবনের স্মৃতিচারণ করবে এবং তাদের দুনিয়ার জীবন সম্পর্কে পারস্পরিক জিজ্ঞাসাবাদে ব্যস্ত থাকবে।

২৮. দুনিয়ার জীবনে যারা আল্লাহ তা'আলাকে ভয় করে তাঁর হুকুম-আহকাম মেনে চলেছে এবং আল্লাহর পাকড়াওকে ভয় করে শংকিত জীবনযাপন করেছে তারাই জান্নাতবাসী হবে।

২৯. জান্নাত লাভ ও জাহান্নাম থেকে মুক্তি উভয়ই আল্লাহর দয়া-অনুগ্রহের ফলেই সম্ভব। শুধুমাত্র সৎকর্মের জোরে কেউ তা লাভ করতে পারবে না।

৩০. তবে আল্লাহর দয়া-অনুগ্রহ লাভ করতে হলে তাকওয়া ভিত্তিক সৎকর্ম অবশ্যই করতে হবে। সৎকর্ম ত্যাগ করে আল্লাহর দয়া-অনুগ্রহ লাভ করা যাবে না।

❐

সূরা হিসেবে রুকূ'-২
পারা হিসেবে রুকূ'-৪
আয়াত সংখ্যা-২১

﴿٢٩﴾ فَذَكِّرْ فَمَآ أَنْتَ بِنِعْمَتِ رَبِّكَ بِكَاهِنٍ وَّلَا مَجْنُونٍ ﴿٣٠﴾ أَمْ يَقُولُونَ

২৯. অতএব (হে নবী !) আপনি উপদেশ দিতে থাকুন, আপনি তো আপনার প্রতিপালকের অনুগ্রহে গণক নন, আর না (আপনি) পাগল[২২]। ৩০. তবে কি তারা বলে

شَاعِرٌ نَّتَرَبَّصُ بِهٖ رَيْبَ الْمَنُونِ ﴿٣١﴾ قُلْ تَرَبَّصُوا فَإِنِّي مَعَكُمْ مِّنَ

(এ ব্যক্তি) একজন কবি, আমরা অপেক্ষা করছি তার জন্য মৃত্যুর বিপর্যয়ের[২৩]। ৩১. আপনি বলুন, তোমরা অপেক্ষা করতে থাকো, আমিও তোমাদের সাথে আছি

(২৯) فَذَكِّرْ-(ف+ذكر)-অতএব (হে নবী!) আপনি উপদেশ দিতে থাকুন ; فَمَآ-নন ; أَنْتَ-আপনিতো ; بِنِعْمَةِ-(ب+نعمة)-অনুগ্রহে ; رَبِّكَ-(رب+ك)-আপনার প্রতিপালকের ; بِكَاهِنٍ-(ب+كاهن)-গণক ; وَّ-আর ; لَا-না ; مَجْنُونٍ-(আপনি) পাগল। (৩০) أَمْ-তবে কি ; يَقُولُونَ-তারা বলে ; شَاعِرٌ-(এ ব্যক্তি) একজন কবি ; نَّتَرَبَّصُ-আমরা অপেক্ষা করছি ; بِهٖ-তার জন্য ; رَيْبَ-বিপর্যয়ের ; الْمَنُونِ-মৃত্যুর। (৩১) قُلْ-আপনি বলুন ; تَرَبَّصُوا-তোমরা অপেক্ষা করতে থাকো ; فَإِنِّي-(ف+انى)-আমিও ; مَعَكُمْ-(مع+كم)-তোমাদের সাথে আছি ;

২২. 'কাহিনী' অর্থ গণক বা জ্যোতিষ। আরবে তৎকালীন সময়ে এ পেশার লোক দেখা যেতো। তারা লোকদের ভাগ্য গণনা করতো এবং ভবিষ্যত সম্পর্কে বলতো। কারো কিছু হারিয়ে গেলে বা চুরি হয়ে গেলে তা এনে দিতে পারে বলে তারা দাবী করতো। তারা দাবী করতো যে, কার ভাগ্যে কি লেখা আছে তা তারা বলে দিতে পারে। সেকালে মুশরিকরা এদের কাছে যেতো। আর এরাও গ্রামে গঞ্জে হেঁটে এসব করে বেড়াতো। কুরাইশ নেতারা সত্য দীনের দাওয়াত থেকে লোকদেরকে দূরে রাখার কৌশল হিসেবে রাসূলুল্লাহ সা.-এর প্রতি গণক হওয়ার অপবাদ দিতে থাকে। কিন্তু তাদের কৌশল ব্যর্থ হয়ে যায়। তাদের কথায় আরবের কোনো মানুষই প্রতারিত হয়নি। কেননা রাসূলুল্লাহ সা.-এর কাজ-কর্মের সাথে গণকের কাজ-কর্ম ও উদ্দেশ্যের কোনো তুলনা ছিল না।

একইভাবে তারা রাসূলুল্লাহ সা.-কে পাগল আখ্যায়িত করেও মানুষকে রাসূলুল্লাহ সা. থেকে দূরে সরিয়ে রাখার ব্যর্থ চেষ্টা করেছে। কিন্তু এ চেষ্টাও তাদের আগের মতোই ব্যর্থ হয়ে গেছে। কোনো একটি লোককেই তারা প্রতারিত করতে সক্ষম হয়নি।

الْمُتَرَبِّصِينَ ۝٣١ أَمْ تَأْمُرُهُمْ أَحْلَامُهُمْ بِهَٰذَا ۚ أَمْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ ۝٣٢ أَمْ

অপেক্ষারত[২৪]। ৩২. তবে কি তাদের বিবেক-বুদ্ধি তাদেরকে এসবের নির্দেশ দেয়, অথবা তারা সীমালংঘনকারী লোক[২৫] ? ৩৩. তবে কি

يَقُولُونَ تَقَوَّلَهُ ۚ بَل لَّا يُؤْمِنُونَ ۝٣٣ فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِّثْلِهِ إِن كَانُوا

তারা বলে যে, তা (এ কুরআন) তিনি নিজেই রচনা করে নিয়েছেন ; বরং তারাই ঈমান আনতে চায় না[২৬]। ৩৪. তবে তারা এটার মতো কোনো বাণী (রচনা করে) আনুক, যদি তারা হয়ে থাকে

مِنَ الْمُتَرَبِّصِينَ-অপেক্ষারত। ৩২ أَمْ-তবে কি ; تَأْمُرُهُمْ-(تامر+هم)-তাদেরকে নির্দেশ দেয় ; أَحْلَامُهُمْ-(احلام+هم)-তাদের বিবেক-বুদ্ধি ; بِهَٰذَا-(ب+هذا)-এ সবের ; أَمْ-অথবা ; هُمْ-তারা ; قَوْمٌ-লোক ; طَاغُونَ-সীমালংঘনকারী। ৩৩ أَمْ-তবে কি ; يَقُولُونَ-তারা বলে যে ; تَقَوَّلَهُ-(تقول+ه)-তা (এ কুরআন) তিনি নিজেই রচনা করে নিয়েছেন ; بَلْ-বরং ; لَا يُؤْمِنُونَ-তারাই ঈমান আনতে চায় না। ৩৪ فَلْيَأْتُوا-(ف+ليأتوا)-তবে তারা (রচনা করে) আনুক ; بِحَدِيثٍ-(ب+حديث)-কোনো বাণী ; مِّثْلِهِ-(مثل+ه)-এটার মতো ; إِنْ-যদি ; كَانُوا-তারা হয়ে থাকে ;

২৩. অর্থাৎ তারা এরপর মুহাম্মাদ সা.-কে কবি বলে অপবাদ দিয়েও মানুষকে সত্যের পথ থেকে বিরত রাখতে সক্ষম হয়নি। অতপর তারা তাঁর মৃত্যু কামনা করতে থাকে। তাদের বিশ্বাস ছিলো যে, এ ব্যক্তি তাদের দেব-দেবীর বিরুদ্ধে কথা বলে। দেব-দেবীর অভিশাপে সে অবশ্যই ধ্বংস হবে। অথবা তাদের মধ্যকার কোনো সাহসী লোক তাঁকে হত্যা করে ফেলবে। এভাবে তারা তাঁর জ্বালাতন (তাদের ভাষায়) থেকে রক্ষা পাবে।

২৪. অর্থাৎ তোমরা যেমন আমার দুর্ভাগ্যের কামনা ও অপেক্ষায় আছো, আমিও অপেক্ষায় আছি এটা দেখার জন্য যে, দুর্ভাগ্য আমার আসে না-কি তোমাদের আসে।

২৫. অর্থাৎ এসব কাফির নেতা যারা নিজেদের জ্ঞান-গরিমার বড়াই করে, তারা রাসূলুল্লাহ সা.-কে একই সাথে পরস্পর বিরোধী তিনটি মিথ্যা উপাধী দিয়ে মানুষকে তাঁর দাওয়াত থেকে ফিরিয়ে রাখতে চায়। তারা তাঁকে একাধারে গণক, পাগল ও কবি বলে আখ্যায়িত করে, কিন্তু এক ব্যক্তি গণক হলে, কবি হয় কি করে। আবার কবি হলে গণক হয় কিভাবে। কোনো পাগল কি গণক বা কবি হতে পারে ? আসলে এসব নেতারা সত্য দীনের প্রতি অন্ধ বিদ্বেষ বশতঃ এসব প্রলাপ বকে যাচ্ছে। তারা রাসূলুল্লাহ সা.-এর প্রতি শত্রুতায় অন্ধ হয়ে দিগ্বিদিক জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছে। তাই তারা আল্লাহর রাসূলের প্রতি এসব ভিত্তিহীন অযৌক্তিক অপবাদ আরোপ করছে। যুগে যুগে সত্য দীনের আহ্বায়কদের প্রতি বাতিল নেতা-নেত্রীদের কর্মকৌশল এমনই ছিল,

صٰدِقِيْنَ ﴿٣٥﴾ اَمْ خُلِقُوْا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ اَمْ هُمُ الْخٰلِقُوْنَ ﴿٣٦﴾ اَمْ خَلَقُوا السَّمٰوٰتِ

সত্যবাদী[২৭]। ৩৫. তবে কি তাদের সৃষ্টি হয়েছে কোনো কিছু (স্রষ্টা) ছাড়াই, না-কি তারা নিজেরাই (নিজেদের) স্রষ্টা ? ৩৬. অথবা তারা কি সৃষ্টি করেছে আসমান

صٰدِقِيْنَ-সত্যবাদী। ﴿৩৫﴾ اَمْ-তবে কি ; خُلِقُوْا-তারা সৃষ্টি হয়েছে ; مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ-কোনো কিছু (স্রষ্টা) ছাড়াই ; اَمْ-না-কি ; هُمُ-তারা নিজেরাই ; الْخٰلِقُوْنَ-(নিজেদের) স্রষ্টা। ﴿৩৬﴾ اَمْ-অথবা ; خَلَقُوْا-তারা কি সৃষ্টি করেছে ; السَّمٰوٰتِ-আসমান ;

বর্তমানেও এর কোনো পরিবর্তন নেই। আর ভবিষ্যতেও এসব অপকৌশলের পরিবর্তন হবে না।

২৬. অর্থাৎ কুরআন মাজীদ মুহাম্মাদ সা.-এর রচিত—একথা যারা বলে তারা এবং যারা একথা শোনে তাদের কেউই একথা বিশ্বাস করতো না। কারণ তারা আরবি ভাষাভাষি হওয়ার ফলে এবং মুহাম্মাদ সা.-কে চল্লিশটি বছর পর্যন্ত জানার কারণে তারা ভালোভাবেই জানতো যে, এ কুরআন তাঁর রচিত হতে পারে না। আসল কথা হলো এসব কথা কুরআনকে অমান্য-অবিশ্বাস করার অপকৌশল মাত্র। ঈমান আনা থেকে বাঁচার জন্য এসব বাহানা মাত্র।

২৭. অর্থাৎ কুরআন মাজীদ মুহাম্মদ সা.-এর রচিত নয়—কথা শুধু এতটুকুই নয় ; বরং এ কুরআন কোনো মানুষের রচিত নয়। আল্লাহ তা'আলা এ আয়াতে তাই চ্যালেঞ্জ দিয়েছেন যে, কুরআনকে তারা যদি মানুষের রচিত বলে আখ্যায়িত করতে চায়, তাহলে তারা তাদের কবি-সাহিত্যিক ও জ্ঞানী-গুণী সবাইকে নিয়ে এর মতো একটা বাণী রচনা করে নিয়ে আসুক না কেন। কিন্তু তখন যেমন এ চ্যালেঞ্জের মুকাবিলায় আসতে কেউ পারেনি।, তেমনি ১৪শত বছর পর্যন্তও বিশ্বের কোনো জ্ঞানী, সাহিত্যিক বা দার্শনিক এর মুকাবিলা করতে সক্ষম হয়নি। আর কিয়ামত পর্যন্ত অনাগত কালেও এ চ্যালেঞ্জের মুকাবিলা করতে কেউ সক্ষম হবে না। এর কারণ হলো, আল কুরআন একটি মু'জিযা। এর মুকাবিলা করার সাধ্য কারো নেই।

যেসব বৈশিষ্ট্যের জন্য কুরআন মাজীদ সর্বকালের জন্য মু'জিযা, তার কয়েকটি বৈশিষ্ট্য নিম্নরূপ—

এক : কুরআন মাজীদ আরবি ভাষার সাহিত্য মানের দিক থেকে সর্বোত্তম মানসম্পন্ন। ১৪শত বছর পর্যন্ত কুরআনের ভাষার মান অক্ষুণ্ন ও অপরিবর্তিত। দুনিয়ার কোনো গ্রন্থই এমন নেই।

দুই : কুরআন মজীদই মানবজাতির ধ্যান-ধারণা, স্বভাব-চরিত্র, সভ্যতা-সংস্কৃতি এবং জীবন প্রণালীর উপর সর্বাধিক প্রভাবশালী একমাত্র গ্রন্থ। এর সকল ধ্যান-ধারণা বাস্তবে রূপায়িত, যার ভিত্তিতে পৃথিবীতে একটি স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যপূর্ণ সভ্যতা নির্মিত হয়েছে।

তিন ঃ কুরআন মাজীদের আলোচ্য বিষয় বিশ্ব-জাহানের আদি থেকে অন্ত পর্যন্ত। বিশ্ব-জগতের স্রষ্টা ও পরিচালক কে—এ প্রশ্নের যথার্থ উত্তর কুরআন মাজীদেই রয়েছে। কুরআন মাজীদ-ই এমন একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থার চিত্র তুলে ধরে যাতে রয়েছে—আকিদা-বিশ্বাস, আখলাক-চরিত্র ও আত্মার পরিশুদ্ধি থেকে নিয়ে ইবাদাত-বন্দেগী, সামাজিকতা, সভ্যতা-সংস্কৃতি, অর্থনীতি, রাজনীতি, আইন-কানুন ও ন্যায় বিচার ইত্যাদি। সংক্ষেপে বলা যায় যে, এ গ্রন্থে রয়েছে মানব জীবনের প্রতিটি দিক সম্পর্কে সুসংবদ্ধ বিধি-বিধান। এছাড়া এতে রয়েছে, মৃত্যুর পরবর্তী জীবন সম্পর্কে সকল প্রশ্নের সুস্পষ্ট সমাধান। এ সমাধান অনুসরণ করে ১৪শ বছর পর্যন্ত বিশ্বের আনাচে কানাচে কোটি কোটি মানুষ জীবনযাপন করছে। এমন কোনো গ্রন্থ পৃথিবীতে অতীতে কখনো ছিল না বর্তমানেও নেই। আর ভবিষ্যতেও এমন গ্রন্থ অস্তিত্ব লাভ করার কোনো সম্ভাবনা নেই।

চার ঃ কুরআন মাজীদ এমন একটি আসমানী গ্রন্থ যা একই সাথে নাযিল করা হয়নি। বরং তা তার বাহকের তেইশ বছরের নবুওয়াতী জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে প্রয়োজন অনুসারে নাযিল করা হয়েছে। যার ফলে এ গ্রন্থে নির্দেশিত বিধি-বিধানগুলো বাস্তবায়নের কৌশল ও পদ্ধতিগুলো হাতে কলমে শিক্ষা দেয়া হয়েছে। যেহেতু এ গ্রন্থ বিশ্ব-স্রষ্টা মহান আল্লাহর নিকট থেকে এসেছে, তাই এ গ্রন্থের বাহক যিনি, তিনিই এ গ্রন্থের বাস্তব প্রতিমূর্তীর রূপলাভ করেছে। আর এ জন্যই রাসূলের নবুওয়াতী জীবনের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত কোনো প্রকার অসামঞ্জস্যতার চিহ্নও খুঁজে পাওয়া যায় না। এমন কোনো গ্রন্থের কথা মানব জাতির ইতিহাসে নেই। এভাবে বাস্তব রূপ লাভ করেছে।

পাঁচ ঃ কুরআন মাজীদ যে ব্যক্তির মুখে উচ্চারিত হয়েছে তাঁর আলোচনা ও স্বাভাবিক কথা-বার্তার ভাষা এবং কুরআনের ভাষায় সুস্পষ্ট পার্থক্য সে সময়কার মানুষের কাছে পরিষ্কার ছিল, তেমনি আজও আরবি ভাষার অভিজ্ঞ মানুষ তা সহজেই বুঝতে পারে। তাঁর নিজস্ব ভাষা হাদীসসমূহ ও হাদীসের ভাষা তুলনা করলেই এ পার্থক্য ধরা পড়ে। এ থেকে কুরআন যে আল্লাহর বাণী তা প্রমাণিত হয়।

ছয় ঃ কুরআন মাজীদের বাহক মুহাম্মাদ স. একজন স্বাভাবিক মানুষের মতো জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্নমুখী সমস্যার সম্মুখীন হয়েছেন। সুখ-দুঃখ, অভাব-অনটন, যুদ্ধ-বিগ্রহ, জয়-পরাজয়, ভয়-ভীতি এমনকি দেশত্যাগও তাঁকে করতে হয়েছে। এসব ক্ষেত্রে তাঁর নিজস্ব ভাষায় স্বভাব-সুলভ মানবিক আবেগ-অনুভূতি প্রকাশ পেয়েছে। কিন্তু যখনই তাঁর মুখ থেকে আল্লাহর বাণী ওহী হিসেবে শোনা গেছে, তাঁর মধ্যে মানবিক আবেগ-অনুভূতির লেশমাত্রও পাওয়া যায়নি। এর দ্বারাও কুরআন যে, আল্লাহর বাণী তার সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়।

সাত ঃ কুরআন মাজীদে দর্শন, সমাজ বিজ্ঞান, রাজনীতি এবং প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের যেসব তত্ত্ব ও তথ্যের সমাবেশ রয়েছে, তৎকালীন বিশ্ব ও বর্তমান কালের পৃথিবীর কোনো ভাষায় কোনো গ্রন্থেই এমন পাওয়া যায় না। আর ভবিষ্যতেও এমন জ্ঞানের

وَالْاَرْضَ ۚ بَلْ لَّا يُوْقِنُوْنَ ﴿٣٧﴾ اَمْ عِنْدَهُمْ خَزَائِنُ رَبِّكَ اَمْ هُمُ

ও যমীন ; বরং তারা তো বিশ্বাস করে না।[২৮] ৩৭. তবে কি তাদের কাছে রয়েছে আপনার প্রতিপালকের ভাণ্ডারসমূহ, না-কি তারাই (তার)

الْمُصَيْطِرُوْنَ ﴿٣٨﴾ اَمْ لَهُمْ سُلَّمٌ يَّسْتَمِعُوْنَ فِيْهِ ۚ فَلْيَاْتِ مُسْتَمِعُهُمْ

নিয়ন্ত্রক[২৯] ? ৩৮. তবে কি তাদের কাছে কোনো সিঁড়ি আছে, যাতে (চড়ে) তারা (উর্ধজগতের কথা) শুনে নিতে পারে ? তাহলে তাদের মধ্যকার (উর্ধজগতের কথা) শ্রবণকারী লোকটি নিয়ে আসুক না

وَ-ও ; الْاَرْضَ-যমীন ; بَلْ-বরং ; لَا يُوْقِنُوْنَ-তারাতো বিশ্বাস করে না। ৩৭ اَمْ-তবে কি; عِنْدَهُمْ-(عند+هم)-তাদের কাছে রয়েছে ; خَزَائِنُ-ভাণ্ডারসমূহ ; رَبِّكَ-(رب+ك)-আপনার প্রতিপালকের ; اَمْ-না-কি ; هُمُ-তারাই ; الْمُصَيْطِرُوْنَ-(তার) নিয়ন্ত্রক। ৩৮ اَمْ-তবে কি ; لَهُمْ-তাদের কাছে আছে ; سُلَّمٌ-কোনো সিঁড়ি ; يَسْتَمِعُوْنَ-তারা (উর্ধজগতের কথা) শুনে নিতে পারে ; فِيْهِ-যাতে (চড়ে) ; فَلْيَاْتِ-(ف+ليات)-তাহলে নিয়ে আসুক না ; مُسْتَمِعُهُمْ-(مستمع+هم)-তাদের মধ্যকার (উর্ধজগতের কথা) শ্রবণকারী লোকটি ;

আধার কোনো গ্রন্থ পাওয়ার সম্ভাবনা নেই—এটা নির্দ্বিধায় বলা যায়। এ থেকেও কুরআন মাজীদ ঐশী গ্রন্থ হওয়ার প্রমাণ পাওয়া যায়।

কুরআনের অলৌকিকত্ব অতীতে যেমন স্পষ্ট ছিল, আজও তা সুস্পষ্ট এবং কিয়ামত পর্যন্ত তা ক্রমান্বয়ে স্পষ্টতর হতে থাকবে ইনশাআল্লাহ।

২৮. মুহাম্মাদ সা.-এর রাসূল হওয়ার দাবীকে মিথ্যা মনে করা যে, একেবারে অযৌক্তিক, তা ইতিপূর্বেকার আয়াতসমূহে তাদের প্রতি প্রশ্ন উত্থাপন করার মাধ্যমে প্রমাণ করা হয়েছে। এখানে বলা হয়েছে যে, তিনি তো এমন কিছু বলছেন না যাতে তোমরা তাঁর প্রতি ক্রুদ্ধ হতে পারে। তিনি তো সেই সত্তার ইবাদাত করার কথাই বলছেন যিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন। তোমরাই বলো, তোমরা কি নিজে নিজেই সৃষ্টি হয়েছো না-কি তোমাদের কোনো স্রষ্টা আছেন ? এ আসমান-যমীন কি তোমরা সৃষ্টি করেছ, না-কি তারও কোনো স্রষ্টা আছে ? তোমরা অবশ্যই বলবে যে, এ সবের একজন-স্রষ্টা আছেন। তাহলে তিনিতো সেই স্রষ্টারই ইবাদাত করতে বলছেন। তোমরা তো মুখে স্বীকারই করো যে, তোমাদের স্রষ্টা আল্লাহ। সুতরাং সেই আল্লাহর ইবাদাতের কথা বলায় তাঁরা তো কোনো দোষ হতে পারে না। আসলে তোমরা মুখে যা বল, অন্তরে তা বিশ্বাস কর না।

২৯. এখানে কাফিরদের একটি আপত্তির জবাব দেয়া হয়েছে। তারা মুহাম্মাদ সা.-এর রিসালাত মানতে আপত্তি তুলেছিল। আল্লাহ তা'আলা তাঁর রাসূলকে প্রশ্ন করার মাধ্যমে তাদের আপত্তির জবাব দিয়ে ইরশাদ করেছেন যে, এসব কাফিরদেরকে

بِسُلْطٰنٍ مُّبِيْنٍ ﴿٣٨﴾ اَمْ لَهُ الْبَنٰتُ وَلَكُمُ الْبَنُوْنَ ﴿٣٩﴾ اَمْ تَسْئَلُهُمْ اَجْرًا

কোনো সুস্পষ্ট প্রমাণ। ৩৯. তবে কি তাঁর (আল্লাহর) জন্য (কেবলমাত্র) কন্যা সন্তান, আর তোমাদের জন্য পুত্র সন্তান।[৩০] ৪০. তবে কি আপনি তাদের কাছে কোনো পারিশ্রমিক চাচ্ছেন।

فَهُمْ مِّنْ مَّغْرَمٍ مُّثْقَلُوْنَ ﴿٤٠﴾ اَمْ عِنْدَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُوْنَ ﴿٤١﴾

তাই তারা বোঝার ভারে নিষ্পেষিত ?[৩১] ৪১. অথবা তাদের কাছে অদৃশ্য সত্যের জ্ঞান আছে, তাই (তার ভিত্তিতে) তারা লিখে রাখছে ?[৩২]

بِسُلْطٰنٍ-কোনো প্রমাণ ; مُّبِيْنٍ-সুস্পষ্ট। ৩৯ اَمْ-তবে কি ; لَهُ-তাঁর (আল্লাহর) জন্য ; الْبَنٰتُ-(কেবলমাত্র) কন্যা সন্তান ; وَ-আর ; لَكُمُ-তোমাদের জন্য ; الْبَنُوْنَ-পুত্র সন্তান। ৪০ اَمْ-তবে কি ; تَسْئَلُهُمْ-(تسئل+هم)-তাদের কাছে চাচ্ছেন ; اَجْرًا-কোনো পারিশ্রমিক ; فَهُمْ-(ف+هم)-তাই তারা ; فِىْ مَغْرَمٍ-বোঝার ভারে ; مُّثْقَلُوْنَ-নিষ্পেষিত। ৪১ اَمْ-অথবা ; عِنْدَهُمُ-(عند+هم)-তাদের কাছে আছে ; الْغَيْبُ-অদৃশ্য সত্যের জ্ঞান ; فَهُمْ-তাই (তার ভিত্তিতে) তারা ; يَكْتُبُوْنَ-লিখে রাখছে।

গায়রুল্লাহর দাসত্ব থেকে মুক্ত করার জন্য কাউকে তো রাসূল হিসেবে পাঠাতে হবে। কাকে রাসূল হিসেবে পাঠানো হবে। সে সিদ্ধান্ত কি এসব কাফিরদের হাতে ছেড়ে দিতে হবে ? তাদের হাতে কি আল্লাহর ভাণ্ডারসমূহের চাবি দেয়া হয়েছে যে, তাদের মতামত অনুসারে সেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে ? আল্লাহর রাজ্যের মালিক কি এসব কাফির যে, তাদের মতামত নিয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে। বিশ্ব-জগতের মালিক হলেন আল্লাহ, আর কর্তৃত্ব চলবে তাদের ?

৩০. অর্থাৎ তোমরা যে আল্লাহর সন্তান আছে বলে দাবী করছো—তা-ও আবার কন্যা সন্তান—যাকে তোমরা নিজের জন্যও অপমানজনক মনে কর—এ দাবীর সপক্ষে তোমাদের কাছে উর্ধ্বজগত থেকে আগত কোনো প্রমাণ আছে ? তোমাদের কাছে কি এমন কোনো মাধ্যম আছে, যার সাহায্যে তোমরা উর্ধ্ব জগতে উঠে তোমাদের দাবীর সপক্ষে কোনো প্রমাণ নিয়ে এসেছো ? তা যদি না হয়ে থাকে এবং অবশ্যই তোমাদের দাবী মিথ্যা—তাহলে তোমরা তাঁর শত্রুতা কেন করছো, যিনি তোমাদেরকে সত্যের পথে নিয়ে আসার জন্য জীবনপাত করছেন ?

৩১. অর্থাৎ আপনিতো তাদের কাছে তাদেরকে হিদায়াতের পথে নিয়ে আসার জন্য কোনো পারিশ্রমিক চাচ্ছেন না ; অথচ এ মুর্খের দল তাদের মুশরিক স্বার্থ-শিকারী ধর্মগুরুদের পেছনে পেছনে ছুটছে। আপনি যে নিঃস্বার্থভাবে তাদের কল্যাণে জীবনপাত করছেন, অথচ তারা আপনার নিকট থেকে দূরে যাচ্ছে। একথাগুলো রাসূলকে সম্বোধন করে কাফিরদেরকে শোনানো উদ্দেশ্য।

﴿٤٢﴾ أَمْ يُرِيدُونَ كَيْدًا ۖ فَالَّذِينَ كَفَرُوا هُمُ الْمَكِيدُونَ ﴿٤٢﴾ أَمْ لَهُمْ إِلَٰهٌ

৪২. অথবা তারা কি চায় কোনো ষড়যন্ত্র সফল করতে,[৩৩] তাহলে তারাই ষড়যন্ত্রের শিকার হয় যারা কুফরী করে।[৩৪] ৪৩. অথবা তাদের কি কোনো ইলাহ আছে

غَيْرُ اللَّهِ ۚ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿٤٣﴾ وَإِن يَرَوْا كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا

আল্লাহ ছাড়া—যে শিরক তারা করছে, তা থেকে আল্লাহ পবিত্র—মহান[৩৫]। ৪৪. আর তারা যদি দেখে আসমানের একটি খণ্ডকে ভেঙ্গে পড়তে,

(৪২) أَمْ-অথবা ; يُرِيدُونَ-তারা কি চায় ; كَيْدًا-কোনো ষড়যন্ত্র সফল করতে ; فَالَّذِينَ-(ف+الذين)-তাহলে যারা ; كَفَرُوا-কুফরী করে ; هُمُ-তারাই ; الْمَكِيدُونَ-ষড়যন্ত্রের শিকার হয়। (৪৩) أَمْ-অথবা কি ; لَهُمْ-তাদের আছে ; إِلَٰهٌ-কোনো ইলাহ ; غَيْرُ-ছাড়া; اللَّهِ-আল্লাহ ; سُبْحَانَ-পবিত্র মহান ; اللَّهِ-আল্লাহ ; عَمَّا-(عن+ما)-তা থেকে যে ; يُشْرِكُونَ-শিরক তারা করছে। (৪৪) وَ-আর ; إِنْ-যদি ; يَرَوْا-তারা দেখে ; كِسْفًا-একটি খণ্ডকে ; مِّنَ السَّمَاءِ-আসমানের ; سَاقِطًا-ভেঙ্গে পড়তে ;

৩২. অর্থাৎ এসব কাফিরদের কাছে এমন কোনো জ্ঞান নেই, যদ্বারা তারা দৃষ্টির অন্তরালের বিষয়াবলী সম্পর্কে জানতে পারে। (নাউযুবিল্লাহ) তাদের উপাস্যরা আল্লাহর ক্ষমতা-ইখতিয়ারে শরীক আছে, ফেরেশতারা আল্লাহর কন্যা, মুহাম্মাদ সা.-এর কাছে কোনো ওহী আসেনি, আল্লাহর নিকট এরূপ কোনো ওহী আসতে পারে না, কিয়ামত সংঘটিত হবে না, মৃত্যুর পরে কোনো জীবন নেই, আখিরাত কায়েম হবে না, সেখানে হিসাব-নিকাশ হবে না, মৃত্যুর কোনো জীবন নেই, আখিরাত কায়েম হবে না, সেখানে হিসাব-নিকাশ হবে না এবং শাস্তি ও পুরস্কার কিছুই হবে না ইত্যাদি ভ্রান্ত ধারণা-বিশ্বাসের পক্ষে তাদের কাছে আদৌ কোনো সরাসরি জ্ঞান-ভিত্তিক প্রমাণ নেই। তাদের হঠকারিতাই এসব ভ্রান্ত ধারণার পক্ষে কাজ করছে।

৩৩. এখানে মক্কার কাফির-মুশরিকদের-রাসূলে কারীম সা.-কে বিভিন্ন ভাবে কষ্ট দেয়া এবং তাঁকে হত্যা করার জন্য সম্মিলিত শলা-পরামর্শের প্রতি ইশারা করা হয়েছে।

৩৪. অর্থাৎ এ কাফিররা নিতান্ত অল্প সংখ্যক সহায়-সম্বলহীন মুসলমানকে সমূলে উৎখাত করার জন্য যেসব ষড়যন্ত্র পাকাচ্ছে এসব ষড়যন্ত্র কয়েক বছর পরে তাদের বিরুদ্ধেই যাবে। এটা কুরআন মাজীদের ভবিষ্যদ্বাণীসমূহের মধ্যে অন্যতম। এ ভবিষ্যদ্বাণী যখন করা হয়েছে, তখন কেউ এটা কল্পনাও করতে পারেনি যে, এতো বড় ক্ষমতাশালী কুফরী শক্তি, যাদের পেছনে গোটা আরব জাতির সমর্থন রয়েছে, তারা মাত্র কয়েক বছর পরেই মুসলমানদের হাতে পরাজিত ও নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। এ

يَقُولُوا سَحَابٌ مَرْكُومٌ ﴿٤٤﴾ فَذَرْهُمْ حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ

তারা বলবে, 'জমাট মেঘমালা'[৩৬]। ৪৫. অতএব (হে নবী!) তাদেরকে নিজ অবস্থায় থাকতে দিন, যে পর্যন্ত না তারা তাদের সে দিনের মুখোমুখী হয় যাতে

يَقُولُوا-তারা বলবে ; سَحَابٌ-মেঘমালা ; مَرْكُومٌ-জমাট। ﴿٤٥﴾ فَذَرْهُمْ-(ف+ذر+هم)-অতএব (হে নবী) তাদেরকে নিজ অবস্থায় থাকতে দিন ; حَتَّى-যে পযন্ত না ; يُلَقُوا-তারা মুখোমুখী হয় ; يَوْمَهُمُ-(يوم+هم)-তাদের সে দিনের ; الَّذِي فِيهِ-যাতে ;

আয়াতে তাদেরকে সতর্ক করে দেয়া হয়েছে যে, মুহাম্মাদ সা. ও তাঁর আন্দোলনের বিরুদ্ধে তোমরা যত ষড়যন্ত্রই করনা কেন, তাতে কোনো লাভ হবে না। সকল ষড়যন্ত্র তোমাদের বিরুদ্ধেই যাবে। তোমরা এ আন্দোলনকে কখনো উৎসাহিত করতে পারবে না।

৩৫. অর্থাৎ তারা নিজেরাই নিজেদের ষড়যন্ত্রের শিকার হবে ; কারণ তাদের কোনো ইলাহ নেই যে, তাদেরকে সাহায্য করবে। অপরদিকে মুহাম্মাদ সা.-এর সত্যের আন্দোলনের পেছনে বিশ্ব-জগতের একমাত্র ইলাহ মহান আল্লাহর সাহায্য। কাফির-মুশরিকদের লড়াই হচ্ছে মিথ্যা ও অসত্যের জন্য। সুতরাং মুশরিকরা কখনো চূড়ান্ত বিজয় লাভ করতে পারে না।

৩৬. এখানে কাফিরদের কুফরীর উপর অটল থাকার ব্যাপারে তাদের হঠকারিতার কথা উল্লেখ করে রাসূলুল্লাহ সা. ও মু'মিনদেরকে সান্ত্বনা দেয়া হয়েছে। মু'মিনদের মনের আকাঙ্খা ছিল যে, কাফিরদেরকে এমন অলৌকিক কিছু দেখানো হোক, যাতে তারা রাসূলুল্লাহ সা.-এর দাওয়াতের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে ঈমানদারদের দলে শামিল হয়ে যায়। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করছেন যে, এ কাফিররা এমনই হঠকারী যে, কোনো মু'জিযা-ই এদেরকে ঈমানের পথে পরিচালিত করতে পারবে না। যত বড় মু'জিযাই এদের সামনে পেশ করা হোক না কেন, তারা একটা অজুহাত তুলে তাদের ভ্রান্তবিশ্বাসের উপর অটল থেকে যাবে। এদের সামনে আসমানের একটি টুকরা ভেঙ্গে পড়লেও এরা বলবে যে, এটা জমাট মেঘ ছাড়া কিছু নয়। সূরা আন'আমের ৭নং আয়াতে তাদের হঠকারিতার কথা উল্লেখ করে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন—"আর আমি যদি কাগজে লিখিত কিতাবও আপনার প্রতি নাযিল করতাম এবং তারা তা তাদের হাত দিয়ে ছুয়েও দেখতো, তবু যারা কুফরী করেছে, তারা বলতো—'এটা স্পষ্ট যাদু ছাড়া কিছু নয়।" একই সূরার ১১১ আয়াতে আল্লাহ বলেন—"আর যদি আমি তাদের কাছে ফেরেশতাও পাঠাতাম এবং মৃতরা তাদের সাথে কথা বলতো, আর সব বস্তুকে তাদের সামনে হাযির করে দিতাম, তথাপি তারা কখনো ঈমান আনতো না।" সূরা আল-হিজরের ১৪ ও ১৫ আয়াতে বলা হয়েছে-"আমি যদি তাদের সামনে আসমানের কোনো দুয়ারও খুলে দেই এবং তারা সারাদিন তাতে আরোহন করতে থাকে ; তবুও তারা বলতে থাকবে 'আমাদের দৃষ্টিকে প্রতারিত করা হয়েছে।"

يُصْعَقُونَ ﴿٤٥﴾ يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ ﴿٤٦﴾ وَإِنَّ

তাদেরকে আযাবে নিক্ষেপ করা হবে। ৪৬. সেদিন তাদের কোনো ষড়যন্ত্র তাদের কিছুমাত্রও কাজে আসবে না এবং না তারা সাহায্যপ্রাপ্ত হবে। ৪৭. আর অবশ্যই

لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَٰلِكَ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٤٧﴾ وَاصْبِرْ

যারা যুলুম করেছে, তাদের জন্য এটা ছাড়াও, (সেদিন আসার আগে) শাস্তি রয়েছে কিন্তু তাদের অধিকাংশই (তা) জানে না[৩৭]। ৪৮. আর (হে নবী!) আপনি ধৈর্য ধারণ করুন

لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ ﴿٤٨﴾

আপনার প্রতিপালকের সিদ্ধান্তের অপেক্ষায়[৩৮], কেননা আপনি তো রয়েছেন আমার চোখে চোখে[৩৯] এবং আপনি যখন (নিদ্রা থেকে) উঠবেন তখন আপনার প্রতিপালকের প্রশংসাসহ তাসবীহ্ পাঠ করুন।[৪০]

يُصْعَقُونَ-তাদেরকে আযাবে নিক্ষেপ করা হবে। ﴿٤٦﴾ يَوْمَ-সেদিন ; لَا يُغْنِي-কাজে আসবে না ; عَنْهُمْ-তাদের ; كَيْدُهُمْ-(كيد+هم)-তাদের কোনো ষড়যন্ত্র ; شَيْئًا-কিছুমাত্রও ; وَ-এবং ; لَا-না ; هُمْ-তারা ; يُنْصَرُونَ-সাহায্যপ্রাপ্ত হবে। ﴿٤٧﴾ وَ-আর ; إِنَّ-অবশ্যই ; لِلَّذِينَ-তাদের জন্য রয়েছে যারা ; ظَلَمُوا-যুলুম করেছে ; عَذَابًا-শাস্তি (সেদিন আসার আগে) ; دُونَ-ছাড়াও ; ذَٰلِكَ-এটা ; وَلَٰكِنَّ-কিন্তু ; أَكْثَرَهُمْ-(اكثر+هم)-তাদের অধিকাংশই ; لَا يَعْلَمُونَ-(তা) জানে না। ﴿٤٨﴾ وَ-আর (হে নবী) ; اصْبِرْ-আপনি ধৈর্য ধারণ করুন ; لِحُكْمِ-(ل+حكم)-সিদ্ধান্তের অপেক্ষায় ; رَبِّكَ-(رب+ك)-আপনার প্রতিপালকের ; فَإِنَّكَ-(ف+ان+ك)-কেন না আপনিতো রয়েছেন ; بِأَعْيُنِنَا-(ب+اعين+نا)-আমার চোখে ; وَ-এবং ; سَبِّحْ-আপনি তাসবীহ পাঠ করুন ; بِحَمْدِ-(ب+حمد)-প্রশংসাসহ ; رَبِّكَ-(رب+ك)-আপনার প্রতিপালকের ; حِينَ-যখন, তখন; تَقُومُ-আপনি (নিদ্রা থেকে) উঠবেন।

৩৭. অর্থাৎ যারা শিরক, কুফর ও আল্লাহর নাফরমানী করার মাধ্যমে যুলুম-এর মধ্যে ডুবে আছে, তাদের জন্য আখিরাতের মহাশাস্তির আগে দুনিয়াতেও তাদেরকে কোনো না কোনো ছোট শাস্তি রয়েছে ; কিন্তু এ যালিমরা তা উপলব্ধি করতে পারে না এবং তারা অপরাধ থেকে ফিরেও আসে না। দুনিয়াতেও অপরাধের শাস্তি কিছুটা যে ভোগ করতে হয়, তা সূরা আস-সাজদার ২১ আয়াতেও উল্লিখিত হয়েছে। আল্লাহ বলেন—"আমি অবশ্যই তাদেরকে সেই মহাশাস্তির আগে কোনো কোনো ছোট আযাবের স্বাদ আস্বাদন করাবো। যেন তারা (অপরাধ থেকে) ফিরে আসে। "কিন্তু যারা মুর্খতার মধ্যে ডুবে আছে, তারা দুনিয়ার সাময়িক বিপর্যয় থেকে শিক্ষা গ্রহণতো

﴿٤٩﴾ وَمِنَ الَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَارَ النُّجُوْمِ ۝

৪৯. আর তাঁর (আল্লাহর) তাসবীহ্ পাঠ করুন রাতের কিছু অংশে[৪১] এবং তারকারাজি অস্ত যাওয়ার পরেও[৪২]।

(৪৯) وَ-আর ; مِنَ-কিছু অংশে ; الَّيْلِ-রাতের ; فَسَبِّحْهُ-(ف+سبح+ه)-তাঁর (আল্লাহর) তাসবীহ্ পাঠ করুন ; وَ-এবং ; اِدْبَارَ-অস্ত যাওয়ার পরেও ; النُّجُوْمِ-তারকারাজী।

করেই না, বরং বিপর্যয়ের বিভিন্ন ব্যাখ্যা ও কারণ দেখিয়ে নিজেদের সংশোধন হওয়া থেকে আরও দূরে সরে যায়। তারা বুঝতে চায় না যে, তাদের নিজেদের অপরাধের কারণেই তাদের উপর এ বিপর্যয় নেমে এসেছে।

একটি হাদীসে রাসূলুল্লাহ সা. ইরশাদ করেছেন—"মুনাফিক যখন রোগাক্রান্ত হয় এবং পরে যখন রোগ থেকে মুক্তি পায়, তখন তার অবস্থা দাঁড়ায় সেই উটের মতো, যাকে তার মালিক বেঁধে রাখলো ; কিন্তু সে বুঝতে পারলো না যে, তাকে কেন বেঁধে রাখা হয়েছে। আবার যখন তার মালিক তাকে ছেড়ে দেয়, তখনো সে বুঝতে পারলো না যে, তাকে কেন ছেড়ে দেয়া হয়েছে।"

৩৮. অর্থাৎ ধৈর্যধারণ করে আপনার প্রতিপালকের নির্দেশ পালন করে যেতে থাকুন এবং এতে সুদৃঢ় থাকুন। এ নির্দেশ রাসূলের মাধ্যমে সকল মু'মিনের জন্য।

৩৯. অর্থাৎ আপনি এবং আপনার অনুগত সাথীদেরকে কাফিরদের সামনে অরক্ষিতভাবে এমনি ছেড়ে দেইনি ; বরং আমি সবই দেখছি। আপনাদের নিরাপত্তার দায়িত্ব আমার।

৪০. তাফসীর বিশারদগণ এ আয়াতের আরো কয়েকটি অর্থ করেছেন। এসব অর্থই হাদীস থেকে প্রমাণিত। সেগুলো হলো—

এক ঃ কোনো মাজলিস থেকে মাজলিস শেষে উঠার সময় আল্লাহর প্রশংসা ও তাসবীহ পাঠ করা।

দুই ঃ নামাযের জন্য দাঁড়ালে আল্লাহর প্রশংসা ও তাসবী-ই পাঠ করা।

তিন ঃ দীনের দাওয়াতী কাজের প্রস্তুতি নিলে আল্লাহর প্রশংসা ও তাসবীহ সহকারে কাজের সূচনা করা।

চার ঃ দুপুরে আরামের পর উঠে যোহর নামায আদায় করা। রাসূলুল্লাহ সা.-এর আমল থেকে এসব অর্থের প্রয়োগ পাওয়া যায়।

৪১. রাত্রিকালে তাসবীহ্ পাঠ দ্বারা মাগরিব, ইশা, তাহাজ্জুদ এবং কুরআন তিলাওয়াত ও আল্লাহর যিকর বুঝানো হয়েছে।

৪২. তারকারাজি অস্ত যাওয়ার তাসবীহ পাঠ করা দ্বারা ফজরের নামায বুঝানো হয়েছে। কারণ ভোরের আলো দেখা দিলেই তারকার আলো ক্রমেই ম্লান হয়ে যায়।

২য় রুকূ' (২৯-৪৯ আয়াত)-এর শিক্ষা

১. আল্লাহ-বিরোধী বাতিল শক্তি দীনী দাওয়াত ও তাবলীগের বিরুদ্ধে যত রকমের কটুক্তি, ঠাট্টা-বিদ্রূপ এবং যুলুম-নির্যাতন চালাক না কেন, আল্লাহর পথে আহ্বানকারীদেরকে দাওয়াতের কাজ চালিয়ে যেতে হবে।

২. অনেক অলৌকিক প্রমাণ থাকা সত্ত্বেও আল্লাহর নবীদেরকেও বাতিল শক্তি নানা ধরনের বিদ্রূপাত্মক উপাধিতে আখ্যায়িত করেছে। সুতরাং সত্যের বিরুদ্ধে বাতিলের পক্ষ থেকে এটাই স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া।

৩. দায়ী ও মুবাল্লিগদেরকে অবশ্যই বাতিলের ভ্রুকুটি উপেক্ষা করে ধৈর্য ও আল্লাহর প্রতি পরিপূর্ণ ভরসা রেখে দীনের প্রচার-প্রসারের দায়িত্ব চালিয়ে যেতে হবে।

৪. আল্লাহর পথের সৈনিকগণ সার্বক্ষণিক আল্লাহর দৃষ্টির সম্মুখে তথা আল্লাহর নিরাপত্তা ব্যবস্থার অধীনে থাকে। সুতরাং আল্লাহ-ই যাদের নিরাপত্তা দাতা, তাদের দুঃশ্চিন্তার কোনো কারণ থাকতে পারে না।

৫. কুরআন মাজীদ কোনো মানব রচিত কিতাব নয়—এর প্রমাণ হলো আল্লাহ প্রদত্ত চ্যালেঞ্জ। কোনো মানুষ আজ পর্যন্তও কুরআনের ছোট্ট সূরাটির মতো একটি সূরা রচনা করেও এ চ্যালেঞ্জের মুকাবিলা করতে সক্ষম হয়নি।

৬. কিয়ামত পর্যন্ত আগতব্য সকল মানুষের জন্য কুরআন মাজীদ-ই সর্বশেষ আসমানী কিতাব। সুতরাং আল্লাহর এ চ্যালেঞ্জের মুকাবিলা করা কখনো কারো পক্ষে সম্ভব হবে না।

৭. আল কুরআন ও তাঁর বাহক রাসূলুল্লাহ সা. সম্পর্কে অযৌক্তিক সব কথাবার্তা যারা বলে, তাদের মূল উদ্দেশ্য হলো কিছু অজুহাত তুলে ঈমান আনা থেকে বিরত থাকা।

৮. মানুষ যেমন তার নিজের স্রষ্টা নয়, তেমনি সে আসমান-যমীন, গ্রহ-নক্ষত্র ইত্যাদি কোনো কিছুরই স্রষ্টা নয়। সুতরাং যিনি এসব কিছুর স্রষ্টা সেই আল্লাহর ইবাদত করতে অনিচ্ছা তার অবিশ্বাসেরই প্রতিক্রিয়া।

৯. আল্লাহ তা'আলার ভাণ্ডারের চাবিকাঠিও মানুষের হাতে নেই এবং তার নিয়ন্ত্রণ-ক্ষমতাও তাদের নেই ; সুতরাং আল্লাহ কাকে রিসালাতের দায়িত্ব অর্পণ করবেন তার সিদ্ধান্তও আল্লাহরই হাতে নিবদ্ধ।

১০. কুফর ও শিরকের পক্ষে দুনিয়াতে কোনো প্রমাণ নেই। আল্লাহ তা'আলা সকল প্রকার শিরক থেকে পবিত্র।

১১.নবী-রাসূলগণ মানুষের কাছে হিদায়াতের বিনিময় চাননি ; তা সত্ত্বেও রাসূলের কথা মেনে নিতে অস্বীকার করা তাদের হঠকারিতা ছাড়া আর কিছু নয়।

১২. ওহীর সূত্র ছাড়া অদৃশ্য জগত তথা মৃত্যুর পরবর্তী জীবন আখিরাত সম্পর্কে জানার দ্বিতীয় সূত্র নেই।

১৩. মুশরিকদের বিশ্বাস নিঃসন্দেহে ভ্রান্ত। ভ্রান্ত বিশ্বাসের গড়ে উঠা তাদের সকল কর্মকাণ্ডও ভ্রান্ত। সুতরাং আখিরাতে তারা নিঃসন্দেহে জাহান্নামী হবে।

১৪. কাফির ও মুশরিকরা সত্য দীনের বিরুদ্ধে যত ষড়যন্ত্রই করুক না কেন, তারা নিজেরাই সেই ষড়যন্ত্রের শিকার হবে।

১৫. কুফর, শিরক এবং আল্লাহর নাফরমানীর শাস্তি কিছু দুনিয়াতেও পাওয়া যায়। আর আখিরাতেতো তা নির্ধারিত আছেই।

১৬. দুনিয়াতে সামান্য শাস্তি দিয়ে আল্লাহ মানুষকে সঠিক পথে আনতে চান। যারা তা বুঝতে পেরে তাওবা করে সঠিক পথে এসে যায়, তারাই আখিরাতে কল্যাণ লাভ করতে সক্ষম হয়।

১৭. যারা দুনিয়াতে আল্লাহ প্রদত্ত শাস্তিকে উপলব্ধি করতে সক্ষম হয় না এবং এটাকে প্রাকৃতিক কিছু কার্যকারণ দেখিয়ে হিদায়াতের পথ থেকে দূরে সরে থাকে, তাদের জন্য পরবর্তী জীবনে রয়েছে বড়ই দুর্ভোগ।

১৮. পরিপূর্ণ তাওয়াক্কুল বা নির্ভরতা আল্লাহর উপর রেখে দীনী কাজে এগিয়ে যেতে হবে। স্মরণ রাখতে হবে যে, আল্লাহ মু'মিনদের সাথে আছেন, তিনি সবই দেখছেন।

১৯. অতএব আমাদেরকে সকল অবস্থায়ই আল্লাহর প্রশংসা ও তাসবীহ পাঠে নিজেদেরকে নিয়োজিত রাখতে হবে।

২০. আল্লাহর প্রশংসা ও তাসবীহ পাঠে তাঁর রাসূলের সুন্নাতের অনুসারী হতে হবে।

❒

সূরা আন্ নাজম-মাক্কী
আয়াত ঃ ৬২
রুকূ' ঃ ৩

নামকরণ

সূরার পরিচিতির জন্য সূরার প্রথম শব্দটিকে এর নাম হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। 'আন-নাজ্‌ম' অর্থ তারকারাজী।

নাযিলের সময়কাল

নবুওয়াতের ৫ম বছরে রমাযান মাসে মুসলমানদের হাবশায় হিজরতকালীন সময়ে এ সূরা নাযিল হয়েছে। মক্কার হারাম শরীফের মধ্যে কুরাইশদের এক সমাবেশে রাসূলুল্লাহ সা. এ সূরা পাঠ করে শুনিয়েছিলেন। এ সূরাতেই সর্বপ্রথম সিজদার আয়াত নাযিল হয়েছে। কুরাইশদের সমাবেশে এ সূরা পাঠকালে সিজদার আয়াত আসলে রাসূলুল্লাহ সা.-এর সাথে মু'মিন, কাফির-মুশরিক নির্বিশেষে সবাই সিজদায় পড়ে যায়। কাফিরদের বড় বড় নেতা যারা সেই সমাবেশে উপস্থিত ছিলো, তারা কেউই সিজদা না করে থাকতে পারেনি। এ ঘটনা সংক্রান্ত হাদীসসমূহের বর্ণনা অনুসারে এ সূরা নাযিলের সময়কাল সুস্পষ্টভাবেই জানা যায়। তাছাড়া এ সনের রজব মাসেই হাবশায় মুসলমানদের প্রথম দল হিজরত করে। তারা সেখানে থেকে শুনতে পায় যে, মক্কার সকল লোক মুসলমান হয়ে গেছে। তাদের মধ্যে কিছু লোক হাবশা থেকে মক্কায় ফিরে আসে। কিন্তু এখানে এসেই হারাম-শরীফের সমাবেশের ঘটনা শুনতে পায় এবং প্রকৃত ঘটনা জানতে পারে। তারা দেখতে পায় যে, অবস্থা আগের মতোই রয়েছে তাই তারা এ বছরেরই শাওয়াল মাসে আবার হাবশায় ফিরে যায়। তাদের সাথে আরো কিছু লোক হাবশায় হিজরত করে। এ ঘটনা থেকেও এ সূরায় নাযিল-কাল সুস্পষ্টভাবে জানা যায়।

আলোচ্য বিষয়

এ সূরার মূল আলোচ্য বিষয় হলো মুহাম্মাদ সা.-এর ওপর নাযিলকৃত কুরআন মাজীদের সত্যতা প্রমাণ এবং মুহাম্মদ সা. এবং কুরআনের বিরুদ্ধে কাফির-মুশরিকদের অবলম্বিত নীতি ও আচরণের ভ্রান্তি সম্পর্কে তাদেরকে সাবধান ও সতর্ক করে দেয়া।

এ সূরা প্রথম সূরা যা মক্কায় রাসূলুল্লাহ সা. ঘোষণা করেন। (কুরতুবী)

তিলাওয়াতে সিজদার আয়াত সর্বপ্রথম এ সূরাতেই নাযিল হয় এবং রাসূলুল্লাহ সা. হারাম শরীফে সিজদা করেন। হারাম শরীফের এ সমাবেশে মু'মিনদের সাথে মক্কার কুরাইশদের অনেক নেতাই উপস্থিত ছিলো। আশ্চর্যের ব্যাপারে এই যে, তারা সবাই রাসূলুল্লাহ সা.-এর সাথে সিজদায় পড়ে যায়। যদিও তারা পরে তাদের এ কাজের জন্য নিজেরা বিচলিত বোধ করেছে এবং অন্যদের দ্বারা তিরস্কৃত হয়েছে। তাদের মধ্যে একটি মাত্র লোক সিজদা করেনি। সে ছিলো উমাইয়া ইবনে খালফ। সে কিছু মাটি তুলে নিজের কপালে লাগিয়ে নিয়েছে এবং বলেছে আমার জন্য এটাই যথেষ্ট।

আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. বলেন, "আমি এ ব্যক্তিকে কাফির অবস্থায় মৃত্যুবরণ করতে দেখেছি।" (ইবনে কাসীর)

সূরার প্রথম রুকূ'তে কুরআন ও রাসূলুল্লাহ সা.-এর রিসালাতের সত্যতার পক্ষে যুক্তি প্রমাণ পেশ করা হয়েছে। বলা হয়েছে যে, কুরআন মাজীদ নির্ভেজাল আল্লাহর ওহী। তোমাদের সাথী মুহাম্মাদ সা. পথভ্রষ্ট নন এবং তিনি এ কুরআন মহাশক্তিধর এক সত্তার মাধ্যমে মহান আল্লাহর নিকট থেকে শিক্ষা গ্রহণ করেছেন। এর মধ্যে কোনো মিথ্যার সংমিশ্রণ নেই। তোমরা তাঁর সাথে অন্ধভাবে এ নিয়ে বিতর্ক করছো। অথচ তিনি তাওহীদ ও আখিরাত সম্পর্কে যা বলছেন তা তাঁর চাক্ষুষ দেখা।

এরপর মুশরিকদের দেব-দেবীর প্রসঙ্গ টেনে মুশরিকদেরকে বলা হয়েছে যে, তোমরা লাত, মানাত ও উয্‌যার মতো দেব-দেবীকে আল্লাহর সাথে শরীক মনে করে তাদের উপাসনা করছো, এটা তোমাদের মনগড়া ধর্ম। প্রকৃত পক্ষে এসব দেব-দেবী তোমাদের বানানো। তোমরা ফেরেশতাদেরকে আল্লাহর কন্যা বলে মনে কর ; অথচ কন্যা সন্তানকে তোমরা নিজেদের জন্য লজ্জাজনক বলে মনে কর। প্রকৃত ব্যাপার হলো এসব ব্যাপারে তোমাদের কাছে কোনো সুস্পষ্ট প্রমাণ নেই। তোমরা নিজেদের খেয়াল-খুশী অনুসারে এসব বানিয়ে নিয়েছো। কিন্তু আল্লাহর পক্ষ থেকে তোমাদের জন্য যে হিদায়াত তথা দিক-নির্দেশনা এসেছে সেটাই তো তোমাদের জন্য কল্যাণকর। মানুষের কল্যাণ কি তার কামনা-বাসনার মধ্যে নিহিত ?

দ্বিতীয় রুকূ'তে বলা হয়েছে যে, তোমরা মনে করো যে, তোমাদের উপাস্য দেব-দেবীরা আল্লাহর দরবারে তোমাদের জন্য সুপারিশ করবে। কিন্তু তোমাদের জানা উচিত যে, আল্লাহর অগণিত ফেরেশতা রয়েছে যাদের সুপারিশও কোনো কাজে আসবে না। একমাত্র তাদের ছাড়া যাদেরকে আল্লাহ নিজ ইচ্ছায় সুপারিশ করার অনুমতি দেবেন। মনে রেখো, যারা আখিরাতে বিশ্বাস করে না, ফেরেশতাদেরকে দেবীদের নামে নামকরণ করে, তাদের ধারণা কখনো সত্যের বিকল্প হতে পারে না।

অতপর রাসূলুল্লাহ সা.-কে উদ্দেশ্য করে বলা হয়েছে যে, এদেরকে তাদের অবস্থার ওপর ছেড়ে দিন। কে সঠিক পথে আছে, আর কে ভুল পথে আছে, তা কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা প্রমাণ করে দেবেন। আল্লাহ সেদিন অন্যায়কারীকে তার অন্যায়ের শাস্তি অবশ্যই দেবেন এবং ভাল কাজ যারা করেন তাদেরকে উত্তম প্রতিদানে ভূষিত করবেন। সত্যিকার মুত্তাকী কে তা আল্লাহ-ই ভালো জানেন, কারণ তিনি মানুষকে মাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন, তিনি মানুষ সম্পর্কে ভালো জানেন। যারা বড় বড় গুনাহ থেকে বেঁচে থাকবে, আল্লাহ তাদের ছোটখাটো গুনাহ ক্ষমা করে দেবেন।

তৃতীয় রুকূ'তেই বলা হয়েছে যে, দীনের মৌলিক বিষয়গুলো কুরআন নাযিলের আগেও ইবরাহীম ও মূসা আ.-এর ওপর নাযিলকৃত সহীফা ও গ্রন্থসমূহে উল্লিখিত হয়েছে। সুতরাং মুহাম্মদ সা. কোনো নতুন জীবনব্যবস্থা নিয়ে আসেননি। সেইসব গ্রন্থে একথাও উল্লিখিত হয়েছে যে, অতীতের সীমালংঘনকারী আদ, সামূদ, কাওমে নূহ ও কাওমে লূত প্রমুখ জাতিসমূহ যুলুম ও সীমালংঘনের কারণেই ধ্বংস হয়ে গেছে।

অবশেষে বলা হয়েছে যে, চূড়ান্ত ফায়সালার দিন এগিয়ে আসছে। সেই দিনের বিপর্যয় ঠেকানোর শক্তি কারো নেই। তোমাদেরকে অতীতের বিধ্বস্ত জাতিগুলোর মতো শেষ নবী ও শেষ আসমানী কিতাব কুরআনের মাধ্যমে আগেই সতর্ক করে দেয়া হচ্ছে। তোমরা শেষ নবীর দাওয়াতকে অভিনব মনে করে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে বলছো। তোমরা নিজেরা তাঁর কথা শুনতে চাওনা এবং অন্যদেরকেও শুনতে দিতে চাওনা ; আর তাই হৈ চৈ করে তাঁর কথায় বাধা দিয়ে চলছো। তোমাদের উচিত অনুশোচনা সহকারে এসব কাজ থেকে বিরত হয়ে আল্লাহর সামনে বিনত হওয়া এবং তাঁরই ইবাদাত করা।

❒

রুকূ'-৩ ৫৩. সূরা আন নাজ্‌ম-মাক্কী আয়াত-৬২

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

① وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ ② مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ ③ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ○

১. কসম তারকারাজির[১] যখন তা অস্ত যায়। ২. তোমাদের সাথী[২] পথভ্রষ্ট হননি এবং বিপথগামীও হননি।[৩] ৩. আর তিনি নিজ খেয়াল-খুশীতেও কথা বলেন না।

①وَ-কসম ; النَّجْمِ-তারকারাজির ; إِذَا-যখন ; هَوَىٰ-তা অস্ত যায়।② مَا ضَلَّ-পথভ্রষ্ট হননি ; صَاحِبُكُمْ-(صاحب+كم)-তোমাদের সাথী ; وَ-এবং ; مَا غَوَىٰ -বিপথগামীও হননি।③وَ-আর ; مَا يَنْطِقُ-তিনি কথা বলেন না ; عَنِ الْهَوَىٰ-(عن+الهوى)-নিজ খেয়াল-খুশীতে।

১. 'আন নাজ্‌ম' দ্বারা তারাকারাজি বুঝানো হয়েছে। তবে এর দ্বারা কয়েকটি তারকার সমষ্টি 'সুরাইয়া' তথা সপ্তর্ষিমণ্ডলকে বুঝানো হতে পারে। তবে আবূ উবায়দা নাহবীর মতানুসারে 'আন নাজ্‌ম' দ্বারা সমস্ত তারকা-ই উদ্দেশ্য।

'হাওয়া' শব্দের অর্থ পতিত হওয়া। আর তারকারাজির পতিত হওয়া অর্থ অস্ত যাওয়া। আল্লাহ তা'আলা এখানে তারকারাজির শপথ করে রাসূলুল্লাহ সা.-এর আনীত ওহীর সত্যতার সাক্ষ্য দিচ্ছেন। অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ সা.-এর ওহী সত্য বিশুদ্ধ ও সন্দেহ-সংশয়ের উর্ধ্বে।

আল্লাহ বিশেষ উপযোগিতা ও তাৎপর্যের কারণে তাঁর বিশেষ বিশেষ সৃষ্ট বস্তুর শপথ করতে পারেন। কিন্তু অন্য কারো জন্যে আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোনো ব্যক্তি বা বস্তুর কসম করা বৈধ নয়। এখানে তারকারাজির শপথ করার তাৎপর্য হলো—অন্ধকার রাতে দিক ও পথ নির্ণয় করার জন্য তারকারাজি যেমন দিকদর্শক, তেমনি জাহেলিয়াতের অন্ধকারে সত্য-সঠিক পথ নির্ণয় করার জন্য রাসূলুল্লাহ সা. দিকদর্শক।

২. 'সাহিবুকুম' অর্থ তোমাদের সাথী, বন্ধু, নিকটে বসবাসকারী আপন মানুষ। এখানে এর দ্বারা নবী সা.-কে বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ এ নবী তোমাদের আপন লোক, তোমাদের সাথেই তিনি জন্ম থেকে নিয়ে নবুওয়াত লাভ পর্যন্ত জীবন কাটিয়েছেন। তাঁর স্বভাব-চরিত্র, সত্যবাদিতা, আমানতদারী সবই তোমাদের জানা। তারপরও তোমরা কিভাবে তাঁর বিরুদ্ধে মিথ্যা ও অমূলক অভিযোগ আরোপ করছো ? তোমাদের নিজেদের বিবেক কি এসব কাজে সায় দেয় ? তিনি অন্য কোনো দেশের লোক নয়। হঠাৎ করে তিনি তোমাদের মধ্যে উড়ে এসে নতুন কোনো কথা প্রচার করছেন না। তাঁর পুরো জীবন তোমাদের মধ্যে কাটিয়েছেন। সুতরাং তোমাদের এসব অভিযোগের কোনো ভিত্তি নেই।

④ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ ⑤ عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَىٰ ⑥ ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَىٰ

৪. যা তাঁর নিকট নাযিল করা হয় তা ওহী ছাড়া কিছু নয়।[৪] ৫. তাঁকে শিক্ষাদান করেছেন এক অতি শক্তিধর (ফেরেশতা)[৫]। ৬. (তিনি) অত্যন্ত বিচক্ষণ ও মহাশক্তির অধিকারী[৬], তিনি তাঁর স্বরূপে দৃশ্যমান হয়েছিলেন।

④ إِنْ-কিছু নয় ; هُوَ-তা ; إِلَّا-ছাড়া ; وَحْيٌ-ওহী ; يُوحَىٰ-যা তাঁর নিকট নাযিল করা হয়। ⑤ عَلَّمَهُ-(علم+ه)-তাঁকে শিক্ষাদান করেছেন ; شَدِيدُ-অতি ; الْقُوَىٰ-শক্তিধর (ফেরেশতা)। ⑥ ذُو-(তিনি) অধিকারী ; مِرَّةٍ-অত্যন্ত বিচক্ষণ ও মহাশক্তির ; فَاسْتَوَىٰ-(ف+استوى)-তিনি তাঁর স্বরূপে দৃশ্যমান হয়েছিলেন।

৩. এটাই হলো কসমের জবাব। অর্থাৎ মুহাম্মদ সা. তোমাদের পরিচিত একান্ত আপনজন। তিনি পথভ্রষ্ট হননি এবং বিপথগামীও নন। তারকারাজির অস্ত যাওয়ার আগে মানুষের দৃষ্টিতে কোনো বস্তু অস্পষ্ট থাকলেও সূর্য উদয়ের সাথে সাথে সকল বস্তুই মানুষের দৃষ্টিতে সুস্পষ্ট হয়ে ধরা দেয়। তদ্রূপ মুহাম্মদ সা.-এর নবী হিসেবে আবির্ভাবের সাথে সাথে হক ও বাতিল সবার সামনে সুস্পষ্ট হয়ে গেছে। সুতরাং তোমাদের পক্ষ থেকে তাঁর পথভ্রষ্ট হওয়া বা বিপথগামী হওয়ার অভিযোগ সম্পূর্ণ মিথ্যা। কারণ তোমরা নিজেরাই জান যে, তাঁর মতো ভদ্র, নম্র, জ্ঞানী, বিচক্ষণ, মানুষের কল্যাণকামী এবং সত্যপন্থী মানুষ নিজে বিপথগামী হয়েছেন, আর অন্যদেরকেও বিপথগামী করার জন্য উঠে পড়েও লেগে গেছেন—এটা কিছুতেই মেনে নেয়া যেতে পারে না। তাঁর জীবন তোমাদের সামনে অন্ধকারে ঢাকা নয়, বরং ভোরের আলোর মতো স্পষ্ট।

৪. অর্থাৎ তিনি নিজে কোনো কথা রচনা করে তা আল্লাহর কথা বলে চালিয়ে দেন না। তিনি যা কিছু বলেন তা আল্লাহর পক্ষ থেকে ওহী বা প্রত্যাদেশ পাওয়ার পরই বলেন। তবে ওহী বা প্রত্যাদেশের প্রকারভেদ আছে। বুখারীতে তার কয়েক প্রকার বর্ণিত হয়েছে—

এক ঃ ভাব ও ভাষা উভয়ই আল্লাহর পক্ষ থেকে নাযিল হয়েছে। এ ধরনের ওহীর উদাহরণ হলো 'কুরআন'।

দুই ঃ ভাব আল্লাহর পক্ষ থেকে, ভাষা রাসূলুল্লাহ সা.-এর নিজস্ব। এর উদাহরণ হলো হাদীস ও সুন্নাহ।

অতপর আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রাপ্ত ভাব-এর মধ্যে কখনো সুস্পষ্ট বিধান ও দ্ব্যর্থহীন ফায়সালা বর্ণিত হয়েছে আবার কখনো কোনো সামগ্রীক মূলনীতি বর্ণিত হয়েছে। আর সেই মূলনীতির আলোকে ইজতিহাদ করে রাসূলুল্লাহ সা. বিধানাবলী বের করেছেন। এ ইজতিহাদে ভুল হওয়ার আশংকা দেখা দিলে আল্লাহ তা'আলা তা ওহীর মাধ্যমে সংশোধন করে দিয়েছেন। নবী-রাসূলগণ ইজতিহাদের মাধ্যমে যেসব বিধান বের করেন, তাতে ভুল হওয়ার আশংকা দেখা দিলে, তা আল্লাহ কর্তৃক সংশোধিত হয়ে

⑦وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ ⑧ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّىٰ ⑨فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ

৭. এমতাবস্থায় তিনি (ছিলেন) উর্ধ্ব দিগন্তে[৭]। ৮. তারপর কাছে এগিয়ে এলেন এবং শূন্যে ভেসে রইলেন। ৯. তখন (দূরত্ব) থাকলো দু'ধনুকের পরিমাণ অথবা তার চেয়েও কম।[৮]

⑦ وَ-এমতাবস্থায় ; هُوَ-তিনি (ছিলেন) ; بِالْأُفُقِ-(ب+ال+افق)-দিগন্তে ; الْأَعْلَىٰ-উর্ধ্ব। ⑧ ثُمَّ-তারপর ; دَنَا-কাছে এগিয়ে এলেন ; فَتَدَلَّىٰ-(ف+تدلى)-এবং শূন্যে ভেসে রইলেন। ⑨ فَكَانَ-(ف+كان)-তখন (দূরত্ব) থাকলো ; قَابَ-পরিমাণ ; قَوْسَيْنِ-দু' ধনুকের ; أَوْ-অথবা ; أَدْنَىٰ-তার চেয়েও কম।

যাওয়ার ফলে তাঁরা ভুলের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকেননি। নবী-রাসূল ছাড়া অন্য মুজতাহিদ আলেমগণ ইজতিহাদী ভুলের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকতে পারেন। তবে যেহেতু তাঁরা সর্বশক্তি নিয়োগ করে ইজতিহাদ করেন তাই তাঁদের এ ভুল ক্ষমাযোগ্য অধিকন্তু তারা এজন্য কিছুটা সওয়াবের অধিকারীও হন।

৫. অর্থাৎ এ কুরআন যাকে তোমরা তাঁর রচিত বলে তাঁর প্রতি অপবাদ আরোপ করছ, তা কোনো মানুষের রচিত নয়। এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে নিয়োজিত এক মহা-শক্তিধর ফেরেশতা জিবরাঈল কর্তৃক আল্লাহ তা'আলা তাঁকে শিক্ষা দিয়েছেন। আর তাই এর মধ্যে কোনো প্রকার ভুল-ভ্রান্তি হওয়ার আশংকা নেই। এখান থেকে সূরার ১৮শ আয়াত পর্যন্ত হযরত জিবরাঈল আ.-এর কথাই বলা হয়েছে। অধিকাংশ মুফাস্‌সিরের এটাই সঠিক তাফসীর।

কুরআন মাজীদের সূরা তাকবীরের ১৯ থেকে ২২ আয়াত পর্যন্ত বর্ণিত হয়েছে—

"নিশ্চয়ই এটা (কুরআন) সম্মানিত সংবাদ বাহকের (আনীত) বাণী ; যিনি শক্তিশালী ;—আরশের মালিকের নিকট মর্যাদাবান। তাঁকে সেখানে মেনে চলা হয় ; অধিকন্তু তিনি বিশ্বাসভাজন।"

একাধিক হাদীস থেকেও এ মতের সমর্থন পাওয়া যায়।

৬. 'মিররা' শব্দের অর্থ শক্তি। শারীরিক ও মানসিক উভয় প্রকার শক্তি বুঝানোর জন্য জিবরাঈল আ.-এর বৈশিষ্ট্য হিসেবে এ শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এর দ্বারা বুঝানো হয়েছে যে, কেউ যেন এমন মনে না করে যে, জিবরাঈল আ. ওহী নিয়ে রাসূলের নিকট আগমন করার সময় কোনো শয়তান তাঁর ওপর প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম। কারণ তিনি এতই বিচক্ষণ যে, শয়তান তাঁর ধারে কাছেও ঘেঁষতে পারে না।

৭. অর্থাৎ জিবরাঈলকে যখন তিনি প্রথম দেখেছিলেন তখন তিনি (জিবরাঈল) পূর্ব-দিগন্তে বসেছিলেন। যেখানে আকাশ পৃথিবীর সাথে মিলিত দেখা যায়। এটাকে 'উর্ধ্ব দিগন্ত' এজন্য বলা হয়েছে যে, ভূমির সাথে মিলিত যে দিগন্ত তা সাধারণত দেখা যায় না। তাই জিবরাঈল-কে তার উপরিভাগে উর্ধ্ব দিগন্তে দেখানো হয়েছে।

⑩فَاَوْحٰۤى اِلٰى عَبْدِهٖ مَاۤ اَوْحٰى ⑪مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَاٰى ⑫اَفَتُمٰرُوْنَهٗ

১০. তখন তিনি (ফেরেশতা) তাঁর (আল্লাহর) বান্দাহর নিকট ওহী পৌঁছে দিলেন, যে ওহী পৌঁছানোর ছিলো,[৯] ১১. (তাঁর) অন্তর তা অস্বীকার করেনি, যা তিনি দেখেছেন।[১০] ১২. তোমরা কি তাঁর সাথে ঝগড়া করছো—

عَلٰى مَا يَرٰى ⑬وَلَقَدْ رَاٰهُ نَزْلَةً اُخْرٰى ⑭عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهٰى ⑮عِنْدَهَا

সে বিষয়ে যা তিনি দেখেছেন ? ১৩. আর নিঃসন্দেহে তিনি (রাসূল) দেখেছেন তাঁকে (ফেরেশতাকে) অপর একবার। ১৪. 'সিদরাতুল মুনতাহা'র নিকট। ১৫. তার নিকটে রয়েছে—

⑩فَاَوْحٰى-(ف+اوحى)-তখন তিনি (ফেরেশতা) ওহী পৌঁছে দিলেন ; اِلٰى-নিকট ; عَبْدِهٖ-(عبد+ه)-তাঁর (আল্লাহর) বান্দাহর ; مَاۤ-যে ; اَوْحٰى-ওহী পৌঁছানোর ছিলো। ⑪مَا كَذَبَ-অস্বীকার করেনি ; الْفُؤَادُ-(তার) অন্তর ; مَا-তা, যা ; رَاٰى-তিনি দেখেছেন। ⑫اَفَتُمٰرُوْنَهٗ-(ا+ف+تمرون+ه)-তোমরা কি তাঁর সাথে ঝগড়া করছ ; عَلٰى-বিষয়ে ; مَا-সে, যা ; يَرٰى-তিনি দেখেছেন। ⑬وَ-আর ; لَقَدْ رَاٰهُ-(ل+قد+را+ه)-নিঃসন্দেহে তিনি (রাসূল) দেখেছেন তাঁকে (ফেরেশতাদের) ; نَزْلَةً-একবার ; اُخْرٰى-অপর। ⑭عِنْدَ-নিকট ; سِدْرَةِ الْمُنْتَهٰى-সিদরাতুল মুনতাহার। ⑮عِنْدَهَا-(عند+ها)-তার নিকট রয়েছে ;

৮. অর্থাৎ জিবরাঈল আ. পূর্ব দিকের উর্ধ্ব দিগন্তে আত্মপ্রকাশ করে ক্রমান্বয়ে রাসূলের দিকে এগিয়ে এলেন এবং দু'ধনুকের দূরত্ব তথা দু'হাত পরিমাণ দূরত্বে এসে স্থির হয়ে থাকলেন। 'তার চেয়েও কম' এ জন্য বলা হয়েছে—ধনুকের পরিমাপে কম-বেশী হয়ে থাকে, তাই সে হিসেবে কোনো পরিমাপ করা হলে, তাতে কম-বেশী হওয়াই স্বাভাবিক।

৯. অর্থাৎ "আল্লাহ জিবরাঈলের মাধ্যমে বান্দাহর প্রতি যা ওহী দেয়ার ছিলো তা দিলেন" আয়াতের অর্থ এটাও হতে পারে—"জিবরাঈল আল্লাহর বান্দাহর প্রতি যা ওহী দেয়ার ছিলো তা দিয়ে দিলেন।" মুফাস্সিরীনে কিরামের মতে উভয় অনুবাদ সঠিক।

১০. অর্থাৎ তিনি চোখে যা দেখেছেন, তাঁর অন্তর দ্বারা তিনি উপলব্ধিও করেছেন। দৃশ্যমান বিষয়কে তাঁর অন্তর দৃষ্টিভ্রম বা শয়তানের কারসাজি বলে মিথ্যা সাব্যস্ত করেনি। তাঁর অন্তরে কোনো প্রকার সন্দেহ-সংশয়ও এতে সৃষ্টি হয়নি। এর কারণ হলো, আল্লাহ তা'আলা যাকে নবুওয়াত দানের জন্য বাছাই করেন, তাঁর মন-মানসকিতাকে সব রকমের সন্দেহ-সংশয় ও শয়তানী প্ররোচনা থেকে মুক্ত রাখেন। আল্লাহ তাঁর নবীর অন্তর সুদৃঢ় করে দেন। যার ফলে তাঁর চোখ যা দেখে, তাঁর কান যা শোনে তার সত্যতা সম্পর্কে তাঁর হৃদয়-মনে সামান্যতম দ্বিধা-সন্দেহও থাকে না। তাঁর

جَنَّةُ الْمَأْوٰى ﴿١٥﴾ إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشٰى ﴿١٦﴾ مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغٰى ﴿١٧﴾

'জান্নাতুল মাওয়া'[১১]। ১৬. যখন সিদরা-কে ঢেকে রাখছিলো তা, যা ঢেকে রাখছিলো[১২]। ১৭. (তখন) তাঁর দৃষ্টি-বিভ্রাটও হয়নি আর সীমা অতিক্রমও করেনি[১৩]।

جَنَّةُ الْمَأْوٰى-জান্নাতুল মাওয়া। ﴿١٦﴾ إِذْ-যখন ; يَغْشَى-ঢেকে রাখছিলো ; السِّدْرَةَ-সিদরাকে ; مَا-তা, যা ; يَغْشٰى-ঢেকে রাখছিলো। ﴿١٧﴾ مَا زَاغَ-(তখন তাঁর) বিভ্রাট-ও হয়নি ; الْبَصَرُ-দৃষ্টি ; وَ-আর ; مَا طَغٰى-সীমা অতিক্রমও করেনি।

প্রতিপালকের পক্ষ থেকে যে সত্যই তাঁর কাছে প্রকাশিত হয়, তিনি তা দ্বিধাহীন চিত্তে গ্রহণ করে নেন। তিনি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেন যে, তাঁর প্রতিপালক তাঁকে সব ধরনের শয়তানী হস্তক্ষেপ থেকে চূড়ান্তভাবে সংরক্ষিত রেখেছেন। তাঁর কাছে জিবরাঈলের মাধ্যমে যে কোনো ধরনের ওহী আসুক না কেনো, তা তাঁর সম্পর্কে অনুভূতিও আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রদত্ত। এ ব্যাপারেও তাঁর মধ্যে সামান্যতম সন্দেহ-সংশয় ছিলো না।

১১. অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ সা. জিবরাঈলকে স্বরূপে দ্বিতীয়বার দেখেন 'সিদরাতুল মুনতাহা'র নিকট যার নিকটেই রয়েছে 'জান্নাতুল মাওয়া'। 'সিদরা' শব্দের অর্থ বরই গাছ। আর 'মুনতাহা' শব্দের অর্থ শেষ প্রান্ত। অর্থাৎ সৃষ্টি জগতের জ্ঞানের সীমা এখানেই শেষ হয়ে যায়। তার পরে যা আছে, তা আল্লাহ ছাড়া আর কেউ জানে না। আর শেষ প্রান্তের এ বরই গাছ কেমন তাও আমাদের জানা নেই। মানব-জ্ঞান কল্পনা করেও তার স্বরূপ নির্ধারণ করতে অক্ষম। তবে হাদীস থেকে এতটুকু জানা যায় যে, এ বরই গাছ ষষ্ঠ আকাশে অবস্থিত। এর মূল শিকড় ষষ্ঠ আকাশে এবং শাখা-প্রশাখা সপ্তম আকাশ পর্যন্ত বিস্তৃত রয়েছে। (কুরতুবী)

সাধারণ ফেরেশতাগণের আসা-যাওয়ার এটাই শেষ সীমা। তাই এটাই শেষপ্রান্ত বলা হয়েছে। হাদীসের কোনো কোনো বর্ণনায় রয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলার বিধানাবলী প্রথমে'সিদ্‌রাতুল মুন্‌তাহায়' নাযিল হয়, এখান থেকে সংশ্লিষ্ট ফেরেশতাদের নিকট সোপর্দ করা হয়। আর দুনিয়া থেকে আকাশগামী মানুষের আমলনামাও ফেরেশতারা এখানে পৌঁছায়। তারপর অন্য কোনো পন্থায় তা আল্লাহর দরবারে পেশ করা হয়। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. থেকে মুসনাদে আহমদে এরূপ বর্ণিত আছে। (ইবনে কাসীর)

'জান্নাতুল মাওয়া' অর্থ সেই জান্নাত যা মানুষের আসল ঠিকানা। অর্থাৎ এটা সেই জান্নাত যা আখিরাতে ঈমানদার ও মুত্তাকী লোকেরা লাভ করবে। জান্নাতকে আসল ঠিকানা বলার কারণ হলো—আদম আ. এখানেই সৃষ্টি হয়েছেন। এখান থেকেই তাঁকে পৃথিবীতে নামানো হয় এবং অবশেষে এখানেই জান্নাতীরা চিরদিন বাস করবে।

১২. অর্থাৎ বরই গাছকে ঢেকে রেখেছিল আবৃতকারী কোনো বস্তু। এ আবৃতকারী বস্তু সম্পর্কে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. থেকে বর্ণিত একটি হাদীসে উল্লিখিত

⑱لَقَدْ رَاٰى مِنْ اٰيٰتِ رَبِّهِ الْكُبْرٰى ⑲اَفَرَءَيْتُمُ اللّٰتَ وَالْعُزّٰى

১৮. নিঃসন্দেহে তিনি তাঁর প্রতিপালকের কতেক বড় বড় নিদর্শনাবলী দেখেছেন[১৪]। ১৯. তোমরা কি ভেবে দেখেছো 'লাত' ও 'উয্যা' সম্পর্কে ?

⑳وَمَنٰوةَ الثَّالِثَةَ الْاُخْرٰى ㉑اَلَكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ الْاُنْثٰى ㉒تِلْكَ اِذًا

২০. আর তৃতীয় অপর (দেবতা) 'মানাত' সম্পর্কে ?[১৫] ২১. তোমাদের জন্য পুত্র-সন্তান এবং তাঁর (আল্লাহর) জন্য কন্যা-সন্তান[১৬] ? ২২. এটা তো তাহলে

⑱لَقَدْ رَاٰى-নিঃসন্দেহে তিনি দেখেছেন ; مِنْ-কতেক ; اٰيٰتِ-নিদর্শনাবলী ; رَبِّهِ-(رب+ه)-তাঁর প্রতিপালকের ; الْكُبْرٰى-বড় বড়। ⑲اَفَرَءَيْتُمْ-(ا+ف+رءيتم)-তোমরা কি ভেবে দেখেছো ; اللّٰتَ-লাত ; وَ-ও ; الْعُزّٰى-উয্যা সম্পর্কে। ⑳وَ-আর ; مَنٰوةَ-মানাত সম্পর্কে ; الثَّالِثَةَ-তৃতীয় ; الْاُخْرٰى-অপর (দেবতা)। ㉑اَلَكُمُ-(ا+لكم)-তোমাদের জন্য কি ; الذَّكَرُ-পুত্র সন্তান ; وَ-এবং ; لَهُ-তাঁর (আল্লাহর) জন্য; الْاُنْثٰى-কন্যা সন্তান। ㉒تِلْكَ-এটা তো ; اِذًا-তাহলে ;

আছে যে, রাসূলুল্লাহ সা. যখন জিবরাঈলের সাথে 'সিদরাতুল মুনতাহা' তথা শেষ প্রান্তের বরই গাছের নিকট পৌঁছলেন, তখন স্বর্ণনির্মিত প্রজাপতিসমূহ চারদিক থেকে এসে বরই গাছের ওপর পতিত হচ্ছিলো। মনে হয় সম্মানিত মেহমান রাসূলুল্লাহ সা.-এর আগমনে তাঁর সম্মানার্থে বরই গাছটিকে বিশেষভাবে সাজানো হয়েছিলো।

১৩. অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ সা. সেখানে যা কিছু দেখেছেন তাতে তাঁর চোখ ঝলসে যায়নি যাতে তাঁর দৃষ্টি বিভ্রম হতে পারে। এটা সেই সন্দেহের জবাব যাতে কেউ মনে করতে পারে যে, এতসব বিস্ময়কর জিনিস দেখে রাসূলুল্লাহ সা.-এর চোখ ঝলসে গিয়ে থাকতে পারে তাছাড়া তিনি এমন আত্মহারাও হয়ে যাননি যে, এদিক-ওদিক তাকিয়ে বিভিন্ন বিস্ময়কর বস্তুগুলো দেখছেন। বরং তিনি পূর্ণ প্রশান্তি সহকারেই এসব দেখেছেন। তার সাথে সাথে তাঁর মন-মানসিকতা ও একাগ্রতা সেদিকেই নিবদ্ধ ছিলো, যে উদ্দেশ্যে তাঁকে ডেকে নেয়া হয়েছিলো।

১৪. অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ সা. মিরাজের রাতে তাঁর প্রতিপালক আল্লাহর অনেকগুলো বড় বড় নিদর্শন দেখেছিলেন। এ আয়াত থেকে এটাই প্রমাণিত হয় যে, রাসূলুল্লাহ সা. সে রাতে আল্লাহকে দেখেননি, বরং তিনি আল্লাহর এমন নিদর্শনাবলী দেখেছেন, যা তিনি দুনিয়াতে থাকতে দেখেননি।

রাসূলুল্লাহ সা. উল্লিখিত দু'টি ক্ষেত্রে আল্লাহকে দেখেছিলেন, না জিবরাঈল আ.-কে দেখেছিলেন এ ব্যাপারে বর্ণিত হাদীসসমূহে মতানৈক্য হওয়ার কারণে মুফাস্সিরীনে কিরামের মধ্যেও কিছুটা মতভেদ সৃষ্টি হয়েছে। তবে কুরআন মাজীদের অন্যান্য আয়াত

قِسْمَةٌ ضِيْزٰى ﴿٢٢﴾ اِنْ هِيَ اِلَّآ اَسْمَآءٌ سَمَّيْتُمُوْهَآ اَنْتُمْ وَاٰبَآؤُكُمْ

অত্যন্ত অসংগত বণ্টন। ২৩. এগুলো তো নিছক নাম ছাড়া কিছুই নয়, যা তোমরা ও তোমাদের পূর্বপুরুষরা নামকরণ করেছে

قِسْمَةٌ-বণ্টন ; ضِيْزٰى-অত্যন্ত অসংগত। ㉓ اِنْ-কিছুই নয় ; هِيَ-এগুলো তো ; اِلَّآ-ছাড়া ; اَسْمَآءٌ-নিছক নাম ; سَمَّيْتُمُوْهَآ-(سميتموا+ها)-যা নামকরণ করেছ ; اَنْتُمْ-তোমরা ; وَ-ও ; اٰبَآؤُكُمْ-(اباؤ+كم)-তোমাদের পূর্বপুরুষরা ;

ও বেশ কিছু হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় রাসূলুল্লাহ সা. উল্লিখিত দু'ক্ষেত্রে আল্লাহকে দেখেননি, বরং তিনি উভয় স্থানে আল্লাহর কুদরতের বড় বড় নিদর্শনাবলী দেখেছেন। তবে আল্লাহকে দেখা না দেখার ব্যাপারে যেহেতু সাহাবায়ে কিরাম ও তাবেয়ীগণের মধ্যে মতভেদ রয়েছে, সুতরাং এ ব্যাপারে কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ না করা এবং নিশ্চুপ থাকা উত্তম। কারণ এর সাথে কোনো আমল জড়িত নয় ; বরং এটা এমন বিশ্বাসগত ব্যাপার যা ঈমানের মূল বিষয়ের অংশ নয়। তাছাড়া এ ব্যাপারে অকাট্য প্রমাণাদির অনুপস্থিতিতে কোনো সিদ্ধান্তে আসাও সম্ভব নয়।

১৫. অর্থাৎ মুহাম্মদ সা.তোমাদেরকে যে দীনের দাওয়াত দিচ্ছেন, তা কোনো কাল্পনিক ধারণা অনুমানের ওপর প্রতিষ্ঠিত নয় ; বরং তিনি চাক্ষুষভাবে আল্লাহর কুদরতের বড় বড় নিদর্শনাবলী দেখে এসেছেন। তারপরও তোমরা তোমাদের মিথ্যা উপাস্য দেব-দেবীর উপাসনায় লিপ্ত রয়েছো। তোমরা কি ভেবে দেখেছো, এসব দেব-দেবীর কি ক্ষমতা আছে, যারা নিজেরা নিজেদের রক্ষা করতে অক্ষম। কোনো দলীল প্রমাণ ছাড়াই তোমরা এসব প্রতিমাকে উপাস্য হিসেবে সাব্যস্ত করেছো। এ প্রসঙ্গে আয়াতে তিনজন দেবীর নাম উল্লিখিত হয়েছে। এগুলো হলো—লাত, উয্‌যা ও মানাত।

আরবের বড় বড় গোত্রগুলো এ দেবীগুলোর পূজা-উপাসনায় লিপ্ত ছিলো। 'লাত' ছিলো তায়েফের অধিবাসী সাকীফ গোত্রের উপাস্য দেবী। 'উয্‌যা' ছিলো কুরাইশদের আর 'মানাত' ছিলো বনী খুযআ, আওস ও খাযরাজ গোত্রের উপাস্য। 'লাত'-এর অবস্থান ছিলো তায়েফে। 'লাত'-এর আস্তানা রক্ষার শর্তে তায়েফবাসীরা কা'বা ঘর ধ্বংসের জন্য আগত আবরাহা বাহিনীকে মক্কার পথ দেখিয়ে দেয়ার জন্য পথপ্রদর্শক হিসেবে কাজ করেছিলো।

'উয্‌যা' দেবীর অবস্থান ছিলো তায়েফ ও মক্কার মধ্যবর্তী 'নাখলা' উপাত্যকার 'হুরাদ' নামক স্থানে। কুরাইশ গোত্র ও অন্যান্য এ দেবীর আস্তানায় মানত করতো ও বলি দান করতো।

'মানাত' দেবীর অবস্থান ছিলো মক্কা ও মদীনার মাঝামাঝি লোহিত সাগরের তীরে 'কুদাইদ' নামক স্থানে। মদীনার বনী খুযাআ, আওস ও খাযরাজ গোত্র এর উপাসনা করতো. এর আস্তানায় মানত করতো ও বলি দান করতো।

مَّا أَنْزَلَ اللهُ بِهَا مِنْ سُلْطٰنٍ ۚ إِنْ يَتَّبِعُوْنَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْأَنْفُسُ ۚ

এ সম্পর্কে আল্লাহ কোনো দলীল-প্রমাণ নাযিল করেননি ;[১৭] তারা তো অনুসরণ করছে না ভিত্তিহীন অনুমান ও —যা কামনা করে (তাদের) প্রবৃত্তি তাছাড়া ;[১৮]

وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَّبِّهِمُ الْهُدٰى ﴿٢٣﴾ أَمْ لِلْإِنْسَانِ مَا تَمَنّٰى ﴿٢٤﴾ فَلِلّٰهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولٰى ﴿٢٥﴾

অথচ নিঃসন্দেহে তাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে তাদের কাছে এসেছে হিদায়াত[১৯]। ২৪. মানুষের জন্য কি তা-ই (কল্যাণকর) যা সে কামনা করে[২০] ? ২৫. তবে আখিরাত ও দুনিয়া আল্লাহরই আয়ত্তাধীন।

مَّا أَنْزَلَ-নাযিল করেননি ; اللهُ-আল্লাহ ; بِهَا-এ সম্পর্কে ; مِنْ-কোনো ; سُلْطٰنٍ-দলিল-প্রমাণ ; اِنْ يَتَّبِعُوْنَ-তারা তো অনুসরণ করছে না ; اِلَّا-ছাড়া ; الظَّنَّ-ভিত্তিহীন অনুমান ; وَ-ও ; مَا-যা, তা ; تَهْوَى-কামনা করে ; الْأَنْفُسُ-(তাদের) প্রবৃত্তি ; وَ-অথচ ; لَقَدْ جَاءَهُمْ-(ل+قد جاء+هم)-নিঃসন্দেহে তাদের কাছে এসেছে ; مِنْ-পক্ষ থেকে ; رَبِّهِمُ-(رب+هم)-তাদের প্রতিপালকের ; الْهُدٰى-হিদায়াত। ﴿٢٤﴾ اَمْ-কি ; لِلْإِنْسَانِ-(ل+ال+انسان)-মানুষের জন্য ; مَا-তা-ই (কল্যাণকর) যা ; تَمَنّٰى-সে কামনা করে। ﴿٢٥﴾ فَلِلّٰهِ-(ف+ل+الله)-তবে আল্লাহর-ই আয়াত্তাধীন ; الْاٰخِرَةُ-আখিরাত ; وَ-ও ; الْأُوْلٰى-দুনিয়া।

১৬. অর্থাৎ যে কন্যা সন্তানকে নিজের জন্য তোমরা অপমানজনক মনে কর, সেই কন্যা সন্তানকে তোমরা আল্লাহর জন্য বরাদ্দ কর। আর পুত্র সন্তান নিজেদের জন্য সংরক্ষণ কর। তোমরা তোমাদের উপাস্য দেবীদেরকে আল্লাহর কন্যা সন্তান বলে ধরে নিয়েছো। তোমাদের এসব ভ্রান্ত আকীদা-বিশ্বাস সম্পর্কে কি তোমরা একটুও চিন্তা করে দেখ না ?

১৭. অর্থাৎ তোমাদের এসব দেব-দেবীর মধ্যে উপাস্য হওয়ার কোনো ক্ষমতা-ইখতিয়ার কিছুই নেই। এসব তোমাদের মনগড়া প্রতিমা মাত্র। এর সপক্ষে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে কোনো সনদপত্র তোমাদের কাছে নেই।

১৮. অর্থাৎ তারা দুটো কারণে এসব দেব-দেবীর উপাসনায় লিপ্ত হয়েছে—(এক) তারা তাদের মনের ভিত্তিহীন ধারণা-অনুমান করে এসব দেব-দেবী বানিয়ে নিয়েছে। অতপর এ মনগড়া দেব-দেবীকে সত্য ও বাস্তব ধরে নিয়ে উপাসনা করা শুরু করেছে। (দুই) তারা এমন দেবতার পূজারী হতে আগ্রহী যা তাদের ওপর কোনো বৈধ-অবৈধ এবং নীতি-নৈতিকতার বিধি-নিষেধ আরোপ করবে না। বরং শুধুমাত্র দুনিয়াতে তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণ করবে এবং যদি আখিরাত সত্য হয়ে দেখা দেয়, সেখানে তাদেরকে পার করিয়ে নেবে।

১৯. অর্থাৎ অতীতেও আল্লাহর পক্ষ থেকে নবী-রাসূলগণ এসে তাদেরকে সঠিক দীন তথা জীবনব্যবস্থা সম্পর্কে অবহিত করেছেন। অবশেষে মুহাম্মদ সা. এসে পূর্ণাংগ জীবন-ব্যবস্থা ইসলাম সম্পর্কে তাদেরকে জানিয়ে দিয়েছেন।

২০. অর্থাৎ মানুষ কর্তৃক আল্লাহর সৃষ্টিকে অথবা তাদের মনগড়া প্রতিমাকে উপাস্য বানানো যেমন তাদের জন্য কল্যাণকর হতে পারে না, তেমনি এসব উপাস্যের কাছে কোনো কামনা বাসনা পোষণ করলেও তা পূরণ হতে পারে না। সুতরাং এসব তাদের জন্য কোনোক্রমেই কল্যাণকর হতে পারে না।

১ম রুকূ' (১-২৫ আয়াত)-এর শিক্ষা

১. আল্লাহ তা'আলা তাঁর সৃষ্টির কোনো কোনো বস্তুর বিশেষ কোনো তাৎপর্য বুঝানোর জন্য সেই বস্তুর কসম করতে পারেন, কিন্তু মানুষের জন্য আল্লাহ ছাড়া অন্য কোনো ব্যক্তি বা বস্তুর কসম করা জায়েয নয়।

২. গভীর অন্ধকার রাতে তারকারাজি যেমন দিক-দর্শকের ভূমিকা পালন করে, তেমনি জাহেলিয়াতের অন্ধকার পৃথিবীতে সত্য-সঠিক পথ প্রদর্শক একমাত্র মুহাম্মদ সা.।

৩. মুহাম্মদ সা. প্রদর্শিত এ সত্য-সঠিক পথ তাঁর নিজস্ব উদ্ভাবিত নয়। মহান আল্লাহ-ই তাঁর বান্দাহদের প্রতি দয়া পরবশ হয়ে ওহীর মাধ্যমে এ পথের সন্ধান দিয়েছেন।

৪. আল্লাহর পক্ষ থেকে রাসূলের নিকট এ ওহী বহন করে এনেছেন মহাশক্তিধর, অত্যন্ত বিশ্বস্ত ও আমানতদার ফেরেশতা জিবরাঈল আ.। সুতরাং এ ওহীতে কোনো প্রকার ভুল-ভ্রান্তি থাকার সন্দেহ করার অবকাশ নেই।

৫. রাসূলুল্লাহ সা. জিবরাঈল আ.-কে তাঁর স্বরূপেই দেখেছিলেন। সুতরাং কোনো শয়তান কর্তৃক জিবরাঈলের ছদ্মবেশে ওহীতে অনুপ্রবেশ ঘটানোর কোনো সুযোগ ছিলো না।

৬. রাসূলুল্লাহ সা. জিবরাঈল আ.-কে তাঁর মাত্র দু'হাত বা তাঁর কিছু কম-বেশী দূরত্বে অবস্থানরত অবস্থায় দেখেছিলেন। সুতরাং জিবরাঈল আ.-কে দেখার ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ সা.-এর দৃষ্টি-বিভ্রম ঘটেনি এবং দৃষ্টি এড়িয়েও যায়নি।

৭. জিবরাঈল আ. এভাবেই আল্লাহর পক্ষ থেকে যে ওহী নিয়ে এসেছিলেন তা রাসূলুল্লাহ সা.-এর কাছে পৌঁছে দিয়েছেন। অতএব ওহী পৌঁছানোর ব্যাপারেও কোনো প্রকার ক্রটি-বিচ্যুতির আশংকা বা অস্পষ্টতা নেই।

৮. জিবরাঈলকে দেখা এবং তাঁর আনীত ওহী হৃদয়ঙ্গম করার ব্যাপারেও রাসূলুল্লাহ সা.-এর মধ্যে কোনো প্রকার দুর্বলতা ছিলো না ; বরং তিনি সুস্পষ্টভাবে তা উপলব্ধি করেছেন।

৯. রাসূলুল্লাহ সা. জিবরাঈল আ.-কে দ্বিতীয়বার স্বরূপে দেখেছেন মি'রাজের সময় ষষ্ট আকাশে 'সিদরাতুল মুনতাহা'র নিকট।

১০. জিবরাঈল আ.-এর সাথে তাঁর স্বরূপে প্রথম সাক্ষাত হয়েছিলো হেরা গুহায় ধ্যানমগ্ন থাকাকালীন অবস্থায় ওহী আগমনের সূচনা লগ্নে।

১১. 'সিদরাতুল মুনতাহা' তথা সীমান্তের বরই গাছ। সৃষ্টিকূলের জ্ঞান-এর শেষ সীমা হলো এ 'সিদরাতুল মুনতাহা'।

১২. 'সিদরাতুল মুনতাহা'র নিকটেই 'জান্নাতুল মাওয়া' অবস্থিত। জান্নাতুল মাওয়া-ই হলো মানব জাতির আসল ঠিকানা। এখানে থেকেই আদম আ.-কে দুনিয়াতে পাঠানো হয়েছিলো।

১৩. হাদীসের বর্ণনা মতে রাসূলুল্লাহ সা. 'সিদরাতুল মুনতাহা'য় পৌঁছার পর তাকে স্বর্ণ নির্মিত প্রজাপতিসমূহ আচ্ছাদিত করে রেখেছিলো। আল্লাহর মহান মেহমান রাসূলের সম্মানেই এরূপ করা হয়েছিলো।

১৪. মি'রাজের রজনীতে রাসূলুল্লাহ সা. আল্লাহর অনেক বড় বড় নিদর্শনাবলী দেখেছিলেন। তাঁর এ দেখায় কোনো প্রকার অস্পষ্টতা ছিলো না।

১৫. 'তাওহীদ' ও 'রিসালাত'-এর সত্যতার সপক্ষে আল্লাহর কিতাবের এসব সুস্পষ্ট কথার পর মানুষের শিরকে লিপ্ত হওয়া তাদের কামনা-বাসনার গোলামী এবং হঠকারিতা ছাড়া আর কিছুই নয়।

১৬. মক্কার কাফিররা তারপরও 'লাত', 'মানাত', 'উয্‌যা' ইত্যাদি দেবীর উপাসনা করত এবং ফেরেশতাদেরকে আল্লাহর কন্যা সাব্যস্ত করতো।

১৭. 'শিরক' হলো মানুষের মনগড়া ও ভ্রান্ত আকীদা-বিশ্বাস, যার সপক্ষে আল্লাহর পক্ষ থেকে কোনো দলীল নেই এবং কোনো যুক্তি বুদ্ধির সমর্থন নেই।

১৮. নবী-রাসূলদের মাধ্যমে আল্লাহর পক্ষ থেকে যে জীবনব্যবস্থা এসেছে, সেটাই মানব জাতির জন্য একমাত্র কল্যাণকর জীবনব্যবস্থা।

১৯. নবী-রাসূল আগমনের ধারাবাহিকতায় সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ রাসূল মুহাম্মদ সা. কর্তৃক আনীত একমাত্র কল্যাণকর জীবনব্যবস্থা হলো 'ইসলাম'।

২০. কিয়ামত পর্যন্ত যত মানুষ দুনিয়াতে আসবে তাদের সকলের জন্যই একমাত্র কল্যাণকর পূর্ণাংগ জীবনব্যবস্থা যে ইসলাম, তাতে সন্দেহ-সংশয়ের কোনো অবকাশ নেই। এ ব্যাপারে সন্দেহ পোষণকারী 'মুমিন' হতে পারে না।

২১. মানব রচিত কোনো ব্যবস্থা মানব জাতির জন্য কল্যাণকর হতে পারে না। সুতরাং ইসলামকে বাদ দিয়ে অন্য কোনো ব্যবস্থার কল্যাণ লাভের প্রচেষ্টা ব্যর্থ হতে বাধ্য।

২২. দুনিয়া ও আখিরাতের সকল কর্তৃত্ব আল্লাহর হাতে। সুতরাং সৃষ্টি জগতের যাবতীয় কল্যাণ তাঁর দেয়া ব্যবস্থার মধ্যেই থাকবে এটাই চূড়ান্ত কথা।

❐

সূরা হিসেবে রুকূ'-২
পারা হিসেবে রুকূ'-৬
আয়াত সংখ্যা-৭

وَكَمْ مِّنْ مَّلَكٍ فِي السَّمٰوٰتِ لَا تُغْنِيْ شَفَاعَتُهُمْ شَيْـًٔا اِلَّا ﴿٢٦﴾

২৬. আর আসমানে তো কতইনা ফেরেশতা রয়েছে তাদের সুপারিশ তো কিছুমাত্র কাজে আসতে পারে না, তবে—

مِنْ بَعْدِ اَنْ يَّاْذَنَ اللّٰهُ لِمَنْ يَّشَاۤءُ وَيَرْضٰى ﴿٢٧﴾ اِنَّ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ

আল্লাহ যাকে চান এবং (যার প্রতি) সন্তুষ্ট হন তাকে অনুমতি দেয়ার পর (সে সুপারিশ করতে পারবে)।[২১] ২৭. নিশ্চয়ই যারা বিশ্বাস করে না

بِالْاٰخِرَةِ لَيُسَمُّوْنَ الْمَلٰۤئِكَةَ تَسْمِيَةَ الْاُنْثٰى ﴿٢٨﴾ وَمَا لَهُمْ بِهٖ مِنْ عِلْمٍ

আখিরাতকে তারাই ফেরেশতাদেরকে নারীবাচক নামে নামকরণ করে থাকে।[২২] ২৮. অথচ এ বিষয়ে তাদের কোনো জ্ঞানই নেই ;

﴿٢٦﴾ وَ-আর ; كَمْ-কতই না ; مِّنْ مَّلَكٍ-ফেরেশতা, রয়েছে ; فِي السَّمٰوٰتِ-আসমানে তো ; لَا يُغْنِيْ-কাজে আসতে পারে না; شَفَاعَتُهُمْ-(شفاعة+هم)-তাদের সুপারিশ তো; شَيْـًٔا-কিছুমাত্র ; اِلَّا-তবে ; مِنْ بَعْدِ-পর (সে সুপারিশ করতে পারবে) ; اَنْ يَّاْذَنَ-অনুমতি দেয়ার ; اللّٰهُ-আল্লাহ ; لِمَنْ-যাকে, তাকে ; يَّشَاۤءُ-চান ; وَ-এবং ; يَرْضٰى-(যার প্রতি) সন্তুষ্ট হন। ﴿٢٧﴾ اِنَّ-নিশ্চয়ই ; الَّذِيْنَ-যারা ; لَا يُؤْمِنُوْنَ-বিশ্বাস করে না ; بِالْاٰخِرَةِ-(ب+ال+اخرة)-আখিরাতকে ; لَيُسَمُّوْنَ-তারাই নামকরণ করে ; الْمَلٰۤئِكَةَ-ফেরেশতাদেরকে ; تَسْمِيَةَ-নামে ; الْاُنْثٰى-নারীবাচক। ﴿٢٨﴾ وَ-অথচ ; مَا-নেই ; لَهُمْ-তাদের ; بِهٖ-এ বিষয়ে ; مِنْ-কোনো ; عِلْمٍ-জ্ঞানই ;

২১. অর্থাৎ সমস্ত ক্ষমতা-কর্তৃত্ব যেহেতু একমাত্র আল্লাহর হাতে। তাই কে সুপারিশ করার অনুমতি পাবে, আর কে পাবে না, সে সিদ্ধান্তও তাঁর হাতে। আসমানে রয়েছে অগণিত ফেরেশতা, তার মধ্যে তাঁর নিকটতম ফেরেশতারাও রয়েছে। তাঁদের কোনো ক্ষমতা নেই, কারো জন্য সুপারিশ করার। তবে আল্লাহ যদি কাউকে কোনো নির্দিষ্ট ব্যাপারে কারো জন্য সুপারিশ করার অনুমতি দান করেন, তখন সেই একমাত্র সেই সুনির্দিষ্ট ব্যাপারে সুনির্দিষ্ট সীমা পর্যন্ত সুপারিশ করতে পারবে।

২২. অর্থাৎ আখিরাত যারা বিশ্বাস করে না তাদের কাছে দুনিয়ার জীবনে কোনো

إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ ۖ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا ﴿٢٨﴾ فَأَعْرِضْ

তারাতো নিছক ভিত্তিহীন অনুমান ছাড়া কিছুর অনুসরণ করছে না।[২৩] আর নিশ্চিত ভিত্তিহীন অনুমান প্রকৃত সত্যের ব্যাপারে কিছুমাত্রও কাজে আসতে পারে না। ২৯. অতএব (হে নবী !) আপনি মুখ ফিরিয়ে নিন[২৪]

عَنْ مَنْ تَوَلَّىٰ عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ﴿٢٩﴾ ذَٰلِكَ مَبْلَغُهُمْ

তার থেকে, যে আমার 'যিকির' থেকে মুখ ফিরিয়ে থাকে[২৫] এবং তারা দুনিয়ার জীবন ছাড়া (আর কিছু) চায় না। ৩০. এটাই শেষ সীমা তাদের

إِنْ يَتَّبِعُونَ-তারা তো অনুসরণ করছে না ; إِلَّا-ছাড়া ; الظَّنَّ-ভিত্তিহীন অনুমান ; وَ-আর ; إِنَّ-নিশ্চিত ; الظَّنَّ-ভিত্তিহীন অনুমান ; لَا يُغْنِي-কাজে আসতে পারে না ; مِنَ-ব্যাপারে ; الْحَقِّ-প্রকৃত সত্যের ; شَيْئًا-কিছুমাত্র-ও। ﴿٢٩﴾ فَأَعْرِضْ-(ف+اعرض)-অতএব (হে নবী) আপনি মুখ ফিরিয়ে নিন ; عَنْ-থেকে ; مَنْ-তারা যে ; تَوَلَّىٰ-মুখ ফিরিয়ে থাকে ; عَنْ-থেকে ; ذِكْرِنَا-(ذكر+نا)-আমার যিকির থেকে ; وَ-এবং ; لَمْ يُرِدْ-তারা(আর কিছু) চায় না ; إِلَّا-ছাড়া ; الْحَيَاةَ-জীবন ; الدُّنْيَا-দুনিয়ার। ﴿٣٠﴾ ذَٰلِكَ-এটাই ; مَبْلَغُهُمْ-(مبلغ+هم)-তাদের শেষ সীমা ;

আদর্শে বিশ্বাস করা বা অবিশ্বাস করার মধ্যে কোনো তফাত নেই। আল্লাহর একত্ববাদে বিশ্বাস করে জীবনযাপন করলে যেমন কোনো শুভ ফলাফল তাৎক্ষণিকভাবে চোখে দেখা যায় না, তেমনি আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক সাব্যস্ত করলে এবং তাঁর ফেরেশতাদেরকে তাঁর কন্যা সাব্যস্ত করলে বা কাউকে তাঁর কাছে সুপারিশকারী হিসেবে সাব্যস্ত করে তার মূর্তী বানিয়ে পূজা করলেও তাৎক্ষণিক কোনো ক্ষতি তো দেখা যায় না। সুতরাং আখিরাত বলতে কিছু নেই। যদি থাকতো, তাহলে তা বিশ্বাস-অবিশ্বাসের প্রতিক্রিয়া দুনিয়ায় কিছু না কিছু দেখা যেতো।—কাফিরদের নির্বুদ্ধিতামূলক ধারণা-অনুমানের এটাই হলো মূলকথা। এর ওপর ভিত্তি করেই তারা ফেরেশতাদেরকে আল্লাহর কন্যা বলে আখ্যায়িত করে।

২৩. অর্থাৎ কোনো প্রকার জ্ঞান লাভের সূত্র থেকে দলীল পেয়ে তারা ফেরেশতাদেরকে আল্লাহর কন্যা হিসেবে গ্রহণ করেনি। তারা নিজেদের ভিত্তিহীন ধারণা-অনুমান থেকেই এ বিষয়ে স্থির করে নিয়েছেন। আর এর ওপর ভিত্তি করে তারা ফেরেশতাদের কাল্পনিক প্রতিমা বানিয়ে স্থাপন করেছে এবং প্রতিমার সামনে পূজার উপকরণ পেশ করছে ও মানতের পশু বলি দিচ্ছে।

২৪. অর্থাৎ এসব লোকের পেছনে আপনার সময় ব্যয় করার প্রয়োজন নেই ; কেননা এ সময় ব্যয় দ্বারা তারা হিদায়াতের পথে আসবে না।

২৫. অর্থাৎ এসব লোকের হিদায়াত লাভ না করার কারণ হলো তারা 'যিকির' থেকে

مِّنَ الْعِلْمِ ۚ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اهْتَدَىٰ ۝

জ্ঞানের[২৬] ; নিশ্চয় আপনার প্রতিপালক—তিনিই ভালো জানেন তার সম্পর্কে, যে তাঁর পথ থেকে ভ্রষ্ট হয়ে গেছে এবং তিনি তার সম্পর্কেও ভালো জানেন, যে হিদায়াতের ওপর আছে।[২৭]

۝٣١ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا

৩১. আর যা কিছু আছে আসমানে এবং যা কিছু আছে যমীনে তা সবই আল্লাহর ;[২৮]—যাতে তিনি তাদেরকে প্রতিফল দিতে পারেন তাদের সেসব কাজের যারা মন্দ কাজ করেছে[২৯]

مِّنَ الْعِلْمِ-(من+العلم)-জ্ঞানের ; اِنَّ-নিশ্চয়ই ; رَبَّكَ-(رب+ك)-আপনার প্রতিপালক ; هُوَ-তিনিই ; اَعْلَمُ-ভালো জানেন ; بِمَنْ-(ب+من)-তার সম্পর্কে যে ; ضَلَّ-ভ্রষ্ট হয়ে গেছে ; عَنْ-থেকে ; سَبِيْلِه-(سبيل+ه)-তাঁর পথ ; وَ-এবং ; هُوَ-তিনি ; اَعْلَمُ -ভালো জানেন ; بِمَنِ-(ب+من)-তার সম্পর্কেও যে ; اهْتَدٰى-হিদায়াতের ওপর আছে। (৩১) -وَ-আর ; لِلّٰه-আল্লাহর ; مَا-যা কিছু আছে তা সবই ; فِى السَّمٰوٰت-আসমানে ; -وَ-এবং ; مَا-যা কিছু আছে ; فِى الْاَرْضِ-যমীনে ; لِيَجْزِىَ-যাতে তিনি প্রতিফল দিতে পারেন ; الَّذِيْنَ-তাদের যারা ; اَسَاءُوْا-মন্দ কাজ করেছে ; بِمَا عَمِلُوْا-(ب+ما+عملوا)-তাদের সেসব কাজের ;

মুখ ফিরিয়ে থাকে। 'যিকির' অর্থ এখানে কুরআন, উপদেশ বাণী এবং দীনী আলোচনা বুঝানো হয়েছে। আয়াতের অর্থ হবে, যারা ইচ্ছাকৃত ভাবে কুরআন-সুন্নাহ তথা দীন ইসলামের আলোচনা এড়িয়ে চলে এবং দুনিয়ার জীবনকেই এরা নিজেদের জীবনের মূল লক্ষ্য স্থির করে নিয়েছে, তাদের পেছনে সময় ব্যয় করে দাওয়াত দিয়ে কোনো লাভ নেই। এদেরকে তাদের অবস্থায় ছেড়ে দিয়ে অন্যদের কাছে দীনের দাওয়াত দিতে হবে।

২৬. অর্থাৎ দুনিয়ার জীবনের স্বার্থকেই বড় করে দেখে, সকল ব্যাপারে দুনিয়ার লাভের হিসেব করে, তার উর্ধ্বে এরা কিছুই চিন্তা করতে সক্ষম নয়। তাদের জ্ঞানের শেষ সীমা এ পর্যন্তই।

২৭. অর্থাৎ দুনিয়ার মানুষ যেসব ধর্ম মত নিয়ে বিভক্ত হয়ে আছে, এর মধ্যে কোন্‌টা সঠিক আর কোন্‌টা ভ্রান্ত তা কেবলমাত্র আল্লাহ-ই জানেন। নিঃসন্দেহে আল্লাহ তাঁর রাসূলের মাধ্যমে যে দীন দুনিয়াতে পাঠিয়েছেন সেটাই একমাত্র সত্য-সঠিক দীন। অতএব আপনি কাফির-মুশরিক ও বাতিল পন্থীদের কোনো পরওয়া করবেন না—তারাই ভ্রান্ত পথে আছে।

২৮. অর্থাৎ আসমান ও যমীনের যাবতীয় কিছুর মালিক একমাত্র আল্লাহ। সুতরাং যারা ভ্রান্ত পথে চলছে, তাদেরকে প্রতিফল দিতে তিনি সক্ষম।

وَيَجْزِىَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى ﴿٣٢﴾ الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَٰٓئِرَ الْإِثْمِ

এবং যারা উত্তমভাবে ভালো কাজ করেছে, তাদেরকে উত্তম প্রতিদান দিতে পারেন।[৩০]
৩২. যারা (এমন যে) বড় বড় গুনাহ থেকে তারা[৩১] বেঁচে থাকে

وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا اللَّمَمَ ۚ إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ ۚ هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ أَنشَأَكُم

এবং অশ্লীল কাজ থেকেও[৩২]—ছোটখাটো ত্রুটি-বিচ্যুতি ছাড়া,[৩৩] নিশ্চয়ই আপনার প্রতিপালক ব্যাপক ক্ষমাশীল ;[৩৪]
তিনি তোমাদের সম্পর্কে ভালোই জানেন যখন তিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন

وَ-এবং ; يَجْزِىَ-উত্তম প্রতিদান দিতে পারেন ; الَّذِينَ-তাদেরকে যারা ; أَحْسَنُوا-ভালো কাজ করেছে ; بِالْحُسْنَى-(ب+ال+حسنى)-উত্তমভাবে। ﴿٣٢﴾ الَّذِينَ-যারা (তারা এমন যে) ; يَجْتَنِبُونَ-তারা বেঁচে থাকে ; كَبَٰٓئِرَ-বড় বড় ; الْإِثْمِ-গুনাহ থেকে ; وَ-এবং; الْفَوَاحِشَ-অশ্লীল কাজ থেকেও; إِلَّا-ছাড়া ; اللَّمَمَ-ছোটখাটো ত্রুটি-বিচ্যুতি ; إِنَّ-নিশ্চয়ই ; رَبَّكَ-(رب+ك)-আপনার প্রতিপালক; وَاسِعُ-ব্যাপক ; الْمَغْفِرَةِ-ক্ষমাশীল; هُوَ-তিনি ; أَعْلَمُ-ভালোই জানেন ; بِكُمْ-(ب+كم)-তোমাদের সম্পর্কে ; إِذْ-যখন ; أَنشَأَكُمْ-(انشا+كم)-তিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন ;

২৯. এখানে মন্দকাজ দ্বারা আখিরাতকে অবিশ্বাস করে দুনিয়ার জীবনকেই যাবতীয় চেষ্টা-সাধনার মূল লক্ষ্য স্থির করে নেয়াকেই বুঝানো হয়েছে। অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় যে, আজকের মুসলমানদের অবস্থা এটাই—আখিরাতের জ্ঞানহীন শিক্ষা তাদেরকে দুনিয়া পূজারী হিসেবে গড়ে তুলছে। তাদের যাবতীয় শিক্ষা-প্রশিক্ষণ একমাত্র অর্থনীতিকে ঘিরেই গড়ে উঠেছে। ভুলেও তারা আখিরাত সম্পর্কে চিন্তা করার অবকাশ পায় না, যদিও তারা রাসূলের নাম উচ্চারণ করে এবং তাঁর সুপারিশ আশা করে। অথচ আল্লাহ তা'আলা এমন লোকদের থেকে তাঁর রাসূলকে মুখ ফিরিয়ে নেয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। (নাউযুবিল্লাহ)

৩০. অর্থাৎ নেককাজকে রাসূলের দেখানো পদ্ধতিতে যারা করেছে, তাদেরকে তিনি প্রতিদান দিতেও সক্ষম। এতে বাধা হয়ে দাঁড়ানোর ক্ষমতা কারো নেই। কারণ আসমান-যমীনের মধ্যকার সবকিছুর মালিকানা একমাত্র তাঁরই।

৩১. অর্থাৎ সৎকর্মশীল তারাই যারা বড় বড় গুনাহ থেকে নিজেদেরকে বাঁচিয়ে রাখে। এটা হলো সৎকর্মশীলদের একটি গুণ।

৩২. সৎকর্মশীলদের অপর গুণ হলো—তারা অশ্লীল বা নির্লজ্জ কাজ থেকেও নিজেদেরকে দূরে রাখে।

৩৩.'লামাম' শব্দের অর্থ ছোট-খাটো গুনাহ। তথা সগিরা গুনাহ। অর্থাৎ বড় গুনাহ ও অশ্লীল কাজ থেকে বেঁচে থাকলে আল্লাহ তা'আলা সগীরা গুনাহগুলো ক্ষমা করে

مِّنَ الْاَرْضِ وَاِذْ اَنْتُمْ اَجِنَّةٌ فِيْ بُطُوْنِ اُمَّهٰتِكُمْ ۚ فَلَا تُزَكُّوْٓا اَنْفُسَكُمْ ۗ

মাটি থেকে এবং যখন তোমরা ভ্রূণরূপে তোমাদের মায়েদের গর্ভে ছিলে ; অতএব তোমরা নিজেদেরকে পবিত্র মনে করো না ;

مِنَ-থেকে ; الْاَرْضِ-মাটি ; وَ-এবং; اِذْ-যখন ; اَنْتُمْ-তোমরা ; اَجِنَّةٌ-ভ্রূণরূপে ছিলে; فِيْ بُطُوْنِ-গর্ভে ; اُمَّهٰتِكُمْ-(امهات+كم)-তোমাদের মায়েদের ; فَلَا تُزَكُّوْٓا-(ف+لاتزكوا)-অতএব তোমরা পবিত্র মনে করো না; اَنْفُسَكُمْ-(انفس+كم)-নিজেদেরকে ;

দেবেন। তাছাড়া সেসব বড় গুনাহ-ও এ ক্ষমার আওতায় পড়বে। যেগুলো কদাচিত কোনো মু'মিন সৎকর্মশীল বান্দাহ দ্বারা সংঘটিত হয়ে গেছে, কিন্তু তার পরপরই তাওবা করে তা চিরতরে সে বর্জন করেছে। হযরত আবূ হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত আছে যে, কোনো সৎলোক দ্বারা ঘটনাচক্রে কবীরা গুনাহ হয়ে গেলে যদি সে তাওবা করে, তবে সে-ও সৎকর্মশীল ও মুত্তাকীদের তালিকা থেকে বাদ যাবে না।

সম্মানিত সাহাবা, তাবেয়ী, মুফাস্‌সিরীনে কিরাম, ফকীহগণ ও ইমামদের মতে আলোচ্য আয়াত এবং সূরা নিসার ৬১ আয়াত দ্বারা গুনাহগুলোকে সুস্পষ্টরূপে সগীরাহ ও কবীরাহ অর্থাৎ ছোট ও বড় এ দু'ভাগে বিভক্ত করে দেয়া হয়েছে। বলা হয়েছে যে, মানুষ যদি বড় বড় গুনাহ থেকে বেঁচে থাকে, তাহলে আল্লাহ তা'আলা তাদের ছোট ছোট গুনাহগুলো ক্ষমা করে দেবেন। প্রশ্ন উঠে, কোন্ কোন্ গুনাহ বড়, আর কোন্ কোন্ গুনাহ ছোট ? এর জবাবে বিশেষজ্ঞ ফকীহ ও মুফাস্‌সিরগণ যা বলেছেন, তার সংক্ষিপ্তসার নিম্নরূপ–

এক ঃ যে গুনাহ কুরআন ও হাদীসে সুস্পষ্টরূপে হারাম বলে ঘোষিত, তা কবীরা বা বড় গুনাহ।

দুই ঃ যে গুনাহর জন্য আল্লাহ ও রাসূল দুনিয়াতে কোনো শাস্তি নির্ধারণ করেছেন, তা কবীরা গুনাহ।

তিন ঃ যে গুনাহর কারণে আখিরাতে আযাবের ভয় দেখানো হয়েছে বা অভিশাপ (লা'নত) দেয়া হয়েছে এবং

চার ঃ যে গুনাহে লিপ্ত ব্যক্তির ওপর আযাব নাযিলের খবর দেয়া হয়েছে। এ জাতীয় সকল গুনাহ কবীরা বা বড় গুনাহ। এ প্রকৃতির গুনাহ ছাড়া অপর সব অপছন্দনীয় কাজ শরয়ী বিধান অনুসারে সগীরা বা ছোট গুনাহ।

কোনো বড় গুনাহর আকাঙ্ক্ষা পোষণ করাও সগীরা গুনাহ, যতক্ষণ না তা সংঘটিত হয়। তবে ইসলামী বিধি-বিধানকে হেয় প্রতিপন্ন করার উদ্দেশ্যে কোনো সগীরা গুনাহ করা হলে, অথবা, আল্লাহর মুকাবিলায় গর্ব-অহংকারের মনোভাব নিয়ে করা হলে, অথবা শরয়ী দৃষ্টিতে খারাপ কাজ বলে প্রমাণ হলে এবং তাকে গুরুত্ব না দিলে তা কবীরা গুনাহে রূপান্তরিত হয়ে যায়।

هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ ۝

তিনিই ভালো জানেন তার সম্পর্কে, যে তাক্ওয়া অবলম্বন করেছে।

هُوَ-তিনিই ; أَعْلَمُ-ভালো জানেন ; بِمَنِ-তার সম্পর্কে, যে ; اتَّقَىٰ-তাকওয়া অবলম্বন করেছে।

৩৪. অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা এমন উদার, দয়াদ্র ও ক্ষমাশীল মহান সত্তা যে, তিনি তাঁর বান্দাহর ছোট-খাটো অপরাধ পাকড়াও করার নীতি গ্রহণ করেন না। তিনি চান, তারা যেন বিদ্রোহী না হয় এবং বড় বড় গুনাহ্ ও অশ্লীল-অশালীন কাজ থেকে বিরত থাকে।

২য় রুকূ' (২৬-৩২ আয়াত)-এর শিক্ষা

১. আল্লাহর দরবারে স্বীয় প্রভাব-প্রতিপত্তির সুবাদে কারো জন্য সুপারিশ করতে পারে এমন কেউ নেই।

২. কোনো পীর-ফকীর, গাওস-কুতুব এমন কি কোনো নবী-রাসূলও আল্লাহর অনুমতি ছাড়া তাঁর দরবারে কারো জন্য সুপারিশ করার ক্ষমতা রাখে না।

৩. আসমানে অগণিত ফেরেশতা আছে, তাদের মধ্যে আল্লাহর নৈকট্যপ্রাপ্ত ফেরেশতারাও আছে। শেষ বিচারের দিন তারাও কোনো সুপারিশ করার সুযোগ পাবে না।

৪. সেদিন আল্লাহ যাকে ইচ্ছা এবং যার প্রতি সন্তুষ্ট তাকে সুনির্দিষ্ট ভাষায়, সুনির্দিষ্ট ব্যক্তির জন্য এবং সুনির্দিষ্ট বিষয়ে সুপারিশ করার অনুমতি দেবেন।

৫. আখিরাতে অবিশ্বাসী মানুষ-ই দুনিয়ার জীবনকে চূড়ান্ত মনে করে দুনিয়ার উন্নতিকে মূল লক্ষ্য বানিয়ে নেয়।

৬. এসব কাফির-মুশরিকরা আকীদা-বিশ্বাসের ক্ষেত্রে তাদের ধর্মীয় মনগড়া এবং কামনা-বাসনার অনুকূল ধর্মীয় মতবাদ তৈরী করে নেয়।

৭. কাফির-মুশরিকদের ভিত্তিহীন ধারণা-অনুমান প্রকৃত সত্যের মুকাবিলায় কোনো কাজে আসতে পারে না।

৮. নবী-রাসূলদের মাধ্যমে আগত আল্লাহর ওহী দ্বারা নির্দেশিত দীন ছাড়া অন্য কোনো দীন বা জীবনব্যবস্থা আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য নয়।

৯. শেষ নবী ও রাসূল মুহাম্মাদ সা. কর্তৃক আনীত ওহী ভিত্তিক একমাত্র দীন বা জীবনব্যবস্থা হলো ইসলাম। কিয়ামত পর্যন্ত আগতব্য মানুষের জন্য ইসলাম-ই বিকল্পহীন জীবনব্যবস্থা।

১০. আখিরাতকে অবিশ্বাস করে যারা দুনিয়ার জীবনকেই চূড়ান্ত মনে করে এবং এটাকে মূল লক্ষ্য বানিয়ে নেয়, তারা নিঃসন্দেহে ভ্রষ্ট।

১১. তাওহীদ, রিসালাত ও আখিরাতে বিশ্বাস সম্বলিত জীবনব্যবস্থা হলো ইসলাম। ইসলামই আল্লাহর মনোনীত একমাত্র পরিপূর্ণ জীবনব্যবস্থা।

১২. আসমান-যমীন ও এতদুভয়ের মধ্যকার সবকিছুর মালিকানা একমাত্র আল্লাহর। সুতরাং

আখিরাতে অবিশ্বাসী কাফির-মুশরিকদের শাস্তি দানে এবং মু'মিন সৎকর্মশীলদের পুরস্কার প্রদানে কেউ বাধা দেয়ার কোনো ক্ষমতা রাখে না।

১৩. কাফির মুশরিকদেরকে শাস্তি দান এবং সৎকর্মশীল মু'মিনদেরকে পুরস্কার প্রদান করা আল্লাহর ন্যায়পরায়ণতার অনিবার্য দাবী।

১৪. আল্লাহর যেসব মু'মিন বান্দাহ কবীরাহ বা বড় বড় গুনাহ ও অশ্লীল-অশালীন কাজ থেকে বেঁচে থাকে, আল্লাহ তাদের সকল সগীরাহ বা ছোট ছোট গুনাহ ক্ষমা করে দেন।

১৫. যেসব গুনাহের জন্য শরীয়ত দুনিয়াতে শাস্তি ঘোষিত হয়েছে, যেসব গুনাহকে কুরআন হাদীস সুস্পষ্ট ভাষায় হারাম ঘোষিত হয়েছে এবং আখিরাতে যেসব গুনাহর জন্য কঠোর শাস্তি ঘোষিত হয়েছে, সেগুলো কবীরা গুনাহ।

১৬. উল্লিখিত প্রকৃতির গুনাহ ছাড়া আর সকল অপছন্দনীয় কথা বা কাজ সগীরাহ বা ছোট গুনাহ বলে বিবেচিত।

১৭. বিদ্রোহ বা আল্লাহর বিধানকে হেয় প্রতিপন্ন করার উদ্দেশ্যে কৃত সগীরা গুনাহও কবীরা গুনাহ বলে বিবেচিত হবে।

১৮. আল্লাহ তা'আলার উদারতা, ক্ষমাশীলতা এবং দয়াদ্রতা এত ব্যাপক যে, তিনি তাঁর বান্দাহর ছোটখাটো অপরাধের জন্য তাদেরকে পাকড়াও করেন না।

১৯. আল্লাহ তা'আলা মানুষের স্রষ্টা। সুতরাং তিনি মানুষের প্রবণতা সম্পর্কে ভালোভাবেই জ্ঞাত। নবী-রাসূলগণ ছাড়া কোনো মানুষই গুনাহ থেকে পবিত্র নয়।

২০. কাদের অন্তরে তাকওয়া বা আল্লাহর ভয় আছে তা একমাত্র আল্লাহ-ই জানেন।

২১. দুনিয়াতে শান্তি ও আখিরাতে মুক্তি পেতে চাইলে জীবনের সর্বস্তরে ইসলামী বিধি-বিধানকে বাস্তবায়ন করতে হবে। এর বিকল্প কোনো পথ নেই।

❒

সূরা হিসেবে রুকূ'-৩
পারা হিসেবে রুকূ'-৭
আয়াত সংখ্যা-৩০

۝٣٣ أَفَرَءَيْتَ الَّذِي تَوَلَّىٰ ۝٣٤ وَأَعْطَىٰ قَلِيلًا وَأَكْدَىٰ ۝٣٥ أَعِندَهُۥ عِلْمُ الْغَيْبِ

৩৩. আপনি কি তাকে দেখেছেন, যে (আল্লাহর পথ থেকে) মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে? ৩৪. এবং সামান্যই দিয়েছে অতপর বন্ধ করে দিয়েছে[৩৫]? ৩৫. তার কাছে কি অদৃশ্যের জ্ঞান আছে

فَهُوَ يَرَىٰ ۝٣٦ أَمْ لَمْ يُنَبَّأْ بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَىٰ ۝٣٧ وَإِبْرَٰهِيمَ الَّذِي وَفَّىٰٓ

তাই সে (প্রকৃত ব্যাপার) দেখছে।[৩৬] ৩৬. তবে কি তার কাছে সেই সংবাদ পৌঁছেনি যা রয়েছে মূসার সহীফাসমূহে? ৩৭.—এবং ইবরাহীমের (সহীফাসমূহে) ও যিনি পুরোপুরি পালন করেছেন (তাঁর দায়িত্ব)।[৩৭]

৩৩ أَفَرَءَيْتَ-(ا+ف+رءيت)-আপনি কি দেখেছেন ; الَّذِي-তাকে যে ; تَوَلَّى-(আল্লাহর পথ থেকে) মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। ৩৪ وَ-এবং ; أَعْطَى-দিয়েছে ; قَلِيلًا-সামান্যই ; وَ-অতপর ; أَكْدَى-বন্ধ করে দিয়েছে। ৩৫ أَعِندَهُ-(ا+عند+ه)-তার কাছে কি আছে ; عِلْمُ-জ্ঞান ; الْغَيْبِ-অদৃশ্যের ; فَهُوَ-(ف+هو)-তাই সে ; يَرَى-সে (প্রকৃত ব্যাপার) দেখছে। ৩৬ أَمْ-তবে কি ; لَمْ يُنَبَّأْ-তার কাছে সংবাদ পৌঁছেনি ; بِمَا-সেই, যা ; فِي-রয়েছে ; صُحُفِ-সহীফাসমূহে ; مُوسَى-মূসার। ৩৭ وَ-এবং ; إِبْرَٰهِيمَ-ইবরাহীমের (সহীফাসমূহে)-ও ; الَّذِي-যিনি ; وَفَّى-পুরোপুরি পালন করেছেন (তাঁর দায়িত্ব)।

৩৫. মুফাস্‌সিরীনে কিরামের মতে এ আয়াতে যে ব্যক্তির দিকে ইংগীত করা হয়েছে তার নাম ওয়ালীদ ইবনে মুগীরা। সে কুরাইশদের প্রথম সারির নেতাদের একজন ছিলো। রাসূলুল্লাহ সা.-এর দাওয়াত পেয়ে এক পর্যায়ে সে ইসলাম গ্রহণের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলো। পরে তার এক মুশরিক বন্ধু তাকে বললো, তুমি পৈত্রিক ধর্ম ত্যাগ করো না। আখিরাতের আযাবের ভয়ে যদি এ কাজ করতে চাও, তাহলে, আখিরাতে তোমার আযাব ভোগ করার ভার আমি নিচ্ছি। তুমি আমাকে এ পরিমাণ অর্থ দিয়ে দিও। ওয়ালীদ এ প্রস্তাব মেন নিয়ে ইসলাম গ্রহণের কাছাকাছি এসে ফিরে গেলো। সে তার বন্ধুকে যে পরিমাণ অর্থ দেয়ার কথা ছিলো, তার কিছু অংশ দিয়ে আর দিলো না। আখিরাতের প্রতি মুশরিকদের জ্ঞানহীনতা প্রকাশ করে আয়াতটি নাযিল হয়েছে।

৩৬. অর্থাৎ তারা কি অদৃশ্যের সংবাদ মাধ্যমে জানতে পেরেছে যে, তাদের আচরণ তাদের জন্য কল্যাণকর এবং এভাবে তারা আখিরাতের আযাব থেকে বাঁচতে পারবে।

৩৭. এখানে মূসা আ.-এর প্রতি নাযিলকৃত 'তাওরাত' এবং ইবরাহীম আ.-এর প্রতি

۞ اَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِّزْرَ اُخْرٰى ۞ وَاَنْ لَّيْسَ لِلْاِنْسَانِ اِلَّا مَا سَعٰى ۞ وَاَنَّ

৩৮. (তা এই)—"যে, কোনো বোঝা বহনকারী অপরের কোনো বোঝা বহন করবে না।[৩৮]" । ৩৯. আর (একথা) যে, "মানুষের জন্য কিছুই (প্রাপ্য) নেই তা ছাড়া, যে চেষ্টা-সাধনা সে করে।"[৩৯] ৪০. আর অবশ্যই (একথা যে,)

৩৮ اَنْ-(তা এই)-যে, لَا تَزِرُ-বহন করবে না ; وَازِرَةٌ-কোনো বোঝা বহনকারী ; وِزْرَ-কোনো বোঝা ; اُخْرٰى-অপরের। ৩৯ وَ-আর ; اَنْ-(একথা) যে, لَيْسَ-কিছুই (প্রাপ্য) নেই ; لِلْاِنْسَانِ-(ل+ال+انسان)-মানুষের জন্য ; اِلَّا-তা ছাড়া ; مَا-যে ; سَعٰى -চেষ্টা-সাধনা সে করে। ৪০ وَ-আর ; اَنَّ-অবশ্যই (একথা যে) ;

নাযিলকৃত 'সহীফা' সমূহের সংক্ষিপ্তসার বর্ণনা করা হয়েছে। 'ইবরাহীম আ.-এর সহীফাসমূহের অস্তিত্ব দুনিয়াতে নেই। ইয়াহুদী ও খ্রিস্টানদের কোনো গ্রন্থে সহীফাগুলো সম্পর্কে কোনো উল্লেখ নেই। কুরআন মাজীদের সূরা আল আ'লার শেষের কয়েকটি আয়াত এবং আলোচ্য সূরা ইবরাহীম আ.-এর সহীফাসমূহের কিছু কিছু শিক্ষা বর্ণিত হয়েছে।

৩৮. পূর্ববর্তী কিতাবসমূহের কোনো শিক্ষা কুরআন মাজীদে উল্লেখ করার অর্থ এই যে, এ উম্মতের জন্যও তা অবশ্য পালনীয়। এর বিপক্ষে কোনো আয়াত বা হাদীস থাকলে ভিন্ন কথা। এখান থেকে নিয়ে পরবর্তী ১৮টি আয়াতে সেসব বিশেষ শিক্ষা উল্লিখিত হয়েছে।

আলোচ্য আয়াত একথার প্রমাণ যে, (১) প্রত্যেক ব্যক্তি তার কাজের জন্য নিজেই দায়ী। (২) একজনের কাজের দায়িত্ব অপরজনের ওপর চাপিয়ে দেয়া যেতে পারে না ; তবে সে কাজের সাথে যদি অপর জনের কোনো প্রকার হাত থাকলে ভিন্ন কথা। (৩) কেউ ইচ্ছা করলেই অপর কারো কাজের দায়-দায়িত্ব নিজের কাঁধে চাপিয়ে নিতে পারে না এবং এতে প্রথমোক্ত ব্যক্তি এজন্য ছাড়া পেতে পারে না যে, তার কাজের দায়-দায়িত্ব অপরজন বহন করে নিয়েছে।

৩৯. "মানুষ যে চেষ্টা-সাধনা করে, তাছাড়া তার আর কিছুই প্রাপ্য নেই।" এ আয়াত থেকেও তিনটি বিধানের প্রমাণ পাওয়া যায়—(১) প্রত্যেক ব্যক্তি তার কৃতকর্মেরই ফল ভোগ করবে। (২) একজনের কর্মের ফল অন্যজন ভোগ করবে না, তবে এক্ষেত্রে তার কোনো ভূমিকা থাকলে সে কথা আলাদা। (৩) চেষ্টা-সাধনা ছাড়া কেউ কিছু লাভ করতে পারে না।

আলোচ্য আয়াতের সারমর্ম এই যে, অপরের কোনো অপরাধের শাস্তি যেমন কেউ নিজে গ্রহণ করতে পারে না, তেমনি অপরের কোনো কাজ নিজে করে তাকে দায়িত্বমুক্ত করতে পারে না। উদাহরণ স্বরূপ এক ব্যক্তি অপরের পক্ষ থেকে ফরয নামায আদায় করতে পারে না এবং ফরয রোযা রাখতে পারে না—এভাবে যে, অপর

ব্যক্তি এ ফরয নামায ও রোযা থেকে মুক্ত হয়ে যায়। অথবা এক ব্যক্তি অপরের পক্ষ থেকে ঈমান গ্রহণ করে নিতে পারে না, যার ফলে অপরকে মু'মিন সাব্যস্ত করা যায়।

এ আয়াতকে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ভুল প্রয়োগ করে এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যাবে না যে, কোনো ব্যক্তি তার পরিশ্রম দ্বারা অর্জিত আয় ছাড়া কোনো সম্পদের বৈধ মালিক হতে পারে না। কারণ, এ সিদ্ধান্ত কুরআনের উল্লিখিত কিছু সংখ্যক আইন-বিধানের সাথে সাংঘর্ষিক, কুরআনের বিধান অনুসারেই উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত সম্পদের মালিকগণ যাকাত বা সাদকা হিসেবে প্রাপ্ত সম্পদের মালিকগণ কোনো পরিশ্রম ছাড়াই সেসব সম্পদের বৈধ মালিক হিসেবে স্বীকৃত।

এ আয়াত থেকে এ সিদ্ধান্তও গ্রহণ করা যাবে না যে, 'ইসালে সওয়াব' বা মৃত ব্যক্তির জন্য 'সাওয়াব পৌঁছানো' এবং বদলী হজ্জ ইত্যাদি কাজ বৈধ নয়, কারণ এসব সওয়াব তার পরিশ্রম দ্বারা অর্জিত নয়। এক্ষেত্রে সর্বসম্মত মত হলো—ঈসালে সাওয়াব, বদলী হজ্জ এবং মৃত্যের জন্য মাগফিরাতের দোয়া করা বৈধ। এটা কুরআন মাজীদ, বহু সংখ্যক হাদীস এবং ইজমা দ্বারা সমর্থিত ও প্রমাণিত। তবে এ প্রসংগে চারটি বিষয় স্মরণ রাখতে হবে ঃ

ক. ইসালে সাওয়াবের ক্ষেত্রে এমন নেক আমলই পৌঁছানো যাবে, যা আল্লাহর উদ্দেশ্যে শরয়ী বিধি-বিধান অনুসরণেই সম্পাদন করা হবে। গায়রুল্লাহর জন্য নিবেদিত বা শরয়ী বিধানের বিপরীত কোনো আমল দ্বারা 'ইসালে সাওয়াব' হবে না, এমনকি আমলকারী নিজেই এর জন্য শাস্তিপ্রাপ্ত হবে।

খ. আখিরাতে যারা মু'মিন হিসেবে বিবেচিত হবে, কেবলমাত্র তাদের জন্যই 'ইসালে সাওয়াব' কল্যাণকর হবে। অপর পক্ষে যারা সেখানে কাফির-মুশরিক হিসেবে পরিগণিত হয়ে আল্লাহর বন্দী হিসেবে সাব্যস্ত হবে তাদের ক্ষেত্রে ঈসালে সাওয়াব কার্যকর হবে না। কেউ যদি ভুলবশত সাওয়াব পৌঁছানোর কাজ করেও থাকে, তা বিনষ্ট হবে না ; বরং প্রেরণকারীর কাছেই ফিরে আসবে।

গ. কোনো ব্যক্তি কোনো মৃত ব্যক্তির জন্য নেক আমলের সাওয়াব-ই পৌঁছাতে পারবে। কোনো গুনাহের কাজ করে তার শাস্তি পৌঁছানো সম্ভব নয়।

ঘ. কোনো ব্যক্তির নেক আমলের যেসব শুভ ফল তার ব্যক্তি-চরিত্রে প্রতিফলিত হয় এবং যার জন্য সে ব্যক্তি আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রতিদান লাভের যোগ্য হয়, তার সাথে ইসালে সাওয়াবের সম্পর্ক নেই। ইসালে সাওয়াবের সম্পর্ক হলো সেসব পুরস্কারের সাথে যা আল্লাহ তাকে দান করবেন।

জেনে রাখা প্রয়োজন যে, ইবাদাত তিন প্রকার—১. দৈহিক বা শারিরীক ; ২. আর্থিক এবং দৈহিক ; ৩. আর্থিক। এর মধ্যে প্রথম প্রকার ইবাদাতের কোনো প্রতিনিধিত্ব গ্রহণযোগ্য নয়। যেমন এক ব্যক্তির পরিবর্তে অন্যজন নামায আদায় করলে তার দ্বারা সেই ব্যক্তির নামায আদায় হবে না যার পরিবর্তে নামায আদায় করা হয়েছে। দ্বিতীয় প্রকারের ইবাদত উদ্দিষ্ট ব্যক্তি যদি ইবাদত আদায়ে অক্ষম হয় তাহলে

سَعْيَهٗ سَوْفَ يُرٰى ۝٤١ ثُمَّ يُجْزٰىهُ الْجَزَآءَ الْاَوْفٰى ۝٤٢ وَاَنَّ اِلٰى رَبِّكَ الْمُنْتَهٰى ۝

তার চেষ্টা-সাধনা শীঘ্রই তাকে দেখানো হবে।[৪০] ৪১. তারপর তাকে প্রদান করা হবে পূর্ণ বিনিময়। ৪২. আর অবশ্যই তোমার প্রতিপালকের নিকটই শেষ গন্তব্য।

۝٤٣ وَاَنَّهٗ هُوَ اَضْحَكَ وَاَبْكٰى ۝٤٤ وَاَنَّهٗ هُوَ اَمَاتَ وَاَحْيَا ۝٤٥ وَاَنَّهٗ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ

৪৩. আর অবশ্যই তিনি—তিনিই হাসান এবং তিনিই কাঁদান।[৪১] ৪৪. আর অবশ্যই তিনি—তিনিই মৃত্যু দান করেন এবং তিনি জীবন দান করেন। ৪৫. আর অবশ্যই তিনিই সৃষ্টি করেছেন জোড়া—

الذَّكَرَ وَالْاُنْثٰى ۝٤٦ مِنْ نُّطْفَةٍ اِذَا تُمْنٰى ۝٤٧ وَاَنَّ عَلَيْهِ النَّشْاَةَ الْاُخْرٰى ۝٤٨ وَاَنَّهٗ

নর ও নারী। ৪৬.—এক ফোঁটা শুক্রবিন্দু থেকে, যখন তা নিক্ষেপ করা হয়[৪২]। ৪৭. আর অবশ্যই পরবর্তী সৃষ্টিকর্মও তাঁর দায়িত্বে[৪৩]। ৪৮. আর অবশ্যই তিনি—

سَعْيَهٗ-(سعى+ه)-তার চেষ্টা-সাধনা ; سَوْفَ-শীঘ্রই ; يُرٰى-তাকে দেখানো হবে। ۝٤١ ثُمَّ-তারপর ; يُجْزٰىهُ-(يجزى+ه)-তাকে প্রদান করা হবে ; الْجَزَآءَ-বিনিময় ; الْاَوْفٰى-পূর্ণ। ۝٤٢ وَ-আর ; اَنَّ-অবশ্যই; اِلٰى-নিকটই ; رَبِّكَ-(رب+ك)-তোমার প্রতিপালকের; الْمُنْتَهٰى-শেষ গন্তব্য। ۝٤٣ وَ-আর ; اَنَّهٗ-(ان+ه)-অবশ্যই তিনি ; هُوَ-তিনিই ; اَضْحَكَ-হাসান ; وَ-এবং ; اَبْكٰى-তিনিই কাঁদান। ۝٤٤ وَ-আর ; اَنَّهٗ-(ان+ه)-অবশ্যই তিনি ; هُوَ-তিনিই ; اَمَاتَ-মৃত্যু দান করেন ; وَ-এবং ; اَحْيَا-তিনিই জীবন দান করেন। ۝٤٥ وَ-আর ; اَنَّهٗ-(ان+ه)-অবশ্যই তিনিই ; خَلَقَ-সৃষ্টি করেছেন ; الزَّوْجَيْنِ-জোড়া ; الذَّكَرَ-নর ; وَ-ও ; الْاُنْثٰى-নারী। ۝٤٦ مِنْ-থেকে ; نُّطْفَةٍ-এক ফোঁটা শুক্রবিন্দু ; اِذَا-যখন ; تُمْنٰى-তা নিক্ষেপ করা হয়। ۝٤٧ وَ-আর ; اَنَّ-অবশ্যই ; عَلَيْهِ-তাঁর দায়িত্বে ; النَّشْاَةَ-সৃষ্টিকর্মও ; الْاُخْرٰى-পরবর্তী। ۝٤٨ وَ-আর ; اَنَّهٗ-(ان+ه)-অবশ্য তিনি ;

তার পক্ষে কেউ প্রতিনিধিত্ব করলে তা গৃহীত হতে পারে। যেমন হজ্জ পালনে কেউ অক্ষম হলে তার পক্ষে কেউ বদলী হজ্জ করলে তা আদায় হয়ে যাবে। তৃতীয় প্রকারের ইবাদাত তথা আর্থিক ইবাদতের ক্ষেত্রে প্রতিনিধিত্ব গ্রহণযোগ্য। যেমন স্ত্রীর অলংকারাদির যাকাত স্বামী আদায় করে দিতে পারে। একই ভাবে মৃত ব্যক্তির কোনো মানত থাকলে বা ঋণ থাকলে তার উত্তরাধিকারীগণ তা আদায় করে দিতে পারে।

৪০. অর্থাৎ প্রত্যেক ব্যক্তি সত্যের পক্ষে বিশুদ্ধ নিয়তে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য যেসব চেষ্টা-সাধনা করেছে, তাঁর যথাযথ মূল্যায়ন সে আখিরাতে দেখতে পাবে। তার কাছে তখন স্পষ্ট হয়ে যাবে—তার চেষ্টা-সাধনা একান্তভাবে আল্লাহর জন্য ছিলো, না-কি জাগতিক কোনো স্বার্থও এতে জড়িত ছিলো। রাসূলুল্লাহ সা. ইরশাদ করেছেন

هُوَ اَغْنٰى وَاَقْنٰى ﴿٤٩﴾ وَاَنَّهٗ هُوَ رَبُّ الشِّعْرٰى ﴿٥٠﴾ وَاَنَّهٗٓ اَهْلَكَ عَادَا ِۨالْاُوْلٰى ﴿٥١﴾

তিনিই অভাবমুক্ত করেন এবং স্থায়ী সম্পদ দান করেন।[৪৪] ৪৯. আর অবশ্য তিনি—তিনিই শি'রা তারকার প্রতিপালক।[৪৫] ৫০. আর অবশ্যই তিনি ধ্বংস করে দিয়েছেন প্রথম 'আদ' সম্প্রদায়কে।[৪৬]

هُوَ-তিনিই ; اَغْنٰى-অভাবমুক্ত করেন ; وَ-এবং ; اَقْنٰى-স্থায়ী সম্পদ দান করেন। ⑭ وَ-আর ; اَنَّهٗ-(ان+ه)-অবশ্য তিনি ; هُوَ-তিনিই ; رَبُّ-প্রতিপালক ; الشِّعْرٰى-শি'রা তারকার। ⑮ وَ-আর ; اَنَّهٗ-(ان+ه)-অবশ্যই তিনি ; اَهْلَكَ-ধ্বংস করে দিয়েছেন ; عَادَا-'আদ সম্প্রদায়কে ; نِ الْاُوْلٰى-প্রথম।

"সকল কাজের ফলাফল নিয়তের ওপর নির্ভরশীল।" অর্থাৎ কেবলমাত্র বাহ্যিক কাজের দ্বারাই সুফল পাওয়া যেতে পারে না ; বরং কাজে আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি, আদেশ পালনের খাঁটি নিয়ত থাকা আবশ্যক।

৪১. অর্থাৎ দুনিয়াতে মানুষের হাসি ও কান্নার মূল কারণ হলো সুখ ও দুঃখ। আর সুখ ও দুঃখ দুটোই আল্লাহর পক্ষ থেকে আসে। আমরা যদিও সুখ ও দুঃখের বাহ্যিক কারণ খাড়া করেই ব্যাপার শেষ করে দেই। প্রকৃত পক্ষে সুখ ও দুঃখ এবং পরিণামে হাসি ও কান্নায় দুনিয়ার কোনো মানুষের হাতে নেই। আল্লাহ-ই সুখ-দুঃখের কারণ সৃষ্টি করেন। তিনি চাইলে ক্রন্দনকারীদের মুখে মুহূর্তের মধ্যে হাসি ফোটাতে পারেন এবং হাস্যরতদেরকে মুহূর্তের মধ্যে কাঁদিয়ে দিতে পারেন।

৪২. এ আয়াতের ব্যাখ্যার জন্য সূরা আর রূম-এর ২০ ও ২১ আয়াত এবং তৎসংশ্লিষ্ট টীকা দ্রষ্টব্য।

৪৩. অর্থাৎ যে আল্লাহ মৃত্যু দান করেন এবং জীবন দান করতে সক্ষম, যিনি এক ফোঁটা শুক্র বিন্দু থেকে একটি সুঠাম সুন্দর মানুষ সৃষ্টি করতে পারেন এবং একই উপাদান থেকে নর ও নারী সৃষ্টি করতে পারেন, তাঁর পক্ষে মানুষকে পুনরায় সৃষ্টি করা অত্যন্ত সহজ কাজ।

৪৪. অর্থাৎ আল্লাহ যাকে ইচ্ছা ধনবান করেন এবং যাকে ইচ্ছা সংরক্ষণ করার মতো অতিরিক্ত সম্পদ দান করেন। মুফাস্‌সিরীনে কিরাম এ আয়াতের আরেক অর্থ করেছেন—"তিনি যাকে ইচ্ছা ধনবান করেন এবং যাকে ইচ্ছা দরিদ্র করেন।"

৪৫. 'শি'রা' একটি তারকার নাম। মিসরবাসীরা এর উপাসনা করতো। আরবের বনী খুযা'আ গোত্র-ও এর উপাসক ছিলো। উল্লিখিত কারণে এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। যদিও সকল তারকার প্রতিপালক ও মালিক আল্লাহ। এ তারকা সূর্যের চেয়ে ২৩ গুণ বড় এবং সূর্য থেকে আট আলোকবর্ষেরও বেশী দূরত্বে অবস্থিত।

৪৬. 'আদ' জাতি পৃথিবীর শক্তিশালী ও দুর্ধর্ষ জাতি ছিলো। হযরত হূদ আ.-কে

۝٥١ وَثَمُودَا فَمَا أَبْقَىٰ ۝٥٢ وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبْلُ ۖ إِنَّهُمْ كَانُوا هُمْ أَظْلَمَ وَأَطْغَىٰ ۝

৫১. এবং সামূদ সম্প্রদায়কেও—কাউকেই অবশিষ্ট রাখেননি। ৫২. আর তার আগে নূহ-এর কাওমকেও ; নিশ্চয়ই তারা ছিলো সবাই অতিশয় অত্যাচারী এবং চরম অবাধ্য।

۝٥٣ وَالْمُؤْتَفِكَةَ أَهْوَىٰ ۝٥٤ فَغَشَّاهَا مَا غَشَّىٰ ۝٥٥ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ تَتَمَارَىٰ ۝٥٦ هَٰذَا نَذِيرٌ

৫৩. আর তিনি (কাওমে লূতের) উল্টানো জনপদকে শূন্যে তুলে নিক্ষেপ করেছেন। ৫৪. অতপর তাকে ঢেকে দিলো যা ঢেকে দেয়ার ছিলো।[৪৭] ৫৫. তবে[৪৮] তুমি তোমার প্রতিপালকের কোন্ কোন্ নিয়ামতের ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করবে[৪৯] ? ৫৬. এটাও একটা সতর্কবাণী

৫১ وَ-এবং ; ثَمُودَا-সামূদ সম্প্রদায়কেও ; فَمَا أَبْقَىٰ-(ف+ما ابقى)-কাউকেই অবশিষ্ট রাখেনি। ৫২ وَ-এবং ; قَوْمَ-সম্প্রদায়কেও ; نُوحٍ-নূহ-এর ; مِنْ قَبْلُ-তার আগে ; إِنَّهُمْ-(ان+هم)-নিশ্চয়ই তারা ; كَانُوا-ছিলো ; هُمْ-সবাই; أَظْلَمَ-অতিশয় অত্যাচারী ; وَ-এবং; أَطْغَىٰ-চরম অবাধ্য। ৫৩ وَ-আর ; الْمُؤْتَفِكَةَ-(কাওমে লূতের) উল্টানো জনপদকে; أَهْوَىٰ-তিনি শূন্যে তুলে নিক্ষেপ করেছেন। ৫৪ فَغَشَّاهَا-(ف+غشى+ها)-অতপর তাকে ঢেকে দিলো ; مَا-যা ; غَشَّىٰ-ঢেকে দেয়ার ছিলো। ৫৫ فَبِأَيِّ-(ف+ب+اى)-তবে কোন্ কোন্ ; آلَاءِ-নিয়ামতের ব্যাপারে ; رَبِّكَ-(رب+ك)-তোমার প্রতিপালকের ; تَتَمَارَىٰ-তুমি সন্দেহ পোষণ করবে। ৫৬ هَٰذَا-এটাও ; نَذِيرٌ-একটা সতর্কবাণী ;

তাদের নবী হিসেবে পাঠানো হয়েছিলো। নবীর কথা অমান্য করার ফলে তাদের ওপর প্রবল ঝঞ্ঝাবায়ু প্রবাহিত করে তাদেরকে ধ্বংস করে দেয়া হয়। অতপর যারা হূদ আ.-এর ওপর ঈমান এনেছিলো, তারাই আযাব থেকে রক্ষা পায়। এদের বংশধরগণ 'দ্বিতীয় 'আদ' নামে পরিচিত হয়। হযরত নূহ আ.-এর পর তারাই সর্বপ্রথম আযাব দ্বারা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। (মাযহারী)

'সামূদ' জাতিও তাদের অপর একটি শাখা। এদের কাছে হযরত সালেহ আ.-কে নবী হিসেবে পাঠানো হয়। তারা তাঁকে অমান্য করলে প্রচণ্ড বজ্রধ্বনী দিয়ে তাদেরকে ধ্বংস করে দেয়া হয়। প্রচণ্ড বজ্রনিনাদে তাদের কলিজা ফেটে যায়।

৪৭. 'উল্টে দেয়া জনপদ' বলতে হযরত লূত আ.-এর সম্প্রদায়কে বুঝানো হয়েছে। অবাধ্যতা ও নির্লজ্জতার শাস্তি হিসেবে জিবরাঈল আ. তাদের জনপদকে উল্টে দিয়েছিলেন। আর আচ্ছন্নকারী বা আবৃতকারী বস্তু দ্বারা তাদের ওপর বর্ষিত পাথর কণা বুঝানো হয়েছে। অথবা এর দ্বারা মরু সাগরের লবণাক্ত পানি বুঝানো হয়েছে, যা আজ পর্যন্তও উক্ত জনপদকে প্লাবিত করে রেখেছে।

৪৮. পূর্বেকার ৪৪ আয়াত পর্যন্ত ইবরাহীম আ.-এর ওপর নাযিলকৃত সাহীফাসমূহ এবং মূসা আ.-এর ওপর নাযিলকৃত তাওরাতের শিক্ষার বর্ণনা শেষ হয়েছে।

مِنَ النُّذُرِ الْأُولٰى ﴿٥٦﴾ أَزِفَتِ الْآزِفَةُ ﴿٥٧﴾ لَيْسَ لَهَا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ كَاشِفَةٌ ﴿٥٨﴾

আগেকার সতর্ক বাণীগুলোর মধ্য থেকে।[৫০] ৫৭. আগমনকারী মুহূর্ত (কিয়ামত) নিকট এসে গেছে।[৫১] ৫৮. আল্লাহ ছাড়া কেউ তার প্রকাশকারী নেই।[৫২]

مِنَ-মধ্য থেকে ; النُّذُرِ-সতর্কবাণীগুলোর ; الْأُولٰى-আগেকার। ﴿٥٧﴾ أَزِفَتِ -নিকটে এসে গেছে ; الْآزِفَةُ-আগমনকারী মুহূর্ত (কিয়ামত)। ﴿٥٨﴾ لَيْسَ-কেউ নেই ; لَهَا - তার ; مِنْ دُوْنِ-ছাড়া ; اللّٰهِ-আল্লাহ ; كَاشِفَةٌ-প্রকাশকারী।

৪৯. অর্থাৎ ইতিপূর্বে বর্ণিত ইবরাহীম আ. ও মূসা আ.-এর ওপর নাযিলকৃত কিতাবের সারকথা শোনার পর এবং অবাধ্য জাতিসমূহের ধ্বংসের বর্ণনা শোনার পর মুহাম্মাদ সা.-এর নবুওয়াত ও তাঁর শিক্ষার সত্যতায় সন্দেহ-সংশয়ের অবকাশ থাকে না। সুতরাং হে মানুষ, এটা তোমাদের জন্য এক বিরাট নিয়ামত। অতপর তোমরা আল্লাহ তা'আলার কোন্ নিয়ামত সম্পর্কে বিবাদে লিপ্ত হবে এবং সন্দেহ পোষণ করবে ? তোমাদের উচিত একমাত্র তাঁরই প্রতি কৃতজ্ঞ হওয়া এবং তাঁরই দাসত্ব করা।

স্মরণীয় যে, 'আদ' ও 'সামূদ' এবং 'কাওমে নূহ' আ. ইবরাহীম আ.-এর আগে গত হয়ে গেছে। আর 'লূত'-এর সম্প্রদায় ইবরাহীম আ-এর সময়কালেই আযাবে পতিত হয়েছে। অতএব আলোচ্য কথাটিও ইবরাহীম আ-এর সহীফার অংশ—এতে কোনো সন্দেহ নেই।

৫০. অর্থাৎ হযরত মুহাম্মাদ সা.-ও পূর্ববর্তী আসমানী কিতাব ও সহীফাগুলোর মতো আল্লাহর আযাব সম্পর্কে সতর্ককারী অথবা এর অর্থ–এ কুরআন ও পরবর্তী আসমানী কিতাব ও সহীফাগুলোর মতো আল্লাহর আযাব সম্পর্কে সতর্ককারী কিতাব। এ আয়াতের অর্থ এটাও হতে পারে যে, পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে বর্ণিত আগেকার অবাধ্য জাতিগুলোর করুণ পরিণতির বর্ণনা একটি সতর্কবাণী। যারা এ সতর্কবাণী উপেক্ষা করে আখেরী নবী মুহাম্মাদ সা.-এর দাওয়াতকে উপেক্ষা করবে, তাদেরও আগেকার জাতিগুলোর মতো করুণ পরিণতির সম্মুখীন হতে হবে।

৫১. অর্থাৎ কিয়ামত নিকটে এসে গেছে। একথা মনে করার কোনো অবকাশ নেই যে, এখনই দীন-ধর্ম সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনার প্রয়োজন নেই, এসব চিন্তা করার অবকাশ আরো পাওয়া যাবে। কিয়ামত যে নিকটে এসে গেছে, তার কারণ হলো, উম্মতে মুহাম্মাদী বিশ্বের সর্বশেষ কিয়ামতের নিকটবর্তী উম্মত। তাছাড়া কেউ তো জানে না, তার জীবনের আর কতটা সময় বাকী আছে। মৃত্যু যেমন যে কোনো সময় এসে পড়তে পারে, তেমনি কিয়ামতও যে কোনো দিন এসে পড়তে পারে। সুতরাং প্রত্যেকের উচিত তার পরিণতি সম্পর্কে চিন্তা করে এক মুহূর্ত দেরী না করে এখন থেকেই নিজেকে সংযত করা এবং নিজের কর্মকাণ্ডকে শুধরে নেয়া। কারণ শ্বাস ফেলে আবার শ্বাস গ্রহণের সুযোগ না-ও পাওয়া যেতে পারে।

⑤⑨ أَفَمِنْ هٰذَا الْحَدِيْثِ تَعْجَبُوْنَ ⑥⓪ وَتَضْحَكُوْنَ وَلَا تَبْكُوْنَ ○

৫৯. তবে কি এই কথা থেকে তোমরা বিস্ময়বোধ করছো।[৫৩] ৬০. আর তোমরা হাসছো, কিন্তু তোমরা কাঁদছো না।[৫৪]

⑥① وَأَنْتُمْ سٰمِدُوْنَ ⑥② فَاسْجُدُوْا لِلّٰهِ وَاعْبُدُوْا ○ সেজদা

৬১. আর তোমরা গর্ব অহংকারে মেতে আছো।[৫৫] ৬২. অতএব তোমরা আল্লাহর জন্য সিজদা করো এবং তাঁরই ইবাদাত করো।[৫৬]

⑤⑨ أَفَمِنْ-(ا+ف+من)-তবে কি, থেকে ; هٰذَا-এই ; الْحَدِيْثِ-কথা ; تَعْجَبُوْنَ- তোমরা বিস্ময় বোধ করছো। ⑥⓪ وَ-আর ; تَضْحَكُوْنَ-তোমরা হাসছো ; وَ-কিন্তু ; لَا تَبْكُوْنَ-তোমরা কাঁদছো না। ⑥① وَ-আর ; أَنْتُمْ-তোমরা ; سٰمِدُوْنَ-গর্ব-অহংকারে মেতে আছো। ⑥② فَاسْجُدُوْا-(ف+اسجدوا)-অতএব তোমরা সিজদা করো ; لِلّٰهِ -আল্লাহর জন্য ; وَ-এবং ; اعْبُدُوْا-(اعبدوا+ه)-তাঁরই ইবাদাত করো ;

৫২. অর্থাৎ কিয়ামত সংঘটিত করার ক্ষমতা যেমন আল্লাহ ছাড়া কারো নেই, তেমনি তা যখন এসে পড়বে, তখন তাকে প্রতিরোধ করা বা ঠেকানোর ক্ষমতাও আল্লাহ ছাড়া কারো নেই। তবে তা যখন সংঘটিত হবে, তখন আল্লাহ তা'আলা তাকে প্রতিরোধ করবেন না।

৫৩. 'হাযাল হাদীস' দ্বারা কুরআন মাজীদের শিক্ষাকে বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ কুরআন রূপে মুহাম্মাদ সা. যে শিক্ষা পেশ করছেন সে বিষয়ে তোমরা অবাক হচ্ছো কেনো ? এটাতো কোনো অভিনব বা অবিশ্বাস্য বিষয় নয়।

৫৪. অর্থাৎ নিজেদের অপরাধ ও পরিণতির কথা চিন্তা করে তোমাদের তো কাঁদার কথা। অথচ তা না করে তোমাদের সামনে পেশকৃত ওহীর শিক্ষা নিয়ে তোমরা তামাশা করছো এবং হাসি-ঠাট্টা করে তাকে উড়িয়ে দিচ্ছো।

৫৫. 'সামেদূন' শব্দ 'সামিদ' শব্দের বহুবচন। 'সামিদ' অর্থ 'খেল-তামাশাকারী', গাফিল, গান-বাদ্যকারী, গর্ব-অহংকারে ঔদ্ধত ব্যক্তি, পেরেশানীতে হতভম্ভ ব্যক্তি। (লুগাতুল কুরআন)

উল্লেখ্য যে, ইসলাম বিরোধী কাফির-মুশরিকদের ক্ষেত্রে সবকটি অর্থই প্রযোজ্য।

৫৬. অর্থাৎ উপরোক্ত আয়াতসমূহের দাবী হলো তোমরা সবাই আল্লাহর সামনে সিজদাবনত হও এবং তাঁরই দাসত্ব স্বীকার করো।

সহীহ হাদীস থেকে প্রমাণিত যে, রাসূলুল্লাহ সা. এক মাজলিসে সূরা নাজম পাঠ করেন, তখন মাজলিসে উপস্থিত একজন বৃদ্ধ কাফির ছাড়া মুসলমান, কাফির-মুশরিক

নির্বিশেষে সবাই সিজদাবনত হয়ে গেল। সেদিন যেসব কাফির মুশরিক সিজদা করেছিলো, আল্লাহ তা'আলা সেই বৃদ্ধ (উমাইয়া ইবনে খালফ) ছাড়া তাদের সবাইকে ঈমান নসীব করেছেন। সেই বৃদ্ধ কাফির অবস্থায় মারা যায়।

৩য় রুকূ' (৩৩-৬২ আয়াত)-এর শিক্ষা

১. আল্লাহ যাকে হিদায়াত দান করেন সে-ই একমাত্র হিদায়াত পেতে পারে। আর দীনের পথে হিদায়াত লাভ করা দুনিয়ার সবচেয়ে বড় সৌভাগ্যের বিষয়।

২. রুকূ'র প্রথম চারটি আয়াতে কুরাইশদের অন্যতম নেতা ওয়ালীদ ইবনে মুগীরার কথা বলা হয়েছে, যে রাসূলের দাওয়াত পেয়ে ঈমান আনার কাছাকাছি এসেছিলো ; কিন্তু তার এক কাফির বন্ধুর প্ররোচনায় কুফরীতে ফিরে গিয়েছিলো।

৩. কাফির-মুশরিক ও অসৎ বন্ধু-বান্ধবরাই মানুষকে পথভ্রষ্ট করে এবং হিদায়াতের পথে অগ্রসর হতে বাধা দান করে। সুতরাং এ জাতীয় বন্ধু-বান্ধব থেকে দূরে থাকতে হবে।

৪. অদৃশ্য জগতের জ্ঞান একমাত্র আল্লাহর নিকটই রয়েছে। আল্লাহ তাঁর নবী-রাসূলদেরকে ওহীর মাধ্যমে যতটুকু জ্ঞান দিয়েছেন, ততোটুকুই মানুষ জানতে পারে।

৫. কুরআন মাজীদ ছাড়া আগেকার আসমানী কিতাব ও সহীফাসমূহের শিক্ষা সম্পর্কে জানার নির্ভরযোগ্য কোনো সূত্র আজ আর দুনিয়াতে নেই।

৬. বাইবেলের ওল্ড টেস্টামেন্ট অংশে তাওরাতের নামে যা লিপিবদ্ধ আছে, তা নির্ভরযোগ্য নয়।

৭. এ সূরার ৩৮ আয়াত থেকে ৫৬ আয়াত পর্যন্ত ইবরাহীম আ.-এর ওপর নাযিলকৃত সহীফাসমূহ এবং মূসা আ.-এর ওপর নাযিলকৃত 'তাওরাত'-এর কিছু শিক্ষা উল্লিখিত হয়েছে। উম্মতে মুহাম্মদীর জন্য এগুলো অবশ্য পালনীয়।

৮. বর্ণিত শিক্ষা ও বিধানগুলোর মধ্যে প্রথম বিধান হলো—একের অপরাধের শাস্তি অন্যকে দেয়া যাবে না। তবে যদি সেই অপরাধ সংঘটনে অন্যের কোনো প্রকার সংশ্লিষ্টতা থাকে, সেটা ভিন্ন কথা।

৯. প্রত্যেক ব্যক্তি তার কৃতকর্মের ফল ভোগ করবে এবং চেষ্টা-সাধনা ছাড়া কেউ কোনো প্রকার মর্যাদা লাভ করতে পারে না।

১০. মানুষ তার চেষ্টা-সাধনার সুফল বা কুফল অবশ্যই আখিরাতে দেখবে। এতে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই।

১১. আখিরাতে মানুষকে তার দুনিয়াতে কৃত চেষ্টা-সাধনার পরিপূর্ণ বিনিময় প্রদান করা হবে।

১২. মৃত্যুর মাধ্যমে মানুষকে তার প্রভুর সামনে হাজির করে দেয়া হবে। মৃত্যু যেমন অনিবার্য তেমনি আল্লাহর দরবারে উপস্থিত হওয়াও অনিবার্য।

১৩. মানুষের হাসি ও কান্নার মূল কারণ সুখ ও দুঃখ। সুখ-দুঃখ উভয়ের কার্যকারণ আল্লাহ-ই সৃষ্টি করেন। সুতরাং তিনিই মানুষকে হাসান এবং কাঁদান।

১৪. একই শুক্রবিন্দুর উপাদান থেকে আল্লাহ পুরুষ ও নারী উভয়ই সৃষ্টি করেন। মানুষ সৃষ্টির এ নিয়ম-ই সূচনাকাল থেকেই চলে আসছে এবং কিয়ামত পর্যন্ত চলবে।

১৫. আল্লাহ তা'আলা যেহেতু কোনো নমুনা ছাড়াই প্রথমবার সৃষ্টি করেছেন ; তাই-দ্বিতীয়বার সৃষ্টি করা তাঁর পক্ষে কোনো কঠিন কাজ নয়।

১৬. আল্লাহ তা'আলাই মানুষের মধ্যে ধনী-দরিদ্র সৃষ্টি করেন। তিনি কাউকে ধনবান করা এবং কাউকে হতদরিদ্র অবস্থায় রাখার মূল কার্যকারণ তিনিই জানেন।

১৭. আল্লাহ তা'আলাই সূর্য-চন্দ্র ও সকল গ্রহ-নক্ষত্রের স্রষ্টা। সুতরাং ইবাদত পাওয়ার অধিকার একমাত্র তাঁর। অতএব আল্লাহ ছাড়া আর কারো ইবাদত বা দাসত্ব করা যাবে না।

১৮. নবী-রাসূলদের দেখানো পথে না চলে বিপথগামী হলে, অতীতের অবাধ্য জাতি-গোষ্ঠীর মতো ধ্বংস অনিবার্য।

১৯. হযরত হূদ আ.-এর নির্দেশ অমান্য করে 'আদ' জাতি প্রচণ্ড ঝঞ্ঝাবায়ুর আযাবে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে।

২০. হযরত সালেহ আ.-এর নির্দেশ অমান্য করে সামূদ জাতি বিকট বজ্রধ্বনীর আযাব দ্বারা ধ্বংস হয়ে গেছে।

২১. হযরত লূত আ.-এর অবাধ্য হয়ে 'লূত'-এর সম্প্রদায় জীবন্ত মাটিতে প্রোথিত হয়ে ধ্বংস হয়ে গেছে।

২২. লূত সম্প্রদায়ের জনপদকে তাদেরকে সহ শূন্যে তুলে উল্টে দেয়া হয়েছে, অতপর তার ওপর পাথর কণা বর্ষিত হয়েছে, যা জনপদটিকে ঢেকে ফেলেছে।

২৩. অতীতের নবী-রাসূল, তাদের প্রতি নাযিলকৃত কিতাবের শিক্ষা এবং তাদের অবাধ্য জাতির পরিণাম ফল জানার পর বর্তমান কালের মানুষের জন্য শেষ নবীর শিক্ষাকে আঁকড়ে ধরা অপরিহার্য কর্তব্য।

২৪. কিয়ামত ক্রমান্বয়ে ঘনিয়ে আসছে। এর নির্দিষ্ট সময় একমাত্র আল্লাহ-ই জানেন। মানুষের জীবনকালও অসীম নয়। যে কোনো সময় যে কোনো লোকের মৃত্যু হয়ে যেতে পারে। তাই মুহূর্ত থেকেই দীনের পথে চলা শুরু করার বিকল্প নেই।

২৫. মানুষের উচিত নিজেদের অপরাধের কথা স্মরণ করে আল্লাহর কাছে চোখের পানি ফেলে ক্ষমা প্রার্থনা করা।

২৬. মানুষের উচিত নিজেদের মিথ্যা অহমিকা ত্যাগ করে আল্লাহর বিধানের অনুগত হয়ে জীবন যাপন করা।

❒

নামকরণ

'ক্বামার' অর্থ চাঁদ। সূরার প্রথম আয়াতেই এ শব্দটি আছে। সে হিসেবে এর নামকরণ হয়েছে—'আল ক্বামার'। অর্থাৎ এটা সেই সূরা যাতে 'ক্বামার' শব্দটি উল্লিখিত হয়েছে।

নাযিলের সময়কাল

মুহাদ্দিস ও মুফাস্সিরদের সর্বসম্মত মতে চাঁদ দ্বিখণ্ডিত হওয়ার ঘটনা হিজরতের পাঁচ বছর আগে মক্কার 'মিনা' নামক স্থানে সংঘটিত হয়েছিলো। এ থেকেই এ সূরার নাযিলকাল নির্ধারিত হয়ে যায়।

আলোচ্য বিষয়

এ সূরার মূল আলোচ্য বিষয় হলো কাফিরদেরকে তাদের হঠকারিতার জন্য তিরস্কার করা এবং তাদেরকে সতর্ক করে দেয়া। আগেকার সূরা আন নাজ্মের শেষ দিকে বলা হয়েছে যে, কিয়ামত নিকটবর্তী হয়েছে। এ সূরায় চাঁদকে দ্বিখণ্ডিত করে দেখানোর মাধ্যমে তার প্রমাণ পেশ করা হয়েছে।

কিয়ামত-এর সবচেয়ে বড় আলামত বা নিদর্শন হলো শেষনবী হযরত মুহাম্মাদ সা.-এর নবুওয়াত। এক হাদীসে তিনি ইরশাদ করেছেন যে, আমার আগমন ও কিয়ামত হাতের দুই আংগুলের মতো অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত।

চাঁদকে দ্বিখণ্ডিত করে দেখানো দ্বারা বুঝানো হয়েছে, মহাবিশ্বের এ ব্যবস্থা চিরস্থায়ী নয়। বরং তা একদিন ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতে পারে, যেমন চাঁদ-এর মতো একটি উপগ্রহ দুখণ্ড হয়ে এক খণ্ড পাহাড়ের এক পাশে এবং অপর খণ্ড পাহাড়ের অপর পাশে পড়েছে। এ ঘটনার মাধ্যমেই ইংগীত করা হয়েছে যে, চাঁদ দুখণ্ড হওয়ার মাধ্যমে কিয়ামতের সূচনা হয়ে গিয়েছে। রাসূলুল্লাহ সা. এ ঘটনার প্রতি ইংগীত করে ইরশাদ করেছেন—"তোমরা এ ঘটনা দেখো এবং সাক্ষী থাকো। কিন্তু কাফিররা 'যাদু' বলে উড়িয়ে দিয়েছিলো এবং নিজেদের কুফরীর ওপর অটল থাকলো। তাদের এ হঠকারিতায় তাদেরকে এ সূরায় তিরস্কার করা হয়েছে। বলা হয়েছে যে, এসব লোক আল্লাহর নিদর্শন চোখে দেখেও তাতে বিশ্বাসস্থাপন করে না। এরা ইতিহাস থেকে যেমন শিক্ষা গ্রহণ করে না, তেমনি কোনো যুক্তিও মানতে চায় না। তবে তারা সেদিনই কিয়ামত আসার ব্যাপারটাকে বিশ্বাস করবে, যেদিন কিয়ামত তাদের সামনে এসে পড়বে এবং তারা মাটি থেকে বের হয়ে হাশরের ময়দানের দিকে দৌড়াতে থাকবে।

অতপর অতীতের বিধ্বস্ত জাতি কাওমে নূহ, কাওমে আদ, সামূদ, লূত-এর সম্প্রদায় এবং ফিরআউনের অনুসারীদের উদাহরণ পেশ করে সতর্ক করা হয়েছে যে, এসব জাতি যেমন আল্লাহ ও রাসূলের অবাধ্য হয়ে এ দুনিয়াতেই আল্লাহর আযাবে নিপতিত হয়েছে। তেমনি তোমরা যদি সেসব জাতির মত ও পথের অনুসারী হও তোমরাও দুনিয়াতেই আল্লাহর আযাবে নিপতিত হবে। আর যদি তোমরা এসব জাতির ইতিহাস থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে সঠিক পথ অবলম্বন কর, তাহলে তোমাদের ওপর কখনো আযাব আসতে পারে না।

অতপর অতীতের ধ্বংসপ্রাপ্ত জাতিসমূহের কথা স্মরণ করিয়ে মক্কার কাফিরদের উদ্দেশ্যে বলা হয়েছে যে, যেসব কারণে অতীতের জাতি-গোষ্ঠীগুলো দুনিয়াতেই আযাবে নিপতিত হয়েছে, তোমরাও যদি তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করো, তাহলে তোমাদের সাথেও একই আচরণ করা হবে। তোমাদের কাছে কি এমন কোনো সনদ আছে যে, তোমরা অন্যরা যেসব অপরাধ করে আযাবের উপযুক্ত হয়েছে সেসব অপরাধ করলেও তোমাদেরকে পাকড়াও করা হবে না ? তোমাদের সংঘবদ্ধ জনশক্তির যতই বড়াই করো না কেনো, আল্লাহর পাকড়াওর সামনে এরা মোটেই টিকে থাকতে পারবে না এবং তারা পালিয়ে বাঁচতে চাইবে। আর আখিরাতে তো তোমাদের সাথে এর চেয়ে আরো কঠোর আচরণ করা হবে।

অবশেষে কাফিরদের উদ্দেশ্যে বলা হয়েছে যে, কিয়ামত-এর জন্য যে সময় নির্ধারিত আছে সেই নির্দিষ্ট সময়েই কিয়ামত সংঘটিত হবে। এর জন্য আল্লাহ তা'আলার কোনো প্রস্তুতির প্রয়োজন হবে না। এর জন্য আল্লাহর একটিমাত্র হুকুম-ই যথেষ্ট। কিয়ামতের ব্যাপারে কেউ অবিশ্বাস করলেই তাকে বিশ্বাস করানোর জন্য নির্ধারিত সময় থেকে তাকে এগিয়ে নিয়ে আসা যাবে না। একই ভাবে তোমরা কিয়ামত সংঘটিত হতে দেরী হচ্ছে দেখে তোমরাও বিদ্রোহ করো, তাহলেও তা এগিয়ে আসবে না, আবার কোনো কারণে তা পিছিয়েও যাবে না ; বরং তোমরা নিজেদের বিদ্রোহের পরিণতি ভোগ করবে। আল্লাহর নিকট মানুষের সকল কর্মকাণ্ডের তালিকা তৈরি হচ্ছে। কোনো কাজ তা যত ছোটই হোক না কেনো, সেই তালিকা থেকে বাদ পড়ছে না। আর যারা কিয়ামত-এর কথা বিশ্বাস করে নিজের আমলকে শুধরে নেবে, তারা আল্লাহর সান্নিধ্যে জান্নাতের সুখ-শান্তি উপভোগ করতে থাকবে।

❑

①اِقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ ②وَاِنْ يَّرَوْا اٰيَةً يُّعْرِضُوْا وَيَقُوْلُوْا

১. কিয়ামত নিকটে এসে গেছে আর চাঁদ দ্বিখণ্ডিত হয়ে গেছে।[১] ২. আর তারা যদি কোনো নিদর্শন দেখে, তারা মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং বলে—

①اِقْتَرَبَتْ-নিকটে এসে গেছে ; اَلسَّاعَةُ-কিয়ামত ; وَ-আর ; اِنْشَقَّ-দ্বিখণ্ডিত হয়ে গেছে ; اَلْقَمَرُ-চাঁদ। ②وَ-আর ; اِنْ-যদি ; يَّرَوْا-তারা দেখে ; اٰيَةً-কোনো নিদর্শন ; يُّعْرِضُوْا-তারা মুখ ফিরিয়ে নেয় ; وَ-এবং ; يَقُوْلُوْا-বলে ;

১. ইতিপূর্বেকার সূরায় বলা হয়েছে যে, আগমনকারী মুহূর্ত (কিয়ামত) নিকটবর্তী হয়েছে। এ সূরার প্রথমেই সেই কথাকে সুস্পষ্ট করে বলা হয়েছে—"কিয়ামত নিকটে এসে গেছে।" আর তার প্রমাণ হিসেবে চাঁদ দ্বিখণ্ডিত হওয়ার কথা বলা হয়েছে। এর দ্বারা বুঝানো হয়েছে যে, কিয়ামত হওয়াকে যারা অবিশ্বাস করছে, তাদের জেনে রাখা প্রয়োজন যে, কিয়ামত সংঘটিত হওয়া অসম্ভব কিছু নয়। বিশ্বজগতের একটি অংশ চাঁদ দুখণ্ড হওয়া দ্বারাই তা প্রমাণিত হয়। চাঁদের মতো অন্যান্য গ্রহ-উপগ্রহ এবং সৌরজগতের সবকিছুই এভাবে খণ্ড-বিখণ্ড হয়ে ধ্বংস হয়ে যেতে পারে। এগুলোর কোনোটাই অনাদি ও চিরস্থায়ী নয়।

চাঁদ দ্বিখণ্ডিত হওয়ার ঘটনা শুধু কুরআন দ্বারাই প্রমাণিত নয়, বরং সহীহ হাদীসসমূহ থেকেও এটা প্রমাণিত। সম্মানিত সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে তিনজন এ ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী হিসেবে সাক্ষী দিয়েছেন। তাছাড়া আরো যেসব বর্ণনা এ সম্পর্কে রয়েছে, তাতে এর সত্যতা সম্পর্কে সন্দেহের কোনো অবকাশই থাকে না।

ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, রাসূলুল্লাহ সা. মক্কার 'মিনা' নামক স্থানে অবস্থানরত ছিলেন তখন মুশরিকরা রাসূলুল্লাহ সা.-এর কাছে নবুওয়াতের সপক্ষে নিদর্শন দাবী করলো। ঘটনাটি ঘটেছিলো হিজরতের প্রায় পাঁচ বছর আগে। সেদিন ছিলো চান্দ্রমাসের ১৪ তারিখের সন্ধ্যারাত্রি। সবেমাত্র চাঁদ উদিত হয়েছে। মুশরিকদের দাবীর পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা এ সুস্পষ্ট অলৌকিক ঘটনা দেখিয়ে দিলেন। হঠাৎ দেখা গেলো চাঁদ দ্বিখণ্ডিত হয়ে একখণ্ড পূর্বদিকে এবং অপর খণ্ড পশ্চিম দিকে চলে গেলো। আর উভয় খণ্ডের মাঝে পাহাড় অন্তরাল হয়ে গেলো। রাসূলুল্লাহ সা. উপস্থিত সবাইকে বললেন, দেখো এবং সাক্ষ্য দাও। উপস্থিত সবাই এ অসাধারণ ঘটনা সুস্পষ্টরূপে দেখলো। অতপর চাঁদের উভয় খণ্ড আবার একত্রিত হয়ে গেলো। কোনো দৃষ্টিবান লোকের পক্ষে এ ঘটনা অস্বীকার করা সম্ভবপর ছিলো না। কিন্তু কাফিররা বললো,

سِحْرٌ مُّسْتَمِرٌّ ﴿٣﴾ وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ وَكُلُّ أَمْرٍ مُّسْتَقِرٌّ ﴿٤﴾ وَلَقَدْ جَاءَهُم

(এটাতো) চিরাচরিত যাদু।[2] ৩. আর তারা (সত্যকে) অস্বীকার করছে এবং নিজেদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করছে[3], অথচ প্রত্যেক বিষয়ই অবশেষে স্থিরিকৃত হয়।[4] ৪. আর নিঃসন্দেহে তাদের কাছে এসেছে

مِّنَ الْأَنبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ ﴿٥﴾ حِكْمَةٌ بَالِغَةٌ فَمَا تُغْنِ النُّذُرُ ﴿٦﴾ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ

(অতীত জাতিসমূহের) এমন কিছু সংবাদ যাতে রয়েছে সতর্কবাণী। ৫. (তাতে আরো আছে) পরিপূর্ণ জ্ঞান, কিন্তু সে সতর্কবাণী তাদের কোনো উপকারে আসেনি। ৬. অতএব আপনি তাদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিন;[5]

سِحْرٌ-(এটাতো) যাদু ; مُّسْتَمِرٌّ-চিরাচরিত। ৩ وَ-আর ; كَذَّبُوا-তারা (সত্যকে) অস্বীকার করছে ; وَ-এবং ; اتَّبَعُوا-অনুসরণ করছে ; أَهْوَاءَهُمْ-(اهواء+هم)-নিজেদের খেয়ালখুশীর ; وَ-অথচ ; كُلُّ-প্রত্যেক ; أَمْرٍ-বিষয়ই ; مُّسْتَقِرٌّ-অবশেষে স্থিরিকৃত হয়। ৪ وَ-আর ; لَقَدْ جَاءَهُمْ-(ل+قد جاء+هم)-নিঃসন্দেহে তাদের কাছে এসেছে ; مِّنَ-এমন কিছু ; الْأَنبَاءِ-সংবাদ ; مَا فِيهِ-যাতে রয়েছে ; مُزْدَجَرٌ-সতর্কবাণী। ৫ حِكْمَةٌ-(তাতে আরো আছে) জ্ঞান ; بَالِغَةٌ-পরিপূর্ণ ; فَمَا تُغْنِ-(ف+ما تغن)-কিন্তু কোনো উপকারে আসেনি ; النُّذُرُ-সে সতর্কবাণী। ৬ فَتَوَلَّ-(ف+تول)-অতএব আপনি মুখ ফিরিয়ে নিন ; عَنْهُمْ-(عن+هم)-তাদের থেকে ;

মুহাম্মদ সা. আমাদের চোখে যাদু করেছে, তাই আমাদের দৃষ্টি ভ্রম ঘটেছে। তবে সারা বিশ্বের মানুষকে তো আর তিনি যাদু করতে পারবেন না। অতএব বাইরে থেকে কিছু লোকের আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করো, তারা কি বলে শুনে নাও। এরপর বিভিন্ন স্থান থেকে আগন্তুক মুশরিকদেরকে তারা জিজ্ঞেস করলো, তারা সকলে চাঁদকে দ্বিখণ্ডিত হতে দেখেছে বলে সাক্ষ্য দিলো।

মুহাদ্দিসীনে কিরামের অনেকের মতে চাঁদ দ্বিখণ্ডিত হওয়া একদিকে রাসূলুল্লাহ সা. এর নবুওয়াতের সত্যতার প্রমাণ, অন্যদিকে এটা কিয়ামত নিকটবর্তী হওয়ারও প্রমাণ। কারণ রাসূলুল্লাহ সা. কিয়ামত সংঘটিত হওয়ার যে খবর দিয়েছেন, এ ঘটনা তার সত্যতার প্রমাণ। আল্লাহ তা'আলা নিজেই আলোচ্য আয়াতের মাধ্যমে তাঁর রাসূলের প্রদত্ত খবরের সত্যতার সাক্ষ্য দিয়েছেন।

২. অর্থাৎ মুহাম্মাদ সা. চাঁদকে যে দু'খণ্ড করে দেখিয়েছেন তা অতীতের অনেক যাদুকরের তেলেসমাতির মতই একটা যাদু—এটা ছিলো কাফিরদের মন্তব্য। তাদের ধারণা অতীতের যাদুকরদের যাদুর কোনো প্রভাব যেমন দীর্ঘস্থায়ী হয় না, এটাও তেমনি অতীত হয়ে যাবে।

৩. অর্থাৎ আগে থেকে কাফিররা যেমন কিয়ামতে অবিশ্বাসী ছিলো, তেমনি এ নিদর্শন

يَوْمَ يَدْعُ الدَّاعِ إِلَىٰ شَيْءٍ نُّكُرٍ ⑥ خُشَّعًا أَبْصَارُهُمْ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ

যেদিন এক আহ্বানকারী আহ্বান জানাবে এবং অপ্রীতিকর বিষয়ের[6] দিকে। ৭. (সেদিন) তাদের দৃষ্টি অবনমিত অবস্থায়[7] তারা কবরগুলো থেকে[8] বের হয়ে আসবে,

يَوْمَ-যেদিন ; يَدْعُ-আহ্বান জানাবে ; الدَّاعِ-এক আহ্বানকারী ; إِلَىٰ-দিকে ; شَيْءٍ-বিষয়ের ; نُكُرٍ-এক অপ্রীতিকর। ⑦ خُشَّعًا-অবনমিত অবস্থায় থাকবে ; أَبْصَارُهُمْ-(ابصار+هم)-(সেদিন) তাদের দৃষ্টি ; يَخْرُجُونَ-তারা বের হয়ে আসবে ; مِنَ-থেকে ; الْأَجْدَاثِ-কবরগুলো থেকে ;

দেখেও তাদের বিশ্বাসে কোনো পরিবর্তন আসলো না। এর কারণ কিয়ামতকে বিশ্বাস করা তাদের খেয়াল-খুশীর বিপরীত ছিলো।

৪. অর্থাৎ মুহাম্মাদ সা.-এর দাওয়াতকে তোমরা যে অবিশ্বাস করছো, তারও একটা চূড়ান্ত সমাধান আছে। তোমরা অবিশ্বাস করেই যাবে। আর তিনি দাওয়াত দিয়েই যেতে থাকবেন। এভাবে অনন্ত কাল পর্যন্ত চলতে থাকবে—এমনটা হতে পারে না। তাঁর এবং তোমাদের মধ্যকার এ দ্বন্দ্ব-সংঘাতের একদিন স্থির সিদ্ধান্ত হবে। সেদিন প্রমাণিত হবে—কারা সত্যের ওপর রয়েছে। আর সেদিনই সত্যপন্থীরা তাদের সত্যপথে থাকার সুফল এবং বাতিলপন্থীরা তাদের বাতিলের ওপর থাকার মন্দ ফল অবশ্যই লাভ করবে।

৫. অর্থাৎ হে নবী আপনি তাদেরকে তাদের হঠকারিতা নিয়ে থাকতে দিন। তাদেরকে অতীতের অবিশ্বাসী হঠকারী জাতিসমূহের পরিণতির কথা জানিয়ে দেয়া হয়েছে এবং ইতিহাস থেকে সেসব জাতির উদাহরণ দিয়ে বুঝানো হয়েছে। তারপরও তারা যদি তাদের হঠকারিতা পরিত্যাগ না করে, তাহলে তাদেরকে তাদের অবস্থায় থাকতে দেয়া ছাড়া আর কি-ইবা করা যেতে পারে? হাঁ, এরা তখনই আখিরাতকে বিশ্বাস করবে, যখন কবর থেকে জীবিত হয়ে—আখিরাত সম্পর্কে তাদেরকে যেসব খবর দেয়া হচ্ছে, সে সবকিছু স্বচক্ষে দেখতে পাবে।

৬. অর্থাৎ এমন বিষয় যা তাদের ধারণা কল্পনার বাইরে এবং সেসব বিষয় তাদের ইচ্ছা আকাঙ্ক্ষার বিপরীত। তারা কোনোদিন কল্পনাও করেনি যে, তাদেরকে যা দুনিয়াতে বলা হয়েছিলো, তা হুবহু এমনভাবে সত্যে পরিণত হয়ে যাবে।

৭. অর্থাৎ কবর থেকে উঠে যখন তারা আখিরাতের কল্পনাতীত দৃশ্যাবলী বাস্তবে দেখবে, তখন তারা ভয়-ভীতি, লজ্জা-অপমান ও অনুশোচনায় মাথা নীচু করে রাখবে। তারা বুঝতে পারবে যে, এটাই তো সেই আখিরাত যার কথা নবী-রাসূলগণ এবং এদের অনুসারী মু'মিনরা তাদেরকে দুনিয়াতে বলেছিলেন যাকে তারা প্রত্যাখ্যান করেছিলো এবং সেসব কথাকে গাল-গল্প বলে উড়িয়ে দিয়েছিলো।

৮. অর্থাৎ যে যেখানেই মৃত অবস্থায় পড়ে ছিলো, তা মাটির গহ্বর হোক, নদী-সমুদ্রের

كَاَنَّهُمْ جَرَادٌ مُّنْتَشِرٌ ۝ مُّهْطِعِيْنَ اِلَى الدَّاعِ ؕ يَقُوْلُ الْكٰفِرُوْنَ هٰذَا

যেন তারা বিক্ষিপ্ত পঙ্গপাল। ৮. তারা আহ্বানকারীর দিকে ভীত-সন্ত্রস্ত অবস্থায় দৌড়রত থাকবে ; কাফিররা (যারা কিয়ামত অস্বীকারকারী) বলতে থাকবে—'এটা তো

يَوْمٌ عَسِرٌ ۝ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوْحٍ فَكَذَّبُوْا عَبْدَنَا وَقَالُوْا مَجْنُوْنٌ

বড় কঠিন একটি দিন। ৯. তাদের আগে নূহ-এর কাওমও অস্বীকার করেছিলো[৯] এবং তারা আমার বান্দাহকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করেছিলো আর বলেছিলো (এ ব্যক্তিতো) পাগল

وَّازْدُجِرَ ۝ فَدَعَا رَبَّهٗۤ اَنِّيْ مَغْلُوْبٌ فَانْتَصِرْ ۝ فَفَتَحْنَاۤ اَبْوَابَ السَّمَآءِ

এবং তাকে হুমকী-ধমকীও দেয়া হয়েছিলো[১০]। ১০ অবশেষে তিনি তার প্রতিপালককে ডেকে বলেছিলেন—'আমি তো পরাজিত, অতএব আপনি প্রতিবিধান করুন'। ১১. তখন আমি খুলে দিলাম আসমানের দরজাসমূহ

كَاَنَّهُمْ-(ك+ان+هم)-যেন তারা ; جَرَادٌ-পঙ্গপাল ; مُّنْتَشِرٌ-বিক্ষিপ্ত। ⑧ مُّهْطِعِيْنَ-তারা ভীত-সন্ত্রস্ত অবস্থায় দৌড়াতে থাকবে ; اِلَى-দিকে ; الدَّاعِ-আহ্বানকারীর ; يَقُوْلُ-বলতে থাকবে ; الْكٰفِرُوْنَ-কাফিররা (যারা কিয়ামত অস্বীকারকারী) ; هٰذَا-এটাতো; يَوْمٌ-একটি দিন ; عَسِرٌ-বড় কঠিন। ⑨ كَذَّبَتْ-অস্বীকার করেছিলো ; قَبْلَهُمْ-(قبل+هم)-তাদের আগে ; قَوْمُ-কওম ; نُوْحٍ-নূহ-এর ; فَكَذَّبُوْا-(ف+كذبوا)-এবং তারা মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করেছিলো ; عَبْدَنَا-(عبد+نا)-আমার বান্দাহকে ; وَ-আর ; قَالُوْا-বলেছিলো ; مَجْنُوْنٌ-(এ ব্যক্তি তো) পাগল ; وَّ-এবং ; ازْدُجِرَ-তাকে হুমকী-ধমকীও দেয়া হয়েছিলো। ⑩ فَدَعَا-(ف+دعا)-অবশেষে তিনি ডেকে বলেছিলেন ; رَبَّهٗ-(رب+ه)-তাঁর প্রতিপালককে ; اَنِّيْ-আমি তো ; مَغْلُوْبٌ-পরাজিত ; فَانْتَصِرْ-(ف+انتصر)-অতএব আপনি প্রতিবিধান করুন। ⑪ فَفَتَحْنَاۤ-(ف+فتحنا)-তখন আমি খুলে দিলাম ; اَبْوَابَ-দরজাসমূহ ; السَّمَآءِ-আসমানের ;

তলদেশ হোক অথবা কোনো জীব-জন্তুর উদর হোক, তার দেহাবশেষ মাটির যে স্তরেই মিশে গিয়ে থাকুক না কেনো, সে উঠে হাশরের ময়দানের দিকে দৌড়াতে থাকবে।

৯. অর্থাৎ নূহ আ.-এর জাতিও অবিশ্বাস করে ছিলো আখিরাতকে। তারা মৃত্যুর পর পুনর্জীবন লাভ, আল্লাহর সামনে জবাবদিহিতা, সেখানে সফলতা লাভের জন্য এখানে করণীয় ও বর্জনীয় কাজগুলো কি কি এবং এর সাথে সংশ্লিষ্ট আকীদা-বিশ্বাস সম্পর্কে নূহ আ. যেসব শিক্ষা প্রচার করেছিলেন, তা সবই তারা মিথ্যা সাব্যস্ত করেছিলো।

১০. অর্থাৎ তারা শুধুমাত্র নিজেরা অমান্য-অস্বীকার করেই ক্ষান্ত থাকেনি, বরং তারা তাদের প্রতি প্রেরিত নবীকে পাগল আখ্যায়িত করে, ভয়-ভীতি দেখিয়ে, তিরস্কার করে,

بِمَاءٍ مُّنْهَمِرٍ ⑫ وَّفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَىٰ أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ ۝

মুষলধারে বৃষ্টি বর্ষণের মাধ্যমে ১২. আর যমীনকে ফোয়ারায় রূপান্তরিত করে দিলাম[১১] ; ফলে (আসমান ও যমীনের) পানি মিলিত হলো এমন এক ব্যাপারে যা আগেই নির্ধারিত ছিলো।

⑬ وَحَمَلْنَاهُ عَلَىٰ ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَّدُسُرٍ ⑭ تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا ۚ جَزَاءً لِّمَنْ كَانَ كُفِرَ ۝

১৩. আর তাঁকে (নূহকে) আমি আরোহণ করিয়ে দিলাম কাঠের ফালি ও পেরেক বিশিষ্ট নৌযানে[১২]। ১৪. যা চলতো আমার তত্ত্বাবধানে ; (এটা) সে ব্যক্তির জন্য প্রতিশোধস্বরূপ ছিলো যাকে অস্বীকার করা হয়েছিলো।[১৩]

بِمَاءٍ-(ب+ماء)-বৃষ্টি বর্ষণের মাধ্যমে ; مُّنْهَمِرٍ-মুষলধারে। ⑫ وَ-আর ; فَجَّرْنَا-রূপান্তরিত করে দিলাম ; الْأَرْضَ-যমীনকে ; عُيُونًا-ফোয়ারায় ; فَالْتَقَى-(ف+التقى)-ফলে মিলিত হলো ; الْمَاءُ-(আসমান ও যমীনের) পানি ; عَلَىٰ أَمْرٍ-এমন এক ব্যাপারে ; قَدْ قُدِرَ-যা আগেই নির্ধারিত ছিলো। ⑬ وَ-আর ; حَمَلْنَاهُ-(حملنا+ه)-তাঁকে (নূহকে) আরোহন করিয়ে দিলাম ; عَلَىٰ ذَاتِ أَلْوَاحٍ-কাঠের ফালি বিশিষ্ট নৌযানে ; وَ-ও ; دُسُرٍ-পেরেক। ⑭ تَجْرِي-যা চলতো ; بِأَعْيُنِنَا-(ب+اعين+نا)-আমার তত্ত্বাবধানে ; جَزَاءً-(এটা) প্রতিশোধ স্বরূপ ; لِّمَنْ-সে ব্যক্তির ; كَانَ كُفِرَ-যাকে অস্বীকার করা হয়েছিলো।

দীনের শিক্ষা প্রচার-প্রসারে বাধা সৃষ্টি করে। নবীকে হুমকী ধমকী দিয়ে এবং অবশেষে তাঁর জীবনের ভয় দেখিয়ে তাঁকে এ কাজ থেকে বিরত রাখতে চেয়েছে। তারা তাঁকে এমন কথাও বলেছে যে, আপনি যদি দীন প্রচার-প্রসারের কাজ থেকে বিরত না হন, তাহলে আমরা আপনাকে পাথরের আঘাতে মেরে ফেলবো।

মুজাহিদ র. থেকে বর্ণিত—নূহ আ.-এর লোকেরা তাঁকে পথে-ঘাটে কোথাও সাক্ষাত পেলে তারা তাঁর গলা চেপে ধরতো। ফলে তিনি হুশ হারিয়ে ফেলতেন। অতপর হুশ ফিরে এলে তিনি আল্লাহর দরবারে এভাবে দোয়া করতেন—"আল্লাহ আমার জাতির অপরাধ ক্ষমা করে দিন, তারা অজ্ঞ। এভাবে তিনি সাড়ে নয়শত বছর তাদের নির্যাতনের জবাবে তাদের জন্য দোয়া করেছেন। অবশেষে নিরুপায় হয়ে তিনি তাদের জন্য বদ দোয়া করেন, ফলে পুরো জাতি-ই মহাপ্লাবণে নিমজ্জিত হয়ে ধ্বংস হয়ে যায়।

১১. অর্থাৎ আল্লাহর হুকুমে ভূ-পৃষ্ঠ ফেটে অসংখ্য ঝর্ণাধারা প্রবাহিত হয়েছে, যা থেকে অনর্গল পানি উপচে পড়ছে।

১২. অর্থাৎ আসমান থেকে বর্ষিত পানি এবং ভূ-পৃষ্ঠ থেকে উপচে পড়া পানি মিলিত হয়ে 'কাওমে নূহ'কে ডুবিয়ে মারার পূর্ব-নির্ধারিত আল্লাহর পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করলো। আমি নূহ আ. এবং তাঁর অনুসারী মু'মিনদেরকে কাঠের তক্তা ও পেরেক

﴿١٥﴾ وَلَقَدْ تَّرَكْنٰهَا اٰيَةً فَهَلْ مِنْ مُّدَّكِرٍ ﴿١٦﴾ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِىْ وَنُذُرِ ○

১৫. আর নিঃসন্দেহে আমি তাকে একটি নিদর্শনস্বরূপ রেখে দিয়েছি[১৪], অতএব আছে কি কোনো উপদেশ গ্রহণকারী ? ১৬. অতপর (দেখো), কেমন (কঠোর) ছিলো আমার আযাব এবং ভীতি প্রদর্শন ।

﴿١٧﴾ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْاٰنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُّدَّكِرٍ ﴿١٨﴾ كَذَّبَتْ عَادٌ فَكَيْفَ كَانَ

১৭. আর নিঃসন্দেহে আমি কুরআনকে সহজ করে দিয়েছি উপদেশ গ্রহণের জন্য[১৫] অতএব আছে কি কোনো উপদেশ গ্রহণকারী ? ১৮. 'আদ' জাতিও অস্বীকার করেছিলো (তাদের নবীকে), অতপর কেমন (কঠোর) ছিলো

⑮ وَ-আর ; لَقَدْ تَرَكْنٰهَا-(ل+قد تركنا+ها)-নিঃসন্দেহের আমি তাকে রেখে দিয়েছি ; اٰيَةً-একটি নিদর্শন স্বরূপ ; فَهَلْ-অতএব আছে কি ; مِنْ-কোনো ; مُّدَّكِرٍ-উপদেশ গ্রহণকারী। ⑯ فَكَيْفَ-(ف+كيف)-অতপর (দেখো) কেমন (কঠোর) ; كَانَ-ছিলো ; عَذَابِىْ-(عذاب+ى)-আমার আযাব ; وَ-এবং ; نُذُرِ-ভীতি প্রদর্শন। ⑰ وَ-আর ; لَقَدْ يَسَّرْنَا-(ل+قد يسرنا)-নিঃসন্দেহে আমি সহজ করে দিয়েছি ; الْقُرْاٰنَ-কুরআনকে ; لِلذِّكْرِ-(ل+ال+ذكر)-উপদেশ গ্রহণের জন্য ; فَهَلْ-অতএব আছে ; مِنْ-কোনো ; مُّدَّكِرٍ-উপদেশ গ্রহণকারী। ⑱ كَذَّبَتْ-অস্বীকার করেছিলো (তাদের নবীকে) ; عَادٌ-'আদ জাতিও ; فَكَيْفَ-অতপর কেমন (কঠোর) ; كَانَ-ছিলো ;

সম্বলিত নৌযানে আরোহণ করিয়ে বাঁচিয়ে রাখলাম। অবিশ্বাসী জাতির কেউ পাহাড়ে উঠেও রক্ষা পেল না।

১৩. অর্থাৎ আমার নবী নূহ আ.-কে মেনে নিতে অস্বীকার করার কারণেই সেই জাতির উপর প্রতিশোধ স্বরূপ তাদেরকে সমূলে ডুবিয়ে মারা হয়েছিলো।

১৪. অর্থাৎ নূহ আ.-এর তৈরী জাহাজকে সুদীর্ঘকাল পর্যন্ত মানুষের জন্য শিক্ষণীয় নিদর্শন হিসেবে রেখে দিয়েছি। যাতে করে মানুষ বুঝতে সক্ষম হয় যে, আল্লাহর নাফরমানদের পরিণতি দুনিয়াতেই কেমন হতে পারে। আর আখিরাতের অনন্ত জীবনের শাস্তি তো তৈরী করেই রাখা হয়েছে। আর মু'মিনদেরকে আল্লাহ কিভাবে রক্ষা করেন, সে শিক্ষাও এ থেকে মানুষ পেতে পারে।

হাদীসের বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, মুসলমানরা যখন ইরাক ও আল জাযিরা জয় করে তখন জুদী-পাহাড়ের ওপর নূহ আ.-এর জাহাজ দেখেছিলেন। বর্তমান কালেও বিমান ভ্রমণের সময় সেই অঞ্চলের একটি পর্বত শীর্ষে জাহাজের মতো একটি বস্তু পড়ে থাকতে দেখা যায়, যাকে নূহ আ.-এর জাহাজ বলে সন্দেহ করা হয়।

১৫. কুরআনকে সহজ করে দেয়ার দুটো অর্থ হতে পারে—(এক) কুরআন বুঝা এবং তার উপদেশ অনুযায়ী জীবন গড়া সহজ। কুরআনের বিধানগুলো মানুষের স্বভাব

عَذَابِىْ وَنُذُرِ ﴿١٩﴾ إِنَّآ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيْحًا صَرْصَرًا فِىْ يَوْمِ نَحْسٍ مُّسْتَمِرٍّ

আমার শাস্তি ও সতর্কবাণী ; ১৯. নিশ্চয়ই আমি তাদের ওপর পাঠিয়েছিলাম এবং প্রচণ্ড ঝড়ো বাতাস এক চির অশুভ দিনে ;[১৬]

عَذَابِىْ-আমার শাস্তি ; وَ-ও ; نُذُرِ-সতর্কবাণী। ⑲ اِنَّآ-নিশ্চয়ই আমি ; اَرْسَلْنَا-পাঠিয়েছিলাম ; عَلَيْهِمْ-তাদের ওপর ; رِيْحًا-এক বাতাস ; صَرْصَرًا-প্রচণ্ড ঝড়ো ; فِىْ- ; يَوْمِ-এক দিনে ; نَحْسٍ-অশুভ ; مُّسْتَمِرٍّ-চির।

সম্মত। এ বিধান অনুসারে চলা কোনো কঠিন ব্যাপার নয়। যে কোনো মানুষ বিদ্যমান উপায়-উপকরণের মাধ্যমে সহজেই কুরআন বুঝতে পারে এবং সহজেই তা মেনে চলতে পারে। এ কুরআন থেকে বড় বড় আলেম ও দার্শনিক যেমন কল্যাণ সহজে লাভ করতে পারে তেমনি অক্ষর জ্ঞানহীন মূর্খ লোকও এ কুরআনের শিক্ষা শুনে শুনে অনুসরণ করতে পারে এবং নিজের জীবনকে সুন্দর করতে পারে। (দুই) কুরআন হিফয করা বা মুখস্ত করার জন্য সহজ করে দেয়া হয়েছে। ইতিপূর্বেকার আসমানী কিতাবগুলোর কোনোটাই মানুষের মুখস্ত ছিলো না। আল্লাহ তা'আলা কুরআন মাজীদকে হিফয করা সহজ করে দিয়েছেন। তাই দেখা যায় কচি কচি বালক-বালিকারাও কুরআন মুখস্ত করতে পারে এবং তাতে একটি যের-যবরও ভুল হয় না। চৌদ্দশ বছর ধরে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে লক্ষ লক্ষ হাফেজের বুকে কুরআন মাজীদ সংরক্ষিত আছে এবং এ ধারা কিয়ামত পর্যন্ত জারী থাকবে ইনশাআল্লাহ।

১৬. অর্থাৎ যেদিন এ ঝঞ্ঝাবায়ু শুরু হয়েছিলো এবং একাধারে সাত রাত ও আট দিন চলছিলো। সেই দিনটা ছিলো বুধবার। সে দিনটাতে আদ সম্প্রদায়ের ওপর এক অশুভ বিপদ আপতিত হয়েছিলো। আর এ জন্য দিনটাকে তাদের জন্য 'অশুভ দিন' বলা হয়েছে। মূলত কোনো দিন বা সময় শুভ বা অশুভ বলতে কিছুই নেই।

আল্লামা আলূসী র.-এর মতে, সবদিন সমান। বুধবারকে অশুভ মনে করার কোনো কারণ নেই। রাত ও দিনের যে কোনো মুহূর্তই কারো জন্য কল্যাণকর। আবার কারো জন্য অকল্যাণকর। আল্লাহ তা'আলা প্রতিটি মুহূর্তে কারো জন্য, অনুকূল এবং কারো জন্য প্রতিকূল অবস্থা সৃষ্টি করেন।

কিছু সংখ্যক হাদীসে বুধবার দিনটাকে অশুভ বলে উল্লেখ করা হয়েছে। মুহাদ্দিসীনে কিরাম এ হাদীসগুলোকে দুর্বল ও জাল হাদীস বলে মন্তব্য করেছেন। সুতরাং এসব হাদীস বিশ্বাসের ভিত্তি হতে পারে না।

আল্লামা মুনাভী বলেন—অশুভ লক্ষণ সূচক মনে করে বুধবারকে পরিত্যাগ করা এবং জ্যোতিষ মতে বিশ্বাস পোষণ করা কঠোরভাবে হারাম। কারণ সব দিনের স্রষ্টা আল্লাহ। দিন হিসেবে কোনো দিনই কোনো কল্যাণ বা অকল্যাণ সাধন করতে পারে না।

⑳تَنْزِعُ النَّاسَ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ مُّنْقَعِرٍ ㉑فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ

২০. তা মানুষকে এমনভাবে উপড়ে ফেলেছিলো যেন তারা উৎপাটিত খেজুর গাছের কাণ্ড।
২১. অতপর (দেখো) কেমন ছিলো আমার আযাব ও সতর্কবাণী ?

㉒وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُّدَّكِرٍ

২২. আর নিঃসন্দেহে আমি সহজ করে দিয়েছি কুরআনকে উপদেশ গ্রহণ করার জন্য, অতএব আছে কি কোনো উপদেশ গ্রহণকারী ?

⑳تَنْزِعُ-তা উপড়ে ফেলেছিলো ; النَّاسَ-মানুষকে ; كَأَنَّهُمْ-(كان+هم)-যেন তারা ; أَعْجَازُ-কাণ্ড ; نَخْلٍ-খেজুর গাছের ; مُّنْقَعِرٍ-উৎপাটিত। ㉑فَكَيْفَ-(ف+كيف)-অতপর (দেখো) কেমন ; كَانَ-ছিলো ; عَذَابِي-(عذاب+ى)-আমার আযাব ; وَ-ও ; نُذُرِ-সতর্কবাণী। ㉒وَ-আর ; لَقَدْ يَسَّرْنَا-নিঃসন্দেহে আমি সহজ করে দিয়েছি ; الْقُرْآنَ-কুরআনকে ; لِلذِّكْرِ-উপদেশ গ্রহণের জন্য ; فَهَلْ-(ف+هل)-অতএব আছে কি ; مِنْ-কোনো ; مُّدَّكِرٍ-উপদেশ গ্রহণকারী।

১ম রুকূ' (১-২২ আয়াত)-এর শিক্ষা

১. কিয়ামত নিঃসন্দেহে নির্দিষ্ট সময়ে সংঘটিত হবে, তার প্রমাণ চাঁদ দ্বিখণ্ডিত হওয়া।

২. চাঁদের মতো একটি বিশাল উপগ্রহ যেমন দু'খণ্ড হয়ে দু'দিকে চলে গেছে। তেমনি ঊর্ধ্ব জগতের গ্রহ-নক্ষত্রগুলোও বিদীর্ণ হয়ে বিশ্ব-জগতের যাবতীয় ব্যবস্থাপনা ধ্বংস হয়ে যাবে।

৩. চাঁদ দ্বিখণ্ডিত হওয়া মুহাম্মাদ সা.-এর নবুওয়াতের সত্যতারও প্রমাণ। কেননা তিনি যেসব সংবাদ দিয়েছেন, এ অলৌকিক ঘটনাই তার সত্যতার প্রমাণ দেয়।

৪. প্রত্যেক বিষয়েরই একটি চূড়ান্ত পরিণতি আছে। সুতরাং সত্যের প্রতি রাসূলের আহ্বান এবং কাফিরদের সত্য-অস্বীকৃতিরও একটি চূড়ান্ত পরিণতি আছে এবং তা একদিন প্রকাশিত হবেই—এতে কোনো সন্দেহ নেই।

৫. আগেকার অবাধ্য জাতিগুলোর পরিণতি থেকে পরবর্তী কালের লোকদের অবাধ্যতার পরিণতি সম্পর্কে পূর্বাভাস পাওয়া যায়।

৬. অবাধ্যতা থেকে ফিরে আসার জন্য প্রয়োজনীয় সকল যুক্তি-প্রমাণ-ই আল কুরআনে বিদ্যমান আছে। কিন্তু অবিশ্বাসীরা তা থেকে উপকৃত হতে পারে না।

৭. আল কুরআনের যুক্তি-প্রমাণ ও সাবধানবাণী থেকে যারা উপকার লাভ করতে ব্যর্থ হয় এবং এ থেকে উপকৃত হতে রাজী নয়, তাদের পেছনে সময় ব্যয় করার প্রয়োজন নেই।

৮. কিয়ামতের দিন অবিশ্বাসীরা ইসরাফিলের শিঙ্গার শব্দে কবরগুলো থেকে মাথা নিচু করে পঙ্গপালের মতো বের হয়ে আসবে।

৯. অবিশ্বাসীরা ভীত-সন্ত্রস্ত অবস্থায় কিয়ামতের দিন দৌড়রত থাকবে। সেদিন তারা নবী-রাসূলদের কথার সত্যতার চাক্ষুষ প্রমাণ পাবে। কিন্তু তখন তো আর তাদের বিশ্বাস ও কর্ম শুধরে নেয়ার সুযোগ থাকবে না।

১০. নূহ আ.-এর জাতি-ও তাঁকে মিথ্যা সাব্যস্ত করে পাগল আখ্যা দিয়েছিলো। তারা তাঁকে মেরে ফেলার হুমকী দিয়ে দীনের দাওয়াতকে বন্ধ করতে চেয়েছিলো। পরিণামে তারাই সবংশে ডুবে মরেছিলো।

১১. আল্লাহ তাঁর নবী নূহ আ. ও তাঁর অনুসারী মু'মিনদেরকে ধ্বংস থেকে রক্ষা করেছিলেন। আল্লাহ যুগে যুগে তাঁর মু'মিন বান্দাহদেরকে একইভাবে রক্ষা করেন।

১২. আল্লাহ তা'আলা নূহ আ.এর জাতিকে তাঁর প্রিয় বান্দাহ নূহ আ.-কে মিথ্যা সাব্যস্ত করা, তাঁকে 'পাগল' বলে উপহাস করা এবং তাঁর ওপর হুমকী ধমকীর মাধ্যমে যুলুম-নির্যাতন করার ফলেই সমূলে ধ্বংস করে দিয়েছিলেন।

১৩. পৃথিবীতে ভ্রমণ করলে আল্লাহর কুদরতের নিদর্শনাবলী দেখা যায়। এসব নিদর্শনাবলী দেখার পর কেবলমাত্র মূর্খরাই হিদায়াত লাভ থেকে বঞ্চিত থাকে।

১৪. আল্লাহর নিদর্শনাবলী দেখে এবং আল্লাহর কিতাব আল কুরআনের বাণীর মর্ম উপলব্ধি করে তা থেকে জীবনের আলো লাভ করার জন্য তিনি আল কুরআনকে সহজবোধ্য করে দিয়েছেন। সুতরাং কুরআন না বুঝার অক্ষমতার অজুহাত আল্লাহর দরবারে কোনোক্রমেই গৃহীত হবে না।

১৫. আল কুরআনকে হিফাযতের লক্ষ্যে সহজে মুখস্ত করার জন্য কুরআনকে সহজ করে দিয়েছেন। তাই আজ পৃথিবীতে অগণিত কুরআনের হাফেজ দেখা যায়। এ ধারা কিয়ামত পর্যন্ত আল্লাহ জারী রাখবেন।

১৬. অতীতের গর্ভে বিলীন হয়ে যাওয়া 'আদ জাতিও আল্লাহর নবী এবং তাঁর দাওয়াতকে প্রত্যাখ্যান করেছিলো। পরিণতিতে ঝঞ্ঝাবায়ুর তাণ্ডবে তারা সমূলে ধ্বংস হয়ে যায়।

১৭. আল্লাহর শাস্তি অত্যন্ত কঠোর। এ শাস্তি থেকে বাঁচার একমাত্র উপায় আল্লাহর কিতাব আল কুরআন ও তাঁর প্রিয় রাসূল মুহাম্মাদ সা.-এর পদাংক অনুসরণ করে চলা।

১৮. আল্লাহর কিতাব ও রাসূলের পদাংক অনুসরণের জন্য কুরআন ও হাদীসের জ্ঞান অর্জন করার বিকল্প কোনো ব্যবস্থা নেই।

❑

সূরা হিসেবে রুকূ'-২
পারা হিসেবে রুকূ'-৯
আয়াত সংখ্যা-১৮

﴿٢٣﴾ كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِالنُّذُرِ ﴿٢٤﴾ فَقَالُوٓا أَبَشَرًا مِّنَّا وَاحِدًا نَّتَّبِعُهُۥٓ إِنَّآ إِذًا لَّفِى ضَلَٰلٍ وَ

২৩. সামূদ জাতিও সতর্ককারী (নবী)দেরকে মিথ্যা সাব্যস্ত করেছিলো। ২৪. তখন তারা বলেছিলো—আমরা কি আমাদের মধ্যকার একজন মানুষকে এককভাবে মেনে চলবো ?[১৭] তাহলে তো আমরা তখন পড়ে যাবো গুমরাহীতে এবং

سُعُرٍ ﴿٢٥﴾ ءَأُلْقِىَ الذِّكْرُ عَلَيْهِ مِنۢ بَيْنِنَا بَلْ هُوَ كَذَّابٌ أَشِرٌ ﴿٢٦﴾ سَيَعْلَمُونَ

পাগলামীতে। ২৫. তবে কি আমাদের মধ্যে থেকে শুধুমাত্র তার ওপরই ওহী নাযিল করা হয়েছে ? বরং সে একজন ডাহা মিথ্যাবাদী—অহংকারী লোক[১৮]। ২৬. তারা জানতে পারবে—

২৩ كَذَّبَتْ-মিথ্যা সাব্যস্ত করেছিলো ; ثَمُودُ-সামূদ জাতিও ; بِالنُّذُرِ-(ب+ال+نذر)-সতর্ককারী (নবী)দেরকে। ২৪ فَقَالُوٓا-(ف+قالوا)-তখন তারা বলেছিলো ; أَبَشَرًا-(ا+بشرا)-একজন মানুষকে কি ; مِّنَّا-(من+نا)-আমাদের মধ্যকার ; وَاحِدًا-এককভাবে; نَّتَّبِعُهُۥ-(نتبع+ه)-আমরা মেনে চলবো তাকে ; إِنَّآ-তাহলো তো আমরা ; إِذًا-তখন ; لَّفِى ضَلَٰلٍ-পড়ে যাবো গুমরাহীতে ; وَ-এবং ; سُعُرٍ-পাগলামীতে। ২৫ ءَأُلْقِىَ-(ء+القى)-তবে কি নাযিল করা হয়েছে ; الذِّكْرُ-ওহী ; عَلَيْهِ-তার ওপরই ; مِنۢ-থেকে ; بَيْنِنَا-আমাদের মধ্যে ; بَلْ-বরং ; هُوَ-সে ; كَذَّابٌ-ডাহা মিথ্যাবাদী ; أَشِرٌ-অহংকারী লোক। ২৬ سَيَعْلَمُونَ-তারা শীঘ্রই জানতে পারবে ;

১৭. অর্থাৎ সামূদ জাতি সালেহ আ.-কে নবী হিসেবে মেনে নিতে একথা বলে আপত্তি তুলেছিলো যে, তিনি তো আমাদের মধ্যকার একজন মানুষ। তিনি মানব-সত্তার উর্ধ্বে নন। তিনি আমাদের সম্প্রদায়ের বাইরের কোনো ব্যক্তি নন। তাছাড়া তাঁর সাথে কোনো লোক-লস্কর, সৈন্য-সামন্ত, দল-বল কিছুই নেই। এমন একক একজন মানুষের আনুগত্য-অনুসরণ করলে সঠিক পথ থেকে আমরা বিচ্যুত হয়ে পড়বো এবং আমাদের বোকামীর পরিচয় হবে। অতএব আমরা তাঁর (সালেহ-এর) কথা মেনে চলতে পারি না।

তাদের ধারণা ছিলো—যিনি নবী হবেন, তিনি মানুষ হবেন না, তাঁকে আসমান থেকে পাঠানো হবে, তাঁর সাথে লোক-লস্কর থাকবে, দলবল ও ঝাঁকজমক সহকারে তিনি আসবেন। তখন সবাই তাঁকে নবী হিসেবে বরণ করে নেবে এবং তাঁর কথা মেনে চলবে।

মক্কার কুরাইশ কাফিরদের ধারণাও একই ছিলো, ফলে তারাও একই মূর্খতাসুলভ অজুহাতে মুহাম্মদ সা.-কে নবী হিসেবে মেনে নিতে অস্বীকার করেছিলো। আর তাই,

غَدًا مَّنِ الْكَذَّابُ الْأَشِرُ ﴿٢٦﴾ إِنَّا مُرْسِلُوا النَّاقَةِ فِتْنَةً لَّهُمْ فَارْتَقِبْهُمْ وَ

আগামীকাল—কে ডাহা মিথ্যাবাদী অহংকারী। ২৭. আমি অবশ্যই তাদের পরীক্ষা স্বরূপ একটি উটনী পাঠাচ্ছি, অতএব আপনি তাদেরকে লক্ষ্য করুন এবং

اصْطَبِرْ ﴿٢٧﴾ وَنَبِّئْهُمْ أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ ۚ كُلُّ شِرْبٍ مُّحْتَضَرٌ ﴿٢٨﴾ فَنَادَوْا

ধৈর্যধারণ করুন। ২৮. আর তাদেরকে জানিয়ে দিন যে, পানি (এখন) তাদের মধ্যে পালা করে দেয়া হলো ; প্রত্যেকেই (তার) পানি পানের পালার দিন হাজির হবে।[১৯] ২৯. অতপর তারা ডাকলো

صَاحِبَهُمْ فَتَعَاطَىٰ فَعَقَرَ ﴿٢٩﴾ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ ﴿٣٠﴾ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ

তাদের এক সাথীকে, তখন সে হস্তক্ষেপ করলো এবং সে (উটনীকে) আঘাত করে মেরে ফেললো।[২০] ৩০. অতএব (দেখো) কেমন ছিলো আমার আযাব ও সতর্কবাণীসমূহ। ৩১. আমি তাদের ওপর পাঠালাম।

غَدًا-আগামীকাল ; مَّنِ-কে ; الْكَذَّابُ-ডাহা মিথ্যাবাদী ; الْأَشِرُ-অহংকারী। ㉗ إِنَّا-আমি অবশ্যই ; مُرْسِلُوا-পাঠাচ্ছি ; النَّاقَةِ-একটি উটনী ; فِتْنَةً-পরীক্ষা স্বরূপ ; لَّهُمْ-তাদের ; فَارْتَقِبْهُمْ-(ف+ارتقب+هم)-অতএব আপনি তাদেরকে লক্ষ্য করুন ; وَ-এবং; اصْطَبِرْ-ধৈর্যধারণ করুন। ㉘ وَ-আর ; نَبِّئْهُمْ-(نبأ+هم)-তাদেরকে জানিয়ে দিন ; أَنَّ-যে ; الْمَاءَ-পানি ; قِسْمَةٌ-(এখন) পালা করে দেয়া হলো ; بَيْنَهُمْ-(بين+هم)-তাদের মধ্যে ; كُلُّ-প্রত্যেকেই ; شِرْبٍ-(তার) পানি পানের পালার দিন ; مُّحْتَضَرٌ-হাজির হবে। ㉙ فَنَادَوْا-(ف+نادوا)-অতপর তারা ডাকলো ; صَاحِبَهُمْ-(صاحب+هم)-তাদের এক সাথীকে ; فَتَعَاطَىٰ-(ف+تعاطى)-তখন সে হস্তক্ষেপ করলো ; فَعَقَرَ-(ف+عقر)-এবং সে (উটনীকে) আঘাত করে মেরে ফেললো। ㉚ فَكَيْفَ-(ف+كيف)-অতএব (দেখো) কেমন ; كَانَ-ছিলো ; عَذَابِي-(عذاب+ى)-আমার আযাব ; وَ-ও ; نُذُرِ-সতর্কবাণীসমূহ। ㉛ إِنَّا-আমি ; أَرْسَلْنَا-পাঠালাম ; عَلَيْهِمْ-তাদের ওপর ;

তাদেরকে সামূদ জাতির—তাদের নবীর সাথে তাদের আচরণ সম্পর্কিত ঘটনা শুনিয়ে সঠিক পথে আনার চেষ্টা করা হয়েছে

১৮. 'কায্যাব' অর্থ ডাহা মিথ্যাবাদী, আর 'আশির' অর্থ গর্ব-অহকারে সীমালংঘনকারী। 'সামূদ' জাতি সালেহ আ.-কে উপরোক্ত কথা বলে প্রত্যাখ্যান করেছিলো।

১৯. 'ফিতনা' অর্থ পরীক্ষা। একটি উটনীকে পরীক্ষাস্বরূপ পাঠানোর অর্থ এই যে, সামান্য একটি উটনীকে পানি পানের পালায় তাদের সমান গুরুত্ব দিয়ে নির্দেশ জারী

صَيْحَةً وَّاحِدَةً فَكَانُوْا كَهَشِيْمِ الْمُحْتَظِرِ ۝ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْاٰنَ لِلذِّكْرِ

একটিমাত্র বিকট ধ্বনি, তখন তারা খোয়াড়-মালিকের শুষ্ক-পদদলিত খড়ের মতো হয়ে গেলো।[২১] ৩২. আর নিঃসন্দেহে আমি কুরআনকে সহজ করে দিয়েছি উপদেশ গ্রহণের জন্য–

فَهَلْ مِنْ مُّدَّكِرٍ ۝ كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوْطٍ بِالنُّذُرِ ۝ اِنَّا اَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا

অতএব কোনো উপদেশ গ্রহণকারী আছে কি? ৩৩. লূতের সম্প্রদায়-ও মিথ্যা সাব্যস্ত করেছিলো সতর্ককারীদেরকে; ৩৪. আমিই তাদের ওপর পাথর বর্ষণকারী ঝড়ো বাতাস পাঠিয়েছিলাম–

صَيْحَةً-বিকট ধ্বনি; وَّاحِدَةً-একটিমাত্র ; فَكَانُوْا-(ف+كانوا)-তখন তারা হয়ে গেলো; كَهَشِيْمِ-(ك+هشيم)-শুষ্ক-পদদলিত খড়ের মতো; الْمُحْتَظِرِ-খোয়াড় মালিকের। ৩২ وَ-আর ; لَقَدْ يَسَّرْنَا-নিঃসন্দেহে আমি সহজ করে দিয়েছি ; الْقُرْاٰنَ-কুরআনকে ; لِلذِّكْرِ-উপদেশ গ্রহণের জন্য ; فَهَلْ-(ف+هل)-অতএব আছে কি ; مِنْ-কোনো ; مُّدَّكِرٍ-উপদেশ গ্রহণকারী। ৩৩ كَذَّبَتْ-মিথ্যা সাব্যস্ত করেছিলো ; قَوْمُ-সম্প্রদায়ও ; لُوْطٍ-লূতের ; بِالنُّذُرِ-(ب+ال+نذر)-সতর্ককারীদেরকে। ৩৪ اِنَّا-আমি-ই ; اَرْسَلْنَا-পাঠিয়েছিলাম ; عَلَيْهِمْ-তাদের ওপর ; حَاصِبًا-পাথর বর্ষণকারী ঝড়ো বাতাস ;

করা। তা-ও আবার এমন ব্যক্তি কর্তৃক এ নির্দেশ দান যাকে তারা দলবলহীন ও নিঃসম্বল একক একজন মানুষ হিসেবেই মনে করে। তাছাড়া এ লোকটিকে তারা ডাহা মিথ্যাবাদী ও দাম্ভিক বলে অমান্য করে আসছে। এ নির্দেশ মেনে নেয়াটা তাদের জন্য কঠিন ব্যাপার-ই বটে। আর সেজন্যই আল্লাহ তা'আলা উটনীকে তাদের জন্য পরীক্ষাস্বরূপ বলে উল্লেখ করেছেন।

২০. 'সামূদ' জাতি উটনীকে সহ্য করতে পারছিলো না। একে তো কূপের পানিতে উটনীটি তাদের সমান অংশ অধিকার করে রেখেছিলো। অপর দিকে এমন এক ব্যক্তির মাধ্যমে উটনীটির আবির্ভাব হয়েছে, যাকে তারা অস্বীকার-অমান্য করে আসছিলো। কিন্তু তারা উটনীটির দৌরাত্ম্য সত্ত্বেও তার ওপর আঘাত করতে ভয় পাচ্ছিলো। কারণ তারা মনে মনে ভাবছিলো যে, এর পেছনে কোনো অলৌকিক শক্তি আছে। তাই উটনীটিকে আঘাত করতে তারা সাহস পাচ্ছিলো না। অবশেষে তারা তাদের মধ্যকার দুঃসাহসী, হঠকারী ও অপরিণামদর্শী লোকটিকে এ জঘন্য কাজে নিয়োজিত করেছে। সে লোকটি উটনীটিকে হত্যা করে নিজের বাহাদুরী প্রকাশ করলো।

২১. অর্থাৎ গৃহপালিত পশুর খোয়াড়-মালিকেরা যেমন খোয়াড়ের পশুর জন্য শুষ্ক খড়, কাঠ ও বাঁশ ব্যবহার করে আর পশুর পায়ে পিষ্ট হয়ে সেসব দ্রব্যাদি গুড়ো গুড়ো হয়ে যায়, সামূদ জাতির লাশগুলোকেও আল্লাহ তা'আলা খোয়াড়ের পদদলিত খড়-কুটোর সাথে তুলনা করেছেন।

إِلَّآ ءَالَ لُوطٍ ۖ نَّجَّيْنَٰهُم بِسَحَرٍ ﴿٣٤﴾ نِّعْمَةً مِّنْ عِندِنَا ۚ كَذَٰلِكَ نَجْزِى مَن شَكَرَ ﴿٣٥﴾

লূত-এর পরিবার ছাড়া ; আমি তাদেরকে রাতের শেষভাগে রক্ষা করেছিলাম। ৩৫.—আমার পক্ষ থেকে দয়া অনুগ্রহ স্বরূপ ; যারা শোকর করে তাদেরকে আমি এরূপই প্রতিদান দিয়ে থাকি।

وَلَقَدْ أَنذَرَهُم بَطْشَتَنَا فَتَمَارَوْا۟ بِٱلنُّذُرِ ﴿٣٦﴾ وَلَقَدْ رَٰوَدُوهُ عَن ضَيْفِهِۦ فَطَمَسْنَآ

৩৬. আর নিঃসন্দেহে তিনি (লূত) আমার পাকড়াও সম্পর্কে তাদেরকে সতর্ক করে দিয়েছিলেন, কিন্তু তারা সতর্কীকরণ সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করেছিলো। ৩৭. আর তারা তো তাঁকে (লূত-কে) তাঁর মেহমানদের ব্যাপারে ফুসলিয়েছিলো, তখন আমি অন্ধ করে দিলাম।

أَعْيُنَهُمْ فَذُوقُوا۟ عَذَابِى وَنُذُرِ ﴿٣٧﴾ وَلَقَدْ صَبَّحَهُم بُكْرَةً عَذَابٌ مُّسْتَقِرٌّ ﴿٣٨﴾

তাদের চোখগুলো ; (এবং বললাম) অতএব আমার আযাব ও সতর্কীকরণের মজা ভোগ করো।[২২] ৩৮. আর নিঃসন্দেহে অতি ভোরে তাদের ওপর আপতিত হলো এক বিরামহীন আযাব।

إِلَّآ-ছাড়া ; اٰلَ-পরিবার ; لُوْطٍ-লূতের ; نَجَّيْنٰهُمْ-আমি তাদেরকে রক্ষা করেছিলাম ; بِسَحَرٍ-রাতের শেষভাগে। ৩৫ نِعْمَةً-দয়া অনুগ্রহ স্বরূপ ; مِنْ-থেকে ; عِنْدِنَا-আমার পক্ষ ; كَذٰلِكَ-এরূপই ; نَجْزِىْ-আমি প্রতিদান দিয়ে থাকি; مَنْ-তাদেরকে যারা ; شَكَرَ-শোকর করে। ৩৬ وَ-আর ; لَقَدْ اَنْذَرَهُمْ-নিঃসন্দেহে তিনি (লূত) তাদেরকে সতর্ক করে দিয়েছিলেন ; بَطْشَتَنَا-আমার পাকড়াও সম্পর্কে; فَتَمَارَوْا-কিন্তু তারা সন্দেহ পোষণ করেছিলো; بِالنُّذُرِ-সতর্কীকরণ সম্পর্কে। ৩৭ وَ-আর ; لَقَدْ رَاوَدُوْهُ-তারা তো তাঁকে (লূতকে) ফুসলিয়েছিলো ; عَنْ-ব্যাপারে ; ضَيْفِهٖ-তাঁর মেহমানদের; فَطَمَسْنَآ-তখন আমি অন্ধ করে দিলাম ; اَعْيُنَهُمْ-(اعين+هم)-তাদের চোখগুলো ; فَذُوْقُوْا-(এবং বললাম)-অতএব তোমরা মজা ভোগ করো ; عَذَابِىْ-আমার আযাব ; وَ-ও ; نُذُرِ-সতর্কীকরণের। ৩৮ وَ-আর ; لَقَدْ صَبَّحَهُمْ-আর নিঃসন্দেহের তাদের ওপর আপতিত হলো ; بُكْرَةً-অতি ভোরে ; عَذَابٌ-এক আযাব ; مُسْتَقِرٌّ-বিরামহীন।

২২. 'কাওমে লূতের ঘটনা ইতিপূর্বে সূরা হুদ-এর ৭৭ থেকে ৮৩ আয়াত এবং সূরা হিজর-এর ৬১ থেকে ৭৪ আয়াতে সবিস্তার বর্ণিত হয়েছে। এ জাতি এমন এক অপকর্মের সূচনা করেছিলো, যা ইতিপূর্বে দুনিয়াতে আর কোনো মানুষ করেনি। এরা বালকদের সাথে কুকর্মে অভ্যস্ত ছিলো। আল্লাহ তাদের পরীক্ষার জন্য কয়েকজন ফেরেশতাকে সুশ্রী বালকের বেশে লূত আ.-এর নিকট পাঠান। দুর্বৃত্তরা বালকবেশী ফেরেশতাদের সাথে অপকর্মের মানসে লূত আ.-এর গৃহে উপস্থিত হয়। লূত আ. ঘরের দরজা বন্ধ করে দেন ; কিন্তু তারা দরজা ভেঙ্গে অথবা দেয়াল টপকে ভেতরে ঢুকতে থাকে। লূত আ. নিজেকে অসহায় বোধ করলে ফেরেশতারা তাদের আসল পরিচয় দিয়ে তাঁকে অভয় দিয়ে বলে—'আপনি

﴿٣٩﴾ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِ ﴿٤٠﴾ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ

৩৯. অতএব আমার আযাব ও সতর্কীকরণের মজা ভোগ করো। ৪০. আর নিঃসন্দেহে আমি উপদেশ গ্রহণের জন্য কুরআনকে সহজ করে দিয়েছি, অতএব আছে কি কোনো উপদেশ গ্রহণকারী ?

৩৯ فَذُوقُوا-(ف+ذوقوا)-অতএব মজা ভোগ করো ; عَذَابِي-(عذاب+ى)-আমার আযাব ; وَ-ও ; نُذُرِ-সতর্কীকরণের। ৪০ وَ-আর ; لَقَدْ يَسَّرْنَا-নিঃসন্দেহে আমি সহজ করে দিয়েছি ; الْقُرْآنَ-কুরআনকে ; لِلذِّكْرِ-উপদেশ গ্রহণের জন্য ; فَهَلْ-(ف+هل)-অতএব আছে কি ? مِنْ-কোনো ; مُدَّكِرٍ-উপদেশ গ্রহণকারী।

চিন্তিত হবেন না, এরা আমাদের নিকটেই আসতে পারবে না। আমরা ওদেরকে শাস্তি দেয়ার জন্যই প্রেরিত হয়েছি। তারপর ফেরেশতারা দুর্বৃত্তদের চোখ অন্ধ করে দেয়। ফলে তারা অন্ধকারে ঘরের দরজা খুঁজে ফিরতে থাকে। ফেরেশতারা লূত আ.-কে ভোর হওয়ার আগেই পরিবার-পরিজন নিয়ে সেই এলাকার বাইরে চলে যেতে বলে। লূত আ. সপরিবারে রাত থাকতেই এলাকা ত্যাগ করেন। অতপর আল্লাহ এ অপরাধী জাতিকে সমূলে ধ্বংস করে দেন।

২য় রুকূ' (২৩-৪০ আয়াত)-এর শিক্ষা

১. সর্বযুগে রিসালাতকে অবিশ্বাসী মানুষ তাদের বিশ্বাস ও কর্মের সপক্ষে একই অজুহাত উত্থাপন করেছে। সামূদ জাতিও তাদের প্রতি প্রেরিত নবী সালেহ আ.-কে একই অজুহাত উত্থাপন করে তাঁর কথা মেনে নিতে অস্বীকার করেছে। মক্কার কুরাইশ-কাফিররাও মুহাম্মাদ সা.-এর আনীত দীনকে একই অজুহাতে অমান্য করেছে।

২. আজও যারা ইসলামকে মেনে নিতে অস্বীকার করছে, তারাও বিভিন্ন আঙ্গিকে সেই পুরোনো খোড়া মিথ্যা অজুহাত পেশ করছে।

৩. লূত আ.-এর কাওমও আল্লাহর নবী লূত আ.-এর সাথে হঠকারিতায় সীমালংঘন করেছে ; পৃথিবীতে এরা ছিলো সমকামিতার মতো জঘন্য কুকর্মের সূচনাকারী।

৪. আল্লাহর দীনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহকারী সকল অপরাধী জাতির পরিণতি একই হতে বাধ্য। এটাই আল্লাহর স্থায়ী বিধান। আর আল্লাহর বিধানে কোনো পরিবর্তন নেই।

৫. আল্লাহ তা'আলা কুরআন মাজীদকে মানুষের জন্য সহজ করে পেশ করেছেন, যাতে সর্বকালে সকল পর্যায়ের মানুষই সহজেই কুরআনের আদেশ-নিষেধ মেনে চলতে পারে।

৬. যেসব জাতি আল্লাহর দীন মানতে অস্বীকার করেছে, আল্লাহ দুনিয়াতেই তাদের কঠোর আযাব দিয়ে ধ্বংস করে দিয়েছেন। আর আখিরাতের শাস্তি তো তাদের জন্য নির্ধারিত আছেই।

৭. আল্লাহ নূহ আ.-এর জাতিকেই জলোচ্ছ্বাস ও ঝড়-বৃষ্টি দিয়ে ; 'আদ জাতিকে প্রচণ্ড ঝড়-তুফান দিয়ে এবং সামূদ জাতিকে বিকট বজ্রধ্বনি দিয়ে এবং কাওমে লূতকে পাথর বর্ষণকারী-ঝড়ো বাতাস দিয়ে ধ্বংস করে দিয়েছেন।

৮. আল্লাহ তা'আলা যুগে যুগে তাঁর অনুগত ও সৎকর্মশীল বান্দাহদেরকে তাঁর আযাব থেকে রক্ষা করেন, যেমন লূত আ.-এর পরিবার ও তাঁর অনুসারীদেরকে রক্ষা করেছেন।

৯. লূত আ.-এর জাতির করুণ পরিণতি থেকে শিক্ষণীয় উপদেশ হলো আল্লাহর আযাব থেকে রক্ষা পেতে হলে আল্লাহর নবীর আনীত দীন মেনে চলতে হবে।

সূরা হিসেবে রুকূ'-৩
পারা হিসেবে রুকূ'-১০
আয়াত সংখ্যা-১৫

﴿٤١﴾ وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ ﴿٤٢﴾ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كُلِّهَا فَأَخَذْنَاهُمْ

৪১. আর নিঃসন্দেহে ফিরআউন-সম্প্রদায়ের কাছেও সতর্ককারীগণ এসেছিলেন। ৪২. (কিন্তু) তারা আমার সকল নিদর্শনকে মিথ্যা সাব্যস্ত করেছে, সুতরাং আমি তাদেরকে পাকড়াও করলাম

أَخْذَ عَزِيزٍ مُقْتَدِرٍ ﴿٤٣﴾ أَكُفَّارُكُمْ خَيْرٌ مِنْ أُولَٰئِكُمْ أَمْ لَكُمْ بَرَاءَةٌ

পরাক্রমশালী মহাশক্তিধরের পাকড়াও। ৪৩. তোমাদের (যুগের) কাফিররা কি তোমাদের আগেকার (যুগের) কাফিরদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ ?[২৩] না-কি তোমাদের জন্য মুক্তির সনদ রয়েছে

فِي الزُّبُرِ ﴿٤٤﴾ أَمْ يَقُولُونَ نَحْنُ جَمِيعٌ مُنْتَصِرٌ ﴿٤٥﴾ سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ

আসমানী কিতাবসমূহে ? ৪৪. না-কি তারা বলে—'আমরা একটি সংঘবদ্ধ বিজয়ী দল' ? ৪৫. খুব শীঘ্রই দলটি পরাজিত হবে এবং পালিয়ে যাবে

(৪১) وَ-আর ; لَقَدْ جَاءَ-(ل+قد جاء)-নিঃসন্দেহে এসেছিলেন ; آلَ-সম্প্রদায়ের কাছেও ; فِرْعَوْنَ-ফিরআউন ; النُّذُرُ-সতর্ককারীগণ। (৪২) كَذَّبُوا-(কিন্তু) তারা মিথ্যা সাব্যস্ত করেছে ; بِآيَاتِنَا-(ب+ايت+نا)-আমার নিদর্শনকে ; كُلِّهَا-সকল ; فَأَخَذْنَاهُمْ-(ف+اخذنا+هم)-সুতরাং আমি তাদেরকে পাকড়াও করলাম ; أَخْذَ-পাকড়াও ; عَزِيزٍ-পরাক্রমশালী ; مُقْتَدِرٍ-মহাশক্তিধরের। (৪৩) أَكُفَّارُكُمْ-(ا+كفار+هم)-তোমাদের (যুগের) কাফিররা কি ; خَيْرٌ-শ্রেষ্ঠ ; مِنْ-থেকে ; أُولَٰئِكُمْ-(اولاء+كم)-তোমাদের আগেকার (যুগের) কাফিরদের ; أَمْ-না-কি ; لَكُمْ-তোমাদের জন্য রয়েছে ; بَرَاءَةٌ-মুক্তির সনদ ; فِي الزُّبُرِ-(فى+ال+زبر)-আসমানী কিতাবসমূহে। (৪৪) أَمْ-না-কি ; يَقُولُونَ-তারা বলে ; نَحْنُ-আমরা ; جَمِيعٌ-একটি সংঘবদ্ধ দল ; مُنْتَصِرٌ-বিজয়ী। (৪৫) سَيُهْزَمُ-খুব শীঘ্রই পরাজিত হবে ; الْجَمْعُ-দলটি ; وَ-এবং ; يُوَلُّونَ-পালিয়ে যাবে ;

২৩. অর্থাৎ আগেকার যেসব কাফির তাদের নবীদের অমান্য করার কারণে কঠোর আযাবে পতিত হয়েছে, তাদের চেয়ে এমন কি আলাদা বৈশিষ্ট্য আছে যে, তোমরা শেষ নবীর আনীত দীন অমান্য করে অনুরূপ কুফরীতে লিপ্ত থেকেও আযাব থেকে রেহাই পেয়ে যাবে—কক্ষণো নয়—তোমরাও অতীতের কাফিরদের মতো আযাবে পতিত হবে। তাদের কুফরী থেকে তোমাদের কুফরীর আলাদা এমন কোনো বৈশিষ্ট্য নেই যা তোমাদেরকে

الدُّبُرَ ﴿٤٥﴾ بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَدْهَىٰ وَأَمَرُّ ﴿٤٦﴾ إِنَّ الْمُجْرِمِينَ

পৃষ্ঠ দেখিয়ে।[২৪] ৪৬. বরং কিয়ামত-ই হলো তাদের (শাস্তির) ওয়াদাকৃত সময়, আর কিয়ামত বড়ই কঠোর ও অধিক তিক্ত সময়।[২৫] ৪৭. নিশ্চয়ই অপরাধীরা পড়ে আছে

فِي ضَلَالٍ وَسُعُرٍ ﴿٤٧﴾ يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي النَّارِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ ذُوقُوا

গুমরাহী ও পাগলামীতে। ৪৮. যেদিন তাদেরকে তাদের মুখমণ্ডলের ওপর টেনে-হেঁচড়ে জাহান্নামে নিয়ে যাওয়া হবে (সেদিন বলা হবে)—মজা ভোগ করো

الدُّبُرِ-পৃষ্ঠ দেখিয়ে। ৪৬ بَلْ-বরং ; السَّاعَةُ-কিয়ামত-ই হলো ; مَوْعِدُهُمْ-(موعد+هم)-তাদের (শাস্তির) ওয়াদাকৃত সময় ; وَ-আর ; السَّاعَةُ-কিয়ামত ; أَدْهَىٰ-বড়ই কঠোর ; وَ-ও ; أَمَرُّ-অধিক তিক্ত সময়। ৪৭ إِنَّ-নিশ্চয়ই ; الْمُجْرِمِينَ-অপরাধিরা ; فِي ضَلَالٍ-পড়ে আছে গুমরাহী ; وَ-ও ; سُعُرٍ-পাগলামীতে। ৪৮ يَوْمَ-যেদিন ; يُسْحَبُونَ-তাদেরকে টেনে-হেচড়ে নিয়ে যাওয়া হবে ; فِي النَّارِ-(فى+ال+نار)-জাহান্নামে ; عَلَىٰ-উপর ; وُجُوهِهِمْ-(وجوه+هم)-তাদেরকে মুখমণ্ডলের ; ذُوقُوا-(সেদিন বলা হবে)—মজা ভোগ করো ;

আযাব থেকে রক্ষা করতে পারে। এ কথাগুলো মক্কার কুরাইশ কাফিরদেরকে সম্বোধন করে বলা হয়েছে।

২৪. অর্থাৎ মক্কার কাফির কুরাইশরা যদিও এখন নিজেদের সংঘবদ্ধ বিজয়ী দল হিসেবে ভেবে আত্মপ্রসাদ লাভ করলেও শীঘ্রই এমন সময় আসবে যে, তারা মুসলমানদের সাথে মুকাবিলায় পেছন ফিরে পালাবে। হিজরতের পাঁচ বছর আগে এমন এক সময়ে মুসলমানদেরকে এ ভবিষ্যদ্বাণী শোনানো হয়েছে, তখন কেউ কল্পনাও করতে পারেনি যে, মুসলমানদের সামনে এমন এক অনুকূল অবস্থা আসবে। কারণ মুসলমানদের তখনকার অবস্থা ছিল অত্যন্ত করুন, কাফিরদের অত্যাচার নির্যাতনে অতীষ্ট হয়ে তাদের অনেক লোককে হাবশায় হিজরত করতে হয়েছে। অবশিষ্ট মুসলমানরা কুরাইশদের বয়কট-অবরোধের শিকার হয়ে আবু তালিব গিরিসংকটে অমানবিক জীবনযাপনে বাধ্য হয়েছে। এমতাবস্থায় এটা কল্পনাও করতে পারার কথা নয় যে, মাত্র সাত বছরের মধ্যেই অবস্থা আমূল পরিবর্তন হয়ে যাবে এবং আলোচ্য আয়াতে ঘোষিত ভবিষ্যদ্বাণী হুবুহু বাস্তব হয়ে দেখা দেবে। ইকরিমা থেকে বর্ণিত আছে যে, হযরত উমর রা. প্রায়ই বলতেন যে, এ আয়াত নাযিল হলে আমি হয়রান হয়ে গেলাম—এ সংঘবদ্ধ বিজয়ী দল কোন্‌টি যারা সহসা পরাজিত হয়ে পালাবে। অতপর বদর যুদ্ধে আমি যখন দেখলাম রাসূলুল্লাহ সা. বর্ম পরিহিত অবস্থায় কাফিরদের ওপর অভিযান পরিচালনা করছেন আর তাঁর যবান মুবারকে উচ্চারিত হচ্ছে আলোচ্য আয়াতটি তখন আমি বুঝতে পারলাম যে, আয়াতে বদরের পরাজয়ের খবরই সাত বছর আগে দেয়া হয়েছিল।

مَسَّ سَقَرَ ﴿٤٨﴾ إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَٰهُ بِقَدَرٍ ﴿٤٩﴾ وَمَآ أَمْرُنَآ إِلَّا وَٰحِدَةٌ

আগুনের স্পর্শের। ৪৯. আমি অবশ্যই প্রত্যেকটি বস্তুকে তাকে সুনির্ধারিত পরিমাণে সৃষ্টি করেছি।[২৬] ৫০. আর আমার নির্দেশ তো এক মুহূর্তের ব্যাপার ছাড়া কিছু নয়—

كَلَمْحٍۭ بِٱلْبَصَرِ ﴿٥٠﴾ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَآ أَشْيَاعَكُمْ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ ﴿٥١﴾

চোখের একটি পলকের মতো।[২৭] ৫১. আর নিঃসন্দেহে আমি ধ্বংস করে দিয়েছি তোমাদের সমপন্থী দলগুলোকে[২৮], অতএব আছে কি (এ থেকে) কোনো উপদেশ গ্রহণকারী ?

مَسَّ-স্পর্শের ; سَقَرَ-আগুনের। ④৯ إِنَّا-আমি অবশ্যই ; كُلَّ-প্রত্যেকটি ; شَيْءٍ-বস্তুকে; خَلَقْنَٰهُ-(خلقنا+ه)-তাকে সৃষ্টি করেছি ; بِقَدَرٍ-(ب+قدر)-সুনির্ধারিত পরিমাণে। ⑤০ وَ-আর ; مَا-কিছু নয় ; أَمْرُنَا-(امر+نا)-আমার নির্দেশতো ; إِلَّا-ছাড়া ; وَاحِدَةٌ-এক মুহূর্তের ব্যাপার ; كَلَمْحٍ-(ك+لمح)-একটি পলকের মতো ; بِالْبَصَرِ-চোখের। ⑤১ وَ-আর ; لَقَدْ أَهْلَكْنَا-নিঃসন্দেহে আমি ধ্বংস করে দিয়েছি ; أَشْيَاعَكُمْ-(اشياع+كم)-তোমাদের সমপন্থী দলগুলোকে ; فَهَلْ-(ف+هل)-অতএব আছে কি ; مِنْ-(এ থেকে) কোনো ; مُدَّكِرٍ-উপদেশ গ্রহণকারী।

২৫. অর্থাৎ কিয়ামত সবচেয়ে ভয়াবহ, কঠোর এবং সবচেয়ে তিক্ত ও অপছন্দনীয় ঘটনা। 'আদহা' অর্থ সবচেয়ে ভয়াবহ ও কঠোর। আর 'আমাররুন' অর্থ সবচেয়ে তিক্ত। শব্দটি 'মুররুন' শব্দ থেকে উদ্ভূত।

২৬. অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা বিশ্ব-জাহানের প্রতিটি ছোট-বড় বস্তুকে উপযোগিতা অনুসারে যথাযথ পরিমাপ ও পরিমাণে তৈরী করেছেন। কোনো জিনিস-ই উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যহীনভাবে বিনা পরিকল্পনায় সৃষ্টি করেননি। 'কাদার' শব্দটি আল্লাহর নির্ধারিত 'তাকদীর' বা বিধিলিপি অর্থেও ব্যবহৃত হয়। এ অর্থের আলোকে মুফাসসিরীনে কিরাম আয়াতের অর্থ করেছেন—"আমি প্রত্যেকটি বস্তুকে তার 'তাকদীর অনুসারে সৃষ্টি করেছি।" অর্থাৎ প্রত্যেকটি বস্তুই একটা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য, নির্দিষ্ট পরিমাণে সৃষ্টি করা হয়েছে এবং সেই নির্দিষ্ট সময় শেষ হলেই তার বিলুপ্তি ঘটবে। এ তাকদীরের আবেষ্টনী থেকে এ বিশ্বজগতও মুক্ত নয়। নির্দিষ্ট মেয়াদ শেষে এ জগতেরও বিলুপ্তি অবশ্যই ঘটবে।

ইসলামের মৌলিক বিশ্বাসগুলোর মধ্যে 'তাকদীর' অন্যতম। তাকদীরকে সরাসরি অস্বীকারকারী 'কাফির'। আর দ্ব্যর্থবোধক ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ উপস্থাপনের মাধ্যমে অস্বীকারকারী ফাসিক ,

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সা. ইরশাদ করেছেন —প্রত্যেক উম্মতের মধ্যে কিছু লোক 'মজুসী তথা অগ্নিপূজক কাফির থাকে ;

﴿٥٢﴾ وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ ﴿٥٣﴾ وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٌ ﴿٥٤﴾ إِنَّ الْمُتَّقِينَ

৫২. আর প্রত্যেকটি বিষয়—যা তারা করেছে—আমলনামায় লিপিবদ্ধ আছে। ৫৩.—এবং ছোট ও বড় প্রতিটি বিষয়ই লিখিত আছে।[২৯] ৫৪. আর অবশ্যই মুত্তাকীরা

فِي جَنَّاتٍ وَنَهَرٍ ﴿٥٥﴾ فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِيكٍ مُقْتَدِرٍ ۝

বাগ-বাগিচা ও ঝর্ণাধারাসমূহের মধ্যে থাকবে। ৫৫. যথাযথ মর্যাদার আসনে, সর্বময় শক্তিধর মালিকের সমীপে।

(৫২) وَ-আর ; كُلُّ-প্রত্যেকটি ; شَيْءٍ-বিষয় ; فَعَلُوهُ-(فعلوا+ه)-যা তারা করেছে ; فِي الزُّبُرِ-(فى+ال+زبر)-আমলনামায় লিপিবদ্ধ আছে। (৫৩) وَ-এবং ; كُلُّ-প্রতিটি বিষয় ; صَغِيرٍ-ছোট ; وَ-ও ; كَبِيرٍ-বড় ; مُسْتَطَرٌ-লিখিত আছে। (৫৪) إِنَّ-অবশ্যই ; الْمُتَّقِينَ-মুত্তাকীরা ; فِي-মধ্যে থাকবে ; جَنَّاتٍ-বাগ-বাগিচা ; وَ-ও ; نَهَرٍ-ঝর্ণাধারাসমূহের। (৫৫) فِي مَقْعَدِ-আসনে ; صِدْقٍ-যথাযথ মর্যাদার ; عِنْدَ-সমীপে ; مَلِيكٍ-মালিকের ; مُقْتَدِرٍ-সর্বময় শক্তিধর।

আমার উম্মতের অগ্নিপূজক হলো তারা, যারা 'তাকদীর' বিশ্বাস করে না। এরা অসুস্থ হলে খবর নিও না এবং মরে গেলে কাফন-দাফনে অংশ গ্রহণ করো না। (রুহুল মাআনী)

২৭. অর্থাৎ তাকদীর অনুসারে কিয়ামত সংঘটনের জন্য আমার কোনো দীর্ঘ প্রস্তুতির প্রয়োজন হবে না। চোখের পলক ফেলার মতো সময়ের মধ্যেই আমার নির্দেশ কার্যকর হয়ে যাবে।

২৮. অর্থাৎ তোমাদের মতো আকীদা-বিশ্বাস পোষণকারী এবং তোমাদের চেয়ে সবদিক দিয়ে শক্তিমান অনেক জাতিকে আমি ধ্বংস করে দিয়েছি। সুতরাং তোমাদের এটা মনে করার কোনো সুযোগ নেই যে, তোমরা যা ইচ্ছে করেই যাবে, তোমাদেরকে পাকড়াও করার কেউ নেই।

২৯. অর্থাৎ মানুষের ছোট-বড় সকল কৃতকর্মের রেকর্ড সংরক্ষিত আছে। কোনো কাজেই হারিয়ে যাওয়ার উপায় নেই। আর এ সংরক্ষিত রেকর্ড যথাসময়ে তাদের সামনে হাজির করা হবে।

৩য় রুকূ'(৪১-৫৫ আয়াত)-এর শিক্ষা

১. এ সূরাতে অতীতের পাঁচটি শক্তিশালী প্রবল-পরাক্রান্ত জাতির পরিণতি উল্লেখ করে বারবার বলেছেন যে, আমার শাস্তি ও সতর্কীকরণের মজা ভোগ কর। এ থেকে আমাদের উপদেশ গ্রহণ করা কর্তব্য।

২. পাঁচটি জাতির প্রথমে উল্লেখ করা হয়েছে নূহ আ-এর জাতির। কারণ তারাই ছিল বিশ্বের সর্ব প্রথম জাতি যাদেরকে আল্লাহ স্বীয় আযাব দিয়ে ধ্বংস করে দিয়েছেন।

৩. ধ্বংস প্রাপ্ত জাতি হিসেবে বাকী যাদের নাম উল্লিখিত হয়েছে তারা হলো—আদ জাতি, সামূদ জাতি ও লূত আ.-এর জাতি এবং সর্বশেষ ফিরাউনের সম্প্রদায়।

৪. আল্লাহর দীনকে প্রত্যাখ্যান করার ফলে অতীতের এসব শক্তিশালী জাতিগুলো ধ্বংস হয়ে গেছে, তেমনি বর্তমানকালের আপাত শক্তিধর অপরাধী জাতিগুলোও নিঃসন্দেহে ধ্বংস হয়ে যাবে।

৫. কোনো অপরাধী জাতি-ই তার অপরাধের জন্য আল্লাহর পাকড়াও থেকে রক্ষা পেতে পারে না। এটা যেমন অতীতে পারেনি তেমনি আজ এবং আগামীকালও পারবে না।

৫. অপরাধী জাতিগুলোকে পাকড়াও করার চূড়ান্ত সময় হলো কিয়ামত। তবে কিয়ামতের সংঘটনকাল আল্লাহ ছাড়া আর কেউ জানে না।

৭. কোনো যুগের কাফিরই আল্লাহর পাকড়াও থেকে রেহাই পাবে না—এটা আল্লাহর ওয়াদা, সুতরাং বাতিলের সাময়িক উত্থানে ভয় পাওয়ার কিছুই নেই।

৮. কিয়ামত অত্যন্ত ভয়াবহ ও কঠিন থেকে কঠিন বিপদজনক এবং খুবই তিক্ত ও বিস্বাদজনক ঘটনা। সুতরাং এটাকে খেলো ও গুরুত্বহীন মনে করার কোনো সুযোগ নেই।

৯. যারা কিয়ামতকে উপেক্ষা করে যাচ্ছেতাই জীবনে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে, তারা নিশ্চিতভাবে পথভ্রষ্ট ও মস্তিষ্ক বিকৃত। কিয়ামতের দিন উল্লিখিত বিকৃত মস্তিষ্ক পথভ্রষ্টদেরকে উপুড় করে টেনে-হেচড়ে জাহান্নামের আগুনে নিক্ষেপ করা হবে।

১০. আল্লাহ প্রত্যেকটি বস্তুকে একটি সুনির্ধারিত মেয়াদ এবং পরিমিতিতে সৃষ্টি করেছেন—এটাই তার তাকদীর—এর ব্যতিক্রম কিছু হতে পারে না।

১১. তাকদীরে বিশ্বাস ঈমানের মৌলিক বিষয়ের অন্যতম। তাকদীর অবিশ্বাসকারী কাফির।

১২. কিয়ামত সংঘটনের আল্লাহর একটিমাত্র নির্দেশ-ই যথেষ্ট ; যা চোখের একটি পলক ফেলার সময়ের মধ্যেই সংঘটিত হয়ে যাবে।

১৩. অতীতের অবিশ্বাসী জাতিসমূহের ধ্বংস থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে জীবনকে সঠিক পথে পরিচালিত করাই বুদ্ধিমানের পরিচায়ক।

১৪. মানুষের কৃতকর্মের কোনো ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র বিষয়ই আমলনামায় সংরক্ষণ থেকে বাদ থাকবে না—কিয়ামতের দিন সবই তার সামনে উপস্থাপিত হবে।

১৫. আল্লাহর উপর দৃঢ় বিশ্বাসী সৎকর্মশীল বান্দাহগণ অবশ্যই বাগ-বাগিচা ও ঝর্ণাধারার মধ্যে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে বসবাস করবেন।

১৬. সৎকর্মশীল মু'মিন বান্দাহগণ নিঃসন্দেহে আল্লাহর দরবারে যথাযথ মর্যাদার আসনে থাকবে।

❑

সূরা আর রাহমান-মাদানী
আয়াত ঃ ৭৮
রুকূ' ঃ ৩

নামকরণ

সূরার প্রথম আয়াতটিকেই এর নাম হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। 'আর-রাহমান' অর্থ পরম দয়াবান। অবশ্য বিষয়বস্তুর আলোকেও এ নামকরণ সার্থক হয়েছে। কারণ বিষয়বস্তুর সিংহভাগেই অসীম দয়াবান আল্লাহর করুণা-অনুগ্রহের বিবরণ রয়েছে।

এ সূরার 'আর-রাহমান' নামকরণের একটি কারণ এই যে, মক্কার কাফিররা আল্লাহ তাআলার এ নাম সম্পর্কে অবগত ছিলো না। তাই মুসলমানদের মুখে এ নাম শুনে তারা বলাবলি করতো—"রাহমান' আবার কি ?" তাদেরকে অবহিত করার জন্য এ সূরার নাম হিসেবে 'আর-রাহমান' শব্দটি গ্রহণ করা হয়েছে।

নাযিলের সময়কাল

অধিকাংশ মুফাস্‌সির-এর মতে এ সূরা রাসূলুল্লাহ সা.-এর মাক্কী জীবনের প্রথমদিকে নাযিল হয়েছে। বেশ কিছু হাদীস থেকে এর সমর্থন পাওয়া যায়। হযরত জাবির রা. থেকে তিরমিযীতে বর্ণিত হয়েছে যে, একবার রাসূলুল্লাহ সা. কয়েকজন লোকের সামনে সূরা আর-রাহমান তিলাওয়াত করেন। শ্রোতাদের মধ্যে থেকে এর কোনো সাড়া না পেয়ে তিনি বললেন—"আমি লাইলাতুল জিন তথা জিন-রজনীতে জিনদের সামনে এ সূরা তিলাওয়াত করেছিলাম। তারা তোমাদের চেয়ে উত্তম সাড়া দান করেছিল। আমি যখনই 'ফা-বিআইয়ি আ-লা-য়ি রাব্বিকুমা তুকায্‌যিবান' (অতপর তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ কোন্ নিয়ামতকে অস্বীকার করবে ?) পাঠ করতাম তখন তারা সমস্বরে বলে উঠতো 'রাব্বানা লা নুকায্‌যিবু বিশাইয়িম মিন নিয়ামিকা ফা-লাকাল হামদু। অর্থাৎ হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা আপনার কোনো নিয়ামতকেই অস্বীকার করি না, অতএব সমস্ত প্রশংসা-ই আপনার জন্য। এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, এ সূরা মাক্কী ; কেননা জিন-রজনীর ঘটনা মক্কায় সংঘটিত হয়েছিল। সে রাতে তিনি জিনদের কাছে ইসলামের দাওয়াত দিয়েছিলেন এবং তাদেরকে ইসলামী শিক্ষা দান করেছিলেন।

আলোচ্য বিষয়

এ সূরার আগের সূরা আল ক্বামারে আগেকার অবাধ্য জাতিসমূহের শাস্তি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। তাই প্রত্যেক শাস্তি আলোচনা করার পরপরই মানুষকে একথা বলে হুশিয়ার করে দেয়া হয়েছে—"দেখো কেমন ছিল আমার শাস্তি ও সতর্কবাণী।" আবার নাফরমান জাতিসমূহের প্রতি উদ্দেশ্য করে বলা হয়েছে—"এখন আমার শাস্তি ও সতর্ককরণের মজা ভোগ করো।" অতপর মানুষকে এ বলে উপদেশ গ্রহণের প্রতি

উৎসাহিত করা হয়েছে—"আমি কুরআনকে উপদেশ গ্রহণের জন্য সহজ করে দিয়েছি, আছে কি (তোমাদের মধ্যে) কোনো উপদেশ গ্রহণকারী ?"

তারপর আলোচ্য সূরা আর-রাহমানে সৃষ্টির প্রতি আল্লাহ তা'আলার ইহলৌকিক ও পারলৌকিক দয়া-অনুগ্রহের বর্ণনা দেয়া হয়েছে। তাই কোনো বিশেষ অবদান উল্লেখ করার পরই মানুষ ও জিনকে সতর্ক ও কৃতজ্ঞতা স্বীকারে উৎসাহিত করার জন্য বারবার জিজ্ঞেস করা হয়েছে—"অতএব (হে জ্বিন ও মানুষ!) তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ কোন্ অবদানকে অস্বীকার করবে ?" এ প্রশ্নবোধক বাক্যটি আলোচ্য সূরাতে ৩১ (একত্রিশ) বার উল্লিখিত হয়েছে। কুরআন মাজীদের শুধুমাত্র এ সূরাতেই আল্লাহ তাআলা মানুষ ও জ্বিন জাতিকে একই সাথে সম্বোধন করেছেন এবং তাদের প্রতি আল্লাহর অপরিসীম দয়া অনুগ্রহের বর্ণনা, তাঁর সামনে তাদের অক্ষমতা ও অসহায়ত্ব, তাঁর সামনে তাদের জবাবদিহীর অনুভূতি জাগিয়ে দিয়ে তাঁর অবাধ্যতার অশুভ পরিণতি সম্পর্কে সতর্ক করে দিয়েছেন। সূরা আর-রাহমান ছাড়াও জিনদের ব্যাপারে পরিষ্কার বক্তব্য রয়েছে যে, তারাও মানুষের মতো স্বাধীন ক্ষমতা ও কর্তৃত্বসম্পন্ন দায়িত্বশীল সৃষ্টি। তাদেরকেও কুফরী ও ঈমান গ্রহণের এবং অনুগত ও অবাধ্য হওয়ার স্বাধীনতা দেয়া হয়েছে। তাদের মধ্যেও মানুষের মতো কাফির ও মু'মিন এবং অনুগত ও অবাধ্য আছে। তাদের মধ্যেও নবী-রাসূল ও আসমানী কিতাবসমূহের প্রতি বিশ্বাসী ও অবিশ্বাসী বান্দাহ আছে।

সূরার শুরুতে মানুষকে সম্বোধন করে কথা বলা হয়েছে। কারণ তাদেরকেই আল্লাহ দুনিয়াতে তাঁর খলিফা বা প্রতিনিধি হিসেবে নিযুক্ত করেছেন। তাদের মধ্যে নবী-রাসূলদের আগমন হয়েছে। আসমানী কিতাবগুলো তাদের ভাষাতেই নাযিল হয়েছে।

অতপর ১৩ আয়াত থেকে শেষ পর্যন্ত মানুষ ও জিন উভয় জাতিকে সম্বোধন করে কথা বলা হয়েছে এবং উভয়ের সামনে একই দাওয়াত দেয়া হয়েছে। সূরার শেষ পর্যন্ত যা কিছু বলা হয়েছে সেসব কিছুতে মানুষ ও জিন উভয় জাতিরই সংশ্লিষ্টতা রয়েছে। স্রষ্টার আনুগত্যের পুরস্কার এবং অবাধ্যতার শাস্তি উভয় জাতি-ই ভোগ করবে।

□

① اَلرَّحْمٰنُ ② عَلَّمَ الْقُرْاٰنَ ③ خَلَقَ الْاِنْسَانَ ④ عَلَّمَهُ الْبَيَانَ ⑤ اَلشَّمْسُ وَالْقَمَرُ

১. পরম করুণাময় (আল্লাহ) ২. তিনি শিক্ষা দিয়েছেন কুরআন[১]। ৩. তিনি সৃষ্টি করেছেন মানুষ।[২] ৪. তিনিই তাকে কথা বলতে শিখিয়েছেন[৩] ৫. সুরুজ ও চাঁদ

①اَلرَّحْمٰنُ-পরম করুণাময় (আল্লাহ)। ②عَلَّمَ-তিনি শিক্ষা দিয়েছেন ; اَلْقُرْاٰنَ-কুরআন। ③خَلَقَ-তিনি সৃষ্টি করেছেন ; اَلْاِنْسَانَ-মানুষ। ④عَلَّمَهُ-(علم+ه)-তিনিই তাকে শিখিয়েছেন ; اَلْبَيَانَ-কথা বলতে। ⑤اَلشَّمْسُ-সুরুজ ; وَ-ও ; اَلْقَمَرُ-চাঁদ ;

১. এ সমগ্র সূরাতে আল্লাহ মানুষের প্রতি তাঁর ইহলৌকিক ও পারলৌকিক অবদানসমূহ উল্লেখ করেছেন। আর এ অবদানসমূহের মধ্যে সবচেয়ে বড় ও মূল্যবান অবদান হচ্ছে মানুষকে কুরআন শিক্ষা দেয়া। তাই সকল অবদানের মধ্যে প্রথমেই কুরআন শিক্ষা দানের কথাই উল্লেখ করেছেন। এ কুরআন আল্লাহ শিক্ষা দিয়েছেন তাঁর প্রিয়তম রাসূল হযরত মুহাম্মদ সা.-এর মাধ্যমে। আল্লাহ তা'আলা তাঁকেই জিবরাঈলের মারফতে শিক্ষা দিয়েছেন ; আর মানুষ এ কুরআন তার যবানেই শিখেছে। আল্লাহ তাআলা কর্তৃক রাসূলকে কুরআন শিক্ষা দেয়ার কথা বলা দ্বারা বুঝানো হয়েছে যে, এ কুরআন তাঁর রচিত নয়। প্রথমে 'রাহমান' শব্দ উল্লেখের দ্বারা বুঝানো হয়েছে যে, কুরআন শিক্ষা দেয়া দ্বারা মানুষকে সঠিক পথের সন্ধান দেয়া আল্লাহর দয়া-অনুগ্রহেরই প্রমাণ। তিনি মানুষকে সৃষ্টি করে অন্ধকারে পথ হাতড়ে মরতে দেননি। বরং কুরআন নাযিলের মাধ্যমে তাঁকে সঠিক পথের দিশা দিয়েছেন।

২. মানুষ সৃষ্টি আল্লাহর একটি বড় অবদান। ক্রম অনুসারে মানুষ সৃষ্টিই আগে এবং কুরআন শিক্ষা দান করা পরে ; কিন্তু এখানে কুরআন শিক্ষাদানের কথা আগে উল্লেখ করে বুঝানো হয়েছে যে, মানুষ সৃষ্টির মূল লক্ষ্যই হচ্ছে কুরআন শিক্ষাদান এবং কুরআনের দেখানো পথে চলা।

আল্লাহ মানুষের স্রষ্টা, তিনি মানুষের রিযিক দাতা। তাঁর সৃষ্টিকে পথ দেখানোর দায়িত্বও তাঁর। সুতরাং মানুষকে কুরআন শিক্ষা দেয়া তাঁর দয়াশীলতার দাবীই নয়, বরং স্রষ্টা হিসেবে এটা তাঁর অনিবার্য ও স্বাভাবিক দাবী। সৃষ্টি জগতের সবকিছুকে সৃষ্টির পর পথ নির্দেশ দিয়ে তাকে ছেড়েছেন। তাই গোটা সৃষ্টি জগত-ই তাঁর দেখানো পথেই চলে।

৩. 'বায়ান' অর্থ বাকশক্তি বা মনের ভাব প্রকাশের ক্ষমতা মানুষের অস্তিত্ব লাভ ও ক্রমবিকাশ লাভের সাথে আল্লাহর যেসব অবদান কার্যকর রয়েছে, যেমন—খাদ্য, বস্ত্র,

بِحُسْبَانٍ ﴿٦﴾ وَّالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدٰنِ ﴿٧﴾ وَالسَّمَاۤءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ

একটি হিসাব অনুসরণ করেই চলে।[৪] ৬. আর তারকারাজি[৫] ও বৃক্ষরাজি উভয়ই (তাঁর) অনুগত।[৬] ৭. আর আসমান— তিনিই তাকে সুউচ্চ করেছেন এবং স্থাপন করেছেন

بِحُسْبَانٍ-একটি হিসাব অনুসরণ করেই চলে।⑥وَ-আর ; النَّجْمُ-তারকারাজি ; وَ-ও; الشَّجَرُ-বৃক্ষরাজি ; يَسْجُدٰنِ-উভয়ই (তাঁর) অনুগত।⑦وَ-আর ; السَّمَاۤءَ-আসমান ; رَفَعَهَا-(رفع+ها)-তিনিই তাকে সুউচ্চ করেছেন ; وَ-এবং ; وَضَعَ-স্থাপন করেছেন ;

বাসস্থান ইত্যাদি, তন্মধ্যে কুরআন শিক্ষা ও ভাব প্রকাশের ক্ষমতা লাভ-ই অগ্রগণ্য। কেননা কুরআন শিক্ষা করা ও শিক্ষা দান বাকশক্তি বা ভাব প্রকাশের ক্ষমতার উপরই নির্ভরশীল। তাই আল্লাহ মানুষকে এ 'বায়ান' বা প্রকাশ-ক্ষমতা দিয়েছেন। যদ্বারা সে কুরআন এবং কুরআনের শিক্ষাকে প্রচার, বক্তৃতা, বিবৃতি, লিখনী ও অন্যান্য সম্ভাব্য উপায়-উপাদানের মাধ্যমে জগতে ছড়িয়ে দিতে পারে।

৪. আল্লাহ তাআলা উর্ধ্বজগতে ও ভূপৃষ্ঠে মানুষের কল্যাণে যতো কিছু সৃষ্টি করেছেন তন্মধ্যে সুরুজ ও চাঁদের কথা এখানে উল্লেখ করেছেন। কারণ বিশ্ব-জগতের গোটা ব্যবস্থাপনাই এ দুটোর গতি ও আলোর সাথে গভীরভাবে জড়িত। আয়াতে বলা হয়েছে যে, সুরুজ ও চাঁদের গতিও কক্ষপথে বিচরণের অটল ব্যবস্থা একটি বিশেষ হিসাব ও পরিমাপ অনুযায়ী চালু রয়েছে। এ দুটোর গতির উপরই মানব জীবনের সমস্ত কাজকর্ম নির্ভরশীল। এর মাধ্যমেই দিবারাত্রির পরিবর্তন, ঋতু পরিবর্তন এবং মাস, বছর ইত্যাদি নির্ধারিত হয়। সুরুজ ও চাঁদের পরিক্রমণের আলাদা আলাদা হিসাব আছে। এসব হিসাবের উপর সৌর ও চান্দ্র ব্যবস্থা চালু রয়েছে। এসব হিসাবও এমন অটল ও অনড় যে, লক্ষ-কোটি বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পরও এতে এক মিনিট বা এক সেকেণ্ডের পার্থক্য সূচীত হয়নি।

৫. 'নাজম' শব্দ দ্বারা তারকারাজি ও কাণ্ডবিহীন লতানো উদ্ভিদ উভয়ই বুঝায়। তাফসীরবিদদের থেকে উভয় অর্থই বর্ণিত আছে।

৬. অর্থাৎ আকাশের তারকা এবং পৃথিবীর যাবতীয় উদ্ভিদ সবই আল্লাহর হুকুম মেনে চলে। তারকারাজি, গাছপালা ও লতাপাতা, ফুল-ফল এসবকে আল্লাহ তাআলা যে কাজের জন্য সৃষ্টি করেছেন, তারা সে কাজই করে যাচ্ছে। এসব কিছুকে তিনি মানবজাতির উপকারের জন্যই সৃষ্টি করেছেন, তারা নিজ নিজ কর্তব্য পালন করে অনবরত মানুষের উপকারই করে যাচ্ছে। এ সৃষ্টি জগতের বাধ্যতামূলক আনুগত্যকেই আয়াতে 'সিজদা করা' দ্বারা প্রকাশ করা হয়েছে। (রুহুল মায়ানী, মাযহারী)

এ বিশ্ব জগতের সকল সৃষ্টি যখন ইচ্ছায়-অনিচ্ছায় আল্লাহর আনুগত্য বা হুকুম মেনে চলতে বাধ্য তখন তাঁকে বাদ দিয়ে অন্য কোনো সত্তার হুকুম মেনে চলা মানুষের পক্ষে কেমন করে বৈধ হতে পারে? অতএব তাওহীদ তথা আল্লাহর একত্ববাদই একমাত্র সত্য।

الْمِيزَانَ ﴿٧﴾ أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ ﴿٨﴾ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا

দাড়িপাল্লাহ (মানদণ্ড)।[৭] ৮. যেন তোমরা পরিমাপে কমবেশী না করো। ৯. আর ইনসাফের সাথে তোমরা পরিমাপকে প্রতিষ্ঠিত করো এবং কম দিও না পরিমাণে।[৮]

الْمِيزَانَ ﴿٩﴾ وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ ﴿١٠﴾ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَالنَّخْلُ

১০. 'আর পৃথিবী'—তিনিই তাকে বানিয়েছেন সৃষ্টিকূলের জন্য।[১০] ১১. সেখানে রয়েছে বিভিন্ন প্রকার ফলমূল এবং খেজুর গাছ—

الْمِيزَانَ-দাড়িপাল্লা (মানদণ্ড)। ⑧ أَلَّا تَطْغَوْا-(ان+لاتطغوا)-যেন তোমরা কম-বেশী না কর ; فِي الْمِيزَانِ-পরিমাপে। ⑨ وَ-আর ; أَقِيمُوا-তোমরা প্রতিষ্ঠিত করো ; الْوَزْنَ-পরিমাপকে ; بِالْقِسْطِ-(ب+ال+قسط)-ইনসাফের সাথে ; وَ-এবং ; لَا تُخْسِرُوا-কম দিও না ; الْمِيزَانَ-পরিমাপে। ⑩ وَ-আর ; الْأَرْضَ-পৃথিবী ; وَضَعَهَا-(وضع+ها)-তিনিই তাকে বানিয়েছেন ; لِلْأَنَامِ-(ل+ال+انام)-সৃষ্টিকূলের জন্য। ⑪ فِيهَا-সেখানে রয়েছে ; فَاكِهَةٌ-বিভিন্ন প্রকার ফলমূল ; وَ-এবং ; النَّخْلُ-খেজুর গাছ ;

৭. অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার বিশ্ব-জাহানের গোটা ব্যবস্থাপনা সুবিচার বা ইনসাফের উপর প্রতিষ্ঠিত। মহাকাশ থেকে নিয়ে এ পৃথিবী পর্যন্ত বিশ্ব-জগতে আল্লাহ তা'আলা ইনসাফ ও সুবিচার কায়েম করেছেন বলেই এ বিশ্ব-জগত ও এর মধ্যকার যাবতীয় উদ্ভিদরাজি ও প্রাণীজগতের অস্তিত্ব রয়েছে। মহাকাশে অবস্থানরত সীমা-সংখ্যাহীন গ্রহ-নক্ষত্র এবং বিশ্বলোকে বিরাজমান অগণিত অসংখ্য সৃষ্টি ও বস্তুরাজির মধ্যে আল্লাহ যদি সুবিচার ও ভারসাম্য প্রতিষ্ঠা না করতেন, তাহলে এ জগত এক মুহূর্তের জন্যও টিকে থাকতে পারতো না। অনুরূপ মানুষের সমাজেও যদি ন্যায়বিচার ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠা না করা হয়, তাহলে মানুষের সমাজেও বিশৃংখলা সৃষ্টি হতে বাধ্য। অতপর এক সময় তা ধ্বংস হয়ে যাবে, এটাই স্বাভাবিক।

৮. অর্থাৎ বিশ্বজগতে আল্লাহ তা'আলা যেমন সুবিচার ও ভারসাম্য প্রতিষ্ঠা করেছেন, তেমনি তোমরাও তোমাদেরকে প্রদত্ত সীমিত পরিসরের স্বাধীন ক্ষমতা-ইখতিয়ারের ক্ষেত্রে সুবিচার প্রতিষ্ঠা করবে এটাই তোমাদের দায়িত্ব। তোমরা যদি এ ক্ষেত্রে না-ইনসাফী কর এবং তোমাদের দায়িত্বে প্রদত্ত হকদারদের হক বা অধিকারসমূহ এতোটুকু বিঘ্নিত কর, যা দাড়িপাল্লার ভারসাম্যে বিঘ্ন ঘটায়। তাহলে তোমাদের এ কাজ বিশ্ব-জগতের স্বভাব-প্রকৃতির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ বলে গণ্য হবে।

কুরআন মাজীদের প্রথম শিক্ষা হলো তাওহীদ বা আল্লাহর একত্ববাদ ঃ আর তার দ্বিতীয় শিক্ষা হলো ইনসাফ বা ন্যায় বিচার। এভাবে কয়েকটি সংক্ষিপ্ত কথায় কুরআন মাজীদের শিক্ষাকে তুলে ধরা হয়েছে।

ذَاتُ الْأَكْمَامِ ﴿١٢﴾ وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانُ ﴿١٣﴾ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا

খোসাযুক্ত। ১২. আর (সেখানে রয়েছে) খোসা বিশিষ্ট শস্যদানা এবং সুগন্ধি উদ্ভিদ।[১১] ১৩. অতএব (হে জ্বিন ও মানুষ) তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ কোন্ নিয়ামতকে[১২]

تُكَذِّبَانِ ﴿١٤﴾ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ ﴿١٥﴾ وَخَلَقَ الْجَانَّ

তোমরা উভয়ে অস্বীকার করবে ?[১৩] ১৪. তিনিই সৃষ্টি করেছেন মানুষকে শুকনো ঢিলের মতো পঁচা কাদামাটি থেকে[১৪]। ১৫. আর সৃষ্টি করেছেন জ্বিনকে

ذَاتُ الْأَكْمَامِ-(ذات+ال+اكمام)-খোসাযুক্ত। ⑫ وَ-আর (সেখানে রয়েছে) ; الْحَبُّ-শস্যদানা ; ذُو الْعَصْفِ-খোসাবিশিষ্ট ; وَ-এবং ; الرَّيْحَانُ-সুগন্ধি উদ্ভিদ। ⑬ فَبِأَيِّ-(ف+ب+اى)-(হে জ্বিন ও মানুষ) কোন্ কোন্ ; الْآءِ-নিয়ামতকে ; رَبِّكُمَا-তোমাদের প্রতিপালকের ; تُكَذِّبَانِ-তোমরা উভয়ে অস্বীকার করবে। ⑭ خَلَقَ-তিনিই সৃষ্টি করেছেন ; الْاِنْسَانَ-মানুষকে ; مِنْ-থেকে ; صَلْصَالٍ-পঁচা কাদামাটি ; كَالْفَخَّارِ-(ك+ال+فخار)-শুকনো ঢিলের মতো। ⑮ وَ-আর ; خَلَقَ-সৃষ্টি করেছেন ; الْجَانَّ-জ্বিনকে ;

৯. অর্থাৎ আসমান ও যমীন এতোদুভয়ের মাঝখানে মীযান তথা ন্যায়-ইনসাফ-এর উল্লেখ করে বুঝানো হয়েছে যে, আসমান ও যমীনকে সৃষ্টির মূল উদ্দেশ্যই হলো ন্যায়-ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করা। মানুষের জন্য এ উভয়কে সৃষ্টি করা হয়েছে, যাতে তারা ন্যায় ও সুবিচার প্রতিষ্ঠা করতে পারে এবং পৃথিবী তাদের জন্য বসবাসের যোগ্য থাকে। ন্যায় ও সুবিচার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমেই পৃথিবী কায়েম থাকতে পারে। অন্যথায় তা ধ্বংস হয়ে যেতে বাধ্য।

১০. 'ওয়াদায়া' অর্থ সংযোজন করা, তৈরি করা, স্থাপন করা, রাখা ইত্যাদি। আর 'আনাম' দ্বারা ভূপৃষ্ঠের প্রত্যেক প্রাণীকে বুঝায় (কামূস)। আল্লামা কারযাবী বলেন, যার রূহ আছে সে-ই আনাম। আয়াতে 'আনাম' দ্বারা বাহ্যত মানুষ ও জ্বিনকে বুঝানো হয়েছে। কেননা যাদের রূহ আছে তাদের মধ্যে এ দু'জাতি-ই শরয়ী বিধানের আওতাধীন। আর তাই তাদেরকেই বার বার সম্বোধন করে বলা হয়েছে—'তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ কোন্ নিয়ামতকে অস্বীকার করবে ?

১১. অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা তোমাদের জন্য খোসাবিশিষ্ট নানা প্রকার শস্য উৎপাদন করেছেন। তোমাদের ভেবে দেখা উচিত যে, আল্লাহ তোমাদের খাদ্য শস্যকে কিভাবে খোসার মোড়কে সংরক্ষিত করে সৃষ্টি করেছেন। মাটি ও পানি থেকে সৃষ্ট তোমাদের খাদ্য শস্যকে কিভাবে রোগ জীবাণু ও কীট-পতঙ্গ থেকে নিরাপদে রেখেছেন। তা ছাড়া এ খোসা বা ভূষিকে তোমাদের গৃহপালিত পশুর খাদ্য হিসেবে নির্ধারণ করে দিয়েছেন। এসব পশুর গোশত ও দুধ থেকে তোমরা দেহের পুষ্টি সাধন কর।

১২. 'আলা' শব্দের অর্থ নিয়ামতসমূহ। শব্দটি ব্যাপক অর্থবোধক। এর দ্বারা অসীম

مِنْ مَّارِجٍ مِّنْ نَّارٍ ﴿١٥﴾ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿١٦﴾ رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ

আগুনের শিখা থেকে[১৫]। ১৬. অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ কোন্ নিয়ামতকে অস্বীকার করবে ?[১৬] ১৭. তিনিই তো প্রতিপালক সূর্যের দু' উদয় স্থানের

مِنْ-থেকে ; مَارِجٍ-শিখা ; مِنْ نَارٍ-আগুনের। ﴿١٦﴾ فَبِأَيِّ-(ف+ب+اى)--অতএব কোন্ কোন্ ; آلَاءِ-নিয়ামতকে ; رَبِّكُمَا-তোমাদের প্রতিপালকের ; تُكَذِّبَانِ-তোমরা উভয়ে অস্বীকার করবে ? ﴿١٧﴾ رَبُّ-তিনিই তো প্রতিপালক; الْمَشْرِقَيْنِ-(সূর্যের) দুই উদয়স্থলের;

ক্ষমতা, অসীম ক্ষমতার বিস্ময়কর দিকসমূহ, ক্ষমতার পরিপূর্ণতা গুণাবলী, মহত-গুণাবলী, পরিপূর্ণ মর্যাদা প্রভৃতি অর্থ-ও বুঝায়। তবে আল্লাহর অসীম ক্ষমতা, গুণাবলী, পরিপূর্ণতা, মর্যাদা ইত্যাদির বহিঃপ্রকাশ জ্বিন ও ইনসানের জন্য আল্লাহর নিয়ামতের অন্তর্ভুক্ত।

১৩. আল্লাহর নিয়ামতের অস্বীকৃতি দ্বারা আল্লাহকে এ সবের স্রষ্টা স্বীকার না করা ; এ সবের সৃষ্টি কর্মে আল্লাহ ছাড়া অন্যদেরকেও শরীক করা ; আল্লাহর আদেশ-নিষেধ এবং তাঁর হিদায়াতকে মানতে অস্বীকার করা এবং মুখে মুখে আল্লাহর আদেশ-নিষেধ মানার কথা বলে কাজে তার বিপরীত করাকে বুঝানো হয়েছে।

১৪. এখানে মানুষ সৃষ্টির প্রাথমিক পর্যায় সম্পর্কে বলা হয়েছে। কুরআন মাজীদে মানব সৃষ্টির এ পর্যায় সম্পর্কে বিভিন্ন আয়াতে বর্ণিত হয়েছে। বলা হয়েছে যে, মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে—এক. মাটি থেকে ; দুই. পঁচা কাদামাটি থেকে ; তিন. আঠালো মাটি থেকে ; চার. গন্ধযুক্ত পঁচা মাটি থেকে ; পাঁচ. পঁচা মাটি শুকিয়ে শুকনো ঢিলের মতো হয়ে যাওয়া মাটি থেকে ; ছয়. এ থেকে তৈরি হয়েছে 'বাশার' যার মধ্যে আল্লাহ 'রূহ' ফুঁকে দিয়েছেন এবং যাকে সিজদা করার জন্য ফেরেশতাদেরকে হুকুম দিয়েছেন। অতপর তার থেকে তার জোড়া সৃষ্টি করে দিয়েছেন। সাত. তারপর দেহ থেকে নির্গত নিকৃষ্ট এক ফোঁটা পানি থেকে মানুষের বংশধারা জারী করেছেন। আয়াতে 'ইনসান' দ্বারা প্রথম মানুষ আদম আ.-কে বুঝানো হয়েছে।

১৫. জ্বিন জাতি আল্লাহ তা'আলার এক স্বতন্ত্র সৃষ্টি। মানুষ সৃষ্টির মূল উপাদান যেমন মাটি, তেমনি জ্বিন সৃষ্টির মূল উপাদান আগুনের ধোঁয়াবিহীন শিখা। মাটির তৈরি হলেও মানুষের দেহে যেমন এখন মাটি খুঁজে পাওয়া যায় না, তেমনি আগুনের শিখা থেকে তৈরি হলেও তাদের দেহে-সরাসরি আগুন পাওয়া যায় না। জ্বিনেরাও মানুষের মতো পানাহার করে, তাদের মধ্যেও পুরুষ ও স্ত্রী প্রজাতি রয়েছে। তারা নিজেদের আকৃতি পরিবর্তন করতে পারে এবং অত্যন্ত দ্রুত গতিতে একস্থান থেকে অন্য স্থানে যেতে পারে। তারা মানুষের দৃষ্টির অন্তরাল থেকে মানুষকে দেখতে সক্ষম। কিন্তু মানুষ তাদেরকে দেখতে পায় না।

وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ ﴿١٧﴾ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿١٨﴾ مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ

এবং দু' অস্তাচলের।[১৭] ১৮. অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ কোন্ নিয়ামতকে[১৮] অস্বীকার করবে? ১৯. তিনিই স্বাধীনভাবে প্রবাহিত করেছেন দু'টো সাগরকে

يَلْتَقِيَانِ ﴿١٩﴾ بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَّا يَبْغِيَانِ ﴿٢٠﴾ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٢١﴾

পরস্পর মিলিতভাবে। ২০.—উভয়ের মাঝে রয়েছে এক পর্দা (যা) তারা অতিক্রম করতে পারে না।[১৯] ২১. অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ কোন্ নিয়ামতকে অস্বীকার করবে?

وَ-এবং ; رَبُّ-প্রতিপালক ; الْمَغْرِبَيْنِ-দুই অস্তাচলের। ⑱ فَبِأَيِّ-(ف+ب+اى)-অতএব কোন্ কোন্ ; آلَاءِ-নিয়ামতকে ; رَبِّكُمَا-তোমাদের প্রতিপালকের ; تُكَذِّبَانِ-তোমরা উভয়ে অস্বীকার করবে? ⑲ مَرَجَ-তিনিই প্রবাহিত করেছেন ; الْبَحْرَيْنِ-দুটো সাগরকে ; يَلْتَقِيَانِ-পরস্পর মিলিতভাবে। ⑳ بَيْنَهُمَا-(بين+هما)-উভয়ের মাঝে রয়েছে ; بَرْزَخٌ-এক পর্দা ; لَّا يَبْغِيَانِ-(যা) তারা অতিক্রম করতে পারে না। ㉑ فَبِأَيِّ-(ف+ب+اى)--অতএব কোন্ কোন্ ; آلَاءِ-নিয়ামতকে ; رَبِّكُمَا -তোমাদের প্রতিপালকের ; تُكَذِّبَانِ-তোমরা উভয়ে অস্বীকার করবে?

১৬. অর্থাৎ হে মানুষ ও জ্বিন তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের যেসব নিয়ামতরাজি তোমাদের প্রতি বর্ষিত তার কোনোটাকে অস্বীকার করবে? তোমাদেরকে পৃথিবীতে সৃষ্টি করা কত বড় ক্ষমতা ও বিস্ময়কর কাজ তা-কি তোমরা ভেবে দেখেছো? অতপর তোমাদের আকার-আকৃতি, দৈহিক গঠন, বুদ্ধি-বিবেক এবং পৃথিবীতে তোমাদের টিকে থাকার প্রয়োজনে যাবতীয় বস্তুরাজি সম্পর্কে চিন্তা-গবেষণা করলে তোমরা আল্লাহর কোনো নিয়ামতকেই অস্বীকার করতে পারো না।

১৭. 'মাশরিকাইন' অর্থ সূর্যের দুই উদয়স্থল। শব্দটি দ্বিবচন। একবচনে 'মাশরিক'। অনুরূপভাবে 'মাগরিবাইন' অর্থ সূর্য-অস্তের দু' স্থান। এ শব্দটিও দ্বিবচন। এক বচনে 'মাগরিব'। শীত ও গ্রীষ্মকালে সূর্যের উদয়স্থল ও অস্ত যাওয়ার স্থান পরিবর্তীত হয়। আয়াতে সেদিকেই ইংগীত করে বলা হয়েছে যে, শীতকালে সূর্য যে একটু দক্ষিণে সরে গিয়ে উদয় হয় এবং গ্রীষ্মকালে একটু উত্তরে সরে গিয়ে উদিত হয়, এ উভয় উদয়স্থলের প্রতিপালকই আল্লাহ। অপরদিকে এ দুই ঋতুতে সূর্যাস্তের স্থানও পরিবর্তীত হয়। আর এ উভয় অস্তাচলের প্রতিপালকও আল্লাহ।

১৮. অর্থাৎ হে জ্বিন ও মানুষ! সূর্যোদয়ের স্থান এবং সূর্যাস্তের স্থান পরিবর্তন করার আল্লাহর এ অসীম ক্ষমতাকে তোমরা কিভাবে অস্বীকার করবে? এ পরিবর্তনের কারণে ঋতুর পরিবর্তন ঘটে। আর ঋতু পরিবর্তন সৃষ্টিকূলের জন্য এক বিরাট নিয়ামত। অতএব এ নিয়ামতকে অস্বীকার করা তোমাদের জন্য কল্যাণকর হতে পারে না।

㉒ يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ ㉓ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ

২২. তাদের উভয় (সাগর) থেকে[২০] বের হয় মুক্তা ও প্রবাল।[২১] ২৩. অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ কোন্ নিয়ামতকে অস্বীকার করবে ?[২২]

㉔ وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ ㉕ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ

২৪. আর তাঁরই আয়ত্বাধীন সাগর বক্ষে পাহাড়ের মতো উঁচু উঁচু জাহাজগুলো।[২৩] ২৫. অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ কোন্ নিয়ামতকে অস্বীকার করবে[২৪] ?

㉒ يَخْرُجُ-বের হয় ; مِنْهُمَا-তাদের উভয় (সাগর) থেকে ; اللُّؤْلُؤُ-মুক্তা ; وَ-ও ; الْمَرْجَانُ-প্রবাল। ㉓ فَبِأَيِّ-(ف+ب+اى)-অতএব কোন্ কোন্ ; آلَاءِ-নিয়ামতকে ; رَبِّكُمَا-তোমাদের প্রতিপালকের ; تُكَذِّبَانِ-তোমরা উভয়ে অস্বীকার করবে ? ㉔ وَ-আর ; لَهُ-তাঁরই আয়ত্বাধীন ; الْجَوَارِ-জাহাজগুলো ; الْمُنْشَآتُ-উঁচু উঁচু ; فِي الْبَحْرِ-সাগর বক্ষে ; كَالْأَعْلَامِ-(ك+ال+اعلام)-পাহাড়ের মতো। ㉕ فَبِأَيِّ-(ف+ب+اى)-অতএব কোন্ কোন্ ; آلَاءِ-নিয়ামতকে ; رَبِّكُمَا-তোমাদের প্রতিপালকের ; تُكَذِّبَانِ-তোমরা উভয়ে অস্বীকার করবে ?

১৯. অর্থাৎ সমুদ্রের লোনা পানি ও মিঠা পানি একই সাথে পাশাপাশি প্রবাহিত হওয়া সত্ত্বেও একটি অপরটির সাথে মিশে না। এ উভয় স্বাদের পানির মধ্যে আড়াল হয়ে থাকে আল্লাহর অপার শক্তি। এটা আল্লাহর কুদরতেরই বহিঃপ্রকাশ। পৃথিবীর বহু স্থানেই এরূপ দৃশ্য দেখা যায় যে, মিষ্টি পানি ও লোনা পানি একই সাথে প্রবাহিত হচ্ছে, কিন্তু একটি অপরটির সাথে মিশছে না। পানির তারল্য সত্ত্বেও একটি অপরটির সাথে না মেশা এক বিস্ময়কর ব্যাপার। এটা মহান আল্লাহরই অবদান।

২০. মিঠা পানি ও লোনা পানি উভয় প্রকার পানির সমুদ্র থেকে মুক্তা ও প্রবাল পাওয়া যায়। যদিও কারো কারো ধারণা যে, শুধুমাত্র লোনা পানির সমুদ্র থেকে মুক্তা পাওয়া যায়। এ আয়াতে তাদের ধারণাকে ভুল প্রমাণ করা হয়েছে।

২১. 'লূলু' অর্থ মুক্তা, আর 'মারজান' অর্থ প্রবাল। উভয়ই মূল্যবান পদার্থ।

২২. এখানে 'আলা' দ্বারা আল্লাহর নিয়ামত তথা তার শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি মানুষের সৌন্দর্য পিপাসু মনের চাহিদা মেটাবার উপকরণকে বুঝানো হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা মানুষকে একটি সৌন্দর্য পিপাসু অন্তর দিয়েছেন। অতপর এ পিপাসা মেটানোর জন্য দিয়েছেন নানারকম উপায় উপকরণ। এ পর্যায়ে তিনি সমুদ্রে মুক্তা ও প্রবাল সৃষ্টি করেছেন। এসবই আল্লাহর নিয়ামত। মানুষ এসব নিয়ামতের অস্বীকারকারী কিভাবে হতে পারে ? কোনো বিবেকবান মানুষই এসব নিয়ামতকে অস্বীকার করতে পারে না।

২৩. অর্থাৎ সমুদ্রে যেসব বিশাল বিশাল নৌযান চলে তা একমাত্র আল্লাহর ক্ষমতা ও কুদরতেরই অবদান। আল্লাহ-ই মানুষকে সমুদ্রগামী নৌযানগুলো তৈরির কৌশল ও যোগ্যতা দান করেছেন। তিনিই পানিকে এমন বিধানের অধীন করে দিয়েছেন, যার ফলে তরঙ্গ-বিক্ষুব্ধ সমুদ্রে পাহাড়ের মতো বিশাল জাহাজগুলো সহজভাবে যাতায়াত করতে পারে।

২৪. অর্থাৎ আল্লাহর অসীম ক্ষমতা বলে তোমরা তোমাদের জাহাজগুলো পরিচালনা কর, যা তোমাদের জন্য এক বিরাট নিয়ামতস্বরূপ তা তোমরা কিভাবে অস্বীকার করবে?

১ম রুকূ' (১-২৫ আয়াত)-এর শিক্ষা

১. আল্লাহ তাআলা পরম করুণাময়। মানুষকে কুরআন শিক্ষা দেয়া আল্লাহর করুণার সবচেয়ে বড় নিদর্শন।

২. মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্যও তাদেরকে কুরআন শিক্ষা দেয়া, যার ফলে তারা আল্লাহর যথার্থ 'আবিদ' হতে সক্ষম হবে।

৩. মানুষকে মনের ভাব প্রকাশের জন্য বাকশক্তি ও ভাষা দান করার উদ্দেশ্যও কুরআন নিজে শেখা এবং অপরকে শেখানো।

৪. কুরআন শেখার অর্থ কুরআনের অর্থসহ শেখা এবং কুরআনের বিধি-বিধান মেনে চলা। অর্থ না বুঝে শুধুমাত্র মন্ত্রের মত পড়তে পারা দ্বারা কুরআন শেখা হয় না।

৫. সুরুজ এবং চাঁদ আল্লাহর বেঁধে দেয়া নিয়ম-নীতি মেনে চলে। আল্লাহর দেয়া বিধি-বিধান মেনে চলার মধ্যেই দুনিয়ার শান্তি ও আখিরাতের মুক্তি।

৬. আকাশের তারকারাজি ও পৃথিবীর গাছ-গাছালী সবই আল্লাহর বিধানের অনুগত। আর তাই তাদের মধ্যে কোনো বিশৃঙ্খলা নেই।

৭. আল্লাহ আসমানকে সুউচ্চ করে স্থাপন করেছেন এবং পৃথিবীতে পরিমাপের মানদণ্ড দাড়িপাল্লা তৈরির জ্ঞান মানুষকে দিয়েছেন, যাতে মানুষ পরিমাপে কম-বেশী করে ন্যায়-ইনসাফে বিঘ্ন না ঘটায়।

৮. মানব জীবনের সর্বক্ষেত্রে সঠিক পরিমাপের ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করে ন্যায়-ইনসাফ প্রতিষ্ঠিত করা মানুষের দায়িত্ব।

৯. পৃথিবীকে মানুষ ও জ্বিন জাতির জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে; কেননা তারাই আল্লাহর শরয়ী বিধি-বিধানের আওতাযুক্ত।

১০. পৃথিবীতে উৎপন্ন যাবতীয় খাদ্যশস্য, ফল-ফলাদি এবং বিভিন্ন প্রজাতির উদ্ভিদ সবই জ্বিন জাতি ও মানুষের কল্যাণে নিবেদিত; যাতে তারা আল্লাহর বিধানকে নিজেদের মধ্যে তথা পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে।

১১. আমরা আল্লাহর এসব নিয়ামতকে কখনো অস্বীকার করতে পারি না। কারণ তা হবে চরম অকৃতজ্ঞতা।

১২. মানুষ সৃষ্টির মূল উপাদান হলো দুর্গন্ধময় পঁচা মাটি যা শুকিয়ে ঠন ঠন ঢিলের মতো হয়ে গেছে। এটা মানব-সৃষ্টির সূচনা পর্ব।

১৩. জ্বিন সৃষ্টির মূল উপাদান হলো—আগুনের শিখা। সৃষ্টির মূল উপাদান হলো—আগুনের শিখা। এটা জ্বিন সৃষ্টির পর্ব।

১৪. মানুষ ও জ্বিনের পরবর্তী বংশধারা নারী ও পুরুষের সম্মিলনে জৈবিক নিয়মেই চালু আছে এবং কিয়ামত পর্যন্ত এ নিয়মের কোনো খেলাপ হবে না।

১৫. আমরা আল্লাহর এসব ক্ষমতা ও কুদরতের কোনোটাকে অস্বীকার করতে পারি না। কারণ আল্লাহর এসব অবদানকে অস্বীকার করার কোনো ক্ষমতা-ই কারো নেই।

১৬. সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের স্থান পরিবর্তনের ফলেই ঋতু পরিবর্তন হয়। ঋতু পরিবর্তন না হলে মানুষের জীবন অসহনীয় হয়ে উঠতো। সুতরাং এটাও আল্লাহর এক বিরাট নিয়ামত।

১৭. ঋতু পরিবর্তনের এ নিয়ামতকে অস্বীকার করার কোনো ক্ষমতা পৃথিবীর কোনো জ্বিন ও মানুষের নেই।

১৮. মিষ্টি পানি ও লোনা পানির দুটো স্রোতধারা পাশাপাশি প্রবাহিত করা এবং একটা অপরটার সাথে না মেশা আল্লাহর অসীম ক্ষমতার প্রমাণ। একে অস্বীকার করার কোনো ক্ষমতা কোথাও কারো নেই।

১৯. উভয় প্রকার সাগর থেকেই মানুষের সাজ-সজ্জার উপকরণ মূল্যবান মুক্তা ও প্রবাল পাওয়া যায়।

২০. সাগর মহাসাগরে ভাসমান ও আকৃতির জাহাজগুলো আল্লাহর ক্ষমতাই সচল থাকে। আল্লাহর এসব ক্ষমতার কোনোটাকে অস্বীকার করার কোনো ক্ষমতা কোনো মানুষ ও জ্বিনের নেই।

❐

সূরা হিসেবে রুকূ'-২
পারা হিসেবে রুকূ'-১২
আয়াত সংখ্যা-২০

﴿٢٦﴾ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ ﴿٢٧﴾ وَيَبْقَىٰ وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ

২৬. তার (যমীনের) ওপর যা কিছু আছে[২৫] তা সবই ধ্বংসশীল। ২৭. আর বাকী থাকবে শুধুমাত্র আপনার প্রতিপালকের (আল্লাহর) সত্তা (যিনি) মহানত্ব ও মহানুভবতার মালিক।

(২৬) كُلُّ-তা সবই ; مَنْ-যা কিছু আছে ; عَلَيْهَا-(على+ها)-তার (যমীনের) উপর ; فَانٍ-ধ্বংসশীল। (২৭) وَ-আর ; يَبْقَى-বাকী থাকবে ; وَجْهُ-সত্তা ; رَبِّكَ-(رب+ك)-আপনার প্রতিপালকের (আল্লাহর) ; ذُوْ-(যিনি) মালিক ; الْجَلَالِ-মহানত্ব ; وَ-ও ; الْإِكْرَامِ-মহানুভবতার।

২৫. অর্থাৎ হে জ্বিন ও মানুষ ! ভূ-পৃষ্ঠে যত জ্বিন ও মানুষ আছে এবং তাদের জন্য যা কিছু সৃষ্টি করা হয়েছে, সেসব কিছুই ধ্বংস হয়ে যাবে। শুধুমাত্র মহান ও মহানুভব আল্লাহর সত্তা বাকী থাকবে। সুতরাং তোমাদের মধ্যে কেউ যেন এ গর্ব অহংকার না করে যে, তার চেয়ে বড় কেউ নেই। কেবলমাত্র সংকীর্ণ বুদ্ধির মানুষ-ই এমন কথা ভাবতে পারে। কোনো একজন বা একাধিক ব্যক্তি অথবা কোনো একটি বিরাট দলও যদি এমন ধারণা পোষণ করে যে, তাদের ক্ষমতা-কর্তৃক চিরস্থায়ী, তাহলে তার বা তাদের চিন্তা করে দেখা উচিত যে, আল্লাহর এ বিশাল-বিস্তৃত মহাবিশ্বের মধ্যে তার বসবাস—গ্রহ পৃথিবীর অনুপাতে একটি মটরদানার মতও নয়। তারও আবার এক নিভৃত কোণে দশ-বিশ অথবা পঞ্চাশ-ষাট বছর তার কর্তৃত্ব চলার পর তাকেও অতীত ইতিহাসের কাহিনীতে পরিণত হতে হবে। এর জন্য গর্ব-অহংকার করাটা বোকামী ছাড়া আর কি হতে পারে ?

অতএব হে জ্বিন ও মানুষ! তোমরা মহান ও চিরঞ্জীব আল্লাহ ছাড়া আর কোনো সত্তাকেই তোমাদের উপাস্য বানিয়ে নিতে পার না। কোনো সত্তাকেই তোমাদের বিপদ দূরকারী, অভাব মোচনকারী হিসেবে তোমরা গ্রহণ করতে পার না—যদিও সে সত্তা ফেরেশতা, নবী-রাসূল, অলী-দরবেশ কিংবা চন্দ্র-সূর্য ও গ্রহ-তারকা যা কিছুই হোক না কেন। কেননা, তারা নিজেদেরকেই ধ্বংস থেকে নিজেরা রক্ষা করতে অক্ষম।

তবে আল্লাহ তা'আলা যেমন চিরঞ্জীব ও চিরস্থায়ী, তেমনি মানুষ, জ্বিন ও ফেরেশতাগণ যে কাজ আল্লাহর জন্যে করে, সেই কাজও চিরস্থায়ী, অক্ষয়। তা কোনো সময় ধ্বংস হবে না (মাযহারী, কুরতুবী, রূহুল মায়ানী)

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন—"তোমাদের কাছে যা-কিছু আছে, (অর্থ-সম্পদ, সুখ-দুঃখ ও ভালোবাসা-শত্রুতা) তা সবই ধ্বংস হয়ে যাবে, পক্ষান্তরে আল্লাহর কাছে

㉘ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ㉙ يَسْأَلُهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلَّ يَوْمٍ

২৮. অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ কোন্ নিয়ামতকে অস্বীকার করবে ?[২৬] ২৯. তাঁরই কাছে প্রার্থনা করে আসমানে ও যমীনে যারা আছে তারা সকলেই ; প্রতিটি মুহূর্তে

هُوَ فِي شَأْنٍ ㉚ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ㉛ سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَ الثَّقَلَانِ

তিনি (আল্লাহ) এক বিশেষ শান বা অবস্থায় থাকেন।[২৭] ৩০. অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ কোন্ নিয়ামতকে অস্বীকার করবে ?[২৮] ৩১. হে (পৃথিবীর) দু'বোঝা[২৯], (মানুষ ও জিন) । আমি শীঘ্রই তোমাদের (হিসেব নেয়ার) প্রতি মনোযোগ দেবো ।[৩০]

㉘ فَبِأَيِّ-(ف+ب+اى)-অতএব কোন্ কোন্ ; آلَاءِ-নিয়ামতকে ; رَبِّكُمَا-তোমাদের প্রতিপালকের ; تُكَذِّبَانِ-তোমরা উভয়ে অস্বীকার করবে ? ㉙ يَسْأَلُهُ-(يسئل+ه)-তাঁরই কাছে প্রার্থনা করে ; مَنْ-যারা আছে, তারা সকলেই ; فِي السَّمَاوَاتِ-(فى+ال+سموت)-আসমানে ; وَ-ও ; الْأَرْضِ-যমীনে ; كُلَّ-প্রতিটি ; يَوْمٍ-মুহূর্তে ; هُوَ-তিনি ; فِي شَأْنٍ-শান বা অবস্থায় থাকেন। ㉚ فَبِأَيِّ-(ف+ب+اى)-অতএব কোন্ কোন্ ; آلَاءِ-নিয়ামতকে ; رَبِّكُمَا-তোমাদের প্রতিপালকের ; تُكَذِّبَانِ-তোমরা উভয়ে অস্বীকার করবে ? ㉛ سَنَفْرُغُ-আমি শীঘ্রই মনোযোগ দেবো ; لَكُمْ-তোমাদের (হিসেব নেয়ার) প্রতি ; أَيُّهَ-হে ; الثَّقَلَانِ-(পৃথিবীর) দু'বোঝা (মানুষ ও জিন)।

যা কিছু আছে, তা অবশিষ্ট থাকবে।" অতএব আল্লাহর সাথে সম্পর্কযুক্ত মানুষের যেসব কর্ম ও অবস্থা আছে, তা ধ্বংস হবে না।

২৬. অর্থাৎ হে মানুষ ও জিন তোমরা আল্লাহর এসব নিয়ামতরাজি তথা পরিপূর্ণতাকে অস্বীকার করে নিজেদের ক্ষুদ্র ক্ষমতা ও কর্তৃত্বকে চিরস্থায়ী মনে করে নিতে পার কেমন করে ? যারা নিজেদের ক্ষমতা-কর্তৃত্বকে অবিনশ্বর মনে করে, তারা মুখে প্রকাশ না করলেও তাদের কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে আল্লাহর ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের পরিপূর্ণতাকে অস্বীকার করে।

২৭. অর্থাৎ আসমান ও যমীনের সকল সৃষ্টজীব ও সৃষ্টবস্তু সবই তাঁর রহমত ও করুণার মুখাপেক্ষী। সকলেই তাদের প্রয়োজনীয় বস্তু তাঁর কাছেই প্রার্থনা করে। দুনিয়াবাসীরা দুনিয়ায় তাদের রিযিক, স্বাস্থ্য, নিরাপত্তা ও সুখ-শান্তি এবং পরকালে ক্ষমা, রহমত ও জান্নাত তাঁর কাছে চায়। আর আসমানের অধিবাসীরাও আল্লাহর দয়া-অনুগ্রহের মুখাপেক্ষী। সুতরাং আসমান-যমীনের সমস্ত সৃষ্টিই অবিরাম-অনবরত তাঁর কাছেই তাঁদের প্রার্থনা পেশ করছে। আর তাই আল্লাহ তা'আলা সার্বক্ষণিক মহাবিশ্বের এ কর্মক্ষেত্রে প্রতি মুহূর্তে এক সীমাহীন কর্মতৎপর অবস্থায় রয়েছেন। তিনি কাউকে জীবন দান করেন, করো তিনি মৃত্যু ঘটান ; কাউকে তিনি সম্মানিত করেন,

আর কাউকে করেন লাঞ্ছিত-অপমানিত। কোনো সুস্থকে তিনি করেন অসুস্থ এবং অসুস্থকে করেন সুস্থ। কাউকে তিনি বিপদগ্রস্ত করেন, আবার কাউকে বিপদ থেকে মুক্তি দিয়ে তার মুখে হাসি ফুটান। কোনো প্রার্থনাকারীকে তার প্রার্থিত বস্তু দান করেন। কারো গুনাহ মাফ করে তাকে জান্নাতের যোগ্য করে দেন। কোনো জাতিকে সমুন্নত ও ক্ষমতাসীন করেন, আবার কোনো জাতিকে লাঞ্ছিত ও অধপতিত করেন। এভাবে আল্লাহ তাআলা প্রতিটি মুহূর্তেই একটা শান বা অবস্থায় থাকেন।

২৮. অর্থাৎ তোমরা আল্লাহর কোন্ কোন্ নিয়ামত তথা গুণাবলী অস্বীকার করবে ? এখানে 'আ'লা' তথা নিয়ামত দ্বারা আল্লাহর গুণাবলী অর্থই অধিক প্রযোজ্য। যে ব্যক্তি শিরক করে সে প্রকৃতপক্ষে সংশ্লিষ্ট শিরকে আল্লাহর কোনো না কোনো গুণকে অস্বীকার করে। যেমন কেউ যদি বলে অমুক ডাক্তার আমাকে রোগমুক্ত করেছেন, তার অর্থ আল্লাহ রোগমুক্তকারী নন, বরং সে ডাক্তারই রোগ মুক্তকারী। একইভাবে কেউ যদি বলে অমুক বুযর্গ ব্যক্তির দয়ায় আমি রুযী লাভ করেছি, তার অর্থ আল্লাহ রিযিকদাতা নন, বরং সেই বুযর্গ ব্যক্তি রিযিকদাতা। কেউ যদি কোনো মাযার বা আস্তানাকে উদ্দেশ্য পূরণের কারণ মনে করে, তবে দুনিয়াতে সংশ্লিষ্ট মাযার বা আস্তানার হুকুম চলছে বলে স্বীকার করলো এবং সে আল্লাহর হুকুমকে অস্বীকার করলো। শিরকের অর্থই হলো—যেসব গুণ এককভাবে আল্লাহর জন্য নির্দিষ্ট সেসব গুণ আল্লাহ ছাড়া অন্যদের মধ্যে আছে বলে বিশ্বাস করা।

২৯. 'সাকালান' শব্দটি 'সাকাল' শব্দের দ্বি-বচন। এর অর্থ দু'বোঝা। এর দ্বারা মানুষ ও জিনকে বুঝানো হয়েছে। যার ওজন ও মূল্যমান সুবিদিত তাকে আরবি ভাষায় 'সাকাল' বলা হয়। বলা বাহুল্য আল্লাহর সকল সৃষ্টির মধ্যে মানুষ ও জ্বিন এ উভয় জাতিকে বুঝানো হয়েছে। কারণ মানুষ ও জ্বিনকে ভূ-পৃষ্ঠে বোঝা হিসেবে চাপানো হয়েছে। তাছাড়া আগের আয়াতগুলো থেকে উক্ত দু'জাতিকে সম্বোধন করেই কথা বলা হচ্ছে। এখানে সেসব জ্বিন ও মানুষকে এসব কথা বলা হচ্ছে, যারা তাদের প্রতিপালকের দাসত্ব ও আনুগত্যের পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়েছে, আল্লাহর কালামের মর্ম এটাই যে, তোমরা যারা আমার পৃথিবীর উপর বোঝা হয়ে আছ, তোমাদের হিসেব নেয়ার জন্য আমি সময় বের করে নেবো। হিসেব নেয়া হবে না—এমন মনে করার কোনো কারণ নেই।

৩০. অর্থাৎ আমি তোমাদের হিসেব নেয়ার জন্য যেসব সময়সূচী নির্ধারণ করে রেখেছি, সে সময়টা শীঘ্রই এসে পড়বে।

আল্লাহ মানুষ ও জ্বিনের হিসেব নেয়ার জন্য মনযোগ দেবেন—এ কথার অর্থ এটা নয় যে, আল্লাহ অন্য কাজের ঝামেলায় এখন হিসেব নেয়ার প্রতি মনোযোগ দিতে পারছেন না, কিছুদিন পর ঝামেলা মুক্ত হয়ে সেদিকে নযর দেবেন। প্রকৃতপক্ষে এর অর্থ আল্লাহ তা'আলা মানুষ ও জ্বিনকে সৃষ্টি করে একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত দুনিয়ার পরীক্ষাগারে বংশ পরম্পরা কাজ করে যাওয়ার সুযোগ দেবেন ; অতপর একটি সুনির্দিষ্ট

﴿٣٢﴾ فَبِاَىِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿٣٣﴾ يٰمَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ اِنِ اسْتَطَعْتُمْ

৩২. অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ কোন্ নিয়ামতকে অস্বীকার করবে ?[৩১] ৩৩. হে জ্বিন ও মানুষ জাতি! যদি তোমরা ক্ষমতা রাখ

اَنْ تَنْفُذُوْا مِنْ اَقْطَارِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ فَانْفُذُوْا ۭ لَا تَنْفُذُوْنَ

আসমান ও যমীনের সীমানা থেকে বের হয়ে যাওয়ার, তাহলে বের হয়ে যাও ; (কিন্তু) তোমরা বের হতে পারবে না।

اِلَّا بِسُلْطٰنٍ ﴿٣٤﴾ فَبِاَىِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿٣٥﴾ يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ مِّنْ نَّارٍ

ক্ষমতার সাহায্য ছাড়া।[৩২] ৩৪. অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ কোন্ নিয়ামতকে অস্বীকার করবে ? ৩৫. তোমাদের উভয়ের ওপর নিক্ষেপ করা হবে আগুনের শিখা

﴿٣٢﴾ فَبِاَىِّ-অতএব কোন্ কোন্ ; اٰلَآءِ-নিয়ামতকে ; رَبِّكُمَا-তোমাদের প্রতিপালকের ; تُكَذِّبٰنِ-তোমরা উভয়ে অস্বীকার করবে ? ﴿٣٣﴾ يٰمَعْشَرَ-(يا+معشر)-হে জাতি ; الْجِنِّ-জ্বিন ; وَ-ও ; الْاِنْسِ-মানুষ ; اِنِ-যদি ; اسْتَطَعْتُمْ-তোমরা ক্ষমতা রাখ ; اَنْ تَنْفُذُوْا-বের হয়ে যাওয়ার ; مِنْ-থেকে ; اَقْطَارِ-সীমানা ; السَّمٰوٰتِ-আসমান ; وَ-ও ; الْاَرْضِ-যমীনের ; فَانْفُذُوْا-(ف+انفذوا)-তাহলে বের হয়ে যাও ; لَا تَنْفُذُوْنَ-(কিন্তু) তোমরা বের হতে পারবে না ; اِلَّا-ছাড়া ; بِسُلْطٰنٍ-(ب+سلطن)-ক্ষমতার সাহায্য। ﴿٣٤﴾ فَبِاَىِّ-অতএব কোন্ কোন্ ; اٰلَآءِ-নিয়ামতকে ; رَبِّكُمَا-তোমাদের প্রতিপালকের ; تُكَذِّبٰنِ-তোমরা উভয়ে অস্বীকার করবে ? ﴿٣٥﴾ يُرْسَلُ-নিক্ষেপ করা হবে ; عَلَيْكُمَا-তোমাদের উভয়ের উপর ; شُوَاظٌ-শিখা ; مِّنْ نَّارٍ-আগুনের ;

সময়ে এসব সৃষ্টিকে ধ্বংস করে দেবেন। তারপর এক সময় তাদের আগে-পরের সকল মানুষ ও জ্বিনকে একত্র করে হিসেব গ্রহণ করবেন এবং তাদের উভয় প্রজাতিকে তাদের দুনিয়ার কর্মকাণ্ডের জন্য জবাবদিহিতার সম্মুখীন করবেন। সেই সময়টা রুটিন অনুযায়ী যথাসময়ে এসে উপস্থিত হবে এবং সময়টা খুব বেশী দূরে নয়।

৩১. অর্থাৎ তোমাদেরকে যখন জবাবদিহির মুখোমুখী করা হবে, তখন আমি ধরে নেবো যে, তোমরা দুনিয়াতে আমার অগণিত নিয়ামত ভোগ করে শিরক, নাস্তিকতা, যুলুম ও পাপাচারে নিমগ্ন হয়েছিলে এবং আমার এসব নিয়ামত ও তোমাদের নিকট থেকে হিসেব নেয়ার আমার অসীম ক্ষমতাকে অস্বীকার করেছিলে।

৩২. অর্থাৎ আল্লাহর পাকড়াও থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য আল্লাহর প্রভুত্বের সীমানা ছাড়িয়ে কোথাও যাওয়ার কোনো পথ নেই। এমন কোনো স্থান যদি থেকে থাকে,

وَّنُحَاسٌ فَلَا تَنْتَصِرٰنِ ۝٣٥ فَبِاَيِّ اٰلَاۤءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ۝٣٦ فَاِذَا انْشَقَّتِ السَّمَاۤءُ فَكَانَتْ

এবং ধোঁয়া[৩৩], তখন তোমরা (তার) মুকাবিলা করতে পারবে না। ৩৬. অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ কোন্ নিয়ামতকে অস্বীকার করবে? ৩৭. অতপর যখন আসমান ফেটে চৌচির হয়ে যাবে তখন তা হবে

وَرْدَةً كَالدِّهَانِ ۝٣٧ فَبِاَيِّ اٰلَاۤءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ۝٣٨ فَيَوْمَئِذٍ لَّا يُسْـَٔلُ عَنْ ذَنْۢبِهٖٓ

রঞ্জিত চামড়ার মতো লাল[৩৪]। ৩৮. অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ কোন্ নিয়ামতকে অস্বীকার করবে।[৩৫] ৩৯. আর সে দিন কাউকে তার অপরাধ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে না—

وَ-এবং ; نُحَاسٌ-ধোঁয়া ; فَلَا تَنْتَصِرٰنِ-(ف+لاتنتصرن)-তখন তোমরা (তার) মুকাবিলা করতে পারবে না। ৩৬ فَبِاَيِّ-(ف+ب+اى)-অতএব কোন্ কোন্ ; اٰلَاۤءِ-নিয়ামতকে ; رَبِّكُمَا-তোমাদের প্রতিপালকের ; تُكَذِّبٰنِ-তোমরা উভয়ে অস্বীকার করবে ? ৩৭ فَاِذَا-(ف+اذا)-অতপর যখন ; انْشَقَّتِ-ফেটে চৌচির হয়ে যাবে ; السَّمَاۤءُ-আসমান ; فَكَانَتْ-(ف+كانت)-তখন তা হবে ; وَرْدَةً-লাল ; كَالدِّهَانِ-(ك+ال+دهان)-রঞ্জিত চামড়ার মতো। ৩৮ فَبِاَيِّ-(ف+ب+اى)-অতএব কোন্ কোন্ ; اٰلَاۤءِ-নিয়ামতকে ; رَبِّكُمَا-তোমাদের প্রতিপালকের ; تُكَذِّبٰنِ-তোমরা উভয়ে অস্বীকার করবে ? ৩৯ فَيَوْمَئِذٍ-(ف+يومئذ)-আর সেদিন ; لَا يُسْـَٔلُ-কাউকে জিজ্ঞস করা হবে না; عَنْ-সম্পর্কে ; ذَنْۢبِهٖٓ-(ذنب+ه)-তার অপরাধ ;

যেখানে গেলে আল্লাহ পাকড়াও করতে পারবেন না, তাহলে সকল মানুষ ও জ্বিন তাদের সব শক্তি প্রয়োগে চেষ্টা করে দেখুক, কিন্তু না তাদের এমন শক্তি-ক্ষমতা নেই। সুতরাং আল্লাহর সামনে জবাবদিহির কথা স্মরণ রেখেই জীবন যাপন করা উচিত।

৩৩. অর্থাৎ হে জ্বিন ও মানুষ! তোমরা যদি আমার আওতা তথা আমার সামনে জবাবদিহি থেকে পালাতে চাও তাহলে তোমাদের উপর 'শুয়ায' (ধোঁয়াহীন আগুনের শিখা) এবং 'নুহাস' (আগুন বিহীন ধোঁয়ার কুণ্ডলী) নিক্ষেপ করা হবে। এ শাস্তি হিসাব-নিকাশের পরও হতে পারে। জাহান্নামীকে দু'ধরনের শাস্তি দেয়া হতে পারে। কোথাও ধোঁয়াহীন আগুনের শিখা হবে, আবার কোথাও আগুন হীন ধোয়ার কুণ্ডলী হবে।

এ আয়াতের এ অর্থও হতে পারে যে, হে জ্বিন ও মানুষ! তোমরা যদি আমার আকাশ ও পৃথিবীর সীমানা ছেড়ে কোথাও পালাতে চেষ্টা কর, তাহলে তোমাদের ওপর নিক্ষেপ করা হবে ধোঁয়াহীন আগুনের শিখা এবং আগুনহীন ধোঁয়ার কুণ্ডলী নিক্ষেপ করা হবে। (ইবনে কাসীর)

৩৪. অর্থাৎ কিয়ামত তথা মহাপ্রলয়ের দিন আসমান রঙিন চামড়ার মতো লাল রং ধারণ করবে। আর আসমান ফেটে চৌচির হওয়ার কারণ হলো সৌরজগতের যাবতীয়

إِنْسٌ وَّلَا جَانٌّ ﴿٤٠﴾ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٤١﴾ يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ

কোনো মানুষকে, আর না কোনো জিনকে।[৩৬] ৪০. অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ কোন্ নিয়ামতকে অস্বীকার করবে?[৩৭] ৪১. অপরাধীদেরকে চেনা যাবে

إِنْسٌ-কোনো মানুষকে ; وَ-আর ; لَاجَانٌّ-না কোনো জ্বিনকে। ﴿৪০﴾ فَبِأَيِّ-অতএব কোন্ কোন্ ; آلَاءِ-নিয়ামতকে ; رَبِّكُمَا-তোমাদের প্রতিপালকের ; تُكَذِّبَانِ-তোমরা উভয়ে অস্বীকার করবে ? ﴿৪১﴾ يُعْرَفُ-চেনা যাবে ; الْمُجْرِمُونَ-অপরাধীদেরকে ;

গ্রহ ও নক্ষত্রের মধ্যে পারস্পরিক আকর্ষণ শক্তি রয়েছে তা নিঃশেষ হয়ে যাওয়া। সেদিন কেউ আসমানের দিকে তাকালে দেখতে পাবে যে, আকাশে আগুন ধরে গেছে।

৩৫. অর্থাৎ তোমাদের বিশ্বাসের বিপরীত যখন চোখের সামনে কিয়ামত সংঘটিত হতে দেখবে, তখন তোমরা তাঁর কোন্ কোন্ ক্ষমতাকে মিথ্যা সাব্যস্ত করবে ? তখন কিয়ামতকে মিথ্যা সাব্যস্ত করার কোনো পথই তোমাদের থাকবে না।

৩৬. অর্থাৎ হাশরের ময়দানে যখন দুনিয়ার আগে-পরের সব লোককে একত্র করা হবে, তখন এসব লোকের মধ্যে কে অপরাধী ও কে নিরপরাধ তা জিজ্ঞেস করার প্রয়োজন হবে না। পরবর্তী ৪০ আয়াতেই অপরাধীদের চেনার পদ্ধতি বলে দেয়া হয়েছে। বলা হয়েছে যে, অপরাধীদের চেনা যাবে তাদের চেহারা দেখেই। আখিরাতে যেহেতু ন্যায়বিচার সম্পর্কে অপরাধী ও নিরপরাধ সকলে নিশ্চিত, তাই নিরপরাধ ব্যক্তির সাজা হওয়ার কোনো কারণ নেই, তাই তার চেহারায় ভয়ের কোনো চিহ্ন থাকবে না। অপরদিকে যে অপরাধী সে ভাববে তার আজ সাজা থেকে বাঁচার কোনো পথ নেই। সুতরাং তার চেহারায় ভীতির চিহ্ন ফুটে উঠবে। অতএব চেহারা দেখে দেখেই অপরাধীদেরকে সহজেই বাছাই করে নেয়া যাবে।

৩৭. অর্থাৎ তখন চিহ্নিত অপরাধীদের থেকে হিসাব নেবো—দুনিয়াতে আমার অগণিত নিয়ামত ভোগ করার পর তারা কিভাবে এ ধারণা পোষণ করেছিল যে, এসব নিয়ামত তারা এমনিই লাভ করেছে, এগুলো কারো দান নয়। অথবা তারা এ ধারণা পোষণ করেছে যে, এগুলো আল্লাহর দান নয়, এগুলো তাদের সৌভাগ্য ও যোগ্যতা বলেই লাভ করেছে ; অথবা আল্লাহর দান হলেও এর হিসেব নেয়ার কোনো অধিকার নেই ; অথবা আল্লাহ নিজে এগুলো তাদেরকে দেননি ; অন্য কোনো সত্তার মাধ্যমে তারা এসব নিয়ামত লাভ করেছে। মানুষের এসব ভ্রান্ত ধারণাই তাদেরকে আল্লাহ-বিমুখ এবং তাঁর আদেশ নিষেধ অমান্য করে দুনিয়াতে জীবন-যাপন করতে সুযোগ দিয়েছে। কুরআনের দৃষ্টিতে আল্লাহর দেয়া নিয়ামতের ব্যাপারে মানুষের এ ধারণাই অপরাধের মূল ভিত্তি। উল্লিখিত ধারণার সব মানুষই আল্লাহর নিয়ামতের অস্বীকারকারী। এদেরকে লক্ষ্য করেই বলা হয়েছে যে, তোমাদের চেহারা দেখেই চেনা যাবে যে, তোমরা অপরাধী। তখন আমি দেখবো তোমরা আমার কোন্ নিয়ামতকে

بِسِيمٰهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِيْ وَالْاَقْدَامِ ﴿٤١﴾ فَبِاَيِّ اٰلَاۤءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ○

তাদের চেহারা দিয়েই, তখন (তাদের) সামনের চুল ও ঠ্যাংগুলো ধরে তাদেরকে হেঁচড়ে নেয়া হবে।
৪২. অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ কোন্ নিয়ামতকে অস্বীকার করবে ?

﴿٤٣﴾ هٰذِهٖ جَهَنَّمُ الَّتِيْ يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُوْنَ ﴿٤٤﴾ يَطُوْفُوْنَ بَيْنَهَا وَ

৪৩. (বলা হবে)—এটাই সেই জাহান্নাম যাকে অপরাধীরা মিথ্যা মনে করতো।
৪৪. তারা ছুটাছুটি করতে থাকবে তার (জাহান্নামের) মাঝে এবং

بَيْنَ حَمِيْمٍ اٰنٍ ﴿٤٥﴾ فَبِاَيِّ اٰلَاۤءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ○

টগবগে ফুটন্ত উত্তপ্ত পানির মাঝে[৩৮]। ৪৪. অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ কোন্ নিয়ামতকে অস্বীকার করবে ?[৩৯]

بِسِيمٰهُمْ-(ب+سيما+هم)-তাদের চেহারা দিয়েই ; فَيُؤْخَذُ-(ف+يؤخذ)-তখন তাদেরকে ধরে হেঁচড়ে নেয়া হবে ; بِالنَّوَاصِيْ-(ب+ال+نواص)-(তাদের) সামনের চুল হবে ; وَ-ও ; الْاَقْدَامِ-ঠ্যাংগুলো। ④২ فَبِاَيِّ-(ف+ب+اى)-অতএব কোন্ কোন্ ; اٰلَاۤءِ-নিয়ামতকে ; رَبِّكُمَا-তোমাদের প্রতিপালকের ; تُكَذِّبٰنِ-তোমরা উভয়ে অস্বীকার করবে ? ④৩ هٰذِهٖ-(বলা হবে)–এটাই ; جَهَنَّمُ-জাহান্নামে ; الَّتِيْ-সেই ; يُكَذِّبُ-মিথ্যা মনে করতো ; بِهَا-যাকে ; الْمُجْرِمُوْنَ-অপরাধীরা। ④৪ يَطُوْفُوْنَ-তারা ছুটাছুটি করতে থাকবে ; بَيْنَهَا-(بين+ها)-তার (জাহান্নামের) মাঝে ; وَ-এবং ; بَيْنَ-মাঝে ; حَمِيْمٍ-উত্তপ্ত পানির ; اٰنٍ-টগবগে ফুটন্ত। ④৫ فَبِاَيِّ-(ف+ب+اى)-অতএব কোন্ কোন্ ; اٰلَاۤءِ-নিয়ামতকে ; رَبِّكُمَا-তোমাদের প্রতিপালকের ; تُكَذِّبٰنِ- তোমরা উভয়ে অস্বীকার করবে ?

অস্বীকার করেছো। সূরা আত-তাকাসুরে কথাটি এভাবে বলা হয়েছে—"অতপর তোমাদেরকে প্রদত্ত নিয়ামতরাজি সম্পর্কে অবশ্যই জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। অর্থাৎ আমার দেয়া নিয়ামত ভোগ করে আমাকে কিভাবে অস্বীকার করেছিলে, আমার আদেশ-নিষেধ কিভাবে অমান্য করেছিলে এবং আমার দেয়া নিয়ামত কোন্ কাজে খরচ করেছিলে।"

৩৮. অর্থাৎ অপরাধীরা যখন জাহান্নামে পিপাসার্ত হয়ে পড়বে, তখন টগবগে ফুটন্ত পানির ঝর্ণার দিকে ছুটবে ; কিন্তু সেখানে পাবে অত্যন্ত উত্তপ্ত পানি যাতে তাদের পিপাসা নিবারণ হবে না। এভাবে বারবার তারা জাহান্নাম এবং ফুটন্ত পানির ঝর্ণার মধ্যে ছুটাছুটি করতে থাকবে।

৩৯. অর্থাৎ তখন তোমরা আল্লাহর ক্ষমতাকে কিভাবে অস্বীকার করবে ? আল্লাহ যে, কিয়ামত সংঘটিত করা, পুনর্জীবন দান, সবাইকে একত্র করে জিজ্ঞাসাবাদ এবং জান্নাত দান বা জাহান্নামে নিক্ষেপ করতে পারেন—তখনকার সেই বাস্তবতাকে তোমরা কিভাবে অস্বীকার করবে ?

২য় রুকূ' (২৬-৪৫ আয়াত)-এর শিক্ষা

১.কিয়ামত বা মহা প্রলয়ের দিন একমাত্র মহান স্রষ্টা আল্লাহ ছাড়া সৃষ্টিজগত পুরোটাই ধ্বংস হয়ে যাবে। এ ২৬ নং আয়াত দ্বারা কিয়ামতের সত্যতা প্রতিষ্ঠিত।

২. মহানত্ব ও মহানুভবতার একমাত্র মালিক আল্লাহ তা'আলা। তাঁর সৃষ্টি মানুষের মধ্যে এ গুণ দুটোর প্রতিফলন প্রকাশ পেলে, তা অতি সামান্য এবং তা-ও আল্লাহর-ই অনুগ্রহের দান।

৩. সৃষ্টি জগতের কাউকে মহান ও মহানুভব বলে মেনে নিলে আল্লাহর মহানত্ব ও মহানুভবত্বকে মিথ্যা সাব্যস্ত করা হয়। সুতরাং আল্লাহ ছাড়া কেউ মহান ও মহানুভব হতে পারে না।

৪. আসমান ও যমীনের সকল জড় ও জৈব সৃষ্টি তাদের সকল চাওয়া আল্লাহর দরবারেই পেশ করে, কারণ তিনিই একমাত্র সকলের চাহিদা পূরণ করার ক্ষমতা ও অধিকার রাখেন।

৫. আল্লাহ তা'আলা সার্বক্ষণিক তাঁর সৃষ্টি জগত পরিচালনা—জীবন-মৃত্যু, সুখ-দুখ, হাসি-কান্না, উত্থান-পতন, স্বাচ্ছন্দ্য-দারিদ্র, সুস্থতা-অসুস্থতা এবং সকল সৃষ্টির রিযিকের ব্যবস্থাকরণ ইত্যাদি যাবতীয় কাজে বিরামহীন কর্মতৎপর রয়েছেন।

৬. আল্লাহ তা'আলার উল্লিখিত শান বা অবস্থাকে আমরা কখনো অবিশ্বাস করতে পারি না—এটাকে অবিশ্বাস করা কুফরী।

৭. কিয়ামত বা মহাপ্রলয়ের পরে আল্লাহ মানুষ ও জ্বিনকে পুনর্জীবন দান করবেন এবং তাদের এ দুনিয়ার সকল কর্মকাণ্ডের পুংখানুপুংখ হিসাব গ্রহণ করবেন। সুতরাং এখন থেকেই হিসাব দেয়ার প্রস্তুতি গ্রহণ করতে হবে।

৮. আখিরাতে আল্লাহর দরবারে হিসাব-নিকাশ দান করা এ (৩১ নং) আয়াত থেকে অকাট্য সত্য হিসেবে প্রমাণিত। সুতরাং এটাকে বিশ্বাস বা কর্মের মাধ্যমে অবিশ্বাস করা কুফরী।

৯. মহাবিশ্বের সর্বত্র আল্লাহর রাজত্ব ও প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত। তাঁর রাজত্বের বাইরে পালিয়ে যাওয়ার কোনো সুযোগ নেই। অতএব তার সামনে জবাবদিহির জন্য বিশ্বাসের দৃঢ়তা ও কর্মতৎপরতার মাধ্যমে প্রস্তুতি গ্রহণ করাই বুদ্ধিমানের কাজ।

১০. যারা আল্লাহর পাকড়াও তথা হিসাব-নিকাশ গ্রহণকে বিশ্বাস ও কর্মের মাধ্যমে অস্বীকার করবে, তাদের উপর আখিরাতে ধোঁয়াহীন আগুন এবং আগুনহীন ধোঁয়ার কুণ্ডলী নিক্ষেপের শাস্তি নির্ধারিত রয়েছে।

১১. আল্লাহর শাস্তির মুকাবিলা করার ক্ষমতা দুনিয়া আখিরাতে কোথাও কারো পক্ষে সম্ভব হবে না। দুনিয়া বা আখিরাতে আল্লাহর শাস্তি থেকে বাঁচার উপায় হলো আকীদা-বিশ্বাস ও কাজকে আল্লাহর কিতাবের আলোকে গঠন করে নেয়া।

১২. মহাপ্রলয় বা কিয়ামতের দিন আকাশের রং হবে রং করা চামড়ার মতো লাল। মহাবিশ্বের সকল গ্রহ-নক্ষত্রের মধ্যাকর্ষণ শক্তি নিঃশেষ হয়ে যাবে। ফলে আকাশ মণ্ডলী ফেটে চৌচির হয়ে যাবে। কোনো ক্ষমতা-ই কিয়ামতের সংঘটনকে রোধ করতে পারবে না।

১৩. কিয়ামতের অবস্থাকে অবিশ্বাস-অস্বীকার করার ক্ষমতা কোনো মানুষ বা জ্বিনের নেই। যারা এটাকে অবিশ্বাস করবে তারা নিঃসন্দেহে কাফির।

১৪.শেষ বিচারের দিন অপরাধী মানুষ ও জ্বিনদের কাউকে তাদের অপরাধ সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদের প্রয়োজন হবে না, তাদের চেহারা দেখেই বেছে আলাদা করা যাবে। তারা আল্লাহর একটি আদেশের সাথে সাথেই আলাদা হয়ে যাবে।

১৫. অপরাধীদেরকে তাদের মাথার সামনের চুল এবং পা ধরে টেনে হেঁচড়ে জাহান্নামে নিয়ে ফেলা হবে।—বলা হবে এটাই সেই জাহান্নাম যা তোমরা অবিশ্বাস করতে।

১৬. পিপাসার্ত অপরাধীরা কাতর হয়ে জাহান্নামের মধ্যে টগবগে ফুটন্ত পানির ঝর্ণার দিকে ছুটে গিয়ে সে পানি পান করবে কিন্তু পিপাসা না মেটায় ফিরে আসবে—আবার যাবে—এভাবে ছুটাছুটি করেই তার সময় যাবে।

১৭. উল্লিখিত শাস্তিকে কোনো মানুষ ও জ্বিনের পক্ষে মিথ্যা সাব্যস্ত করার কোনো সুযোগ নেই, তাহলে কুরআনকেই অস্বীকার করা হবে। আর কুরআনকে অস্বীকারকারী কাফির—এতে ইমামদের মধ্যে কোনো দ্বিমত নেই।

❐

সূরা হিসেবে রুকূ'-৩
পারা হিসেবে রুকূ'-১৩
আয়াত সংখ্যা-৩৩

﴿٤٦﴾ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتٰنِ ﴿٤٧﴾ فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ○

৪৬. আর যে ব্যক্তি তার প্রতিপালকের সামনে দাঁড়ানোকে ভয় পায়[৪০], তার জন্য রয়েছে দু'টো বাগান[৪১]।
৪৭. অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ কোন্ নিয়ামতকে অস্বীকার করবে ?[৪২]

৪৬ وَ-আর ; لِمَنْ-তার জন্য রয়েছে, যে ব্যক্তি ; خَافَ-ভয় পায় ; مَقَامَ-দাঁড়ানোকে ; رَبِّهِ-(رب+ه)-তার প্রতিপালকের সামনে ; جَنَّتٰنِ-দুটো বাগান। ৪৭ فَبِاَيِّ-(ف+ب+اى)-অতএব কোন্ কোন্ ; اٰلَآءِ-নিয়ামতকে ; رَبِّكُمَا-তোমাদের প্রতিপালকের ; تُكَذِّبٰنِ-তোমরা উভয়ে অস্বীকার করবে ?

৪০. অর্থাৎ প্রথমোক্ত বাগান দুটো এমন লোকদের জন্য যারা সর্বদা-সর্বাবস্থায় কিয়ামতের দিন আল্লাহর সামনে উপস্থিত হওয়া ও হিসাব-নিকাশ দেয়ার ভয়ে ভীত থাকে। ফলে তারা কোনো গুনাহ তথা পাপকাজের নিকটেও যায় না। তারা দৃঢ়ভাবে আখিরাতকে বিশ্বাস করে। তাই তারা জীবনের সর্বাবস্থায় ন্যায়-অন্যায়, যুলুম-ইনসাফ, পাক-নাপাক এবং হালাল-হারাম ইত্যাদি বাছ-বিচার করে চলে। আর জেনে বুঝে আল্লাহর আনুগত্য থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় না। বলা বাহুল্য এ ধরনের লোকরাই আল্লাহর বিশেষ নৈকট্যশীল।

৪১. 'জান্নাত' শব্দের অর্থ বাগান। সৎকর্মশীল মানুষদেরকে আখিরাতে সে জায়গায় রাখা হবে, কুরআন মাজীদে অন্যত্র তার পুরোটাকেই বাগান বলা হয়েছে। আবার কোথাও বলা হয়েছে যে, তাদের জন্য থাকবে বাগানসমূহ, যার তলদেশ দিয়ে নহরসমূহ প্রবাহিত থাকবে। তবে এখানে যে দুটো বাগানের কথা বলা হয়েছে। সে দুটো হবে আল্লাহভীরু লোকদের জন্য নির্ধারিত বিশাল বাগানের মধ্যে বিশেষ দুটো বাগান। কেবলমাত্র সেই লোকদের জন্যই এমন দুটো করে বাগান থাকবে যারা জীবনের সর্বক্ষেত্রেই আল্লাহকে ভয় করে তাঁর সামনে জবাবদিহি করার কথা স্মরণ রেখে কাজ করে।

৪২. অর্থাৎ আল্লাহর অসীম ক্ষমতা—যালিমদের শাস্তি দান, সত্যপন্থীদের পুরস্কার দান করতে আল্লাহ্ সক্ষম ; যদিও তোমরা এটাকে অসম্ভব বলে মনে কর। তিনি আখিরাতে যখন যালিমদেরকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন এবং ন্যায় ও সত্যের অনুসারীদেরকে জান্নাতে উল্লিখিত নিয়ামতসমূহ দেবেন তখনতো আর আল্লাহর অসীম ক্ষমতা, নিয়ামতরাজি দানের ক্ষমতা এবং তাঁর মহৎ গুণাবলীর কোনোটাই তোমরা অস্বীকার করতে পারবে না।

﴿٤٨﴾ ذَوَاتَا أَفْنَانٍ ﴿٤٩﴾ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٥٠﴾ فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ

৪৮. (বাগান দু'টো হবে)-বহু ডাল পালা ও লতাকুঞ্জ বিশিষ্ট। ৪৯. অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ কোন্ নিয়ামতকে অস্বীকার করবে? ৫০. সেই (বাগান) দু'টোতে প্রবহমান থাকবে দু'টো ঝর্ণাধারা।

﴿٥١﴾ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٥٢﴾ فِيهِمَا مِنْ كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ ﴿٥٣﴾ فَبِأَيِّ

৫১. অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ কোন্ নিয়ামতকে অস্বীকার করবে? ৫২. সেই (বাগান) দু'টোতে প্রত্যেক ফলেরই দু' দু' প্রকার থাকবে[৪৩]। ৫৩. অতএব কোন্ কোন্

آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٥٤﴾ مُتَّكِئِينَ عَلَىٰ فُرُشٍ بَطَائِنُهَا مِنْ إِسْتَبْرَقٍ

নিয়ামতকে তোমাদের প্রতিপালকের তোমরা উভয়ে অস্বীকার করবে? ৫৪. তারা জান্নাতবাসীরা হেলানরত অবস্থায় আসীন থাকবে এমন বিছানার ওপর যার আস্তর হবে পুরু রেশমের[৪৪],

৪৮ ذَوَاتَا-(বাগান দুটো হবে) বিশিষ্ট ; أَفْنَانٍ-ডালপালা ও লতাকুঞ্জ। ৪৯ فَبِأَيِّ-(ف+ب+اى)-অতএব কোন্ কোন্ ; آلَاءِ-নিয়ামতকে ; رَبِّكُمَا-তোমাদের প্রতিপালকের ; تُكَذِّبَانِ-তোমরা উভয়ে অস্বীকার করবে? ৫০ فِيهِمَا-(فى+هما)-সেই (বাগান) দু'টোতে ; عَيْنَانِ-দুটো ঝর্ণাধারা ; تَجْرِيَانِ-প্রবহমান থাকবে। ৫১ فَبِأَيِّ-(ف+ب+اى)-অতএব কোন্ কোন্ ; آلَاءِ-নিয়ামতকে ; رَبِّكُمَا-তোমাদের প্রতিপালকের ; تُكَذِّبَانِ-তোমরা উভয়ে অস্বীকার করবে? ৫২ فِيهِمَا-(فى+هما)-সেই (বাগান) দুটোতে থাকবে ; مِنْ كُلِّ-প্রত্যেক ; فَاكِهَةٍ-ফলেরই ; زَوْجَانِ-দুই দুই প্রকার। ৫৩ فَبِأَيِّ-(ف+ب+اى)-অতএব কোন্ কোন্ ; آلَاءِ-নিয়ামতকে ; رَبِّكُمَا-তোমাদের প্রতিপালকের ; تُكَذِّبَانِ-তোমরা উভয়ে অস্বীকার করবে? ৫৪ مُتَّكِئِينَ-তারা (জান্নাতবাসীরা) হেলানরত অবস্থায় আসীন থাকবে ; عَلَىٰ-উপরে ; فُرُشٍ-এমন বিছানার ; بَطَائِنُهَا-(بطائن+ها)-যার আস্তর হবে ; مِنْ إِسْتَبْرَقٍ-পুরু রেশমের ;

৪৩. অর্থাৎ উভয় বাগানের ফলের স্বাদ হবে ভিন্ন ভিন্ন। অথবা এর অর্থ এক বাগানের ফল হবে শুষ্ক, অপর বাগানের ফল হবে আর্দ্র। অথবা এক বাগানের ফল হবে সাধারণ স্বাদের, অপর বাগানের ফল হবে বিশেষ স্বাদের। অথবা এক বাগানের ফল হবে তার পরিচিত যা সে দুনিয়াতে দেখেছে বা শুনেছে, যদিও সেগুলো স্বাদে-গন্ধে দুনিয়ার ফলের চেয়ে অনেক উন্নত হবে আর অপর বাগানের ফল হবে তার সম্পূর্ণ অপরিচিত, যা সে দুনিয়াতে চোখে দেখেনি, এমনকি কানেও শোনেনি। অথবা এমনও হতে পারে যে, একই গাছের ফল একটির স্বাদ হবে এক রকম, অন্যটির স্বাদ হবে অন্যরকম।

وَجَنَا الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ ﴿٥٤﴾ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿٥٥﴾ فِيهِنَّ قٰصِرٰتُ الطَّرْفِ

আর বাগান দু'টোর ফলরাজি (তাদের নিকটে) থাকবে ঝুলন্ত অবস্থায়। ৫৫. অতপর তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ কোন্ নিয়ামতকে অস্বীকার করবে ? ৫৬. তার মধ্যে থাকবে লজ্জাবনত নয়নের অধিকারী হুরগণ[৪৫]

لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌّ ﴿٥٦﴾ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿٥٧﴾

যাদেরকে তাদের (জান্নাতীদের) আগে স্পর্শ করেনি কোনো মানুষ এবং না কোনো জ্বিন[৪৬]। ৫৭. অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ কোন্ নিয়ামতকে অস্বীকার করবে ?

وَ-আর ; جَنَا-ফলরাজি ; الْجَنَّتَيْنِ-বাগান দুটোর ; دَانٍ-(নিকটে) থাকবে ঝুলন্ত অবস্থায়। ৫৫ فَبِأَيِّ-(ف+ب+اى)-অতএব কোন্ কোন্ ; آلَاءِ-নিয়ামতকে ; رَبِّكُمَا-তোমাদের প্রতিপালকের ; تُكَذِّبٰنِ-তোমরা উভয়ে অস্বীকার করবে ? ৫৬ فِيهِنَّ-(فى+هن)-তার মধ্যে থাকবে ; قٰصِرٰتُ الطَّرْفِ-লজ্জাবনত নয়নের অধিকারী হুরগণ ; لَمْ يَطْمِثْهُنَّ-(لم يطمث+هن)-যাদেরকে স্পর্শ করেনি ; إِنْسٌ-কোনো মানুষ ; قَبْلَهُمْ-(قبل+هم)-তাদের (জান্নাতীদের) আগে ; وَ-এবং ; لَا-না ; جَانٌّ-কোনো জ্বিন। ৫৭ فَبِأَيِّ-(ف+ب+اى)-অতএব কোন্ কোন্ ; آلَاءِ-নিয়ামতকে ; رَبِّكُمَا -তোমাদের প্রতিপালকের ; تُكَذِّبٰنِ-তোমরা উভয়ে অস্বীকার করবে ?

৪৪. 'ইসতাবরাক' অর্থ রেশমের মোটা কাপড়। এটা হবে জান্নাতীদের ফরাশের আস্তর। যার আস্তর এমন হবে, তার ওপর চাদর কেমন হবে তা অনুমান করা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়।

৪৫. অর্থাৎ জান্নাতে নারীরা হবে লজ্জাবতী, স্বল্পভাষী ও লাজনম্র দৃষ্টির অধিকারী। আর এ বৈশিষ্ট্যের নারীরাই প্রকৃত সুন্দরী। তাই জান্নাতের নারীদের কথা বলতে গিয়ে তাদের দৈহিক রূপ-সৌন্দর্যের কথা বলার আগে তাদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের কথাই আগে বলা হয়েছে। বলা হয়েছে যে, দুনিয়াতে নারীদের মধ্যে যেমন লজ্জাহীনতা, বাচালতা, কামার্ত দৃষ্টি দেখা যায় ; জান্নাতের নারীরা তেমন হবে না। তারা তাদের জন্য নির্ধারিত পুরুষদের জন্যই আত্ম-নিবেদিত থাকবে।

৪৬. অর্থাৎ দুনিয়াতে কোনো নারী কুমারী অবস্থায় মৃত্যুবরণ করুক বা বিবাহিত জীবন-যাপন করে বৃদ্ধাবস্থায় মৃত্যুবরণ করুক, আখিরাতে এসব নেককার নারী যখন জান্নাতে যাবে, তখন তাদেরকে ষোল বছরের যুবতী ও কুমারী বানিয়ে দেয়া হবে। তারা তাদের জন্য নির্ধারিত নেককার পুরুষের জীবন-সঙ্গিনী হবে। সেখানে সেসব নির্ধারিত পুরুষের আগে তাদের সাথে কোনো পুরুষের সংস্পর্শ হবে না।

এ আয়াত থেকে এটাও প্রমাণিত হয় যে, সৎকর্মশীল মানুষের মতো সৎকর্মশীল জ্বিনরাও জান্নাত লাভ করবে। সৎকর্মশীল পুরুষ মানুষের জন্য যেমন সৎকর্মশীলা মেয়ে

⑤⑧ كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ ⑤⑨ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ○

৫৮. তারা (হুরগণ) যেন মূল্যবান 'ইয়াকূত' ও 'মুক্তা'। ৫৯. অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ কোন্ নিয়ামতকে অস্বীকার করবে ?

⑥⓪ هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ ⑥① فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ○

৬০. সৎকাজের বিনিময় (জান্নাতের মতো) উত্তম পুরস্কার ছাড়া হতে পারে কি।[৪৭] ৬১. অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ কোন্ নিয়ামতকে অস্বীকার করবে ?[৪৮]

⑤⑧ كَأَنَّهُنَّ-(كان+هن)-তারা (হুরগণ) যেন ; الْيَاقُوتُ-মূল্যবান ইয়াকূত ; وَ-ও ; الْمَرْجَانُ-মুক্তা। ⑤⑨ فَبِأَيِّ-(ف+ب+اى)-অতএব কোন্ কোন্ ; آلَاءِ-নিয়ামতকে ; رَبِّكُمَا-তোমাদের প্রতিপালকের ; تُكَذِّبَانِ-তোমরা উভয়ে অস্বীকার করবে ? ⑥⓪ هَلْ-হতে পারে কি ; جَزَاءُ-বিনিময় ; الْإِحْسَانِ-সৎ কাজের ; إِلَّا-ছাড়া ; الْإِحْسَانُ-(জান্নাতের মতো) উত্তম পুরস্কার। ⑥① فَبِأَيِّ-(ف+ب+اى)-অতএব কোন্ কোন্ ; آلَاءِ-নিয়ামতকে; رَبِّكُمَا-তোমাদের প্রতিপালকের ; تُكَذِّبَانِ-তোমরা উভয়ে অস্বীকার করবে ?

মানুষ থাকবে, তেমনি সৎকর্মশীল পুরুষ জ্বিনের জন্যও সৎকর্মশীলা নারী জ্বিন থাকবে। মানুষ নারীরা যেমন কুমারী হবে তেমনি জ্বিন নারীরাও কুমারী হবে। মানুষ নারীরা যেমন ইতোপূর্বে কোনো মানুষ পুরুষ কর্তৃক স্পর্শিতা হবে না তেমনি জ্বিন নারীরাও কোনো জ্বিন পুরুষ কর্তৃক স্পর্শিতা হবে না। এসব নারী শুধুমাত্র তাদের জান্নাতী স্বামীদের জন্যই সংরক্ষিত থাকবে।

৪৭. অর্থাৎ যারা দুনিয়াতে সৎকর্ম করেছে—নিজের প্রবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রণে রেখেছে, হারাম থেকে আত্মরক্ষা করেছে, হালালের উপর সন্তুষ্ট থেকেছে। ফরযকে ফরয জেনে নিজের দায়িত্ব কর্তব্য পালন করেছে ; ন্যায় ও সত্যের পক্ষ সমর্থন করার কারণে দুনিয়াতে লাঞ্ছনার শিকার হয়েছে ; অন্যায়-অসত্যের বিরুদ্ধে সাধ্যানুযায়ী প্রতিরোধ গড়ে তুলেছে—এসব করেছে একমাত্র আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার নিয়তে। আর তাই আল্লাহও তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে তাদেরকে উত্তম পুরস্কার দান করেছেন। আল্লাহ ইরশাদ করেন, এসব সৎকর্মশীল মানুষের জন্য চিরসুখের আবাস জান্নাত ছাড়া আর কিছু হতে পারে না।

৪৮. অর্থাৎ আখিরাতে আল্লাহ তা'আলা যখন সৎকর্মশীল লোকদের সৎকর্মের বিনিময়ে প্রতিশ্রুত জান্নাত ও সুখের যাবতীয় উপকরণ দান করবেন, তখনও কি দুনিয়াতে যারা এসব কথাকে রূপকথা বলে হেসে উড়িয়ে দিত অথবা সন্দেহ-সংশয় পোষণ করতো, তারা কি আখিরাতে চাক্ষুষ দেখা জান্নাতকে অস্বীকার করতে পারবে ?

আসলে দুনিয়াতে যারা আখিরাতকে অবিশ্বাস করে, তারা আল্লাহর অনেক গুণ ও ক্ষমতাকে অবিশ্বাস করে। তারা আল্লাহকে অবিবেচক শাসক, অন্ধ ও বধির, অনুভূতিহীন

⑥٢ وَمِنْ دُونِهِمَا جَنَّتَانِ ⑥٣ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ⑥٤ مُدْهَامَّتَانِ

৬২. আর সে দু'টো (বাগান) ছাড়াও থাকবে দু'টো বাগান।[৪৯] ৬৩. অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ কোন্ নিয়ামতকে করবে অস্বীকার ? ৬৪. (বাগান) দু'টোই হবে সবুজ-শ্যামল।[৫০]

⑥٥ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ⑥٦ فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ ⑥٧ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا

৬৫. অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ কোন্ নিয়ামতকে অস্বীকার করবে ? ৬৬. সেই (বাগান) দু'টোতে রয়েছে ফোয়ারার মতো উৎক্ষেপনমান দু'টো ঝর্ণাধারা। ৬৭. অতএব তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ কোন্ নিয়ামতকে

⑥٢ وَ-আর ; مِنْ دُوْنِهِمَا-(من+دون+هما)-সে দুটো (বাগান) ছাড়াও থাকবে ; جَنَّتٰنِ-দুটো বাগান। ⑥٣ فَبِاَيِّ-(ف+ب+اى)-অতএব কোন্ কোন্ ; اٰلَآءِ-নিয়ামতকে ; رَبِّكُمَا-তোমাদের প্রতিপালকের ; تُكَذِّبٰنِ-তোমরা উভয়ে অস্বীকার করবে ? ⑥٤ مُدْهَآمَّتٰنِ-(বাগান) দুটোই হবে সবুজ-শ্যামল। ⑥٥ فَبِاَيِّ-(ف+ب+اى)-অতএব কোন্ কোন্ ; اٰلَآءِ-নিয়ামতকে ; رَبِّكُمَا-তোমাদের প্রতিপালকের ; تُكَذِّبٰنِ-তোমরা উভয়ে অস্বীকার করবে ? ⑥٦ فِيْهِمَا-সেই (বাগান) দুটোতে রয়েছে ; عَيْنٰنِ-দুটো ঝর্ণাধারা ; نَضَّاخَتٰنِ-ফোয়ারার মতো উৎক্ষেপনমান। ⑥٧ فَبِاَيِّ-(ف+ب+اى)-অতএব কোন্ কোন; اٰلَآءِ-নিয়ামতকে ; رَبِّكُمَا-তোমাদের প্রতিপালকের ;

কোনো বিষয় যথাযথ মূল্যায়ণে অক্ষম এবং কাউকে কিছু দান করার ক্ষমতাহীন একটি সত্তা মনে করে। তাই আয়াতে বলা হয়েছে—আখিরাতে যখন তোমাদের চোখের সামনে সৎকর্মশীলদেরকে তাদের সৎকর্মের উত্তম প্রতিদান দেয়া হবে, তখন কি তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের গুণগুলো অস্বীকার করতে পারবে ?

৪৯. আলোচ্য ৬২ আয়াতের তিনটি অর্থ হতে পারে। 'মিন দূনিহিমা' শব্দের অর্থের ভিন্নতর কারণেই এ তিনটি অর্থের সম্ভাবনা রয়েছে। আয়াতে অর্থ হতে পারে—"পূর্বোক্ত জান্নাত দুটোর অবস্থান থেকে নীচু স্থানে আরো দুটো জান্নাত হবে এবং এ দুটোর মালিকও পুর্বোক্ত জান্নাতীরা হবে, তবে এ জান্নাত দুটো আগের দুটো থেকে কিছুটা নিম্ন মানের হবে। অথবা এর অর্থ এটাও হতে পারে যে, প্রথমোক্ত বাগান দুটো হবে উন্নত মানের এবং তা লাভ করবে আল্লাহর নৈকট্য লাভকারী বান্দাহগণ। আর এ দুটো বাগান হবে কিছুটা নিম্ন মানের, এগুলোর মালিক হবে 'আসহাবুল ইয়ামীন' বা ডানপন্থী লোকেরা। অন্যত্র কুরআন মাজীদে শেষোক্ত শ্রেণীর লোকদেরকে 'আসহাবুল মায়মানাহ'–বলেও উল্লেখ করেছে। হযরত আবু মূসা আশয়ারী রা. থেকে তাঁর পুত্র আবু বকর রা. কর্তৃক বর্ণিত একটি হাদীস থেকে আয়াতের দ্বিতীয় অর্থের প্রতি সমর্থন পাওয়া যায়। তাতে বলা হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সা. ইরশাদ করেছেন-অগ্রগামী নৈকট্যপ্রাপ্ত লোকদের জন্য নির্ধারিত জান্নাত দুটোর আসবাবপত্র হবে স্বর্ণের তৈরী।

تُكَذِّبٰنِ ﴿٦٧﴾ فِيْهِمَا فَاكِهَةٌ وَّنَخْلٌ وَّرُمَّانٌ ﴿٦٨﴾ فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿٦٩﴾

তোমরা উভয়ে অস্বীকার করবে? ৬৮. সেই (বাগান) দু'টোতেই রয়েছে নানারকম ফল ও খেজুর এবং আনার। ৬৯. অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ কোন্ নিয়ামতকে অস্বীকার করবে?

فِيْهِنَّ خَيْرٰتٌ حِسَانٌ ﴿٧٠﴾ فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿٧١﴾ حُوْرٌ مَّقْصُوْرٰتٌ

৭০. সেখানে রয়েছে উত্তম চরিত্রবতী সুন্দরী নারীরা। ৭১. অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ কোন্ নিয়ামতকে অস্বীকার করবে? ৭২. (তারা) গৌর বর্ণের হুর সুরক্ষিতা

فِي الْخِيَامِ ﴿٧٢﴾ فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿٧٣﴾ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ اِنْسٌ قَبْلَهُمْ

তাঁবুতে।[৫১] ৭৩. অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ কোন্ নিয়ামতকে অস্বীকার করবে? ৭৪.—তাদেরকে এদের (জান্নাতীদের) আগে স্পর্শ করেনি কোনো মানুষ

تُكَذِّبٰنِ-তোমরা উভয়ে অস্বীকার করবে? ﴿٦٨﴾ فِيْهِمَا-সেই (বাগান) দুটোতেই রয়েছে; فَاكِهَةٌ-নানা রকম ফল; وَّ-ও; نَخْلٌ-খেজুর; وَّ-এবং; رُمَّانٌ-আনার। ﴿٦٩﴾ فَبِاَيِّ-(ف+ب+اى)-অতএব কোন্ কোন্; اٰلَآءِ-নিয়ামতকে; رَبِّكُمَا-তোমাদের প্রতিপালকের; تُكَذِّبٰنِ-তোমরা উভয়ে অস্বীকার করবে? ﴿٧٠﴾ فِيْهِنَّ-সেখানে রয়েছে; خَيْرٰتٌ-উত্তম চরিত্রবতী; حِسَانٌ-সুন্দরী নারীরা। ﴿٧١﴾ فَبِاَيِّ-(ف+ب+اى)-অতএব কোন্ কোন্; اٰلَآءِ-নিয়ামতকে; رَبِّكُمَا-তোমাদের প্রতিপালকের; تُكَذِّبٰنِ-তোমরা উভয়ে অস্বীকার করবে? ﴿٧٢﴾ حُوْرٌ-(তারা) গৌরবর্ণের হুর; مَّقْصُوْرٰتٌ-সুরক্ষিত; فِي الْخِيَامِ-তাঁবুতে। ﴿٧٣﴾ فَبِاَيِّ-(ف+ب+اى)-অতএব কোন্ কোন্; اٰلَآءِ-নিয়ামতকে; رَبِّكُمَا-তোমাদের প্রতিপালকের; تُكَذِّبٰنِ-তোমরা উভয়ে অস্বীকার করবে? ﴿٧٤﴾ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ-(لم يطمث+هن)-তাদেরকে স্পর্শ করেনি; اِنْسٌ-কোনো মানুষ; قَبْلَهُمْ-(قبل+هم)-এদের (জান্নাতীদের) আগে;

আর তাদের অনুসারী 'আসহাবুল ইয়ামীন' তথা ডানপন্থীদের জন্য নির্ধারিত জান্নাত দুটোর আসবাবপত্র হবে রৌপ্যের তৈরী। (ফাতহুল বারী–কিতাবুত তাফসীর)

৫০. 'মুদহাম্মাতান' 'মুদহাম্মাতুন'-এর দ্বিবচন। ঘন সবুজ-শ্যামলতাকে মুদহাম্মাতুন বলা হয়। অর্থাৎ শেষোক্ত বাগান দুটোতে ঘন সবুজের সমারোহ দৃশ্যমান হবে।

৫১. 'হূর' শব্দটি 'হাওরা' শব্দের বহুবচন। অত্যন্ত গৌর বর্ণের নারীকে 'হাওরা' বলা হয়। যেসব নারীর শূভ্রতা ঠিকরে বের হয়, তাদেরকে 'হূর' বলা হয়। মুজাহিদ বলেন—"তাদের গৌর বর্ণের উজ্জ্বলতার জন্য তাদের উপর দৃষ্টি স্থির রাখা যায়

وَلَا جَانٌّ ﴿٧٥﴾ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٧٦﴾ مُتَّكِئِينَ عَلَىٰ رَفْرَفٍ خُضْرٍ

আর না কোনো জ্বিন। ৭৫. অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ কোন্ নিয়ামতকে অস্বীকার করবে ? ৭৬. (তারা) হেলানরত অবস্থায় উপবিষ্ট থাকবে সবুজ গালিচার ওপর

وَعَبْقَرِيٍّ حِسَانٍ ﴿٧٧﴾ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٧٨﴾ تَبَارَكَ اسْمُ رَبِّكَ

এবং মহামূল্যবান অনুপম সুন্দর ফরাশে[৩২]। ৭৭. অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ কোন্ নিয়ামতকে অস্বীকার করবে ? ৭৮. কতই না বরকতময় আপনার প্রতিপালকের নাম—

ذِي الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ ﴿٧٨﴾

(যিনি) মহত্ত্ব ও মহানুভবতার অধিকারী।[৩৩]

وَ-আর ; لَا-না ; جَانٌّ-কোন জ্বিন। ⑦⑤ فَبِأَيِّ-(ف+ب+اى)-অতএব কোন্ কোন্ ; اٰلَآءِ-নিয়ামতকে ; رَبِّكُمَا-তোমাদের প্রতিপালকের ; تُكَذِّبٰنِ-তোমরা উভয়ে অস্বীকার করবে ? ⑦⑥ مُتَّكِـِٕيْنَ-(তারা) হেলানরত অবস্থায় উপবিষ্ট থাকবে ; عَلٰى-উপর ; رَفْرَفٍ-গালিচার ; خُضْرٍ-সবুজ ; وَّ-এবং ; عَبْقَرِيٍّ-মহামূল্যবান ফরাশে ; حِسَانٍ-অনুপম সুন্দর। ⑦⑦ فَبِأَيِّ-(ف+ب+اى)-অতএব কোন্ কোন্ ; اٰلَآءِ-নিয়ামতকে; رَبِّكُمَا-তোমাদের প্রতিপালকের ; تُكَذِّبٰنِ-তোমরা উভয়ে অস্বীকার করবে ? ⑦⑧ تَبٰرَكَ-কতইনা বরকতময় ; اسْمُ-নাম ; رَبِّكَ-আপনার প্রতিপালকের ; ذِي-(যিনি) অধিকারী ; الْجَلٰلِ-মহত্ত্ব ; وَ-ও ; الْاِكْرَامِ-মহানুভবতার।

না।" আবূ উবায়দা বলেন-" যেসব নারীর চোখের সাদা অংশ অত্যন্ত সাদা এবং কালো অংশ গভীর কালো, তাদেরকে 'হূর' বলা হয়। (লুগাতুল কুরআন)

হাদীস থেকে জানা যায় যে, পৃথিবীর মু'মিনা সৎকর্মশীলা নারীদের মর্যাদা হূরদের চেয়ে বেশী হবে। কারণ পৃথিবীর নারীরা নামায পড়েছে, রোযা রেখেছে এবং ইবাদত-বন্দেগী করেছে। এ থেকে জানা যায় যে, দুনিয়াতে যেসব নারী ঈমান ও নেকআমল করে দুনিয়া থেকে বিদায় নেবে, তারাই হবে জান্নাতবাসীদের স্ত্রী। তারা নিজেদের ঈমান ও সৎকর্মের বিনিময়ে জান্নাত পাবে এবং একান্ত নিজস্ব ভাবে জান্নাত লাভের অধিকারিনী হবে। তারা স্বেচ্ছায় নিজেদের আগেকার স্বামীদের স্ত্রী হবে, যদি সেসব স্বামীরা জান্নাতবাসী হয়। তা না হলে আল্লাহ তা'আলা অন্য কোনো জান্নাতবাসী পুরুষের সাথে পারস্পরিক পছন্দ অনুসারে বিয়ে দিয়ে দেবেন। আর হূরেরা নিজেদের ঈমান ও সৎকর্মের বিনিময়ে জান্নাত লাভ করবে না ; বরং আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে জান্নাতের অন্যান্য নিয়ামতের মতোই ষোড়শী সুন্দরী নারীর আকৃতি দিয়ে জান্নাতবাসীদেরকে নিয়ামত

হিসেবে দান করবেন। যাতে জান্নাতবাসীরা তাদের সাহচর্যের আনন্দ লাভ করতে পারে।

৫২. 'রফরফ' অর্থ সবুজ রংয়ের রেশমী বস্ত্র। এর দ্বারা বিছানা, বালিশ ও অন্যান্য মূল্যবান বিলাস-সামগ্রী তৈরি করা হয়। এসব সামগ্রীর উপর গাছ, লতাপাতা ও ফুলের কারুকার্য করা হয়। আর 'আবকারী' অর্থ উৎকৃষ্ট ও দুষ্প্রাপ্য বস্তু।

৫৩. সূরা আর-রাহ্‌মানে আল্লাহ্ তা'আলার অসীম ক্ষমতা, গুণাবলী, মহানত্ব-মহানুভবতা এবং মানুষের প্রতি তাঁর দয়া-অনুগ্রহ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। আল্লাহর পবিত্র সত্তা অদ্বিতীয়-অনন্য। তাঁর গুণবাচক নামগুলোও অত্যন্ত সুন্দর ও অর্থবহ। তাঁর নামের সাথেই তাঁর গুণ-বৈশিষ্ট্যসমূহ প্রতিষ্ঠিত আছে।

৩য় রুকূ' (৪৬-৭৮ আয়াত)-এর শিক্ষা

১. সূরা আর-রাহমানে মানুষের প্রতি আল্লাহর যেসব দয়া-অনুগ্রহ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে, সেসব বিষয় সম্পর্কে জ্ঞান ও বিশ্বাসের ফলেই মানুষের মধ্যে আল্লাহর ভয় সৃষ্টি হতে পারে।

২. যাদের অন্তরে আল্লাহর ভয় সৃষ্টি হয়েছে, তাদের সকল কাজকর্মেই তাদেরকে জান্নাতের উপযোগী করে তুলবে—এতে কোনো সন্দেহ নেই।

৩. জীবনের প্রতিটি মুহূর্তে আখিরাতে আল্লাহর সামনে জবাবদিহীর অনুভূতি অন্তরে সৃষ্টি করতে সক্ষম হলে অন্যায়-অপরাধ থেকে নিজেকে বাঁচানো খুবই সহজ হয়ে যাবে।

৪. আল্লাহভীরু বিশেষভাবে নৈকট্যপ্রাপ্ত লোকদের প্রত্যেকের জন্য আল্লাহ তাআলা বিশাল জান্নাতের অভ্যন্তরে দুটো করে বিশেষ বাগান তৈরী করে রেখেছেন। প্রত্যেকেরই সেই মর্যাদা লাভের জন্য সৎকর্মে প্রতিযোগিতা করা কর্তব্য।

৫. বাগানগুলো ঘন সন্নিবিষ্ট গাছপালা ও লতাকুঞ্জ বিশিষ্ট হবে এবং সেগুলোতে থাকবে দুটো করে প্রবহমান ঝর্ণাধারা।

৬. এসব বাগানে যাবতীয় সকল ফলের সমারোহ থাকবে এবং প্রত্যেক প্রজাতির ফলেরই দুটো করে প্রকার থাকবে।

৭. জান্নাতবাসী মানুষেরা এসব বাগানে পুরু রেশমের গালিচার উপর হেলান দিয়ে বসবে আর ফলের গাছগুলো তাদের নিকটেই ঝুলে থাকবে।

৮. এসব বাগানে জান্নাতবাসীদের প্রমোদসঙ্গীনী হবে লজ্জাবনত দৃষ্টির অধিকারী অত্যন্ত গৌর বর্ণের সুন্দরী হুরগণ। যাদেরকে ইতিপূর্বে কোনো পুরুষ স্পর্শ করেনি।

৯. সেসব হুরদের দেখলে তাদেরকে এক একটি মূল্যবান ইয়াকুত ও মারজান মুক্তার মত মনে হবে।

১০. আল্লাহ তা'আলার এসব দান সেসব বান্দাহর জন্যই যারা আল্লাহকে যথাযথভাবে ভয় করে জীবনযাপন করেছে, তাঁর দীনের জন্য নিজেদের জান-মাল কুরবানী করেছে এবং এ অবস্থার উপর মৃত্যু পর্যন্ত কায়েম থেকেছে।

১১. নৈকট্য প্রাপ্তদের চেয়ে নিম্নমানের মু'মিন সৎকর্মশীল আসহাবুল ইয়ামীন বা ডানপন্থী মানুষের জন্যও থাকবে পূর্বোক্ত দুটোর চেয়ে কিছুটা নিম্নমানের দুটো করে বিশেষ বাগান।

১২. এ বাগান দুটো-ও হবে অত্যন্ত সবুজ-শ্যামল এবং এ দুটোতেও থাকবে ফোয়ারার মতো উৎক্ষেপমান দুটো ঝর্ণাধারা।

১৩. এ দুটো বাগানে থাকবে নানা প্রকার ফল, খেজুর ও আনারের গাছ।

১৪. আরো থাকবে উত্তম চরিত্রবতী সুন্দরী নারীরা এবং তাঁবুতে সুরক্ষিত গৌর বর্ণের হূরেরা, যাদেরকে মানুষ বা জ্বিন ইতোপূর্বে স্পর্শ করেনি।

১৫. এসব বাগানে ডানপন্থী সৎকর্মশীল মানুষ সবুজ গালিচায় মহামূল্যবান ফরাশে হেলানরত অবস্থায় বসবে।

১৬. আল্লাহ তা'আলার যেসব অসীম ক্ষমতা, গুণ-বৈশিষ্ট্য, দয়া-অনুগ্রহ এবং মহানত্ব ও মহানুভবতার পরিচয় এ সূরায় বিদ্যমান, তা অদ্বিতীয় ও অনন্য এবং অত্যন্ত বরকতময়।

১৭. আল্লাহর উল্লিখিত গুণ-বৈশিষ্ট্যের ওপর নিঃসন্দেহে বিশ্বাস স্থাপন করা প্রত্যেকটি মু'মিনের ওপর ফরয। এতে কোনো প্রকার সন্দিহান হলে ঈমান থাকবে না।

❒

সূরা আল ওয়াকি'আ-মাক্কী
আয়াত ঃ ৯৬
রুকূ' ঃ ৩

নামকরণ

সূরার প্রথম আয়াতের 'আল ওয়াকি'আ' শব্দটি দ্বারাই তার নামকরণ করা হয়েছে।

নাযিলের সময়কাল

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা.-এর বর্ণনা অনুসারে এবং হযরত ওমর রা.-এর ইসলাম গ্রহণের ঘটনার সংঘটনকাল অনুসারে মুসলমানদের হাবশায় হিজরতের পর নবুওয়াতের ৫ম বছর 'সূরা ওয়াকি'আ' নাযিল হয়েছে। হযরত ওমর রা. যে নবুওয়াতের ৫ম বছরে ইসলাম গ্রহণ করেছেন তা ঐতিহাসিকভাবে প্রমাণিত।

আলোচ্য বিষয়

এ সূরার আলোচ্য বিষয় হলো, কিয়ামত, আখিরাত, তাওহীদ ও কুরআন সম্পর্কে কাফিরদের সন্দেহ সংশয়ের প্রতিবাদ। কাফিররা কিয়ামত তথা মহাপ্রলয় এবং আখিরাতের পুনর্জীবন লাভ, হিসাব-নিকাশ ও জান্নাত বা জাহান্নাম লাভের বিষয়কে একেবারে অসম্ভব মনে করতো। তারা এসব কথাকে কল্পিত কাহিনী বলে মনে করতো। তাদের ধারণার প্রতিবাদে আল্লাহ তা'আলা সূরার প্রথমেই ইরশাদ করেছেন যে, এ ঘটনা যখন সংঘটিত হবে তখন এটাকে মিথ্যা সাব্যস্ত করার কেউ থাকবে না। কেউ একে মুকাবিলা করতে সক্ষম হবে না এবং একে ফিরিয়েও দিতে পারবে না। প্রথম আয়াত থেকে ৬ আয়াত পর্যন্ত কিয়ামত সংঘটনকালীন অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে।

৭ আয়াত থেকে ৫৬ আয়াত পর্যন্ত কিয়ামতের সময় তিন শ্রেণীর মানুষ এবং তাদের সাথে আচরণের স্বরূপ তুলে ধরা হয়েছে। মানুষের সেই তিন শ্রেণী হলো-১. অগ্রবর্তীগণ যারা হবে আল্লাহর নৈকট্যপ্রাপ্ত ২. সাধারণ সৎকর্মশীল মানুষ যারা হবে ডানপন্থী। ৩. সেসব অবিশ্বাসী মুশরিক ও মুনাফিকের দল, যারা মৃত্যু পর্যন্ত তাদের ভ্রান্ত আকীদা-বিশ্বাসের উপর দৃঢ় ছিল।

৫৭ থেকে ৭৪ আয়াত পর্যন্ত ইসলামের মূল দু'টো বিশ্বাস তাওহীদ ও আখিরাতের সত্যতার পক্ষে মানুষের নিজের সত্তা, তার খাদ্য-পানীয় ও তার ব্যবহৃত আগুন দ্বারা যুক্তি-প্রমাণ পেশ করা হয়েছে। বলা হয়েছে যে, যে আল্লাহ তোমার সৃষ্টি এবং প্রতিপালনের জন্য এসব জিনিস সৃষ্টি করেছেন, তাঁর দাসত্ব থেকে তুমি কিভাবে নিজেকে স্বাধীন স্বেচ্ছাচারী বলে ভাবতে পারো ? তিনি তোমাকে প্রথম বার সৃষ্টি করার পর পুনরায় সৃষ্টি করতে সক্ষম নন বলে তুমি কেমন করে মনে করতে পারো ?

অতপর ৭৫ থেকে ৮২ আয়াত পর্যন্ত কুরআন সম্পর্কে কাফিরদের বিভিন্ন সন্দেহ সংশয়ের জবাব দেয়া হয়েছে। তাদেরকে বুঝানোর চেষ্টা করা হয়েছে যে, কুরআন

মাজীদ তোমাদের জন্য এক বিরাট নিয়ামত। তোমাদের কর্তব্য এ মহাগ্রন্থ থেকে নিজেদের জীবনের পাথেয় সংগ্রহ করা। কুরআনের সত্যতা সম্পর্কে যুক্তি পেশ করে বলা হয়েছে যে, মহাবিশ্বের গ্রহ-নক্ষত্রের যেমন মযবুত ও সুশৃংখল ব্যবস্থাপনা আছে, তেমনি কুরআনের মধ্যেও মযবূত শৃংখলা ও ব্যবস্থাপনা বিদ্যমান। এর দ্বারা এটাই প্রমাণিত হয় যে, মহাবিশ্বের স্রষ্টা ও পরিচালক এবং কুরআনের রচয়িতা একই সত্তা।

অতপর আল্লাহর নিকট কুরআনের সংরক্ষণব্যবস্থা সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, এ কুরআন সংরক্ষিত আছে এক লুকায়িত কিতাবে যা সৃষ্টির নাগালের বাইরে। সেখান থেকে মুহাম্মাদ সা. পর্যন্ত কুরআন নাযিলের যে ধারাবাহিকতা তাতে পবিত্র আত্মা ফেরেশতা ছাড়া কোনো শয়তানের হস্তক্ষেপের বিন্দুমাত্র ক্ষমতাও নেই।

অবশেষে মানুষকে লক্ষ্য করে বলা হয়েছে যে, তোমরা তাওহীদ, আখিরাত ও কুরআনকে যতই অবিশ্বাস করো না কেনো, মৃত্যু যখন তোমাদের সামনে উপস্থিত হবে, তখন তোমাদের চোখ খুলে যাবে। মৃত্যুর সময় তোমরা এমন অসহায় হয়ে পড় যে, চেয়ে দেখা ছাড়া তোমাদের কিছুই করণীয় থাকে না। নিজেদের প্রিয়জনদের তোমরা তখন বাঁচাতে পার না। তোমাদের ওপর যদি সর্বময় ক্ষমতার মালিক যদি কেউ না-ই থাকে তাহলে তখন মৃত্যুকে ফিরিয়ে দিয়ে নিজেদের প্রিয়জনদের বাঁচিয়ে রাখ না কেনো ? এ সময় তোমরা যেমন অসহায় হয়ে পড়, তেমনি শেষ বিচারের দিন তোমরা অসহায় হয়ে পড়বে। তোমাদের বিশ্বাস বা অবিশ্বাস দ্বারা বিচারে কোনো হেরফের হবে না। প্রত্যেককে তার কাজের পরিণাম ভোগ করতে হবে।

❐

(১) إِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ (২) لَيْسَ لِوَقْعَتِهَا كَاذِبَةٌ (৩) خَافِضَةٌ رَّافِعَةٌ

১. যখন সেই মহাপ্রলয় (কিয়ামত) সংঘটিত হবে। ২. তার সংঘটনে কোনো মিথ্যা সাব্যস্তকারী নেই।[১] ৩. (তা হবে) নীচুকারী উঁচুকারী।[২]

(৪) إِذَا رُجَّتِ الْأَرْضُ رَجًّا (৫) وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا (৬) فَكَانَتْ هَبَاءً مُّنْبَثًّا

৪. যখন যমীনকে কাঁপানোর মতো কাঁপিয়ে দেয়া হবে।[৩] ৫. আর পাহাড়-পর্বতকে ছিন্নভিন্ন করে দেয়া হবে ছিন্নভিন্ন করার মতো। ৬. ফলে তা বিক্ষিপ্ত ধূলিকণায় পরিণত হবে।

(১) اِذَا-যখন ; وَقَعَتِ-সংঘটিত হবে ; الْوَاقِعَةُ-সেই মহাপ্রলয় (কিয়ামত)। (২) لَيْسَ- নেই ; لِوَقْعَتِهَا-(ل+وقعة+ها)-তার সংঘটনে ; كَاذِبَةٌ-কোনো মিথ্যা সাব্যস্তকারী। (৩) خَافِضَةٌ-(তা হবে) নীচুকারী ; رَّافِعَةٌ-উঁচুকারী। (৪) اِذَا-যখন ; رُجَّتِ-কাঁপিয়ে দেয়া হবে ; الْاَرْضُ-যমীনকে ; رَجًّا-কাঁপানোর মতো। (৫) وَ-আর ; بُسَّتِ-ছিন্নভিন্ন করে দেয়া হবে ; الْجِبَالُ-পাহাড়-পর্বতকে ; بَسًّا-ছিন্নভিন্ন করার মতো। (৬) فَكَانَتْ-(ف+كانت)-ফলে তা পরিণত হবে ; هَبَاءً-ধূলিকণায় ; مُّنْبَثًّا-বিক্ষিপ্ত।

১. অর্থাৎ যখন 'ওয়াকি'আ' বা অনিবার্য-সংঘটিতব্য ঘটনা ঘটে যাবে, তখন এটাকে মিথ্যা বলার কোনো সুযোগ থাকবে না। এটা হলো মক্কার কাফির-মুশরিকদের কথার প্রতিবাদ। তারা সবেমাত্র রাসূলুল্লাহ সা.-এর মুখে ইসলামের দাওয়াত শুনছে। তারা কিয়ামত সংঘটিত হওয়া, শেষ বিচার এবং জান্নাত-জাহান্নাম লাভ করার ব্যাপারকে একেবারেই অসম্ভব বলে মনে করেছে। তাদের কথা ছিলো—এ পাহাড়-পর্বত, নদী-সাগর, চাঁদ-সুরুজ ও গ্রহ-নক্ষত্র সবই ধ্বংস হয়ে যাবে এবং হাজার হাজার বছরের মৃত ব্যক্তিরা সব পুনর্জীবিত হয়ে উঠবে, এসব কিছুই অসম্ভব, মিথ্যা গাল-গল্প মাত্র। এ পটভূমিতেই আল্লাহ তা'আলা এসব কাফির-মুশরিকের কথার প্রতিবাদ দিয়েই সূরাটি শুরু হয়েছে।

২. 'খাফিদাতুন' এবং 'রাফি'আতুন' শব্দ দুটোর অর্থ যথাক্রমে 'নীচুকারী' ও 'উঁচুকারী'। এ দুটো কিয়ামত-এর বিশেষণ। অর্থাৎ কিয়ামত উঁচুকে নীচু এবং নীচুকে উচু করে দেবে। উঁচু উঁচু পাহাড়কে সাগরে এবং সাগরকে পাহাড়ে পরিণত করে দেবে অর্থাৎ সব কিছুই ওলট-পালট হয়ে যাবে।

⑦ وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلٰثَةً ⑧ فَأَصْحٰبُ الْمَيْمَنَةِ ۙ مَا أَصْحٰبُ الْمَيْمَنَةِ ⑨

৭.আর (তখন) তোমরা তিন ভাগে বিভক্ত থাকবে।[৪] ৮. অতপর ডান দলের লোকেরা[৫]—কতই না সৌভাগ্যবান ডান দলের লোকেরা।

⑨ وَأَصْحٰبُ الْمَشْـَٔمَةِ ۙ مَا أَصْحٰبُ الْمَشْـَٔمَةِ ⑩ وَالسّٰبِقُوْنَ السّٰبِقُوْنَ

৯. আর বাম দলের লোকেরা[৬], কতই না দুর্ভাগ্য বাম দলের লোকেরা। ১০. আর অগ্রবর্তীরা তো অগ্রগামী।[৭]

⑦-وَ-আর (তখন) ; كُنْتُمْ-তোমরা থাকবে ; أَزْوَاجًا-ভাগে বিভক্ত ; ثَلٰثَةً-তিন। ⑧ فَأَصْحٰبُ-(ف+اصحب)-অতপর লোকেরা ; الْمَيْمَنَةِ-ডান দলের লোকেরা ; مَا-কতই না সৌভাগ্যবান ; أَصْحٰبُ-লোকেরা ; الْمَيْمَنَةِ-ডান দলের। ⑨-وَ-আর ; أَصْحٰبُ-লোকেরা ; الْمَشْـَٔمَةِ-বাম দলের ; مَا-কতই না দুর্ভাগা ; أَصْحٰبُ-লোকেরা ; الْمَشْـَٔمَةِ-বাম দলের। ⑩-وَ-আর ; السّٰبِقُوْنَ-অগ্রবর্তীরা তো ; السّٰبِقُوْنَ-অগ্রগামী।

হযরত ইবনে আব্বাস রা.-এর মতে, এ বাক্যের অর্থ এই যে, কিয়ামতের ঘটনা অতি উচ্চ মর্যাদাশালী জাতি ও ব্যক্তিকে নীচ করে দেবে এবং নীচ ও হেয় জাতি ও ব্যক্তিকে উচ্চ মর্যাদায় আসীন করে দেবে। উদ্দেশ্য এই যে, কিয়ামতের অবস্থা হবে ভয়াবহ এবং কিয়ামত হবে এক অভিনব বিপ্লব। রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে বিপ্লব সংঘটিত হলে দেখা যায় যে, ওপরের লোক নীচে এবং নীচের লোক ওপরে উঠে যায়। নিঃস্ব ব্যক্তি ধনবান হয়ে যায়, আর ধনবান হয়ে যায় নিঃস্ব। (রূহুল মাআনী)

৩. অর্থাৎ এ ভূ-কম্পন যমীনের কোনো অঞ্চলবিশেষে হবে না, বরং সমগ্র পৃথিবীকে এমনভাবে প্রকম্পিত করে দেয়া হবে যে, পৃথিবীর সবকিছুই ওলট-পালট ও লণ্ডভণ্ড হয়ে যাবে।

৪. অর্থাৎ পৃথিবীর আদি-অন্ত সব মানুষই তিন ভাগে বিভক্ত হয়ে যাবে—

এক ঃ ডানপন্থী—এদের অবস্থান হবে আরশের ডানদিকে, তারা আদম আ.-এর ডান পার্শ্বে থেকে সৃষ্ট, কিয়ামতের দিন তারা তাদের আমলনামা পাবে ডান হাতে, এরা সবাই জান্নাতে যাবে।

দুই ঃ বামপন্থী—এদেরকে আরশের বামপার্শ্বে সমবেত করা হবে, এরা আদম আ.-এর বামপার্শ্ব থেকে সৃষ্ট, তারা তাদের আমলনামাও পাবে বাম হাতে। এরা সবাই জাহান্নামে যাবে।

তিন ঃ অগ্রবর্তী দল—তাঁরা আরশের মালিকের সামনে বিশেষ মর্যাদা ও নৈকট্যের আসনে আসীন থাকবেন। তাঁরা হবেন নবী-রাসূল, সিদ্দীক, শহীদ ও ওলীগণ।

⑪ أُولَٰئِكَ الْمُقَرَّبُونَ ⑫ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ ⑬ ثُلَّةٌ مِنَ الْأَوَّلِينَ ⑭ وَقَلِيلٌ

১১. তারাই (আল্লাহর) নৈকট্যপ্রাপ্ত। ১২.—(তারা) নিয়ামতপূর্ণ জান্নাতে (থাকবে)। ১৩.—(তারা) পূর্ববর্তীদের মধ্য থেকে (হবে) বহুসংখ্যক। ১৪. আর কম সংখ্যক (হবে)

مِنَ الْآخِرِينَ ⑮ عَلَىٰ سُرُرٍ مَوْضُونَةٍ ⑯ مُتَّكِئِينَ عَلَيْهَا مُتَقَابِلِينَ ⑰ يَطُوفُ

পরবর্তীদের মধ্য থেকে।[৮] ১৫. (তারা) স্বর্ণখচিত আসনসমূহে, ১৬. তার ওপর হেলানরত অবস্থায় পরস্পর মুখোমুখী আসীন হবে। ১৭. ঘুরে বেড়াবে

⑪ أُولَٰئِكَ-তারাই ; الْمُقَرَّبُونَ-(আল্লাহর) নৈকট্যপ্রাপ্ত। ⑫ فِي جَنَّاتِ-(তারা) জান্নাতে (থাকবে) ; النَّعِيمِ-নিয়ামতপূর্ণ। ⑬ ثُلَّةٌ-(তারা) বহুসংখ্যক (হবে) ; مِنَ-মধ্য থেকে; الْأَوَّلِينَ-পূর্ববর্তীদের। ⑭ وَ-আর ; قَلِيلٌ-কমসংখ্যক (হবে); مِنَ-মধ্য থেকে; الْآخِرِينَ-পরবর্তীদের। ⑮ عَلَىٰ سُرُرٍ-(তারা) আসনসমূহে ; مَوْضُونَةٍ-স্বর্ণখচিত। ⑯ مُتَّكِئِينَ-হেলানরত অবস্থায় আসীন হবে ; عَلَيْهَا-তার ওপর ; مُتَقَابِلِينَ- পরস্পর মুখোমুখী। ⑰ يَطُوفُ-ঘুরে বেড়াবে ;

৫. 'আসহাবুল মাইমানাহ', অর্থ 'ডানের লোক'। এর দ্বারা অনেক সম্মানিত, মর্যাদাবান ও ঘনিষ্ঠ ব্যক্তিবর্গ বুঝানো উদ্দেশ্য। এর অর্থ খোশনসীব বা সৌভাগ্যবানও হতে পারে। যারা ডানের লোক হবে তারা অবশ্যই সৌভাগ্যবান হবে ; অপরদিকে যারা সৌভাগ্যবান হবে তারাই ডানের লোক হবে।

৬. 'আসহাবুল মাশয়ামাহ' অর্থ 'বামের লোক' এর দ্বারা দুর্ভাগা মানুষ বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ এরা অত্যন্ত দুর্ভাগা। যারা আল্লাহর নিকট লাঞ্ছনার শিকার হবে এবং সেজন্য তাদের স্থান হবে আরশের বাম পাশে।

৭. 'সাবিকূন' তথা অগ্রবর্তীরা কিয়ামতের দিন আল্লাহর নৈকট্যপ্রাপ্ত হবে এবং আরশের সামনে বিশেষ মর্যাদায় আল্লাহর ছায়ায় স্থান পাবে। অগ্রবর্তী তারাই যারা দুনিয়াতে সৎকর্মে অন্যের চেয়ে অগ্রে থেকেছে, পরকালেও তারা অগ্রবর্তীরূপে গণ্য হবে। কারণ, পরকালের প্রতিদান দুনিয়ার কর্মের ভিত্তিতেই দেয়া হবে। দুনিয়াতে এসব লোক সকল আল্লাহ ও রাসূলের ডাকে সকল কল্যাণকর কাজে—তা জিহাদের ব্যাপারে হোক, আল্লাহর পথে ব্যয়ের ব্যাপারে হোক অথবা জনকল্যাণমূলক কাজ হোক—অগ্রগামী থেকেছে। হাশরের ময়দানে আল্লাহর দরবারের অবস্থা হবে—ডান পাশে থাকবে ডানের লোক তথা সৎকর্মশীল বান্দাহগণ, বাম পাশে বামের লোক তথা ফাসেক ও পাপী লোকেরা, আর সবার আগে আল্লাহ তা'আলার নিকটে থাকবেন অগ্রবর্তী নৈকট্যপ্রাপ্ত বান্দাহগণ। হাদীসে আছে যে, অগ্রবর্তী তারা হবে, দুনিয়াতে যাদের কাছে যখনই সত্যের দাওয়াত এসেছে তারা তা গ্রহণ করে নিয়েছে ; যখন

عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُّخَلَّدُوْنَ ﴿١٧﴾ بِاَكْوَابٍ وَّاَبَارِيْقَ ۙ وَكَاْسٍ مِّنْ مَّعِيْنٍ ﴿١٨﴾

তাদের নিকট চির-কিশোররা[৯] ; ১৮. পানপাত্র ও কুঁজা এবং জান্নাতের খাঁটি পানীয় পরিপূর্ণ পেয়ালা নিয়ে।

عَلَيْهِمْ-তাদের নিকট ; وِلْدَانٌ-কিশোররা ; مُّخَلَّدُوْنَ-চির। ⑱ بِاَكْوَابٍ-(ب+اكواب)-পানপাত্র নিয়ে ; وَّ-ও ; اَبَارِيْقَ-কুঁজা ; وَ-এবং ; كَاْسٍ-পেয়ালা ; مِّنْ مَّعِيْنٍ-জান্নাতের খাঁটি পানীয় পরিপূর্ণ।

তাদের কাছে হক বা প্রাপ্য চাওয়া হয়েছে, তখনই তা দিয়ে দিয়েছে। আর তারা নিজেদের ব্যাপারে যে ফায়সালা করেছে, অন্যদের ব্যাপারেও একই ফায়সালা করেছে।

৮. 'সুল্লাতুন' অর্থ একটি বড় দল। আয়াতের অর্থ হলো—'আওয়ালীন' বা পূর্ববর্তীদের মধ্য থেকে একটি বড় দল অগ্রবর্তী নৈকট্যশীলদের মধ্যে থাকবে। আর 'আখিরীন' বা পরবর্তীদের মধ্য থেকে সেই নৈকট্যশীলদের অন্তর্ভুক্ত হবে কমসংখ্যক লোক।

এখানে 'আওয়ালীন' বা পূর্ববর্তী কারা এবং 'আখিরীন' বা পরবর্তী কারা এ সম্পর্কে মুফাস্‌সিরীনদের মত হলো—

এক. আদম আ.-এর থেকে মুহাম্মাদ সা.-এর নবুওয়াত পাওয়ার আগ পর্যন্ত যত উম্মত অতিক্রান্ত হয়ে গেছে, তারাই 'আওয়ালীন' বা পূর্ববর্তী। আর মুহাম্মাদ সা. থেকে কিয়ামত পর্যন্ত যত মানুষ আসবে সবাই 'আখিরীন' বা পরবর্তীদের মধ্যে শামিল হবে। অর্থাৎ মুহাম্মাদ সা.-এর আগের লোকদের থেকে এক বিরাট সংখ্যক লোক সাবিকীন বা অগ্রবর্তীদের মধ্যে শামিল হবে এবং তাঁর পরবর্তী কিয়ামত পর্যন্ত আগতব্য মানুষের মধ্য থেকে কম সংখ্যক লোক অগ্রবর্তীদের শামিল হবে।

দুই ঃ কারো মতে, 'আওয়ালীন' দ্বারা রাসূলুল্লাহ সা.-এর উম্মতের প্রাথমিক যুগের লোকেরা এবং 'আখিরীন' দ্বারা তার পরবর্তী যুগের লোকদেরকে বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ এ উম্মতের প্রথম যুগের লোকেরা বেশী সংখ্যক 'সাবিকীন' বা অগ্রবর্তীদের শামিল হবে এবং পরবর্তী যুগের লোকদের মধ্য থেকে অগ্রবর্তীদের শামিল হবে কম সংখ্যক লোক।

তিন ঃ কারো মতে—প্রত্যেক নবীর উম্মতের প্রথম দিকের লোকেরা 'আওয়ালীন' এবং অগ্রবর্তীদের মধ্যে তাদের সংখ্যা বেশী হবে ; আর নবীদের পরবর্তী অনুসারীর 'আখিরীন' এবং অগ্রবর্তীদের মধ্যে তাদের সংখ্যা কম হবে। উল্লিখিত তিনটি অর্থই এখানে প্রযোজ্য হতে পারে। এখানে আয়াতের অর্থ এটাও হতে পারে যে, প্রত্যেক নবীর প্রাথমিক যুগে সাবেকীন বা অগ্রবর্তীদের হার পরবর্তী যুগের অগ্রবর্তীদের হার থেকে বেশীই থাকে। তারপর মানুষ যতই বৃদ্ধি পেতে থাকুক, অগ্রবর্তীদের আনুপাতিক হার ততই কমতে থাকে। যদিও মানুষ বৃদ্ধির কারণে অগ্রবর্তীদের মোট সংখ্যা

⑲ لَا يُصَدَّعُونَ عَنْهَا وَلَا يُنْزِفُونَ ⑳ وَفَاكِهَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُونَ ㉑ وَلَحْمِ طَيْرٍ

১৯. (যা পান করলে) তা থেকে তাদের মাথাও ঘুরবে না এবং না তাদের বুদ্ধি-বিবেক লোপ পাবে।[১০] ২০. আর (সেখানে থাকবে) নানারকম ফলমূল—যা তারা পছন্দ করবে। ২১. আর (থাকবে) পাখির গোশত—

مِّمَّا يَشْتَهُونَ ㉒ وَحُورٌ عِينٌ ㉓ كَأَمْثَالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُونِ ㉔ جَزَاءً بِمَا

যা তাদের রুচীসম্মত হবে।[১১] ২২. আরো (থাকবে) ডাগর চোখবিশিষ্ট গৌরবর্ণের হুর। ২৩.—যেমন (তারা) লুকিয়ে রাখা মুক্তা।[১২] ২৪. (এসব হবে) তার বিনিময় স্বরূপ যা

⑲ لَا يُصَدَّعُونَ-(যা পান করলে) তাদের মাথাও ঘুরবে না; عَنْهَا-তা থেকে ; وَ-এবং; لَا يُنْزِفُونَ-না তাদের বুদ্ধি-বিবেক লোপ পাবে। ⑳ وَ-আর (সেখানে থাকবে) ; فَاكِهَةٍ-নানারকম ফলমূল ; مِّمَّا-যা ; يَتَخَيَّرُونَ-তারা পছন্দ করবে। ㉑ وَ-আর (থাকবে) ; لَحْمِ-গোশত ; طَيْرٍ-পাখির ; مِّمَّا-যা ; يَشْتَهُونَ-তাদের রুচীসম্মত হবে। ㉒ وَ-আরো (থাকবে) ; حُورٌ-গৌরবর্ণের হুর ; عِينٌ-ডাগর চোখবিশিষ্ট। ㉓ كَأَمْثَالِ-(ك+امثال)-যেমন (তারা) ; اللُّؤْلُؤِ-মুক্তা ; الْمَكْنُونِ-লুকিয়ে রাখা। ㉔ جَزَاءً-(এসব হবে) তার বিনিময়স্বরূপ ; بِمَا-যা ;

পূর্ববর্তীদের চেয়ে বেশী হোক না কেনো। কারণ, মানুষের সংখ্যা যত দ্রুত বৃদ্ধিপাক না কেনো, নেক কাজে অগ্রগামী মানুষের সংখ্যা সে গতিতে বৃদ্ধি পায় না। বরং দুনিয়ার সমস্ত জনসংখ্যার তুলনায় ক্রমান্বয়েই এর হার কমতেই থাকে।

৯. 'চির-কিশোররা' জান্নাতীদের খাদেম হবে। হাদীস থেকে জানা যায় যে, এসব কিশোররা চিরদিন কিশোর বয়সের হবে, এদের বয়স কখনো বাড়বে না বা কমবে না। হাদীস থেকে এও জানা যায় যে, এরা হবে সেসব মানব শিশু যারা বয়প্রাপ্ত হওয়ার আগেই মৃত্যুবরণ করেছে এবং যাদের কোনো সৎকর্ম নেই যার ফলে তাকে জান্নাত দেয়া যেতে পারে, আর এমন কোনো অসৎকর্মও নেই যার ফলে তাকে জাহান্নাম দেয়া যেতে পারে। তাছাড়া তাদের পিতা-মাতার ভাগ্যেও জান্নাত জোটেনি। আল্লাহ তা'আলা কুরআন মাজীদের সূরা তূর-এর ২১ আয়াতে বলেছেন যে, মুমিনদের সন্তানদেরকে জান্নাতে তাদের সাথে একত্রিত করে দেবেন। সুতরাং যেসব লোক জান্নাত লাভ করতে পারেনি তাদের অপ্রাপ্ত বয়স্ক সন্তানদেরকেই জান্নাতীদেরকে খাদেম বানানো হবে। কারণ নিজের কোনো সৎ বা অসৎ কোনো কর্ম নেই, যার ফলে তাদেরকে জান্নাত বা জাহান্নামে দেয়া যেতে পারে। আবার তাদের পিতা-মাতাও জাহান্নামী—যদি তারা জান্নাতী হতো, তাহলে এসব শিশুদেরকে পিতা-মাতার সাথে জান্নাতে দেয়া যেতে পারতো।

এমনও হতে পারে যে, হুরদের মতো এসব চির-কিশোররাও জান্নাতেই সৃষ্টি করা

كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿٢٥﴾ لَا يَسْمَعُوْنَ فِيْهَا لَغْوًا وَّلَا تَأْثِيْمًا ﴿٢٦﴾ إِلَّا قِيْلًا سَلٰمًا سَلٰمًا

তারা (দুনিয়াতে) করতো। ২৫. সেখানে তারা কোনো বেহুদা কথা শুনবে না, আর না কোনো গুনাহের কথা।[১৩] ২৬. বরং (তাদের প্রতি) বলা হবে 'সালাম' 'সালাম'।[১৪]

﴿٢٧﴾ وَأَصْحٰبُ الْيَمِيْنِ ۙ مَآ أَصْحٰبُ الْيَمِيْنِ ﴿٢٨﴾ فِيْ سِدْرٍ مَّخْضُوْدٍ

২৭. আর ডানপন্থী লোকেরা—কতই না সৌভাগ্যবান ডানপন্থী লোকেরা! ২৮. (তারা থাকবে এমন বাগানে যেখানে থাকবে)—কাঁটামুক্ত কুল গাছ,[১৫]

كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ-তারা (দুনিয়াতে) করতো।﴿٢٥﴾ لَا يَسْمَعُوْنَ-তারা শুনবে না ; فِيْهَا-সেখানে; لَغْوًا-কোনো বেহুদা কথা ; وَّ-আর ; لَا-না; تَأْثِيْمًا-কোনো গুনাহের কথা।﴿٢٦﴾ إِلَّا-বরং; قِيْلًا-বলা হবে ; سَلٰمًا-সালাম ; سَلٰمًا-সালাম।﴿٢٧﴾ وَ-আর ; أَصْحٰبُ-লোকেরা ; الْيَمِيْنِ-ডানপন্থী ; مَآ-কতই না সৌভাগ্যবান ; أَصْحٰبُ-লোকেরা ; الْيَمِيْنِ-ডানপন্থী।﴿٢٨﴾ فِيْ سِدْرٍ-(তারা থাকবে এমন বাগানে যেখানে থাকবে) কুলগাছ ; مَّخْضُوْدٍ-কাঁটামুক্ত।

হবে এবং জান্নাতীদের খেদমতে তাদেরকে নিয়োজিত করা হবে। হাদীসে প্রমাণিত আছে যে, একজন জান্নাতীর নিকট হাজারো খাদেম থাকবে। (মাযহারী)

১০. অর্থাৎ জান্নাতের এসব পানীয় যতই পান করা হোক না কেনো তাতে মাথা ধরা বা মাথা ঘোরানোর কোনো উপসর্গ থাকবে না। দুনিয়ার শূরা অধিক মাত্রায় পান করলে এসব উপসর্গ দেখা দেয়। তাছাড়া জান্নাতের পানীয়ের মধ্যে বুদ্ধি-বিবেক লোপ পাওয়ার মতো কোনো উপাদানও থাকবে না।

১১. অর্থাৎ রুচীসম্মত পাখির গোশত জান্নাতীদেরকে সরবরাহ করা হবে। হাদীসে আছে যে, জান্নাতীরা যখন যেভাবে পাখির গোশত খেতে চাইবে সেভাবেই প্রস্তুত হয়ে তাদের সামনে এসে যাবে। (মাযহারী)

১২. অর্থাৎ হুরগণ এমনই সংরক্ষিত ও পবিত্র অবস্থায় থাকবে, যেমন সমুদ্রের তলদেশে ঝিনুকের ভেতর লুকিয়ে থাকা মুক্তা। জান্নাতীদের আগে তাদের পরিচ্ছন্ন দেহে কোনো জিন বা মানুষের ছোয়া লাগবে না।

১৩. অর্থাৎ জান্নাত কোনো অসভ্য লোকদের সমাজ হবে না, সেখানে কটুভাষী, মিথ্যাবাদী, চোগলখোর, অহংকারী, গীবতকারী, অন্যকে তিরস্কারকারী, অশ্লীল গাল-গল্পকারী ইত্যাদি জাতীয় কোনো লোক থাকবে না। দুনিয়ার সমাজে যত বিশৃংখলা, অশান্তি ও ঝগড়া-বিবাদ, তার মূল কারণই হলো উপরোক্ত চরিত্রের লোকেরা। তাদের কারণেই দুনিয়ার সমাজে যত অশান্তি সৃষ্টি হয়। এ আয়াতে জান্নাতের অধিবাসীদেরকে আল্লাহ তা'আলা এ অশান্তি থেকে মুক্তি দানের আশ্বাস দিয়েছেন।

১৪. অর্থাৎ জান্নাতের ভেতরে শুধু শান্তি ও নিরাপত্তার সুর-ই ধ্বনিত হবে। যেহেতু

۞ وَّطَلْحٍ مَّنْضُوْدٍ ۞ وَّظِلٍّ مَّمْدُوْدٍ ۞ وَّمَاۤءٍ مَّسْكُوْبٍ ۞ وَّفَاكِهَةٍ كَثِيْرَةٍ ۞

২৯. এবং থরে থরে সাজানো কলা গাছ। ৩০. আর সুবিস্তৃত ছায়া, ৩১. ও বহমান পানি, ৩২. এবং আরো অনেক ফলমূল।

۞ لَّا مَقْطُوْعَةٍ وَّلَا مَمْنُوْعَةٍ ۞ وَّفُرُشٍ مَّرْفُوْعَةٍ ۞ إِنَّآ أَنْشَأْنٰهُنَّ إِنْشَآءً ۞

৩৩. যা কখনো শেষ হবে না আর না হবে নিষিদ্ধ।[১৬] ৩৪. আরো (থাকবে) উঁচু উঁচু বিছানা। ৩৫. আমি অবশ্যই তাদেরকে (জান্নাতের নারীদেরকে) সৃষ্টি করেছি নতুন করে।

۞ فَجَعَلْنٰهُنَّ أَبْكَارًا ۞ عُرُبًا أَتْرَابًا ۞ لِّأَصْحٰبِ الْيَمِيْنِ ۞

৩৬. আর তাদেরকে করেছি চিরকুমারী।[১৭] ৩৭.—স্বামী সোহাগিনী;[১৮] সমবয়স্কা।[১৯] ৩৮.—(এসব হবে) ডানপন্থী লোকদের জন্য।

(২৯) وَ-এবং ; طَلْحٍ-কলাগাছ ; مَنْضُوْدٍ-থরে থরে সাজানো। (৩০) وَ-আর ; ظِلٍّ-ছায়া ; مَمْدُوْدٍ-সুবিস্তৃত। (৩১) وَ-ও ; مَاءٍ-পানি ; مَسْكُوْبٍ-বহমান। (৩২) وَ-এবং ; فَاكِهَةٍ-ফলমূল ; كَثِيْرَةٍ-আরো অনেক। (৩৩) لَا مَقْطُوْعَةٍ-যা কখনো শেষ হবে না ; وَ-আর ; لَا-না হবে ; مَمْنُوْعَةٍ-নিষিদ্ধ। (৩৪) وَ-আরো (থাকবে) ; فُرُشٍ-বিছানা ; مَرْفُوْعَةٍ-উঁচু উঁচু। (৩৫) اِنَّا-আমি অবশ্যই ; اَنْشَاْنٰهُنَّ-(انشانا+هن)-তাদেরকে (জান্নাতের নারীদেরকে) সৃষ্টি করেছি ; اِنْشَاءً-নতুন করে। (৩৬) فَجَعَلْنٰهُنَّ-(ف+جعلنا+هن)-আর তাদেরকে করেছি ; اَبْكَارًا-চিরকুমারী। (৩৭) عُرُبًا-স্বামী-সোহাগিনী ; اَتْرَابًا-সমবয়স্কা। (৩৮) لِاَصْحٰبِ-(ل+اصحب)-লোকদের জন্য ; الْيَمِيْنِ-ডানপন্থী।

'সালাম'-এর মধ্যেও শান্তি ও নিরাপত্তার আশ্বাস থাকে, তাই চারদিক থেকে 'সালাম' শব্দের ধ্বনি-প্রতিধ্বনি শোনা যাওয়াও বিচিত্র নয়।

১৫. জান্নাতে নিয়ামতরাজির কোনো তুলনা দুনিয়াতে নেই। এখানে তার কিছু কিছু উল্লিখিত হয়েছে, যার সাথে দুনিয়ার মানুষ পরিচিত। 'সিদরুন' অর্থ কুল বা বরই গাছ আর 'মাখদূদ' অর্থ যার কাঁটা কেটে ফেলা হয়েছে এবং ফলভারে যে গাছ ঝুঁকে পড়েছে। জান্নাতের বরই দুনিয়ার বরই-এর মতো হবে না। এগুলো আকারে অনেক বড় এবং স্বাদে গন্ধে অতুলনীয়।

১৬. অর্থাৎ জান্নাতের উল্লিখিত ফলগুলো কোনো মৌসুমী ফল হবে না যে, মৌসুম শেষ হয়ে গেলে গাছগুলোতে ফল থাকবে না ; বরং এসব ফল যতই খাওয়া হবে ততই ধরতে থাকবে। এগুলো আহরণ করতেও কোনো পরিশ্রম করতে হবে না। মূলকথা জান্নাতের কোনো নিয়ামত-ই কষ্ট করে লাভ করতে হবে না। বরং বিনা কষ্টে

অন্তরে ইচ্ছা পোষণের সাথে সাথেই তা সামনে হাজির হয়ে যাবে। আর সেখানে সেসব নিয়ামতরাজি ভোগ-বিলাসে কোনো বাধা প্রদানকারীও থাকবে না এবং কারো থেকে অনুমতি নেয়ারও প্রয়োজন হবে না।

১৭. অর্থাৎ দুনিয়ার যেসব নারী তাদের সৎকর্মের ফলে আখিরাতে জান্নাত লাভ করবে, তারা দুনিয়াতে যতই কুশ্রী, কদাকার ও বৃদ্ধা থেকে থাকুকনা কেনো, জান্নাতে আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে নতুন করে ষোড়শী, তরুণী, সুন্দরী ও লাবণ্যময়ী করে সৃষ্টি করবেন। হযরত আনাস রা.-এর বর্ণনায় রাসূলুল্লাহ সা. আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় ইরশাদ করেন—"যেসব নারী দুনিয়াতে বৃদ্ধা, সাদা চুল-বিশিষ্টা ও কদাকার ছিলো, এ নতুন সৃষ্টি তাদেরকে সুন্দরী, ষোড়শী ও তরুণী করে দেবে।"

একদা রাসূলুল্লাহ সা. হযরত আয়েশা রা.-এর গৃহে আসলেন। তখন এক বৃদ্ধা আয়েশা রা.-এর কাছে বসা ছিলো। রাসূলুল্লাহ সা. বৃদ্ধার পরিচয় জানতে চাইলে আয়েশা রা. তাকে সম্পর্কে খালা হয় বলে জানালেন। রাসূলুল্লাহ সা. তখন বললেন—'কোনো বৃদ্ধা জান্নাতে যাবে না'। রাসূলের যবান মুবারকে একথা শুনে বৃদ্ধা কাঁদতে লাগলো। তখন রাসূলুল্লাহ সা. তাকে বুঝিয়ে বললেন যে, যখন সে জান্নাতে যাবে তখন সে বৃদ্ধা থাকবে না ; বরং সে যুবতী হয়ে প্রবেশ করবে। অতপর তিনি আলোচ্য আয়াত পাঠ করে শোনান। (মাযহারী)

১৮. 'আবকা-রা' শব্দটি 'বিকরুন' শব্দের বহুবচন। এর অর্থ কুমারী বালিকা। অর্থাৎ জান্নাতের নারীদেরকে এমনভাবে সৃষ্টি করা হবে যে, তাদের সাথে প্রত্যেক সহবাসের পর তারা আবার কুমারী হয়ে যাবে।

'উরুবান' শব্দটি 'আরূবুন-এর বহুবচন। এর অর্থ স্বামী-সোহাগিনী, প্রেমিকা, অর্থাৎ তারা স্বামীদের প্রতি অত্যন্ত অনুরাগ পোষণ করবে এবং স্বামীরাও তাদের প্রতি অনুরক্ত থাকবে।

১৯. 'আত্রাবা' শব্দটি 'তিরবুন' শব্দের বহুবচন। এর অর্থ সমবয়স্কা। অর্থাৎ জান্নাতে নারী-পুরুষ সবাই একই বয়সের হবে। কোনো কোনো রেওয়ায়াতে আছে যে, প্রত্যেকের বয়স হবে তেত্রিশ বছর।

এর আর একটা অর্থ হতে পারে যে, জান্নাতের নারী পরস্পর সমবয়স্কা হবে। জান্নাতের নারী-পুরুষ চিরদিন একই বয়সের থাকবে। উভয় অর্থই সঠিক হতে পারে। অর্থাৎ নারীদের স্বামীদেরকেও তাদের সমবয়স্ক বানিয়ে দেয়া হবে।

হযরত আবু হুরায়রা রা.-থেকে বর্ণিত একটি হাদিস 'মুসনাদে আহমাদ' গ্রন্থে উদ্ধৃত হয়েছে যে, জান্নাতীরা ভেজা ভেজা গোপসহ, দাড়িহীন মুখমণ্ডল ; পশমহীন ও ফর্সা, শ্বেতবর্ণ দেহ, কুঞ্চিত কেশরাশি ও কাজল কালো চোখ নিয়ে জান্নাতে প্রবেশ করবে। আর তাদের সবার বয়স হবে তেত্রিশ বছর।

১ম রুকূ' (১-৩৮ আয়াত)-এর শিক্ষা

১. কিয়ামত বা মহাপ্রলয় অবশ্যই নির্ধারিত সময়ে সংঘটিত হবে। কারো বিশ্বাস বা অবিশ্বাস এর সংঘটনে কোনো হেরফের হবে না।

২. মহাপ্রলয়ের ফলে সমস্ত পৃথিবী লণ্ডভণ্ড হয়ে যাবে। উচ্চ মর্যাদাশালী লোকেরা লাঞ্ছিত-অপমানিত হবে। আর যাদেরকে নীচ ও হেয় মনে করা হতো, তারা উচ্চাসনে আসীন হবে।

৩. মহাপ্রলয়ের ফলে সমগ্র পৃথিবী ভয়ংকরভাবে প্রকম্পিত হবে এবং পাহাড়-পর্বতগুলো ছিন্ন ভিন্ন হয়ে ধূলিকণায় পরিণত হবে।

৪. মহাপ্রলয়ের পর পৃথিবীর আগে-পরের সব মানুষ পুনর্জীবন লাভ করে যখন হাশরের মাঠে একত্রিত হবে, তখন তারা তিন ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়বে। (১) ডান দিকের দল, (২) বাম দিকের দল, (৩) অগ্রবর্তী নৈকট্যপ্রাপ্ত দল।

৫. ডান দলের লোকেরা হবে অত্যন্ত সৌভাগ্যবান। আর বাম দলের লোকেরা হবে অত্যন্ত দুর্ভাগা। 'সাবিকূন' অর্থাৎ অগ্রবর্তী লোকেরা, যারা আল্লাহর একান্ত নৈকট্যপ্রাপ্ত। এসব লোকেরা থাকবে নিয়ামতরাজিতে পরিপূর্ণ জান্নাতে।

৬. প্রত্যেক নবীর প্রচারিত আদর্শ গ্রহণকারী প্রথম দিকের লোকেরাই অগ্রবর্তী দলে অধিক হারে শামিল থাকবে। পরবর্তী সময়ে গ্রহণকারীদের মধ্যে খুব কম সংখ্যক লোকই উক্তদলে স্থান পাবে।

৭. আল্লাহর নৈকট্যপ্রাপ্ত এ অগ্রবর্তী দলের লোকেরা জান্নাতে স্বর্ণখচিত আসনে হেলানরত অবস্থায় পরস্পর মুখোমুখী বসে আলাপচারিতায় মশগুল থাকবে।

৮. চির-কিশোর সেবকদল জান্নাতের খাঁটি শরাবে পূর্ণ পানপাত্র নিয়ে তাদের আশেপাশে ঘুরঘুর করতে থাকবে, যে শরাব পানে মাথা ধরবে না এবং বিবেক-বুদ্ধিও বিলোপ হবে না।

৯. জান্নাতে তাদের জন্য থাকবে তাদের চাহিদা অনুসারে নানারকম পাখির গোশত, যা তাদের ইচ্ছানুসারে রান্না হয়ে তাদের সামনে হাজির হয়ে যাবে।

১০. অগ্রবর্তীদের জন্য আরো থাকবে টানা টানা চোখবিশিষ্ট তন্বী, কুমারী, গৌরবর্ণের হুরগণ, যাদেরকে দেখতে মনে হবে লুকিয়ে রাখা মুক্তা।

১১. .অগ্রবর্তীদের এসব নিয়ামত দুনিয়াতে তাদের সৎকর্মের বিনিময়স্বরূপ হবে।

১২. জান্নাতে তাদেরকে কোনো অশালীন, অশ্লীল বা অনাকাঙ্ক্ষিত কথাবার্তা শুনতে হবে না। সর্বদাই মার্জিত ভাষা এবং শান্তি ও নিরাপত্তার কথাই তারা শুনতে পাবে।

১৩. ডান দলের লোকেরাও জান্নাতে অত্যন্ত শান-শওকতে থাকবে—তারা কাঁটামুক্ত গাছের উন্নত জাতের বরই, কাঁদিভরা কলা, সুবিস্তৃত ছায়া, বহমান পানি এবং আরো অনেক ফলমূল ভোগ করতে থাকবে। তাদের জন্য বরাদ্দ নিয়ামতরাজিও কখনো শেষ হবে না বা বাধাপ্রাপ্ত হবে না।

১৪. ডানদলের লোকদের জন্যও জান্নাতে উঁচু উঁচু বিছানা, চির-কুমারী, স্বামী সোহাগিনী ও সমবয়স্কা অত্যন্ত সুন্দরী নারীগণ থাকবে।

১৫. উপরোল্লিখিত নিয়ামতরাজি পেতে চাইলে আমাদেরকে অবশ্যই আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আদর্শকে বাস্তবায়নের সংগ্রামে জানমাল কুরবানী করতে হবে।

❒

সূরা হিসেবে রুকূ'-২
পারা হিসেবে রুকূ'-১৫
আয়াত সংখ্যা-৩৬

ثُلَّةٌ مِّنَ الْأَوَّلِينَ ﴿٣٩﴾ وَثُلَّةٌ مِّنَ الْآخِرِينَ ﴿٤٠﴾ وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا

৩৯. (তাদের) বহুসংখ্যক হবে পূর্ববর্তীদের মধ্য থেকে ; ৪০. এবং বহুসংখ্যক হবে পরবর্তীদের মধ্য থেকে ; ৪১. আর বামপন্থী দল ; কতই না দুর্ভাগা

أَصْحَابُ الشِّمَالِ ﴿٤١﴾ فِي سَمُومٍ وَحَمِيمٍ ﴿٤٢﴾ وَظِلٍّ مِّن يَحْمُومٍ ﴿٤٣﴾ لَّا بَارِدٍ

বামপন্থী দল। ৪২.—(তারা থাকবে) আগুনের ও ফুটন্ত পানির মধ্যে। ৪৩. এবং কালো ধোঁয়ার ছায়ায়। ৪৪.—যা ঠাণ্ডাও নয়,

وَلَا كَرِيمٍ ﴿٤٤﴾ إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَٰلِكَ مُتْرَفِينَ ﴿٤٥﴾ وَكَانُوا يُصِرُّونَ

আর না আরামদায়ক। ৪৫. নিশ্চয়ই তারা এর আগে (দুনিয়াতে) বিলাসী জীবনের অধিকারী ছিলো। ৪৬. আর তারা সদা-সর্বদা লিপ্ত থাকতো

عَلَى الْحِنثِ الْعَظِيمِ ﴿٤٦﴾ وَكَانُوا يَقُولُونَ أَئِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا

বড় বড় অপরাধে।[২০] ৪৭. আর তারা বলতো—আমরা যখন মরে যাবো এবং মাটি ও হাড়ে পরিণত হবো,

৩৯ ثُلَّةٌ-(তাদের) বহু সংখ্যক হবে ; مِّنَ-মধ্য থেকে ; الْأَوَّلِينَ-পূর্ববর্তীদের। ৪০ وَ-এবং ; ثُلَّةٌ-বহুসংখ্যক হবে ; مِّنَ-মধ্য থেকে ; الْآخِرِينَ-পরবর্তীদের। ৪১ وَ-আর ; أَصْحَابُ-দল ; الشِّمَالِ-বামপন্থী ; مَا-কতইনা দুর্ভাগা ; أَصْحَابُ-দল ; الشِّمَالِ-বামপন্থী। ৪২ فِي-(তারা থাকবে) মধ্যে ; سَمُومٍ-আগুনের ; وَ-ও ; حَمِيمٍ-ফুটন্ত পানির। ৪৩ وَ-এবং ; ظِلٍّ-ছায়ায় ; مِّن يَحْمُومٍ-কালো ধোঁয়ার। ৪৪ لَّا-নয় ; بَارِدٍ-যা ঠাণ্ডা ; وَ-আর ; لَا-না ; كَرِيمٍ-আরামদায়ক। ৪৫ إِنَّهُمْ-নিশ্চয়ই তারা ; كَانُوا-ছিলো (দুনিয়াতে) ; قَبْلَ-আগে ; ذَٰلِكَ-এর ; مُتْرَفِينَ-বিলাসী জীবনের অধিকারী। ৪৬ وَ-আর ; كَانُوا يُصِرُّونَ-তারা সদা-সর্বদা লিপ্ত থাকতো ; عَلَى الْحِنثِ-অপরাধে ; الْعَظِيمِ-বড় বড়। ৪৭ وَ-আর ; كَانُوا يَقُولُونَ-তারা বলতো– ; أَئِذَا-যখন, কি ; مِتْنَا-আমরা মরে যাবো; وَ-এবং ; كُنَّا-পরিণত হবো ; تُرَابًا-মাটি; وَ-ও ; عِظَامًا-হাড়ে ;

ءَاِنَّا لَمَبْعُوْثُوْنَ ﴿٤٧﴾ اَوَاٰبَاۤؤُنَا الْاَوَّلُوْنَ ﴿٤٨﴾ قُلْ اِنَّ الْاَوَّلِيْنَ وَالْاٰخِرِيْنَ ﴿٤٩﴾

তখনো কি আমরা নিশ্চিত পুনরুত্থিত হবো ? ৪৮. এবং আমাদের পূর্বসূরী বাপ-দাদাদেরকেও ? ৪৯. (হে নবী !) আপনি বলুন—অবশ্যই পূর্বসূরী ও উত্তরসূরী

لَمَجْمُوْعُوْنَ ۙ اِلٰى مِيْقَاتِ يَوْمٍ مَّعْلُوْمٍ ﴿٥٠﴾ ثُمَّ اِنَّكُمْ اَيُّهَا الضَّاۤلُّوْنَ الْمُكَذِّبُوْنَ ﴿٥١﴾

৫০. সবাইকে একত্রিত করা হবে—এক নির্দিষ্ট দিনের নির্ধারিত সময়ে। ৫১. অতপর হে বিপথগামী মিথ্যারোপকারীরা তোমরা অবশ্যই

لَاٰكِلُوْنَ مِنْ شَجَرٍ مِّنْ زَقُّوْمٍ ﴿٥٢﴾ فَمَالِئُوْنَ مِنْهَا الْبُطُوْنَ ﴿٥٣﴾ فَشٰرِبُوْنَ ﴿٥٤﴾

৫২. ভক্ষণকারী হবে 'যাক্কুম'[২১] গাছ থেকে ; ৫৩. অতপর তা দিয়েই (তোমাদের) পেটগুলো ভরতে হবে। ৫৪. আর (তোমাদেরকে) পান করতে হবে

ءَ اِنَّا-(ءَ+انا)-তখনো কি আমরা ; لَمَبْعُوْثُوْنَ-নিশ্চিত পুনরুত্থিত হবো। ﴿٤٨﴾ اَوَ-এবং; اٰبَاۤؤُنَا-(ابا ء+نا)-আমাদের বাপ-দাদাদেরকেও ; الْاَوَّلُوْنَ-পূর্বসূরী। ﴿٤٩﴾ قُلْ-(হে নবী!) আপনি বলুন ; اِنَّ-অবশ্যই ; الْاَوَّلِيْنَ-পূর্বসূরী ; وَ-ও ; الْاٰخِرِيْنَ-উত্তরসূরী। ﴿٥٠﴾ لَمَجْمُوْعُوْنَ-সবাইকে একত্রিত করা হবে ; اِلٰى مِيْقَاتِ-নির্ধারিত সময়ে ; يَوْمٍ-এক দিনের ; مَّعْلُوْمٍ-নির্দিষ্ট। ﴿٥١﴾ ثُمَّ-অতপর ; اِنَّكُمْ-(ان+كم)-তোমরা অবশ্যই ; اَيُّهَا-হে ; الضَّاۤلُّوْنَ-বিপথগামী ; الْمُكَذِّبُوْنَ-মিথ্যারোপকারীরা। ﴿٥٢﴾ لَاٰكِلُوْنَ-(তোমরা) অবশ্যই ভক্ষণকারী হবে ; مِنْ-থেকে ; شَجَرٍ-গাছ ; مِّنْ زَقُّوْمٍ-যাক্কুম। ﴿٥٣﴾ فَمَالِئُوْنَ-(ف+مالئون)-অতপর (তোমাদের) ভরতে হবে ; مِنْهَا-তা দিয়েই ; الْبُطُوْنَ-পেটগুলো। ﴿٥٤﴾ فَشٰرِبُوْنَ-(ف+شربون)-আর (তোমাদেরকে) পান করতে হবে ;

২০. অর্থাৎ দুনিয়াতে তারা সুখ স্বাচ্ছন্দ্যময় জীবনযাপন করেছে ; কিন্তু এজন্য সে আল্লাহর শোকর আদায় করে অনুগত জীবন যাপন করার পরিবর্তে নিজের প্রবৃত্তির চাহিদা পূরণে ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলো এবং আল্লাহকে ভুলে গিয়েছিলো। ফলে সে বড় বড় অপরাধ করতে কোনো দ্বিধা-সংকোচ করেনি। 'বড় বড় অপরাধ' দ্বারা এখানে শির্ক, কুফর ও নাস্তিকতাকে যেমন বুঝানো হয়েছে, তেমনি নৈতিকতা ও আমলের ক্ষেত্রে বড় গুনাহকে-ও বুঝানো হয়েছে।

২১. 'যাক্কুম' জাহান্নামে উদগত এক প্রকার কাঁটাবিশিষ্ট গাছের নাম। যা জাহান্নামীদের খাদ্য হিসেবে নির্ধারিত। জাহান্নামীরা যখন তা খাবে তখন তা তাদের গলায় আটকে যাবে।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত একটি হাদীসে রাসূলুল্লাহ সা. থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি ইরশাদ করেছেন—"তোমরা আল্লাহকে সেরূপই ভয়

عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيْمِ ﴿٥٤﴾ فَشٰرِبُوْنَ شُرْبَ الْهِيْمِ ﴿٥٥﴾ هٰذَا نُزُلُهُمْ يَوْمَ الدِّيْنِ ﴿٥٦﴾

তার ওপর ফুটন্ত পানি থেকে। ৫৫. তখন তোমরা পান করবে পিপাসার্ত উটের পান করার মতো। ৫৬. কিয়ামতের দিন এটাই হবে তাদের মেহমানদারী।

نَحْنُ خَلَقْنٰكُمْ فَلَوْلَا تُصَدِّقُوْنَ ﴿٥٧﴾ اَفَرَءَيْتُمْ مَّا تُمْنُوْنَ ﴿٥٨﴾ ءَاَنْتُمْ تَخْلُقُوْنَهٗ

৫৭. আমিই তোমাদেরকে[২২] সৃষ্টি করেছি, তবে কেনো তোমরা বিশ্বাস করছো না।[২৩] ৫৮. তোমরা কি ভেবে দেখেছো সে সম্পর্কে, যে বীর্য তোমরা ছুড়ে দাও? ৫৯. তোমরা কি তা সৃষ্টি করো,

اَمْ نَحْنُ الْخٰلِقُوْنَ ﴿٥٩﴾ نَحْنُ قَدَّرْنَا بَيْنَكُمُ الْمَوْتَ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوْقِيْنَ ﴿٦٠﴾

না-কি আমিই (তার) স্রষ্টা[২৪]? ৬০. আমি নির্ধারণ করে দিয়েছি তোমাদের মধ্যে মৃত্যুকে[২৫] এবং নই—আমি অক্ষমদের শামিল

عَلَيْهِ-তার ওপর ; مِنَ-থেকে ; الْحَمِيْمِ-ফুটন্ত পানি। ﴿٥٥﴾ فَشٰرِبُوْنَ-(ف+شربون)-তখন (তোমরা) পান করবে ; شُرْبَ-পান করার মতো ; الْهِيْمِ-পিপাসার্ত উটের। ﴿٥٦﴾ هٰذَا-এটাই হবে ; نُزُلُهُمْ-(نزل+هم)-তাদের মেহমানদারী ; يَوْمَ-দিন ; الدِّيْنِ-কিয়ামতের। ﴿٥٧﴾ نَحْنُ-আমিই ; خَلَقْنٰكُمْ-(خلقنا+كم)-তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি ; فَلَوْلَا تُصَدِّقُوْنَ-(ف+لو+لاتصدقون)-তবে কেনো তোমরা বিশ্বাস করছো না। ﴿٥٨﴾ اَفَرَءَيْتُمْ-(ا+ف+رءيتم)-তোমরা কি ভেবে দেখেছো ; مَّا-সে সম্পর্কে ; تُمْنُوْنَ-যে বীর্য তোমরা ছুড়ে দাও। ﴿٥٩﴾ ءَاَنْتُمْ-(ء+انتم)-তোমরা কি ; تَخْلُقُوْنَهٗ-(تخلقون+ه)-তা সৃষ্টি করো ; اَمْ-না-কি ; نَحْنُ-আমিই ; الْخٰلِقُوْنَ-(তার) স্রষ্টা। ﴿٦٠﴾ نَحْنُ-আমিই ; قَدَّرْنَا-নির্ধারণ করে দিয়েছি ; بَيْنَكُمُ-(بين+كم)-তোমাদের মধ্যে ; الْمَوْتَ-মৃত্যুকে ; وَ-এবং ; مَا-নই ; نَحْنُ-আমি ; بِمَسْبُوْقِيْنَ-(ب+مسبوقين)-অক্ষমদের শামিল।

করো যেমন ভয় করা কর্তব্য ; কেননা জাহান্নামে উদগত 'যাক্কুম' গাছের সামান্য একটু অংশও যদি দুনিয়াতে সাগর-মহাসাগরসমূহে ফেলে দেয়া হয় তবে দুনিয়াবাসীদের অবস্থা অত্যন্ত মন্দ হয়ে পড়বে। এরপর যার খাদ্য হবে এ গাছ তার অবস্থা কেমন হবে তা সহজেই অনুমান করা যায়। (লুগাতুল কুরআন)

২২. মক্কাবাসীরা ইসলামের দুটি মৌলিক বিষয় তাওহীদ বা আল্লাহর একত্ববাদ এবং আখিরাত তথা মৃত্যুর পরবর্তী জীবনকে অস্বীকার করতো, তাই এখান থেকে নিয়ে সূরার ৭৪ আয়াত পর্যন্ত এ দুটো মৌলিক বিষয় প্রমাণের জন্যই যুক্তি-প্রমাণ পেশ করা হয়েছে।

২৩. অর্থাৎ আমি তোমাদেরকে প্রথমবার সৃষ্টি করেছি এবং আমার ইবাদাত বা দাসত্ব

⑥١ عَلَىٰٓ اَنْ نُّبَدِّلَ اَمْثَالَكُمْ وَنُنْشِئَكُمْ فِىْ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ⑥٢ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ

৬১. তোমাদের পরিবর্তে তোমাদের মতোই কাউকে নিয়ে আসতে এবং তোমাদের এমন আকৃতি বানিয়ে দিতে যা তোমরা জানো না।[২৫] ৬২. ইতোমধ্যে তোমরা তো জানতে পেরেছো

⑥١ عَلَىٰٓ اَنْ نُّبَدِّلَ-তোমাদের পরিবর্তে কাউকে নিয়ে আসতে ; اَمْثَالَكُمْ-(امثال+كم)-তোমাদের মতোই ; وَ-এবং ; نُنْشِئَكُمْ-(ننشأ+كم)-তোমাদের আকৃতি বানিয়ে দিতে; فِىْ مَا-এমন যা ; لَا تَعْلَمُوْنَ-তোমরা জান না। ⑥٢ وَ-আর ; لَقَدْ-ইতোমধ্যে ; عَلِمْتُمُ-তোমরা তো জানতে পেরেছো ;

করা তোমাদের কর্তব্য। অতপর পুনরায় তোমাদেরকে আমি সৃষ্টি করতে সক্ষম—একথা কেনো বিশ্বাস করছো না।

২৪. অর্থাৎ মানুষ যদি অন্য সবকিছু বাদ দিয়ে নিজের সৃষ্টির পর্যায়গুলো সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করে, তাহলে তাওহীদ ও আখিরাতকে অবিশ্বাস করা অথবা সে সম্পর্কে সন্দেহ-সংশয় পোষণ করে আল্লাহর দীন-বিরোধী কর্মকাণ্ডে লিপ্ত হতে পারতো না। মানব সৃষ্টির প্রক্রিয়ায় পিতা-মাতার ভূমিকা তো এতটুকুই যে, একজন পুরুষ তার স্ত্রীর নির্দিষ্ট স্থানে এক ফোঁটা বীর্য ছুড়ে দেয়। এরপর মানবশিশু ভূমিষ্ঠ হওয়ার সময় পর্যন্ত তাদের কোনো ভূমিকাই তো আর থাকে না। অতপর যেসব প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নয় মাসের কিছু কম-বেশী সময়ের ব্যবধানে একটি পূর্ণাংগ মানব শিশু দুনিয়াতে আসে সেসব প্রক্রিয়া সম্পর্কে দুনিয়ার কোনো মানুষই খবর রাখে না। এমনকি যে নারীর উদরে এসব প্রক্রিয়া চলতে থাকে, সে নিজেও এ সম্পর্কে কোনো খবর রাখে না—রাখতে পারে না। জ্ঞান-বুদ্ধির দাবী তো এটাই যে, মানব সৃষ্টির এ অত্যাশ্চার্য ও অভাবনীয় প্রক্রিয়া কোনো এক সুবিজ্ঞ কারিগর ও মহান স্রষ্টা ব্যতীত নিজে নিজে চলছে না। কে সেই স্রষ্টা? পিতা-মাতা জানেই না গর্ভে কি তৈরী হচ্ছে। প্রসবের পূর্ব পর্যন্ত তারা অনুমানও করতে পারে না যে, গর্ভস্থ ভ্রূণ ছেলে না মেয়ে, সুশ্রী না কদাকার, সবল না দুর্বল, প্রতিবন্ধী না সুস্থ-সবল, মেধাবী না মেধাহীন—এসব প্রশ্নের জবাব তো একটিই। আর তা হচ্ছে মানুষ সম্পূর্ণরূপে এক ও সর্বশক্তিমান আল্লাহর সৃষ্টি। অতএব আল্লাহর মুকাবিলায় মানুষ স্বাধীন ও স্বেচ্ছাচারী হওয়ার কোনো অধিকার রাখে না এবং তিনি ছাড়া অন্য কারো দাসত্ব-আনুগত্য করারও তার কোনো অধিকার নেই।

২৫. অর্থাৎ তোমাদেরকে সৃষ্টি যেমন আমিই করেছি। তেমনি তোমাদের মৃত্যুও আমারই নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। তোমাদের মধ্যে কে, কোথায়, কখন, কোন্ বয়সে, কোন্ অজুহাতে মারা যাবে তা আমিই নির্ধারণ করে দিয়েছি। এর এক তিল পরিমাণ-ও এদিক-সেদিক হবে না। যাদের মৃত্যুর সময় হাজির হয় তারা যতবড় হাসপাতালে এবং যতবড় ডাক্তারের চিকিৎসাধীন থাকুক না কেনো, মৃত্যুকে ঠেকাতে পারে না। এমনকি খোদ ডাক্তারও তার মৃত্যুকে নির্ধারিত সময় থেকে এক বিন্দুও আগে বা পরে নিতে পারে না।

النَّشْاَةَ الْاُوْلٰى فَلَوْلَا تَذَكَّرُوْنَ ﴿٦٢﴾ اَفَرَءَيْتُمْ مَّا تَحْرُثُوْنَ ﴿٦٣﴾

প্রথমবার সৃষ্টি সম্পর্কে, তবে কেনো (তা থেকে) শিক্ষা গ্রহণ করছো না ?[২৭] ৬৩. তোমরা কি ভেবে দেখেছো সে সম্পর্কে, যে বীজ তোমরা বপন করো ?

النَّشْاَةَ-সৃষ্টি সম্পর্কে ; الْاُوْلٰى-প্রথমবার ; فَلَوْلَا تَذَكَّرُوْنَ-(ف+لو+لاتذكرون)-তবে কেনো (তা থেকে) শিক্ষা গ্রহণ করছো না। ﴿٦٣﴾ اَفَرَءَيْتُمْ-(ا+ف+رءيتم)-তোমরা কি ভেবে দেখেছো ; مَّا-সে সম্পর্কে যে ; تَحْرُثُوْنَ-বীজ তোমরা বপন করো।

২৬. অর্থাৎ দুনিয়াতে তোমাদের জন্ম, প্রবৃদ্ধি, মৃত্যু এবং তোমাদের আকার-আকৃতি, তোমাদের অঙ্গ-প্রত্যংগের জন্য নির্ধারিত নিয়ম-বিধান সবই আমার নির্ধারিত। আমি চাইলে এসব বিধি-বিধান সবই পরিবর্তন করে দিতে পারি এবং নতুন কোনো বিধান প্রবর্তন করে দিতে পারি। আমি যখন চাইব তখন তোমাদের জন্য মৃত্যুর বিধান উঠিয়ে দেবো, তখন তোমরা আর মরবে না। দুনিয়াতে তোমরা একটা সীমা পর্যন্ত শাস্তি সহ্য করতে পার, তার বেশী হলে তোমাদের মৃত্যু হয় ; কিন্তু আমি তোমাদের জন্য এমন বিধান আখিরাতে প্রণয়ন করবো যে, তখন তোমাদের ওপর যত কঠিন আযাব আসুক না কেনো, তোমাদের মৃত্যু হবে না। আবার দুনিয়াতে তোমরা একটি বিশেষ মাত্রা পর্যন্ত সুখ-সম্ভোগ করতে পারো, তার বেশী ভোগ করার মতো তোমাদের শারীরিক ক্ষমতা নেই। কিন্তু পরবর্তীতে আমি তোমাদের শারীরিক ক্ষমতা এমন বাড়িয়ে দিতে পারি যে, যত বেশী ইচ্ছা তোমরা ভোগ-বিলাসিতা করতে সক্ষম হবে। দুনিয়ার নিয়মে তোমাদের শৈশব, কৈশোর, যৌবন, বার্ধক্য, অবশেষে মৃত্যু আছে ; কিন্তু পরবর্তীতে আমি তোমাদেরকে চিরযুবক ও মৃত্যুঞ্জয় করে দিতে পারি।

তাছাড়া দুনিয়াতেও তোমাদের বর্তমান আকৃতি পরিবর্তন করে দিতে পারি, যেমন বিগত উম্মতের মধ্যে আকৃতি পরিবর্তিত হয়ে বানর ও শুকরে পরিণত হওয়ার আযাব এসে গেছে। তোমাদেরকে পাথর ও জড় পদার্থের আকারেও পরিণত করে দেয়া যেতে পারে।

২৭. অর্থাৎ তোমাদের প্রথম সৃষ্টির পর্যায়ক্রমগুলো সম্পর্কে তোমাদের তো মোটামুটি ধারণা রয়েছে যে, তোমাদের পিতার নিক্ষিপ্ত শুক্রবিন্দু থেকে একটি শুক্রকীট মাতার ডিম্বাণুর সাথে মিলিত হয়ে মাতার জরায়ুতে স্থান লাভ করে এক বিস্ময়কর প্রক্রিয়ায় তোমাদের সৃষ্টি হয়েছে। এই যে তোমাদের সৃষ্টি প্রক্রিয়া—এটা কি মৃতকে জীবিত করে উঠানোর চেয়ে কম অলৌকিক। কিন্তু তোমরা এসব বিস্ময়কর ঘটনাগুলো দেখার পরও এ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করছো না। তোমার সামনে দিনরাত অসংখ্য অলৌকিক ঘটনা সংঘটিত হচ্ছে, যা আল্লাহর অসীম ক্ষমতা কুদরতের সাক্ষী হয়ে আছে, তারপরও তোমরা মৃত্যুর পরের জীবন তথা হাশর-নশর ও জান্নাত-জাহান্নাম সম্পর্কে দৃঢ় বিশ্বাস পোষণ করছো না।

⑥④ ءَاَنْتُمْ تَزْرَعُوْنَهٗۤ اَمْ نَحْنُ الزّٰرِعُوْنَ ⑥⑤ لَوْ نَشَآءُ لَجَعَلْنٰهُ حُطٰمًا

৬৪. তোমরাই কি সেই ফসল ফলাও, না-কি আমিই তার উৎপাদনকারী।[২৮]
৬৫. আমি যদি চাই তবে অবশ্যই আমি তাকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিতে পারি,

فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُوْنَ ⑥⑥ اِنَّا لَمُغْرَمُوْنَ ⑥⑦ بَلْ نَحْنُ مَحْرُوْمُوْنَ ⑥⑧ اَفَرَءَيْتُمْ

তখন তোমরা নানা কথা বলতে থাকবে। ৬৬.—(বলবে) আমরা তো নিশ্চিত ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়লাম ; ৬৭. বরং আমরা তো একেবারেই বঞ্চিত হয়ে গেলাম। ৬৮. তোমরা কি ভেবে দেখেছো

⑥④ ءَ اَنْتُمْ-(ء+انتم)-তোমরা কি ; تَزْرَعُوْنَهٗۤ-(تزرعون+ه)-তোমরাই কি সেই ফসল ফলাও ; اَمْ-না-কি ; نَحْنُ-আমিই ; الزّٰرِعُوْنَ-তার উৎপাদনকারী। ⑥⑤ لَوْ-যদি ; نَشَآءُ-আমি চাই ; لَجَعَلْنٰهُ-(ل+جعلنا+ه)-তবে অবশ্যই আমি তাকে করে দিতে পারি; حُطٰمًا-চূর্ণ-বিচূর্ণ ; فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُوْنَ-(ف+ظلتم+تفكهون)-তখন তোমরা নানা কথা বলতে থাকবে। ⑥⑥ اِنَّا-আমরা তো নিশ্চিত ; لَمُغْرَمُوْنَ-ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়লাম। ⑥⑦ بَلْ-বরং ; نَحْنُ-আমরা তো ; مَحْرُوْمُوْنَ-একেবারেই বঞ্চিত হয়ে গেলাম। ⑥⑧ اَفَرَءَيْتُمْ-তোমরা কি ভেবে দেখেছো ;

২৮. অর্থাৎ তোমাদের সৃষ্টির ব্যাপারে যেমন তোমাদের পিতাদের এতটুকু ভূমিকা-ই আছে যে, তোমাদের মায়েদের জরায়ুতে এক ফোঁটা বীর্য নিক্ষেপ করে দিয়েছে। তেমনি তোমাদের প্রবৃদ্ধির ব্যাপারে যে প্রধান উপকরণ খাদ্য, তার উৎপাদনের ব্যাপারেও মাটিতে বীজ বপন করা ছাড়া তেমন উল্লেখযোগ্য কোনো ভূমিকা নেই। যে মাটিতে বীজ বপন করা হয় তা তোমাদের তৈরী নয় ; মাটির উর্বরা শক্তি তোমাদের সৃষ্ট নয়। খাদ্যের উপাদান, বীজের প্রবৃদ্ধি, প্রত্যেক বীজ থেকে একই প্রজাতির গাছ জন্ম লাভ করার যোগ্যতা, ভূমির অভ্যন্তরের ক্রিয়া-প্রক্রিয়া, ওপরের বাতাস, পানি, তাপমাত্রা ইত্যাদি কোনোটাই তোমাদের প্রচেষ্টা বা ব্যবস্থাপনার ফল নয়। এভাবে তোমাদের জন্ম, প্রবৃদ্ধি ও প্রতিষ্ঠা লাভের সকল স্তরেই আমার অবদান ও সক্রিয় ভূমিকা রয়েছে। এরপরও তোমরা আমার নির্দেশের বাইরে স্বাধীন-স্বেচ্ছাচারী জীবন যাপন করার অথবা আমাকে ছাড়া অন্য কারো দাসত্ব-আনুগত্য করার কি অধিকার তোমাদের থাকতে পারে ?

আলোচ্য আয়াত থেকে যেমন তাওহীদের প্রমাণ পাওয়া যায়, তেমনি এ থেকে আখিরাতেরও প্রমাণ পাওয়া যায়। মৃত বীজ মৃত মাটিতে পুঁতে দেয়ার পর যেমন আল্লাহ তা'আলা তাতে জীবন সৃষ্টি করেন, তেমনি মৃত মানুষদেরকেও তিনি পুনর্জীবন দিয়ে হিসাব নিতে সক্ষম।

الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ ﴿٦٨﴾ ءَأَنْتُمْ أَنْزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنْزِلُونَ ○

সেই পানি সম্পর্কে, যা তোমরা পান করো ? ৬৯. তোমরাই কি তা মেঘ থেকে নামিয়ে আন, না-কি আমিই (তার) বর্ষণকারী ?[29]

﴿٧٠﴾ لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَٰهُ أُجَاجًا فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ ﴿٧١﴾ أَفَرَءَيْتُمُ النَّارَ الَّتِي تُورُونَ ○

৭০. আমি যদি চাই (তবে) তাকে তিক্ত-বিস্বাদ করে দিতে পারি[30], তবুও কেনো তোমরা শোকর করো না ?[31]
৭১. তোমরা কি ভেবে দেখেছ, সেই আগুন সম্পর্কে যা তোমরা জ্বালিয়ে থাক ?

الْمَاءَ-সেই পানি সম্পর্কে ; الَّذِي-যা ; تَشْرَبُونَ-তোমরা পান করো। ⑥৯ (ءَ+انتم)-ءَ أَنْتُمْ-তোমরাই কি ; أَنْزَلْتُمُوهُ-(انزلتموا+ه)-নামিয়ে আন ; مِنَ-থেকে ; الْمُزْنِ-মেঘ ; أَمْ-না-কি ; نَحْنُ-আমিই ; الْمُنْزِلُونَ-(তার) বর্ষণকারী। ৭০ لَوْ-যদি ; نَشَاءُ-আমি চাই ; جَعَلْنَٰهُ-(جعلنا+ه)-(তবে) তাকে করে দিতে পারি ; أُجَاجًا-তিক্ত-বিস্বাদ ; فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ-(ف+لو+لاتشكرون)-তবুও কেনো তোমরা শোকর করো না। ৭১ أَفَرَءَيْتُمْ-তোমরা কি ভেবে দেখেছো ; النَّارَ-সেই আগুন সম্পর্কে ; الَّتِي-যা ; تُورُونَ-তোমরা জ্বালিয়ে থাক।

২৯. অর্থাৎ তোমাদের রিযিক তথা খাদ্য উৎপাদনের জন্য যে পানি প্রয়োজন এবং তোমাদের পান করার জন্য যে পানি প্রয়োজন তা সব আমিই ব্যবস্থা করি। পানির উৎস সাগরগুলো আমিই সৃষ্টি করেছি। যে সূর্যের তাপে পানি বায়ু হয়ে ওপরে ওঠে তা-ও আমার সৃষ্টি। আমার নির্দেশেই আমার বায়ুপ্রবাহ—সেই বায়ুকে মেঘের আকারে আমার নির্ধারিত অঞ্চলে বয়ে নিয়ে যায়। অতপর নির্দিষ্ট একটি তাপমাত্রায় তা পানিতে পরিণত হয়ে বৃষ্টির আকারে বর্ষিত হয়। এভাবে আমি তোমাদের সৃষ্টির পর প্রতিপালনেরও ব্যবস্থা করি। অতপর আমার সৃষ্টি, প্রতিপালন এবং আমার-দেয়া খাদ্য-পানীয় ভোগ করে আমার আদেশ-নিষেধের পরওয়া না করে আমার মুকাবিলায় তোমরা কিভাবে স্বাধীন স্বেচ্ছাচারী হতে পারো। আর আমাকে ছেড়ে কিভাবে তোমরা অন্যের দাসত্ব-আনুগত্য করতে পারো ?

৩০. অর্থাৎ আমি চাইলে বৃষ্টির পানিতেও লবণ মিশ্রিত করে দিয়ে সমুদ্রের লোনা পানির মতো তিক্ত ও বিস্বাদ করে দিতে পারতাম। কিন্তু আমি পানির মধ্যে এমন বৈশিষ্ট্য রেখে দিয়েছি যে, সূর্যতাপে পানি যখন বাষ্পে পরিণত হয়, তখন সমুদ্রের পানিতে লবণ ও অন্য যেসব পদার্থ মিশ্রিত থাকে সেসব বাদে শুধু পানীয় অংশই বাষ্পে পরিণত হয়, অন্যসব পদার্থ যা পানির সাথে মিশ্রিত ছিলো, তা সবই সমুদ্রে থেকে যায়। অতপর উত্থিত বাষ্প বায়ুপ্রবাহে পরিচালিত হয়ে একটি নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় পানির ফোঁটা হয়ে বৃষ্টির আকারে সুপেয় ও মিষ্টি পানি বর্ষিত হয়। আর এ পানিও নদী-নালা দিয়ে প্রবাহিত হয়ে মানুষ, জীবজন্তু, পশু-পাখী ও গাছ-গাছালীর জীবন রক্ষা করে।

﴿٧٢﴾ ءَأَنتُمْ أَنشَأْتُمْ شَجَرَتَهَآ أَمْ نَحْنُ ٱلْمُنشِـُٔونَ ﴿٧٣﴾ نَحْنُ جَعَلْنَٰهَا تَذْكِرَةً

৭২. তোমরাই কি তার (জ্বালানী) গাছগুলো[৩২] সৃষ্টি করেছ, না-কি আমিই (তার) স্রষ্টা ?
৭৩. আমি তাকে স্মরণীয় নিদর্শন বানিয়েছি[৩৩]

وَمَتَٰعًا لِّلْمُقْوِينَ ﴿٧٤﴾ فَسَبِّحْ بِٱسْمِ رَبِّكَ ٱلْعَظِيمِ ﴿٧٤﴾

এবং (বানিয়েছি) মুখাপেক্ষীদের[৩৪] জন্য জীবনোপকরণ। ৭৪. অতএব আপনি আপনার মহান প্রতিপালকের তাসবীহ পাঠ করুন।[৩৫]

﴿٧٢﴾ ءَ-অংতুম-তোমরাই কি ; أَنشَأْتُمْ-সৃষ্টি করেছ ; شَجَرَتَهَآ-(شجرة+ها)-তার (জ্বালানী) গাছগুলো ; أَمْ-না-কি ; نَحْنُ-আমিই ; ٱلْمُنشِـُٔونَ-(তার) স্রষ্টা। ﴿٧٣﴾ نَحْنُ-আমিই ; جَعَلْنَٰهَا-(جعلنا+ها)-তাকে বানিয়েছি ; تَذْكِرَةً-স্মরণীয় নিদর্শন ; وَ-এবং ; مَتَٰعًا-জীবনোপকরণ ; لِّلْمُقْوِينَ-(ل+ال+مقوين)-মুখাপেক্ষীদের জন্য। ﴿٧٤﴾ فَسَبِّحْ-(ف+سبح)-অতএব আপনি তাসবীহ পাঠ করুন ; بِٱسْمِ-(ب+اسم)-নামের ; رَبِّكَ-(رب+ك)-আপনার প্রতিপালকের ; ٱلْعَظِيمِ-মহান।

যেসব প্রাণী লবণাক্ত পানিতে জীবনযাপন করতে সক্ষম সেগুলোকে সমুদ্রেই সৃষ্টি করা হয়েছে এবং তারা সেখানে স্বাচ্ছন্দ্যে জীবন অতিবাহিত করছে। আর স্থলভাগে ও বায়ুমণ্ডলে যেসব প্রাণী ও উদ্ভিদের আবাস তাদের জন্য বাষ্পীয় ভবনের মাধ্যমে মিঠা পানির ব্যবস্থা করেছেন। সেজন্য পানিকে এমন বৈশিষ্ট্য দিয়ে সৃষ্টি করেছেন যে, বাষ্পে পরিণত হওয়ার সময় কোনো পদার্থই যেন তার সাথে না থাকে।

৩১. অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা তোমাদের জন্য এতসব ব্যবস্থা করার পরও তোমরা তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছো না। পক্ষান্তরে এসব ব্যবস্থাকে প্রাকৃতিক নিয়ম, দেব-দেবীদের কীর্তি বলে আল্লাহর অবদানকে অস্বীকার করছো এবং কুফর, শিরক, পাপাচার ও নাফরমানীতে লিপ্ত হচ্ছো।

৩২. অর্থাৎ যে গাছ তোমরা জ্বালানী হিসেবে ব্যবহার করো অথবা এর দ্বারা সেই গাছও বুঝানো হতে পারে, যার দ্বারা আরবের লোকেরা প্রাচীনকালে আগুন জ্বালাতো। তারা এক প্রকার গাছের ডালকে পরস্পর ঘর্ষণের মাধ্যমে আগুন তৈরি করতো।

৩৩. অর্থাৎ আল্লাহকে স্মরণে রাখার জন্য আগুন এক অনুপম উপাদান। আগুন না থাকলে মানুষের জীবন পশুর মতো হতো। মানুষ পশুর মতোই কাঁচা খাদ্য খেতে বাধ্য হতো। আগুনের ফলেই মানুষ রান্না করে খেতে পারছে। আগুনের কারণেই শিল্প সংস্কৃতিতে মানুষের অগ্রগতি সম্ভব হয়েছে। জ্বালানী হিসেবে যেসব দ্রব্য ব্যবহৃত হয় তা যদি আল্লাহ সৃষ্টি না করতেন, তাহলে মানুষের পক্ষে নিত্য-নতুন আবিষ্কার সম্ভব

হতো না। সুতরাং আল্লাহর কুদরত-ক্ষমতা এবং মানুষের ওপর তাঁর দয়া-অনুগ্রহকে স্মরণ করিয়ে দেয়ার জন্য শুধুমাত্র এক আগুনই যথেষ্ট। আর এজন্যই আগুনকে স্মরণীয় নিদর্শন বলা হয়েছে।

৩৪. অর্থাৎ মরুচারী মুসাফিরদের জন্য এক অতি প্রয়োজনীয় জীবনোপকরণ বানিয়েছি। মরুচারী লোকদের জন্য আগুন এক অতি উপকারী জিনিষ। তারা রাতের বেলা আগুন জ্বালিয়ে হিংস্র জীবজন্তু থেকে নিরাপদে থাকতো এবং পথ ভোলা মুসাফির আগুনের সাহায্যে পথের দিশা পেতো। অধিকাংশ মুফাস্সির এ আয়াতের এ অর্থই করেছেন। (লুগাতুল কুরআন)

৩৫. অর্থাৎ উপরোক্ত আয়াতসমূহের মূলকথা হলো, মানুষ আল্লাহ তা'আলার অপার শক্তি ও একত্ববাদে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস স্থাপন করবে এবং তার মহান প্রতিপালকের নামের পবিত্রতা ঘোষণা করবে। এটাই হবে তাঁর অবদানসমূহের কৃতজ্ঞতা। কাফির-মুশরিকরা তাঁর ওপর যেসব দোষ-ত্রুটি, অপূর্ণতা আরোপ করে এবং সকল কুফরী ও শির্কী আকীদা ও পরকাল অস্বীকারকারীদের সমস্ত প্রচ্ছন্ন যুক্তি থেকে তাঁর নামের পবিত্রতা ঘোষণার মাধ্যমেই তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাতে হবে।

২য় রুকূ' (৩৯-৭৪ আয়াত)-এর শিক্ষা

১. 'আসহাবুল ইয়ামীন' তথা ডানপন্থী দলে নবীদের প্রথম দিকের উম্মতদের মধ্য থেকে এবং পরবর্তীকালের উম্মতদের মধ্য থেকে এক বিরাট সংখ্যক মানুষ শামিল হবে।

২. বামপন্থী লোকেরা আরশের বাম দিকে উত্তপ্ত পানি এবং কালো ধোঁয়ার ছায়ায় স্থান পাবে।

৩. বামপন্থীদের অবস্থানস্থল হবে অত্যন্ত গরম এবং তা হবে অত্যন্ত অস্বস্তিকর।

৪. বামপন্থীরা দুনিয়াতে বিলাসী জীবনযাপন করতো এবং বড় বড় অপরাধে লিপ্ত থাকতো। তাদের এ অবস্থার মূল কারণ হলো—তারা আখিরাতে বিশ্বাসী ছিলো না।

৫. মানুষের দুনিয়ার জীবনকে সুশৃংখল ও সুন্দর এবং আল্লাহর দীনের অনুগত করার জন্য আখিরাত তথা মৃত্যুর পরবর্তী জীবনে বিশ্বাস এক অপরিহার্য বিষয়।

৬. দুনিয়াতে আগত আগে-পরের সকল মানুষকেই এক সুনির্দিষ্ট দিনে, সুনির্দিষ্ট স্থানে একত্রিত করা হবে এবং তাদের দুনিয়ার কর্মকাণ্ডের হিসাব নেয়া হবে।

৭. বামপন্থীদের স্থান হবে জাহান্নামে—সেখানে তাদের খাদ্য হবে জাহান্নামে উৎপন্ন কাঁটাযুক্ত 'যাক্কুম' গাছ এবং তাদের পানীয় হবে টগবগে ফুটন্ত গরম পানি।

৮. এমন উত্তপ্ত পানিও তারা পিপাসার্ত উটের মতো পান করবে। আল্লাহর পক্ষ থেকে এটাই হবে সেদিন তাদের মেহমানদারী।

৯. নারী পুরুষের সম্মিলনে মানব সন্তান জন্মলাভ করলেও এতে তাদের ভূমিকা তো এতটুকুই যে, পুরুষ তার এক ফোঁটা বীর্য নারীর জরায়ুতে ছুড়ে দেয় মাত্র।

১০. সুতরাং মানুষের স্রষ্টা একমাত্র আল্লাহ—এর বিপক্ষে কোনো যুক্তি-প্রমাণ-ই গ্রহণযোগ্য নয়।

১১. জন্ম ও মৃত্যু উভয়ের মালিক একমাত্র আল্লাহ। এতেও কোনো দ্বিধা-সংশয়ের অবকাশ নেই।

১২. মানুষের জন্ম, প্রবৃদ্ধি, মৃত্যু এবং তাদের অঙ্গ প্রত্যঙ্গের জন্য বিধি-বিধান, আকার-আকৃতি সবই আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত। তিনি চাইলে এসব কিছুর বিধি-বিধান পরিবর্তন করে দিতে পারেন।

১৩. আল্লাহ চাইলে মানুষের পরিবর্তে অন্য কোনো সৃষ্টিকে পৃথিবীতে নিয়ে আসতে পারেন এবং তাদেরকে দিয়েই তাঁর দীন প্রতিষ্ঠা করতে পারেন।

১৪. আল্লাহ প্রথমবার মানুষকে যেহেতু সৃষ্টি করেছেন, সেহেতু মৃত্যুর পরবর্তীকালে পুনরায় সৃষ্টি করা অত্যন্ত সহজ কাজ। সুতরাং আখিরাতে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস রাখতে হবে।

১৫. মানুষের খাদ্যশস্য উৎপাদনে তাদের নিজেদের ভূমিকা ও অবদান অতি সামান্যই। বলতে গেলে এ ব্যাপারে সব অবদানই আল্লাহর। সুতরাং মানুষকে তাঁরই দাসত্ব আনুগত্য করতে হবে।

১৬. আল্লাহ যদি চান তবে অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি বা প্রাকৃতিক দুর্যোগ দিয়ে খাদ্য শস্যের উৎপাদনে বিঘ্ন সৃষ্টি করতে পারেন—এর দৃষ্টান্ত আমরা অনেক দেখেছি। সুতরাং সমস্ত ভরসা একমাত্র তাঁর ওপরই রাখতে হবে।

১৭. আল্লাহ তা'আলাই অত্যন্ত বিজ্ঞানসম্মতভাবে পানিকে বিশুদ্ধ করে বৃষ্টির মাধ্যমে বিশুদ্ধ পানি মানুষের জন্য এবং পৃথিবীর যাবতীয় সৃষ্টির জন্য সরবরাহ করেন।

১৮. আল্লাহ তা'আলা যদি 'পানিচক্রের' মাধ্যমে বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ না করতেন, তাহলে পৃথিবীতে মানুষের জীবন ধারণ অসম্ভব হয়ে পড়তো।

১৯. সভ্যতার অগ্রগতিতে আগুনের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আর আগুনের জ্বালানী উপকরণসমূহ আল্লাহ-ই সৃষ্টি করে দিয়েছেন।

২০. আমাদের অস্তিত্বের প্রতিটি স্তরে প্রত্যেকটি মুহূর্তে আল্লাহ তা'আলার রহমতের পরশ রয়েছে। সুতরাং আমাদেরকে সার্বক্ষণিক তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাতে হবে এবং তাঁর নামের পবিত্রতা-মহিমা ঘোষণা করতে হবে।

❒

সূরা হিসেবে রুকূ'-৩
পারা হিসেবে রুকূ'-১৬
আয়াত সংখ্যা-২২

﴿٧٥﴾ فَلَآ أُقْسِمُ بِمَوٰقِعِ ٱلنُّجُومِ ﴿٧٦﴾ وَإِنَّهُۥ لَقَسَمٌ لَّوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ ﴿٧٧﴾ إِنَّهُۥ

৭৫. অতএব না,[৩৬] আমি কসম করছি তারাগুলোর অস্ত যাওয়ার স্থানের ; ৭৬. আর নিশ্চয়ই এটা এক বিরাট কসম, যদি তোমরা (তা) জানতে। ৭৭. অবশ্যই এটা

لَقُرْءَانٌ كَرِيمٌ ﴿٧٨﴾ فِى كِتَٰبٍ مَّكْنُونٍ ﴿٧٩﴾ لَّا يَمَسُّهُۥٓ إِلَّا ٱلْمُطَهَّرُونَ

সুনিশ্চিতভাবে সম্মানিত কুরআন।[৩৭] ৭৮. (যা সুরক্ষিত) একটি সংরক্ষিত গ্রন্থে।[৩৮] ৭৯. পবিত্র সত্তাগণ ছাড়া অন্য কেউ তা স্পর্শ করতে পারে না।[৩৯]

﴿٧٥﴾ فَلَآ أُقْسِمُ-(ف+لا+اقسم)-অতএব, না, আমি কসম করছি ; بِمَوٰقِعِ-(ب+مواقع)-অস্ত যাওয়ার স্থানের ; النُّجُوْمِ-তারাগুলোর। ﴿٧٦﴾ وَ-আর ; اِنَّهٗ-(ان+ه)-নিশ্চয়ই এটা ; لَقَسَمٌ-এক কসম ; لَوْ-যদি ; تَعْلَمُوْنَ-তোমরা (তা) জানতে ; عَظِيْمٌ-বিরাট। ﴿٧٧﴾ اِنَّهٗ-অবশ্যই এটা ; لَقُرْاٰنٌ-সুনিশ্চিতভাবে কুরআন ; كَرِيْمٌ-সম্মানিত। ﴿٧٨﴾ فِىْ كِتٰبٍ-(যা সুরক্ষিত) একটি গ্রন্থে ; مَّكْنُوْنٍ-সংরক্ষিত। ﴿٧٩﴾ لَا يَمَسُّهٗ-(لا يمس+ه)-অন্য কেউ তা স্পর্শ করতে পারে না ; اِلَّا-ছাড়া ; الْمُطَهَّرُوْنَ-পবিত্র সত্তাগণ।

৩৬. অর্থাৎ 'না, তোমার ধারণা সত্য নয়'—'লা' দ্বারা সম্বোধিত ব্যক্তির ধারণা খণ্ডন করা হয়েছে। অতপর কসম করে পরবর্তী কথার সত্যতা-অকাট্যতা প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে।

৩৭. 'আল কুরআন' সম্পর্কে কাফির-মুশরিকদের ধারণাকে খণ্ডন করে অতপর কসম করে যে সত্যটি প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে, তা হলো আল কুরআন মাজীদ এক সম্মানিত, সংরক্ষিত এক কিতাবে সুরক্ষিত গ্রন্থ। এ সম্পর্কে কাফির-মুশরিকদের এ ধারণা সঠিক নয় যে, এটা কোনো মানব রচিত বা (নাউযু বিল্লাহ) শয়তান কর্তৃক রচিত। তারকা রাজির অস্তাচল তথা অস্ত যাওয়ার স্থানের কসম করার উদ্দেশ্য হলো উর্ধ্বজগতের ব্যবস্থাপনা যেমন সুসংবদ্ধ ও মজবুত তেমনি এ কুরআনের বাণীও অনুরূপ সুসংবদ্ধ ও মজবুত। উর্ধ্বজগত যেমন সুরক্ষিত-সংরক্ষিত, তেমনি কুরআন মাজীদও এক সুরক্ষিত গ্রন্থে সুরক্ষিত রয়েছে।

৩৮. 'কিতাবিম মাকনূন' শব্দের অর্থ 'গোপন কিতাব'। এর দ্বারা 'লাওহে মাহফুয' বা 'সংরক্ষিত ফলক' বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ এ কুরআন এমন এক স্থানে সংরক্ষিত যা

⑧⓪ تَنْزِيلٌ مِّنْ رَّبِّ الْعٰلَمِيْنَ ⑧① أَفَبِهٰذَا الْحَدِيْثِ أَنْتُمْ مُّدْهِنُوْنَ

৮০. (এটা) নাযিলকৃত জগতসমূহের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে। ৮১. তবুও কি এ বাণী সম্পর্কে তোমরা উপেক্ষাকারীই রয়ে যাবে[৪০]।

⑧② وَتَجْعَلُوْنَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُوْنَ ⑧③ فَلَوْلَآ إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُوْمَ ⑧④ وَأَنْتُمْ

৮২. এবং তোমাদের জীবিকা বানিয়ে নেবে (এটাকে) যে, তোমরা মিথ্যা বলতেই থাকবে[৪১]। ৮৩. তবে এটা কেনো নয়—যখন (তোমাদের কারো প্রাণ) কণ্ঠনালীতে পৌঁছে—৮৪. আর তোমরা

⑧⓪ تَنْزِيْلٌ-(এটা) নাযিলকৃত ; مِنْ-পক্ষ থেকে ; رَبِّ-প্রতিপালকের ; الْعٰلَمِيْنَ-জগত-সমূহের। ⑧① أَفَبِهٰذَا-তবুও কি এ সম্পর্কে ; الْحَدِيْثِ-বাণী ; أَنْتُمْ-তোমরা ; مُدْهِنُوْنَ-উপেক্ষাকারীই রয়ে যাবে। ⑧② وَ-এবং ; تَجْعَلُوْنَ-তোমরা বানিয়ে নেবে (এটাকে) ; رِزْقَكُمْ-(رزق+كم)-তোমাদের জীবিকা ; أَنَّكُمْ-যে তোমরা ; تُكَذِّبُوْنَ-মিথ্যা বলতেই থাকবে। ⑧③ فَلَوْلَآ-(ف+لو+لا)-তবে এটা কেনো নয় ; إِذَا-যখন ; بَلَغَتِ-(তোমাদের কারো প্রাণ) পৌঁছে ; الْحُلْقُوْمَ-কণ্ঠনালীতে। ⑧④ وَ-আর ; أَنْتُمْ-তোমরা ;

কারো ধরা-ছোঁয়ার বাইরে। রাসূলুল্লাহ সা.-এর ওপর কুরআন নাযিল হওয়ার অনেক পূর্বে সেই ভাগ্যলিপিতে কুরআন লিপিবদ্ধ করে রাখা হয়েছে যা পরিবর্তন বা পরিবর্দ্ধন করা কারো পক্ষে সম্ভব নয়। কারণ তা সৃষ্টিকূলের আওতার অনেক উর্ধ্বে।

৩৯. অর্থাৎ পবিত্র সত্তাগণ ছাড়া এ কুরআন কেউ স্পর্শ করতে পারে না। এখানে পবিত্র সত্তা দ্বারা ফেরেশতাদেরকে বুঝানো হয়েছে। ফেরেশতাগণকে আল্লাহ তা'আলা মানবীয় বৈশিষ্ট্য থেকে মুক্ত রেখেছেন। তাই তারা সার্বক্ষণিক পবিত্র অবস্থায় থাকে। যেসব কারণে মানুষ অপবিত্র হয়, সেসব কারণ ফেরেশতাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়।

এ আয়াতের ভিত্তিতে ফকীহ তথা ইসলামী আইনে বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিগণের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত হলো—যেসব কারণে গোসল ফরয হয়—কুরআন মাজীদ স্পর্শ করার জন্য সেসব কারণ থেকে পবিত্র হতে হবে। এর অর্থ গোসল ফরয হলে গোসল করা ছাড়া কুরআন মাজীদ স্পর্শ করা যাবে না। তবে এক্ষেত্রে স্পর্শ না করে দেখে দেখে অথবা মুখস্থ পড়া যাবে।

৪০. 'মুদহিনূন' অর্থ কোনো কিছুকে হালকা বা গুরুত্বহীন বলে ধারণা পোষণকারী, কটুক্তি প্রকাশকারী, তোষামোদকারী এবং কোনো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কে উপেক্ষাকারী। (লুগাতুল কুরআন)

حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ ﴿٨٤﴾ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَٰكِنْ لَا تُبْصِرُونَ ﴿٨٥﴾

তখন শুধু তাকিয়েই থাক ; ৮৫. আর আমি (তখন) তোমাদের চেয়ে তার অধিক নিকটবর্তী থাকি ; কিন্তু তোমরা (তা) দেখতে পাও না।

فَلَوْلَا إِنْ كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ ﴿٨٦﴾ تَرْجِعُونَهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٨٧﴾ فَأَمَّا

৮৬. অতএব কেনো—তোমরা যদি এমন হয়ে থাকো যে, হিসাব-নিকাশ না-ই দিতে হয়—৮৭. (তাহলে) তাকে (কুণ্ঠাগত প্রাণকে) ফিরিয়ে আন—যদি তোমরা সত্যবাদীদের শামিল হয়ে থাক। ৮৮. তবে যদি

إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ ﴿٨٨﴾ فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ ۙ وَجَنَّتُ نَعِيمٍ ﴿٨٩﴾ وَأَمَّا

সে নৈকট্য প্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত হয়[৪২]—৮৯. তবে (তার জন্য রয়েছে) স্বস্তি-আরাম ও উত্তম রিযিক এবং নিয়ামতপূর্ণ জান্নাত। ৯০. আর

حِينَئِذٍ-তখন শুধু ; تَنْظُرُونَ-তোমরা তাকিয়েই থাক। ﴿٨٥﴾ وَ-আর ; نَحْنُ-আমি ; أَقْرَبُ-(তখন) অধিক নিকটবর্তী থাকি ; إِلَيْهِ-তার ; مِنْكُمْ-(من+كم)-তোমাদের চেয়ে ; وَلَٰكِنْ-কিন্তু ; لَا تُبْصِرُونَ-তোমরা (তা) দেখতে পাও না। ﴿٨٦﴾ فَلَوْلَا-অতএব কেনো-; إِنْ-যদি ; كُنْتُمْ-তোমরা এমন হয়ে থাকো যে ; غَيْرَ مَدِينِينَ-হিসাব-নিকাশ না-ই দিতে হয়। ﴿٨٧﴾ تَرْجِعُونَهَا-(ترجعون+ها)-(তাহলে) তাকে (কুণ্ঠাগত প্রাণকে) ফিরিয়ে আন-; إِنْ-যদি ; كُنْتُمْ-তোমরা হয়ে থাক ; صَادِقِينَ-সত্যবাদীদের শামিল। ﴿٨٨﴾ فَأَمَّا-(ف+اما)-তবে ; إِنْ-যদি ; كَانَ-সে হয় ; مِنَ-অন্তর্ভুক্ত ; الْمُقَرَّبِينَ-নৈকট্যপ্রাপ্তদের। ﴿٨٩﴾ فَرَوْحٌ-তবে (তার জন্য রয়েছে) স্বস্তি-আরাম ; وَ-ও ; رَيْحَانٌ-উত্তম রিযিক ; وَ-এবং ; جَنَّتُ-জান্নাত ; نَعِيمٍ-নিয়ামতপূর্ণ। ﴿٩٠﴾ وَأَمَّا-আর ;

৪১. অর্থাৎ তোমরা রুটি-রুজীর জন্য কুরআনের সত্যকে অস্বীকার করে যাচ্ছ। তোমরা ধারণা করছো যে, কুরআনের আন্দোলন সফল হলে তোমাদের আয়-রোজগার বন্ধ হয়ে যাবে। হক ও বাতিলের কোনো গুরুত্বই তোমাদের কাছে নেই। তাই তোমরা কুরআনের বিরুদ্ধে অনর্গল মিথ্যা বলতে অভ্যস্ত হয়ে গেছো।

৪২. অর্থাৎ তোমরা তো সেই ব্যক্তির জন্য তাকিয়ে থাকা ছাড়া কিছুই করতে পারো না। তবে জেনে রাখ—এ মৃত্যুপথ যাত্রী এ ব্যক্তিটি যদি আল্লাহর নৈকট্যপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের মধ্যে শামিল হয়, তাহলে সে নিয়ামতপূর্ণ জান্নাতে সুখ-সম্ভোগ ও আরাম-আয়েশে থাকবে। আর যদি সে 'আসহাবুল ইয়ামীন' তথা ডানপন্থী সাধারণ মু'মিন দলের অন্তর্ভুক্ত হয় তাহলেও সে অনুপম জান্নাতের অধিকারী হবে। পক্ষান্তরে সে যদি

إِنْ كَانَ مِنْ أَصْحٰبِ الْيَمِيْنِ ﴿٩١﴾ فَسَلٰمٌ لَّكَ مِنْ أَصْحٰبِ الْيَمِيْنِ ﴿٩٢﴾ وَأَمَّا

যদি সে ডানপন্থী দলের অন্তর্ভুক্ত হয় ; ৯১. তবে (তাকে বলা হবে)—'সালাম তোমার প্রতি ডানপন্থী দলের পক্ষ থেকে'। ৯২. আর

إِنْ كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِيْنَ الضَّآلِّيْنَ ﴿٩٣﴾ فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيْمٍ ﴿٩٤﴾ وَتَصْلِيَةُ جَحِيْمٍ

যদি সে সত্য অস্বীকারকারীদের—পথভ্রষ্টদের শামিল হয়ে থাকে—৯৩. তবে (তার) মেহমানদারী হবে ফুটন্ত পানি দিয়ে ; ৯৪.এবং জাহান্নামের জ্বলুনী দ্বারা।

﴿٩٥﴾ إِنَّ هٰذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِيْنِ ﴿٩٦﴾ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيْمِ

৯৫. নিশ্চয়ই এটা—এটাই অকাট্য সত্য।[৪৩] ৯৬. অতএব (হে নবী !) আপনি আপনার মহান প্রতিপালকের নামের তাসবীহ্ তথা পবিত্রতা ঘোষণা করতে থাকুন।[৪৪]

- اِنْ-যদি ; كَانَ-সে হয় ; مِنْ-অন্তর্ভুক্ত ; اَصْحٰبِ-দলের ; الْيَمِيْنِ-ডানপন্থী। ﴿٩١﴾ فَسَلٰمٌ-(ف+سلم)-তবে (তাকে বলা হবে) সালাম ; لَكَ-তোমার প্রতি ; مِنْ-পক্ষ থেকে ; اَصْحٰبِ-দলের ; الْيَمِيْنِ-ডানপন্থী। ﴿٩٢﴾ وَاَمَّا-আর ; اِنْ-যদি ; كَانَ-সে হয়ে থাকে ; مِنَ-শামিল ; الْمُكَذِّبِيْنَ-সত্য অস্বীকারকারীদের ; الضَّآلِّيْنَ-পথভ্রষ্টদের। ﴿٩٣﴾ فَنُزُلٌ-(ف+نزل)-তবে (তার) মেহমানদারী হবে ; مِّنْ-দিয়ে ; حَمِيْمٍ-ফুটন্ত পানি। ﴿٩٤﴾ وَ-এবং ; تَصْلِيَةُ-জ্বলুনী দ্বারা ; جَحِيْمٍ-জাহান্নামের। ﴿٩٥﴾ اِنَّ-নিশ্চয়ই ; هٰذَا-এটা ; لَهُوَ-এটাই ; حَقُّ-সত্য ; الْيَقِيْنِ-অকাট্য। ﴿٩٦﴾ فَسَبِّحْ-(ف+سبح)-অতএব (হে নবী!) তাসবীহ তথা পবিত্রতা ঘোষণা করতে থাকুন ; بِاسْمِ-(ب+اسم)-নামের ; رَبِّكَ-(رب+ك)-আপনার প্রতিপালকের ; الْعَظِيْمِ-মহান।

'আসহাবুশ শিমাল' তথা বামপন্থী দলের অন্তর্ভুক্ত হয় তাহলে তাকে উত্তপ্ত পানি ও জাহান্নামের আগুন দ্বারা তার মেহমানদারী হবে।

৪৩. অর্থাৎ উল্লিখিত শুভ প্রতিফল ও শাস্তি অকাট্য সত্য। এতে সন্দেহ-সংশয়ের কোনো অবকাশ নেই।

৪৪. এখানে নবী সা.-কে সম্বোধন করে বলা হয়েছে যে, আপনি আপনার প্রতিপালকের নামের পবিত্রতা ঘোষণা করুন। এ আয়াত নাযিল হলে রাসূলুল্লাহ সা. বললেন—তোমরা এটাকে নামাযের রুকূ'তে স্থান দাও অর্থাৎ রুকূ'তে 'সুবহানা রাব্বিয়াল আযীম' পড়। অতপর 'সাব্বিহিসমা রাব্বিকাল আ'লা' নাযিল হলে তিনি বললেন—তোমরা এটাকে সিজদায় স্থান দাও। অর্থাৎ সিজদায় 'সুবহানা রাব্বিয়াল

'আ'লা' পড়। তবে এতে নামাযের ভিতরে ও বাইরের সব 'তাসবীহ' শামিল রয়েছে। খোদ নামাযকেও মাঝে মাঝে 'তাসবীহ' বলা হয়েছে। এমতাবস্থায় এটা নামাযের প্রতি গুরুত্বদানের আদেশও হয়ে যায়।

এ থেকে আরও জানা গেলো যে, রাসূলুল্লাহ সা. নামাযের যে নিয়ম-নীতি নির্ধারিত করে দিয়েছেন তার ছোট ছোট বিষয়গুলোও কুরআনের নির্দেশ থেকে সংগৃহীত।

৩য় রুকূ' (৭৫-৯৫ আয়াত)-এর শিক্ষা

১. কুরআন মাজীদ এক মহাসম্মানিত আসমানী কিতাব। সুতরাং এ কিতাবের অমান্যতা, এতে সন্দেহ-সংশয় সৃষ্টি এবং এর বিধি-বিধানের বিরোধিতা নিঃসন্দেহে কুফরী।

২. এ কিতাবে আল্লাহর বাণী ছাড়া অন্য কোনো কথা সংযোজিত হওয়ার কোনো অবকাশ নেই। কারণ এটা 'লাওহে মাহফুযে' সংরক্ষিত এবং সর্বপ্রকার পরিবর্তন-পরিবর্ধনের আশংকা থেকে হিফাযতের দায়িত্ব একমাত্র আল্লাহর। লাওহে মাহফুযে এটা এমনভাবে সংরক্ষিত আছে যে, আল্লাহর নৈকট্যপ্রাপ্ত পবিত্র ফেরেশতা ছাড়া কেউ তা স্পর্শ করতে পারে না।

৩. আল কুরআন আল্লাহর পক্ষ থেকে নাযিলকৃত—এতে কোনো সন্দেহ-সংশয় নেই। অতএব এ কিতাবের প্রতি যথাযথ গুরুত্ব প্রদান সকল মানুষের কর্তব্য। আল কুরআনের শিক্ষাকে বাস্তবায়নের মাধ্যমেই তার প্রতি যথাযথ গুরুত্ব প্রদানের একমাত্র উপায়।

৪. জন্ম ও মৃত্যু দুটোই আল্লাহর নিয়ন্ত্রণে। জন্মের ব্যাপারে যেমন আমাদের কোনো হাত নেই, তেমনি মৃত্যুর ব্যাপারেও আমাদের হাত নেই। কণ্ঠাগত-প্রাণ মুমূর্ষু ব্যক্তিকে যেমন আমরা বাঁচাতে পারি না, তেমনি চাইলেই আমরা কাউকে মেরেও ফেলতে পারি না।

৫. মুমূর্ষু ব্যক্তির সবচেয়ে নিকটে থাকেন শুধুমাত্র আল্লাহ। যা দেখা কোনো মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। মৃত্যুপথ যাত্রী যদি নৈকট্যপ্রাপ্ত দলের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়, তাহলে অকল্পনীয় সুখ-শান্তির আবাস জান্নাতে বসবাস করবে।

৬. আমাদের মৃত্যুর স্বাদ যখন গ্রহণ করতেই হবে, তখন হিসাব-নিকাশ-ও অবশ্যই দিতে হবে—এতে সন্দেহের কোনো সুযোগ নেই।

৭. মৃত ব্যক্তি যদি ডানপন্থী দলের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়, তাহলে সেও সন্দেহাতীতভাবে অতুলনীয় নিয়ামতপূর্ণ জান্নাত লাভ করবে। মৃত ব্যক্তি আল কুরআন-এর বিরোধী তথা সত্যদ্রোহী, সত্য অস্বীকারকারী ও পথভ্রষ্ট হলে তার মেহমানদারী হবে জাহান্নামের উত্তপ্ত পানি ও আগুন দিয়ে।

৮. সূরায় বর্ণিত জান্নাতের পুরস্কার ও জাহান্নামের শাস্তি অকাট্য সত্য। এসবকে অস্বীকারকারী নিঃসন্দেহে কাফির।

৯. অতএব আমাদেরকে সদা-সর্বদা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আদেশ-নিষেধের অনুগত থাকতে হবে এবং আল্লাহর নামের তাসবীহ পাঠ তথা পবিত্রতা ঘোষণা করতে হবে।

❑

সূরা আল হাদীদ-মাদানী
আয়াত ঃ ২৯
রুকূ' ঃ ৪

নামকরণ

'হাদীদ' শব্দের অর্থ 'লোহা' এবং 'ধারালো'। সূরায় ২৫ আয়াতে উল্লিখিত 'আল হাদীদ' শব্দটি দ্বারা এর নামকরণ করা হয়েছে।

নাযিলের সময়কাল

এ সূরাটি মাদানী। এটা নাযিলের সময়কাল হলো হিজরী ৪র্থ ও ৫ম সালের মধ্যবর্তী কোনো এক সময়ে। এটা ছিলো এমন একটি সময় যখন কাফিররা মদীনার ক্ষুদ্র ইসলামী প্রজাতন্ত্রকে চতুর্মুখী আক্রমণ করে ধ্বংস করে দেয়ার অনবরত প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিলো। এমন পরিস্থিতিতে ইসলামকে টিকিয়ে রাখার জন্য মুসলমানদের জান-মাল কুরবানী করার প্রয়োজনীয়তা তীব্রভাবে অনুভূত হচ্ছিলো। আল্লাহ তা'আলা এ কথা বলেই মু'মিনদেরকে উদ্বুদ্ধ করেছেন যে, যারা ইসলামের বিজয়ের আগে সংকটকালীন পরিস্থিতিতে নিজেদের জান-মাল কুরবানী করবে—বিজয়ের পরের লোকেরা তাদের সমমর্যাদা কখনো লাভ করতে পারবে না। হযরত আনাস রা. কর্তৃক এ সূরার ১৬ আয়াত-এর ব্যাখ্যায় বর্ণিত একটি হাদীস থেকে জানা যায় যে, কুরআন নাযিলের সূচনা থেকে নিয়ে ১৭ বছর পর উক্ত আলোড়ন সৃষ্টিকারী আয়াতটি নাযিল হয়। এ হাদীসের বর্ণনা অনুসারেও এ সূরার নাযিলের সময়কাল চতুর্থ ও পঞ্চম হিজরী সালের মধ্যবর্তী কোনো এক সময় বলে নির্ধারিত হয়।

আলোচ্য বিষয়

এ সূরার মূল আলোচ্য বিষয় হলো ঈমানের হাকীকত বা ঈমানের মৌলিক তাৎপর্য সম্পর্কে মু'মিনদেরকে অবহিত করা। এ পর্যায়ে বলা হয়েছে যে, ঈমানের মৌখিক দাবী এবং বাহ্যিক কিছু আচার-অনুষ্ঠান পালন করাই প্রকৃত ঈমান নয় ; বরং ঈমানের মূলকথা হলো—সকল প্রতিকূল বা অনুকূল সকল পরিস্থিতিতে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি অনুগত থাকা এবং প্রয়োজনে নিজেদের জানমাল সর্বস্ব ত্যাগের জন্য প্রস্তুত থাকা। যার মধ্যে এ মানসিক চেতনা ও প্রেরণা সৃষ্টি হয়নি, তার ঈমানের মৌখিক দাবী ও বাহ্যিক কিছু আচার-অনুষ্ঠান পালন প্রকৃত ঈমান বলে প্রমাণিত হয় না। যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর দীনের পরিবর্তে নিজের সম্পদ ও জীবনকে বেশী ভালোবাসে তার ঈমান আল্লাহর নিকট কোনো মর্যাদা পেতে পারে না।

উপরোক্ত উদ্দেশ্যে সর্বপ্রথম আল্লাহর গুণাবলী বর্ণনা করা হয়েছে। অতপর বলা হয়েছে যে, আল্লাহর পথে অর্থ-সম্পদ ব্যয় করাই হচ্ছে ঈমানের অনিবার্য দাবী। এ ব্যাপারে গড়িমসি করা বা টাল-বাহানা করা ঈমানের দাবীর পরিপন্থি। কারণ, এসব অর্থ-সম্পদ আল্লাহই দান করেছেন। এসবের আসল মালিক আল্লাহ। মানুষ দুনিয়াতে

তাঁর খলীফা বা প্রতিনিধি হিসেবে তাকে ব্যবহার করার অনুমতি দান করা হয়েছে। এসব অর্থ-সম্পদ চিরদিন একজনের হাতে থাকে না। সময়ের আবর্তনে একজন থেকে অন্য জনের হাতে চলে যায়। এর মধ্যে যা কিছু আল্লাহর পথে ব্যয় করা হয়, সে অংশই তোমাদের অধিকারে থাকাকালে আল্লাহর কাজে লাগে।

আল্লাহর পথে জান-মাল ব্যয় করা ইসলামের অনুকূল অবস্থায় যেমন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কাজ। তেমনি প্রতিকূল অবস্থায় এ কাজের গুরুত্ব অত্যন্ত বেশী গুরুত্বপূর্ণ। ইসলাম ও কুফরের দ্বন্দ্ব চিরন্তন। এ দ্বন্দ্বে ইসলামের বিজয় লাভের সম্ভাবনা যেমন কখনো দেখা যায়, তেমনি ইসলামের বিপর্যয়ের আশংকাও কখনো দেখা যায়। গুরুত্বের দিক থেকে এ দু'অবস্থা সমান নয়। ইসলামের দুর্বল অবস্থার জন্য জান-মালের কুরবানীর মূল্য ইসলামে সবল অবস্থায় জান-মালের কুরবানী করার চেয়ে অনেক বেশী মূল্যবান। আখিরাতে এ উভয় শ্রেণীর মর্যাদা সমান হবে না।

এরপর বলা হয়েছে যে, আল্লাহর পথে যেসব সম্পদ ব্যয় হবে তা আল্লাহ্ নিকট কর্জ হিসেবে বিবেচিত হবে। আর আল্লাহ্ ঐ সম্পদকে কয়েকগুণ বৃদ্ধি করে ফেরত তো দিবেন-ই অধিকন্তু নিজের পক্ষ থেকে এমন অতিরিক্ত পুরস্কার দেবেন, যা বান্দাহ কল্পনাও করতে পারে না।

যেসব মু'মিন বান্দাহ আল্লাহর পথে সম্পদের কুরবানী করছে, তারাই আখিরাতের নূর লাভ করবে। অপরদিকে যারা দুনিয়াতে নিজেদের স্বার্থ চিন্তায় মশগুল এবং যারা পার্থিব দুনিয়াতে ইসলামের জয় পরাজয় নিয়ে মাথা ঘামাতে প্রস্তুত নয়, সেসব স্বার্থ পূজারী মানুষ মুনাফিক হিসেবে সেখানে বিবেচিত হবে। যদিও তারা দুনিয়াতে মুসলমান পরিচয়ে মু'মিনদের সাথে মিলে-মিশে বাস করছে। তারা সেখানে মু'মিনদের থেকে আলাদা হয়ে যাবে। তারা 'নূর' থেকে বঞ্চিত হয়ে অন্ধকারে পথ হাতড়াতে থাকবে।

অতপর বলা হয়েছে যে, দুনিয়া পূজারী পাথরের মতো কঠিন হৃদয়ের অধিকারী আহলে কিতাবের মতো হওয়া মু'মিনদের জন্য সমীচীন নয়। আল্লাহর কথা শুনে তো মু'মিনদের অন্তর বিগলিত হয়ে যাবে এবং আল্লাহর নাযিলকৃত সত্য বিধানের প্রতি তারা নিঃসংকোচে আনুগত্য প্রদর্শন করবে।

সেসব মু'মিন বান্দাহ কোনো প্রকার লোক দেখানোর মনোভাবছাড়া নিষ্ঠা ও আন্তরিকতা সহকারে নিজেদের অর্থ-সম্পদ ও জীবন আল্লাহর পথে ব্যয় করবে, তারাই আল্লাহর কাছে 'সিদ্দীক' ও 'শাহীদ' হিসেবে গণ্য হবে।

বলা হয়েছে যে, আখিরাতের মুকাবিলায় দুনিয়ার জীবন মুহূর্তের চাকচিক্যময় খেল-তামাশা ও ধোঁকার উপকরণ ছাড়া কিছু নয়। দুনিয়ার অর্থ-সম্পদ, ক্ষমতা, প্রতিপত্তি ও মান-মর্যাদা সবই নিতান্ত ক্ষণস্থায়ী। যেমন কোনো শস্যক্ষেত প্রথমে সবুজ সতেজ দেখা যায়, তারপর ক্রমেই তা বিবর্ণ হয়ে পড়ে এবং পরিশেষে ভূষিতে পরিণত হয়।

অপরদিকে আখিরাতের জীবন হলো স্থায়ী। যেখানে দুনিয়ার কাজের আশাতিরিক্ত ফল পাওয়া যাবে। মু'মিনের উচিত জান্নাতের দিকে দ্রুত অগ্রসর হওয়ার প্রতিযোগিতা করা। দুনিয়াতে সংঘটিত সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও বিপদ-মসীবত সবই আল্লাহ্ কর্তৃক পূর্বে গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুসারে ঘটে। একজন এসব বিপদ-মসীবতে সাহস হারায় না এবং সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে ও গর্ব-অহংকারে মেতে উঠে না। কেবলমাত্র মুনাফিক ও কাফিররাই আল্লাহর নিয়ামত পেলে অহংকারে মেতে উঠে এবং আল্লাহর পথে তাঁরই দেয়া সম্পদ ব্যয় করতে সংকীর্ণ মনোভাবের পরিচয় দেয়। তারা এ কাজে নিজেরা যেমন পিছিয়ে থাকে তেমনি অন্যদেরকেও এ কাজ করতে নিরুৎসাহিত করে।

আল্লাহ তাঁর রাসূলকে সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলী, কিতাব এবং বিচারের ইনসাফপূর্ণ মানদণ্ড সহকারে পাঠিয়েছেন, যাতে মানুষ ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা করতে পারে। তার সাথে সাথে লৌহ নাযিল করেছেন। যাতে ন্যায় ও সত্য প্রতিষ্ঠা করতে পারে এবং প্রয়োজনে শক্তি প্রয়োগে এ পথের প্রতিবন্ধক কুফরী শক্তির দর্প চূর্ণ করে দিতে পারে। আল্লাহ্ তা'আলা এভাবে আল্লাহর দীনের সাহায্যকারী মানুষদেরকে বাছাই করে নিতে চান, যাতে তাদের মর্যাদা বৃদ্ধি করে দিতে পারেন। নচেৎ আল্লাহ কোনো কাজে কারো মুখাপেক্ষী নন।

মুহাম্মাদ সা.-এর আগেও অনেক নবী রাসূল এসেছেন। তাঁদের দাওয়াতের কিছু কিছু লোক সঠিক পথে এগিয়ে এসেছে। কিন্তু অধিকাংশ লোকই নাফরমানী করেছে। তাদের মধ্যে শেষে এসেছেন ঈসা ইবনে মারইয়াম। তাঁর শিক্ষার ফলে অনেক মানুষই নৈতিক গুণাবলী অর্জন করেছে। কিন্তু তাঁর অনুসারীরাও বৈরাগ্যবাদ চালু করেছে অথচ এটা ঈসা আ.-এর শিক্ষা ছিলো না।

সর্বশেষে আল্লাহ্ মুহাম্মাদ সা.-কে রাসূল হিসেবে পাঠিয়েছেন। এখন যারা এ রাসূলের শিক্ষা অনুসারে জীবনযাপন করবে। আল্লাহ্ তাদেরকে তাঁর রহমতের দ্বিগুণ অংশ দেবেন এবং তাদেরকে এমন 'নূর' দান করবেন যার আলোতে তারা অসংখ্য ভ্রান্ত পথের মধ্য থেকে সত্য-সঠিক পথ বেছে নিয়ে সে পথে এগিয়ে যেতে পারে।

আহলে কিতাব যদিও নিজেদেরকে আল্লাহর রহমতের এক চেটিয়া অধিকারী মনে করে ; কিন্তু আল্লাহর রহমতের ভাণ্ডার তাঁর নিজের হাতেই রয়েছে। তিনি যাদেরকে ইচ্ছা তার ভাণ্ডার থেকে রহমত দান করার ইখতিয়ার সংরক্ষণ করেন।

সংক্ষিপ্ত আকারে এটাই সূরা আল হাদীদের মূল আলোচ্য বিষয়।

কুরআন মাজীদের পাঁচটি সূরা 'সাব্বাহা' অথবা 'ইউসাব্বিহু' শব্দ দ্বারা শুরু করা হয়েছে। এ সূরাগুলোকে এক সাথে 'মুসাব্বিহাত' তথা তাসবীহযুক্ত সূরা বলা হয়। এগুলোর মধ্যে সূরা আল হাদীদ প্রথম সূরা। দ্বিতীয় সূরা আল হাশর, তৃতীয় সূরা আস সাফ, চতুর্থ সূরা আল জুমু'আ, পঞ্চম সূরা আত তাগাবুন।

❐

① سَبَّحَ لِلّٰهِ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ○

১. আসমান ও যমীনে যা কিছু আছে সকলেই আল্লাহর তাসবীহ পাঠ বা পবিত্রতা-মহিমা ঘোষণা করছে।[১] এবং তিনি মহাপরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময়।[২]

① سَبَّحَ-তাসবীহ পাঠ বা পবিত্রতা-মহিমা (ঘোষণা করছে) ; لِلّٰهِ-আল্লাহর ; مَا-যা কিছু আছে সকলেই ; فِى السَّمٰوٰتِ-আসমানে ; وَ-ও ; الْاَرْضِ-যমীনে ; وَ-এবং ; هُوَ-তিনি ; الْعَزِيْزُ-মহাপরাক্রমশালী ; الْحَكِيْمُ-প্রজ্ঞাময়।

১. বিশ্ব-জাহানে যা কিছু আমাদের চোখে দেখা যায় এবং যা কিছু আমরা দেখতে সক্ষম নই, তার সবকিছুই আল্লাহর পবিত্রতা-মহিমা ঘোষণা করে আসছে। পবিত্রতা ঘোষণা করার অর্থ এ ঘোষণা দেয়া যে, আল্লাহর সত্তা সর্বপ্রকার দোষ-ত্রুটি, অপূর্ণতা, দুর্বলতা, ভুল-ভ্রান্তি ও অকল্যাণ থেকে পবিত্র। তাঁর গুণাবলীও এসব থেকে পবিত্র, তাঁর কাজ-কর্ম এবং তাঁর শরীয়তের বিধি-বিধানও সর্বপ্রকার দোষ-ত্রুটি থেকে পবিত্র। এ ঘোষণা অতীতে যেমন ঘোষিত হয়েছে, বর্তমানে হচ্ছে এবং অনাগত ভবিষ্যতেও হতে থাকবে।

২. 'আল আযীয' শব্দের অর্থ একমাত্র পরাক্রমশালী, আর 'আল হাকীম' অর্থ প্রজ্ঞাময়। দু'টো শব্দ একসাথে ব্যবহার করে বোঝানো হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলাই একমাত্র মহাপরাক্রমশালী যিনি মহাশক্তিমান, একমাত্র অপ্রতিরোধ্য শক্তির অধিকারী। তাঁর সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে বাধাদানকারী শক্তি কিছুই নেই—কোথাও নেই। তাঁর সিদ্ধান্ত ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় সবাইকে মেনে নিতে হয়। তাঁর নির্দেশ অমান্যকারী তাঁর পাকড়াও থেকে বেঁচে যেতে পারে না। তবে তিনি যাই করেন, জ্ঞান, যুক্তি, বুদ্ধি ও প্রজ্ঞার সাথে করেন। তাঁর সৃষ্টি, ব্যবস্থাপনা, শাসন ও আদেশ-নিষেধ সবই জ্ঞান ও যুক্তিসম্মত।

আল্লাহর নিরংকুশ ক্ষমতা বুঝানোর জন্য এবং যালিম-পাপাচারী, অবাধ্য ও সীমালংঘনকারীদের ভীতি প্রদর্শনের জন্য কুরআন মাজীদের 'আযীয' শব্দের সাথে 'কাভী' (নিরংকুশ শক্তিমান) 'মুকতাদির' (ক্ষমতাধর), 'জাব্বার' (আপন হুকুম বাস্তবায়নকারী) ও 'যুনতিকাম' (প্রতিশোধ গ্রহণকারী) শব্দাবলী যেমন ব্যবহার করা হয়েছে, তেমনি আল্লাহর প্রজ্ঞা, জ্ঞান, দয়া-অনুগ্রহ, ক্ষমা ও দানশীলতা বুঝানোর জন্য 'আযীয' বা মহাপরাক্রমশালী শব্দের সাথে 'হাকীম' (সুবিজ্ঞ) 'আলীম' (সর্বজ্ঞানী) 'রাহীম' (অতিশয় দয়ালু) 'গাফুর' (অত্যন্ত ক্ষমাশীল), 'ওয়াহ্হাব' (সার্বক্ষণিক দানশীল) এবং 'হামীদ' (প্রশংসিত) শব্দাবলীও ব্যবহার করা হয়েছে।

②لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ يُحْيٖ وَيُمِيْتُ ۚ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ○

২. আসমান ও যমীনের সার্বভৌম মালিকানা তাঁরই ; তিনিই জীবন দান করেন এবং তিনিই মৃত্যু দেন ; আর তিনি সবকিছুর ওপর সর্বশক্তিমান।

③هُوَ الْاَوَّلُ وَالْاٰخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ ۚ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ○

৩. তিনিই আদি এবং (তিনিই) অন্ত, আর (তিনিই) প্রকাশ্য এবং (তিনিই) গোপন[৩] ; আর তিনি সব বিষয় সম্পর্কে সর্বজ্ঞ।

②لَهٗ-তাঁরই ; مُلْكُ-সার্বভৌম মালিকানা ; السَّمٰوٰتِ-আসমান ; وَ-ও ; الْاَرْضِ-যমীনের ; يُحْيٖ-তিনিই জীবন দান করেন ; وَ-এবং ; يُمِيْتُ-তিনিই মৃত্যু দেন ; وَ-আর ; هُوَ-তিনি ; عَلٰى-ওপর ; كُلِّ-সব ; شَيْءٍ-কিছুর ; قَدِيْرٌ-সর্বশক্তিমান। ③هُوَ-তিনিই ; الْاَوَّلُ-আদি ; وَ-এবং ; الْاٰخِرُ-(তিনিই) অন্ত ; وَ-এবং ; الظَّاهِرُ-(তিনিই) প্রকাশ্য ; وَ-আর ; الْبَاطِنُ-(তিনিই) গোপন ; وَ-আর ; هُوَ-তিনি ; بِكُلِّ-(ب+كل)-সব সম্পর্কে ; شَيْءٍ-বিষয় ; عَلِيْمٌ-সর্বজ্ঞ।

৩. 'আল আউয়ালু' অর্থ তিনিই প্রথম—যখন কিছুই ছিলো না তখন তিনিই ছিলেন। অতপর সবকিছু তিনিই সৃষ্টি করেছেন। 'আল আখিরাত' অর্থ তিনিই শেষ—যখন কিছুই থাকবে না, তখন তিনিই থাকবেন। 'আয যাহিরু' অর্থ তিনিই প্রকাশ্য—তিনি সব প্রকাশ্যের চেয়ে অধিক প্রকাশ্য। কেননা পৃথিবীতে প্রকাশ্যমান সবকিছু তাঁরই গুণাবলী, কার্যক্রম ও তাঁরই নূর-এর বহিঃপ্রকাশ। 'আল বাতিনু' অর্থ তিনিই গোপন—তিনি সকল গোপন জিনিসের চেয়েও অধিক গোপন। কেননা মানুষের ইন্দ্রীয়সমূহ দ্বারা তাঁর সত্তাকে অনুভব করা যায় না। এমনকি বিবেক-বুদ্ধি, চিন্তা-ভাবনা ও কল্পনা দ্বারাও তাঁর রহস্য ও বাস্তবতাকে উপলব্ধি করতে পারে না।

হযরত আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সা.-এর একটি দোয়া সম্বলিত হাদীস থেকে আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যা সুস্পষ্ট হয়ে যায়। রাসূলুল্লাহ সা. দোয়া করতেন—

"আপনি সর্বপ্রথম—আপনার আগে আর কেউ নেই ; আপনিই সর্বশেষ—আপনার পরে আর কেউ নেই ; আপনি প্রকাশ্য—আপনার চেয়ে প্রকাশ্য আর কেউ নেই ; আপনিই গোপন আপনার চেয়ে অধিক গোপন আর কেউ নেই।"

আল্লাহ তা'আলা আপন ক্ষমতায় অবিনশ্বর। তিনি জান্নাত, জাহান্নাম, জান্নাতবাসী ও জাহান্নামবাসী এবং ফেরেশতাদেরকে চিরস্থায়িত্ব দান করবেন। এসব কিছুর মধ্যে অবিনশ্বরতা বা চিরস্থায়িত্ব দান করবেন বলেই সেসব চিরস্থায়িত্ব লাভ করবে, নচেৎ সেসবের মধ্যে চিরস্থায়িত্বের কোনো ক্ষমতা নেই। তাদের মধ্যে ধ্বংসশীলতার বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান। সুতরাং আল্লাহ তা'আলার 'আল আখিরু' বা সর্বশেষ হওয়ার সাথে জান্নাত

④هُوَ الَّذِىْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ فِىْ سِتَّةِ اَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوٰى

৪. তিনি সেই সত্তা যিনি আসমান ও যমীনকে ছয় দিনের মধ্যে সৃষ্টি করেছেন অতপর আসীন হয়েছেন

عَلَى الْعَرْشِ ۚ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِى الْاَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ

আরশের ওপর ;[৪] তিনি জানেন যা কিছু যমীনের মধ্যে প্রবেশ করে এবং যা কিছু তা থেকে বের হয়—আর যা কিছু নাযিল হয়

مِنَ السَّمَآءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيْهَا ۚ وَهُوَ مَعَكُمْ اَيْنَ مَا كُنْتُمْ ۚ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ

আসমান থেকে এবং যা কিছু তাতে উঠে যায়[৫] ; আর তোমরা যেখানেই থাক না কেনো তিনি তোমাদের সাথে আছেন[৬]; এবং তোমরা যা করছো সে সম্পর্কে

④هُوَ-তিনি ; الَّذِىْ-সেই সত্তা যিনি ; خَلَقَ-সৃষ্টি করেছেন; السَّمٰوٰتِ-আসমান ; وَ-ও; الْاَرْضَ-যমীনকে ; فِىْ-মধ্যে ; سِتَّةِ-ছয় ; اَيَّامٍ-দিনের ; ثُمَّ-অতপর ; اسْتَوٰى- আসীন হয়েছেন ; عَلَى-ওপর ; الْعَرْشِ-আরশের ; يَعْلَمُ-তিনি জানেন ; مَا-যা কিছু ; يَلِجُ- প্রবেশ করে ; فِى-মধ্যে ; الْاَرْضِ-যমীনের ; وَ-এবং ; مَا-যা কিছু ; يَخْرُجُ-বের হয় ; مِنْهَا-(من+ها)-তা থেকে ; وَ-আর ; مَا-যা কিছু ; يَنْزِلُ-নাযিল হয় ; مِنَ-থেকে ; السَّمَآءِ-আসমান ; وَ-এবং ; مَا-যা কিছু ; يَعْرُجُ-উঠে যায় ; فِيْهَا-(فى+ها)-তাতে ; وَ-আর ; هُوَ-তিনি ; مَعَكُمْ-(مع+كم)-তোমাদের সাথে আছেন ; اَيْنَ مَا-যেখানেই ; كُنْتُمْ-তোমরা থাক না কেনো ; وَ-এবং ; اللّٰهُ-আল্লাহ ; بِمَا-যা, সে সম্পর্কে ; تَعْمَلُوْنَ-তোমরা করছো ;

-জাহান্নাম ও তার অধিবাসী এবং ফেরেশতাদের চিরস্থায়িত্ব লাভের সাথে কোনো বিরোধ নেই।

৪. অর্থাৎ আল্লাহই আসমান-যমীনের স্রষ্টা, পরিচালক-ব্যবস্থাপক এবং প্রশাসক। আসমান-যমীনের সৃষ্টিতে যেমন কারো কোনো ভূমিকা নেই, তেমনি এ দু'য়ের ব্যবস্থাপনা ও শাসন-ক্ষমতায়ও কারো ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র ভূমিকাও নেই। এখানে ছয় দিনে সৃষ্টি করার অর্থ সময়ের ছয়টি অধ্যায় সৃষ্টি করেছেন। কারণ দুনিয়ার 'দিন' ও আখিরাতের দিনের মধ্যে অনেক পার্থক্য রয়েছে। আল্লাহ ইরশাদ করেছেন যে, দুনিয়ার দিনের হিসাবে আল্লাহর ঘোষিত দিনের পরিমাণ ৫০ (পঞ্চাশ) হাজার বছরের সমান।

৫. অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা আসমান-যমীন সৃষ্টির মতো বিরাট কাজ করেছেন এবং সেসব ব্যবস্থাপনা ও প্রতিপালনের কাজও করেছেন, তেমনি ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র বিষয়গুলোও

بَصِيرٌ ۞ لَهُ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ ۚ وَإِلَى اللّٰهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ ۞

তিনি সর্বদ্রষ্টা। ৫. আসমান ও যমীনের সার্বভৌম মালিকানা একমাত্র তাঁর ; এবং (ফায়সালার জন্য) সব বিষয় আল্লাহর কাছেই ফিরে যায়।

۞ يُولِجُ الَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي الَّيْلِ ۚ وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ

৬. তিনিই রাতকে দিনের মধ্যে প্রবেশ করান এবং তিনি দিনকে প্রবেশ করান রাতের মধ্যে ; আর তিনি সর্বজ্ঞ যাবতীয় বিষয় সম্পর্কে—

بَصِيرٌ-তিনি সর্বদ্রষ্টা।⑤لَهُ-একমাত্র তাঁর ; مُلْكُ-সার্বভৌম মালিকানা ; السَّمٰوٰتِ-আসমান ; وَ-ও الْأَرْضِ-যমীনের ; وَ-এবং ; إِلَى-কাছেই ; اللّٰهِ-আল্লাহর ; تُرْجَعُ-(ফায়সালার জন্য) ফিরে যায় ; الْأُمُورُ-সব বিষয়।⑥يُولِجُ-তিনি প্রবেশ করান ; الَّيْلَ-রাতকে ; فِي-মধ্যে ; النَّهَارِ-দিনের ; وَ-এবং ; يُولِجُ-তিনি প্রবেশ করান ; النَّهَارَ-দিনকে ; فِي-মধ্যে ; الَّيْلِ-রাতের ; وَ-আর ; هُوَ-তিনি ; عَلِيمٌ-সর্বজ্ঞ ; بِذَاتِ-যাবতীয় বিষয় সম্পর্কে ;

তাঁরই ইচ্ছা, তত্ত্বাবধান ও ব্যবস্থাপনায় সম্পাদিত হয়। কোনো ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র বিষয়ও তাঁর জ্ঞানের বাইরে নয়।

এখানে যমীনে যা কিছু প্রবেশ করে কথাটি দ্বারা এক একটি শস্যদানা ও বীজ এবং আরো যা কিছু দুনিয়ার মাটিতে প্রবেশ করে সেগুলো বুঝানো হয়েছে। "আসমান থেকে যা কিছু বর্ষিত হয়" কথা দ্বারা বৃষ্টির এক একটি বিন্দুকে বুঝানো হয়েছে। আর "যা কিছু আসমানে উঠে যায়" কথা দ্বারা পৃথিবীর পানি যে বাষ্প হয়ে ওপরে উঠে যায়, সেদিকে ইংগীত করা হয়েছে। মোটকথা, আসমান-যমীনের সবচেয়ে ক্ষুদ্র বিষয়ও আল্লাহর জ্ঞান ও ব্যবস্থাপনার বাইরে নয়।

৬. অর্থাৎ মানুষ যখন যেখানে যেভাবে থাকুক না কেনো সে আল্লাহর ব্যবস্থাপনা দৃষ্টির বাইরে নয়। সদা-সর্বদা আল্লাহ তাঁর সাথে আছেন। এ সাথে থাকার ধরনটা কেমন, তা মানুষের জ্ঞানের বাইরে। তবে এর দ্বারা এটাও বুঝানো হতে পারে যে, তোমরা মাটিতে, বায়ুতে, পানিতে অথবা পৃথিবীর যে কোনো গোপন কোণে থাক না কেনো, তিনি জানেন তোমরা কোথায় আছ। সেখানে তোমাদের বেঁচে থাকাটাই তাঁর অস্তিত্বের প্রমাণ বহন করে। তিনি সেখানেও তোমাদের জীবনযাপনের প্রয়োজনীয় সামগ্রীর ব্যবস্থা করেন। তোমাদের শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ যে কাজ করছে, তার কারণ হচ্ছে, আল্লাহ তা'আলার প্রত্যক্ষ ব্যবস্থাপনায়ই তোমাদের দেহ সচল আছে। আর যখন তোমাদের মৃত্যু হয়, তার কারণ হলো—তিনি তোমাদের দুনিয়ার জীবনের পরিসমাপ্তি টেনে তোমাদেরকে এখান থেকে নিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন।

الصُّدُوْرِ ⑦ اٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَاَنْفِقُوْا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُّسْتَخْلَفِيْنَ فِيْهِ ؕ

অন্তরের। ৭. তোমরা ঈমান আনো আল্লাহর প্রতি ও তাঁর রাসূলের প্রতি[৭] এবং ব্যয় করো[৮] তা থেকে যাতে তিনি তোমাদেরকে উত্তরাধিকারী করেছেন[৯],

الصُّدُوْرِ-অন্তরের। ⑦ اٰمِنُوْا-তোমরা ঈমান আনো ; بِاللّٰهِ-(ب+الله)-আল্লাহর প্রতি ; وَ-ও ; رَسُوْلِهٖ-(رسول+ه)-তাঁর রাসূলের প্রতি ; وَ-এবং ; اَنْفِقُوْا-ব্যয় করো ; مِمَّا -তা থেকে ; جَعَلَكُمْ-(جعل+كم)-তোমাদেরকে করেছেন ; مُّسْتَخْلَفِيْنَ-উত্তরাধিকারী ; فِيْهِ -যাতে ;

৭. এখানে সেসব মু'মিনদের সম্বোধন করা হয়েছে। যারা ইসলামের বাণী গ্রহণ করে মু'মিনদের দলে শামিল হয়েছিলেন ; কিন্তু ঈমানের দাবী পূরণ করা এবং পূর্ণাঙ্গভাবে মু'মিনের জীবনযাপন করা থেকে পাশ কাটিয়ে যাচ্ছিলেন। মু'মিনদেরকে ঈমান আনার কথা বলার অর্থ হলো—হে সেসব লোক যারা ঈমান আনার দাবী করে মু'মিনদের দলভুক্ত হয়েছো—আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে সত্যিকার অর্থে মেনে নাও এবং একজন প্রকৃত মু'মিনের যেভাবে জীবনযাপন করা উচিত সেভাবে জীবনযাপন করো।

৮. অর্থাৎ তোমরা কাফিরদের হাতে নির্যাতিত সর্বহারা, তোমাদের দীনী ভাইদের পুনর্বাসন এবং কাফিরদের মুকাবিলায় সার্বিক সাহায্য নিয়ে এগিয়ে এসো। এখানে 'ব্যয় করো' কথাটি দ্বারা ব্যয় করার কথাই বলা হয়েছে। কারণ সে সময় রাসূলুল্লাহ সা.-এর নেতৃত্বে নবগঠিত ইসলামী সমাজের সামনে উল্লিখিত দু'টো সমস্যাই প্রকট হয়ে দেখা দিয়েছিলো। একদিকে কাফিররা মদীনার নবগঠিত এ ইসলামী সমাজকে চিরতরে ধ্বংস করে দেয়ার জন্য বিভিন্নমুখী ষড়যন্ত্র করে যাচ্ছিলো, কাফিরদের এসব ষড়যন্ত্রের মুকাবিলায় সামরিক প্রস্তুতির জন্য প্রচুর অর্থের প্রয়োজন দেখা দিলো। অপরদিকে আরবের বিভিন্ন অংশে কাফিরদের নির্যাতনে অতীষ্ট হয়ে সহায়-সম্বলহীন মুসলমানগণ মদীনায় হিজরত করে আসছিলো ; তাদের পুনর্বাসন করার জন্য আর্থিক সাহায্য জরুরী হয়ে পড়েছিলো। এ সংকটকালে ঈমানের দাবীদার মুসলমানদেরকে যথাসাধ্য ব্যয় করার জন্য আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াতে নির্দেশ দিয়েছেন। এ সময় অনেকে তাদের সাধ্যের চেয়ে বেশী কুরবানী করেছেন, পরবর্তী আয়াতগুলোতে তাদের প্রসংশা করা হয়েছে এবং আখিরাতে তাদের উত্তম পুরস্কারের কথা ঘোষণা করা হয়েছে। আর যারা এ সংকটকালে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়ে এগিয়ে আসেনি বরং নিরব দর্শকের ভূমিকা পালন করেছে, তাদেরকে লক্ষ্য করেই আয়াতে বলা হয়েছে যে, তোমরা খাঁটি মু'মিন হও এবং আল্লাহর পথে ব্যয় করো।

৯. অর্থাৎ তুমি সেই সম্পদ থেকে ব্যয় করো যার মালিক তুমি নও। আল্লাহ তাঁর প্রতিনিধি হিসেবে এ সম্পদ তোমার হাতে দিয়েছেন তাঁর পথে ব্যয় করার জন্য। এ সম্পদের প্রকৃত মালিক তো তিনি। প্রকৃত মালিক যে যে কাজে ব্যয় করতে বলবেন

فَالَّذِينَ اٰمَنُوا مِنْكُمْ وَاَنْفَقُوا لَهُمْ اَجْرٌ كَبِيرٌ ⑦ وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ

অতএব তোমাদের মধ্য থেকে যারা ঈমান আনবে ও (অর্থ-সম্পদ) ব্যয় করবে (আল্লাহর পথে)[১০], তাদের জন্য রয়েছে বড় প্রতিদান। ৮. আর তোমাদের কি হয়েছে—তোমরা ঈমান আনছো না

فَالَّذِيْنَ-(ف+الذين)-অতএব যারা ; اٰمَنُوْا-ঈমান আনবে ; مِنْكُمْ-(من+كم)-তোমাদের মধ্যে ; وَ-ও ; اَنْفَقُوْا-(অর্থ-সম্পদ) ব্যয় করবে ; لَهُمْ-(ل+هم)-তাদের জন্য রয়েছে ; اَجْرٌ-প্রতিদান ; كَبِيْرٌ-বড়। ⑧ وَ-আর ; مَا-কি হয়েছে ; لَكُمْ-(ل+كم)-তোমাদের ; لَاتُؤْمِنُوْنَ-ঈমান আনছো না ;

সেসব কাজেই তা ব্যয় করা প্রতিনিধির কর্তব্য। তাছাড়া এ সম্পদ আগেও তোমার কাছে ছিলো না, সাময়িক কিছুদিনের জন্য আল্লাহ তোমাদের কাছে এ সম্পদ আমানত রেখেছেন। আবার কিছুদিন পর তা তোমার হাত থেকে অন্যের হাতে চলে যাবে। সুতরাং যে কয়েকদিন তোমার কাছে এ সম্পদের দায়িত্ব রয়েছে সেই কয়েকদিন সময়ের মধ্যে সম্পদের প্রকৃত মালিক আল্লাহর ইচ্ছা অনুসারে তা ব্যয় করে আখিরাতের উত্তম ফল লাভ করাই বুদ্ধিমানের কাজ।

মানুষের নিজের সম্পদ তো সেটাই যা সে আল্লাহর নির্দেশিত পথে ব্যয় করে আখিরাতের জন্য সঞ্চয় করে রাখে। আর যেসব সম্পদ সে দুনিয়াতে জমা করে রেখে যায় সেগুলো তো অপরের সম্পদ তথা উত্তরাধিকারীদের সম্পদ।

তিরমিযী শরীফের একটি হাদীস থেকে জানা যায় যে, একবার রাসূলুল্লাহ সা.-এর ঘরে একটি বকরী যবেহ করে তার গোশত বণ্টন করে দেয়া হলো। রাসূলুল্লাহ সা. ঘরে এসে জিজ্ঞেস করলেন— 'বকরীর আর কিছু কি বাকী আছে' ? মা আয়েশা বললেন, একটি হাত ছাড়া আর কিছু বাকী নেই। রাসূলুল্লাহ সা. বললেন, একটি হাত ছাড়া বাকী সবটাই বাকী আছে। অর্থাৎ যতোটুকু আল্লাহর পথে দান করে দেয়া হলো, প্রকৃতপক্ষে সেটাই বাকী থাকলো।

বুখারী ও মুসলিম শরীফের হাদীসে আছে যে, রাসূলুল্লাহ সা. ইরশাদ করেছেন— "তুমি এমন অবস্থায় দান করবে যে, তুমি সুস্থ-সবল ধন-সম্পদের অধিকারী এবং দারিদ্রতার আশংকায় তা বিনিয়োগ করে আরো অধিক সম্পদের আশা করো। সে সময়ের অপেক্ষা করো না, যখন তোমার প্রাণবায়ু বের হওয়ার উপক্রম হবে আর তুমি ওসীয়ত করবে যে, এটা অমুকের জন্য এবং এটা অমুকের জন্য অথচ তখন তো তা অমুকের কাছে এমনিতেই চলে যাবে।"

মুসলিম শরীফের অপর এক হাদীসে আছে যে, রাসূলুল্লাহ সা. ইরশাদ করেছেন— "আদম সন্তান বলে আমার সম্পদ আমার সম্পদ অথচ তোমার সম্পদ তো তা, যা তুমি খেয়ে ফেলেছো অথবা তুমি পরিধান করে পুরনো করে ফেলেছো এবং যা আল্লাহর

بِاللّٰهِ ۚ وَالرَّسُوْلُ يَدْعُوْكُمْ لِتُؤْمِنُوْا بِرَبِّكُمْ وَقَدْ اَخَذَ مِيْثَاقَكُمْ

আল্লাহর প্রতি, অথচ রাসূল তোমাদের প্রতিপালকের প্রতি ঈমান আনার জন্য তোমাদেরকে ডাকছেন[১১] এবং তিনি (রাসূল) তোমাদের থেকে নিশ্চিত প্রতিশ্রুতি নিয়েছেন[১২]—

اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ⑧ هُوَ الَّذِيْ يُنَزِّلُ عَلٰى عَبْدِهٖٓ اٰيٰتٍ بَيِّنٰتٍ

যদি তোমরা হয়ে থাক বিশ্বাসী। ৯. তিনিই সেই সত্তা যিনি নিজ বান্দাহর প্রতি সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ নাযিল করেন,

بِاللّٰهِ-(ب+الله)-আল্লাহর প্রতি ; وَ-অথচ ; الرَّسُوْلُ-রাসূল ; يَدْعُوْكُمْ-(يدعو+كم)-তোমাদেরকে ডাকছেন ; لِتُؤْمِنُوْا-ঈমান আনার জন্য ; بِرَبِّكُمْ-(ب+رب+كم)-তোমাদের প্রতিপালকের প্রতি ; وَ-এবং ; قَدْ اَخَذَ-তিনি (রাসূল) নিশ্চিত নিয়েছেন ; مِيْثَاقَكُمْ-(ميثاق+كم)-তোমাদের থেকে প্রতিশ্রুতি ; اِنْ-যদি ; كُنْتُمْ-তোমরা হয়ে থাক ; مُّؤْمِنِيْنَ-বিশ্বাসী।⑨هُوَ-তিনিই ; الَّذِيْ-সেই সত্তা যিনি ; يُنَزِّلُ-নাযিল করেন; عَلٰى-প্রতি ; عَبْدِهٖ-(عبد+ه)-নিজ বান্দাহর ; اٰيٰتٍ-আয়াতসমূহ ; بَيِّنٰتٍ-সুস্পষ্ট ;

পথে ব্যয় করে সঞ্চয় করে রেখেছো, তা ছাড়া বাকী সম্পদ তো একদিন তোমার হাতছাড়া হয়ে যাবে এবং তুমি তা অন্যদের জন্য রেখে যাবে।"

১০. অর্থাৎ ঈমানের অনিবার্য দাবী হলো আল্লাহর পথে জিহাদে আল্লাহর দেয়া সম্পদ থেকে ব্যয় করা। এটাই খালিস বা নিষ্ঠাপূর্ণ ঈমানের প্রমাণ।

১১. অর্থাৎ আল্লাহর প্রেরিত রাসূল তোমাদের মধ্যে অবস্থান করে তোমাদেরকে ঈমান আনার জন্য ডাক দিচ্ছেন, তারপরও তোমরা আল্লাহর পথে ব্যয় করতে অনিচ্ছুক হয়ে ঈমানের বিরোধী কাজ করছো। এটা সত্যিকার ঈমানের পরিচয় নয়।

১২. অর্থাৎ তোমরা রাসূলের হাতে হাত রেখে ঈমান আনার সময় তিনি যে ওয়াদা বা প্রতিশ্রুতি তোমাদের থেকে নিয়েছেন এটা ছিলো আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করার তোমাদের সচেতন ওয়াদা। সূরা আল মায়িদার ৭ম আয়াতে এই ওয়াদার কথাই বলা হয়েছে —"তোমরা তোমাদের প্রতি আল্লাহর নিয়ামতের কথা এবং তাঁর সেই ওয়াদার কথা, যা তিনি তোমাদের নিকট থেকে নিয়েছেন, যখন তোমরা বলেছিলে, আমরা শুনলাম এবং মেনে নিলাম ; নিশ্চয়ই (তোমাদের) অন্তরে যা আছে, সে বিষয়ে আল্লাহ পুরোপুরী খবর রাখেন।"

মুসনাদে আহমাদে উল্লিখিত হযরত উবাদা ইবনে সামিত বর্ণিত একটি হাদীসে রাসূলুল্লাহ সা. কর্তৃক গৃহীত ওয়াদা প্রতিশ্রুতির কথা প্রকাশ পেয়েছে। ইবনে সামিত বলেছেন—"রাসূলুল্লাহ সা. আমাদের থেকে এ প্রতিশ্রুতি নিয়েছিলেন যে, আমরা যেন খুশী বা অখুশী উভয় অবস্থায় (তাঁর কথা) শুনি ও মেনে চলি, আর সচ্ছলতা ও

لِّيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمٰتِ إِلَى النُّورِ ۚ وَإِنَّ اللّٰهَ بِكُمْ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ ○

যেন তিনি তোমাদেরকে অন্ধকার থেকে বের করে আলোর পথে নিয়ে আসতে পারেন ; আর আল্লাহ অবশ্যই তোমাদের প্রতি নিশ্চিত বড়ই মেহেরবান অতিশয় দয়ালু।

⑩ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللّٰهِ وَلِلّٰهِ مِيرَاثُ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ ۚ

১০. আর তোমাদের হলোটা কি যে, তোমরা ব্যয় করছো না আল্লাহর পথে, অথচ আসমান ও যমীনের উত্তরাধিকার তো আল্লাহর জন্যই ?[১৩]

لِيُخْرِجَكُمْ-(ليخرج+كم)-যেন তিনি তোমাদেরকে বের করে নিয়ে আসতে পারেন ; مِنَ-থেকে ; الظُّلُمٰتِ-অন্ধকার ; إِلَى النُّورِ-(الى+النور)-আলোর পথে ; وَ-আর ; إِنَّ-অবশ্যই ; اللّٰهَ-আল্লাহ ; بِكُمْ-(ب+كم)-তোমাদের প্রতি ; لَرَءُوفٌ-নিশ্চিত বড়ই মেহেরবান ; رَّحِيمٌ-অতিশয় দয়ালু। ⑩ وَ-আর ; مَا-হয়েছেটা কি ; لَكُمْ-তোমাদের ; أَلَّا تُنفِقُوا-যে, তোমরা ব্যয় করছো না ; فِي سَبِيلِ-পথে ; اللّٰهِ-আল্লাহর ; وَ-অথচ; لِلّٰهِ-আল্লাহর জন্যই ; مِيرَاثُ-উত্তরাধিকার তো ; السَّمٰوٰتِ-আসমান ; وَ-ও ; الْأَرْضِ-যমীনের ;

অসচ্ছলতা উভয় অবস্থায়ই যেন আমরা আল্লাহর পথে খরচ করি এবং সৎকাজের আদেশ করি ও অসৎ কাজে নিষেধ করি, আর আল্লাহ সম্পর্কে যেন সত্য বলি এবং তার জন্য কোনো তিরস্কারকারীর তিরস্কারকে ভয় না করি।"

১৩. অর্থাৎ তোমাদের সম্পদের সর্বশেষ উত্তরাধিকার তো আল্লাহ। কারণ এ সম্পদ তোমাদের হাতে চিরদিন থাকবে না। তোমাদের হাত থেকে মালিকানা হস্তান্তর হওয়ার সময় তোমাদের ইচ্ছা-অনিচ্ছার প্রতি কোনো ভ্রুক্ষেপ করা হবে না। সুতরাং যতক্ষণ এ সম্পদ তোমাদের মালিকানায় আছে, ততক্ষণ সম্পদের মূল মালিক আল্লাহর ইচ্ছা অনুসারে তাঁর পথে ব্যয় করে আখিরাতের পুরস্কার লাভ করাই তোমাদের বুদ্ধিমানের কাজ হবে। আর যদি তোমরা তাঁর পথে ব্যয় না করো তাহলেও তা তোমাদের হাত থেকে আল্লাহর মালিকানায় চলে যাবে, কিন্তু সে অবস্থায় তোমরা কোনো পুরস্কার লাভ করবে না। আর তোমাদের এ আশংকা করাও উচিত নয় যে, আল্লাহর পথে ব্যয় করলে তোমরা নিঃস্ব-দরিদ্র হয়ে যাবে ; কেননা, তোমাদেরকে যে সম্পদ তিনি দিয়েছেন, তাঁর সম্পদ শুধু এতটুকুই নয়, বরং তাঁর কাছে রয়েছে আসমান-যমীনের সমস্ত সম্পদ, তিনি রাজী-খুশী হলে কাল তোমাদেরকে আরো বেশী সম্পদ দিতে পারেন।

সূরা আস সাবার ৩৯ আয়াতে উপরোক্ত কথা এভাবে বলা হয়েছে—"(হে নবী) আপনি বলুন, আমার প্রতিপালক তাঁর বান্দাহদের মধ্য থেকে যাকে চান প্রচুর জীবনোপকরণ

لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ ۚ أُولَٰئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً

তোমাদের মধ্যে যারা (মক্কা) বিজয়ের আগে (আল্লাহর পথে) ব্যয় করেছে ও জিহাদ করেছে তারা (পরবর্তীদের) সমান হতে পারে না ; ওরা মর্যাদায় অনেক ওপরে—

مِنَ الَّذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدُ وَقَاتَلُوا ۚ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ ۚ

তাদের চেয়ে যারা (বিজয়ের) পরে ব্যয় করেছে ও জিহাদ করেছে ; তবে আল্লাহ সবাইকে কল্যাণের ওয়াদা দিয়েছেন।[১৪]

وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ۝

আর তোমরা যা করছো সে সম্পর্কে আল্লাহ ভালোভাবেই অবহিত।[১৫]

لَا يَسْتَوِي-সমান হতে পারে না (পরবর্তীদের) ; مِنْكُمْ-(من+كم)-তোমাদের মধ্যে ; مَنْ-তারা, যারা ; أَنْفَقَ-(আল্লাহর পথে) ব্যয় করেছে ; مِنْ قَبْلِ-আগে ; الْفَتْحِ-(মক্কা) বিজয়ের ; وَ-ও ; قَاتَلَ-জিহাদ করেছে ; أُولَٰئِكَ-ওরা ; أَعْظَمُ-অনেক ওপরে ; دَرَجَةً-মর্যাদায় ; مِنَ-চেয়ে ; الَّذِينَ-তাদের যারা ; أَنْفَقُوا-ব্যয় করেছে ; مِنْ بَعْدُ-(বিজয়ের) পরে ; وَ-ও ; قَاتَلُوا-জিহাদ করেছে ; وَ-তবে ; كُلًّا-সবাইকে ; وَعَدَ-ওয়াদা দিয়েছেন ; اللَّهُ-আল্লাহ ; الْحُسْنَىٰ-কল্যাণের ; وَ-আর ; اللَّهُ-আল্লাহ ; بِمَا-সে সম্পর্কে যা ; تَعْمَلُونَ-তোমরা করছ ; خَبِيرٌ-ভালোভাবেই অবহিত।

দান করেন, আর যাকে চান সীমিত পরিমাণে দেন, আর যা কিছু তোমরা ব্যয় করবে, তিনি তার বিনিময় (তোমাদেরকে) দেবেন আর তিনি সর্বোত্তম রিযিকদাতা।"

১৪. অর্থাৎ মক্কা বিজয়ের আগে তথা নবুওয়াতের প্রাথমিক দুঃসময়ে যারা আল্লাহর দীনের জন্য ধন-সম্পদ ব্যয় করেছে এবং মক্কা-বিজয়ের পরে তথা ইসলামের সুসময়ে ইসলাম গ্রহণ করেছে এবং আল্লাহর দীনের জন্য নির্দ্বিধায় ব্যয় করেছে—এ উভয় দলের জন্যই মাগফিরাত ও রহমতের সুসংবাদ রয়েছে। কিন্তু আল্লাহর দরবারে এ উভয় দলের লোকদের মর্যাদা সমান নয়। কারণ একদল এমন এক কঠিন সময়ে দীনের জন্য অকাতরে দান করেছে, যখন ইসলামের বিজয় লাভের সামান্যতম লক্ষণও দেখা যাচ্ছিলো না। বরং সার্বক্ষণিক এমন আশংকা বিদ্যমান ছিলো যে, কাফিররা যদি বিজয়ী হয়ে যায়, তাহলে তারা সত্যের অনুসারীদেরকে পিষে মেরে ফেলবে। এমতাবস্থায় যারা জীবনের ঝুঁকি নিয়ে আল্লাহর দীনকে বেগবান করার জন্য অর্থ ব্যয় করেছে, তাদের মর্যাদা আল্লাহর দরবারে সেসব লোকদের চেয়ে অনেক বেশী, যারা মক্কা বিজয়ের পরে ইসলাম গ্রহণ করে দীনকে বিজয়ী রাখার জন্য অকাতরে অর্থ ব্যয় করেছে।

আয়াতে 'আল ফাতহ' বা বিজয় কথাটি দ্বারা মক্কা বিজয় বুঝানো হলেও এর অর্থ এটা নয় যে, একথা শুধুমাত্র মক্কা বিজয়ের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। এটা একটা মূলনীতি—পৃথিবীর যেখানে ও যখন ইসলামকে বিজয় করার আন্দোলন শুরু হবে, তখন আন্দোলনের গঠনকালীন ঝুঁকিপূর্ণ সময়কালের ত্যাগী কর্মীদের মর্যাদা এবং আন্দোলন সুসংগঠিত হয়ে যাবার পরবর্তীকালীন কর্মীদের মর্যাদা আল্লাহর দরবারে সমান হতো না।

১৫. অর্থাৎ মর্যাদা বাড়িয়ে দেয়া বা কমিয়ে দেয়ার ব্যাপারটা আল্লাহ অন্ধভাবে করেন না। আল্লাহ তোমাদের বাহ্যিক কাজকর্ম এবং অন্তরের অবস্থা ভালোভাবেই জানেন। সুতরাং তিনি যাদের মর্যাদা বাড়িয়ে দেন, তাদের নিষ্ঠাপূর্ণ কাজ দেখেই বাড়িয়ে দেন। আর যাদের মর্যাদা কমিয়ে দেন, তা-ও তাদের অবস্থা জেনেই কমিয়ে দেন।

১ম রুকূ' (১-১০ আয়াত)-এর শিক্ষা

১. আসমান-যমীনের দৃশ্যমান বা অদৃশ্যমান সকল সৃষ্টিই সার্বক্ষণিক আল্লাহর প্রশংসা এবং পবিত্রতা-মহিমা ঘোষণারত অবস্থায় আছে।

২. কালের সূচনালগ্ন থেকে আল্লাহর এ তাসবীহ বা পবিত্রতা-মহিমা ঘোষিত হয়ে আসছে, বর্তমানেও এ ঘোষণা চলছে, কিয়ামত পর্যন্ত এবং অনন্তকাল পর্যন্ত তা চলতে থাকবে।

৩. আল্লাহ তা'আলার-ই পবিত্রতা-মহিমা সর্বদা ঘোষণা করা মানুষের জন্য অপরিহার্য কর্তব্য, কারণ তিনিই একমাত্র অপ্রতিরোধ্য মহাপরাক্রমশালী ও মহাশক্তির অধিকারী এবং তিনিই একমাত্র প্রজ্ঞাময় সত্তা।

৪. আল্লাহ তা'আলার তাসবীহ এজন্যও পাঠ করতে হবে, কেননা আসমান-যমীনের সার্বভৌম মালিক তিনি এবং জীবন দেন তিনি ও মৃত্যুও তিনি দেন।

৫. জীবন-মৃত্যু দেয়ার ব্যাপারে এবং সর্ব বিষয়ে তিনিই সর্বশক্তিমান। তাই সদা-সর্বদা তাঁরই তাসবীহ পাঠ করতে হবে।

৬. যখন কিছু ছিলো না তখন একমাত্র আল্লাহ-ই ছিলেন এবং যখন কিছুই থাকবে না তখন তিনিই একমাত্র থাকবেন। তাই তাঁর পবিত্রতা মহিমাই-ই সর্বদা ঘোষণা করতে হবে।

৭. পৃথিবীর সকল বস্তুতেই তাঁর নূর প্রকাশমান, তাই তিনি প্রকাশ্য সকল কিছুর চেয়ে প্রকাশ্য। মানুষ তাঁর ইন্দ্রীয় দিয়ে তাঁর সত্তাকে অনুভব করতে পারে না, তাই তিনি সকল গোপনের চেয়ে গোপন। অতএব পবিত্রতা-মহিমা তাঁরই ঘোষণা করতে হবে।

৮. আল্লাহ আসমান-যমীনকে সময়ের ছয়টি অধ্যায়ে সৃষ্টি করেছেন—তিনি তাদের স্রষ্টা, পরিচালক, ব্যবস্থাপক এবং সার্বভৌম মালিক। তাঁর সার্বভৌমত্বে কোনো অংশীদার নেই। তাই তিনি ছাড়া পবিত্রতা ও প্রশংসার পাত্র কেউ নেই।

৯. আল্লাহ তা'আলা আসমান-যমীনের মতো তাঁর বিশাল সৃষ্টির যেমন প্রতিপালক-ব্যবস্থাপক, তেমনি তাঁর ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতর সৃষ্টির-ও প্রতিপালক ও ব্যবস্থাপক।

১০. আল্লাহর ইচ্ছা ও ব্যবস্থাপনায়-ই ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্র বীজের অঙ্কুরোদ্গম হয় এবং নদী-সাগরের পানি বাষ্প হয়ে ওপরে উঠে যায় এবং পুনরায় বৃষ্টিরূপে যমীনে পতিত হয়।

১১. বিশাল থেকে বিশালতর এবং ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতর কোনো কিছুই আল্লাহর জ্ঞান ও ক্ষমতার বাইরে নেই। সুতরাং সকল প্রশংসা ও পবিত্রতা একমাত্র তাঁরই।

১২. মানুষ সার্বক্ষণিক আল্লাহর জ্ঞান ও দৃষ্টির আওতাধীন আছে। কোনো মানুষ একটি মুহূর্তের জন্যও তাঁর জ্ঞান ও দৃষ্টির বাইরে থাকতে পারে না। এটা স্মরণ রাখলেই আল্লাহর নাফরমানী থেকে বেঁচে থাকা সহজ হবে।

১৩. আমাদেরকে অবশেষে আল্লাহর কাছেই ফিরে যেতে হবে—এতে কোনো সন্দেহ-সংশয়ের অবকাশ নেই। সুতরাং তাঁর হিসেব দেয়ার প্রস্তুতি এখন থেকে গ্রহণ করাই বুদ্ধিমানের কাজ।

১৪. রাত-দিনের আবর্তন তিনি করান, তিনি মানুষের অন্তরের নিভৃত কোণের খবর জানেন। সুতরাং তাঁর নিকট থেকে কোনো কিছু গোপন রাখার সাধ্য কারো নেই।

১৫. আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান আনা, সৎকর্ম করা এবং আল্লাহর পথে আল্লাহর দেয়া সম্পদ থেকে ব্যয় করা-ই খাঁটি মু'মিনের কাজ।

১৬. আল্লাহ তা'আলা মু'মিনদেরকে তাদের ঈমান ও সৎকর্মের যথাযথ প্রতিদান দেবেন—এতে কোনো সন্দেহ নেই।

১৭. নিজেদেরকে মু'মিন বলে পরিচয় দানের পরে আল্লাহর পথে ধন-সম্পদ ব্যয় করতে অনিচ্ছা পোষণ করা ঈমান-বিরোধী কাজ।

১৮. আল্লাহ তা'আলা মানুষকে শিরক ও কুফরীর অন্ধকার থেকে হিদায়াতের আলোকময় রাজ পথে নিয়ে আসার জন্য অসংখ্য সুস্পষ্ট নিদর্শন আমাদের প্রতি নাযিল করেছেন। অতএব ঈমান ও সৎকর্মের বিকল্প নেই।

১৯. সকল ধন-সম্পদের মূল মালিক আল্লাহ। তাঁর ইচ্ছানুসারে ব্যয় করার জন্য মানুষকে সাময়িকভাবে প্রতিনিধি করা হয়েছে। তাঁর দেয়া সম্পদ তাঁর ইচ্ছানুসারে ব্যয় করাই মানুষের কাজ।

২০. আল্লাহর সম্পদ আল্লাহর পথে ব্যয় করার মাধ্যমে মানুষ আখিরাতে লাভ করবে উত্তম বিনিময়। এ সুযোগ হারানো বুদ্ধিমানের কাজ নয়।

২১. কোনো মানুষের হাতেই কোনো সম্পদ চিরস্থায়ী থাকে না। ইচ্ছায় হোক বা অনিচ্ছায় মৃত্যুর সাথে সাথে সম্পদ অন্যদের হাতে চলে যায়। সুতরাং স্বল্প সময়ের মধ্যে যা কিছু আল্লাহর পথে খরচ করা হবে, তা-ই হবে সঞ্চয়।

২২. মক্কা বিজয়ের আগে যারা আল্লাহর পথে জিহাদে নিজেদের সম্পদ ব্যয় করেছে, তাদের মর্যাদা ওদের চেয়ে অনেক বেশী, যারা মক্কা বিজয়ের পরে ব্যয় করেছে।

২৩. আল্লাহ তা'আলা উভয়ের দানের বিনিময়ে উত্তম পুরস্কার দানের ওয়াদা করেছেন। আল্লাহর এ ওয়াদা নিশ্চিত এতে কোনো সন্দেহ নেই।

২৪. সকল যুগেই ইসলামী আন্দোলনের জন্য ব্যয়কারীদের উদ্দেশ্যে আল্লাহ এ ওয়াদা দিয়েছেন।

২৫. সকল যুগেই বিজয় পূর্ব ও বিজয় পরবর্তী ব্যয়কারীদের মর্যাদার পার্থক্য অবশ্যই থাকবে।

❒

সূরা হিসেবে রুকূ'-২
পারা হিসেবে রুকূ'-১৮
আয়াত সংখ্যা-৯

⑪ مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضٰعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ ۝

১১. কে আছে এমন, যে আল্লাহকে উত্তম ঋণ দেবে ? অতপর তিনি তার জন্য তা বহুগুণ বাড়িয়ে দেবেন এবং তার জন্য রয়েছে সম্মানজনক পুরস্কার।[১৬]

⑫ يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنٰتِ يَسْعٰى نُورُهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَ

১২. সেদিন আপনি দেখতে পাবেন মু'মিন পুরুষদেরকে ও মু'মিন নারীদেরকে—তাদের নূর ছুটে চলছে তাদের সামনে ও

⑪ مَنْ ذَا-কে আছে এমন ; الَّذِي-যে ; يُقْرِضُ-ঋণ দেবে ; اللَّهَ-আল্লাহকে ; قَرْضًا-ঋণ ; حَسَنًا-উত্তম ; فَيُضٰعِفَهُ-(ف+يضاعف+ه)-অতপর তিনি তা বহুগুণে বাড়িয়ে দেবেন ; لَهُ-তার জন্য ; وَ-এবং ; لَهُ-তার জন্য রয়েছে ; أَجْرٌ-পুরস্কার ; كَرِيمٌ-সম্মানজনক। ⑫ يَوْمَ-সেদিন ; تَرَى-আপনি দেখতে পাবেন ; الْمُؤْمِنِينَ-মু'মিন পুরুষদেরকে ; وَ-ও ; الْمُؤْمِنٰتِ-মু'মিন নারীদেরকে ; يَسْعٰى-ছুটে চলছে ; نُورُهُمْ-(نور+هم)-তাদের নূর ; بَيْنَ أَيْدِيهِمْ-(بين+ايدى+هم)-তাদের সামনে ; وَ-ও ;

১৬. আল্লাহ তা'আলা তাঁর দেয়া অর্থ-সম্পদ তাঁর দীনের জন্য ব্যয় করাকে 'উত্তম ঋণ' হিসেবে গ্রহণ করেন। এর বিনিময়ে তিনি দু'টো ওয়াদা দিয়েছেন। একটি হলো—তিনি এ ঋণকে কয়েকগুণ বাড়িয়ে ফেরত দেবেন। দ্বিতীয় হলো—তিনি নিজের পক্ষ থেকে সম্মানজনক পুরস্কার দান করবেন। তবে এটা নিঃশর্ত নয়। শর্ত হলো—এ ঋণ হবে উত্তম ঋণ এবং এটার জন্য নিয়ত হতে হবে বিশুদ্ধভাবে আল্লাহর জন্য। কোনো প্রকার ব্যক্তিগত উদ্দেশ্য ও প্রদর্শনী বা লোক দেখানোর মনোভাব-এর সংমিশ্রণ এর সাথে থাকতে পারবে না। নির্ভেজাল আল্লাহর উদ্দেশ্যে তাঁরই নির্দেশিত খাতে ব্যয়িত হলেই এটা 'করজে হাসানা' বা উত্তম ঋণ বলে গণ্য হবে। এটা আল্লাহ তা'আলার অপরিসীম দয়া ও উদারতার বহিঃপ্রকাশ। হাদীসে সাহাবায়ে কিরাম এবং তৎকালীন মু'মিনদের কর্ম থেকে আল্লাহকে এ জাতীয় 'করজে হাসানা' দেয়ার অনেক উদাহরণ রয়েছে।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ থেকে বর্ণিত একটি হাদীস উল্লিখিত আছে যে, আলোচ্য আয়াত যখন নাযিল হয় এবং লোকেরা যখন রাসূলুল্লাহ সা.-এর পবিত্র মুখে তা শুনতে পায়, তখন আবুদ দাহদাহ আনসারী রা. রাসূলুল্লাহ সা.-কে জিজ্ঞেস করেন,

بِأَيْمَٰنِهِم بُشْرَىٰكُمُ ٱلْيَوْمَ جَنَّٰتٌ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَٰرُ خَٰلِدِينَ فِيهَا ۚ

তাদের ডানে[17] (বলা হবে তাদেরকে) আজ তোমাদের জন্য সুসংবাদ এমন জান্নাতের যার তলদেশ দিয়ে প্রবাহিত রয়েছে নহরসমূহ সেখানে তারা হবে চিরস্থায়ী ;

ذَٰلِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴿١٢﴾ يَوْمَ يَقُولُ ٱلْمُنَٰفِقُونَ وَٱلْمُنَٰفِقَٰتُ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا۟

এটা—এটাই মহান সফলতা। ১৩. সেদিন মুনাফিক পুরুষরা ও মুনাফিক নারীরা— যারা ঈমান এনেছিলো তাদেরকে বলতে থাকবে—

بِأَيْمَانِهِمْ-(ب+ايمان+هم)-তাদের ডানে ; بُشْرٰكُمُ-(بشرى+كم)-(বলা হবে তাদেরকে) তোমাদের জন্য সুসংবাদ ; الْيَوْمَ-আজ ; جَنّٰتٌ-এমন জান্নাতের ; تَجْرِىْ-প্রবাহিত রয়েছে ; مِنْ-দিয়ে ; تَحْتِهَا-(تحت+ها)-যার তলদেশ ; الْاَنْهٰرُ-নহরসমূহ; خٰلِدِيْنَ-তারা হবে চিরস্থায়ী ; فِيْهَا-সেখানে ; ذٰلِكَ-এটা ; هُوَ-এটাই ; الْفَوْزُ-সফলতা; الْعَظِيْمُ-মহান। ⑬ يَوْمَ-সেদিন ; يَقُوْلُ-বলতে থাকবে ; الْمُنٰفِقُوْنَ-মুনাফিক পুরুষরা ; وَ-ও ; الْمُنٰفِقٰتُ-মুনাফিক নারীরা ; لِلَّذِيْنَ-(ل+الذين)-যারা, তাদেরকে ; اٰمَنُوْا-ঈমান এনেছিলো ;

ইয়া রাসূলাল্লাহ সা. 'আল্লাহ কি আমাদের কাছে করজে হাসানা চান ?' রাসূলুল্লাহ সা. উত্তরে বললেন, 'হে আবুদ দাহদাহ, হাঁ।' তখন আবুদ দাহদাহ বললেন, 'আপনার হাতটা আমাকে একটু দেখান।' রাসূলুল্লাহ সা. নিজের হাত তাঁর দিকে বাড়িয়ে দেন। তিনি রাসূলুল্লাহ সা.-এর হাতখানা নিজের হাতে নিয়ে বললেন— 'আমি আমার রবকে আমার বাগান করজে হাসানা দিলাম। উল্লেখ্য যে, আবুদ দাহদাহর বাগানে ছয়শত খেজুর গাছ ছিলো এবং তার মধ্যে তাঁর বাড়ীও ছিলো। তাঁর ছেলে-মেয়েরা সেই বাড়িতেই থাকতো। রাসূলুল্লাহ সা.-এর সাথে কথা শেষ করে তিনি বাড়িতে গিয়ে তাঁর স্ত্রীকে ডেকে বললেন—'দাহদাহর মা বের হয়ে এসো, আমি এ বাগান আমার রবকে করজে হাসানা হিসেবে দিয়ে দিয়েছি।' তাঁর স্ত্রী বললেন, হে দাহদাহর বাপ, তুমি অত্যন্ত লাভজনক ব্যবসা করেছো'। অতপর সেই মুহূর্তেই তাঁরা আসবাবপত্র ও ছেলে-মেয়েদের নিয়ে বাড়ী থেকে বের হয়ে গেলেন। এটাই ছিলো সাহাবায়ে কিরামের ত্যাগ ও কুরবানীর নমুনা।

১৭. এখানে 'ইয়াওমা' বা 'সেদিন' দ্বারা কিয়ামতের দিন বুঝানো হয়েছে। কিয়ামতের দিন 'নূর' বন্টন সম্পর্কে আবু উমামা রা. বর্ণিত হাদীসে উল্লিখিত আছে যে, সেদিন মানুষকে কবর থেকে যখন হাশরে স্থানান্তরিত করা হবে। তখন তাদেরকে বিভিন্ন মনযিল অতিক্রম করতে হবে। এক মনযিলে আল্লাহ তা'আলার নির্দেশে কিছু লোকের চেহারাকে উজ্জ্বল করে দেয়া হবে এবং অপর কিছু লোকের চেহারাকে কালিমালিপ্ত করে দেয়া হবে। অপর এক মুনযিলে মু'মিন-কাফির সবাইকে অন্ধকারে

انظُرُونَا نَقْتَبِسْ مِن نُّورِكُمْ قِيلَ ارْجِعُوا وَرَاءَكُمْ فَالْتَمِسُوا نُورًا

'আমাদের দিকে একটু ফিরে তাকাও, যেন তোমাদের আলো থেকে আমরা কিছু আহরণ করতে পারি ;[১৮] (তাদেরকে) বলা হবে—'তোমরা তোমাদের পেছনের দিকে ফিরে যাও এবং আলো খুঁজে নাও';

فَضُرِبَ بَيْنَهُم بِسُورٍ لَّهُ بَابٌ بَاطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِن قِبَلِهِ

অতপর তাদের উভয় দলের মাঝে খাড়া করে দেয়া হবে একটি দেয়াল যার থাকবে একটি দরজা ; তার ভেতরের দিকে থাকবে রহমত আর তার (দেয়ালের) বাইরে তার সামনেই থাকবে

الْعَذَابُ ﴿١٤﴾ يُنَادُونَهُمْ أَلَمْ نَكُن مَّعَكُمْ قَالُوا بَلَىٰ وَلَٰكِنَّكُمْ فَتَنتُمْ

আযাব।[১৯] ১৪. তারা ওদেরকে (মু'মিনদেরকে) ডেকে বলবে, আমরা কি (দুনিয়াতে) তোমাদের সাথে ছিলাম না[২০] ? ওরা বলবে, হাঁ,তবে তোমরা নিজেরাই বিপদে ফেলেছো

انْظُرُونَا-(انظروا+نا)-আমাদের দিকে একটু তাকাও ; نَقْتَبِسْ-যেন আমরা আহরণ করতে পারি ; مِنْ-থেকে ; نُوْرِكُمْ-(نور+كم)-তোমাদের আলো ; قِيْلَ-(তাদেরকে) বলা হবে ; ارْجِعُوا-তোমরা ফিরে যাও ; وَرَاءَكُمْ-(وراء+كم)-তোমাদের পেছনের দিকে ; فَالْتَمِسُوا-(ف+التمسوا)-এবং খুঁজে নাও ; نُورًا-আলো ; فَضُرِبَ-(ف+ضرب)-অতপর খাড়া করে দেয়া হবে ; بَيْنَهُمْ-(بين+هم)-তাদের উভয় দলের মাঝে; بِسُوْرٍ-(ب+سور)-একটি দেয়াল ; لَهُ-যার থাকবে ; بَابٌ-একটি দরজা ; بَاطِنُهُ-(باطن+ه)-তার ভেতরের ; فِيْهِ-দিকে থাকবে ; الرَّحْمَةُ-রহমত ; وَ-আর ; ظَاهِرُهُ-(ظاهر+ه)-তার দেয়ালের বাইরে ; مِنْ قِبَلِهِ-(من+قبل+ه)-তার সামনেই থাকবে ; الْعَذَابُ-আযাব। ⑭ يُنَادُوْنَهُمْ-(ينادون+هم)-তারা ওদেরকে (মু'মিনদেরকে) ডেকে বলবে ; اَلَمْ نَكُنْ-আমরা কি ছিলাম না (দুনিয়াতে) ; مَعَكُمْ-(مع+كم)-তোমাদের সাথে ? قَالُوا-ওরা বলবে ; بَلٰى-হাঁ ; وَلٰكِنَّكُمْ-(و+لكن+كم)-তবে তোমরা নিজেরাই ; فَتَنْتُمْ-বিপদে ফেলেছো ;

আচ্ছন্ন করে ফেলা হবে। তখন কিছুই দেখা যাবে না। এরপর নূর বণ্টন করা হবে। প্রত্যেক মু'মিনকে নূর দেয়া হবে।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. থেকে বর্ণিত আছে যে, প্রত্যেক মু'মিনকে তাঁর আমল পরিমাণে নূর দেয়া হবে। ফলে কারো নূর পর্বতের সমান, কারো খেজুর গাছের সমান, কারো মানুষের সমান, আবার কারো নূর এতো কম হবে যে, তা তার বুড়ো আঙ্গুলের সমান হবে ; তা-ও আবার কখনো জ্বলে উঠবে আবার কখনো নিভে যাবে। এ ব্যক্তির নূর হবে সবচেয়ে কম। (ইবনে কাসীর)

أَنفُسَكُمْ وَتَرَبَّصْتُمْ وَارْتَبْتُمْ وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِيُّ حَتَّىٰ جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ

তোমাদের নিজেদেরকে[১১] আর অপেক্ষায় ছিলে (আমাদের অকল্যাণের)[২২] এবং (রাসূলের আনীত দীন সম্পর্কে) সন্দিহান ছিলে,[২৩] আর তোমাদেরকে ভুলিয়ে রেখেছিলো মিথ্যা আশা-আকাঙ্ক্ষা, অবশেষে এসে পড়লো আল্লাহর আদেশ[২৪]

أَنفُسَكُمْ-(انفس+كم)-তোমাদের নিজেদেরকে ; وَ-আর ; تَرَبَّصْتُمْ-অপেক্ষায় ছিলে (আমাদের অকল্যাণের) ; وَ-এবং ; ارْتَبْتُمْ-(রাসূলের আনীত দীন সম্পর্কে) সন্দিহান ছিলে; وَ-আর ; غَرَّتْكُمْ-(غرت+كم)-তোমাদেরকে ভুলিয়ে রেখেছিলো ; الْأَمَانِيُّ-মিথ্যা আশা-আকাঙ্ক্ষা ; حَتَّىٰ-অবশেষে ; جَاءَ-এসে পড়লো ; أَمْرُ-আদেশ ; اللَّهِ-আল্লাহর ;

১৮. অর্থাৎ মু'মিনরা যখন তাদের ঈমান ও আমলের আলোতে জান্নাতের দিকে এগিয়ে যেতে থাকবে, তখন মুনাফিক নারী-পুরুষরা অন্ধকারে ঠোকর খেতে থাকবে এবং মু'মিনদেরকে ডেকে বলবে—'আমাদের দিকে একটু ফিরে তাকাও, যাতে তোমাদের আলোতে আমরা পথ চলতে পারি।' এসব মুনাফিক তো দুনিয়াতে মু'মিনদের সাথে একই সমাজেই 'মুসলিম' পরিচয়েই বসবাস করেছে।

১৯. অর্থাৎ মু'মিন ও মুনাফিকদের মাঝে আড়াল হয়ে যাওয়া দেয়ালের একটি মাত্র দরজা থাকবে। যে দরজা দিয়ে মু'মিনরা জান্নাতে প্রবেশ করবে, সে দরজার ভেতরে থাকবে জান্নাত এবং বাইরে থাকবে জাহান্নাম। মু'মিনরা ভেতরে প্রবেশ করার পর দরজা বন্ধ হয়ে যাবে। ফলে মুনাফিকরা আর ভেতরে প্রবেশ করতে পারবে না।

২০. অর্থাৎ মুনাফিকরা বলবে যে, দুনিয়াতে আমরা তোমাদের সাথে একই মুসলিম সমাজে মুসলিম পরিচয় নিয়েই বসবাস করেছি, তোমাদের সাথে নামায পড়েছি, রোযা রেখেছি, হজ্জ করেছি, যাকাতও দিয়েছি, তোমাদের সাথে বিয়ে-শাদী ও আত্মীয়তার সম্পর্কও ছিলো। তবে কেনো আজ আমাদেরকে ফেলে চলে যাচ্ছো।

২১. অর্থাৎ মু'মিনদের পক্ষ থেকে জবাবে বলা হবে যে, তোমরা আমাদের সাথে একই সমাজে বসবাস করলেও তোমরা ঈমান ও কুফরের মাঝামাঝি অবস্থান করে নিজেদেরকে বিপদে ফেলেছো। তোমরা খাঁটি মু'মিন ছিলে না। বরং ঈমান ও কুফরের মাঝে দোদুল্যমান অবস্থায় ছিলে এবং তোমাদের মনে কুফরের আকর্ষণ ছিলো। কাফিরদের আইন-কানুন ও বিধি-বিধানকে ইসলামের আইন-কানুন ও বিধি-বিধানের ওপর গুরুত্ব দিয়েছো।

২২. অর্থাৎ তোমরা ইসলাম ও কুফরের দ্বন্দ্বে এমন সুযোগ-সুবিধার অপেক্ষায় ছিলে যে, যে দিকের পাল্লা ভারী দেখা যায় সেদিকেই তোমরা যোগ দেবে। তোমরা ভেবেছিলে—যদি মুসলামানদের বিজয়ের সম্ভাবনা স্পষ্ট দেখা যায়, তাহলে তাদের সাথে কালিমায় বিশ্বাসের সম্পর্ককে কাজে লাগিয়ে তাদের দলভুক্ত হয়ে যাবে। আর যদি কাফিরদের বিজয়ের সম্ভাবনা দেখা যায় তাহলে তার সহযোগীদের সাথে শামিল হয়ে যাবে।

وَغَرَّكُم بِاللَّهِ الْغَرُورُ ﴿١٤﴾ فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ

এবং মহাপ্রতারক (শয়তান)[২৫] আল্লাহ সম্পর্কে তোমাদেরকে ধোঁকায় ফেলে রেখেছিলো। ১৫. অতএব আজ তোমাদের থেকে কোনো মুক্তিপণ গ্রহণ করা হবে না, আর না তাদের থেকে যারা

كَفَرُوا مَأْوَاكُمُ النَّارُ هِيَ مَوْلَاكُمْ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ﴿١٥﴾ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ

কুফরী করেছিলো[২৬]; জাহান্নামই তোমাদের শেষ ঠিকানা; সে-ই তোমাদের অভিভাবক[২৭]—আর (তা) কতইনা নিকৃষ্ট গন্তব্যস্থল। ১৬. সে সময় কি এখনও তাদের জন্য আসেনি, যারা

وَ-এবং ; غَرَّكُمْ-(غر+كم)-তোমাদেরকে ধোঁকায় ফেলে রেখেছিলো ; بِاللّٰهِ-(ب+اللّٰه)-আল্লাহর সম্পর্কে ; الْغَرُوْرُ-মহাপ্রতারক (শয়তান)। ⑮ فَالْيَوْمَ-(ف+ال+يوم)-অতএব আজ ; لَايُؤْخَذُ-গ্রহণ করা হবে না ; مِنْكُمْ-তোমাদের থেকে ; فِدْيَةٌ-কোনো মুক্তিপণ ; وَ-আর ; لَا-না ; مِنَ-থেকে ; الَّذِيْنَ-তাদের, যারা ; كَفَرُوْا-কুফরী করেছিলো ; مَاْوٰكُمُ-(ماوى+كم)-তোমাদের শেষ ঠিকানা ; النَّارُ-জাহান্নাম-ই ; هِيَ-সে-ই ; مَوْلٰكُمْ-(مولى+كم)-তোমাদের অভিভাবক ; وَ-আর ; بِئْسَ-(তা) কতই না নিকৃষ্ট ; الْمَصِيْرُ-গন্তব্যস্থল। ⑯ اَلَمْ يَأْنِ-(ا+لم يان)-সে সময় কি এখনও আসেনি ; لِلَّذِيْنَ-তাদের জন্য যারা ;

রাসূলুল্লাহ সা.-এর সময়কালীন কুফর ও ইসলামের দ্বন্দ্বে মুনাফিকদের ভূমিকা যেমন এটাই ছিলো, তেমনি এ যুগের মুনাফিকদের ভূমিকাও তার ব্যতিক্রম নয়। সর্বকালের কুফর ও ইসলামের দ্বন্দ্বে এ ধরনের মুনাফিকদের উপস্থিতি দেখা যাবে।

২৩. অর্থাৎ তোমরা দুনিয়াতে আল্লাহর অস্তিত্ব, রাসূলের রিসালাত, আল্লাহর কিতাব, আখিরাত, আখিরাতের জান্নাত-জাহান্নাম ইত্যাদি বিষয়ে সন্দেহ সংশয়ের মধ্যে পড়ে ছিলে। হক ও বাতিলের দ্বন্দ্বকে তোমরা মনে করতে অনর্থক ঝগড়া এবং এজন্য তোমরা হকপন্থীদেরকে দোষারোপ করতে। তোমাদের মতে সুখে শান্তিতে নির্ঝঞ্ঝাট জীবন-যাপনই আসল জীবন।

মুনাফিকরা উপরোক্ত সন্দেহ-সংশয় পোষণ করার কারণেই নিফাকের রোগে আক্রান্ত হয়ে থাকে।

২৪. অর্থাৎ তোমাদের নিফাকী অবস্থায়ই আল্লাহর হুকুম তথা তোমাদের মৃত্যু এসে পৌঁছলো। অথবা এর অর্থ—তোমাদের নিফাকী অবস্থায় ইসলাম বিজয় লাভ করলো, আর তোমরা তোমাদের সন্দেহ-সংশয়ের মধ্যেই পড়ে রইলে।

২৫. 'আল-গারূর' দ্বারা এখানে শয়তান উদ্দেশ্য। এর শাব্দিক অর্থ 'মহাধোঁকাবায'। তবে এর দ্বারা ধন-সম্পদ, দুনিয়া ও প্রবৃত্তির কামনা-বাসনা ইত্যাদি অর্থও নেয়া যেতে

أَمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا

ঈমান এনেছে—যখন তাদের অন্তরসমূহ আল্লাহর স্মরণে বিগলিত হবে এবং সত্য থেকে যা কিছু নাযিল হয়েছে (তার কারণে)[২৮] ; আর তারা হবে না

كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ

ওদের মতো, যাদেরকে ইতিপূর্বে কিতাব দেয়া হয়েছিলো, অতপর তাদের ওপর দিয়ে অতিবাহিত হয়ে গেলো দীর্ঘ সময়, ফলে তাদের অন্তরসমূহ কঠিন হয়ে পড়লো ;

اٰمَنُوْا-ঈমান এনেছে ; اَنْ تَخْشَعَ-যখন বিগলিত হবে ; قُلُوْبُهُمْ-(قلوب+هم)-তাদের অন্তরসমূহ ; لِذِكْرِ-(ل+ذكر)-স্মরণে ; اللهِ-আল্লাহর ; وَ-এবং ; مَا-যা কিছু ; نَزَلَ-নাযিল হয়েছে (তার কারণে) ; مِنَ-থেকে ; الْحَقِّ-সত্য ; وَ-আর ; لَا يَكُوْنُوْا-তারা হবে না ; كَالَّذِيْنَ-(ك+الذين)-ওদের মতো যাদেরকে ; اُوْتُوْا-দেয়া হয়েছিলো ; الْكِتٰبَ-কিতাব ; مِنْ قَبْلُ-ইতিপূর্বে ; فَطَالَ-(ف+طال)-অতপর অতিবাহিত হয়ে গেলো ; عَلَيْهِمُ-তাদের ওপর দিয়ে ; الْاَمَدُ-দীর্ঘ সময় ; فَقَسَتْ-(ف+قست)-ফলে কঠিন হয়ে পড়লো ; قُلُوْبُهُمْ-(قلوب+هم)-তাদের অন্তরসমূহ ;

পারে। শয়তান মানুষকে এ বলে ধোঁকা দেয় যে, আল্লাহ তা ক্ষমা করেই দেবেন, অতএব গুনাহ করতে অসুবিধা নেই। এভাবে শয়তান মানুষকে গুনাহ করে যাওয়ার উৎসাহ যোগায়। আল্লাহর ক্ষমার সম্ভাবনা যদিও আছে তার উদাহরণ এমন যে, কোনো ব্যক্তি এ বিশ্বাসের ওপর বিষ পান করলো যে, বিষের প্রতিক্রিয়া তার নিজের স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায়ই ধ্বংস হয়ে যাবে। (নিহায়া)

২৬. এর দ্বারা এটাই প্রমাণিত হয় যে, আখিরাতে মুনাফিকদের পরিণতি কাফিরদের মতোই হবে। কাফির ও মুনাফিক কাউকেই কোনো প্রকার ছাড় দেয়া হবে না।

২৭. অর্থাৎ তোমরা আল্লাহকে অভিভাবক না বানিয়ে শয়তানকে অভিভাবক বানিয়েছিলে। এখন শয়তানের অভিভাবক যেমন জাহান্নাম, তোমাদের অভিভাবকও জাহান্নাম। জাহান্নামই তোমাদের তত্ত্বাবধান করবে।

২৮. অর্থাৎ যারা নিজেদেরকে মু'মিন হিসেবে দাবী করে, তাদের অবস্থা তো এমনই হওয়া তাদের ঈমানের দাবী যে, আল্লাহর বাণী শুনে তাদের মন নরম হয়ে যাবে ; আল্লাহর দীনের সাথে কুফরী শক্তির যে মুকাবিলা চলছে, তাতে নিজেদের জানমাল নিয়ে অংশ গ্রহণ করবে ; আরবের বিভিন্ন অঞ্চলে মু'মিনদের ওপর যে জুলুম-নির্যাতন চলছে, তাতে তারা নিরব বসে থাকবে না, বরং সাধ্যমতো মাযলুমদের সহায়তায় এগিয়ে আসবে। আল্লাহ তা'আলা নিজেই যেখানে তাঁর কালামের মাধ্যমে এ দানকে উত্তম 'ঋণ' হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন এবং আখিরাতে তা বহুগুণে প্রবৃদ্ধি দান করে

وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَٰسِقُونَ ﴿١٦﴾ ٱعْلَمُوٓا۟ أَنَّ ٱللَّهَ يُحْىِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ۚ

আর তাদের মধ্য থেকে অধিকাংশই ছিলো পাপাচারী[২৯]। ১৭. তোমরা জেনে রাখো যে, আল্লাহ-ই সজীব করেন যমীনকে তার নির্জীব হয়ে পড়ার পর ;

قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ ٱلْءَايَٰتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿١٧﴾ إِنَّ ٱلْمُصَّدِّقِينَ وَٱلْمُصَّدِّقَٰتِ

নিঃসন্দেহে আমি তোমাদের জন্য নিদর্শনাবলী সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছি, সম্ভবত তোমরা বুঝতে সক্ষম হবে[৩০]। ১৮. নিশ্চয়ই দানশীল পুরুষগণ ও দানশীলা নারীগণ[৩১]

وَ-আর ; كَثِيرٌ-অধিকাংশই ছিলো ; مِّنْهُمْ-(من+هم)-তাদের মধ্য থেকে ; فَٰسِقُونَ-পাপাচারী। ⑰ ٱعْلَمُوٓا۟-তোমরা জেনে রাখো ; أَنَّ-যে ; ٱللَّهَ-আল্লাহ-ই ; يُحْىِ-সজীব করেন ; ٱلْأَرْضَ-যমীনকে ; بَعْدَ-পর ; مَوْتِهَا-(موت+ها)-তার নির্জীব হয়ে পড়ার পর; قَدْ بَيَّنَّا-নিঃসন্দেহে আমি সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছি ; لَكُمُ-তোমাদের জন্য ; ٱلْءَايَٰتِ-নিদর্শনাবলী ; لَعَلَّكُمْ-সম্ভবত তোমরা ; تَعْقِلُونَ-বুঝতে সক্ষম হবে। ⑱ إِنَّ-নিশ্চয়ই ; ٱلْمُصَّدِّقِينَ-দানশীল পুরুষগণ ; وَ-ও ; ٱلْمُصَّدِّقَٰتِ-দানশীলা নারীগণ ;

ফেরত দেয়া, উপরন্তু সম্মানজনক পুরস্কারের ঘোষণা দিয়েছেন, সেখানে কোনো সত্যিকার মু'মিন ভাবলেশহীন হয়ে নিশ্চুপ বসে থাকতে পারে না।

২৯. অর্থাৎ ইয়াহুদী ও খ্রিস্টান জাতির প্রতি নবী ও কিতাব দেয়া হয়েছিলো ; কিন্তু তাদের নবীদের ইন্তেকালের শত শত বছর পর তারা যেমন চেতনাহীন এবং নৈতিকতার দিক থেকে মৃত হয়ে গেছে, তোমরা মু'মিনরা তো এখনই তাদের মতো হয়ে যেতে পারো না। কারণ তোমাদের রাসূল এখনও তোমাদের মধ্যে বর্তমান আছেন ; এখনও তাঁর ওপর ওহী নাযিল হচ্ছে এবং তাঁকে আল্লাহর পক্ষ থেকে দিক-নির্দেশনা দেয়া হচ্ছে।

৩০. অর্থাৎ রহমতের বৃষ্টিপাতের দ্বারা যেমন শুষ্ক ও মৃত যমীন সবুজ-শ্যামল হয়ে উঠে, তেমনি রিসালাত ও আসমানী কিতাব নাযিলের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা জাহেলিয়াতের খরাপীড়িত অনুর্বর মানব সমাজকে সঞ্জীবিত করে তোলেন। কুরআন মাজীদের বেশ কয়েক স্থানেই রিসালাত ও কিতাব নাযিলের বিষয়টাকে আল্লাহ তা'আলা শুষ্ক ও খরাপীড়িত অঞ্চলে রহমতের বৃষ্টিধারার সাথে তুলনা করেছেন। এখানেও একই কথা বলা হয়েছে যে, মৌসুমের প্রথম বৃষ্টিপাতের দ্বারা মৃত ভূমি যেমন জীবনী শক্তি লাভ করে সজীব হয়ে উঠে, তেমনি নবুওয়াত-রিসালাত ও ওহীর মাধ্যমে জাহেলিয়াতের অন্ধকার সমাজও আলোয় আলোকিত হয়ে উঠে। আর এটা আরববাসীদের নিকট সুদূর অতীতের ইতিহাস ছিলো না। রাসূল এবং তাঁর ওপর অবতীর্ণ কিতাব তাদের সামনেই বর্তমান ছিলো। বৃষ্টিপাতের দ্বারা মৃত ভূমি সঞ্জীবিত হওয়ার দৃষ্টান্তও তাদের সামনে সুস্পষ্ট ছিলো। সুতরাং তারা যদি নিজেদের মানবীয়

وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضٰعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ ﴿١٩﴾ وَالَّذِينَ آمَنُوا

এবং যারা আল্লাহকে উত্তম ঋণ দান করে, তাদেরকে তা বহুগুণে বাড়িয়ে ফিরিয়ে দেয়া হবে এবং তাদের জন্য রয়েছে সম্মানজনক পুরস্কার। ১৯. আর যারা ঈমান এনেছে

بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ أُولٰئِكَ هُمُ الصِّدِّيقُونَ ۖ وَالشُّهَدَاءُ عِنْدَ رَبِّهِمْ لَهُمْ

আল্লাহর প্রতি এবং তাঁর রাসূলগণের প্রতি[৩২], তারা—তারাই তাদের প্রতিপালকের নিকট সিদ্দীক[৩৩] ও 'শহীদ[৩৪] রূপে গণ্য ; তাদের জন্য রয়েছে

يُضٰعَفُ ; حَسَنًا-উত্তম ; قَرْضًا-ঋণ ; اللهَ-আল্লাহকে ; اَقْرَضُوا-যারা ঋণদান করে ; وَ-এবং
-তা বহুগুণ বাড়িয়ে দেয়া হবে ; لَهُمْ-তাদেরকে ; وَ-এবং ; لَهُمْ-তাদের জন্য রয়েছে ; اَجْرٌ
-পুরস্কার ; كَرِيمٌ-সম্মানজনক ।(১৯) وَ-আর ; الَّذِينَ-যারা ; اٰمَنُوا-ঈমান এনেছে ; بِاللهِ -
(ب+الله)-আল্লাহর প্রতি ; وَ-এবং ; رُسُلِهٖ-(رسل+ه)-তাঁর রাসূলের প্রতি ; اُولٰئِكَ-তারা ;
هُمْ-তারাই গণ্য ; الصِّدِّيقُوْنَ-সিদ্দীক ; وَ-ও ; الشُّهَدَاءُ-শহীদরূপে ; عِنْدَ-নিকট ; رَبِّهِمْ -
(رب+هم)-তাদের প্রতিপালকের ; لَهُمْ-তাদের জন্য রয়েছে ;

বিবেক-বুদ্ধি একটু খরচ করে, তবেই তারা তা থেকে উপকৃত হবে এবং তাদের দুনিয়া-আখিরাত কল্যাণকর হয়ে উঠবে।

৩১. 'সাদকা' দ্বারা এমন দানকে বুঝানো হয় যা সরল অন্তরে খাঁটি নিয়তে শুধুমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যই দেয়া হয়ে থাকে। এতে লোক দেখানোর মনোভাব থাকে না এবং দান করার পর দানগ্রহিতাকে কখনো খোঁটা দেয়া হয় না। দানকারী আল্লাহর দাসত্ব ও আনুগত্যের খেয়াল মনে রেখেই দান করেন। কোনো দান-ই আল্লাহর কাছে ততক্ষণ পর্যন্ত 'সাদকা' হিসেবে গণ্য হয় না, যতক্ষণ না তা 'আল্লাহর পথে ব্যয়'-এর নিয়ত দ্বারা পরিচালিত হবে।

৩২. এখানে এমন সব মু'মিনের কথা বলা হয়েছে, তাদের ঈমানের দাবীতে নিজেদেরকে সত্যবাদী হিসেবে প্রমাণ করতে পেরেছেন। এসব মু'মিনের কর্মকাণ্ড ঈমানের মিথ্যা দাবীদার ও দুর্বল ঈমানের লোকদের থেকে সম্পূর্ণ আলাদা ছিলো। তাঁরা ইসলামের কঠিন সময়ে অন্যদের থেকে অনেক বেশী কুরবানী পেশ করেছেন এবং দীন প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে জীবনপণ সংগ্রামে লিপ্ত ছিলেন।

৩৩. 'সিদ্দীকূন' শব্দটি 'সিদ্দীক' শব্দের বহুবচন। এর অর্থ অতিশয় সত্যবাদী। যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান এনেছে তিনি সিদ্দীক অর্থাৎ যিনি আল্লাহ তাঁর রাসূলের প্রতি মৌখিকভাবে স্বীকৃতি দিয়েছেন, অন্তরে তা বিশ্বাস স্থাপন করেছেন এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিধান অনুসারে জীবনযাপন করেছেন, তিনি আল্লাহর নিকট সিদ্দীক বা যথার্থ সত্যবাদী হিসেবে গণ্য। সিদ্দীক এমন সত্যবাদী মু'মিন যার

أَجْرُهُمْ وَنُورُهُمْ ۖ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ

তাদের পুরস্কার এবং তাদের নূর[৩৫] আর যারা কুফরী করেছে ও আমার আয়াতসমূহকে অস্বীকার করেছে, তারাই জাহান্নামের বাসিন্দা।

أَجْرُهُمْ-(اجر+هم)-তাদের পুরস্কার; وَ-এবং ; نُورُهُمْ-(نور+هم)-তাদের 'নূর' ; وَ-আর; الَّذِينَ-যারা ; كَفَرُوا-কুফরী করেছে ; وَ-ও ; كَذَّبُوا-অস্বীকার করেছে ; بِآيَاتِنَا-আমার আয়াতসমূহকে ; أُولَٰئِكَ-তারাই ; أَصْحَابُ-বাসিন্দা ; الْجَحِيمِ-জাহান্নামের।

মধ্যে কোনো ভেজাল নেই। এবং তিনি কখনো সত্য থেকে বিচ্যুত হননি। তিনি যা স্বীকার করেছেন বা মেনে নিয়েছেন, তাঁর ব্যতিক্রম তাঁর নিকট থেকে কখনো আশা করা যায় না। 'সিদ্দীক' নিজের কথাকে কাজ দ্বারা প্রমাণ করেন।

৩৪. অর্থাৎ যারা আল্লাহ ও রাসূলের প্রতি যথার্থভাবে ঈমান আনে তথা ঈমানের মৌখিক স্বীকৃতি, আন্তরিক বিশ্বাস ও আল্লাহ রাসূলের বিধানের অনুসরণ করে জীবন-যাপন করে তারাই তাদের প্রতিপালকের নিটক 'শহীদ' হিসেবে গণ্য। এর অর্থ সকল নিষ্ঠাবান মু'মিন-ই আল্লাহর নিকট শহীদ তথা সত্যের সাক্ষ্যদাতা হিসেবে গণ্য। এখানে 'শহীদ' দ্বারা সত্যের সাক্ষ্যদাতা বুঝানো হয়েছে। কুরআন মাজীদ ও হাদীসে এ অর্থের সমর্থন পাওয়া যায়। সূরা বাকারা'র ১৪৩ আয়াতে বলা হয়েছে—"আর এভাবেই আমি তোমাদেরকে একটি মধ্যপন্থী জাতি বানিয়েছি। যাতে তোমরা মানব জাতির জন্য সাক্ষ্যদাতা হও এবং রাসূল তোমাদের জন্য সাক্ষ্যদাতা হন।"

সূরা আল হজ্জের ৭৮ আয়াতে বলা হয়েছে—"তিনিই (ইবরাহীম) তোমাদের নাম রেখেছেন 'মুসলিম' পূর্বেও এবং এতে (কুরআনে)-ও যেন রাসূল তোমাদের জন্য সাক্ষ্যদাতা হন, আর তোমরা হও মানবজাতির জন্য সাক্ষ্যদাতা।"

হযরত বারা ইবনে আযেব থেকে বর্ণিত হাদীসে আছে যে, রাসূলুল্লাহ সা. ইরশাদ করেছেন যে, আমার উম্মতের মু'মিনরাই শহীদ। অতপর রাসূলুল্লাহ সা. সূরা হাদীদের আলোচ্য আয়াত তিলাওয়াত করেন।

হযরত আবু দারদা রা. থেকে বর্ণিত একটি হাদীসে রাসূলুল্লাহ সা. ইরশাদ করেন যে, যে ব্যক্তি কঠিন পরিক্ষার সম্মুখীন হওয়ার আশংকায় তার দীন ও জীবন বাঁচাতে দেশ ত্যাগ করে, আল্লাহ তা'আলা তাকে 'সিদ্দীক' তথা 'অতিশয় সত্যবাদী' হিসেবে গণ্য করেন। আর যখন তার মৃত্যু হয় তখন আল্লাহ 'শহীদ' হিসেবে তার রূহ কবজ করেন। অতপর রাসূলুল্লাহ সা. আলোচ্য আয়াত তিলাওয়াত করেন।

৩৫. অর্থাৎ 'সিদ্দীক' ও 'শহীদ'দের মর্যাদা অনুযায়ী 'পুরস্কার' ও 'নূর' তাদের প্রত্যেকের জন্য এখন থেকেই সংরক্ষণ করে রাখা হয়েছে।

২য় রুকূ' (১১-১৯ আয়াত)-এর শিক্ষা

১. সকল সম্পদের মালিক আল্লাহ তা'আলা। তাঁর দেয়া সম্পদ তাঁর নির্দেশিত পথে ব্যয় করাই বান্দাহর কর্তব্য।

২. আল্লাহর পথে ধন-সম্পদ ব্যয় করাকে আল্লাহ 'উত্তম ঋণ' বলে অভিহিত করেছেন এবং তা বহুগুণে বাড়িয়ে ফেরত দেবেন বলে ওয়াদা করেছেন।

৩. আল্লাহকে 'করজে হাসানা' দান করার পরিপ্রেক্ষিতে তিনি তা বহুগুণে ফেরত দানের পর করজদাতাকে অতিরিক্ত পুরস্কারে ভূষিত করবেন।

৪. সাহাবায়ে কিরাম আল কুরআনে বর্ণিত আল্লাহ তা'আলার সকল ওয়াদা-প্রতিশ্রুতিতে দৃঢ় বিশ্বাসী ছিলেন, তাই তারা বিনা আপত্তিতে তাৎক্ষণিকভাবে সে অনুসারে আমল করা শুরু করতেন। প্রকৃত মু'মিন হতে হলে আমাদেরকেও তাঁর পথ অনুসরণ করতে হবে।

৫. কিয়ামতের দিন আল্লাহর পথে ব্যয়কারী মু'মিন নারী-পুরুষদের সামনে এবং ডানে নূর-এর আলোয় আলোকিত থাকবে। যার ফলে তারা সেই আলোকোজ্জ্বল পথে খুব সহজেই জান্নাতে পৌঁছে যাবে।

৬. মু'মিন নারী-পুরুষেরা জান্নাতের চিরস্থায়ী বাসিন্দা হবে। তারা জান্নাত থেকে কখনো বের হবে না, এমনকি সেখান থেকে বের হওয়ার কোনো আশংকাও তাদের মনে জাগবে না।

৭. আখিরাতে চিরস্থায়ী জান্নাত লাভ করতে পারাই হবে সবচেয়ে বড় সফলতা, দুনিয়াতে জীবন যত দুঃখ-কষ্টের মাধ্যমেই কাটুক না কেনো। কারণ আখিরাতের জীবনই হলো আসল জীবন।

৮. দুনিয়াতে বাতিলের দ্বন্দ্বে যারা নিরব দর্শকের ভূমিকা পালন করে এবং যে পক্ষ বিজয়ী হওয়ার সম্ভাবনা দেখা যায়, সে পক্ষে যোগ দেয়ার অপেক্ষায় থাকে, তারা মুনাফিক যদিও তারা নামাযও পড়ে এবং রোযাও থাকে।

৯. মুনাফিকরা আল্লাহর একত্ববাদ, মুহাম্মদ সা.-এর রিসালাতে এবং আখিরাতের পুরস্কার ও শাস্তির ব্যাপারে সন্দিহান। তাদের সন্দেহ-ই খাঁটিভাবে ঈমান আনতে বিরত রাখে, সুতরাং তাওহীদ, রিসালাত ও আখিরাতের প্রতি আমাদের ঈমানকে সুদৃঢ় রাখতে হবে।

১০. মুনাফিকরা কিয়ামতের দিন মু'মিনদের কাছে নূর বা আলো চাইবে, কিন্তু তাদেরকে আলো দেয়া হবে না, তাই তারা অন্ধকারে পথ হাতুড়ে মরবে।

১১. মুনাফিকদেরকে বলা হবে যে, তোমরা পেছনে ফিরে যাও এবং সেখান থেকে আলো নিয়ে এসো ; কিন্তু পেছনে যাওয়া আর কখনো সম্ভব হবে না।

১২. দুনিয়াতে মুনাফিকরা যদিও 'মুসলিম' পরিচয়ে মুসলিম সমাজেই মিলেমিশে বসবাস করেছিলো—এমনকি তারা নামায-রোযাও করেছিলো এবং মুখে মুখে আল্লাহ-রাসূলের নামও নিয়েছিলো—তবুও তারা দুঃখজনক পরিণতি থেকে রেহাই পাবে না।

১৩. হক ও বাতিলের দ্বন্দ্বে হকের পক্ষে জিহাদে অংশ না নেয়াই তাদের মুনাফিক হিসেবে গণ্য হওয়ার মূল কারণ।

১৪. মুনাফিকরা তাওহীদ, রিসালাত ও আখিরাতের ব্যাপারে সন্দিহান হয়ে থাকে, ফলে তারা অপেক্ষমান থাকে যে, হক ও বাতিলের দ্বন্দ্বে যেদিকে বিজয়ের সম্ভাবনা দেখে সেদিকে সমর্থন করে।

১৫. মুনাফিকদের নামায, রোযা, হজ্জ ও যাকাত ইত্যাদি কোনো ইবাদাত-ই আল্লাহর দরবারে গৃহীত হবে না।

১৬. আখিরাতে মুনাফিকদের স্থান হবে জাহান্নামের তলদেশে এবং সেখানে তারা চিরদিন থাকবে।

১৭. খালেস নিয়তে তাওবা করে নিফাক পরিত্যাগ করে তাওহীদ, রিসালাত ও আখিরাতে বিশ্বাস করে তদনুযায়ী সৎকর্ম করার মাধ্যমেই তাদের মুক্তির একমাত্র পথ।

১৮. মহাপ্রতারক শয়তানের ধোঁকায় পড়ে মুনাফিকরা দুনিয়ার জীবনকেই তাদের সকল আশা-আকাঙ্ক্ষার মূল লক্ষ্য স্থির করে নিয়েছিলো।

১৯. আখিরাতে তাদের এবং কাফিরদের পরিণামে কোনো পার্থক্য হবে না। তাদের ধন-সম্পদ সেখানে কোনো কাজে আসবে না এবং সেখানে তা দিয়ে আযাব থেকে মুক্তি লাভেরও কোনো সুযোগ থাকবে না।

২০. যাদের অন্তর আল্লাহর স্মরণে বিগলিত হবে এবং আল্লাহর দীনের কঠিন সময়ে তারা জান-মাল দিয়ে জিহাদ করবে তারাই প্রকৃত মু'মিন।

২১. আহলে কিতাবের কঠিন হৃদয়ের অধিকারী পাপাচারীদের মতো মু'মিনদের অন্তর কঠিন হবে না আল্লাহর দীনকে বিজয়ী করার জন্য মু'মিনরা সার্বক্ষণিক প্রস্তুত থাকবে—এটাই প্রকৃত মু'মিনের বৈশিষ্ট্য।

২২. শুষ্ক ও অনুর্বর ভূমির জন্য বৃষ্টিপাত যেমন সঞ্জীবনী শক্তি, তেমনি পথভ্রষ্ট মানব সমাজের জন্য রিসালাত ও ওহীর পরশ আল্লাহ তা'আলার বিশেষ রহমত স্বরূপ।

২৩. আল্লাহর নবী ও রাসূলগণই ছিলেন মানব জাতির জন্য সর্বাধিক কল্যাণকামী। মানব জাতির জন্য তাঁদের চেয়ে অধিক কল্যাণকামী আর কেউ হতে পারে না।

২৪. আল্লাহর পথে মু'মিনদের ব্যয়কে তিনি 'উত্তম ঋণ' হিসেবে গণ্য করেন—যা আখিরাতে বহুগুণ প্রবৃদ্ধি দান করে তিনি ফেরত দেবেন।

২৫. আল্লাহ তা'আলা ঋণের প্রতিদান তো বহুগুণে বাড়িয়ে দেবেনই ; উপরন্তু সম্মানজনক পুরস্কারও দেবেন।

২৬. যারা আল্লাহকে 'করজে হাসানা' দেবে তাদের জান্নাতে যাওয়ার পথ হবে আলোকোজ্জ্বল, যে পথে তারা স্বচ্ছন্দে জান্নাতে পৌঁছে যাবে।

২৭. আল্লাহর আয়াত অস্বীকারকারীরা অন্ধকার পথে হোঁচট খেতে খেতে জাহান্নামে পৌঁছবে। আর সেটাই হবে তাদের শেষ ঠিকানা।

❒

সূরা হিসেবে রুকূ'-৩
পারা হিসেবে রুকূ'-১৯
আয়াত সংখ্যা-৬

۞ اِعْلَمُوْٓا اَنَّمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَّلَهْوٌ وَّزِيْنَةٌ وَّتَفَاخُرٌۢ بَيْنَكُمْ وَ

২০. তোমরা জেনে রেখো ! এ দুনিয়ার জীবন তো শুধুমাত্র খেলাধুলা ও হাসি-তামাশা এবং জাঁকজমক আর তোমাদের মধ্যকার পারস্পরিক গর্ব-অহংকার ও

تَكَاثُرٌ فِى الْاَمْوَالِ وَالْاَوْلَادِ ؕ كَمَثَلِ غَيْثٍ اَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهٗ

ধন-সম্পদ এবং সন্তান-সন্ততিতে পারস্পরিক প্রাচুর্য লাভের প্রতিযোগিতা ; যেমন বৃষ্টি—তার দ্বারা উৎপন্ন উদ্ভিদ কৃষককে আনন্দিত করে

ثُمَّ يَهِيْجُ فَتَرٰىهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُوْنُ حُطَامًا ؕ وَفِى الْاٰخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيْدٌ ۙ

অতপর তা শুকিয়ে যায়, তখন তুমি তাকে হলদে বর্ণের দেখতে পাও, তারপর তা খড়-কুটায় পরিণত হয় ; আর আখিরাতে রয়েছে কঠিন শাস্তি

وَّمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللّٰهِ وَرِضْوَانٌ ؕ وَمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَآ اِلَّا مَتَاعُ الْغُرُوْرِ ○

এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে ক্ষমা ও সন্তুষ্টি ; আর দুনিয়ার জীবন নিছক ছলনাময় ভোগের সামগ্রী ছাড়া কিছু নয়।[৩৬]

(২০) اِعْلَمُوْا-তোমরা জেনে রেখো ; اَنَّمَا-শুধুমাত্র ; الْحَيٰوةُ-জীবন তো ; الدُّنْيَا-দুনিয়ার ; لَعِبٌ-খেলাধুলা ; وَ-ও ; لَهْوٌ-হাসি-তামাশা ; وَ-এবং ; زِيْنَةٌ-জাঁকজমক ; وَ-আর ; تَفَاخُرٌ-পারস্পরিক গর্ব-অহংকার ; بَيْنَكُمْ-তোমাদের মধ্যকার ; وَ-ও ; تَكَاثُرٌ-পারস্পরিক প্রাচুর্য লাভের প্রতিযোগিতা ; فِى الْاَمْوَالِ-ধন-সম্পদে ; وَ-এবং ; الْاَوْلَادِ-সন্তান-সন্ততিতে ; كَمَثَلِ-(ك+مثل)-যেমন ; غَيْثٍ-বৃষ্টি ; اَعْجَبَ-আনন্দিত করে ; الْكُفَّارَ-কৃষককে ; نَبَاتُهٗ-তার দ্বারা উৎপন্ন উদ্ভিদ ; ثُمَّ-অতপর ; يَهِيْجُ-তা শুকিয়ে যায় ; فَتَرٰىهُ-তখন তুমি তাকে দেখতে পাও ; مُصْفَرًّا-হলদে বর্ণের ; ثُمَّ-তারপর ; يَكُوْنُ-তা পরিণত হয় ; حُطَامًا-খড় কুটায় ; وَ-আর ; فِى الْاٰخِرَةِ-আখিরাতে রয়েছে ; عَذَابٌ-শাস্তি ; شَدِيْدٌ-কঠিন ; وَ-এবং ; مَغْفِرَةٌ-ক্ষমা ; مِنَ-পক্ষ থেকে ; اللّٰهِ-আল্লাহর ; وَ-ও ; رِضْوَانٌ-সন্তুষ্টি ; وَ-আর; مَا-কিছু নয় ; الْحَيٰوةُ-জীবন; الدُّنْيَا-দুনিয়ার ; اِلَّا-ছাড়া ; مَتَاعُ-নিছক ভোগের সামগ্রী ; الْغُرُوْرِ-ছলনাময়।

㉑ سَابِقُوْٓا اِلٰى مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَآءِ وَالْاَرْضِ

২১. তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে ক্ষমা লাভের জন্য তোমরা প্রতিযোগিতা করে দৌড়াও[৩৭] এবং (দৌড়াও) সেই জান্নাতের দিকে, যার প্রশস্ততা আসমান ও যমীনের প্রশস্ততার মতো—*

㉑ سَابِقُوْا-তোমরা প্রতিযোগিতা করে দৌড়াও ; اِلٰى-জন্য ; مَغْفِرَةٍ-ক্ষমা লাভের ; مِنْ-পক্ষ থেকে ; رَبِّكُمْ-(رب+كم)-তোমাদের প্রতিপালকের ; وَ-এবং ; جَنَّةٍ-সেই জান্নাতের দিকে (দৌড়াও) ; عَرْضُهَا-(عرض+ها)-যার প্রশস্ততা ; كَعَرْضِ-(ك+عرض)-প্রশস্ততার মতো ; السَّمَآءِ-আসমান ; وَ-ও ; الْاَرْضِ-যমীনের ;

৩৬. আয়াতে দুনিয়ার জীবনকে অবুজ শিশুদের খেলাধুলা এবং ক্ষণস্থায়ী চিত্তবিনোদনের সাথে তুলনা করা হয়েছে। শিশুদের খেলাধুলায় যেমন কোনো উপকারের উদ্দেশ্য থাকে না, তেমনি বড়দের খেলায়ও কিছুক্ষণের চিত্ত বিনোদন হয় মাত্র। এখানে মানুষকে একথা বোঝানোর চেষ্টা করা হয়েছে যে, দুনিয়ার জীবন আসলেই একটি নিতান্ত ক্ষণস্থায়ী জীবন। দুনিয়াতে যা কিছু সম্পদ আছে তা সবই নিকৃষ্ট, নগণ্য এবং ক্ষণস্থায়ী। মানুষ নিজেদের অজ্ঞতার কারণেই এসব জিনিসকে বড় কিছু মনে করে এবং ভাবে যে, এসব জিনিস অর্জিত হলেই সফলতা লাভ করা যাবে। অথচ দুনিয়াতে কাঙ্ক্ষিত ধন-সম্পদ ও ক্ষমতা-প্রতিপত্তি নিতান্তই নগণ্য এবং ক্ষণস্থায়ী। আবার এতেও কোনো বিপর্যয় আসলে দুনিয়াতেই তা ধ্বংস হয়ে যাওয়ার আশংকা সার্বক্ষণিক বিদ্যমান থাকে।

অপরদিকে আখিরাতের জীবন হলো এক বিশাল ও অনন্ত জীবন। সে জীবনে আল্লাহর ক্ষমা ও সন্তুষ্টি লাভ করতে পারাই মানুষের জন্য সবচেয়ে বড় সফলতা। সেই সফলতার সামনে দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী জীবনের সকল ধন-সম্পদ ও ক্ষমতা-প্রতিপত্তি নিতান্ত তুচ্ছ বলেও গণ্য করা যায় না। আর যদি সেখানে কেউ আল্লাহর আযাবে গ্রেফতার হয়ে যায়, তাহলে দুনিয়াতে তার আকাঙ্ক্ষিত সবকিছু পেয়ে থাকলেও তার সার্বিক ব্যর্থতা-ই প্রমাণিত হবে, এতে কোনো সন্দেহ-ই নেই।

৩৭. 'সাবিকূ' অর্থ তোমরা একে অপরকে পেছনে ফেলে অগ্রগামী-হওয়ার প্রতিযোগিতা করে দৌড়াতে থাকো। এ প্রতিযোগিতা দুনিয়ার ধন-সম্পদ ও ক্ষমতা-কর্তৃত্ব লাভের জন্য নয় ; বরং আখিরাতে আল্লাহর ক্ষমা ও সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য। এখন যে তোমরা দুনিয়ার ধন-সম্পদ ও ক্ষমতা-কর্তৃত্ব লাভের জন্য প্রতিযোগিতা করছো, তা পরিত্যাগ করো।

অর্থাৎ জীবন, স্বাস্থ্য ও শক্তি সামর্থ্যের কোনো বিশ্বাস নেই। অতএব সৎকাজে আলস্য না করে মৃত্যু ও অক্ষমতা আসার আগেই সৎকাজের পুঁজি সংগ্রহ করে নাও, যাতে সহজেই আল্লাহর সন্তুষ্টি ও ক্ষমা লাভ করে জান্নাতে পৌঁছে যেতে পারো।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. বলেন—"জিহাদে প্রথম সারিতে থাকার জন্য

أُعِدَّتْ لِلَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ ۚ ذَٰلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن

তা তৈরী করে রাখা হয়েছে তাদের জন্য, যারা ঈমান রাখে আল্লাহর প্রতি ও তাঁর রাসূলদের প্রতি, এটা আল্লাহর অনুগ্রহ, তিনি তা দান করেন, যাকে

يَشَاءُ ۚ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ﴿٢١﴾ مَا أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ

তিনি চান ; আর আল্লাহ মহান দয়ার মালিক। ২২. এমন কোনো বিপদ-মসীবত আপতিত হয় না যমীনে

وَلَا فِي أَنفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِّن قَبْلِ أَن نَّبْرَأَهَا ۚ إِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ

আর না তোমাদের জীবনে, কিন্তু তা আমার ঘটানোর আগেই[৩৯] একটি দপ্তরে সংরক্ষিত রয়েছে[৪০] ; নিশ্চয়ই এটা আল্লাহর জন্য

أُعِدَّتْ-তা তৈরী করে রাখা হয়েছে ; لِلَّذِينَ-তাদের জন্য যারা ; اٰمَنُوا-ঈমান রাখে ; (ب+الله)-بِاللّٰه-আল্লাহর প্রতি ; وَ-ও ; (رسل+ه)-رُسُلِهٖ-তাঁর রাসূলদের প্রতি ; ذٰلِكَ-এটা ; فَضْلُ-অনুগ্রহ ; اللّٰه-আল্লাহর ; (يؤتى+ه)-يُؤْتِيْهِ-তিনি তা দান করেন ; مَنْ-যাকে ; يَشَاءُ-তিনি চান ; وَ-আর ; اللّٰهُ-আল্লাহ ; ذُوْ-মালিক ; الْفَضْلِ-দয়ার ; الْعَظِيْمِ-মহান। ㉒ مَآ اَصَابَ-আপতিত হয় না ; مِنْ-কোনো ; مُّصِيْبَةٍ-এমন বিপদ-মসীবত ; (فى+ال+ارض)-فِى الْاَرْضِ-যমীনে ; وَ-আর ; لَا-না ; (فى+انفس+كم)-فِىٓ اَنْفُسِكُمْ-তোমাদের জীবনে ; اِلَّا-কিন্তু ; فِىْ كِتٰبٍ-তা একটি দপ্তরে সংরক্ষিত রয়েছে ; مِنْ قَبْلِ-আগেই ; (ان نبرا+ها)-اَنْ نَّبْرَاَهَا-তা আমার ঘটানোর ; اِنَّ-নিশ্চয়ই ; ذٰلِكَ-এটা ; عَلَى-জন্য ; اللّٰه-আল্লাহর ;

এগিয়ে যাও।" হযরত আনাস রা. বলেন—"জামাতের নামাযে প্রথম তাকবীরে উপস্থিত থাকার জন্য চেষ্টা করে যাও।" (রূহুল মা'আনী)

৩৮. এখানে জান্নাতের বিস্তৃতি বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ সমস্ত আকাশ জগত ও পৃথিবীর সমান জান্নাতের বিস্তৃতি হবে। গোটা বিশ্ব-জাহানই হবে একজন জান্নাতীর বিচরণ ক্ষেত্র। সেখানে সে যা চাইবে তা নিজের জায়গায় বসে বসেই দখতে পাবে এবং যেখানে যেতে চাইবে, বিনা বাধায় সে সেখানে যেতে পারবে।

৩৯. অর্থাৎ তোমাদের ওপর সমষ্টিগতভাবে যেসব বিপদ-মসীবত আসে, অথবা ব্যক্তিগতভাবে তোমাদের কারো ওপর যেসব বিপদ আপদ আসে।

৪০. অর্থাৎ সবকিছুই আমি একটি কিতাব তথা লাওহে মাহফুযে বিশ্ব-জগত সৃষ্টির আগেই লিখে রেখেছিলাম। 'বিপদ-মসীবত' দ্বারা এখানে দুর্ভিক্ষ, মহামারী, হানাহানী,

يَسِيرٌ ﴿٢٢﴾ لِّكَيْلَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ ۗ وَاللَّهُ

খুবই সহজ।[41] ২৩. এটা এজন্য, যেন তোমরা দুঃখিত না হও তার জন্য, যা তোমরা হারাও এবং তিনি যা তোমাদেরকে দিয়েছেন তার জন্য উল্লসিত না হও[42] ; আর আল্লাহ

لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ ﴿٢٣﴾ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ

ভালোবাসেন না কোনো অহংকারী ঔদ্ধতকে—২৪. যারা কৃপণতা করে এবং মানুষকে নির্দেশ দেয়

بِالْبُخْلِ ۗ وَمَن يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ ﴿٢٤﴾ لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا

কৃপণতা করতে[43] ; আর যে মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে (সে জেনে রাখুক) যে, নিশ্চয়ই আল্লাহ—তিনিই একমাত্র অভাবমুক্ত—প্রশংসিত।[44] ২৫. নিঃসন্দেহে আমি পাঠিয়েছিলাম আমার রাসূলদেরকে

يَسِيرٌ-খুবই সহজ। ﴿٢٣﴾ لِكَيْلَا تَأْسَوْا-(لكى+لاتاسوا)-এটা এজন্য যেন তোমরা দুঃখিত না হও ; عَلَىٰ-জন্য ; مَا-তার, যা ; فَاتَكُمْ-(فات+كم)-তোমরা হারাও ; وَ-এবং ; لَاتَفْرَحُوا-তোমরা উল্লসিত না হও ; بِمَا-(ب+ما)-তার জন্য যা ; اٰتٰكُمْ-(اتى+كم)-তিনি তোমাদেরকে দিয়েছেন ; وَ-আর ; اللّٰهُ-আল্লাহ ; لَايُحِبُّ-ভালোবাসেন না ; كُلَّ-কোনো ; مُخْتَالٍ-অহংকারী ; فَخُوْرٍ-ঔদ্ধতকে—﴿٢٤﴾ الَّذِيْنَ-যারা ; يَبْخَلُوْنَ-কৃপণতা করে ; وَ-এবং ; يَاْمُرُوْنَ-নির্দেশ দেয় ; النَّاسَ-মানুষকে ; بِالْبُخْلِ-(ب+ال+بخل)-কৃপণতা করতে ; وَ-আর ; مَنْ-যে ; يَتَوَلَّ-মুখ ফিরিয়ে নেয়; فَاِنَّ-(ف+ان)-তবে (সে জেনে রাখুক) যে, নিশ্চয়ই ; اللّٰهَ-আল্লাহ ; هُوَ-তিনিই ; الْغَنِيُّ-একমাত্র অভাবমুক্ত ; الْحَمِيْدُ-প্রশংসিত। ﴿٢٥﴾ لَقَدْ اَرْسَلْنَا-(ل+قد ارسلنا)-নিঃসন্দেহে আমি পাঠিয়ে ছিলাম ; رُسُلَنَا-(رسل+نا)-আমার রাসূলদেরকে ;

ব্যবসা-বাণিজ্যে ঘাটতি সম্পদ হানি, প্রিয়জনের মৃত্যু, রোগ-যন্ত্রণা ও ঘাত-প্রতিঘাত ইত্যাদি বুঝানো হয়েছে।

৪১. অর্থাৎ এসব কিছু ঘটার আগেই লিখে রাখা আল্লাহর জন্য কোনো কঠিন কাজ নয় ; বরং এটা অত্যন্ত সহজ কাজ।

৪২. অর্থাৎ তোমাদের ওপর যেসব ভয়-ভীতি, যুলুম-নির্যাতন, ক্ষুধা-দারিদ্র যা কিছুই আপতিত হচ্ছে, তা যে আমার পূর্ব-নির্ধারিত বিষয় তা তোমাদেরকে এজন্য জানিয়ে দেয়া হচ্ছে যাতে তোমরা হতাশ ও মনক্ষুণ্ন হয়ে না পড়ো, বরং আখিরাতে বিনিময় লাভের আশায় ধৈর্য অবলম্বন করো। আর তোমাদেরকে যেসব নিয়ামত দান করা

بِالْبَيِّنٰتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتٰبَ وَالْمِيْزَانَ لِيَقُوْمَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ ۚ

সুস্পষ্ট প্রমাণসহ এবং তাদের সাথে নাযিল করেছি কিতাব ও মীযান (মানদণ্ড) যাতে মানুষ ইনসাফের ওপর কায়েম থাকতে পারে ;[৪৫]

بِالْبَيِّنٰتِ-সুস্পষ্ট প্রমাণসহ ; وَ-এবং ; اَنْزَلْنَا-নাযিল করেছি ; مَعَهُمْ-(مع+هم)-তাদের সাথে ; الْكِتٰبَ-কিতাব ; وَ-ও ; الْمِيْزَانَ-মীযান (মানদণ্ড) ; لِيَقُوْمَ-যাতে কায়েম থাকতে পারে ; النَّاسُ-মানুষ ; بِالْقِسْطِ-(ب+ال+قسط)-ইনসাফের সাথে ;

হয়েছে, তাতেও তোমরা যেন গর্ব-অহংকারে মেতে না উঠ। বরং আমার প্রতি কৃতজ্ঞতা স্বরূপ আরো বেশী বেশী আনুগত্য প্রকাশ করো।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. বলেন—স্বাভাবিকভাবেই কোনো কোনো ব্যাপারে দুঃখিত হয়ে থাকে, আবার কোনো কোনো ব্যাপারে তারা আনন্দিত হয়ে থাকে। এমতাবস্থায় মানুষের উচিত দুঃখ-দৈন্যতায় সবরের মাধ্যমে এবং সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের সময় আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতার মাধ্যমে আখিরাতের পুরস্কার ও বিনিময় লাভের চেষ্টা করা। (রূহুল মা'আনী)

৪৩. এখানে মুনাফিকদের চরিত্রের দিকে ইংগীত করা হয়েছে। ঈমানের প্রকাশ্য স্বীকারোক্তি অনুসারে খাঁটি মু'মিন ও মুনাফিকদের মধ্যে কোনো পার্থক্য ছিলো না। বাহ্যিক দিক থেকে তারাও বিভিন্ন ইবাদাতে অংশগ্রহণ করতো ; কিন্তু নিষ্ঠা ও ঐকান্তিকতা না থাকায় সেসব আনুষ্ঠানিক ইবাদাত দ্বারা তাদের কোনো প্রশিক্ষণ সাধিত হয়নি। তারা তাদের সামান্য আর্থিক সচ্ছলতা ও কর্তৃত্ব লাভের ফলে অহংকারী হয়ে উঠেছিলো। তারা মৌখিকভাবে আল্লাহ বিশ্বাসী ও রাসূলের অনুসারীর স্বীকৃতি দিলেও তার জন্য যেমন নিজেরা কিছু খরচ করতে রাজী ছিলো না তেমনি অন্যদেরকেও আল্লাহর দীনের জন্য কিছু ব্যয় করতে নিষেধ করতো। আল্লাহ তা'আলা দুঃখ-দৈন্যতার কষ্টিপাথরে যাঁচাইয়ের মাধ্যমেই এসব মুনাফিকদেরকে খাঁটি মু'মিনদের থেকে আলাদা করে দিয়েছেন। আর খাঁটি মু'মিনদের হাতে দুনিয়ার নেতৃত্বের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব দান করেছিলেন। যার ফলে খেলাফতে রাশেদার যুগে দুনিয়ার মানুষ আল্লাহর দীনের বিজয়ী অবস্থার কল্যাণকারিতা দেখার সুযোগ পেয়েছিলো।

৪৪. অর্থাৎ কারো নিকট আল্লাহ তা'আলার কোনো কিছুর প্রয়োজন নেই এবং তিনি কারো কাছ থেকে কোনো প্রকার প্রশংসা পাওয়ার মুখাপেক্ষী নন। আল্লাহর কালাম ও রাসূলের উপদেশবাণী শোনার পরও কেউ যদি তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিজের গুমরাহীর ওপর অটল থাকে, তাতে আল্লাহর কোনো ক্ষতি নেই। আর কেউ গুমরাহী থেকে ফিরে এসে হিদায়াত লাভ করলেও আল্লাহর কোনো লাভ নেই। তিনি সকল প্রকার প্রয়োজনীয়তা থেকে মুক্ত।

৪৫. অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা তিনটি বিষয় দিয়ে রাসূলদেরকে দুনিয়াতে পাঠিয়েছিলেন—

وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ

আর আমি লৌহ নাযিল করেছি, যাতে রয়েছে প্রচণ্ড শক্তি এবং মানুষের জন্য অনেক প্রকার কল্যাণ ;[৪৬] আর (এটা এজন্য) যাতে আল্লাহ জেনে নিতে পারেন

وَ-আর ; اَنْزَلْنَا-আমি নাযিল করেছি ; الْحَدِيْدَ-লৌহ ; فِيْهِ-যাতে রয়েছে ; بَاْسٌ-শক্তি ; شَدِيْدٌ-প্রচণ্ড ; وَ-এবং ; مَنَافِعُ-অনেক প্রকার কল্যাণ ; لِلنَّاسِ-মানুষের জন্য ; وَ-আর ; لِيَعْلَمَ-(এটা এ জন্য) যাতে জেনে নিতে পারেন ; اللهُ-আল্লাহ ;

এক ঃ 'বাইয়্যেনাত' বা সুস্পষ্ট প্রমাণ যা তাঁদের আল্লাহর পক্ষ থেকে রাসূল হওয়ার প্রমাণ বহন করে। এ প্রমাণসমূহের মাধ্যমে এটা সুপ্রতিষ্ঠিত যে, তাঁরা যেটাকে সত্য বলে পেশ করেছেন সেটাই একমাত্র সত্য এবং তারা যেটাকে বাতিল হিসেবে চিহ্নিত করে দিয়েছেন সেটাই বাতিল। মানব জীবনে বিশ্বাস, চরিত্র, সৎকর্ম ও আদান-প্রদানের ক্ষেত্রে তাঁদের দিক-নির্দেশনাই একমাত্র সঠিক পথ।

দুই ঃ 'কিতাব'—মানব জীবনে প্রয়োজনীয় সকল দিক-নির্দেশনার জন্য মানুষকে একমাত্র এ কিতাবের শরণাপন্ন হতে হবে।

তিন ঃ মীযান—এটা হক ও বাতিলের মানদণ্ড। এটা মানুষের চিন্তা-চেতনা, নৈতিকতা ও পারস্পরিক লেনদেনে দাঁড়িপাল্লার মতোই ইনসাফ বা ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করবে।

আল্লাহ তা'আলা উপরোক্ত তিনটি বিষয় দিয়েই নবী-রাসূলদেরকে দুনিয়াতে পাঠিয়েছেন যাতে তাঁরা এগুলোর মাধ্যমে মানুষের ব্যক্তিগত জীবন থেকে নিয়ে সামাজিক জীবনের সর্বস্তরে তাদের অধিকার ও কর্তব্য পালনের ক্ষেত্রে ইনসাফ বা ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা করতে পারেন। নবী-রাসূলগণ মানুষের ব্যক্তিগত জীবনে যেমন ন্যায়-বিচার প্রতিষ্ঠায় তৎপর ছিলেন, তেমনি তাঁরা মানুষের সামাজিক জীবনেও ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠায় তৎপর ছিলেন, যাতে দুনিয়া থেকে যুলুম-অত্যাচার নির্মূল হয়ে মানব জীবনের সর্বস্তরে ভারসাম্য প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ব্যক্তি ও সমষ্টির মধ্যে পারস্পরিক উন্নতির পথে প্রতিবন্ধকতা দূর হয়ে সহযোগিতার নীতি প্রতিষ্ঠিত হয়।

৪৬. এ আয়াতে লৌহ নাযিল করা দ্বারা লৌহ সৃষ্টি করা বুঝানো হয়েছে। সূরা আয যুমার-এর ৬ আয়াতে চতুষ্পদ জন্তুর ব্যাপারেও 'নাযিল করা' কথাটি ব্যবহার করে সৃষ্টি করা বুঝানো হয়েছে। এর দ্বারা এটা বুঝানো হয়েছে যে, কোনো কিছুই আল্লাহর নির্দেশ ছাড়া নিজে নিজেই সৃষ্টি হয়নি।

তাছাড়া সৃষ্টি করাকে নাযিল বা অবতীর্ণ করা শব্দে ব্যক্ত করার দ্বারা এদিকেও ইংগীত পাওয়া যায় যে, সৃষ্টির অনেক আগেই এসবকিছু লাওহে মাহফুযে লিখিত ছিলো—এদিক থেকে দুনিয়ার সবকিছুই আসমান থেকে নাযিল করা হয়েছে। (রূহুল মা'আনী)

مَنْ يَنْصُرُهٗ وَرُسُلَهٗ بِالْغَيْبِ ۚ إِنَّ اللّٰهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ ۝

কে না দেখা সত্ত্বেও সাহায্য করে তাঁকে এবং তাঁর রাসূলদেরকে নিশ্চয়ই আল্লাহ মহাশক্তিধর প্রবল পরাক্রমশালী।[৪৭]

مَنْ-কে ; يَنْصُرُهٗ-(ينصر+ه)-তাঁকে সাহায্য করে ; وَ-এবং ; رُسُلَهٗ-(رسل+ه)-তাঁর রাসূলদেরকে; بِالْغَيْبِ-(ب+ال+غيب)-না দেখা সত্ত্বেও ; إِنَّ-নিশ্চয়ই ; اللّٰهَ-আল্লাহ ; قَوِيٌّ-মহাশক্তিধর ; عَزِيزٌ-প্রবল পরাক্রমশালী।

নবী-রাসূল পাঠানোর উদ্দেশ্য উল্লেখ করার পর পরই লৌহ্ নাযিল করার কথা বলা হয়েছে। এর দু'টো রহস্য বর্ণনা করা হয়েছে—

এক ঃ এতে রয়েছে প্রচণ্ড শক্তি—এখানে লৌহ্ দ্বারা রাজনৈতিক ও সামরিক শক্তির দিকে ইংগীত করা হয়েছে। কারণ এ শক্তির দ্বারাই আল্লাহর দীন কায়েমের বিরুদ্ধে শক্তির অপতৎপরতাকে নিয়ন্ত্রণে রাখা যায়। আর তাই দীন কায়েমের জন্য তথা দীনকে বিজয়ী করার জন্য, রাজনৈতিক ও সামরিক শক্তি অর্জনে সচেষ্ট হওয়াও নবী-রাসূলদেরকে পাঠানোর মূল উদ্দেশ্যাবলীর অন্তর্ভুক্ত।

দুই ঃ মানুষের জন্য লৌহতে রয়েছে আরো অনেক প্রকার কল্যাণ। একথা দ্বারা এদিকে ইংগীত করা হয়েছে যে, মানুষের জন্য কল্যাণকর শিল্প-সংস্কৃতি কল-কারখানা বর্তমানে যা আবিষ্কৃত হয়েছে এবং ভবিষ্যতে হবে, সবই লৌহের ওপর নির্ভরশীল। লোহা ছাড়া শিল্প কারখানা উন্নয়নের কথা চিন্তাই করা যায় না।

৪৭. এখানে আল্লাহকে সাহায্য করার অর্থ আল্লাহর প্রেরিত নবী রাসূলের সাহায্য করা। আল্লাহ তা'আলা নবী-রাসূলদের সাথে কিতাব, মীযান বা ইনসাফের মানদণ্ড এবং লৌহ নাযিল করেছেন। এসব কিছুর দ্বারা দুনিয়াতে তাঁরা ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা করবেন। যারা এ ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠায় বাধা সৃষ্টি করবে, তাদেরকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য লৌহ তথা রাজনৈতিক ও সামরিক শক্তি ব্যবহার করবেন। আর এ কাজে যারা নবী-রাসূলদেরকে সাহায্য করবে, তারাই আল্লাহর সাহায্যকারী হিসেবে পরিগণিত হবে। প্রকৃতপক্ষে এটা এমন একটা পরীক্ষা যার মাধ্যমে বাছাই হয়ে যায়—কারা তাদের ঈমানের দাবীতে নিষ্ঠাবান, কারা ঈমানের মৌখিক দাবীদার, আর কারা সত্যের সক্রিয় বিরোধী।

৩য় রুকূ' (২০-২৫ আয়াত)-এর শিক্ষা

১. মানুষের আসল জীবন হলো আখিরাতের জীবন। দুনিয়ার জীবন হলো কিছুক্ষণ হাসি-তামাশা মাত্র।

২. মানুষ দুনিয়াতে পারস্পরিক গর্ব-অহংকার, ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততিতে প্রাচুর্য লাভের প্রতিযোগিতায় লিপ্ত।

৩. দুনিয়াতে যা নিয়ে মানুষ অনর্থক প্রতিযোগিতায় লিপ্ত, আখিরাতে তার কানাকড়ি মূল্যও থাকবে না। যদি না তা দুনিয়াতে আল্লাহর নির্দেশিত উপায়ে অর্জিত হয় এবং তাঁর নির্দেশিত পথে ব্যবহার হয়।

৪. হালাল পথে সম্পদ অর্জিত না হলে ও আল্লাহর নির্ধারিত পথে ব্যয়িত না হলে আখিরাতে তা শাস্তির কারণ হয়ে দাঁড়াবে।

৫. সন্তান-সন্ততিকে দীনী শিক্ষা দিয়ে মুসলিম হিসেবে গড়ে না তুললে আখিরাতে তারা নিজেরা যেমন জাহান্নামের ইন্দন হবে। তেমনি পিতা-মাতা ও অভিভাবকদেরকেও জাহান্নামে টেনে নেবে।

৬. দুনিয়ার সকল দ্রব্য-সামগ্রী ক্ষণিকের উপভোগ ও ধোঁকার উপকরণ মাত্র। মৃত্যুর সাথে সাথেই মানুষের সামনে এ ধোঁকা ধরা পড়বে, কিন্তু তখন আর জীবনকে শুধরে নেয়ার কোনো উপায় অবশিষ্ট থাকবে না।

৭. মানুষের মৌলিক সফলতা হলো আখিরাতের অন্তহীন জীবনে আল্লাহর পক্ষ থেকে ক্ষমা ও তাঁর সন্তুষ্টি লাভ করতে পারা।

৮. সৎকর্মে পারস্পারিক প্রতিযোগিতার মাধ্যমে অগ্রগামী হয়ে আখিরাতে আল্লাহর ক্ষমা ও সন্তুষ্টি লাভের চেষ্টা করে যাওয়াই মানুষের মৌলিক কর্তব্য।

৯. মানুষের উচিত দুনিয়ার সকল সম্পদের মোহ পরিত্যাগ করে আখিরাতের স্থায়ী সম্পদ জান্নাত লাভের জন্য প্রতিযোগিতা করা।

১০. বিশ্ব-জগতের প্রশস্ততার মতো যে জান্নাতের প্রশস্ততা, তা নির্ধারণ করে রাখা হয়েছে সেসব মানুষের জন্য যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনীত জীবনব্যবস্থায় বিশ্বাস করে, সে অনুসারে নিজেদের জীবন গড়ে।

১১. আল্লাহ মহান দয়ার মালিক, তিনি যাকে চান দয়া করে হিদায়াত দান করার মাধ্যমে জান্নাতের অধিকারী করেন।

১২. বান্দাহর ওপর যেসব বিপদ-মসীবত আপতিত হয়, তা আল্লাহর পক্ষ থেকে অনেক আগেই লাওহে মাহফুযে লিপিবদ্ধ করে রাখা হয়েছে। সুতরাং বিপদ-মসীবতে হতাশ না হয়ে, তাকে আল্লাহর ফায়সালা মনে করে সবর করতে হবে।

১৩. বিপদ-মসীবত যেমন আল্লাহর পক্ষ থেকে পূর্ব-নির্ধারিত, তেমনি সকল সুখ-সম্পদও তাঁরই পক্ষ থেকে নির্ধারিত। সুতরাং বিপদ-মসীবতে যেমন আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ না হয়ে সবর করতে হবে, তেমনি সুখ-সম্পদেও উল্লসিত না হয়ে আল্লাহর শোকর আদায় করতে হবে।

১৪. আল্লাহর ভালোবাসা পেতে হলে অহংকার ও ঔদ্ধত্যকে সর্বোতভাবে পরিত্যাগ করতে হবে।

১৫. অহংকার ও উদ্ধত লোকেরাই আল্লাহর পথে অর্থ ব্যয় না করে কৃপণতা করে এবং অন্যদেরকেও আল্লাহর পথে অর্থ ব্যয়ে বাধা প্রদান করে।

১৬. আল্লাহর পথে অর্থব্যয় করা দ্বারা বান্দাহ তার নিজেরই কল্যাণ করে ; আল্লাহ তাঁর দানের মুখাপেক্ষী নন ; কেননা তিনি সকল প্রয়োজনীয়তা থেকে মুক্ত।

১৭. আল্লাহ তাঁর বান্দাহদের প্রশংসারও মুখাপেক্ষী নন ; সুতরাং কেউ আল্লাহর বিধান থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলে অথবা আল্লাহর গুণাবলীর প্রশংসা না করলে তাঁর কোনো লাভ-ক্ষতি নেই।

১৮. আল্লাহ তা'আলা সকল নবী-রাসূলকেই তিনটি জিনিস দিয়ে পাঠিয়েছেন—রিসালাতের সুস্পষ্ট প্রমাণ, কিতাব এবং মীযান বা ইনসাফের মানদণ্ড।

১৯. পৃথিবীতে ন্যায়-ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্যেই নবী-রাসূলদেরকে উল্লিখিত তিনটি জিনিস দিয়ে দুনিয়াতে পাঠিয়েছেন।

২০. ন্যায়-ইনসাফ প্রতিষ্ঠার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রকারী শক্তিকে দমনের জন্য আল্লাহ তা'আলা লৌহ নাযিল করেছেন।

২১. লৌহের মধ্যে রয়েছে রাজনৈতিক ও সামাজিক শক্তির উপাদান। সুতরাং আল্লাহর দীনের বিজয় এবং তা কায়েম রাখার জন্য রাজনৈতিক ও সামরিক শক্তি অর্জন করা অপরিহার্য।

২২. কল-কারখানা ও বৈষয়িক উন্নয়নের জন্য লৌহ এক অপরিহার্য উপাদান। সামরিক অস্ত্র-সম্ভার তৈরিও লৌহের ওপরই সম্পূর্ণ নির্ভরশীল।

২৩. আল্লাহ তা'আলা এসব বিষয় এজন্য নাযিল করেছেন, যাতে তাঁর নিষ্ঠাবান মু'মিন বান্দাহদেরকে বাছাই করে পুরস্কৃত করতে পারেন।

২৪. যারা আল্লাহ, তাঁর জান্নাত-জাহান্নাম ইত্যাদি না দেখে শুধুমাত্র তাঁর রাসূলের কথার ওপর ঈমান এনে ইসলামকে বিজয়ী করার জন্য জান-মাল দিয়ে সংগ্রাম করবে, তাদের জন্যই পুরস্কার স্বরূপ রয়েছে জান্নাত।

❐

সূরা হিসেবে রুকূ'-৪
পারা হিসেবে রুকূ'-২০
আয়াত সংখ্যা-৪

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَٰهِيمَ وَجَعَلْنَا فِى ذُرِّيَّتِهِمَا ٱلنُّبُوَّةَ وَٱلْكِتَـٰبَ ﴿٢٦﴾

২৬. আর নিঃসন্দেহে আমি[৪৮] নূহ ও ইবরাহীমকে রাসূল রূপে পাঠিয়েছিলাম এবং তাদের উভয়ের বংশধরদের মধ্যে নবুওয়াত ও কিতাবের ধারাবাহিকতা বজায় রেখেছিলাম,[৪৯]

فَمِنْهُم مُّهْتَدٍ ۖ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَـٰسِقُونَ ﴿٢٧﴾ ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلَىٰٓ ءَاثَـٰرِهِم بِرُسُلِنَا وَقَفَّيْنَا

কিন্তু তাদের মধ্য থেকে কতক হিদায়াতপ্রাপ্ত হয়েছে আর তাদের মধ্যকার অধিকাংশই হয়েছে পাপাচারী।[৫০] ২৭. অতপর তাঁদের পেছনে পেছনে তাদের পদ চিহ্নের ওপর আমার রাসূলদেরকে পাঠাতে থাকলাম এবং (তাদের) অনুগামী করলাম।

(২৬) وَ-আর ; لَقَدْ أَرْسَلْنَا-(ل+قد ارسلنا)-নিঃসন্দেহে আমি রাসূলরূপে পাঠিয়েছিলাম ; نُوحًا-নূহ ; وَ-ও ; إِبْرَاهِيمَ-ইবরাহীমকে ; وَ-এবং ; جَعَلْنَا-বজায় রেখেছিলাম ; فِي-মধ্যে ; ذُرِّيَّتِهِمَا-(ذرية+هما)-উভয়ের বংশধরদের ; النُّبُوَّةَ-নবুওয়াত ; وَ-ও ; الْكِتَابَ-কিতাবের ধারাবাহিকতা ; فَمِنْهُمْ-(ف+من+هم)-কিন্তু তাদের মধ্য থেকে কতক ; مُهْتَدٍ-হিদায়াতপ্রাপ্ত হয়েছে ; وَ-আর ; كَثِيرٌ-অধিকাংশই হয়েছে ; مِنْهُمْ-(من+هم)-তাদের মধ্যকার ; فَاسِقُونَ-পাপাচারী। (২৭) ثُمَّ-অতপর ; قَفَّيْنَا-তাদের পেছনে পাঠাতে থাকলাম ; عَلَى-ওপর ; آثَارِهِمْ-(اثار+هم)-তাদের পদচিহ্নের ; بِرُسُلِنَا-(ب+رسل+نا)-আমার রাসূলদেরকে ; وَ-এবং ; قَفَّيْنَا-অনুগামী করলাম ;

৪৮. মুহাম্মদ সা.-এর আগেকার যেসব নবীকে বাইয়েনাত, কিতাব ও মীযান সহকারে পাঠানো হয়েছিলো তাদের আনীত দীনে তাদের অনুসারীদের দ্বারা যেসব বিকৃতি সাধন হয়েছিলো তা এখানে বর্ণিত হয়েছে।

'বাইয়েনাত' অর্থ মু'জিযা বা নবুওয়াতের সুস্পষ্ট প্রমাণাদি। আর বিধানাবলীর জন্য কিতাব নাযিল করা হয়েছে। (ইবনে কাসীর)

৪৯. অর্থাৎ কিতাব নিয়ে শেষ রাসূলের আগে যেসব নবী-রাসূল এসেছিলেন তারা সকলেই নূহ আ. ও ইবরাহীম আ.-এর বংশধর ছিলেন।

৫০. অর্থাৎ সেসব নবী-রাসূলদের অল্প কিছু সংখ্যক ছাড়া অধিকাংশই অবাধ্য হয়ে গিয়েছে। তারা আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য বাদ দিয়ে নিজেদের কামনা-বাসনা ও নিজেদের উদ্ভাবিত বিদয়াতের অনুগত হয়ে গিয়েছিলো।

بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَاٰتَيْنٰهُ الْإِنْجِيلَ ۙ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ

ঈসা ইবনে মারইয়ামকে আর তাঁকে দান করলাম ইনজীল এবং যারা তাঁর অনুসরণ করেছিলো, আমি তাদের অন্তরে সৃষ্টি করে দিলাম

رَأْفَةً وَّرَحْمَةً ۚ وَرَهْبَانِيَّةَ ۨ ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنٰهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ

মায়া-মমতা ও দয়া-অনুগ্রহ[৫১] ; আর বৈরাগ্যবাদ—তাতো তারা নিজেরাই উদ্ভাবন করে নিয়েছে[৫২], আমি তা তাদের ওপর চাপিয়ে দেইনি—(তারা এটা করেছিলো) শুধুমাত্র খুঁজে পাওয়ার উদ্দেশ্যে

بِعِيسَى-ঈসা কে ; ابْنِ مَرْيَمَ-ইবনে মারইয়াম ; وَ-আর ; اٰتَيْنٰهُ-(اتينا+ه)-তাকে দান করলাম ; الْإِنْجِيلَ-ইনজীল ; وَ-এবং جَعَلْنَا-সৃষ্টি করে দিলাম ; فِي قُلُوبِ-অন্তরে ; الَّذِينَ-তাদের যারা ; اتَّبَعُوهُ-(اتبعوا+ه)-তার অনুসরণ করেছিলো; رَأْفَةً-মায়া-মমতা; وَ-ও ; رَحْمَةً-দয়া-অনুগ্রহ ; وَ-আর ; رَهْبَانِيَّةَ-বৈরাগ্যবাদ ; ابْتَدَعُوهَا-ن (ابتدعوا+ها)-তাতো নিজেরাই উদ্ভাবন করে নিয়েছে ; مَا كَتَبْنٰهَا-(ماكتبنا+ها)-আমি তা চাপিয়ে দেইনি ; عَلَيْهِمْ-(على+هم)-তাদের ওপর ; إِلَّا-(তারা এটা করেছিলো) শুধুমাত্র ; ابْتِغَاءَ-খুঁজে পাওয়ার উদ্দেশ্যে ;

৫১. 'রা'ফাতুন' ও 'রাহমাতুন' শব্দ দু'টো সমার্থবোধক হলেও এতে কিছুটা পার্থক্য রয়েছে। 'রা'ফাত' অর্থ অন্যের দুঃখ-কষ্ট দেখে অন্তরে জাগ্রত সদয় অনুভূতি আর 'রাহমাত' অর্থ সেই আবেগ যদ্দারা মানুষ দুঃখী মানুষকে সাহায্য করতে এগিয়ে আসে।

উল্লেখ্য যে, হযরত ঈসা আ. ছিলেন অত্যন্ত দয়ার্দ-হৃদয়। তাই তাঁর ওপর নাযিলকৃত ইঞ্জীলের সঠিক অনুসারী—বিশেষ করে ইসা আ.-এর সাহাবী তথা হাওয়ারীদের উল্লিখিত দু'টি গুণ উল্লেখ করা হয়েছে। ঈসা আ.-এর চরিত্রের প্রভাবেই তাদের মধ্যে এ গুণ সৃষ্টি হয়েছিলো। ফলে আল্লাহর বান্দাহদের জন্য তারা দয়া-অনুগ্রহ দেখাতো এবং অত্যন্ত সহানুভূতি সহকারে তাদের সেবা করতো।

৫২. 'রাহবানিয়্যাত' শব্দটি 'রাহবান'-এর সাথে সম্পর্কযুক্ত। 'রাহিব' ও 'রাহবান' শব্দদ্বয়ের অর্থ 'ভীত' বা যে ভয় করে। এ অর্থের দিক থেকে 'রাহবানিয়্যাত' বলা হলে অর্থ হবে ভীতদের পথ বা পন্থা। হযরত ঈসা আ.-এর পর বনী ইসরাঈলের মধ্যে পাপাচার ব্যাপক হারে ছড়িয়ে পড়ে। বিশেষত ধনাঢ্য ও ক্ষমতাসীন শাসক শ্রেণী ইঞ্জীলের বিধানাবলীর প্রতি প্রকাশ্য বিদ্রোহ শুরু করে। বনী ইসরাঈলের মধ্যেকার হকপন্থী আলেমগণ এবং সৎকর্মশীল লোকেরা এ পাপাচার ও ধর্মহীনতার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায়। শাসক শ্রেণী তাদের অনেককে হত্যা করে। যে কয়জন প্রাণে বেঁচে যায়, তাঁরা তাঁদের দীন ও ঈমান রক্ষার উদ্দেশ্যে লোকালয় থেকে দূরে চলে গেলেন এবং আল্লাহর ভয়ে সমস্ত আরাম-আয়েশ ত্যাগ করে, বিয়ে শাদী না করে

رِضْوَانِ اللّٰهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا ۚ فَاٰتَيْنَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْهُمْ اَجْرَهُمْ ۚ

আল্লাহর সন্তুষ্টি[৫৩], কিন্তু তা-ও তারা মেনে চলেনি, যথাযোগ্যভাবে যেভাবে তা মেনে চলা প্রয়োজন ছিলো[৫৪]; তবে তাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছিলো আমি তাদেরকে তাদের পুরস্কার দান করেছি ;

رِضْوَانِ-সন্তুষ্টি ; اللّٰهِ-আল্লাহর ; فَمَا رَعَوْهَا-কিন্তু তা-ও তারা মেনে চলেনি ; حَقَّ-যথাযোগ্যভাবে ; رِعَايَتِهَا-(رعاية+ها)-যেভাবে তা মেনে চলা প্রয়োজন ছিলো ; فَاٰتَيْنَا-(ف+اتينا)-তবে আমি দান করেছি ; الَّذِيْنَ-তাদেরকে যারা ; اٰمَنُوْا-ঈমান এনেছিলো ; مِنْهُمْ-(من+هم)-তাদের মধ্যে ; اَجْرَهُمْ-(اجر+هم)-তাদের পুরস্কার ;

এমনকি বৈধ ভোগ্য সামগ্রীও গ্রহণ না করে আল্লাহর ধ্যানে মগ্ন থেকে জীবনযাপনের সিদ্ধান্ত নেয়। তারা বসবাসের জন্য বাড়ীঘর নির্মাণ করাকেও নিজেদের জন্য নিষিদ্ধ করে নেয় এবং পাহাড়-জঙ্গল বা যাযাবরদের ন্যায় ভবঘুরে জীবনযাপনের সিদ্ধান্ত নেয়। তারা যেহেতু আল্লাহর ভয়ে এসব পথ-পন্থা গ্রহণ করে সে জন্য তাদেরকে রাহিব (ভীত) এবং তাদের গৃহীত পথ ও পন্থাকে 'রাহবানিয়্যাত' তথা সন্ন্যাসবাদ বলে আখ্যায়িত করা হয়।

৫৩. অর্থাৎ 'রাহবানিয়্যাত' তথা বৈরাগ্যবাদ বা সন্ন্যাসবাদ আমি তাদের ওপর চাপিয়ে দেইনি ; বরং তারাই আমার সন্তোষ লাভের আশায় নিজেরাই এটা উদ্ভাবন করে নিয়েছে।

এ আয়াত থেকে যে কথাটি সুস্পষ্ট হয়ে যায় তা হলো, দুনিয়াতে আগত নবী-রাসূলদের প্রচারিত কোনো ধর্মেই বৈরাগ্যবাদ বা সন্ন্যাসবাদ বিধিবদ্ধ ছিলো না। ঈসা আ.-এর পর তার অনুসারীদের মধ্যকার কতেক লোকই এ বিদআত-এর সূচনাকারী। সকল নবীর দীন ছিলো ইসলাম। আর ইসলামে বৈরাগ্যবাদ কখনো বিধিবদ্ধ ছিলো না। খ্রিস্টানরাই এর প্রবর্তক। রাসূলুল্লাহ সা.-এর একটি হাদীসে বর্ণিত আছে, তিনি ইরশাদ করেছেন—"ইসলামে কোনো বৈরাগ্যবাদ নেই।" তিনি আরো বলেছেন—"আল্লাহর পথে জিহাদ করাই এ উম্মতের 'রাহবানিয়্যাত' বা আধ্যাত্মিক উন্নতির পথ।"

হাদীস থেকে আরো জানা যায় যে, তিনজন সাহাবীর মধ্যে একজন বললেন, 'আমি সদা-সর্বদা সারারাত নামাযে কাটিয়ে দেবো।' দ্বিতীয়জন বললেন, 'আমি অবিরাম রোযা রাখবো।' তৃতীয়জন বললেন—'আমি কখনো বিয়ে করবো না এবং নারীদের সাথে কোনো সম্পর্কই রাখবো না।' সাহাবা তিন জনের এসব কথা শুনে তিনি ইরশাদ করলেন—"আল্লাহর কসম! আমি তোমাদের সকলের চেয়ে আল্লাহকে অধিক ভয় করি এবং তাকওয়া অবলম্বন করি ; কিন্তু (নফল) রোযাও রাখি ; রোযা না রেখেও থাকি এবং রাতের বেলা নামাযও পড়ি, নিদ্রাও যাই ; আমি নারীদের বিয়েও করি—এটাই আমার সুন্নাত। যে ব্যক্তি আমার সুন্নাতকে অপছন্দ করে, তার সাথে আমার কোনো সম্পর্ক নেই।

وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَسِقُونَ ﴿٢٧﴾ يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ

আর তাদের অধিকাংশই হলো পাপাচারী। ২৮. হে যারা ঈমান এনেছো, তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং তাঁর রাসূল (মুহাম্মদ সা.)-এর প্রতি ঈমান আনো—[৫৫]

وَ-আর ; كَثِيرٌ-অধিকাংশই হলো ; مِّنْهُمْ-(من+هم)-তাদের ; فَسِقُونَ-পাপাচারী। ㉘ يَأَيُّهَا-হে ; الَّذِينَ-যারা ; آمَنُوا-ঈমান এনেছো ; اتَّقُوا-তোমরা ভয় করো ; اللَّهَ - আল্লাহকে ; وَ-এবং ; آمِنُوا-ঈমান আনো ; بِرَسُولِهِ-রাসূল (মুহাম্মদ সা.)-এর প্রতি ;

হযরত আনাস রা. থেকে বর্ণিত একটি হাদীসে আছে যে, রাসূলুল্লাহ সা. বলতেন—"তোমরা নিজেদের ওপর কঠোরতা আরোপ করো না, তাহলে আল্লাহও তোমাদের প্রতি কঠোর হবেন ; একটি জাতি কঠোরতা অবলম্বন করলে আল্লাহও তাদেরকে কঠোরভাবে পাকড়াও করলেন ; তারা এবং তাদের অবশিষ্ট লোকেরা গীর্জা ও উপাসনালয়ে বর্তমান আছে।"(আবু দাউদ)

৫৪. এখানে খ্রিস্টানদের দু'টো বিভ্রান্তির কথা উল্লেখিত হয়েছে। তাদের প্রথম বিভ্রান্তি হলো, তারা নিজেদের ওপর এমন সব কঠোর বিধি-বিধান আরোপ করে নিয়েছিলো, যা মানুষের স্বভাব-প্রকৃতির বিরোধী এবং এসব বিধি-বিধান আল্লাহ তাদের ওপর আরোপ করেননি। আর ঈসা আ.-ও তাদেরকে এমন কঠোর পন্থা অবলম্বন করতে নির্দেশ দেননি। তারা নিজেরাই এসব কঠোরতা নিজেদের ওপর চাপিয়ে নিয়েছে।

তাদের দ্বিতীয় বিভ্রান্তি হলো, তারা যেসব বিধি-বিধান নিজেদের ওপর আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে চাপিয়ে নিয়েছিলো, তারা সেসব বিধি-নিষেধ পালনে ব্যর্থ হয়েছে। কারণ মানব প্রকৃতির বিরুদ্ধে এসব বিধি-নিষেধ ব্যর্থ হতে বাধ্য। এখানে এমন কিছু মনে করার কোনো কারণ নেই যে, তারা যদি তাদের অবলম্বিত বৈরাগ্যবাদের বিধি-নিষেধগুলো সঠিকভাবে মেনে চলতে পারতো, তাহলে তারা আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ করতে সামর্থ হতো। কেননা, বৈরাগ্যবাদের সাথে ইসলামের কোনো দূরতম সম্পর্ক-ও নেই। কোনো নবী-রাসূলই এ ধরনের কোনো কঠোরতা মানুষের ওপর চাপিয়ে দেননি। তাদের এসব কর্মকাণ্ড যেহেতু তাদের নিজেদের উদ্ভাবিত, তাই এ পথে আখিরাতে মুক্তিলাভ সম্ভব নয়। দুনিয়াতেই বৈরাগ্যবাদের ব্যর্থতা সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ পেয়েছে। তাদের আচার-আচরণ দ্বারা আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের পরিবর্তে তাঁর গযব খরিদ করে নিয়েছে।

বৈরাগ্যবাদীদের কলংকজনক ঘটনায় ইতিহাসের পাতা পরিপূর্ণ। এ সম্পর্কে বিস্তারিত অবগতির জন্য তাফহীমুল কুরআন ১৬ খণ্ড সূরা হাদীদের টীকা ৫৪ দ্রষ্টব্য।

৫৫. "হে যারা ঈমান এনেছো"—এ আয়াতে সেসব মুসলমানদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে যারা মুহাম্মদ সা.-এর প্রতি ঈমান এনে মুসলিম উম্মাহর মধ্যে শামিল হয়েছে।

يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ رَّحْمَتِهٖ وَيَجْعَلْ لَّكُمْ نُوْرًا تَمْشُوْنَ بِهٖ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ؕ

তিনি তাঁর রহমত থেকে তোমাদেরকে দ্বিগুণ প্রতিদান দেবেন আর তোমাদেরকে এমন নূর দান করবেন যা নিয়ে তোমরা চলাফেরা করবে[৬], এবং তোমাদেরকে ক্ষমা করে দেবেন[৭] ;

يُؤْتِكُمْ-(يؤت+كم)-তিনি তোমাদেরকে দেবেন ; كِفْلَيْنِ-দ্বিগুণ ; مِنْ-থেকে ; رَحْمَتِهٖ-(رحمة+ه)-তাঁর রহমত থেকে ; وَ-আর ; يَجْعَلْ-দান করবেন ; لَكُمْ-তোমাদেরকে ; نُوْرًا-এমন নূর ; تَمْشُوْنَ-তোমরা চলাফেরা করবে ; بِهٖ-যা নিয়ে ; وَ-এবং ; يَغْفِرْ-ক্ষমা করে দেবেন ; لَكُمْ-তোমাদেরকে ;

তাদেরকে বলা হয়েছে যে, তোমরা যারা মৌখিকভাবে ঈমান এনেছো, তোমরা সরল মনে নিষ্ঠার সাথে ঈমান গ্রহণ করো এবং ঈমানের হক আদায় করো এভাবে তোমরা দ্বিগুণ পুরস্কার লাভ করবে। একটি পুরস্কার কুফরী ত্যাগ করে ইসলাম গ্রহণের জন্য। দ্বিতীয় পুরস্কার নিষ্ঠা ও ঐকান্তিকতা সহকারে ইসলামের খেদমত করা ও ঈমানের ওপর সুদৃঢ়ভাবে দাঁড়িয়ে থাকার জন্য। সূরা সাবা ৩৭ আয়াতে এর সমর্থন পাওয়া যায়। সেখানে বলা হয়েছে—"তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্তুতি এমন নয়, যা তোমাদেরকে মর্যাদায় আমার নিকটবর্তী করে দেবে ; অবশ্য যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে, তারাই তাদের কাজের বহুগুণ পুরস্কার পাবে এবং তারা (জান্নাতের) কক্ষগুলোতে নিরাপদে থাকবে।" সূরার বিষয়বস্তুর আলোকে আলোচ্য আয়াতের এ ব্যাখ্যা অধিক সামঞ্জস্যপূর্ণ বলে মনে হয়।

তাফসীরকারদের এক দলের মতে, আলোচ্য আয়াতে সেসব লোকদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে, যারা প্রথমে হযরত ঈসা আ.-এর প্রতি ঈমান এনেছিলো অতপর মুহাম্মদ সা.-এর আবির্ভাব হলে তাঁর প্রতি ঈমান এনেছিলো। তাদেরকে বলা হয়েছে যে, তাদেরকে দ্বিগুণ পুরস্কার দেয়া হবে—একটি পুরস্কার ঈসা আ.-এর প্রতি ঈমান আনার জন্য, আর অপর পুরস্কার মুহাম্মদ সা.-এর প্রতি ঈমান আনার জন্য। সূরা আল কাসাস-এর ৫২ থেকে ৫৪ আয়াতে এর সমর্থন রয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে—"ইতিপূর্বে আমি যাদেরকে কিতাব দিয়েছিলাম, তারা এর (কুরআনের) প্রতি বিশ্বাস করে। যখন তাদের সামনে এটা (কুরআন) তিলাওয়াত করা হয়, তখন তারা বলে—আমরা এর প্রতি ঈমান আনলাম, এটা আমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে আগত সত্য, আমরা তো এর আগেও মুসলিম ছিলাম। এদের সবরের কারণে এদের দু'বার পুরস্কৃত করা হবে, তারা ভালো দিয়ে মন্দের মুকাবিলা করে এবং আমি তাদেরকে যা দিয়েছি তা থেকে ব্যয় করে।" এ ছাড়া হযরত আবু মূসা আশ'আরী রা. থেকে বর্ণিত একটি হাদীসেও এর প্রতি সমর্থন রয়েছে। রাসূলুল্লাহ সা. ইরশাদ করেছেন, তিন ব্যক্তির জন্য দ্বিগুণ পুরস্কার রয়েছে, তার মধ্যে একজন সে ব্যক্তি যে আগেকার নবীর প্রতি ঈমান এনেছিলো, অতপর মুহাম্মদ সা.-এর প্রতিও ঈমান এনেছে।

এখানে উভয় ব্যাখ্যাই গুরুত্বপূর্ণ। অতএব উভয় ব্যাখ্যাই গ্রহণযোগ্য।

وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿٢٩﴾ لِّئَلَّا يَعْلَمَ اَهْلُ الْكِتٰبِ اَلَّا يَقْدِرُوْنَ عَلٰى شَيْءٍ مِّنْ فَضْلِ اللّٰهِ

আর আল্লাহ হলেন পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়াময়। ২৯. (তোমাদের প্রতি আল্লাহর এ অনুগ্রহ এজন্য) যাতে আহলে কিতাবগণ জানতে পারে যে, আল্লাহর অনুগ্রহের ওপর তাদের কিছুমাত্রও অধিকার নেই,

وَاَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللّٰهِ يُؤْتِيْهِ مَنْ يَّشَآءُ ۚ وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ ﴿﴾

এবং সকল অনুগ্রহ নিরংকুশভাবে আল্লাহরই হাতে রয়েছে, তিনি যাকে চান তা তিনি দান করেন, আর আল্লাহ হলেন সকল অনুগ্রহের মালিক—সুমহান।

وَ-আর ; اللّٰهُ-আল্লাহ হলেন ; غَفُوْرٌ-পরম ক্ষমাশীল ; رَّحِيْمٌ-পরম দয়াময়। ﴿২৯﴾ لِّئَلَّا-(তোমাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ এজন্য) যাতে ; يَعْلَمَ-জানতে পারে ; اَهْلُ الْكِتٰبِ-আহলে কিতাবগণ ; اَلَّا يَقْدِرُوْنَ-(ان+لايقدرون)-যে, তাদের অধিকার নেই ; عَلٰى-ওপর ; شَيْءٍ-কিছুমাত্রও ; مِّنْ فَضْلِ-অনুগ্রহের ; اللّٰهِ-আল্লাহর ; وَ-এবং ; اَنَّ ; الْفَضْلَ-নিরংকুশভাবে সকল অনুগ্রহ ; بِيَدِ-(ب+يد)-হাতে রয়েছে ; اللّٰهِ-আল্লাহরই; يُؤْتِيْهِ-(يؤتى+ه)-তিনি তা দান করেন ; مَنْ-যাকে ; يَّشَآءُ-তিনি চান ; وَ-আর ; اللّٰهُ-আল্লাহ হলেন ; ذُو-মালিক ; الْفَضْلِ-সকল অনুগ্রহের ; الْعَظِيْمِ-সুমহান।

৫৬. অর্থাৎ তোমরা যদি মুহাম্মদ সা.-এর প্রতি ঈমান আন এবং আল্লাহকে ভয় করো, তাহলে আল্লাহ তোমাদেরকে আখিরাতে দ্বিগুণ পুরস্কার তো দেবেন, তার সাথে সাথে তোমাদেরকে দীনের এমন জ্ঞান দান করবেন যার সাহায্যে তোমরা হক ও বাতিলের মধ্যে পার্থক্য করতে সক্ষম হবে এবং সেই জ্ঞানের আলো দ্বারা দুনিয়াতে জাহেলিয়াতের অন্ধকার পথে নির্বিঘ্নে হকের পথে চলতে সক্ষম হবে।

৫৭. অর্থাৎ ঈমান আনার আগে জাহেলী জীবনে তোমাদের দ্বারা যেসব ত্রুটি-বিচ্যুতি হয়েছে এবং ঈমান আনার পরেও তোমাদের আন্তরিক প্রচেষ্টা থাকা সত্ত্বেও যেসব ভুল-ত্রুটি তোমরা করে ফেলেছো, সেসব অপরাধ তিনি ক্ষমা করে দেবেন।

৪র্থ রুকূ' (২৬-২৯ আয়াত)-এর শিক্ষা

১. হযরত নূহ আ. এবং তাঁর পরে হযরত ইবরাহীম আ.-কে আল্লাহ তা'আলা রাসূল হিসেবে মানবজাতির হিদায়াতের জন্য পাঠিয়েছেন।

২. হযরত নূহ আ. ও ইবরাহীম আ.-এর পরে শেষ নবী মুহাম্মদ সা. পর্যন্ত দুনিয়াতে যত নবী-রাসূল এসেছেন তারা সকলেই ছিলেন উল্লিখিত দু'জন নবীর বংশধরদের অন্তর্ভুক্ত।

৩. নবী-রাসূলদের বংশধরদের মধ্য থেকে অনেকেই পথভ্রষ্ট হয়ে পাপাচারী হয়ে গিয়েছিলো ; আবার অনেকেই হিদায়াতের ওপরে দৃঢ়ভাবে টিকে ছিলেন।

৪. হযরত মুহাম্মদ সা.-এর আগে দুনিয়াতে হযরত ঈসা আ.-কে আল্লাহ তা'আলা রাসূল হিসেবে পাঠিয়েছিলেন।

৫. হযরত ঈসা আ.-এর সঠিক অনুসারীদের অন্তরে আল্লাহ তা'আলা মানবজাতির প্রতি দয়া-অনুগ্রহ সৃষ্টি করে দিয়েছিলেন, যার ফলে তারা দুনিয়াতে মানব সেবার কাজে উদাহরণ সৃষ্টি করেছিলো।

৬. পরবর্তীকালে ঈসা আ.-এর অনুগত লোকেরা তাঁর শিক্ষা থেকে দূরে সরে গিয়ে রাহবানিয়্যাত তথা বৈরাগ্যবাদ-এর বিদআত উদ্ভাবন করেছিলো, যা আল্লাহ তা'আলার বিধান ছিলো না।

৭. কোনো নবী-রাসূল বৈরাগ্যবাদ-এর শিক্ষা দান করেননি এবং এটা কোনো কালেই ইসলামের বিধান ছিলো না।

৮. বৈরাগ্যবাদ মানুষের স্বভাব-প্রকৃতি বিরোধী একটি ভ্রান্ত মতবাদ। এর দ্বারা কখনো আল্লাহর সন্তোষ অর্জন সম্ভব নয়।

৯. মানুষের স্বভাব-প্রকৃতির বিরোধী কোনো বিধান ইসলামের বিধান হতে পারে না। আপাত দৃষ্টিতে তা যতই ভালো মনে হোক না কেনো।

১০. কোনো নবী-রাসূলের প্রচারিত ধর্ম মানব প্রকৃতির বিরোধী ছিলো না। সুতরাং নবী রাসূলদের শিক্ষার সাথে সাংঘর্ষিক কোনো বিধানের মাধ্যমে আখিরাতের মুক্তি সম্ভব নয়।

১১. হযরত ঈসা আ.-এর অনুসারীদের মধ্য থেকে যারা মুহাম্মদ সা.-এর নবুওয়াতকাল পেয়েছিলো এবং তাঁর প্রতি ঈমান এনেছিলো, তাঁরা আখিরাতে দ্বিগুণ পুরস্কার লাভ করবে—একটি ঈসা আ.-এর প্রতি ঈমান আনার জন্য। অপরটি মুহাম্মদ সা.-এর প্রতি ঈমান আনার জন্য।

১২. আল্লাহ তা'আলা নিষ্ঠাবান মু'মিন ও মুত্তাকীদেরকে দুনিয়াতে দীনী-ইলমের নূর দান করবেন, যার সাহায্যে তারা হক ও বাতিলের মধ্যে পার্থক্য করতে সমর্থ হবে এবং হকের পথে সহজেই চলতে পারবে।

১৩. আল্লাহ তা'আলা নিষ্ঠাবান মু'মিনদের ঈমান গ্রহণের আগের সকল গুনাহ এবং পরের অনিচ্ছাকৃত সকল ত্রুটি-বিচ্যুতি ক্ষমা করে দেবেন।

১৪. আল্লাহ তা'আলার চেয়ে ক্ষমাশীল এবং দয়াময় আর কেউ নেই—হতে পারে না।

১৫. আল্লাহর অনুগ্রহ ও ক্ষমা লাভ করার জন্য তিনি ছাড়া আর কারো দ্বারস্থ হওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই ; কারণ তাঁর এ ক্ষমতা একমাত্র তাঁর নিজের হাতেই রয়েছে।

১৬. আল্লাহ যাকে চান তাকে তাঁর দয়া-অনুগ্রহ দান করেন। আল্লাহর সিদ্ধান্তে বাধা দেয়ার ক্ষমতা কারো নেই।

১৭. আল্লাহ মহান, তিনি তাঁর অনুগ্রহ, ন্যায় ও ইনসাফপূর্ণভাবে তার মাখলুকের প্রতি বণ্টন করেন।

❐

সূরা আল মুজাদালা-মাদানী
আয়াত ঃ ২২
রুকূ' ঃ ৩

নামকরণ

সূরার প্রথম আয়াতের 'তুজাদিলুকা' শব্দ থেকে এর নাম 'মুজাদালাহ' বা 'মুজাদিলাহ' রাখা হয়েছে। 'মুজাদালা' অর্থ বিতর্ক বা আলোচনা ; আর 'মুজাদিলাহ' অর্থ বিতর্ককারিণী। এ নামকরণের দ্বারা সেই মহিলার দিকে ইংগীত করা হয়েছে, যে তার স্বামীর যিহারের ঘটনা রাসূলুল্লাহ সা.-এর নিকট পেশ করে তার সমাধানের জন্য পীড়াপীড়ি করছিলো যাতে সে এবং তার সন্তানদের জীবন ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা পায়।

নাযিলের সময়কাল

হাদীসের কোনো বর্ণনা দ্বারা এ সূরার নাযিলকাল সম্পর্কে সুস্পষ্ট কিছু জানা যায় না। তবে সূরা আহযাবের ৪র্থ আয়াতে উল্লিখিত যিহার সম্পর্কিত প্রাথমিক বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে অনুমান করা যায় যে, এ সূরা ৫ম হিজরীর শাওয়াল মাসে সংঘটিত আহযাব যুদ্ধের পরে নাযিল হয়েছে। সূরা আহযাবের উল্লিখিত আয়াতে যিহার সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আভাস পাওয়া গেছে। সেখানে যিহারের বিস্তারিত বিধান দেয়া হয়নি।

অতপর আলোচ্য সূরায় যিহারের বিস্তারিত বিধান দেয়া হয়েছে। এ থেকে অনুমিত হয় যে, আলোচ্য সূরার প্রাথমিক আয়াতগুলো ৫ম হিজরীর শাওয়াল মাসের পরে নাযিল হয়েছে।

আলোচ্য বিষয়

আলোচ্য সূরায় তৎকালীন মুসলিম সমাজের বিদ্যমান সমস্যাসমূহ সম্পর্কে দিক-নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। একটি সুসভ্য জাতি হিসেবে গড়ে উঠার জন্য তাদের এসব সমস্যাসমূহ কাটিয়ে উঠা অত্যন্ত জরুরী ছিলো।

নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ সম্পর্কে এ সূরার দিকনির্দেশনা দেয়া হয়েছে—

এক ঃ তৎকালীন জাহেলী সমাজে একটি কুপ্রথা প্রচলিত ছিলো যে, তারা স্ত্রীদের সাথে মতপার্থক্যের পরিপ্রেক্ষিতে স্ত্রীদেরকে বা স্ত্রীদের শরীরের কোনো অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে তাদের মায়েদের সাথে বা মায়েদের কোনো অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সাথে তুলনা করার মাধ্যমে স্ত্রীদেরকে নিজেদের জন্য চিরতরে হারাম করে নিতো। মুসলমানদের কারো কারো মধ্যে এ কুপ্রথা তখনো বিদ্যমান ছিলো। এটাকে শরয়ী পরিভাষায় 'যিহার' বলা হয়। হযরত আওস ইবনে সামিত রা. একবার তাঁর স্ত্রী খাওলা রা.-কে বললেন—তুমি আমার পক্ষে আমার মায়ের পিঠের মতো অর্থাৎ হারাম। এ ঘটনার পর হযরত খাওলা রা. এ সম্পর্কে শরীয়তের বিধান জানার জন্য রাসূলুল্লাহ সা.-এর নিকট গেলেন। অত্র সূরার প্রথম দিকের ৬টি আয়াতে আল্লাহ তা'আলা যিহারের শরয়ী বিধান নাযিল করেছেন।

দুই ঃ এরপর থেকে ১০ আয়াত পর্যন্ত মুনাফিকদের আচরণের তীব্র সমালোচনার মাধ্যমে মুসলমানদেরকে সতর্ক করে দেয়া হয়েছে। মুনাফিকরা ইসলাম ও মুসলমানদের ক্ষতি করার উদ্দেশ্যে নানারকম গোপন শলা-পরামর্শ করতো। তারা রাসূলুল্লাহ সা.-কে ইয়াহুদীদের মতো সালাম দিতো, যার দ্বারা বদ দোয়ার অর্থ বুঝাতো। এ পর্যায়ে আল্লাহ তা'আলা মুসলমানদেরকে সান্ত্বনা দিয়েছেন যে, মুনাফিকরা তোমাদের কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। অতএব তোমরা আল্লাহর ওপর পূর্ণ ভরসা রেখে নিজের কাজ করে যাও। মুসলমানদেরকে শিক্ষা দেয়া হয়েছে যে, তোমাদের পারস্পরিক শলা-পরামর্শ হবে দীনী কাজ এবং তাকওয়া বা পরহেযগারী অর্জনের জন্য। গুনাহ, যুলুম ও বাড়াবাড়ির উদ্দেশ্যে শলা-পরামর্শ করা মুসলমানদের কাজ হতে পারে না।

তিন ঃ অতপর সূরার ১১ থেকে ১৩ আয়াতে মুসলমানদের কিছু কিছু সামাজিক আদব-কায়দা বা শিষ্টাচার শিক্ষা দেয়া হয়েছে। এ পর্যায়ে তাদেরকে মজলিসের আদব-কায়দা শিক্ষা দেয়া হয়েছে। যেমন কোনো মজলিসে আগে আসা লোকেরা নিজেরা নড়েচড়ে বসে পরে আসা লোকদেরকে জায়গা করে দেয়া। রাসূলুল্লাহ সা.-এর মজলিসে এমন অবস্থা হতো যে, আগে আসা লোকেরা নিজ নিজ স্থানে অনড় হয়ে বসে থাকতো। অথচ ভেতরে তখনো অনেক জায়গা থাকতো। তখন পরে আসা লোকেরা দাঁড়িয়ে থাকতো অথবা অন্যদেরকে ডিঙিয়ে ভেতরে যেতে হতো। এতে বিশৃংখলা সৃষ্টি হতো। এ ক্ষেত্রে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, তোমরা নড়েচড়ে বা একটু গুটিয়ে বসে পরে আসা লোকদেরকে স্থান করে দাও।

চার ঃ মুসলমানদের আর একটি শিষ্টাচার শিক্ষা দেয়া হয়েছে যে, তোমরা যখন কোনো প্রয়োজনে রাসূলুল্লাহ সা.-এর নিকট যাও, তখন অনর্থক বসে না থেকে নিজের প্রয়োজন সেরে যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি চলে যাও। কারণ সেখানে অনর্থক বসে থাকা রাসূলুল্লাহ সা.-এর কষ্টের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। তিনি তোমাদেরকে প্রকাশ্যে উঠে যেতে বললে তোমাদের নিকট খারাপ লাগবে ; আর ইংগীতে তোমাদেরকে উঠে যাওয়ার কথা বললেও তোমরা তা শুনেও বুঝতে চেষ্টা করবে না। তাঁর সময় তো অনেক মূল্যবান, তাঁকে আরো অনেককে সময় দিতে হয়, সুতরাং তোমাদেরকে অবশ্যই এদিকে খেয়াল রাখতে হবে।

পাঁচ ঃ মানুষের আরেকটি অপছন্দনীয় আচরণ হলো—নেতৃস্থানীয় লোকদের সাথে অযথা একান্তে কথা বলার চেষ্টা করা। রাসূলুল্লাহ সা.-এর সাথেও তখনকার মুসলমানদের একান্তে কথা বলার প্রবণতা ছিলো। এতে তাঁর কষ্ট হতো। তাদের এ আচরণ নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে এবং তাদেরকে সতর্ক করে দেয়ার জন্য আল্লাহ তা'আলা রাসূলুল্লাহ সা.-এর সাথে একান্তে কথা বলার আগে সাদকা দান করা বাধ্যতামূলক করে নির্দেশ জারী করেছেন। অতপর যখন মানুষের এ অনাকাঙ্ক্ষিত আচরণ সংশোধন হয়ে গেলো, তখন রাসূলের সাথে আলোচনার আগে সাদকা প্রদানের নির্দেশও রহিত হয়ে গেলো।

ছয় ঃ সূরার ১৪ আয়াত থেকে শেষ পর্যন্ত যথার্থ নিঃস্বার্থ মু'মিনের মানদণ্ড সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। কারণ মুসলমানদের মধ্যে খাঁটি মু'মিন, মুনাফিক ও দুর্বল ঈমানের অধিকারী মানুষ সব মিলেমিশে গিয়েছিলো। কিছু কিছু মুসলমান ইসলামের শত্রুদের সাথে বন্ধুত্ব রাখে। তারা স্বার্থের খাতিরে ইসলামের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করতেও কুণ্ঠাবোধ করে না। তারা ইসলামের মধ্যে নানা রকম সন্দেহ-সংশয় খুঁজে বেড়ায় এবং সেসব প্রচার করে মানুষকে ঈমানের পথে আসতে বাধা প্রদান করে। তারা নিজেদের মুসলিম পরিচয় ও ঈমানের মিথ্যা দাবীকে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করে।

অপরদিকে খাঁটি মুসলমানরা দীনের ব্যাপারে কারো সাথে আপোষ করে না। যারা আল্লাহর দীনের শত্রু তাদেরকে তাঁরা নিজেদের শত্রু বলে মনে করে। যদিও দীনের শত্রুতাকারীরা তাদের মাতা-পিতা, ভাই-বেরাদার বা স্ত্রী-পুত্র, পরিজন তথা ঘনিষ্ঠ আত্মীয়-স্বজন হোক না কেনো। এ শ্রেণীর মুসলমানদের অন্তরে আল্লাহ তা'আলা ঈমানকে দৃঢ়মূল করে দিয়েছেন এবং নিজের পক্ষ থেকে তাদের জন্য রূহানী শক্তি দান করেছেন। যার ফলে তারা আল্লাহর দলের অন্তর্ভুক্ত হয়ে জান্নাত লাভের যোগ্যতা লাভ করেছে। আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট। তারাও আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট। আখিরাতে এমন লোকেরাই হবে সফলকাম।

❐

① قَدْ سَمِعَ اللّٰهُ قَوْلَ الَّتِيْ تُجَادِلُكَ فِيْ زَوْجِهَا وَتَشْتَكِيْٓ

১. নিঃসন্দেহে আল্লাহ তার (সেই স্ত্রীলোকটির) কথা শুনেছেন[১], যে তার স্বামী সম্পর্কে আপনার সাথে বাদানুবাদ করছে এবং ফরিয়াদ করছে

إِلَى اللّٰهِ ۖ وَاللّٰهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا ۚ إِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌۢ بَصِيْرٌ ② اَلَّذِيْنَ

আল্লাহর কাছে ; আর আল্লাহ আপনাদের উভয়ের কথাবার্তা শুনছেন[২] ; নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বশ্রোতা সর্বদ্রষ্টা। ২. যারা

① قَدْ سَمِعَ-নিঃসন্দেহে শুনেছেন ; اللّٰهُ-আল্লাহ ; قَوْلَ-কথা ; الَّتِيْ-তার (সেই স্ত্রীলোকটির) যে ; تُجَادِلُكَ-(تجادل+ك)-আপনার সাথে বাদানুবাদ করছে ; فِيْ-সম্পর্কে ; زَوْجِهَا-(زوج+ها)-তার স্বামী ; وَ-এবং ; تَشْتَكِيْ-ফরিয়াদ করছে ; اِلَى-কাছে ; اللّٰهِ-আল্লাহর ; وَ-আর ; اللّٰهُ-আল্লাহ ; يَسْمَعُ-শুনছেন ; تَحَاوُرَكُمَا-(تحاور+كما)-আপনাদের উভয়ের কথাবার্তা ; اِنَّ-নিশ্চয়ই ; اللّٰهَ-আল্লাহ ; سَمِيْعٌ-সর্বশ্রোতা ; بَصِيْرٌ-সর্বদ্রষ্টা। ② الَّذِيْنَ-যারা ;

১. আল্লাহ তাআলা স্ত্রীলোকটির কথা শুনেছেন—অর্থাৎ তার দোয়া কবুল করেছেন এবং তাকে সমূহ বিপদ থেকে রক্ষা করেছেন।

২. আয়াতে ইংগীতে উল্লিখিত স্ত্রীলোকটি ছিলেন হযরত খাওলা বিনতে সা'লাবা রা.। তিনি তাঁর স্বামী হযরত আওস ইবনে সামেত রা.-এর বিরুদ্ধে এ অভিযোগ নিয়ে রাসূলুল্লাহ সা.-এর খেদমতে হাজির হয়েছেন যে, তাঁর স্বামী তাঁর সাথে যিহার করেছেন, এখন তাঁর ও তাঁর সন্তানদের ভরণ-পোষণ ও অন্যান্য খরচাদি কিভাবে চলবে। আল্লাহর কাছেও তিনি বারংবার এ সমস্যার সমাধানের জন্য দোয়া করতে থাকেন। যার ফলে আল্লাহ তা'আলা তার দোয়া কবুল করে তাঁকে সম্মানিত করেছেন। অতপর আলোচ্য আয়াতসমূহ নাযিলের মাধ্যমে যিহারের পূর্ণাংগ বিধান নাযিল করেন।

এ ঘটনার পর সাহাবায়ে কিরামের কাছে হযরত খাওলা বিনতে সা'লাবা রা.-এর সম্মান মর্যাদা অত্যন্ত বেড়ে যায়। কেননা তাঁর দোয়া আল্লাহর দরবারে কবুল হওয়ার এবং সেমতে ওহী নাযিলের মাধ্যমে যিহারের পূর্ণাংগ বিধান দেয়ার এ ব্যাপার কোনো ছোট ব্যাপার ছিলো না।

يُظٰهِرُوْنَ مِنْكُمْ مِّنْ نِّسَآئِهِمْ مَّا هُنَّ اُمَّهٰتِهِمْ ؕ اِنْ اُمَّهٰتُهُمْ اِلَّا الّٰٓـِٔیْ

যিহার করে তোমাদের মধ্য থেকে নিজেদের স্ত্রীদের সাথে৩, (তারা জেনে রাখুক) তারা (স্ত্রীরা) তাদের মাতা নয় ; তাদের মাতা তো ওরা ছাড়া কেউ নয় যারা

وَلَدْنَهُمْ ؕ وَاِنَّهُمْ لَيَقُوْلُوْنَ مُنْكَرًا مِّنَ الْقَوْلِ وَزُوْرًا ؕ وَاِنَّ اللّٰهَ

তাদেরকে জন্মদান করেছে৪ ; আর অবশ্যই তারা (যেহার করতে গিয়ে) বলে একটি অসঙ্গত ও মিথ্যা কথা৫ ; আর আল্লাহ অবশ্যই

يُظٰهِرُوْنَ-যিহার করে ; مِنْكُمْ-(من+كم)-তোমাদের মধ্য থেকে ; مِنْ-সাথে ; نِسَآئِهِمْ-(نساء+هم)-নিজেদের স্ত্রীদের ; مَا-(তারা জেনে রাখুক) নয় ; هُنَّ-তারা (স্ত্রীরা) ; اُمَّهٰتِهِمْ-(امهات+هم)-তাদের মাতা; اِنْ اُمَّهٰتُهُمْ-তাদের মাতা তো কেউ নয়; اِلَّا-ছাড়া; الّٰٓـِٔیْ-ওরা, যারা ; وَلَدْنَهُمْ-(ولدن+هم)-তাদেরকে জন্মদান করেছে; وَ-আর ; اِنَّهُمْ-(ان+هم)-অবশ্যই তারা ; لَيَقُوْلُوْنَ-(যিহার করতে গিয়ে) বলে ; مُنْكَرًا-অসঙ্গত ; مِنَ الْقَوْلِ-কথা ; وَ-ও ; زُوْرًا-মিথ্যা ; وَ-আর ; اِنَّ-অবশ্যই ; اللّٰهَ-আল্লাহ ;

নিম্নোক্ত ঘটনা থেকে সাহাবায়ে কিরামের কাছে তাঁর মর্যাদা সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যাবে—

একবার দ্বিতীয় খলীফা হযরত ওমর রা. তাঁর খিলাফতকালে কতেক সংগীসহ কোথাও যাচ্ছিলেন। পথে এক বয়স্কা মহিলা তাঁকে থামতে বললে তিনি মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে পড়লেন এবং মহিলার কথা শেষ না হওয়া পর্যন্ত একইভাবে দাঁড়িয়ে থাকলেন। সাথীদের একজন বললেন, "হে আমীরুল মু'মিনীন, একজন বৃদ্ধা মহিলার জন্য আপনি কুরাইশ নেতৃবৃন্দকে এতো সময় দাঁড় করিয়ে রেখেছেন কেনো ?" তিনি বললেন, "সে কে, তা-কি তুমি জানো ? ইনি হলেন খাওলা বিনতে সা'লাবা, যার অভিযোগ সাত আসমানের ওপর গৃহীত হয়েছে। আল্লাহর কসম, তিনি যদি আমাকে সারা রাত দাঁড় করিয়ে রাখতেন, তাহলেও আমি দাঁড়িয়ে থাকতাম। শুধুমাত্র নামাযের সময় ওযর পেশ করতাম।"

৩. 'ইউযাহিরুনা' শব্দটি 'যিহার' শব্দ থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ সওয়ারী বা বাহন বানানো। ইসলাম পূর্বকালে আরবে একটি প্রচলন ছিলো যে, কেউ যদি তার স্ত্রীর সাথে ঝগড়া করে চিরতরে তার সাথে দাম্পত্য সম্পর্ক ছিন্ন করার সিদ্ধান্ত নিতো, তাহলে স্ত্রীকে বলে দিতো "আনতা আলাইয়া কা-যাহরে উম্মী" অর্থাৎ তুমি আমার নিকট আমার মায়ের পিঠের মতোই হারাম। এটা বলার দ্বারা তারা স্ত্রীকে চিরতরে হারাম করে নিত। এখানে পেটই আসল উদ্দেশ্য, কিন্তু রূপক ভঙ্গিতে পিঠ উল্লেখ করা হয়েছে। (কুরতুবী)

لَعَفُوٌّ غَفُورٌ ③ وَالَّذِينَ يُظٰهِرُونَ مِن نِّسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا

নিশ্চিত গুনাহ মাফকারী, অত্যন্ত ক্ষমাশীল।[৬] ৩. আর যারা[৭] নিজেদের স্ত্রীদের কারো সাথে যিহার করে, অতপর যা তারা বলেছে তা থেকে ফিরে আসতে চায়[৮],

لَعَفُوٌّ-(ل+عفو)-নিশ্চিত গুনাহ মাফকারী ; غَفُورٌ-অত্যন্ত ক্ষমাশীল। ③وَ-আর ; الَّذِينَ-যারা ; يُظٰهِرُونَ-যিহার করে ; مِنْ-কারো সাথে ; نِسَائِهِمْ-নিজেদের স্ত্রীদের ; ثُمَّ-অতপর ; يَعُودُونَ-ফিরে আসতে চায় ; لِمَا-তা থেকে যা ; قَالُوا-তারা বলেছে ;

জাহেলী সমাজে এটা তালাকের চেয়ে কঠোর ছিলো। এভাবে স্ত্রীকে হারাম করার উদ্দেশ্যে তাকে মা, বোন বা মেয়ে তথা 'বিবাহ নিষিদ্ধ' কোনো স্ত্রীলোকের সাথে তুলনা করাকে 'যিহার' বলা হয়। আরবরা তালাক দেয়ার পর স্ত্রীকে ফিরিয়ে নেয়া যায় বলে মনে করতো, কিন্তু স্ত্রীর সাথে যিহার করার পর তাকে চিরতরে হারাম বলে মনে করতো।

৪. অর্থাৎ কোনো মূর্খ তার স্ত্রীকে মুখে মুখে 'মা' বলে ফেললে স্ত্রী 'মা' হয়ে যায় না ; কারণ 'মা' একমাত্র সেই মহিলা যিনি তাকে প্রসব করেছেন। সুতরাং বিবেক-বুদ্ধির নীতি-নৈতিকতা ও আইন-কানুন ইত্যাদি কোনো বিচারেই স্ত্রী 'মা' হতে পারে না। এটা যিহার সম্পর্কে আল্লাহর ফায়সালা।

৫. অর্থাৎ যিহার-এর কোনো বৈধতা নেই বরং এটা একটা অপছন্দনীয় ও অসার-মিথ্যা কথা। কেউ যদি স্ত্রীকে বিচ্ছিন্ন করে দিতে চায়, তার জন্য বৈধ পন্থা হচ্ছে তালাক। স্ত্রীকে মায়ের সাথে তুলনা করার কথা কোনো সুশীল-সভ্য মানুষ কল্পনাও করতে পারে না। স্ত্রীকে মায়ের মর্যাদা দেয়ারও কোনো অধিকার আল্লাহ কাউকে দেননি। একজন নারীকে কিছুদিন স্ত্রী হিসেবে ব্যবহার করবে, আবার চাইলেই তাকে মায়ের মর্যাদা দান করবে এমন অধিকার আল্লাহ তাকে দেননি। কেননা সে আইন রচয়িতা নয়, আইনের রচয়িতা একমাত্র আল্লাহ। আল্লাহ তা'আলা দাদী, নানী, শাশুড়ী দুধমাতা এবং রাসূলুল্লাহ সা.-এর স্ত্রীগণকেই শুধুমাত্র মাতৃত্বের মর্যাদায় আসীন করেছেন। স্ত্রীতো দূরের কথা দুনিয়ার কোনো নারীকেই এ মর্যাদা দেয়া যেতে পারে না। অতএব 'যিহার' করা একটা অর্থহীন গুনাহের কাজ এবং শাস্তিযোগ্য অপরাধ।

৬. অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা গুনাহ মাফকারী ও অত্যন্ত ক্ষমাশীল হওয়ার কারণে তোমাদের যিহারের মতো জঘন্য গুনাহ ও মিথ্যার জন্য তোমাদেরকে কঠিন শাস্তি না দিয়ে ক্ষমা করে দিয়েছেন এবং তোমাদের পারিবারিক জীবনকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করেছেন। তিনি তোমাদের এ গুরুতর অপরাধের জন্য একটি ইবাদাতকে লঘু শাস্তি হিসেবে আবশ্যক করে দিয়েছেন। এতে গোলাম আযাদের বিধান দিয়ে আর্থিক শাস্তি অপরাগতায় দু' মাস লাগাতার রোযা রাখার বিধান দিয়ে শারীরিক শাস্তির বিধান দেয়া হয়েছে। এর সামর্থ না থাকলে ৬০ জন মিসকীনকে খাদ্য দানে লঘু শাস্তির মাধ্যমে এ সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান দেয়া হয়েছে।

فَتَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ مِّنْ قَبْلِ اَنْ يَّتَمَاسَّا ۚ ذٰلِكُمْ تُوْعَظُوْنَ بِهٖ ۚ وَاللّٰهُ

তখন একে অপরকে স্পর্শ করার আগে তারা যেন একটি গোলাম আযাদ করে দেয় ; এটা এজন্য যে, এর দ্বারা তোমাদেরকে উপদেশ দেয়া হচ্ছে[৯]; আর আল্লাহ হলেন—

فَتَحْرِيْرُ-তখন যেন তারা আযাদ করে দেয় ; رَقَبَةٍ-একটি গোলাম ; مِّنْ قَبْلِ-আগে ; اَنْ يَّتَمَاسَّا-একে অপরকে স্পর্শ করার ; ذٰلِكُمْ-(ذا+ل+كم)-এটা এজন্য যে ; تُوْعَظُوْنَ-তোমাদেরকে উপদেশ দেয়া হচ্ছে ; بِهٖ-এর দ্বারা ; وَ-আর ; اللّٰهُ-আল্লাহ হলেন ;

৭. যিহারের শরয়ী বিধানের বর্ণনা এখান থেকে শুরু হয়েছে। রাসূলুল্লাহ সা.-এর সময়ে যিহারের যেসব ঘটনা সংঘটিত হয়েছিলো, সেসব ঘটনার সমাধান তিনি এসব আয়াতের বিধান থেকেই দিয়েছিলেন। তাঁর সেসব সিদ্ধান্তের ওপর ভিত্তি করেই ইসলামে যিহার সম্পর্কিত বিস্তারিত বিধান রচিত হয়েছে। রাসূলুল্লাহ সা.-এর সময়কালে যিহার-এর চারটি ঘটনা হাদীস থেকে জানা যায়। এর মধ্যে প্রথম ঘটনা হলো আওস ইবনে সামেত আনসারী রা. ও তাঁর স্ত্রী খাওলা বিনতে সা'লাবা রা.-এর ঘটনা। দ্বিতীয় ঘটনার ব্যক্তির নাম জানা যায়নি। এসব ঘটনা হাদীসের নির্ভরযোগ্য বর্ণনা সূত্রে জানা যায়। এসব হাদীস থেকে আলোচ্য আয়াতসমূহের যিহার সম্পর্কিত বিধান ভালোভাবে জানা যায়।

৮. অর্থাৎ যিহার করার দ্বারা স্ত্রীকে হারাম করার সে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলো তা পরিবর্তন করতে চায় তথা স্ত্রীর সাথে মেলামেশা করতে চায়, তাহলে এর কাফ্ফারা হিসেবে একটি গোলাম বা ক্রীতদাস আযাদ করতে হবে।

এ থেকে জানা গেলো যে, স্ত্রীর সাথে মেলামেশা হালাল হওয়ার উদ্দেশ্যেই কাফ্ফারা ওয়াজিব হয়েছে। খোদ 'যিহার' কাফ্ফারার কারণ নয়। বরং যিহার করা এমন গুনাহ যার কাফ্ফারা হলো তাওবা করা ও ক্ষমা প্রার্থনা করা। আয়াতের শেষে 'লা-আফুউন গাফুর' বলে সেদিকেই ইংগীত করা হয়েছে। তাই যিহার করার পর যদি স্ত্রীর সাথে মেলামেশা করতে না চায়, তাহলে তাকে কাফ্ফারা দিতে হবে না। তবে স্ত্রীর অধিকার ক্ষুণ্ন করা জায়েয নয়। স্ত্রী দাবী করলে কাফ্ফারা আদায় করে মেলামেশা করা অথবা স্ত্রীকে তালাক দিয়ে মুক্ত করে দেয়া ওয়াজিব। স্বামী যদি স্বেচ্ছায় এতে রাজী না হয় তাহলে স্ত্রী আদালতের আশ্রয় নিয়ে তাকে বাধ্য করতে পারে।

৯. অর্থাৎ তোমাদেরকে সুসভ্য ও রুচিশীল মানুষে উন্নীত করার জন্য এটা তোমাদের জন্য উপদেশ বাণী। যাতে তোমরা জাহেলী আচার-আচরণ থেকে ফিরে আস। স্ত্রীর সাথে তোমাদের বিবাদ হবে ভদ্র ও রুচিশীল মানুষের মতো। স্ত্রীকে তালাক না দিয়ে যদি উপায় না থাকে তাহলে সরাসরি শরীয়তের নিয়ম অনুসারে তালাক দাও। মু'মিনরা যিহারের মতো জাহেলী নীতির অনুসারী হতে পারে না।

بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ④ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ

তোমরা যা করছো সে সম্পর্কে সম্যক অবহিত।[১০] ৪. তবে যে ব্যক্তি পায়নি (কোনো গোলাম) তবে সে যেন লাগাতার দু' মাস রোযা রাখে—আগেই

أَن يَتَمَاسَّا ۖ فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا ۚ ذَٰلِكَ لِتُؤْمِنُوا

পরস্পরকে স্পর্শ করার ; অতপর যে (রোযা রাখার) শক্তি রাখে না, তবে সে যেন ষাটজন মিসকীনকে খাওয়ায়[১১], এটা এজন্য যে, তোমরা যেন ঈমান আন

بِمَا-সে সম্পর্কে যা ; تَعْمَلُونَ-তোমরা করছো ; خَبِيرٌ-সম্যক অবহিত।④ فَمَنْ-(ف+من)-তবে যে ব্যক্তি ; لَمْ يَجِدْ-পায়নি (কোনো গোলাম) ; فَصِيَامُ-(ف+صيام)-তবে সে যেন রোযা রাখে ; شَهْرَيْنِ-দু'মাস ; مُتَتَابِعَيْنِ-লাগাতার ; مِنْ قَبْلِ-আগেই ; أَنْ يَتَمَاسَّا-পরস্পরকে স্পর্শ করার ; فَمَنْ-(ف+من)-অতপর যে ; لَمْ يَسْتَطِعْ-(রোযা রাখার) শক্তি রাখে না ; فَإِطْعَامُ-(ف+اطعام)-তবে সে যেন খাওয়ায়; سِتِّينَ-ষাটজন; مِسْكِينًا-মিসকীনকে ; ذَٰلِكَ-এটা এজন্য যে ; لِتُؤْمِنُوا-তোমরা যেন ঈমান আন ;

১০. অর্থাৎ তোমরা কাউকে না শুনিয়ে যদি চুপে চুপে যিহার করো এবং কাফ্‌ফারা না দিয়ে তা প্রত্যাহার করে নাও তথা স্ত্রীর সাথে মেলামেশা শুরু করো, তাহলে দুনিয়ার কেউ তা না জানলেও আল্লাহ্ তা জানেন এবং এ কাজের জন্য তোমাদেরকে অবশ্যই শাস্তি দেবেন। কেননা তিনি তোমাদের গোপন-প্রকাশ্য সব কাজের খবর রাখেন।

১১. এ আয়াতে যিহার সম্পর্কে আল্লাহর নির্দেশ বর্ণিত হয়েছে। এ আয়াত এবং রাসূলুল্লাহ সা.-এর এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত এবং ইসলামের সাধারণ নীতিমালার ওপর ভিত্তি করে ইসলামের ফকীহ তথা আইনজ্ঞগণ যে বিধান দিয়েছেন তা নিম্নরূপ—

এক ঃ ইসলামী আইনের বিধানাবলী তিনটি ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত। প্রথমত যিহার দ্বারা বিবাহ বন্ধন ছিন্ন হয় না। দ্বিতীয়ত, যিহার দ্বারা স্ত্রী সাময়িকভাবে স্বামীর জন্য হারাম বা নিষিদ্ধ হয়ে যায়। তৃতীয়ত, স্বামী কর্তৃক কাফ্‌ফারা আদায় না করা পর্যন্ত এ হারাম বা নিষিদ্ধতা বহাল থাকে। কাফ্‌ফারাই একমাত্র এ নিষিদ্ধতা রহিত করতে পারে।

দুই ঃ যিহার গ্রহণযোগ্য হওয়ার জন্য স্বামীকে সুস্থ-বুদ্ধি, প্রাপ্ত-বয়স্ক, সজ্ঞান ও সচেতন হতে হবে। কেউ ইচ্ছাকৃত নেশাগ্রস্ত হলে এবং সে অবস্থায় যিহার করলে তা গ্রহণ যোগ্য হবে ; কেননা সে ইচ্ছা করেই নিজের ওপর এ অবস্থা চাপিয়ে নিয়েছে।

শুধুমাত্র মুসলমান স্বামীর যিহারই গ্রহণযোগ্য হবে। কেননা আয়াতে 'ইউযাহিরূনা মিনকুম' বলে মুসলমানদেরকেই সম্বোধন করা হয়েছে।

কোনো মহিলা যদি পুরুষের মতো তার স্বামীকে বলে যে, তুমি আমার জন্য আমার 'পিতার মতো' অথবা যদি বলে, 'আমি তোমার জন্য তোমার মায়ের মতো' তাহলে স্ত্রীর এ বক্তব্য যিহার হিসেবে গণ্য হবে না।

তিন ঃ সুস্থ বিবেক-বুদ্ধিসম্পন্ন সজ্ঞান ব্যক্তির হাসি-তামাশা, আদর-সোহাগী বা স্বাভাবিক অবস্থায় যিহারের শব্দাবলী উচ্চারণ করলেই তা যিহার বলে গণ্য হবে।

চার ঃ বিবাহিতা স্ত্রীর সাথেই শুধুমাত্র যিহার করা যায়। কেউ যদি কোনো নারীকে বলে যে, 'আমি যদি তোমাকে বিয়ে করি, তাহলে তুমি আমার জন্য আমার মায়ের পিঠের মতো' এরূপ ক্ষেত্রে সে যখনই সেই নারীকে বিয়ে করুক না কেনো, কাফ্ফারা আদায় ছাড়া তাকে স্পর্শ করা তার জন্য বৈধ হবে না। হযরত উমর রা.-এর ফতোয়া এটাই ছিলো।

পাঁচ ঃ হানাফী ও শাফেয়ী আইনবিদদের মতে সময়-নির্দিষ্ট যিহার নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত কার্যকর থাকবে। এ সময়ের মধ্যে স্ত্রীকে স্পর্শ করার জন্য কাফ্ফারা আদায় করতে হবে। নির্দিষ্ট সময় শেষ হয়ে গেলে যিহারের হুকুম অকার্যকর হয়ে যাবে।

ছয় ঃ শর্তযুক্ত যিহারের শর্ত ভঙ্গ হলেই কাফ্ফারা দিতে হবে।

সাত ঃ একাধিকবার যিহারের বাক্য উচ্চারণ করলে তা একই বৈঠকে হোক বা বিভিন্ন বৈঠকে—যতবার বলা হবে ততবার কাফ্ফারা দিতে হবে।

আট ঃ একাধিক স্ত্রীর সাথে এক সাথে যিহার করলে প্রত্যেককে হালাল করার জন্য আলাদা আলাদা কাফ্ফারা দিতে হবে।

নয় ঃ একবার যিহারের কাফ্ফারা দেয়ার পর পুনরায় যিহার করলে পুনরায় কাফ্ফারা দিতে হবে।

দশ ঃ কাফ্ফারা দেয়ার আগেই স্ত্রীর সাথে মেলামেশা করা গুনাহ্। কেউ যদি এমন করে তবে তাকে একটি কাফ্ফারা দিতে হবে। তবে তার একাজের জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাওয়া উচিত এবং এমন কাজ না করা উচিত।

এগার ঃ হানাফীদের মতে স্ত্রীকে সেসব নারীর সাথে তুলনা করলেই যিহার হবে যারা বংশ, দুধপান অথবা দাম্পত্য সম্পর্কের কারণে চিরস্থায়ীভাবে হারাম। যেসব নারী অস্থায়ীভাবে হারাম এবং কোনো সময় হালাল হতে পারে, তারা এর অন্তর্ভুক্ত নয়।

বার ঃ "তুমি আমার জন্য আমার মায়ের পিঠের মতো।" যিহারের সুস্পষ্ট বাক্য এটাই। আরবদের মধ্যে যিহারের বাক্য এটাই ছিলো, এ সম্পর্কেই কুরআনে নাযিল হয়েছে। এটা ছাড়া অন্য বাক্য দ্বারা যিহার গণ্য হবে অথবা হবে না, তা নির্ভর করবে উক্ত বাক্যের বক্তার নিয়তের ওপর।

তের ঃ কোনো ব্যক্তি যিহার করার পর যদি স্ত্রীর সাথে সহবাস করতে চায় তাহলেই তাকে কাফ্ফারা দিয়ে হুরমত বা নিষিদ্ধতা দূরীভূত করতে হবে, যে নিষিদ্ধতা যিহার

করার কারণে বলবৎ হয়েছিলো। অতএব কেউ যদি যিহার করার পর স্ত্রীর সাথে সহবাস করতে না চায় তাহলে তাকে কাফ্ফারা দিতে হবে না।

চৌদ্দ ঃ কাফ্ফারা দেয়ার আগে কোনো যিহারকারী ব্যক্তির জন্য স্ত্রীর সাথে শুধুমাত্র সহবাস করাই হারাম নয়। বরং কামভাবের সাথে তাকে স্পর্শ করাও হারাম।

পনর ঃ কোনো ব্যক্তি যদি যিহার করার পর স্ত্রীকে তালাক দেয় অতপর রাজায়াত করে তথা স্ত্রীকে পুনরায় গ্রহণ করে, তারপরও কাফ্ফারা দেয়ার আগে স্ত্রীকে স্পর্শ করা তার জন্য জায়েয হবে না। তালাকে বায়েন-এর পর স্ত্রীকে পুনঃ বিবাহ্ করার পরও কাফ্ফারা দেয়ার আগে স্ত্রীকে স্পর্শ করা তার জন্য জায়েয হবে না। এমনকি তিন তালাক দেয়ার পর যদি স্ত্রীর অন্যের সাথে বিবাহ্ হয় এবং সে স্বামী মারা যায় বা সে স্বামীও তাকে তালাক দেয় অতপর যিহারকারী স্বামী তাকে পুনঃ বিবাহ্ করে তাহ্লেও কাফ্ফারা দেয়ার আগে স্বামীর জন্য তাকে স্পর্শ করা জায়েয হবে না।

ষোল ঃ যিহারকারী স্বামীকে কাফ্ফারা দেয়ার আগে নিজেকে স্পর্শ করতে না দেয়া স্ত্রীর কর্তব্য। তাই স্বামী কাফ্ফারা না দিলে স্ত্রী আদালতের আশ্রয় নিয়ে কাফ্ফারা দিয়ে স্বামীকে বাধ্য করতে পারবে। আদালতের নির্দেশ অমান্য করলে আদালত তাকে প্রহার বা কারাদণ্ড অথবা উভয় প্রকার শাস্তি দিতে পারবে।

সতের ঃ কাফ্ফারার তিন প্রকারের কোনোটার সামর্থ না থাকলে সমাজের লোকদের উচিত, তারা যেন তৃতীয় কাফ্ফারা শোধ করতে তাকে সাহায্য করে। অর্থাৎ অন্তুতপক্ষে সে যেন ৬০ জন মিসকিনকে খাদ্য দান করে নিজের ওপর হারামকৃত স্ত্রীর সাথে সম্পর্ক পুনঃ স্থাপন করে নিতে পারে।

আঠার ঃ কাফ্ফারা আদায়ের ক্ষেত্রে মুসলিম বা অমুসলিম যে কোনো প্রকার দাস বা দাসী মুক্ত করা যাবে।

উনিশ ঃ দাস-দাসী মুক্ত করা সম্ভব না হলে দু'মাস লাগাতার রোযা রাখতে হবে। এ ক্ষেত্রে চান্দ্র মাসের হিসাব ধর্তব্য হবে। চান্দ্র মাসের মাঝামাঝি থেকে রোযা শুরু করলে ৬০ (ষাট) দিন রোযা রাখতে হবে।

এ ষাট দিনের মধ্যে—রোযা রাখা নিষিদ্ধ এমন দিন না পড়ে, রোযা শুরু করার আগে সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে।

এ ষাট দিনের মধ্যে কোনো ওযর বশত বা বিনা ওযরে রোযা ভঙ্গ করলে, পুনরায় প্রথম থেকে রোযা শুরু করতে হবে।

রোযা ষাটটি পূর্ণ হওয়ার আগে যিহারকারী যদি স্ত্রীকে স্পর্শ করে তাহলে রোযার ধারাবাহিকতা বিনষ্ট হয়ে যাবে এবং পুনরায় প্রথম থেকে রোযা রাখতে হবে।

বিশ ঃ স্মরণীয় যে, কাফ্ফারার প্রথম প্রকার অসম্ভব হলেই, দ্বিতীয় প্রকার এবং এটা অসম্ভব হলেই তৃতীয় প্রকার তথা ষাটজন মিসকীনকে খাদ্য দান করতে হবে।

بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ ؕ وَتِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ ؕ وَلِلْكٰفِرِيْنَ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ○

আল্লাহর প্রতি ও তাঁর রাসূলের প্রতি[১২] ; আর এগুলো আল্লাহর নির্ধারিত সীমারেখা, আর (এ সীমারেখা) লংঘনকারীদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক আযাব।[১৩]

⑤ اِنَّ الَّذِيْنَ يُحَآدُّوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ كُبِتُوْا كَمَا كُبِتَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ

৫. নিশ্চয়ই যারা বিরোধিতা করে আল্লাহর এবং তাঁর রাসূলের[১৪], তাদেরকে লাঞ্ছিত করা হবে, যেমন লাঞ্ছিত করা হয়েছিলো ওদেরকে যারা ছিলো তাদের আগে[১৫],

بِاللّٰهِ-(ب+الله)-আল্লাহর প্রতি ; وَ-ও ; رَسُوْلِهٖ-(رسول+ه)-তাঁর রাসূলের প্রতি ; وَ-আর ; تِلْكَ-এগুলো ; حُدُوْدُ-নির্ধারিত সীমারেখা ; اللّٰهِ-আল্লাহর ; وَ-আর ; لِلْكٰفِرِيْنَ-(এ সীমারেখা) লংঘনকারীদের জন্য রয়েছে ; عَذَابٌ-আযাব ; اَلِيْمٌ-যন্ত্রণাদায়ক। ⑤ اِنَّ-নিশ্চয়ই ; الَّذِيْنَ-যারা ; يُحَآدُّوْنَ-বিরোধিতা করে ; اللّٰهَ-আল্লাহর ; وَ-ও ; رَسُوْلَهٗ-(رسول+ه)-তাঁর রাসূলের ; كُبِتُوْا-তাদেরকে লাঞ্ছিত করা হবে ; كَمَا-যেমন ; كُبِتَ-লাঞ্ছিত করা হয়েছিলো ; الَّذِيْنَ-এদেরকে যারা ; مِنْ قَبْلِهِمْ-ছিলো তাদের আগে ;

(বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ যিহারের মাসয়ালা বিস্তারিত জানার জন্য ফিকাহর কিতাবগুলো দ্রষ্টব্য। তাফহীমুল কুরআনের ১৬ খণ্ডের সূরা মুজাদালার ১১ টীকা অংশের বিস্তারিত আলোচনা অংশ দ্রষ্টব্য)

১২. এখানে আগে থেকে ঈমান আনা মুসলমানদেরকে সম্বোধন করে ঈমান আনার কথা বলে বুঝানো হয়েছে যে, তোমরা যেহেতু আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান এনেছো, সুতরাং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নির্দেশ পুরোপুরি পালন করো। ঈমান আনার পর জাহেলী রীতিনীতি ও রসম-রেওয়াজ মেনে চলা ঈমান-বিরোধী কাজ। ঈমান আনার পর আল্লাহ ও রাসূলের দেয়া বিধানের বিপরীত দুনিয়ার অন্য কোনো আইন মেনে চলা কোনো মু'মিনের জন্য সংগত নয়।

১৩. এখানে 'কাফির' দ্বারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে অস্বীকারকারী 'কাফির' বুঝানো হয়নি ; বরং এর দ্বারা বুঝানো হয়েছে—যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আদেশ-নিষেধকে কথা ও কাজের মাধ্যমে প্রত্যাখ্যান করে তারা আল্লাহর নিকট মু'মিন বলে গণ্য হয় না। এসব লোকই আল্লাহর নির্ধারিত সীমা তথা ফরয, হালাল, হারাম ইত্যাদির ধার ধারে না, নিজের ইচ্ছাকেই তারা প্রাধান্য দিয়ে কাজ করে।

১৪. পূর্বের আয়াতে আল্লাহর বিধানের যে সীমারেখা বর্ণিত হয়েছে, আলোচ্য আয়াতে সেই সীমারেখা লংঘনকারীদের প্রতি কঠোর শাস্তির সতর্কবাণী উচ্চারিত হয়েছে।

আয়াতে 'ইউহাদ্‌দূনাল্লাহা' অর্থ, 'ইউখালিফুনাল্লাহা' অর্থাৎ আল্লাহর সীমারেখা বা বিধি-নিষেধ না মেনে নিজের মনগড়া সীমারেখা ও বিধি-নিষেধ বানিয়ে নেয়া।

وَقَدْ اَنْزَلْنَآ اٰيٰتٍۭ بَيِّنٰتٍ ؕ وَلِلْكٰفِرِيْنَ عَذَابٌ مُّهِيْنٌ ۞ يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللّٰهُ

আর আমি তো নিঃসন্দেহে নাযিল করেছি সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ ; আর (সেসব আয়াত) অস্বীকারকারীদের জন্য রয়েছে অপমানকর শাস্তি।[১৬] ৬. যেদিন পুনর্জীবিত করবেন

جَمِيْعًا فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوْا ؕ اَحْصٰىهُ اللّٰهُ وَنَسُوْهُ ؕ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيْدٌ ۞

আল্লাহ তাদের সকলকে, (সেদিন) তিনি তাদেরকে জানিয়ে দেবেন সে সম্পর্কে যা তারা করতো ; আল্লাহ তা সযত্নে সংরক্ষণ করে রেখেছেন, অথচ তারা তা ভুলে গিয়েছে[১৭] ; আর আল্লাহ সকল বিষয়ে সম্যক দ্রষ্টা।

وَ-আর ; قَدْ اَنْزَلْنَا-আমি তো নিঃসন্দেহে নাযিল করেছি ; اٰيٰتٍ-আয়াতসমূহ ; بَيِّنٰتٍ-সুস্পষ্ট ; وَ-আর ; لِلْكٰفِرِيْنَ-(ل+ال+كافرين)-(সেসব আয়াত) অস্বীকারকারীদের জন্য রয়েছে ; عَذَابٌ-শাস্তি ; مُّهِيْنٌ-অপমানকর। ৬ يَوْمَ-যেদিন ; يَبْعَثُهُمُ-(يبعث+هم)-পুনর্জীবিত করবেন তাদের ; اللّٰهُ-আল্লাহ ; جَمِيْعًا-সকলকে ; فَيُنَبِّئُهُمْ-(ف+ينبئ+هم)-(সেদিন) তিনি তাদেরকে জানিয়ে দেবেন ; بِمَا-সে সম্পর্কে যা ; عَمِلُوْا-তারা করতো ; اَحْصٰىهُ-(احصى+ه)-সযত্নে সংরক্ষণ করে রেখেছেন তা ; اللّٰهُ-আল্লাহ; وَ-অথচ ; نَسُوْهُ-(نسوا+ه)-তারা তা ভুলে গিয়েছে ; وَ-আর ; اللّٰهُ-আল্লাহ হলেন ; عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ-সকল বিষয়ে ; شَهِيْدٌ-সম্যক দ্রষ্টা।

১৫. এখানে আল্লাহর সীমারেখা লংঘনকারী এবং নিজেদের মনগড়া আইনের অনুসরণকারীর শাস্তির ধরন বর্ণিত হয়েছে। বলা হয়েছে যে, তাদের এ কাজের জন্য পূর্ববর্তী নবীগণের অবাধ্য উম্মতদের পরিণতি ভোগ করতে হবে। তারা যেভাবে আল্লাহর রহমত থেকে দুনিয়ার জীবনে লাঞ্ছনা, বিভ্রান্তি, অনাচার, নৈতিক ও সামাজিক অবক্ষয়ের শিকার হয়েছে, তেমনি উম্মতে মুহাম্মাদীও যদি তাদের পদাংক অনুসরণ করে আল্লাহর আইনের বিরুদ্ধাচরণ করে, তাদের পরিণতিও ওদের চেয়ে ভিন্ন হবে না।

১৬. এ আয়াতের প্রথমাংশে যে শাস্তির কথা বলা হয়েছে, তাহলো দুনিয়ার শাস্তি। আর শেষাংশে বলা হয়েছে আখিরাতের শাস্তির কথা। আল্লাহর আইনের বিরুদ্ধাচরণকারীদের জন্য এ উভয় শাস্তি দেয়া হবে।

১৭. অর্থাৎ আল্লাহর আইনের বিরোধিতা করে নিজেদের মনগড়া আইন তৈরী করে আল্লাহ বান্দাদেরকে সে আইন মানতে বাধ্য করা এবং তার ফলে দুনিয়াতে যেসব বিপর্যয় সৃষ্টি হয়েছে—এসব আল্লাহ তাঁর রেজিষ্টারে সংরক্ষণ করে রাখছেন। যদি অপরাধীরা এ কাজকে গুরুত্বহীন মনে করে ভুলে যাক না কেনো। তাদের ধারণায় এসব কাজ যদিও গুরুত্বহীন হোক না কেনো, আল্লাহর কাছে কোনো কাজই গুরুত্বহীন নয়। আখিরাতে তাদের ছোট-বড় সকল অপরাধ তাদের সামনে পেশ করা হবে।

১ম রুকূ' (১-৬ আয়াত)-এর শিক্ষা

১. সূরার প্রথম আয়াতে ইংগীতকৃত স্ত্রীলোকটি ছিলেন হযরত আওস ইবনে সামেত রা.-এর স্ত্রী হযরত খাওলা বিনতে সা'লাবা রা.।

২. এ সূরায় যিহার সম্পর্কিত বিস্তারিত বিধান নাযিল হয়েছে। বিবাহিতা স্ত্রীকে চিরতরে হারাম করার উদ্দেশ্যে বিবাহ নিষিদ্ধ চিরমুহরিমাত মহিলাদের সাথে অথবা স্ত্রীর কোনো অঙ্গকে তাঁদের কোনো অঙ্গের সাথে তুলনা করাকে যিহার বলা হয়। 'যিহার' একটি জাহেলী রেওয়াজ। কোনো মু'মিনের জন্য একাজ শোভনীয় নয়।

৩. কোনো সঙ্গত কারণে স্ত্রীকে বিচ্ছিন্ন করার জন্য ইসলামের অনুমোদিত বিধান 'তালাক'। 'তালাক' দেয়ার ক্ষেত্রেও তালাকের 'সুন্নাত' পদ্ধতি অনুসরণ করা মু'মিনদের কর্তব্য।

৪. 'যিহার' করতে গিয়ে যে বাক্য উচ্চারণ করা হয়, তা উচ্চারণ করাতো দূরের কথা এরূপ কথা কল্পনা করাও কোনো সুসভ্য মানুষের পক্ষে সংগত নয়।

৫. কাউকে মুখে মুখে 'মা' বলে ডাকলে অথবা মায়ের মতো মনে করলেই সে মহিলা মা হয়ে যেতে পারে না। 'মা'-তো তিনিই যিনি তাকে গর্ভে ধারণ করেছে এবং প্রসব করেছে।

৬. শরয়ী আইনের রচয়িতা হলেন আল্লাহ। তিনি মায়ের সাথে যেসব নারীকে মাতৃত্বের মর্যাদা দান করেছেন, তারা হলেন—দাদী, নানী, শাশুড়ী, দুধমা এবং রাসূলুল্লাহ সা.-এর পবিত্র স্ত্রীগণ।

৭. কোনো মূর্খ যদি স্ত্রীর সাথে যিহার করে বসে, তার এ আচরণের দ্বারা তার স্ত্রী চিরতরে হারাম হয়ে যাবে না ; বরং তার এ মূর্খতাসুলভ কাজের জন্য তাকে কিছু দণ্ড দিতে হবে।

৮. 'যিহার'-এর প্রথম দণ্ড হলো একজন ক্রীতদাসকে আযাদ করে দিতে হবে এবং তা করতে অসমর্থ হলে চান্দ্রমাসের দু'মাস অথবা ৬০দিন লাগাতার রোযা রাখতে হবে। ষাট দিন রোযা রাখতে অসমর্থ হলে ৬০ জন মিসকীনকে দু'বেলার খাদ্য দান করতে হবে।

৯. ষাট দিনের রোযা শেষ হওয়ার আগে স্ত্রীকে স্পর্শ করতে পারবে না । যদি তা করে তবে পুনরায় নতুন করে রোযা রাখতে হবে।

১০. 'যিহার'-এর এ নির্ধারিত দণ্ড মুসলিম জাতিকে সুসভ্য ও রুচীবান মানুষে উন্নীত করার জন্য।

১১. কেউ যদি 'যিহার' করার পর তার কাফ্ফারা পরিশোধ না করে স্ত্রীকে স্পর্শ করে তা দুনিয়ার কেউ না জানলেও আল্লাহ তা জানেন এবং যথাসময়ে তার শাস্তি তাকে ভোগ করতে হবে।

১২. আল্লাহ তা'আলা মানুষের ছোট-বড় সকল কাজই সযত্নে সংরক্ষণ করে রাখছেন। সুতরাং আল্লাহর পাকড়াও থেকে কেউ রক্ষা পেতে পারে না।

১৩. আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান আনার পর আল্লাহর দেয়া সীমারেখা লংঘন করার কোনো অধিকার কোনো মু'মিনের থাকে না। আবার আল্লাহর বিধানের বিরোধী কোনো মানব রচিত বিধানকে উত্তম মনে করে তার অনুসরণকারী মু'মিন থাকতে পারে না।

১৪. যারা আল্লাহর বিধানের বিপরীত কোনো মানব রচিত বিধান অনুসরণ করে এবং আল্লাহর বিধান মানতে অন্যকে বাধা দেয়, তাদের জন্য দুনিয়া ও আখিরাত উভয় স্থানেই শাস্তি রয়েছে।

১৫. আল্লাহর বিধানের বিরোধী লোকদের জন্য রয়েছে দুনিয়াতে লাঞ্ছনা এবং আল্লাহর রহমত থেকে বঞ্চনা এবং আখিরাতে অপমানকর শাস্তি। এটাই হবে তাদের চরম শাস্তি, যা থেকে মুক্তির কোনো উপায় থাকবে না।

❐

সূরা হিসেবে রুকূ'-২
পারা হিসেবে রুকূ'-২
আয়াত সংখ্যা-৭

﴿٧﴾ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۖ مَا يَكُونُ مِن نَّجْوَىٰ

৭. আপনি কি লক্ষ্য করেননি যে, আল্লাহ অবশ্যই জানেন যা কিছু আছে আসমানে এবং যা কিছু আছে যমীনে[১৮] ; এমন কোনো পরামর্শ হয় না

ثَلَٰثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا أَدْنَىٰ مِن ذَٰلِكَ

তিন জনের যাতে তিনি না হন তাদের চতুর্থ জন, আর না পাঁচ জনের (পরামর্শ হয়) যাতে তিনি না হন তাদের ষষ্ঠ জন[১৯], আর না (কোনো পরামর্শ হয়) এর চেয়ে কম

﴿٧﴾ اَلَمْ تَرَ-(ا+لم تر)-আপনি কি লক্ষ্য করেননি যে, اَنَّ-অবশ্যই ; اللّٰهَ-আল্লাহ ; يَعْلَمُ-জানেন ; مَا-যা কিছু আছে ; فِى السَّمٰوٰتِ-(فى+ال+سموت)-আসমানে ; وَ-এবং ; مَا-যা কিছু আছে ; فِى الْاَرْضِ-(فى+ال+ارض)-যমীনে ; مَا يَكُوْنُ-হয় না ; مِنْ-কোনো ; نَّجْوٰى-এমন পরামর্শ ; ثَلٰثَةٍ-তিন জনের ; اِلَّا-যাতে না হন ; هُوَ-তিনি ; رَابِعُهُمْ-(رابع+هم)-তাদের চতুর্থ জন ; وَ-আর ; لَا-না ; خَمْسَةٍ-পাঁচ জনের (কোনো পরামর্শ হয়) ; اِلَّا-যাতে না হন ; هُوَ-তিনি ; سَادِسُهُمْ-(سادس+هم)-তাদের ষষ্ঠ জন ; وَ-আর ; لَا-না (কোনো পরামর্শ হয়) ; اَدْنٰى-কম ; مِنْ-চেয়ে ; ذٰلِكَ-এর ;

১৮. এ আয়াত ইয়াহূদী ও মুনাফিকদের সম্পর্কে নাযিল হলেও মুসলমানদেরকে-ও পাপাচার, বাড়াবাড়ি, আল্লাহ ও রাসূলের অবাধ্য হয়ে পারস্পরিক কানাঘুষা করতে নিষেধ করা হয়েছে। ইয়াহুদী ও মুসলমানদের মধ্যে শান্তি চুক্তি ছিলো। তারা কোনো মুসলমানকে আসতে দেখলে নিজেদের মধ্যে কানাঘুষা করতো, যাতে আগত মুসলমানের মনে কোনো সন্দেহ-সংশয় সৃষ্টি করে দেয়া যায়। মুনাফিকরা-ও নিজেদের মধ্যে একই রকম কানাকানি বা ফিসফিসানীতে লিপ্ত ছিলো। আল্লাহ তা'আলা উভয় প্রকার লোককে সতর্ক করে দিয়েছেন এই বলে যে, তোমাদের এসব আচরণ দ্বারা মুসলমানদের কোনো ক্ষতিই করতে পারবে না।

১৯. আয়াতে কানাঘুষাকারীর সংখ্যা তিন বা পাঁচ উল্লেখ করা হয়েছে। তিন এরপর দুই এবং পরে চার সংখ্যাকে বাদ দেয়া হয়েছে। এর কারণ মুফাস্‌সিরীনে কিরাম বিভিন্ন সম্ভাব্য জবাব দিয়েছেন। এর আরেকটি জবাব এটাও হতে পারে যে, কুরআন মাজীদ আল্লাহর কিতাব। এর সাহিত্যিক মান ও ভাষা-মাধুর্য অনুপম। কুরআনের সাহিত্যিক বৈশিষ্ট্য ও ভাষার মাধুর্য রক্ষার জন্যই এমনটি করা হয়েছে। পরবর্তী বাক্যে

وَلَآ أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا ۖ ثُمَّ يُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۚ

এবং না বেশী যাতে তিনি না থাকেন তাদের সাথে—তারা যেখানেই থাকুক না কেনো[১৯] ; অতপর কিয়ামতের দিন তিনি তাদেরকে সেসব জানিয়ে দেবেন যাকিছু তারা করেছে

إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٧﴾ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نُهُوا عَنِ النَّجْوَىٰ ثُمَّ

নিশ্চয়ই আল্লাহ সকল বিষয় সম্পর্কে সর্বজ্ঞ। ৮. আপনি কি তাদের প্রতি লক্ষ্য করেননি, যাদেরকে কানাঘুষা করা থেকে নিষেধ করা হয়েছিলো, কিন্তু

يَعُودُونَ لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَيَتَنَاجَوْنَ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَتِ الرَّسُولِ ۫

তাদের যা থেকে নিষেধ করা হয়েছে, তারা তা পুনঃ পুনঃ করেই চলছে[২১] এবং পাপাচার ও বাড়াবাড়ি এবং রাসূলের অবাধ্যতায় তারা কানাকানি করতেই থাকে ;

وَ-আর ; لَا-না ; أَكْثَرَ-বেশী ; إِلَّا-যাতে না থাকেন ; هُوَ-তিনি ; مَعَهُمْ-(مع+هم)-তাদের সাথে ; أَيْنَ مَا-যেখানেই না ; كَانُوا-তারা থাকুক ; ثُمَّ-অতপর ; يُنَبِّئُهُمْ-(ينبئ+هم)-তিনি তাদেরকে জানিয়ে দেবেন ; بِمَا-সেসব যা কিছু ; عَمِلُوا-তারা করেছে ; يَوْمَ-দিন ; الْقِيَامَةِ-কিয়ামতের ; إِنَّ-নিশ্চয়ই ; اللَّهَ-আল্লাহ ; بِكُلِّ شَيْءٍ-(ب+كل+شيء)-সকল বিষয় সম্পর্কে ; عَلِيمٌ-সর্বজ্ঞ। ﴿٨﴾ أَلَمْ تَرَ-(ا+لم تر)-আপনি কি লক্ষ্য করেননি ; إِلَى-প্রতি ; الَّذِينَ-তাদের যাদেরকে ; نُهُوا-নিষেধ করা হয়েছিলো ; عَنِ-থেকে ; النَّجْوَىٰ-কানাঘুষা করা ; ثُمَّ-কিন্তু ; يَعُودُونَ-তারা পুনঃ পুনঃ করেই চলছে ; لِمَا-তা ; نُهُوا-নিষেধ করা হয়েছে ; عَنْهُ-যা থেকে ; وَ-এবং ; يَتَنَاجَوْنَ-তারা কানাকানি করতেই থাকে ; بِالْإِثْمِ-(ب+ال+اثم)-পাপাচার ; وَ-ও ; الْعُدْوَانِ-বাড়াবাড়ি ; وَ-এবং ; مَعْصِيَتِ-অবাধ্যতায় ; الرَّسُولِ-রাসূলের ;

অবশ্য দুই এবং পাঁচ-এর অধিক সংখ্যক শূন্যতা-ও এ বলে পূরণ করা হয়েছে যে, "কানাঘুষাকারীর সংখ্যা তিন-এর কম বা পাঁচ-এর অধিক হলেও আল্লাহ তাদের সাথেই আছেন।

২০. অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা সর্বজ্ঞ, সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা ও সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী হওয়ার জন্যই বলা হয়েছে যে, বান্দাহ যেখানেই থাকুক না কেনো আল্লাহ সার্বক্ষণিক বান্দাহর সাথে থাকেন। সুতরাং বান্দাহ সকল কাজ-কর্ম, কথাবার্তা, চিন্তা-ভাবনায় যেন আল্লাহর উপস্থিতির কথা মনে করে নিজেকে সংযত রাখেন। পাপাচার, যুলুম এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরোধিতা থেকে যেন নিজেকে রক্ষা করে।

وَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ

আর যখন তারা আপনার নিকট আসে, আপনাকে এমন শব্দে সালাম দেয়, যদ্বারা আল্লাহ আপনাকে সালাম দেননি[২২], আর তারা নিজেদের মনে মনে বলে—

لَوْلَا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُولُ ۚ حَسْبُهُمْ جَهَنَّمُ يَصْلَوْنَهَا ۖ فَبِئْسَ الْمَصِيرُ

আমরা যা বলি তার জন্য আল্লাহ আমাদেরকে শাস্তি দেন না কেনো[২৩]—জাহান্নামই তাদের জন্য যথেষ্ট ; তারা সেখানে ঢুকবেই ; বস্তুত তা কতই না নিকৃষ্ট গন্তব্যস্থল।

وَ-আর ; اِذَا-যখন ; جَاءُوكَ-(جاءوا+ك)-আপনার নিকট আসে ; حَيَّوْكَ-(حيوا+ك)-আপনাকে সালাম দেয় ; بِمَا-এমন শব্দে ; لَمْ يُحَيِّكَ-(لم يحى+ك)-সালাম দেননি; بِهِ-যদ্বারা ; اللَّهُ-আল্লাহ ; وَ-আর ; يَقُولُونَ-তারা বলে ; فِيْ اَنْفُسِهِمْ-(فى+انفس+هم)-নিজেদের মনে মনে ; لَوْلَا يُعَذِّبُنَا-(لو+لايعذب+نا)-আমাদেরকে শাস্তি দেন না কেনো ; اللَّهُ-আল্লাহ ; بِمَا-তার জন্য যা ; نَقُوْلُ-আমরা বলি ; حَسْبُهُمْ-তাদের জন্য যথেষ্ট ; جَهَنَّمُ-জাহান্নাম-ই ; يَصْلَوْنَهَا-(يصلون+ها)-তারা সেখানে ঢুকবেই ; فَبِئْسَ-(ف+بئس)-বস্তুত তা কতই না নিকৃষ্ট ; الْمَصِيْرُ-গন্তব্যস্থল।

২১. অর্থাৎ আলোচ্য আয়াত নাযিলের আগেও রাসূলুল্লাহ সা. মুনাফিক ও ইয়াহুদীদেরকে পারস্পরিক কানাকানির ক্ষতিকর দিক সম্পর্কে অবহিত করেছিলেন, কিন্তু তারা এ থেকে বিরত থাকেনি। অতপর আলোচ্য আয়াতে তাদেরকে সতর্ক করে দেয়া হয়েছে।

২২. অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা আপনাকে সালাম বা অভিবাদনের জন্য যে শব্দ নির্ধারণ করে দিয়েছেন, ইয়াহূদী ও মুনাফিকরা তাকে বিকৃত করে ভিন্ন অর্থ বুঝাতে সচেষ্ট রয়েছে। আল্লাহর নির্ধারিত শব্দ হলো—'আস্‌সালামু আলাইকুম' যার অর্থ আপনার ওপর শান্তি বর্ষিত হোক, অথচ এসব পাপীরা বিকৃতভাবে বলে 'আসসামু আলাইকুম' যার অর্থ আপনার মৃত্যু হোক। রাসূলুল্লাহ সা. তাদের এ কারসাজি থেকে বেখবর ছিলেন না, তিনি জবাবে বলেছেন, 'ওয়া আলাইকুম' অর্থাৎ 'তোমাদের ওপরও' এ সময় হযরত আয়েশা রা. উপস্থিত ছিলেন। তিনি তাদের চালাকী বুঝতে পেরে বলে দিলেন—"তোমাদের মৃত্যু হোক এবং তোমার ওপর আল্লাহর গযব ও অভিশাপ পড়ুক।" রাসূলুল্লাহ সা. বললেন, "হে আয়েশা! আল্লাহ তা'আলা কটূ কথা পসন্দ করেন না।' আয়েশা রা. বললেন—"ইয়া রাসূলুল্লাহ তারা কি বলেছেন, আপনি শোনেননি ?' তিনি বললেন, "আমি বলে দিয়েছি 'তোমাদের ওপরও' অর্থাৎ তোমরা আমার ওপর যে কথা বলে বদদোয়া করেছো, তোমাদের ওপরও তা বর্ষিত হোক।"

২৩. অর্থাৎ ইয়াহূদী ও মুনাফিকরা মনে করতো যে, মুহাম্মদ সা. যদি সত্যিই রাসূল হয়ে থাকেন, তাহলে আমরা 'আস্‌সামু আলাইকুম' বলে তাঁর মৃত্যু কামনা করার পর

(৯) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَنَاجَيْتُمْ فَلَا تَتَنَاجَوْا بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

৯. হে যারা ঈমান এনেছো! তোমরা যখন পরস্পর গোপন আলোচনা করো, তখন পাপাচার ও যুলুম

وَمَعْصِيَتِ الرَّسُولِ وَتَنَاجَوْا بِالْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ

এবং রাসূলের অবাধ্যাচরণের বিষয়ে কানাকানি করো না, বরং নেক কাজ ও তাকওয়া সম্পর্কে পরামর্শ করো ; আর ভয় করো সেই আল্লাহকে যার নিকট

تُحْشَرُونَ (১০) إِنَّمَا النَّجْوَىٰ مِنَ الشَّيْطَانِ لِيَحْزُنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيْسَ

তোমাদেরকে একত্রিত করা হবে।[২৪] ১০. এ কানাঘুষা তো শুধুমাত্র শয়তানের পক্ষ থেকে হয়ে থাকে, তাদেরকে দুঃখ দেয়ার জন্য যারা ঈমান এনেছে ; তবে নয়

(৯) يَاَيُّهَا-হে ; الَّذِيْنَ-যারা ; اٰمَنُوْا-ঈমান এনেছো ; اِذَا-যখন ; تَنَاجَيْتُمْ-তোমরা পরস্পর গোপন আলোচনা করো ; فَلَا تَتَنَاجَوْا-(ف+لاتتناجوا)-তখন কানাকানি করো না ; بِالْاِثْمِ-(ب+ال+اثم)-পাপাচার বিষয়ে ; وَ-ও ; الْعُدْوَانِ-যুলুম ; وَ-এবং ; مَعْصِيَتِ-অবাধ্যাচারণের ; الرَّسُوْلِ-রাসূলের ; وَ-বরং ; تَنَاجَوْا-পরামর্শ করো ; بِالْبِرِّ-(ب+ال+بر)-নেককাজ সম্পর্কে ; وَ-ও ; التَّقْوٰى-তাকওয়া ; وَ-আর ; اتَّقُوا-ভয় করো ; اللّٰهَ-আল্লাহকে ; الَّذِيْ-সেই ; اِلَيْهِ-যার নিকট ; تُحْشَرُوْنَ-তোমাদেরকে একত্রিত করা হবে। (১০) اِنَّمَا-শুধুমাত্র ; النَّجْوٰى-এ কানাঘুষা তো হয়ে থাকে ; مِنَ-পক্ষ থেকে ; الشَّيْطٰنِ-শয়তানের ; لِيَحْزُنَ-দুঃখ দেয়ার জন্য ; الَّذِيْنَ-তাদেরকে যারা ; اٰمَنُوْا-ঈমান এনেছে ; وَ-তবে ; لَيْسَ-নয় ;

অবশ্যই আল্লাহর পক্ষ থেকে আমাদের ওপর কোনো আযাব আসতো। যেহেতু আমরা সর্বদা এরূপ আচরণ করার পরও আমাদের ওপর কোনো আযাব আসছে না সুতরাং ইনি রাসূলই নন।

২৪. আগের আয়াতে মুনাফিক ও ইয়াহূদীদের অবৈধ কানাঘুষার ব্যাপারে তাদেরকে সতর্ক করে দেয়া হয়েছে। আলোচ্য আয়াতে মুসলমানদের প্রতি নির্দেশ দেয়া হচ্ছে যে, তাদের পরস্পরিক গোপন পরামর্শের বিষয়বস্তু যেন পাপাচার-যুলুম, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরোধী না হয় ; বরং তা যেন সৎকর্ম ও আল্লাহ ভীতি সম্পর্কিত হয়।

গোপন পরামর্শ বা আলাপ-আলোচনা আসলে একেবারে নিষিদ্ধ কোনো বিষয় নয়। এর বৈধতা-অবৈধতা বিষয়বস্তু, পরিস্থিতি, পরিবেশ তথা স্থান-কাল-পাত্রের ওপর নির্ভরশীল।

بِضَآرِّهِمْ شَيْـًٔا اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ ۖ وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ ⑩ يٰٓاَيُّهَا

সে তাদের কিছুমাত্র ক্ষতি করতে সক্ষম, আল্লাহর ইচ্ছা ছাড়া ; আর আল্লাহর ওপরই মু'মিনদের ভরসা করা উচিত।[২৫] ১১. হে

الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا قِيْلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوْا فِى الْمَجٰلِسِ فَافْسَحُوْا يَفْسَحِ اللّٰهُ

যারা ঈমান এনেছো, যখন তোমাদেরকে বলা হয় 'মাজলিসের মধ্যে জায়গা প্রশস্ত করে দাও', তখন তোমরা জায়গা প্রশস্ত করে দিও, আল্লাহও জায়গা প্রশস্ত করে দেবেন

بِضَآرِّهِمْ-ক্ষতি করতে সক্ষম ; شَيْـًٔا-কিছুমাত্র ; اِلَّا-ছাড়া ; بِاِذْنِ-(ب+اذن)-ইচ্ছা ; اللّٰهِ-আল্লাহর ; وَ-আর ; عَلَى-ওপরই ; اللّٰهِ-আল্লাহর ; فَلْيَتَوَكَّلِ-(ف+ليتوكل)-ভরসা করা উচিত ; الْمُؤْمِنُوْنَ-মু'মিনদের। ⑪ يٰٓاَيُّهَا-হে ; الَّذِيْنَ-যারা ; اٰمَنُوْٓا-ঈমান এনেছো ; اِذَا-যখন ; قِيْلَ-বলা হয় ; لَكُمْ-তোমাদেরকে ; تَفَسَّحُوْا-জায়গা তোমরা প্রশস্ত করে দাও ; فِى-মধ্যে ; الْمَجٰلِسِ-মাজলিসের ; فَافْسَحُوْا-তখন তোমরা জায়গা প্রশস্ত করে দিও ; يَفْسَحِ-জায়গা প্রশস্ত করে দেবেন ; اللّٰهُ-আল্লাহও ;

যেমন সমাজের সৎকর্মশীল ও আল্লাহ ভীরু দু-চারজন লোকের সৎকর্মও আল্লাহর ভয় তথা কোনো দীনী গোপন আলোচনা কোনো দূষণীয় কাজ নয়, তেমনি সমাজের মধ্যকার কোনো অন্যায় নয়, তেমনি সমাজের মধ্যকার কোনো অন্যায়, যুলুম ও পাপাচার দূরীকরণের উদ্দেশ্যে গোপন পরামর্শও কোনো গুনাহের কাজ নয়।

অপরদিকে অন্যায়কারী, যালিম, পাপাসক্ত, জাহিল ও চরিত্রহীন লোকদের গোপন পরামর্শ মানুষের মনে এ আশংকা সৃষ্টি করে যে, কোনো গোলযোগ-বিশৃংখলা সৃষ্টির পায়তারা চলছে। আবার মুসলমানদের মধ্যে দলাদলি সৃষ্টির উদ্দেশ্যে গোপন শলা-পরামর্শ করা, অথবা নাশকতা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে শলা-পরামর্শ করা—এসবই অবৈধ। মোটকথা অসদুদ্দেশ্যে শলা-পরামর্শ করা গুনাহ্ তথা অপরাধ ; পক্ষান্তরে সদুদ্দেশ্যে শলা-পরামর্শ করা সওয়াবের কাজ।

২৫. অর্থাৎ দুষ্কৃতকারীদের গোপন শলা-পরামর্শ ও কুটিল ষড়যন্ত্রের কারণে মু'মিনদের উদ্বেগ-উৎকণ্ঠায় থাকা উচিত নয় ; কারণ তারা বিশ্বাস করে যে, আল্লাহর ইচ্ছা ছাড়া দুনিয়ার কোনো শক্তিই তাদের কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। সুতরাং শত্রুদের শলা-পরামর্শ দেখে সন্দেহের বশবর্তী হয়ে কোনো পাল্টা ব্যবস্থা গ্রহণ করা মু'মিনদের উচিত নয়। বরং সর্বাবস্থায় আল্লাহর ওপর পূর্ণ ভরসা করাই মু'মিনদের উচিত। আর আল্লাহর ওপর পূর্ণ ভরসা থাকলে কোনো মু'মিনই ভীত-সন্ত্রস্ত ও বিচলিত হতে পারে না এবং বাতিলের উস্কানীতে উত্তেজিত ও ধৈর্যহারা হয়ে ইনসাফ-বিরোধী তৎপরতায় জড়িয়ে পড়ার আশংকাও তাকে বিচলিত করতে পারে না।

لَكُمْ ۚ وَإِذَا قِيلَ انْشُزُوا فَانْشُزُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ

তোমাদের জন্য[২৬] ; আর যখন বলা হয় 'তোমরা উঠে যাও' তখন তোমরা উঠে যেও[২৭], আল্লাহ তাদের মর্যাদা বাড়িয়ে দেবেন, যারা তোমাদের মধ্যে ঈমান এনেছে

وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿١١﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ

এবং যাদেরকে জ্ঞান দান করা হয়েছে তাদের মর্যাদাও (বাড়িয়ে দেবেন)[২৮] আর তোমরা যা কিছু করো সে সম্পর্কে আল্লাহ সম্যক অবহিত। ১২. হে যারা

لَكُمْ-তোমাদের জন্য ; وَ-আর ; اِذَا-যখন ; قِيْلَ-বলা হয় ; اُنْشُزُوْا-তোমরা উঠে যাও ; فَانْشُزُوْا-(ف+انشزوا)-তখন তোমরা উঠে যেও ; يَرْفَعِ-বাড়িয়ে দেবেন ; اللّٰهُ-আল্লাহ ; الَّذِيْنَ-তাদের যারা ; اٰمَنُوْا-ঈমান এনেছে ; مِنْكُمْ-(من+كم)-তোমাদের মধ্যে ; وَ-এবং ; الَّذِيْنَ-তাদেরকে যাদেরকে ; اُوْتُوْا-দান করা হয়েছে ; الْعِلْمَ-জ্ঞান; دَرَجٰتٍ-মর্যাদা (বাড়িয়ে দেবেন) ; وَ-আর ; اللّٰهُ-আল্লাহ ; بِمَا-সে সম্পর্কে যা কিছু ; تَعْمَلُوْنَ-তোমরা করো ; خَبِيْرٌ-সম্যক অবহিত।(১১) يٰاَيُّهَا-হে ; الَّذِيْنَ-যারা ;

২৬. এখানে মুসলিম জাতির সকল বৈঠকাদিতে অনুসরণীয় স্থায়ী বিধি বর্ণিত হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রাসূল সা. মুসলিম জাতিকে যেসব সামাজিক রীতি-নীতি ও আচার-আচরণ শিক্ষা দিয়েছেন, এটা তার অন্যতম। কোনো মাজলিসে যারা আগে এসে বসেছে, তাদের উচিত পরে আসা লোকদের জন্য নিজেরা নড়েচড়ে জায়গা করে দেয়া। তা না করে যে যেখানে যেভাবে বসেছে সেভাবে ঠায় বসে থাকা এবং নবাগতদের বসার ব্যবস্থা করার প্রতি কোনো প্রকার ভ্রুক্ষেপ না করা ভদ্রতা ও সৌজন্যতার খেলাপ। আবার যারা পরে এসেছে তাদেরও উচিত নয় জোর করে বা অন্যদেরকে ডিঙিয়ে ভেতরে প্রবেশের চেষ্টা করা। হযরত আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত হাদীসে রাসূলুল্লাহ সা. ইরশাদ করেন, "কোনো ব্যক্তি যেন অন্য কোনো ব্যক্তিকে মাজলিসে তার বসার স্থান থেকে উঠিয়ে দিয়ে সে জায়গায় নিজে না বসে। বরং তোমরা স্বেচ্ছায় অন্যদের বসার জন্য জায়গা করে দাও।" (বুখারী ও মুসলিম)

অন্য একটি হাদীসে হযরত আমর ইবনে আস থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সা. ইরশাদ করেছেন, "কোনো ব্যক্তির জন্য দু'জনের মাঝখানে তাদের অনুমতি ছাড়া জোর করে বসা বৈধ নয়।" (তিরমিযী, আবু দাউদ)

২৭. অর্থাৎ যখন তোমাদেরকে মাজলিস থেকে চলে যাওয়ার জন্য বলা হয়, তখন উঠে চলে যাও। এ নির্দেশ এজন্য দেয়া হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সা.-এর মাজলিসে কিছু লোক দীর্ঘ সময় বসে থাকতো এবং একেবারে শেষ পর্যন্ত বসে থাকার চেষ্টা করতো। এতে তাঁর কষ্ট হতো। তাঁর বিশ্রামে ব্যাঘাত ঘটতো এবং কাজকর্মের অসুবিধা সৃষ্টি হতো, এজন্যই নির্দেশ দেয়া হয় যে, তোমাদেরকে মাজলিস সমাপ্তির পর চলে

أَمَنُوا إِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوٰىكُمْ صَدَقَةً ۚ ذٰلِكَ

ঈমান এনেছো, যখন তোমরা রাসূলের সাথে গোপন আলাপ করতে চাইবে, তখন তোমাদের গোপন আলাপের আগেই (রাসূলের) সামনে তোমরা কিছু সাদকা পেশ করবে[২৯], এটা

خَيْرٌ لَّكُمْ وَأَطْهَرُ ۚ فَإِنْ لَّمْ تَجِدُوا فَإِنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ⑫ ءَأَشْفَقْتُمْ

তোমাদের জন্য অপেক্ষাকৃত উত্তম ও পবিত্র ; তবে যদি (সাদকা দিতে কিছু) না পাও তাহলে অবশ্যই আল্লাহ অতীব ক্ষমাশীল পরম দয়ালু। ১৩. তোমরা কি ভয় পেয়ে গেছো

أَنْ تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوٰىكُمْ صَدَقٰتٍ ۚ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللّٰهُ

তোমাদের একান্তে আলাপ-আলোচনার আগে সাদকা পেশ করার ব্যাপারে ? অতপর তোমরা যখন (তা) করতে পারলে না এবং আল্লাহও ক্ষমা করে দিলেন

أَمَنُوا-ঈমান এনেছো ; إِذَا-যখন ; نَاجَيْتُمُ-তোমরা গোপন আলাপ করতে চাইবে ; الرَّسُولَ-রাসূলের সাথে ; فَقَدِّمُوا-(ف+قدموا)-তোমরা পেশ করবে ; بَيْنَ يَدَيْ-(রাসূলের) সামনে ; نَجْوٰىكُمْ-(نجوى+كم)-তোমাদের গোপন আলোচনার আগেই ; صَدَقَةً-কিছু সাদকা ; ذٰلِكَ-এটা ; خَيْرٌ-অপেক্ষাকৃত উত্তম ; لَكُمْ-তোমাদের জন্য ; وَ-ও ; أَطْهَرُ-পবিত্র ; فَإِنْ-(ف+ان)-তবে যদি ; لَمْ تَجِدُوا-(সাদকা দিতে কিছু) না পাও ; فَإِنَّ-(ف+ان)-তাহলে অবশ্যই ; اللّٰهَ-আল্লাহ ; غَفُورٌ-অতীব ক্ষমাশীল ; رَّحِيمٌ-পরম দয়ালু। ⑬ ءَأَشْفَقْتُمْ-(ء+اشفقتم)-তোমরা ভয় পেয়ে গেছো ; أَنْ تُقَدِّمُوا-পেশ করার ব্যাপারে ; بَيْنَ يَدَيْ-আগে ; نَجْوٰىكُمْ-(نجوى+كم)-তোমাদের একান্ত আলাপ আলোচনার ; صَدَقٰتٍ-সাদকা ; فَإِذْ-(ف+اذ)-অতপর যখন ; لَمْ تَفْعَلُوا-তোমরা (তা) করতে পারলে না ; وَ-এবং ; تَابَ-ক্ষমা করে দিলেন ; اللّٰهُ-আল্লাহ-ও ;

যেতে বলা হলে তখন তোমরা অনর্থক বসে থেকো না, বরং উঠে গিয়ে রাসূলুল্লাহ সা.-কে বিশ্রাম করা ও অন্যান্য কাজকর্ম করার সুযোগ দিও।

২৮. অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা সেসব লোকেরই মর্যাদা বাড়িয়ে দেবেন, যারা রাসূলের সংশ্রবে থেকে ঈমান ও ইসলামী জ্ঞানের অমূল্য সম্পদ অর্জন করতে পেরেছে এবং সে অনুসারে জীবন গড়তে সক্ষম হয়েছে। শুধুমাত্র রাসূলের নিকটে বসার স্থান লাভ করা অথবা দীর্ঘ সময় পর্যন্ত রাসূলের মাজলিসে বসে সময় কাটানোর মধ্যে মর্যাদা বৃদ্ধির কোনো উপাদান নেই।

২৯. একান্তে রাসূলুল্লাহ সা.-এর সাথে কথা বলার ঝোঁক মুসলমানদের মধ্যে বেড়ে গেলে, তা হালকা করে দিয়ে রাসূলুল্লাহ সা.-এর শারীরিক ও মানসিক কষ্ট লাঘব

عَلَيْكُمْ فَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ وَاَطِيْعُوا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ ؕ وَاللّٰهُ

তোমাদেরকে, তখন তোমরা যথারীতি নামায কয়েম করো ও যাকাত দাও এবং আনুগত্য করো আল্লাহর ও তাঁর রাসূলের ; আর আল্লাহ

خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ۝

তোমরা যা করছো সে সম্পর্কে পরিপূর্ণভাবে অবহিত।[৩০]

عَلَيْكُمْ-তোমাদেরকে ; فَاَقِيْمُوا-(ف+اقيموا)-তখন তোমরা যথারীতি কায়েম করো ; الصَّلٰوةَ-নামায ; وَ-ও ; اٰتُوا-দাও ; الزَّكٰوةَ-যাকাত ; وَ-এবং ; اَطِيْعُوا -আনুগত্য করো ; اللّٰهَ-আল্লাহর ; وَ-ও ; رَسُوْلَهٗ-(رسول+ه)-তাঁর রাসূলের ; وَ-আর ; اللّٰهُ - আল্লাহ ; خَبِيْرٌ-পরিপূর্ণভাবে অবহিত ; بِمَا-সে সম্পর্কে যা ; تَعْمَلُوْنَ-তোমরা করছো।

করার উদ্দেশ্যেই একান্তে আলাপের আগে কিছু সাদকা পেশ করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। মুসলমানদের মধ্যে রাসূলের সাথে একান্তে আলাপ করে নিজের শ্রেষ্ঠত্ব যাহির করার প্রবণতা এমনভাবে বেড়ে গেলো যে, তারা এমন বিষয়েও একান্তে আলাপ করতে শুরু করলো, যা মোটেই একান্তে আলাপ করার বিষয় নয়। এতে রাসূলুল্লাহ সা.-এর কষ্ট হতে থাকলে আল্লাহ তা'আলা এ নির্দেশের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ করলেন। অবশ্য, অতপর এ নির্দেশ রহিত করা হয়েছে। এ নির্দেশের পর প্রথম এবং একমাত্র হযরত আলী রা. সাদকা পেশ করে রাসূলুল্লাহ সা.-এর সাথে একান্তে আলাপ করেছিলেন। তাঁর পর পরই এ নির্দেশ রহিত হয়ে যায়।

৩০. রাসূলুল্লাহ সা.-এর সাথে একান্তে আলাপের নির্দেশটি একদিনের কম সময় চালু ছিলো। অন্য এক বর্ণনায় এর মেয়াদ ছিলো দশ দিন। উল্লিখিত মেয়াদের পরেই আগের নির্দেশ রহিত করে দ্বিতীয় নির্দেশ জারী হয়।

২য় রুকূ' (৭-১৩ আয়াত)-এর শিক্ষা

১. আসমান-যমীনের কোনো কিছুই আল্লাহর জ্ঞানের বাইরে নয়। সুতরাং দুই বা ততোধিক সংখ্যক লোকের কোনো গোপন পরামর্শ আল্লাহর অগোচরে হতে পারে না। সদা-সর্বত্র সকলের সাথে আল্লাহর উপস্থিতি অর্থ আল্লাহর অবগতি থাকা। কেননা তিনি সর্বজ্ঞ, সর্বদ্রষ্টা ও সর্বশ্রোতা।

২. আল্লাহ তা'আলার সর্বজ্ঞ হওয়ার প্রমাণ পাওয়া যাবে কিয়ামতের দিন, যেদিন মানুষের সকল কর্মের সচিত্র প্রতিবেদন তাদের সামনে পেশ করা হবে।

৩. কোনো অসদুদ্দেশ্যে সমাজে পারস্পরিক কানাঘুষা করা শরয়ী বিধানে নিষিদ্ধ। এতে সমাজের শান্তি-শৃংখলা বিনষ্ট হয়। একই ভাবে কোনো দীনী জামায়াতের মধ্যেও বিশৃংখলা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে পারস্পরিক কানাঘুষা করা নিষিদ্ধ।

৪. সদুদ্দেশ্যে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রয়োজনে পারস্পরিক গোপন আলোচনা নিষিদ্ধ নয়।

৫. অন্যায়-অবিচার, পাপাচার, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরোধিতার লক্ষ্যে তথা ইসলাম বিরোধিতার লক্ষ্যে গোপন পরামর্শ করা শরীয়তে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। আল্লাহ ও রাসূলের অবাধ্যতায় গোপন আলোচনা তথা পারস্পরিক কানাঘুষা করা মুনাফিকীর লক্ষণ।

৬. মুনাফিকদের কার্যকলাপের জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে তাৎক্ষণিক শাস্তি নাযিল হওয়া রাসূলের রিসালাতের সত্যতার প্রমাণ নয়। দুনিয়াতে মুনাফিকদের কোনো শাস্তি না হলেও আখিরাতে তাদের যথোপযুক্ত শাস্তি হবে। আর তা হবে অত্যন্ত নিকৃষ্ট গন্তব্যস্থল জাহান্নাম।

৭. কোনো হকপন্থী ইসলামী দলের অভ্যন্তরে বিশৃংখলা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে পরস্পরিক কানাঘুষা করা শরয়ী বিধানের পরীপন্থী কাজ। মু'মিনদের পারস্পরিক পরামর্শ হবে সৎকর্ম ও তাকওয়া সম্পর্কে।

৮. পারস্পরিক কানাকানির এ মন্দ প্রবণতা থেকে বাঁচার জন্য আখিরাতে আল্লাহর সামনে উপস্থিতির কথা অন্তরে জাগরুক রাখতে হবে।

৯. অসুদুদ্দেশ্যে কানাঘুষা করা শয়তানী প্ররোচনা। অতএব যখনই এ জাতীয় ইচ্ছা মনে জাগ্রত হয়, তখনি আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাইতে হবে।

১০. মু'মিনদেরকে দুঃখ-দুর্দশায় ফেলার জন্যই শয়তান এ জাতীয় কানাঘুষার প্রবণতা তাদের মধ্যে সৃষ্টি করার চেষ্টা করে।

১১. যারা আল্লাহর ওপর পূর্ণ তাওয়াক্কুল রাখে, শয়তান তাদের কোনো ক্ষতিই করতে সক্ষম হয় না। মু'মিনদের জীবনে যা কিছু দুঃখ-দুর্দশা আপতিত হয় তা আল্লাহর ইচ্ছায় হয়ে থাকে।

১২. সকল অবস্থায় একমাত্র আল্লাহর ওপরই ভরসা রাখতে হবে।

১৩. সুশীল ও সুসভ্য মানুষ হতে হলে জীবনের সকল স্তরে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিধান অনুসরণের বিকল্প নেই।

১৪. কোনো মাজলিসে আগে আসা লোকদের উচিত পরে আসা লোকদের জন্য নিজেরা নড়েচড়ে বসে স্থান করে দেয়া। আর আগে আসা লোকদেরকে ডিঙিয়ে সামনে গিয়ে বসতে চেষ্টা করা পরে আসা লোকদের জন্য সমিচীন নয়।

১৫. মাজলিসের আদবসমূহের মধ্যে এটাও একটা যে, আলোচনা শেষে যখন সবাইকে চলে যেতে বলা হবে, তখন অনর্থক ভিড় না করে নিজ নিজ কাজে ফিরে যেতে হবে।

১৬. রাসূলুল্লাহ সা.-এর সামনে অনর্থক বসে থাকা এবং তাঁর বিশ্রাম ও অন্য দায়িত্ব পালনে ব্যাঘাত সৃষ্টি করার মধ্যে কোনো মর্যাদা নেই।

১৭. আল্লাহর কাছে সেসব লোকেরই মর্যাদা রয়েছে যারা রাসূলুল্লাহ সংশ্রবে থেকে নিজেদের ঈমানকে পরিপূর্ণ করেছে এবং দীনের অমূল্য জ্ঞান অর্জন করে ধন্য হয়েছে।

১৮. রাসূলের অবর্তমানে রাসূলের ওয়ারিস দীনী জামায়াতের নেতৃবৃন্দের ব্যাপারেও একই নির্দেশ প্রয়োজন, কেননা তাঁরাও দাওয়াতে দীনের দায়িত্ব পালন করেছেন।

১৯. রাসূলুল্লাহ সা.-এর সাথে একান্তে আলাপের আগে সাদকা দানের বিধান কিছুকাল পরেই রহিত হয়ে গেছে, তাই বর্তমানে এ বিধান কার্যকর নেই।

২০. অতপর সালাত কায়েম, যাকাত আদায়ের বিধান এবং সর্বকাজে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করাই মু'মিনদের কর্তব্য।

❒

সূরা হিসেবে রুকূ'-৩
পারা হিসেবে রুকূ'-৩
আয়াত সংখ্যা-৯

⑭ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ تَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مَا هُمْ مِنْكُمْ وَلَا مِنْهُمْ

১৪. আপনি কি তাদের প্রতি লক্ষ্য করেননি যারা বন্ধু বানিয়ে নিয়েছে এমন কাওমকে যাদের ওপর আল্লাহ ক্রুদ্ধ হয়েছেন[৩১] ; তারা আপনাদের অন্তর্ভুক্ত নয় এবং তাদের (আল্লাহর ক্রোধে নিপতিতদের) অন্তর্ভুক্তও নয়[৩২] ;

وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ⑮ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا

আর তারা মিথ্যা কথার ওপর কসম করে[৩৩] অথচ তারা (তা) জানে। ১৫. আল্লাহ তাদের জন্য কঠোর শাস্তি তৈরী করে রেখেছেন ;

⑭ أَلَمْ تَرَ-(ا+لم تر)-আপনি কি লক্ষ্য করেননি ; إِلَى-প্রতি ; الَّذِينَ-তাদের যারা ; تَوَلَّوْا-বন্ধু বানিয়ে নিয়েছে ; قَوْمًا-এমন কাওমকে ; غَضِبَ-ক্রুদ্ধ হয়েছেন ; اللَّهُ-আল্লাহ ; عَلَيْهِمْ-যাদের ওপর ; مَا-নয় ; هُمْ-তারা ; مِنْكُمْ-(من+كم)-আপনার অন্তর্ভুক্ত ; وَ-এবং ; لَا-নয় ; مِنْهُمْ-(من+هم)-তাদের (আল্লাহর ক্রোধে নিপতিতদের) অন্তর্ভুক্ত-ও ; وَ-আর ; يَحْلِفُونَ-তারা কসম করে ; عَلَى-ওপর ; الْكَذِبِ-মিথ্যা কথার ; وَ-অথচ ; هُمْ-তারা ; يَعْلَمُونَ-(তা) জানে। ⑮ أَعَدَّ-তৈরী করে রেখেছেন ; اللَّهُ-আল্লাহ ; لَهُمْ-তাদের জন্য ; عَذَابًا-শাস্তি ; شَدِيدًا-কঠোর ;

৩১. এ আয়াতে ইয়াহূদীদের প্রতি ইশারা করা হয়েছে। কেননা ইয়াহূদীরাই আল্লাহর গযব বা ক্রোধের শিকার। মুনাফিকরা ইয়াহূদীদেরকেই বন্ধু বানিয়েছিলো।

৩২. অর্থাৎ ইয়াহূদীদের সাথে মুনাফিকদের বন্ধুত্ব ছিলো কৃত্রিম। আসলে এরা নিজেদের স্বার্থ হাসিলের জন্যই মুসলমান ও ইয়াহূদী উভয় দলের সাথেই সম্পর্ক পাতিয়ে রেখেছিলো। কুরআন মাজীদের অন্য এক স্থানে আল্লাহ তা'আলা মুনাফিকদের সম্পর্কে বলেছেন—"তারা দোদুল্যমান অবস্থায় আছে, তারা এ দলে (মুসলমানদের)-ও নয় ; আর না তারা ওদের (ইয়াহূদীদের) দলে।"

৩৩. অর্থাৎ তারা (মুনাফিকরা) কসম করে বলে যে, তারা আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও কুরআনের প্রতি ঈমান এনেছে এবং তারা ইসলাম ও মুসলমানদের প্রতি বিশ্বস্ত আছে। তাদের এ কসম যে মিথ্যা তা তারা নিজেরাও জানে। তারা রাসূলুল্লাহ সা. এবং মুসলমানদের কোনো প্রশ্নের মুখোমুখী হলে, মিথ্যা কসম করে নিজেদেরকে বাঁচানোর চেষ্টা করতো।

إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ⑯ اتَّخَذُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ

নিশ্চয়ই তারা যা করতো, তা কতই না মন্দ। ১৬. তারা তাদের কসমকে ঢাল বানিয়ে নিয়েছে, আর (তার আড়ালে) তারা (মানুষকে) আল্লাহর পথ থেকে বাধা দেয়[৩৪]

فَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ ⑰ لَّن تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُم مِّنَ اللَّهِ شَيْئًا

অতএব তাদের জন্য রয়েছে অপমানকর শাস্তি। ১৭. আল্লাহর (আযাব) থেকে (রক্ষার ব্যাপারে) তাদের কিছুমাত্রও কাজে আসবে না তাদের ধন-সম্পদ, আর না তাদের সন্তান-সন্ততি

أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ⑱ يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ جَمِيعًا

তারাই জাহান্নামের অধিবাসী, সেখানে তারা হবে অনন্তকালের বাসিন্দা। ১৮. যেদিন তাদের সকলকে আল্লাহ পুনর্জীবন দান করবেন

فَيَحْلِفُونَ لَهُ كَمَا يَحْلِفُونَ لَكُمْ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ

তখন তারা তাঁর সামনে কসম করবে, যেমন কসম তারা করছে তোমাদের সামনে[৩৫]; এবং তারা মনে করছে তারা অবশ্যই

إِنَّهُمْ-(ان+هم)-নিশ্চয়ই তারা ; سَاءَ-কতই না মন্দ ; مَا-তা, যা ; كَانُوا يَعْمَلُونَ-তারা করতো। ⑯ اتَّخَذُوا-তারা বানিয়ে নিয়েছে ; أَيْمَانَهُمْ-(ايمان+هم)-তাদের কসমকে ; جُنَّةً-ঢাল ; فَصَدُّوا-(ف+صدوا)-আর (তার আড়ালে) তারা বাধা দেয় (মানুষকে) ; عَنْ-থেকে ; سَبِيلِ-পথ ; اللَّهِ-আল্লাহর ; فَلَهُمْ-(ف+ل+هم)-অতএব তাদের জন্য রয়েছে ; عَذَابٌ-শাস্তি ; مُّهِينٌ-অপমানকর। ⑰ لَنْ تُغْنِيَ-কাজে আসবে না ; عَنْهُمْ-তাদের ; أَمْوَالُهُمْ-(اموال+هم)-তাদের ধন-সম্পদ ; وَ-আর ; لَا-না ; أَوْلَادُهُمْ-(اولاد+هم)-তাদের সন্তান-সন্ততি ; مِّنَ-(আযাব) থেকে (রক্ষার ব্যাপারে) ; اللَّهِ-আল্লাহর ; شَيْئًا-কিছুমাত্রও ; أُولَٰئِكَ-তারাই ; أَصْحَابُ-অধিবাসী ; النَّارِ-জাহান্নামের ; هُمْ-তারাই হবে ; فِيهَا-সেখানে ; خَالِدُونَ-অনন্ত কালের বাসিন্দা। ⑱ يَوْمَ-যেদিন ; يَبْعَثُهُمُ-(يبعث+هم)-তাদেরকে পুনর্জীবন দান করবেন ; اللَّهُ-আল্লাহ ; جَمِيعًا-সকলকে ; فَيَحْلِفُونَ-(ف+يحلفون)-তখন তারা কসম করবে ; لَهُ-তাঁর সামনে ; كَمَا-যেমন ; يَحْلِفُونَ-কসম তারা করছে ; لَكُمْ-তোমাদের সামনে ; وَ-এবং ; يَحْسَبُونَ-তারা মনে করছে ; أَنَّهُمْ-(ان+هم)-তারা অবশ্যই আছে ;

عَلٰى شَيْءٍ ؕ اَلَآ اِنَّهُمْ هُمُ الْكٰذِبُوْنَ ⑱ اِسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطٰنُ فَاَنْسٰهُمْ

কিছু একটা কাজের ওপর আছে ; জেনে রেখো, অবশ্যই তারা—তারাই মিথ্যাবাদী। ১৯. তাদের ওপর চেপে বসেছে শয়তান এবং সে তাদেরকে ভুলিয়ে দিয়েছে

ذِكْرَ اللّٰهِ ؕ اُولٰٓئِكَ حِزْبُ الشَّيْطٰنِ ؕ اَلَآ اِنَّ حِزْبَ الشَّيْطٰنِ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ ○

আল্লাহর স্মরণ ; তারাই শয়তানের দল ; জেনে রেখো, অবশ্যই শয়তানের দল (যারা)—তারাই ক্ষতিগ্রস্ত।

⑳ اِنَّ الَّذِيْنَ يُحَآدُّوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗٓ اُولٰٓئِكَ فِى الْاَذَلِّيْنَ ㉑ كَتَبَ اللّٰهُ لَاَغْلِبَنَّ

২০. নিশ্চয়ই যারা বিরোধিতা করে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের, তারাই নিকৃষ্ট লোকদের শামিল। ২১. আল্লাহ লিখে রেখেছেন—"অবশ্য অবশ্যই বিজয়ী হবো[৩৬]—

عَلٰى-ওপর ; شَيْءٍ-কিছু একটা কাজের ; اَلَآ-জেনে রেখো; اِنَّهُمْ-অবশ্যই ; هُمْ-তারা; الْكٰذِبُوْنَ-মিথ্যাবাদী। ⑲ اِسْتَحْوَذَ-চেপে বসেছে ; عَلَيْهِمْ-(على+هم)-তাদের ওপর ; الشَّيْطٰنُ-শয়তান ; فَاَنْسٰهُمْ-(ف+انسى+هم)-এবং সে তাদেরকে ভুলিয়ে দিয়েছে ; ذِكْرَ-স্মরণ ; اللّٰهِ-আল্লাহর ; اُولٰٓئِكَ-তারাই ; حِزْبُ-দল ; الشَّيْطٰنِ-শয়তানের ; اَلَآ-জেনে রেখো ; اِنَّ-অবশ্যই ; حِزْبَ-দল ; الشَّيْطٰنِ-শয়তানের (যারা) ; هُمُ-তারাই ; الْخٰسِرُوْنَ-ক্ষতিগ্রস্ত। ⑳ اِنَّ-নিশ্চয়ই ; الَّذِيْنَ-যারা ; يُحَآدُّوْنَ-বিরোধিতা করে ; اللّٰهَ-আল্লাহ ; وَ-ও ; رَسُوْلَهٗٓ-(رسول+ه)-তাঁর রাসূলের ; اُولٰٓئِكَ-তারাই ; فِى-শামিল ; الْاَذَلِّيْنَ-নিকৃষ্ট লোকদের। ㉑ كَتَبَ-লিখে রেখেছেন ; اللّٰهُ-আল্লাহ ; لَاَغْلِبَنَّ-অবশ্য অবশ্যই বিজয়ী হবো ;

৩৪. অর্থাৎ তারা একদিকে তাদের ইসলাম বিরোধিতাকে আড়ালে রাখার জন্য কসম করে তাদের ঈমানের মিথ্যা দাবিকে প্রতিষ্ঠিত করতে চেষ্টা করতো। অপরদিকে রাসূলুল্লাহ সা. ও ইসলাম সম্পর্কে লোকদের মনে নানা সংশয় সৃষ্টিকারী কথাবার্তা বলে বেড়াতো। অতপর এসব ব্যাপারে জিজ্ঞাসাবাদের সম্মুখীন হলে আবার কসম করে অস্বীকার করতো।

৩৫. অর্থাৎ দুনিয়াতে তারা যেমন আল্লাহর রাসূল ও মুসলমানদের সামনে মিথ্যা কসম করে নিজেদেরকে মুসলমানদের আক্রোশ থেকে বাঁচানোর চেষ্টা করে, আখিরাতে আল্লাহর সামনেও তারা মিথ্যা কসম করে নিজেদেরকে আল্লাহর আযাব থেকে রক্ষা করার চেষ্টা করবে। কেননা মিথ্যা তাদের অন্তরে বদ্ধমূল হয়ে গেছে।

أَنَا وَرُسُلِي ۚ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ ﴿٢١﴾ لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ

আমি ও আমার রাসূলগণ ; নিশ্চয়ই আল্লাহ মহাশক্তিধর, পরাক্রমশালী। ২২. যারা আল্লাহ ও শেষ দিবসে বিশ্বাস রাখে এমন লোকদের আপনি (দেখতে) পাবেন না যে,

يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ

তারা বন্ধুত্ব করছে ওদের সাথে যারা বিরোধিতা করে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের, যদিওবা তারা হোক তাদের বাপ-দাদা অথবা তাদের সন্তান-সন্ততি অথবা তাদের ভাই-বেরাদর

أَوْ عَشِيرَتَهُمْ ۚ أُولَٰئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِنْهُ ۖ

অথবা তাদের জ্ঞাতি গোষ্ঠী[৩৭] ; তারাই এমন লোক, যাদের অন্তরে তিনি (আল্লাহ) ঈমানকে বদ্ধমূল করে দিয়েছেন এবং তাদেরকে শক্তি দান করেছেন নিজের পক্ষ থেকে একটি (অদৃশ্য) রূহের সাহায্যে[৩৮]

أَنَا-আমি ; وَ-ও ; رُسُلِي-(رسل+ى)-আমার রাসূলগণ ; إِنَّ-নিশ্চয়ই ; اللَّهَ-আল্লাহ ; قَوِيٌّ-মহাশক্তিধর ; عَزِيزٌ-পরাক্রমশালী। ㉒ لَا تَجِدُ-আপনি (দেখতে) পাবেন না যে ; قَوْمًا-এমন লোকদের ; يُؤْمِنُونَ-যারা বিশ্বাস রাখে ; بِاللَّهِ-আল্লাহর প্রতি ; وَ-ও ; الْيَوْمِ-দিবসে ; الْآخِرِ-শেষ ; يُوَادُّونَ-তারা বন্ধুত্ব করছে ; مَنْ-ওদের সাথে যারা ; حَادَّ-বিরোধিতা করে ; اللَّهَ-আল্লাহ ; وَ-ও ; رَسُولَهُ-তাঁর রসূলের ; وَلَوْ-যদিওবা ; كَانُوا-তারা হোক ; آبَاءَهُمْ-(اباء+هم)-তাদের বাপ-দাদা ; أَوْ-অথবা ; أَبْنَاءَهُمْ-(ابناء+هم)-তাদের সন্তান-সন্ততি ; أَوْ-অথবা ; إِخْوَانَهُمْ-(اخوان+هم)-তাদের ভাই-বেরাদর ; أَوْ-অথবা ; عَشِيرَتَهُمْ-(عشيرة+هم)-তাদের জ্ঞাতি গোষ্ঠী ; أُولَٰئِكَ-তারাই এমন লোক ; كَتَبَ-বদ্ধমূল করে দিয়েছেন ; فِي قُلُوبِهِمْ-(فى+قلوب+هم)-যাদের অন্তরে ; الْإِيمَانَ-ঈমানকে ; وَ-এবং ; أَيَّدَهُمْ-(ايد+هم)-তাদেরকে শক্তি দান করেছেন; بِرُوحٍ-(ب+روح)-একটি (অদৃশ্য) রূহের সাহায্যে ; مِنْهُ-নিজের পক্ষ থেকে ;

৩৬. অর্থাৎ অবশেষে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলগণই বিজয়ী হবেন তথা আল্লাহর দীন-ই বিজয়ী হবে। এটা আল্লাহ লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন।

মুনাফিকরা ইয়াহূদীদেরকে বিরাট শক্তির অধিকারী মনে করে, তাদের নিকট গিয়ে তাদের সাহায্য-সহযোগিতা কামনা করতো এবং ইসলাম বিরোধিতার ব্যাপারে তাদের কাছে পরামর্শ চাইত। আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে নিরাশ করে জানিয়ে দিয়েছেন যে, বিজয় চূড়ান্তভাবে আল্লাহ, তাঁর রাসূল এবং ও মু'মিনদের জন্য নির্ধারিত।

(ফী যিলালিল কুরআন)

وَيُدْخِلُهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ۖ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمْ

আর তিনি (আখিরাতে) তাদেরকে এমন জান্নাতে প্রবেশ করাবেন যার তলদেশ দিয়ে নহরসমূহ প্রবহমান রয়েছে, সেখানে তারা (হবে) অনন্তকালের বাসিন্দা ; আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট আছেন

وَرَضُوْا عَنْهُ ۚ اُولٰٓئِكَ حِزْبُ اللّٰهِ ۚ اَلَآ اِنَّ حِزْبَ اللّٰهِ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ۝

এবং তারাও তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট আছে ; তারাই (হলো) আল্লাহর দল ; জেনে রেখো, (যারা) আল্লাহর দল, অবশ্যই তারাই (হবে) সফলকাম।

وَ-আর ; يُدْخِلُهُمْ-(يدخل+هم)-তিনি (আখিরাতে) তাদেরকে প্রবেশ করাবেন ; جَنّٰتٍ-এমন জান্নাতে ; تَجْرِىْ-প্রবহমান রয়েছে ; مِنْ تَحْتِهَا-(من+تحت+ها)-যার তলদেশ দিয়ে ; الْاَنْهٰرُ-নহরসমূহ ; خٰلِدِيْنَ-তারা (হবে) অনন্তকালের বাসিন্দা ; فِيْهَا-সেখানে; رَضِىَ-সন্তুষ্ট আছেন ; اللّٰهُ-আল্লাহ ; عَنْهُمْ-(عن+هم)-তাদের প্রতি ; وَ-এবং ; رَضُوْا-তারাও সন্তুষ্ট আছে ; عَنْهُ-(عن+ه)-তাঁর প্রতি ; اُولٰٓئِكَ-তারাই (হলো) ; حِزْبُ-দল ; اللّٰهِ-আল্লাহর ; اَلَآ-জেনে রেখো ; اِنَّ-অবশ্যই ; حِزْبَ-(যারা) দল ; اللّٰهِ-আল্লাহর ; هُمُ-তারাই (হবে) ; الْمُفْلِحُوْنَ-সফলকাম।

৩৭. অর্থাৎ কোনো মু'মিন আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের শত্রুদের সাথে বন্ধুত্ব করতে পারে না। কোনো মু'মিনের পিতা-মাতা, সন্তান-সন্ততি, ভাই-বেরাদার এবং আত্মীয়-স্বজন যে-ই হোক না কেনো, তাদের মধ্যে যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আদর্শের বিরোধী হবে, তার সাথে সেই মু'মিনের অন্তরঙ্গ সম্পর্ক থাকতে পারে না।

সাহাবায়ে কিরাম রা. সকলের অবস্থা এমনই ছিলো। তাঁরা নিজেদের মাতা-পিতা, স্ত্রী-পুত্র, ভাই-বেরাদরদের মধ্যে যাদের মুখ থেকেই রাসূলুল্লাহ সা. ও ইসলামের বিরুদ্ধে কোনো কটূ কথা শুনেছেন, তাদের সাথেই সম্পর্কচ্ছেদ করেছেন, তাদের কাউকে শাস্তি দিয়েছেন এবং কাউকে হত্যা করতেও দ্বিধা করেননি।

সাহাবায়ে কিরামের এ ঈমানী দৃঢ়তাসূচক অনেক ঘটনা মুফাস্‌সিরীনে কিরাম বর্ণনা করেছেন এবং হাদীসেও এর অনেক ঘটনা বর্ণিত আছে।

যেসব সাহাবায়ে কিরাম মক্কা থেকে হিজরত করে মদীনায় চলে গিয়েছিলেন, তাঁরা শুধু আল্লাহ, রাসূল ও ইসলামের খাতিরে নিজেদের গোত্র ও নিকটাত্মীয়-স্বজনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলেন। হযরত আবু বকর রা. তাঁর পুত্র আবদুর রহমানের বিরুদ্ধে লড়তে তৈরি হয়েছিলেন। বদর ও ওহুদ যুদ্ধের ইতিহাসে এ ধরনের অনেক ঘটনা বর্ণিত আছে। হযরত আবু ওবায়দা রা. তাঁর পিতা আবদুল্লাহ ইবনে জাররাহকে ইসলাম বিরোধী হওয়ার কারণে হত্যা করেছিলেন। একই কারণে হযরত মুস্‌আব

ইবনে উমায়ের রা. তার আপন ভাই উবায়েদ ইবনে উমায়েরকে হত্যা করেছিলেন। হযরত আলী রা., হযরত হামযা রা. এবং হযরত উবায়দা ইবনুল হারেস রা. তাদের নিকটাত্মীয় উতবা, শায়বা এবং ওয়ালীদ ইবনে উতবাকে হত্যা করেছিলেন। বদর যুদ্ধের বন্দীদের ব্যাপারে হযরত ওমর রা. রাসূলুল্লাহ সা.-এর কাছে আবেদন জানিয়ে বলেছিলেন যে, আমাদের প্রত্যেকে তার নিকটাত্মীয় বন্দীকে হত্যা করবে। এটাই ছিলো সাহাবায়ে কিরামের ইসলামের প্রতি নিষ্ঠার নমুনা।

৩৮. এ 'রূহ' দ্বারা 'নূর' বুঝানো হয়েছে, যা মু'মিন ব্যক্তি আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রাপ্ত হয়, এ নূর-ই তার সৎকর্ম ও আন্তরিক প্রশান্তির সহায়ক হয়ে থাকে। এ প্রশান্তি-ই মু'মিনের জন্য এক বিরাট শক্তি।

কারো কারো মতে, 'রূহ' দ্বারা কুরআন ও কুরআনের প্রমাণাদি বুঝানো হয়েছে। কারণ এটাই মু'মিনের আসল শক্তি। (কুরতুবী)

৩য় রুকূ'(১৪-২২ আয়াত)-এর শিক্ষা

১. কাফির ও মুশরিকদের সাথে অন্তরঙ্গ সম্পর্ক স্থাপন করা মুনাফিকী। কোনো নিষ্ঠাবান মু'মিন-মুসলমান এমন কাজ করতে পারে না।

২. মুসলিম নামধারী পাপাসক্ত ফাসিক-ফাজির তথা দীন ও শরীয়ত বিরোধী কাজকর্মে অভ্যস্ত ব্যক্তির সাথেও নিষ্ঠাবান মু'মিন-মুসলমানের আন্তরিক সম্পর্ক থাকতে পারে না।

৩. মুনাফিকদের নৈতিক কোনো আদর্শ নেই। পার্থিব স্বার্থ উদ্ধারের জন্য যখন যে রূপ ধারণ করা প্রয়োজন সে রূপই তারা ধারণ করে।

৪. মুনাফিকদের আরেক পরিচয় হলো—কথায় কথায় কসম করে নিজেদের দাবীকে সত্য বলে প্রমাণ করতে চায়।

৫. মুনাফিকরা দীনদার মুসলমানদের কাছে এলে দীনদারীর কথাবার্তা বলে নিজেদেরকে দীনদার মুসলমান হিসেবে পেশ করে ; আবার কাফির, মুশরিক ও ফাসিক-ফাজিরের কাছে গেলে, তাদের সাথে সুর মেলায়।

৬. ইসলামের মধ্যে খুঁত খুঁজে বেড়ানো মুনাফিকদের আরেকটি অভ্যাস। তারা এর সাহায্যে মানুষকে দীনের পথে আসতে বাধা দান করে।

৭. মুনাফিকদের ধন-সম্পদ, সন্তান-সন্ততি, প্রভাব-প্রতিপত্তি আল্লাহর আযাব থেকে তাদেরকে রক্ষা করতে পারে না। তাদের অবস্থান হবে জাহান্নামের তলদেশে।

৮. দুনিয়াতে মুনাফিকরা কসমকে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করে যেমন সত্যকে আড়াল করতে অভ্যস্ত, আখিরাতে আল্লাহর সামনেও মিথ্যা বলে নিজেদেরকে নির্দোষ প্রমাণ করতে চেষ্টা করবে।

৯. মুনাফিকী একটি শয়তানী কাজ। শয়তান তাদের ওপর প্রবল হয়ে তাদের দিয়ে এ অপকর্ম করিয়ে নেয়। এরা শয়তানের দল। শয়তানের দল নিশ্চিত ক্ষতিগ্রস্ত।

১০. আল্লাহ ও রাসূলের বিরোধী লোকেরা দুনিয়াতে অত্যন্ত নিকৃষ্ট মানুষ। এরা কখনো চূড়ান্ত বিজয় লাভ করতে পারবে না। আল্লাহ ও রাসূলের সত্য দীনই চূড়ান্ত বিজয় লাভ করবে।

১১. মহাশক্তিধর ও পরাক্রমশালী আল্লাহর সাথে মুকাবিলায় দুনিয়ার কোনো শক্তিই জয়ী হতে পারে না।

১২. আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরোধী কোনো শক্তির সাথে খাঁটি মু'মিনদের কোনো বন্ধুত্ব থাকতে পারে না।

১৩. আল্লাহদ্রোহী শক্তি নিজেদের পিতামাতা, ভাইবোন, নিকটাত্মীয়-স্বজন হলেও ইসলামের ব্যাপারে তাদের সাথে কোনো খাঁটি মু'মিনের আপোষ হতে পারে না।

১৪. সুদৃঢ় ঈমানের অধিকারী মু'মিনদেরকে আল্লাহ তা'আলা দীনের পথে থাকার জন্য নিজের পক্ষ থেকে অদৃশ্য 'নূর' দ্বারা সাহায্য করেন। এর দ্বারাই তারা স্বাচ্ছন্দ্যে দীনের পথে চলতে সক্ষম হয়।

১৫. সুদৃঢ় ঈমানের অধিকারী মু'মিনদের প্রতি আল্লাহ তা'আলা সন্তুষ্ট, আর তারাও আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট।

১৬. আল্লাহ তা'আলা দৃঢ়চেতা মু'মিনদেরকে চিরস্থায়ী জান্নাত দান করবেন।

১৭. উল্লিখিত মু'মিনরা-ই আল্লাহর দলভুক্ত। আর চূড়ান্ত বিজয় আল্লাহর দলের জন্যই নির্ধারিত।

১২শ খণ্ড শেষ

শব্দে শব্দে
আল কুরআন
দ্বাদশ খণ্ড
মাওলানা মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান